আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

ইসলামের ইতিহাসঃ আদি-অন্ত

পঞ্চম খণ্ড

অষ্টম খণ্ড

আবুল ফিদা হাফিজ ইবন কাসীর আদ-দামেশকী (র)

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

(ইসলামের ইতিহাস : আদি-অন্ত)

অষ্টম খণ্ড

মূল

আবুল ফিদা হাফিজ ইব্‌ন কাসীর আদ-দামেশ্‌কী (র)

মূল কিতাব পরিমার্জন ও সম্পাদনায়

❋ ড. আহমদ আবু মুলহিম ❋ ড. আলী নজীব আতাবী
❋ প্রফেসর ফুয়াদ সাইয়েদ ❋ প্রফেসর মাহদী নাসির উদ্দীন
❋ প্রফেসর আলী আবদুস সাতির

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (অষ্টম খণ্ড)
মূল : আবুল ফিদা হাফিজ ইব্‌ন কাসীর আদ-দামেশ্‌কী (র)
অনুবাদ পরিষদ কর্তৃক অনূদিত
সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত
পৃষ্ঠা : ৬০৮
ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন ঃ ৩০৯
ইফাবা প্রকাশনা : ২৩৮৩
ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.০৯
ISBN : 984-06-1061-9

প্রথম প্রকাশ :
সেপ্টেম্বর ২০০৭
আশ্বিন ১৪১৪
রমযান ১৪২৮

মহাপরিচালক
মোঃ ফজলুর রহমান

প্রকাশক
মুহাম্মাদ শামসুল হক
পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৯১৩৩৩৯৪

প্রুফ রিডার : মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকী

প্রচ্ছদ : জসিম উদ্দিন

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ নিউ আবাবীল কম্পিউটারস এণ্ড পাবলিকেশন্স
৭৮/২১, রামপুরা, ঢাকা-১২১৯

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৯১১২২৭১

মূল্য: ৫৪০.০০ (পাঁচশত চল্লিশ) টাকা মাত্র।

AL-BIDAYA WAN NIHAYA 8th VOLUME (Islamic History : First to Last—Eighth Volume): Written by Abul Fida Hafiz Ibn Kasir Ad-Dameshki (R) in Arabic, translated into Bangla under the Supervision of Editorial Board of Al-Bidaya Wan Nihaya & published by Director, Translation & Compilation Dept., Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 9133394 September 2007

E-mail : islamicfoundationbd@yahoo.com
Website : www. islamicfoundation.org.bd

সূচিপত্র

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
হযরত আলী (রা)-এর মহান চরিত্র, ওয়াজ ও নসীহত, যুগান্তকারী রায়, ভাষণ এবং হৃদয়গ্রাহী ও জ্ঞানগর্ভ উক্তি	১৫
হযরত আলী (রা)-এর উত্তম বাণী	২১
একটি অস্বাভাবিক বিরল বর্ণনা	৩৩
হাসান ইব্ন আলী (রা)-এর খিলাফত	৩৯
হিজরী ৪১ সন	৪৩
মু'আবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান (রা) ও তাঁর রাজত্ব	৪৮
মু'আবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ানের ফযীলত ও মর্যাদা	৪৯
মু'আবিয়া (রা)-এর বিরুদ্ধে খারিজী-বিদ্রোহ	৫১
হিজরী ৪১ সনে যাঁদের ওফাত হয়	৫৩
রিফা'আ ইব্ন রাফি' ইব্ন মলিক আজলান	৫৩
রুকানা ইব্ন আবদিল আযীয ইব্ন হিশাম ইব্ন আবদিল মুত্তালিব কুরায়শী	৫৩
সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়া ইব্ন খালফ ইব্ন ওয়াহাব ইব্ন হুযায়ফা ইব্ন ওয়াহব কুরায়শী	৫৩
উসমান ইব্ন তালহা (রা)	৫৪
আমর ইব্ন আসওয়াদ সাকূনী (রা)	৫৪
আতিক বিন্ত যায়দ (রা)	৫৫
হিজরী ৪২ সাল	৫৬
হিজরী ৪৩ সাল	৫৭
মুহাম্মদ ইব্ন মাস্লামা আনসারী (রা)	৬১
আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালামা (রা)	৬২
হিজরী ৪৪ সন	৬৩
হিজরী ৪৫ সন	৬৬
হিজরী ৪৬ সন	৬৯
হিজরী ৪৭ সন	৭১
৪৮ হিজরী সন	৭২
৪৯ হিজরী সন	৭২
এ বছর যে সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির ওফাত হয়	৭৩
হাসান ইব্ন আলী (রা) ইব্ন আবী তালিব	৭৩
হিজরী ৫০ সন	৯৫

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
সাফিয়্যা বিনত হুয়াই ইব্ন আখতাব (রা)	৯৬
উম্মু সুরায়ক আনসারী (রা)	৯৭
আমর ইব্ন উমাইয়া দামারী (রা)	৯৭
জুবায়র ইব্ন মুত'ইম (রা)	৯৮
হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা)	৯৮
হাকাম ইব্ন আমর ইব্ন মুজাদ্দা গিফারী (রা)	৯৮
দাহয়া ইব্ন খালীফা কালবী (রা)	৯৯
আকীল ইব্ন আবী তালিব (রা)	৯৯
কা'ব ইব্ন মালিক আনসারী (রা)	১০০
মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা)	১০১
জুওয়াইরিয়া বিন্ত হারিস ইব্ন আবী দিরার খুযাঈ	১০৩
হিজরী ৫১ সন	১০৪
জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ বাজালী (রা)	১১৫
জাফর ইব্ন আবূ সুফয়ান ইব্ন আব্দুল মুত্তালিব	১১৬
হারিছা ইব্ন নুমান আনসারী নাজ্জারী (রা)	১১৭
সাঈদ ইব্ন যায়দ ইব্ন আমর ইব্ন নুফায়ল কুরা (রা)	১১৭
আবদুল্লাহ উনায়স ইব্ন জুহানী আবূ ইয়াহয়া আল মাদানী (রা)	১১৮
আবূ বাকরা নুফায় ইব্ন হারিছ (রা)	১১৮
হিজরী ৫২ সন	১১৯
হিজরী ৫২ সনে যাঁরা ইনতিকাল করেন	১২০
খালিদ ইব্ন যায়দ ইব্ন কুলায়ব	১২০
আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফ্ফাল মুযানী	১২৪
ইমরান ইব্ন হুসায়ন ইব্ন উবায়দ (রা)	১২৪
কাব ইব্ন উজরা আনসারী আবূ মুহাম্মদ মাদানী	১২৫
মু'আবিয়া ইব্ন খুদায়জ (রা)	১২৫
হানী ইব্ন নিয়ার আবূ বুরদাহ বালাবী (রা)	১২৫
হিজরী ৫৩ সন	১২৬
রুওয়াইফা ইব্ন ছাবিত (রা)	১২৬
সা'সা'আ ইব্ন নাজিয়া (রা)	১২৯
জাবালা ইব্ন আয়হাম গাস্সানী	১৩০
হিজরী ৫৪ সন	১৩৬
হিজরী ৫৪ সনে যাঁরা ইনতিকাল করেন	১৩৭
উসামা ইব্ন যায়দ ইব্ন হারিছা কালবী (রা)	১৩৭
ছাওবান ইব্ন মুজাদ্দিদ (রা)	১৩৮

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
জুবায়র ইব্ন মুতইম (রা)	১৩৮
হারিছ ইব্ন রিব্ঈ (রা)	১৩৮
হাকীম ইব্ন হিযাম	১৩৯
হুওয়াইতিব ইব্ন আবদুল উয্যা আমিরী (রা)	১৪১
মা'বাদ ইব্ন ইয়ারবূ' ইব্ন আনবাছা (রা)	১৪২
মুর্রা ইব্ন শারাহীল হামাদানী (রা)	১৪৩
নু'আয়মান ইব্ন আমর (রা)	১৪৩
সাওদা বিনত যাম'আ (রা)	১৪৩
হিজরী ৫৫ সন	১৪৫
হিজরী ৫৫ সনে যাঁদের ওফাত হয়	১৪৫
আরকাম ইব্ন আবূ আরকাম (রা)	১৪৫
সাহবান ইব্ন যুফার ইব্ন ইয়াস	১৪৬
সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা)	১৪৭
ফুদালা ইব্ন উবায়দ আনসারী আওসী (রা)	১৫৯
কুছাম ইব্ন আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা)	১৫৯
কা'ব ইব্ন আমর আবূ য়ুসর (রা)	১৫৯
হিজরী ৫৬ সন	১৬০
হিজরী ৫৭ সন	১৬৫
হিজরী ৫৮ সন	১৬৬
এক আজব ঘটনা	১৬৭
হিজরী ৫৮ সনে যাঁদের ওফাত হয়	১৬৯
সাঈদ ইবনুল 'আস ইব্ন উমাইয়া ইব্ন আব্দ শাম্স ইব্ন আব্দ মানাফ কুরায়শী উমাবী	১৬৯
শাদ্দাদ ইব্ন আওস ইব্ন ছাবিত (রা)	১৭৬
আবদুল্লাহ ইব্ন আমির (রা)	১৭৭
আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর (রা)	১৭৮
সিরিয়ান আরবদের রাজা জূদীর কন্যা লায়লার সাথে হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর (রা)-এর ঘটনা	১৮১
উবায়দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা)	১৮২
উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা বিন্ত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)	১৮৩
৫৯ হিজরীর সূচনা	১৯০
যিয়াদ পুত্রদ্বয় উবায়দুল্লাহ্ ও আব্বাদের সাথে ইয়াযীদ ইব্ন রবী'আ ইব্ন মুফাররান হিময়ারীর ঘটনা	১৯১
এ বছর যে সকল বিশিষ্টজন মৃত্যুবরণ করেন	১৯৪

শিরোনাম | পৃষ্ঠা

কবি হুতাইয়াহ্ ১৯৪
আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন কাশাব ১৯৮
কায়স ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন উবাদা খাযরাজী (রা) ১৯৮
মা'কাল ইব্‌ন ইয়াসার আল মুযানী (রা) ২০৪
আবূ হুরায়রা আদ্‌দাওসী (রা) ২০৫
৬০ হিজরী ২২৫
হযরত মু'আবিয়ার জীবন চরিত এবং তাঁর শাসনকালের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ২২৮
হযরত মু'আবিয়ার স্ত্রী ও সন্তান সন্ততি ২৭৫
আবূ মুসলিম আল খাওলানী ২৭৭
ইয়াযীদ বিন মু'আবিয়া এবং তার শাসনকালের ঘটনাবলী ২৭৭
হযরত হুসায়ন বিন আলী (রা)-এর বৃত্তান্ত খিলাফতের দাবীতে
তাঁর মক্কা ত্যাগ এবং শাহাদতলাভ ২৮৪
হযরত হুসায়নের ইরাক গমনের প্রেক্ষাপট ৩০১
৬১ হিজরীর সূচনা ৩২৩
শিয়াদের মিথ্যাবর্জিত নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিকদের বর্ণনার
উদ্ধৃতিতে তাঁর হত্যাকাণ্ডের স্বরূপ ৩২৩
পরিচ্ছেদ ৩৭৩
হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-এর কবর ৩৮০
হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-এর শির মুবারক ৩৮০
ইমাম হুসায়ন (রা)-এর গুণাবলী ৩৮১
পরিচ্ছেদ ৩৮৮
হযরত ইমাম হুসায়ন (রা) রচিত কিছু কবিতা ৩৮৮
হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-এর শাহাদতের পর ৬১
হিজরীতে সংঘটিত অন্যান্য ঘটনাবলী ৩৯১
এবছরে যেসব ব্যক্তিত্ব ইনতিকাল করেন ৩৯৪
জাবির ইব্‌ন আতীক কায়স ৩৯৪
হামযা ইব্‌ন আমর আল-আসলামী (রা) ৩৯৪
শায়বা ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন আবূ তালহা আল-আবদারী আল হাজাবী ৩৯৪
আল-ওয়ালীদ ইব্‌ন উকবা ইব্‌ন আবূ মুআইত ৩৯৬
উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা) ৩৯৭
৬২ হিজরী সন ৩৯৮
এবছর যে সব ব্যক্তিত্ব ইনতিকাল করেছেন ৪০০
আর-রাবী' ইব্‌ন খুসাইম ৪০১
আবূ শাবাল আল-কামা ইব্‌ন কাউস আন-নাখয়ী আল-কূফী ৪০১

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
উকবা ইব্‌ন নাফি আল ফিহ্‌রী	৪০১
আমর ইব্‌ন হাযম (রা)	৪০১
মুসলিম ইব্‌ন মুখাল্লাদ আল-আনসারী (রা)	৪০১
মুসলিম ইব্‌ন মু'আবিয়া আদ-দায়লামী (রা)	৪০১
হিজরী ৬৩ সাল	৪০২
হিজরী ৬৪ সন	৪১২
ইয়াযীদ ইব্‌ন মুআবিয়ার জীবন কথা	৪১৫
ইয়াযীদের মৃত্যু	৪৩০
মুইবয়া ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন মুআবিয়া এর রাজত্বকাল	৪৩১
আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর (রা)-এর রাজ্যশাসন	৪৩৪
মারওয়ান ইবনুল হাকামের বাইয়াতের বিবরণ	৪৩৫
মারজ রাহিত আদ-দাহ্‌হাক ইব্‌ন কাইস আল ফিহ্‌রী (রা)-এর হত্যার ঘটনা	৪৪০
আদ দাহ্‌হাক ইব্‌ন কাইস (রা)-এর জীবন কাহিনী	৪৪২
আন নুমান ইব্‌ন বাশীর (রা)	৪৪৪
আল-মুনযির ইব্‌ন যুবাইর ইব্‌ন আওয়াম (র)	৪৪৭
মুসআব ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ	৪৪৮
আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর (রা)-এর আমলে কা'বা ঘরকে ভেঙ্গে পুনর্র্নির্মাণ করার বিবরণ	৪৫৫
হিজরী ৬৫ সন	৪৫৭
আইনুল ওয়ারদার ঘটনা	৪৬১
সুলইমান ইব্‌ন সুরাদ (রা)	৪৬৩
মারওয়ান ইবনুল হাকামের জীবন কাহিনী	৪৬৬
আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানের খিলাফত	৪৭১
হিজরী ৬৬ সন	৪৭৬
শিমার ইব্‌ন যুল জাওশানের নিহত হওয়ার ঘটনা	৪৮৬
হযরত ইমাম হুসাইন (রা) এর শির মুবারক বিচ্ছিন্নকারী খাওলী ইব্‌ন ইয়াযীদ আল-আসবাহীর হত্যা	৪৯০
হযরত হুসাইন (রা)-এর ঘাতক দলের নেতা উমর ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস-এর হত্যাকাণ্ড	৪৯১
পরিচ্ছেদ	৪৯৫
পরিচ্ছেদ	৪৯৯
৬৭ হিজরী সন	৫০৪
ইব্‌ন যিয়াদের জীবন চরিত	৫০৬

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
মুস'আব ইব্‌ন যুবাইর-এর হাতে মুখতার ইব্‌ন আবূ উবাইদ-এর হত্যাকাণ্ড	৫১১
মুখতার ইব্‌ন আবূ উবায়দ আছ-ছাকাফীর জীবন চরিত	৫১৫
পরিচ্ছেদ	৫১৯
৬৮ হিজরীর সন	৫২১
এবছর যে সব বিশিস্ট ব্যক্তিবর্গের ইনতিকাল হয়	৫২৩
এবচল তরজমানুল কুরআন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) ইনতিকাল করেন	৫২৩
হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর জিবরীল (আ)-কে দেখার অপর বর্ণনা	৫২৬
পরিচ্ছেদ	৫৩৬
ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর গঠন আকৃতি	৫৩৯
৬৯ হিজরী সন	৫৪১
আল-আশ্‌দাক-এর জীবন চরিত	৫৪৬
এ বছর যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইনতিকাল করেন	৫৪৮
আবুল আসওয়াদ আদ-দুয়ালী	৫৪৮
জাবির ইব্‌ন সামুরা ইব্‌ন জুনাদা (রা)	৫৫০
আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা)	৫৫০
হাসসান ইব্‌ন মালিক	৫৫০
৭০ হিজরী সন	৫৫১
এ বছর যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইনতিকাল করেন	৫৫১
আসিম ইব্‌ন উমর ইবনুল খাত্তাব	৫৫১
কাবীসা ইব্‌ন যুআইব আল খুযায়ী আল-কালবী	৫৫২
কায়স ইব্‌ন যারীজ	৫৫২
ইয়াযীদ ইব্‌ন যিয়াদ ইব্‌ন রবীয়া আল-হিময়ারী	৫৫২
বাশীর ইবনুল নাযর	৫৫৩
মালিক ইব্‌ন যুখামির	৫৫৩
৭১ হিজরী সন	৫৫৪
মুসআব ইব্‌নুয যুবাইর-এর জীবন-চরিত	৫৫৯
পরিচ্ছেদ	৫৬৭
এবছর যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তির ইনতিকাল হয় তাঁদের অন্যতম হলেন	৫৬৮
ইবরাহীম ইবনুল আশতার	৫৬৮
উমর ইব্‌ন সালামা	৫৬৮
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গোলাম সাফীনা	৫৬৮
উমর ইব্‌ন আখতাব	৫৬৯
ইয়াযীদ ইব্‌নুল আসওয়াদ আল-জারশী আস-সাকূনী	৫৬৯
৭২ হিজরী সন	৫৭০

শিরোনাম | পৃষ্ঠা

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
আবদুল্লাহ ইব্‌ন খাযিম-এর জীবন চরিত	৫৭২
আল-আহ্‌নাফ ইব্‌ন কাইস	৫৭৩
আল-বারা ইব্‌ন আযিব (রা)	৫৭৫
উবাইদা আস-সালমান আল-কাজী	৫৭৬
আতিয়্যা ইব্‌ন বিশর (রা)	৫৭৬
উবাইদা ইব্‌ন নাযীলা	৫৭৬
আবদুল্লাহ ইব্‌ন কাইস আর-রাকাইয়াত	৫৭৬
আবদুল্লাহ ইব্‌ন হামাম	৫৭৬
৭৩ হিজরী সন	৫৭৭
আমীরুল মু'মিনীন আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর-এর জীবন চরিত্র	৫৮২
৭৩ হিজরীতে ইবনুয যুবাইর-এর সঙ্গে মক্কায় আরো যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ নিহত হন	৬০৩
আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাফওয়ান	৬০৩
আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুতী'	৬০৪
আউফ ইব্‌ মালিক (রা)	৬০৪
আসমা বিনত আবূ বকর আস-সিদ্দীক (রা)	৬০৪
এ বছর আরো যে কজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ইনতিকাল করেন	৬০৭
আবদুল্লাহ সাদ ইব্‌ন জাছম আল-আনসারী (রা)	৬০৭
আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ হাদরাদ আল-আসলামী (রা)	৬০৭
মালিক ইব্‌ন মাসমা' ইব্‌ন গাস্‌সান আল-বসরী (রা)	৬০৭
ছাবিত ইবনুয যাহহাক আল-আনসারী (রা)	৬০৭
যয়নাব বিনত আবূ সালামা আল-মাখযূমী	৬০৭
তাওবা ইবনুস সাম্মা	৬০৭

প্রকাশকের কথা

প্রথম মানব-মানবী হযরত আদম ও হাওয়া (আ) থেকে মানব সভ্যতার শুভ সূচনা হয়েছে। হযরত আদম (আ) ছিলেন মানব জাতির আদি পিতা এবং সর্বপ্রথম নবী। আল্লাহ তা'আলা মানুষ সৃষ্টির পর তাঁর বিধি-বিধান আম্বিয়া-ই-কিরামের মাধ্যমেই মানব জাতির কাছে পৌঁছিয়েছেন। নবী-রাসূলগণ সহীফা অথবা কিতাব নিয়ে এসেছেন। মানব ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা, আম্বিয়া-ই-কিরামের আগমন ও তাঁদের কর্মবহুল জীবন সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাই ইসলামের নির্ভুল ইতিহাস জানার জন্য কুরআন-হাদীসই হলো মৌলিক উপাদান। আজ বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগেও কুরআন-হাদীসের তত্ত্ব ও তথ্য প্রশ্নাতীতভাবে প্রমাণিত।

আল্লামা হাফিজ ইবন কাসীর (র) কর্তৃক আরবী ভাষায় রচিত 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া' গ্রন্থে আল্লাহ তা'আলার বিশাল সৃষ্টি জগতসমূহের সৃষ্টিতত্ত্ব ও রহস্য, মানব সৃষ্টিতত্ত্ব এবং আম্বিয়া-ই-কিরামের সুবিস্তৃত ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। ১৪ খণ্ডে সমাপ্ত এই বৃহৎ গ্রন্থটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও জনপ্রিয় একটি ইতিহাস গ্রন্থ।

ইসলামের ইতিহাস চর্চাকারদের জন্যে গ্রন্থটি দিক-নির্দেশক হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। গ্রন্থটির গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সবগুলো খণ্ড অনুবাদের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বর্তমানে অষ্টম খণ্ডের অনুবাদ প্রকাশ করা হলো। বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের সুবিধার্থে 'আল-বিদায় ওয়ান নিহায়া'র বাংলা নামকরণ করা হয়েছে 'ইসলামের ইতিহাস ঃ আদি-অন্ত।'

গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ এমদাদ উদ্দীন, মাওলানা মুহাম্মদ আবূ তাহের, মাওলানা হাবীবুর রহমান নদভী, মাওলানা মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন। আর সম্পাদনা করেছেন অধ্যাপক আবদুল মান্নান, মাওলানা ফরিদ উদ্দীন আত্তার ও মাওলানা আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী। প্রুফ রিডিং করেছেন জনাব মুহাম্মদ আবূ তাহের সিদ্দিকী। গ্রন্থটি অনুবাদ ও সম্পাদনার সাথে সম্পৃক্ত সবার প্রতি রইলো আমাদের আন্তরিক মোবারকবাদ।

অনূদিত গ্রন্থটির অষ্টম খণ্ড প্রকাশ করেতে পেরে আমরা মহান আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি। অপরাপর খণ্ডগুলোও প্রকাশের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। আমরা গ্রন্থটি নির্ভুল মুদ্রণের চেষ্টা করেছি। তবুও গ্রন্থটি প্রকাশ করতে গিয়ে হয়তো কোথাও ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে। সচেতন পাঠকবৃন্দের নিকট কোন ভুল-ত্রুটি ধরা পড়লে তা আমাদেরকে জানানোর জন্য অনুরোধ রইল।

আমরা আশা করি বইটি পাঠক মহলে সমাদৃত হবে। আল্লাহ আমাদের প্রচেষ্টা কবূল করুন! আমীন

মুহাম্মাদ শামসুল হক
পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সম্পাদনা পরিষদ

- অধ্যাপক আবদুল মান্নান
- মাওলানা ফরীদুদ্দীন আত্তার
- মাওলানা আব্দুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী

অনুবাদকমণ্ডলী

- মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ এমদাদ উদ্দীন
- মাওলানা হাবীবুর রহমান নদভী
- মাওলানা মুহাম্মদ আবূ তাহের
- মাওলানা মুহাম্মদ মহিউদ্দীন

মহাপরিচালকের কথা

'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া' প্রখ্যাত মুফাসসির ও ইতিহাসবেত্তা আল্লামা ইবনে কাসীর (র) প্রণীত একটি সুবৃহৎ ইতিহাস গ্রন্থ। এই গ্রন্থে সৃষ্টির শুরু তথা আরশ, কুরসী, নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল প্রভৃতি এবং সৃষ্টির শেষ তথা হাশর-নশর, কিয়ামত, জান্নাত, জাহান্নাম প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এই বৃহৎ গ্রন্থটি ১৪টি খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে।

আল্লামা ইবনে কাসীর (র) তাঁর এই গ্রন্থকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম ভাগে আরশ, কুরসী, ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী ঘটনাবলী তথা ফেরেশতা, জিন, শয়তান, আদম (আ)-এর সৃষ্টি, যুগে যুগে আবির্ভূত নবী-রাসূলগণের ঘটনা, বনী ইসরাঈল, ইসলাম-পূর্ব যুগের ঘটনাবলী এবং মুহাম্মদ (সা)-এর জীবন-চরিত আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় ভাগে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতকাল থেকে ৭৬৮ হিজরী সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ কালের বিভিন্ন ঘটনা এবং মনীষীদের জীবনী আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় ভাগে রয়েছে ফিৎনা-ফাসাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, কিয়ামতের আলামত, হাশর-নশর, জান্নাত-জাহান্নামের বিবরণ ইত্যাদি।

লেখক তাঁর এই গ্রন্থের প্রতিটি আলোচনা পবিত্র কুরআন, হাদীস, সাহাবাগণের বর্ণনা, তাবেঈন ও অন্যান্য মনীষীর উক্তি দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন। ইবন হাজার আসকালানী (র), ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলী (র) প্রমুখ ইতিহাসবিদ এই গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বদরুদ্দীন আইনী (র) এবং ইবন হাজার আসকালানী (র) গ্রন্থটির সার-সংক্ষেপ রচনা করেছেন। বিজ্ঞজনের মতে, এ গ্রন্থের লেখক ইবনে কাসীর (র) ইমাম তাবারী, ইবনুল আসীর, মাসউদী ও ইবন খালদুনের ন্যায় উচ্চস্তরের ভাষাবিদ, সাহিত্যিক ও ইতিহাসবেত্তা ছিলেন।

বিখ্যাত এ গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদের অষ্টম খণ্ড পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি। গ্রন্থখানির অনুবাদক ও সম্পাদকমণ্ডলীকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং গ্রন্থটির প্রকাশনার ক্ষেত্রে অন্য যাঁরা সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সবাইকে মুবারকবাদ।

পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলা আমাদের এ শ্রম কবূল করুন। আমীন!

মোঃ ফজলুর রহমান
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

হযরত আলী (রা)-এর মহান চরিত্র, ওয়াজ ও নসীহত, যুগান্তকারী রায়, ভাষণ এবং হৃদয়গ্রাহী ও জ্ঞানগর্ভ উক্তি

আবদুল ওয়ারিছ আবূ আমর ইব্‌ন আ'লা এর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, একদিন হযরত আলী (রা) জনগণের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেন, হে লোক সকল ! ঐ আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, এই বস্তুটি ছাড়া আলী তোমাদের সম্পদের কম-বেশি অন্য কিছুর জন্য অভিযুক্ত হয়নি। আমার উপর দোষারোপ করা হয়েছে শুধু এটির জন্য। এ কথা বলে তিনি তাঁর জামার আস্তিন থেকে একটি শিশি বের করলেন, তাতে ছিল খুশবু। তিনি বলেন, এক গোত্রপতি دهقان বা دُهْقَان আমাকে উপহার দিয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর হযরত আলী রাষ্ট্রীয় কোষাগার বায়তুলমালের নিকট আসেন এবং বলেন, 'লও।' তারপর তিনি নিম্নের পঙ্‌ক্তিটি আবৃত্তি করেন—

أَفْلَحَ مَنْ كَانَتْ لَهُ قَوْصَرَةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا كُلُّ يَوْمٍ تَمْرَةً —

ধন্য জীবন তার, সফলকাম সে, যার আছে একটি ঝুড়ি। তা থেকে প্রতিদিন মাত্র একটি করে খেজুর সে খাদ্যরূপে গ্রহণ করে। অপর বর্ণনায় আছে যে, প্রতিদিন মাত্র একবার তা গ্রহণ করে। অপর বর্ণনায় আছে সৌভাগ্য তার জন্যে যার আছে একটি ঝুড়ি........।

হারমালা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবী রাযীন গাফিকী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একদিন কুরবানীর ঈদের দিন আমরা হযরত আলী (রা)-এর বাড়িতে উপস্থিত হলাম, তিনি আমাদের আতিথেয়তার জন্য নিয়ে এলেন তাঁর ঘরে থাকা ঝোল। আমরা বললাম, আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করুন। আপনি যদি ঐ হাঁসটি আমাদের জন্য নিয়ে আসতেন তাহলে ভাল হত। কারণ এখন আল্লাহ্ তা'আলা তো মুসলমানদেরকে অনেক ধন-সম্পদের মালিক বানিয়েছেন। তখন হযরত আলী (রা) বললেন, 'হে রাযীনের পুত্র ! আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি, বলেছিলেন, খলীফার জন্য আল্লাহ্‌র মাল থেকে অর্থাৎ বায়তুলমাল থেকে মাত্র দু'পাত্র খাবার নেয়াই বৈধ। একপাত্র খাবার তিনি পরিবার-পরিজন নিয়ে খাবেন এবং একপাত্র অন্য লোকদের খাওয়াবেন।

ইমাম আহমদ (র) হাসান ও আবূ সাঈদ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাযীন থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একদিন হযরত আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা)-এর বাড়ি গেলাম। হাসান বলেন, ঐ দিন ছিল কুরবানীর ঈদের দিন। হযরত আলী (রা) আমাদের আপ্যায়নের জন্যে ঝোল নিয়ে এলেন। আমি বললাম, আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করুন, এই হাঁসটি যদি আমাদেরকে খেতে দিতেন ! মহান আল্লাহ্ তো এখন আমাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। হযরত আলী (রা) বললেন, হে রাযীনের পুত্র ! আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, 'আল্লাহ্‌র মাল থেকে খলীফার জন্যে শুধু দু'বাটি খাদ্য নেওয়া বৈধ। এক বাটি পরিবার-পরিজনসহ তিনি

নিজে খাবেন। অন্য বাটি অন্য লোকজনকে খাওয়াবেন। আবূ উবায়দ (র) বলেছেন, আব্বাদ ইব্ন আওয়াম মারওয়ান ইব্ন আনতারার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একদিন হযরত আলী (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি খুওয়ারনিক নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তাঁর শরীরে একটি চাদর জড়ানো ছিল। ঠাণ্ডায় তিনি থরথর করে কাঁপছিলেন। আমি বললাম, আমীরুল মু'মিনীন ! আল্লাহ্ তো এ মাসে আপনার এবং আপনার পরিজনের হক রেখেছেন, অথচ আপনি শীতে কাঁপছেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদের মাল থেকে অর্থাৎ বায়তুলমাল থেকে কিছুই নেইনি। আমার এই চাদর আমি ঘর থেকে নিয়ে এসেছি। অন্য বর্ণনায়, মদীনা থেকে নিয়ে এসেছি।

আবূ নুআয়ম বলেন, আমি সুফিয়ান ছাওরীকে বলতে শুনেছি, 'হযরত আলী (রা) ঘর বানানোর জন্যে একটি ইটও প্রস্তুত করেন নি আর কোন ইটের উপর বাঁশ কিংবা খুঁটি স্থাপন করেন নি। তাঁর জন্যে খাদ্য হিসেবে মঞ্জুরকৃত শস্য থলিতে করে মদীনা থেকে নিয়ে আসা হত।

ইয়াকূব ইব্ন সামআন তায়মী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একদিন হযরত আলী (রা) তাঁর তরবারি নিয়ে বাজারে এলেন। তিনি বললেন, আমার এই তরবারি কেউ কিনবে কি? তবে আমার নিকট লুঙ্গি কেনার চারটি দিরহাম থাকত আমি এটি বিক্রি করতাম না।

যুবায়র ইব্ন বাক্কার বলেছেন, সুফিয়ান জা'ফর-এর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রা) যখন কোন জামা পরিধান করতেন তখন জামার আস্তিন তাঁর হাতের সাথে সমান সমান মেপে নিতেন। তারপর আস্তিনের যে অংশটুকু তাঁর আঙুলগুলো ছাড়িয়ে লম্বা হতো তিনি তা কেটে ফেলতেন এবং বলতেন, আঙুলের অতিরিক্ত আস্তিনের কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই।

আবূ বকর ইব্ন আইয়াশ ইয়াযীদ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, হযরত আলী (রা) একদিন তিন দিরহাম দিয়ে একটি জামা কিনছিলেন। তখন তিনি খলীফা। তারপর জামার আস্তিনের যে অংশটুকু হাতের কব্জির অতিরিক্ত ছিল তিনি ততটুকু কেটে ফেলে দিলেন এবং বললেন, সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্র, যাঁর দেয়া বেশভূষার অন্যতম এই জামা। এই জামা তাঁরই দেয়া বসন ভূষণের অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম আহমদ (র) "সংসার বিমুখতা" অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন, আব্বাদ ইব্ন আওয়াম আবূ গুসায়নের ক্রীতদাস সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একদিন দেখলাম যে, হযরত আলী (রা) জনৈক সূতী কাপড় বিক্রেতার নিকট এলেন। তিনি বললেন, তোমার নিকট কি সুনবুলানী জামা আছে? সে একটি জামা বের করে তাঁকে দিল। তিনি সেটি পরিধান করলেন। জামাটি লম্বায় তাঁর পায়ের নলার অর্ধেক পর্যন্ত (নিসফ-ই-সাক) পৌঁছল। তিনি ডান দিকে ও বাম দিকে তাকিয়ে দেখলেন এবং বললেন, বেশ তো মাপ মত হয়েছে ! ঠিক আছে দাম কত? দোকানী বলল, আমীরুল মু'মিনীন ! দাম হল চার দিরহাম। (এত দামের কথা শুনে) তিনি জামাটি খুলে ফেললেন এবং দোকানীর হাতে জামা বুঝিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ ফযল ইব্ন দাকীন বর্ণনা করেছেন, জারমূয সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একদিন হযরত আলী (রা)-কে দেখলাম তিনি ঘর থেকে বের হলেন। তাঁর পরিধানে ছিল দু'খণ্ড কিবতী কাপড়। একটি লুঙ্গি নলার অর্ধেক পর্যন্ত অপরটি চাদর তাও প্রায় সে পর্যন্তই। তাঁর হাতে ছিল একটি ছড়ি। তিনি ছড়ি হাতে বাজারে ঘুরছিলেন আর মানুষকে আল্লাহ্-ভীতি অর্জন ও সততার সঙ্গে ক্রয়-বিক্রয় করার নির্দেশ দিচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেন,

মাপে-ওজনে পূর্ণতা অবলম্বন করবে। তিনি আরো বলছিলেন, খবরদার ফুঁ দিয়ে বাতাস ভরে গোশ্ত ফুলিয়ে রেখ না।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক (র) সংসার বিমুখতা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। ইয়াযীদ ইব্ন ওয়াহাব জুহানী বলেছেন, একদিন হযরত হযরত আলী (রা) আমাদের নিকট উপস্থিত হলেন। তাঁর পরিধানে ছিল দু'টি চাদর। একটি ব্যবহার করছিলেন লুঙ্গি হিসেবে আর অপরটি চাদর রূপে। লুঙ্গির এক দিক ছিল ঝুলন্ত আর অপর দিক উপরে উঠানো। এক টুকরো কাপড় দিয়ে তিনি লুঙ্গিটি উপরে উঠিয়ে রেখেছিলেন। তাঁকে অতিক্রম করছিল আরবের এক বেদুইন। হযরত আলী (রা)-কে ডেকে সে বলল, 'এই যে লোক ! কাপড়গুলো সুন্দরভাবে পরিধান করুন, আপনি হয় মারা যাবেন নতুবা নিহত হবেন।' উত্তরে হযরত আলী (রা) বললেন, ওহে বেদুইন ! আমি এভাবে কাপড় দু'টো পরিধান করেছি চাকচিক্য ও জাঁকজমক থেকে দূরে থাকার জন্যে, নামাযে অধিকতর মনোযোগী থাকার জন্যে এবং ঈমানদার মানুষের জীবনাচরণ বাস্তবায়নের জন্যে।

আবদ ইব্ন হুমায়দ মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দ আবূ মাতার (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একদিন মসজিদ থেকে বের হলাম। তখন শুনতে পেলাম যে, একজন লোক পেছন থেকে আমাকে ডাকছে আর বলছে, 'তোমার লুঙ্গি উপরে উঠাও, তোমার লুঙ্গি উপরে উঠাও।' তাতে তোমার লুঙ্গি বেশিদিন টিকে থাকবে আর তোমার জন্যে অধিকতর তাকওয়া অবলম্বনও করা হবে। আর তুমি যদি খাঁটি মুসলমান হয়ে থাক তবে মাথার চুল কেটে নিও। আমি ঐ লোকের পেছনে পেছনে রওয়ানা হলাম, তিনি একটি চাদর পরিধান করে ছিলেন, একটি চাদর গায়ে জড়িয়ে ছিলেন এবং তাঁর হাতে ছিল একটি ছড়ি। মনে হচ্ছিল উনি একজন গ্রাম্য বেদুইন। আমি বললাম ইনি কে? এক লোক আমাকে বলল, আমার তো মনে হয় এই শহরে তুমি নতুন এসেছ! আমি বললাম, হ্যাঁ, তা বটে, আমি বসরার অধিবাসী। লোকটি আমাকে বলল যে, ইনি হলেন আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী ইব্ন আবী তালিব (রা)। তিনি যেতে যেতে আবূ মুআতের ছেলেদের এলাকায় গিয়ে পৌঁছলেন। এক ব্যক্তি উট নিয়ে যাচ্ছিল। খলীফা আলী (রা) তাকে বললেন, ক্রয়-বিক্রয়ে মিথ্যা কসম করো না। কারণ মিথ্যা কসমে পণ্য বেশি পরিমাণে বিক্রয় হয় কিন্তু বরকত থাকে না।

একবার তিনি খেজুর বাজারে এলেন। সেখানে দেখতে পেলেন যে, জনৈক দাসী কাঁদছে। 'কাঁদছ কেন?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন। মহিলা বলল, ঐ যে লোকটিকে দেখছেন, আমি এক দিরহাম মূল্য পরিশোধ করে তার থেকে কিছু খেজুর কিনে নিয়েছিলাম, কিন্তু আমার মালিকের ঐ খেজুর পছন্দ হয়নি, তা ফেরত পাঠালেন। এখন তো এই বিক্রেতা খেজুর নিচ্ছে না। হযরত আলী (রা) খেজুর বিক্রেতাকে বললেন, 'তুমি তোমার মাল ফেরত নাও এবং ওর এক দিরহাম ওকে দিয়ে দাও। কারণ ওই দাসীর এখন কোন পথ নেই। সে তাকে ঠেলে দিল। আমি বললাম, ইনি কে তা কি তুমি জান? সে বলল, না, জানি না। আমি বললাম, ইনি আমীরুল মু'মিনীন, খলীফা আলী ইব্ন আবী তালিব (রা)। তখন ওই দাসী বিক্রেতার খেজুর ফেরত দিল। আর বিক্রেতা মহিলাকে একটি দিরহাম ফেরত দিয়ে দিল। এরপর দোকানী বলল, আমীরুল মু'মিনীন ! আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হোন। খলীফা বললেন, তুমি যদি অন্যের হক ও পাওনা পুরোপুরি পরিশোধ কর তবে আমি তোমার প্রতি খুব সন্তুষ্ট থাকব। এরপর তিনি অন্যান্য খেজুর বিক্রেতাদের নিকট গেলেন এবং বললেন, হে খেজুর মালিকগণ ! তোমরা গরীব-মিসকীনদেরকে

কিছু খাদ্য দান করবে, তাদেরকে দান-সাদকা করবে তাহলে তোমাদের আয়-উপার্জনে বরকত হবে, রুজি-রোজগার বৃদ্ধি পাবে।

এরপর তিনি সম্মুখে অগ্রসর হলেন। তার সাথে ছিলেন কতেক মুসলমান। তিনি মাছ বিক্রেতাদের নিকট গেলেন। তাদেরকে বললেন, আমাদের বাজারে "তাফী" অর্থাৎ কোন আঘাত ছাড়া স্বাভাবিকভাবে মরে ভেসে উঠা মাছ বিক্রি করা যাবে না। এরপর তিনি এলেন "দার-ই-ফুরাত" নামক স্থানে। সেটি হল সুতী কাপড়ের বাজার। তিনি একজন বৃদ্ধ লোকের নিকট এসে বললেন, হে শায়খ! আমাকে তিন দিরহামে একটি ভাল জামা দিন। পরে তিনি দেখতে পেলেন যে, বৃদ্ধ লোকটি তাকে চিনে ফেলেছে, তখন তিনি তার নিকট থেকে জামা না কিনেই চলে এলেন। এরপর অন্য এক বিক্রেতার নিকট গেলেন। সেও তাকে খলীফা হিসাবে চিনে ফেলল। তিনি কিছু না কিনে ওখান থেকে চলে এলেন। এবার এলেন স্বল্প বয়সী এক বিক্রেতার নিকট। সে তাঁকে খলীফা হিসেবে চিনেনি। তিনি তিন দিরহামে তার থেকে একটি জামা কিনলেন। জামাটির আস্তিন ছিল হাতের কব্জি থেকে গিঁট পর্যন্ত লম্বা। তিনি সেটি পরিধান করলেন। পরিধান করার সময় এই দু'আ পড়লেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ رَزَقَنِىْ مِنَ الرِّيَاشِ مَا اَتَجَمَّلُ بِهٖ فِىْ النَّاسِ وَاُوَارِى بِهٖ عَوْرَتِىْ —

অর্থাৎ (সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার যিনি আমাকে এই ভূষণ দান করেছেন। এটি দ্বারা আমি লোক সমাজে শালীনতা বজায় ও সৌন্দর্য প্রকাশ করছি আর এটি দ্বারা আমার সতর ঢাকছি।) এই দু'আ শুনে কেউ কেউ প্রশ্ন করলেন যে, আমীরুল মু'মিনীন! এই দু'আটি কি আপনি নিজে রচনা করেছেন, না কি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন না, আমি রচনা করিনি, এটি বরং আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে শুনেছি। নতুন কাপড় পরিধান করার সময় তিনি এ দু'আ পাঠ করতেন। কিছুক্ষণ পর ছেলেটির বাবা দোকানের মালিক দোকানে আসে। তাকে জানানো হয় যে, আপনার পুত্র আজ খলীফার নিকট তিন দিরহামে একটি জামা বিক্রয় করেছে। সে তার পুত্রকে বলেন, হায় তুমি ওই জামাটি দুই দিরহাম কেন বিক্রয় করলে না? সে তার পুত্রের নিকট থেকে এক দিরহাম নিয়ে খলীফার খোঁজে বের হয়। তিনি অন্য মুসলমানদেরকে নিয়ে একটি খোলা মাঠের প্রবেশ পথে বসা ছিলেন। লোকটি সেখানে উপস্থিত হয়ে বলল, আমীরুল মু'মিনীন ! এই যে, এক দিরহাম ফেরত নিন। খলীফা বললেন, কেন এটি কিসের দিরহাম, ব্যাপার কি? সে বলল, আপনি যে জামাটি ক্রয় করেছেন সেটির মূল্য দুই দিরহাম। সুতরাং অতিরিক্ত এক দিরহাম ফেরত নিন। তিনি বললেন, এই মূল্যের ক্রয়-বিক্রয়ে আমিও সন্তুষ্ট ছিলাম, সেও সন্তুষ্ট ছিল। (তাই এই এক দিরহাম নিয়েই যাও)।

আমর ইব্ন শিমার জাবির জু'ফী সূত্রে শা'বী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, হযরত আলী (রা) তাঁর একটি হারানো বর্ম জনৈক খ্রিস্টান লোকের হাতে দেখতে পেলেন। তিনি ওই লোকটিকে নিয়ে তৎকালীন কাযী শুরায়হের নিকট এলেন এবং লোকটির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করলেন। এই উপলক্ষে হযরত আলী (রা) এসে বিচারক শুরায়হ-এর পাশে বসলেন। তিনি বললেন, হে শুরায়হ ! আমার বিবাদী যদি মুসলমান হতো তবে আমি আপনার পাশে এসে বসতাম না বরং ফরিয়াদীর আসনেই থাকতাম। কিন্তু আমার বিবাদী খ্রিস্টান। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন—

اِذَا كُنْتُمْ وَاِيَّاهُمْ فِىْ طَرِيْقٍ فَاضْطَرُّوْهُمْ اِلَى مَضَائِقِهِ وَصَغِّرُوْا بِهِمْ كَمَا صَغَّرَهُ اللهُ بِهِمْ مِنْ غَيْرِ اَنْ تَطْغَوْا ـ

'যখন তোমরা এবং ওরা কোন রাস্তায় চলতে থাক তবে ওদেরকে সংকীর্ণ স্থান দিয়ে চলতে বাধ্য করবে এবং ওদেরকে লাঞ্ছনার দিকে ঠেলে দিবে, যেমনটি মহান আল্লাহ্ ওদেরকে লাঞ্ছিত করেছেন।' তবে এ ক্ষেত্রে তোমরা সীমালঙ্ঘন করেছো। এরপর খলীফা বললেন, এই বর্ম আমার, আমি এটি বিক্রিও করিনি কাউকে দানও করিনি। বিচারক শুরায়হ্ খ্রিস্টান লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমীরুল মু'মিনীন, খলীফার অভিযোগ সম্পর্কে তোমার বক্তব্য কি?' খ্রিস্টান লোকটি বলল, এই বর্মটি আমারই, তবে আমি খলীফাকে মিথ্যাবাদী মনে করি না। এবার বিধি অনুযায়ী খলীফার দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, 'আমীরুল মু'মিনীন! আপনার দাবীর পক্ষে কোন প্রমাণ আছে কি? হযরত আলী (রা) হেসে উঠলেন এবং বললেন, শুরায়হ্ তো বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নিয়েছেন, তবে আমার নিকট তো কোন প্রমাণ নেই। বিচারক আইনানুযায়ী বর্মটি খ্রিস্টানের বলে ঘোষণা করলেন।'

খ্রিস্টান লোকটি বর্ম নিয়ে চলে যাচ্ছিল। একটু এগিয়ে গিয়ে বিচারকের দরবারে ফিরে এলো এবং বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এই বিচার পদ্ধতি মূলত নবী-রাসূলের বিচার পদ্ধতি। খলীফা নিজে আমাকে তাঁরই নিয়োজিত বিচারকের কাছে নিয়ে এলেন, আর বিচারক রায় দিলেন খলীফার বিরুদ্ধে। আমি এখন সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র বান্দা ও প্রেরিত রাসূল। বস্তুত, এই বর্ম হে আমীরুল মু'মিনীন আপনারই, আপনি এটি গ্রহণ করুন। আপনি যখন সিফ্ফীনের যুদ্ধে যাচ্ছিলেন তখন আমি আপনার সেনাবাহিনীর পেছন পেছন যাচ্ছিলাম, আপনার ছাই রঙের উট থেকে এই বর্মটি পড়ে গিয়েছিল। আমি সেটি তুলে নিয়েছিলাম। খলীফা বললেন, তুমি যখন আত্মসমর্পণ করলে তখন এটি তোমাকেই দিয়ে দিলাম। এই বলে খলীফা আলী (রা) ওই লোকটিকে একটি ঘোড়ায় আরোহী করে দিলেন।

শা'বী বলেছেন, ওই লোকটিকে দেখছে এমন এক লোক আমাকে জানিয়েছে যে, সে লোকটিকে "নাহরাওয়ানের যুদ্ধে" খারিজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দেখেছে।

সাঈদ ইব্ন উবায়দ আলী ইব্ন রাবীআ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, জাদাহ ইব্ন হুরায়রা একদিন আলী (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলেন এবং বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন ! ধরুন, আপনার নিকট দু'জন লোক বিচারপ্রার্থী হয়ে এল। ওদের একজন এমন যে, তার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদের চাইতে আপনি তার নিকট অধিক প্রিয়। আর অন্যজন এমন যে, আপনাকে জবাই করার সুযোগ পেলে সে আপনাকে জবাই করে ফেলবে। তাহলে আপনি কি প্রথমজনের পক্ষে দ্বিতীয়জনের বিপক্ষে রায় দিবেন? বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে খলীফা আলী (রা) জা'দ ইব্ন হুরায়রার পিঠ চাপড়ে বললেন, 'না, বিচার কার্যটি যদি আমার ব্যক্তিগত বিষয় হতো তাহলে হয়তো আমি তা করতাম কিন্তু বিচার কার্যতো মূলত আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহিতার কাজ (তাই একতরফা ওর পক্ষে অন্যজনের বিপক্ষে আলী রায় দিতে পারবে না)।'

আবুল কাসেম বাগী (র) বলেছেন, আমাকে আমার দাদা কাপড় ব্যবসায়ী সালিহ্ এর দাদী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একদিন হযরত আলী (রা)-কে দেখলাম যে, তিনি এক দিরহামে কতগুলো খেজুর ক্রয় করলেন। তারপর তিনি সেগুলোকে নিজের চাদরে

বেঁধে রওনা হলেন। এক ব্যক্তি বলল, আমীরুল মু'মিনীন ! আপনি তো অন্য কাউকে এগুলো বহন করে নিয়ে যেতে বলতে পারতেন। উত্তরে খলীফা বললেন, পরিবার প্রধানকেই এগুলো বহন করতে হয়। এটি তারই কর্তব্য। আবূ হাসেম যাফন থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, খলীফার পদে অধিষ্ঠিত থাকা অবস্থায়ও হযরত আলী (রা) একাকী হাট-বাজারে প্রদক্ষিণ করতেন। পরিদর্শনে যেতেন। পথে তিনি পথহারাদেরকে পথ দেখিয়ে দিতেন, দুর্বল ও কমজোর লোকদেরকে সাহায্য করেতেন এবং বিক্রেতা ও দোকানীদের নিকট গিয়ে কুরআন শরীফ খুলে নিজে এ আয়াত পাঠ করতেন—

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا —

'এটি আখিরাতের সেই আবাস যা আমি নির্ধারিত করি তাদের জন্যে যারা এই পৃথিবীতে উদ্ধত হতে এবং বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না' (সূরা-কাসাস ২৮ ঃ ৮৩)।

তারপর তিনি বলতেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে ন্যায়পরায়ণ ও বিনয়ী প্রশাসক ও ক্ষমতাশীল সকল মানুষকে উপলক্ষ করে। উবাদা ইব্ন যিয়াদ সালিহ ইব্ন আসওয়াদ থেকে, তিনি জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ঐ ব্যক্তি একদিন হযরত আলী (রা)-কে গাধার পিঠে আরোহণ করতে দেখেন তিনি তাঁর পা দু'টো একদিকে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর তিনি বলেন, আমি সেই ব্যক্তি যে, দুনিয়াকে অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য করি। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আলী ইব্ন জা'দ থেকে তিনি হাসান ইব্ন সালিহ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একদিন হযরত উমর ইব্ন আবদুল আযীযের দরবারে পার্থিব মোহ ত্যাগ বা পরহেযগারী সম্পর্কে আলোচনা চলছিল। কেউ বললেন, যুহ্দ বা সংসারবিমুখতায় অমুক ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ। কেউ বললেন, অমুক ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ। প্রসংঙ্গক্রমে উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) বলেন, দুনিয়াতে সবচাইতে বেশি পরহেযগার হলেন হযরত আলী ইব্ন আবী তালিব (রা)।

হিশাম ইব্ন হাস্সান বলেছেন, 'একদিন আমরা হাসান বস্রী (র)-এর দরবারে ছিলাম। তখন খারিজী সম্প্রদায়ের আযারিকা গোষ্ঠীর এক লোক সেখানে উপস্থিত হয়ে বলে, হে আবূ সাঈদ ! আপনি আলী ইব্ন আবী তালিব (রা) সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করেন? বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে হযরত হাসান বসরীর দু'গাল লাল হয়ে উঠল। তিনি বলেন, 'মহান আল্লাহ্ হযরত আলী (রা)-কে দয়া করুন, বস্তুত তিনি ছিলেন আল্লাহ্ তা'আলার একটি তীর যেটি শত্রু পক্ষের সঠিক স্থানে গিয়ে আঘাত করত। জ্ঞানের জগতে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি ছিলেন এ ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও কাছের লোক। তিনি ছিলেন এই উম্মতের সংসারবিমুখ ব্যক্তিত্ব। আল্লাহ্র সম্পদে তিনি কোনদিন খেয়ানত করেন নি। আল্লাহ্র নির্দেশ বাস্তবায়নে অলসতা ও উদাসীনতা প্রদর্শন করেন নি। কুরআন করীমই তাঁর জীবনে দৃঢ়তা, কর্মতৎপরতা ও জ্ঞানে সমৃদ্ধি দান করেছে। কুরআন মজীদ সম্পর্কে তিনি ছিলেন, আশ্চর্য বাগিচা এবং সুউচ্চ পর্বতস্বরূপ। হে দুর্ভাগা ! ঐ বহুগুণে গুণবানই হলেন হযরত আলী (রা)।

হুসায়ন ইয়াসার সূত্রে আম্মার থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, এক লোক হযরত আলী (রা)-এর নিকট এসে একটি মিথ্যা হাদীস তাঁকে শুনিয়েছিল। পরে দেখা গেল যে, ঐ বসা থেকে দাঁড়ানোর আগেই সে অন্ধ হয়ে গেল।

আবূ বকর ইব্ন আবীদ দুনয়া বলেছেন, শুরাহ্ আবূ উমার যাযান থেকে বর্ণনা করে যে, এক লোক এসে হযরত আলী (রা)-এর নিকট একটি মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করে। হযরত আলী

(রা) বললেন, 'আমি তো মনে করি তুমি আমার নিকট মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করেছ।' সে বলল, 'না, আমি মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করিনি।' হযরত আলী (রা) বললেন, 'তুমি যদি মিথ্যা বলে থাক তবে আমি কিন্তু আল্লাহ্র দরবারে তোমার প্রতি বদ দু'আ করে দিব।' সে বলল ঠিক আছে, বদ দু'আ করুন। হযরত আলী (রা) বদ দু'আ করলেন। অবিলম্বে সে অন্ধ হয়ে গেল। ইব্ন আবীদ দুনয়া আরো বলেছেন, খালক ইব্ন সালিম আবূ মাযিন থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন যে, আমি আর আমার মামা আবূ উমাইয়া মুরাদ গোত্রের একটি উপগোত্রের একটি বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। মামা আমাকে বললেন, এই বাড়িটি দেখতে পাচ্ছ? আমি বললাম 'হ্যাঁ দেখছি তো।' তিনি বললেন যখন এই বাড়িটি নির্মিত হচ্ছিল তখন একদিন হযরত আলী (রা) এপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ নির্মাণ সামগ্রীর একটি খণ্ড তাঁর উপর গিয়ে পড়ে। তাতে তিনি আহত হন। তাঁর শরীর রক্তাক্ত হয়ে যায়। তখন তিনি আল্লাহ্র কাছে বলেছিলেন, এই বাড়ি যেন পূর্ণভাবে নির্মিত না হয়। পরে দেখা গেল যে, আর একটি ইটও এই বাড়িতে সংযোজিত করা যায় নি।

বর্ণনাকারী বলেন, পরবর্তীতে আমি এ বাড়ির পাশ দিয়ে অনেক যাতায়াত করেছি আমি দেখতে পেয়েছি যে, এই বাড়িটির সংগে অন্য কোন বাড়ি-ঘরের কোন মিল ও সামঞ্জস্য নেই। ইব্ন আবীদ দুনয়া বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউনুস আবূ বাশীর শায়বানী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন যে, আমি আমার মালিকের সাথে উটের যুদ্ধে উপস্থিত হয়েছিলাম। সে দিন যুদ্ধের ময়দানে আমি যত কর্তিত ও পতিত হাত এবং পা দেখেছি অন্য কোন দিন আমি যুদ্ধের ময়দানে তত কর্তিত হাত-পা দেখিনি। আর আমি যখনই ওয়ালীদের বাড়ির পাশ দিয়ে যাই তখনই "উটের যুদ্ধের" ঘটনা আমার মনে পড়ে। তিনি আরো বলেছেন যে, হিকাম ইব্ন উয়ায়না আমাকে জানিয়েছেন যে, "উটের যুদ্ধের" দিন হযরত আলী (রা) এই বলে দু'আ করেছিলেন, হে আল্লাহ্ ! আপনি বিরোধী পক্ষের হাত ও পা-গুলোর ব্যাপারে ব্যবস্থা নিন।'

হযরত আলী (রা)-এর উত্তম বাণী

ইব্ন আবীদ দুনয়া বলেছেন, আলী ইব্ন জাদ ইসমাঈল সুদ্দি থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আবূ ইরাকাকে বলতে শুনেছি, 'একদিন আমি হযরত আলী (রা)-এর সাথে ফজরের নামায আদায় করি। নামায শেষে তিনি ডান দিকে ঘুরে বসলেন এবং এমন স্থিরভাবে বসে রইলেন, মনে হচ্ছিল তিনি যেন ভীষণভাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। তারপর সূর্য যখন মসজিদের দেয়াল বরাবর উঠল তখন তিনি দু'রাকাত নামায আদায় করলেন। তারপর হাত ঘুরিয়ে বললেন,

والله لقد رأيت أصحاب محمد فما أرى اليوم —

আল্লহ্র কসম ! আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণকে যেমনটি দেখেছি এখন তো তেমন কোন দৃশ্য দেখি না। তাঁদের ভোর হত এভাবে যে, মুখমণ্ডল হলুদ, মাথার চুল এলোমেলো, চোখে-মুখে ধুলোবালির চিহ্ন যেন তারা পাথুরে অঞ্চলের অশ্বারোহী। তাঁরা রাত কাটাতেন দাঁড়িয়ে ও সিজদারত হয়ে ইবাদত বন্দেগী ও কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে। কখনো কপালে ভর করে সিজদা দিতেন। কখনও দাঁড়িয়ে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। ভোর হলে তাঁরা আল্লাহ্র যিকির করতেন। ঝড়ো হাওয়ার বৃক্ষের ন্যায় তাঁরা দুলতে থাকতেন। তাঁদের চোখের পানি ঝরঝর করে গড়িয়ে পড়ত এবং তাঁদের জামা কাপড় ভিজে যেত। আর আল্লাহ্র কসম ! এখন মনে হচ্ছে পুরো জাতি গাফিল, উদাসীন, বেখবর হয়ে সারা রাত কাটিয়ে দেয়।' এরপর খলীফা

সেখান থেকে উঠে গেলেন। এরপর তাঁকে আর কম হাসতেও দেখা যায়নি। এক পর্যায়ে আল্লাহ্‌র দুশমন পাপাচারী ইব্‌ন মুলজিম তাঁকে হত্যা করে।

ওয়াকী' বলেছেন, আমর ইব্‌ন মুনাব্বিহ হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন- تعلموا العلم تعرفوا به واعلموا تكونوا من اهله.....الخ তোমরা জ্ঞান অর্জন কর তাহলে তোমরা মা'রিফাত ও তত্ত্বজ্ঞান অর্জন করতে পারবে। তোমরা আমল কর তাহলে তোমরা কাজের যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে। কারণ এমন এক যুগ আসবে তোমাদের পরে যে, সত্যের (৯/১০) দশের নয় ভাগই তখন অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করা হবে। আর আল্লাহ্‌মুখী, তাওবাকারী ব্যতীত কেউই ঐ ফিতনা থেকে রক্ষা পাবে না। এরাই হবে তখনও হিদায়াতের ইমাম, জ্ঞানের প্রদীপ। তাড়াতাড়ি ও চটজলদি তারা বীজ বপণ করবেন অর্থাৎ সিদ্ধান্ত নিবেন। এরপর তিনি বলেন,

الا وان الدنيا قد ار تحلت مدبرة وان الاخرة قد اتت مقبلة ولكل واحدة هنون فكونو من بناء الاخرة ولا تكونوا من انباء الدين ــ الخ

সাবধান ! দুনিয়া বিদায় নিচ্ছে আর আখিরাত এগিয়ে আসছে। এদের প্রত্যেকেরই সন্তান অর্থাৎ অনুসারী লোক আছে। সুতরাং তোমরা আখিরাতের সন্তান হও। দুনিয়ার সন্তান হয়ো না। সাবধান যারা দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ তারা মাটিকে বিছানা এবং ধুলাকে বিছানার চাদর রূপে গ্রহণ করে। তারা পানিকে সুগন্ধিরূপে বরণ করে। সাবধান ! যারা আখিরাতমুখী তারা কুপ্রবৃত্তি থেকে দূরে থাকে। যারা জাহান্নামকে ভয় পায় তারা নিষিদ্ধ কর্মসমূহকে বর্জন করে। যারা জান্নাত তালাশ করে তারা দ্রুত ইবাদতের দিকে এগিয়ে যায়। যে দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করে সকল বিবাদ তার নিকট তুচ্ছ মনে হয়।

الا ان لله عباد اكمن راى اهل الجنة مخلدين ــ

জেনে রেখ, আল্লাহ্‌র এমন কতক বান্দা আছেন তারা যেন জান্নাতীদেরকে জান্নাতে চিরস্থায়ী বসবাস করতে দেখেছেন এবং জাহান্নামীদের জাহান্নামে চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করতে দেখেছেন। তাঁদের অকল্যাণ ও ক্ষতি থেকে জগতবাসী নিরাপদ থাকে। তাঁদের অন্তর চিন্তাগ্রস্ত থাকে। তাঁদের আত্মা পূত-পবিত্র থাকে। ওদের পার্থিব চাহিদা স্বল্প। পরকালের দীর্ঘ সুখের আশায় তাঁরা ইহকালীন ক্ষুদ্র জীবনে ধৈর্যধারণ করেন। রাতে তাঁরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইবাদত করেন। অশ্রু ঝরে ঝরে পড়ে তাদের মুখমণ্ডলে। নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করার জন্য তারা আল্লাহ্‌র নিকট আহাজারি করে। দিন কাটে তাঁদের রোজা রেখে, সহনশীলতা অবলম্বন করে, পুণ্য কর্মে এবং তাকওয়া পালন করে। তারা যেন চক্ষুরোগী। কেউ দেখলে মনে হয় যে, এরা রোগাক্রান্ত অথচ তাঁরা রোগাক্রান্ত নয়। তাঁরা জনসাধারণের মধ্যে মিলে মিশে থাকেন। মূলত জনসাধারণ গুরুতর ঘটনার অপেক্ষায় আছে। আসবাগ ইব্‌ন নুবাতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন হযরত আলী (রা) মিম্বরে উঠলেন। আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণগান করলেন এবং মৃত্যুর কথা আলোচনা করলেন। তিনি বললেন,

عباد الله الموت ليس منه نوت ان اقبتم له اخذكم وان فررتم منه ادرككم فالنجا النجا و الوحا الوحا ــ الخ

'হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ ! মৃত্যুকে ভয় কর। মৃত্যুর হাত থেকে কারো নিস্তার নেই। তোমরা মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত থাকলে মৃত্যু তোমাদেরকে টেনে নিবে। তোমরা মৃত্যুর হাত থেকে পালাতে চাইলে সেটি তোমাদেরকে খুঁজে বের করবে। সুতরাং পরকালীন মুক্তি চাও, পরকালীন মুক্তি

কামনা কর। জলদি কর, জলদি কর। কবরের মাটি তোমাদেরকে পেছন থেকে তাড়া করছে। সুতরাং কবরের চাপ, অন্ধকার ও একাকীত্ব সম্পর্কে সতর্ক হয়ে যাও। সাবধান! কবর হয়ত আগুনের গর্ত অথবা বেহেশতের বাগান। জেনে রেখ, প্রত্যেকটি কবর প্রতিদিন তিনবার করে কথা বলে। কবর বলতে থাকে, আমি অন্ধকার ঘর, আমি পোকামাকড়ের ঘর, আমি একাকীত্বের ঘর। সাবধান ! তোমাদের সম্মুখে আছে এমন একটি দিন, যে শিশুরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে, বড়রা অপ্রকৃতিস্থ মাতাল হয়ে যাবে (এবং প্রত্যেকটি গর্ভবতী তার গর্ভপাত করে ফেলবে, মানুষকে দেখবে মাতালের মত, যদিও ওরা নেশাগ্রস্ত নয়, বস্তুত আল্লাহ্র শাস্তি কঠিন। সূরা-হাজ্জ ঃ ১০২) সাবধান ! এর পরে আছে আরো কঠিন অবস্থা। আছে আগুন যার উত্তাপ ও দহন শক্তি প্রচণ্ড। গভীরতা বহু নিম্ন পর্যন্ত। যার গহনা ও হাতুড়ি হবে লৌহনির্মিত, পানীয় হবে টগবগে ফুটন্ত পানি। প্রধান প্রহরীর নাম মালিক, আল্লাহ্ তাঁর অন্তরে কোন দয়া দেন নি। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর হযরত আলী ডুঁকরে কেঁদে উঠলেন। তাঁর চারদিকে মুসলমানরাও কাঁদতে শুরু করল। এরপর তিনি বললেন, শুনেননি, তারপর আছে জান্নাত, যার প্রস্থই হল আসমান যমীনের সমান। সেটি তৈরী করে রাখা হয়েছে মুত্তাকী ও পরহেযগারদের জন্য। মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত করে দিন। আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করুন। এই হাদীসটি লায়ছ ইব্ন আবী সুলায়ম বর্ণনা করেছেন মুজাহিদ থেকে। তিনি বলেছেন যে, হযরত আলী (রা)-এর নিকট থেকে সরাসরি শুনেছেন এমন এক লোক আমার নিকট এটি বর্ণনা করেছেন।

ওয়াকী' যথাক্রমে আমর ইব্ন মুনাব্বিহ্ আওফা ইব্ন দুলহুম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, একদিন হযরত আলী একটি ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, সমাচার পর এই, দুনিয়া তো পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যাচ্ছে। সে বিদায়ের ঘোষণা দিয়েছে। আখিরাত আসছে। সে দৃশ্যমান হচ্ছে। আজকের দুনিয়া অর্জনে যারা পশ্চাৎগামী আগামীকালের আখিরাতে তারা থাকবে অগ্রগামী। শুনে নাও, তোমরা এমন যুগে বসবাস করছ যার সম্মুখে একটি সুনির্ধারিত সময় রয়েছে– মৃত্যুর সময়। ওই মৃত্যুর সময় উপস্থিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যারা আমলে কসুরী ও অলসতা করবে তারা হবে ব্যর্থ-বিফল। শুনে নাও, আল্লাহ্র রহমতের। আশায় বুক বেঁধে তাঁরই জন্যে আমল করে যাও। যেমন আমল করে যাবে তাঁর ভয় মনে পোষণ করে। আমি মনে করি না যে, জান্নাত প্রত্যাশি লোক ঘুমে বিভোর থাকবে এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রার্থী লোক নিদ্রায় অচেতন থাকবে। সত্য যার কল্যাণ করতে পারে না মিথ্যা তার অকল্যাণ করবেই। হিদায়াত যাকে সরল পথে আনতে পারেনি, গোমরাহী তাকে বাঁকা পথে নিয়ে যাবেই। শুনে নাও, তোমরা কিন্তু সফর করতে- চলে যেতে আদিষ্ট হয়েছ। কিন্তু তোমাদের সফরের পাথেয় খুব কম। الا ان الدنيا عرض حاضر يأكل منها 'হে লোকসকল ! দুনিয়া হল নগদ পণ্য, পুণ্যবান পাপাচারী সকলেই তা থেকে খায়। আখিরাত সত্য প্রতিশ্রুতি, সর্বশক্তিমান মালিক যেখানে বিচার করবেন। সাবধান ! শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র ও অভাবের ভয় দেখায় আর অশ্লীলতার নির্দেশ দেয়। আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

ايها الناس احسنوا فى اعمالكم تحفظوا فى اعقابكم فان الله وعد جنته من الطاعة –

'হে লোকসকল ! তোমাদের জীবদ্দশায় তোমরা সৎকাজ কর তাহলে পরকালে নাজাত পাবে। কারণ যারা আল্লাহ্র আনুগত্য করবে তাদের জন্য আল্লাহ্ তাঁর জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর যারা তাঁর অবাধ্য হবে তাদেরকে জাহান্নামের ভয় দেখিয়েছেন। জাহান্নাম শুধু আগুন, সেখানে চিৎকার থামবে না, যেখানে বন্দী লোক মুক্তি পাবে না। যেখানে আহত লোক সুস্থ হবে না। যার উত্তাপ সু-কঠোর। যার গভীরতা বহু নীচ পর্যন্ত বিস্তৃত। যার পানীয় হল গলিত পুঁজ। আমি তোমাদের ব্যাপারে যা সবচেয়ে বেশি ভয় পাচ্ছি তা হচ্ছে তোমাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ ও দীর্ঘ কামনা।'

অপর বর্ণনায় আছে যে—

فان اتباع الهوای یصد عن الحق وان طول والامل ینسی الاخرة —

'কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ সৎব্যক্তিকে সত্য থেকে বিচ্যুত করে। আর দীর্ঘ কামনা ও আশা ব্যক্তিকে আখিরাতের কথা ভুলিয়ে দেয়।'

আসিম ইব্ন দামরা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, হযরত আলী (রা)-এর সম্মুখে জনৈক ব্যক্তি দুনিয়ার নিন্দা করে সমালোচনা করেছিল। তখন হযরত আলী (রা) বললেন, 'যারা দুনিয়াকে সততার সাথে গ্রহণ করে দুনিয়া তাদের জন্য সততার-ই স্থান। যারা দুনিয়ার প্রকৃত রূপ উপলব্ধি করে তাদের জন্যে দুনিয়া মুক্তি লাভের স্থান। যে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবনে আখিরাতের সম্বল সংগ্রহের চেষ্টায় থাকে তার জন্যে দুনিয়া স্বচ্ছলতা ও পাথেয় সংগ্রহেরই স্থান। এই দুনিয়া আল্লাহ্র ওহী নাযিল হওয়ার স্থান। ফেরেশ্তাদের ইবাদত করার স্থান। নবীদের সিজদার স্থান। আউলিয়া-ই কিরামের ব্যবসা করার স্থান। তাঁরা সেখানে আল্লাহ্র রহমত লাভ করেন এবং সেখানে অবস্থান করে জান্নাত অর্জন করেন। দুনিয়ার সমালোচনা ও দুর্নাম করবে কেন? দুনিয়া তো তার প্রতারণার কথা প্রকাশ্যে জানিয়ে দিয়েছে। তাকে ছেড়ে যেতে হবে তা ঘোষণা করে করে দিয়েছে। এখানে আনন্দের মধ্যে অকল্যাণ মিশ্রিত আছে তা বলে দিয়েছে। এখানে বালা-মুসিবতেও আকর্ষণ আছে তা জানিয়ে দিয়েছে। মানুষকে সতর্ক করা ও আকর্ষণ করার জন্য দুনিয়া তার আসল রূপ জাহির করে দিয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজেকে কামনা ও বাসনার বেড়াজালে আবদ্ধ রেখে দুনিয়াকে দোষারোপ করছো, বলতো দুনিয়া তোমাকে কখন প্রতারিত করেছে? কিংবা তুমি কী পরিমাণে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে রয়েছো? তোমাদের পিতৃপুরুষদেরকে বিবাদে ফেলে? না কি তোমার মায়েদেরকে কবরে টেনে নিয়ে? তুমি নিজ হাতে স্বেচ্ছায় কত রোগ সৃষ্টি করেছ। কত ত্রুটি কামাই করেছ। তুমি ওই রোগ থেকে মুক্তি চাচ্ছ কার নিকট? রোগের বর্ণনা দিচ্ছ কোন ডাক্তারের নিকট? এমন ব্যক্তির নিকট কি যার থেকে চিকিৎসা গ্রহণ তোমাকে আরোগ্য করবে না, তোমার কান্না যার কোন কল্যাণ করবে না?'

সুফিয়ান ছাওরী (রা) আ'মাশ (রা) যথাক্রমে আমর ইব্ন মুররা আবূ বুখতারী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, এক লোক হযরত আলী (রা)-এর নিকট এসেছিল। সে তাঁর সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ ও কথাবার্তা বলেছিল। মূলত হযরত আলী (রা)-এর প্রতি তার ভালোবাসা ছিল না। তখন হযরত আলী (রা) বললেন, 'তুমি আমাকে যেভাবে উপস্থাপন করছ আমি মূলত তেমন নই, বরং আমার সম্মুখে তোমার মধ্যে যে ধারণা রয়েছে আমি তা হতে বহু ঊর্ধ্বে।'

ইব্‌ন আসাকির বলেছেন, এক ব্যক্তি হযরত আলী (রা)-কে বলল, 'আল্লাহ্ আপনাকে স্থির রাখুন।' উত্তরে তিনি বললেন, 'তোমার মনের মধ্যেও যেন তা হয়।'

ইব্‌ন আবীদ দুনয়া বলেছেন, ইসহাক ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়া'মার থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রা) বলেছেন,

ان الامر ينزل الى السماء كقطر المطر لكل نفس ما كتب الله لها من زيادة او نقصان — الخ

'আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী আকাশে অবতীর্ণ হয় বৃষ্টির ফোঁটার ন্যায়। প্রত্যেকেই তা-ই পাবে যা আল্লাহ্ তার জন্যে বরাদ্দ করেছেন। ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও ধন-সম্পদ বিষয়ক হ্রাস কিংবা বৃদ্ধি, অতএব যদি কেউ তার নিজের ক্ষেত্রে, ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও ধন-সম্পদে কমতি লক্ষ্য করে এবং অপরকে প্রাচুর্যের মধ্যে দেখে তাতে সে যেন প্রতারিত না হয়। কারণ মুসলিম ব্যক্তি যতক্ষণ নিকৃষ্ট জীবন-যাপন না করবে ততক্ষণ দুনিয়ার প্রতি তার নিরাসক্তি থাকবে এবং তাকে নিয়ে ইতর লোকেরা হাসাহাসি ও মজা করবে। যেমন দুঃখী ও জ্ঞানবান ব্যক্তি। তারা প্রথম চোটেই লাভ পেতে চায় এবং ক্ষতি থেকে বাঁচতে চায়। তেমনি খিয়ানত ও বিশ্বাসভঙ্গ থেকে মুক্ত মুসলমান ব্যক্তি দু'টো কল্যাণের অপেক্ষায় থাকে। সে আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করে। আল্লাহ্‌র নিকট যা আছে তা তো তার জন্যে সর্বাধিক কল্যাণকর। ওই দু'আর প্রেক্ষিতে সে আশায় থাকে হয়ত আল্লাহ্ তাকে ধন-সম্পদ দিবেন। ফলে সে ধনে-জনে পরিপূর্ণ হবে যেমন পরিপূর্ণ ছিল দীনে ও মর্যাদায়। অথবা সে অপেক্ষায় থাকে যে, ওই দু'আর ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে আখিরাতের কল্যাণ দিবেন। আর আখিরাত তো অধিক কল্যাণকর এবং চিরস্থায়ী।

الحرث حرثان فحرث الدنيا المال والتقوى وحرث الاخرة الباقيات الصالحات وقد يجمعهما الله تعالى لاقوام —

'ক্ষেত দু'প্রকার। দুনিয়ার ক্ষেত আর আখিরাতের ক্ষেত। দুনিয়ার ক্ষেত হল ধন-সম্পদ ও তাকওয়া, আর আখিরাতের ক্ষেত হল জমা থাকা সৎকর্মগুলো। কতেক লোককে মহান আল্লাহ্ দু'টো ক্ষেতেরই মালিক বানিয়ে দেন।

সুফিয়ান ছাওরী (রা) বলেছেন, 'আলী (রা) ছাড়া এত্তো সুন্দরভাবে আর কে-ই বা কথা বলতে পারেন?

যুবায়দ ইব্‌ন ইয়ামী মুহাজির আমিরী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, হযরত আলী (রা) তাঁর পক্ষ থেকে নিযুক্ত প্রশাসকদের প্রতি এই নির্দেশনামা প্রেরণ করেছিলেন,

اما بعد من تطولن حجابك — الخ

'পরসমাচার এই, প্রজাদের জন্যে তোমার পর্দা দীর্ঘ করো না। কারণ প্রজাদের জন্যে প্রশাসকের পর্দা রাখা অর্থাৎ দূরত্ব বজায় রাখা জনজীবনে সংকট সৃষ্টি করে। এতে জনগণের অবস্থা জানা যায় কম। আবার জনগণ ও প্রশাসনের অবস্থা সম্পর্কে থাকে অন্ধকারে। ফলে ভাল প্রশাসক তাদের নিকট মন্দরূপে বিবেচিত হয়। ছোট প্রশাসক বড়রূপে পরিগণিত হয়। ভাল কাজ মন্দরূপে প্রকাশ পায়। মন্দ কাজ ভাল হিসেবে মনে করা হয়। তখন সত্য ও মিথ্যা মিশ্রিত হয়ে যায়। মূলত প্রশাসক সেও তো মানুষ। মানুষ যে সব কাজ তার থেকে গোপন রাখে সেগুলো তো সে জানতে পারে না। তাছাড়া মানুষের মধ্যে তো এমন কোন পতাকা লাগানো নেই যে, সেটি দ্বারা

সত্যবাদী মিথ্যাবাদী থেকে আলাদা করা যাবে। সুতরাং পর্দা স্থাপন করে দূরত্ব সৃষ্টি করে মানুষের হক নষ্ট করা থেকে নিজেকে রক্ষা করুন। কারণ আপনি দু'প্রকার মানুষের যে কোন এক প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। হয়ত আপনি দানশীল মানুষ কিন্তু মানুষের প্রাপ্য পরিশোধে কার্পণ্য করেছেন। তাহলে অবশ্য প্রদেয় প্রাপ্য প্রদান থেকে পর্দা করার যুক্তি কি? সেটি দ্বারা তো আপনি নিজের সৎ চরিত্রতেই বাধা সৃষ্টি করবেন। অথবা আপনি মূলত কৃপণ মানুষ, তাহলে আপনার ধন-সম্পদ তো খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে। তাহলে একসময় তো জনগণ এমনিতেই আপনার প্রতি নিরাশ হয়ে যাবে। সুতরাং এখনই তাদেরকে কিছু চাওয়া থেকে বাধা প্রদানের সার্থকতা কোথায়? বস্তুত আপনার নিকট তো মানুষের অনেক প্রয়োজন রয়েছে। তারা জুলুমের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে। ইনসাফ প্রাপ্তির আবেদন জানাবে। সুতরাং আমি যা বললাম, তা থেকে উপকৃত হোন এবং আল্লাহ্ চাহেন তো নিজের অংশ ও হিদায়াতে অবিচল থাকুন।

মাদাইনী বলেন, হযরত আলী (রা) তাঁর জনৈক কর্মচারীকে লিখেছিলেন,

رويدا فكان قد بلغت المدى وعرضت عليك اعمالك ـ

'থেমে যাও, ফিরে আস, তুমি সম্ভবত চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছ। তুমি তোমার কর্মকাণ্ডকে এমন পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছ যেখানে প্রতারিত ব্যক্তি আহাজারি করে, ক্ষতি সাধনকারী ব্যক্তি তওবা কামনা করে এবং জালিম ব্যক্তি প্রত্যাবর্তন কামনা করে।'

হুশায়ম বলেন, উমার ইব্ন আবী যায়দা শা'বী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, হযরত আবূ বকর (রা) কবিতা রচনা করতেন। হযরত উমর (রা) কবিতা রচনা করতেন এবং হযরত আলী (রা) কবিতা রচনা করতেন। তিনজনের মধ্যে হযরত আলী (রা) ছিলেন কবি হিসেবে শ্রেষ্ঠ। এই বর্ণনাটি হিশাম ইব্ন আম্মার শা'বী থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবূ বকর ইব্ন বায়দ আবূ উবায়দা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, হযরত মু'আবিয়া (রা) হযরত আলী (রা)-এর নিকট লিখেছিলেন,

يا ابا الحسن ان لى فضائل كثيرة وكان ابى سعيدا فى الجاهلية ملكا فى الاسلام وانا صهر رسول الله (ص) وخال المؤمنين وكاتب الوحى ـ

'হে হাসানের পিতা ! আমার তো বহু সম্মান ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আমার পিতা জাহিলী যুগে নেতা ছিলেন। আমি ইসলামী যুগে বাদশাহ হলাম। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শ্যালক এবং মু'মিন সমাজের মামা। আমি ওহী লেখক।

উত্তরে হযরত আলী (রা) বললেন, 'হায় ! মানুষের কলিজা ভোজনকারিণীর পুত্র, আবার আমার বিরুদ্ধে শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার করো।' এরপর তিনি তাঁর খাদেমকে বললেন, তুমি লিখ ঃ

مُحَمَّدُ النَّبِىُّ أَخِى وَصِهْرِىْ ـ وَحَمْزَةُ سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ عَمِّىْ ـ

'নবী মুহাম্মদ (সা) আমার ভাই এবং আমার শ্বশুর। শহীদগণের নেতা হযরত হামযা (রা) আমার চাচা।'

وَجَعْفَرُ الَّذِىْ يُمْسِىْ وَ يُضْحِىْ ـ يَطِيْرُ مَعَ الْمَلَئِكَةِ ابْنُ اُمِّىْ ـ

'হযরত জা'ফর (রা) যিনি সকাল-সন্ধ্যা সর্বক্ষণ ফেরেশ্তাদের সাথে উড়ছেন তিনি আমার সহোদর ভাই।'

وَبِنْتُ مُحَمَّدٍ سَكَنِىْ وَ عِرْسِىْ ـ مَسُوْطٌ لَحْمُهَا بِدَمِىْ وَلَحْمِىْ ـ

'মুহাম্মদ (সা)-এর কন্যা আমার জীবন সঙ্গীনী, আমার সহধর্মিণী। তার গোশ্ত মিশে গিয়েছে আমার রক্ত ও গোশ্তের সাথে।

وَسِبْطَا اَحْمَدَ وَلَدَاىَ مِنْهَا ـ فَاَيُّكُمْ لَهُ سَهْم كَسَهْمِىْ

'আহমদ মুস্তাফা (সা)-এর দু'নাতি আমার পুত্র, ফাতিমার ঘরে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কে আছে, যে আমার ন্যায় ভাগ্যবান?

سَبَقْتُكُمْ اِلَى الْاِسْلَامِ طُرًّا ـ صَغِيْرًا مَا بَلَغْتُ اَوَانَ حِلْمِىْ

আমি তোমাদের সকলের আগে ইসলাম গ্রহণ করেছি। যখন আমি সাবালক হই নি, তখন আমি ইসলামে দীক্ষিত হই।

বর্ণনাকারী বলেন, তখন মু'আবিয়া (রা) তাঁর কর্মচারীদেরকে বলেছিলেন, এই চিঠি লুকিয়ে রাখ। সিরিয়ার জনগণ কেউই যেন এটি পড়তে না পারে। পড়তে পারলে তারা আবূ তালিবের পুত্র আলী (রা)-এর প্রতি আকৃষ্ট হবে। অবশ্য এই বর্ণনার বর্ণনাকারী আবূ উবায়দা এবং হযরত আলী (রা) ও মু'আবিয়া (রা)-এর মধ্যে সময়ের ব্যবধান রয়েছে। আর উবায়দা তাদের যুগের লোক নয়।

যুবায়র ইব্ন বাক্কার প্রমুখ বাকর ইব্ন হারিছা জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি হযরত আলী (রা)-কে কবিতা আবৃত্তি করতে শুনেছি আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন এই আবৃত্তি শুনছিলেন। সেটি হল ঃ

اَنَا اَخُوا الْمُصْطَفَى لَا شَكَّ فِىْ نَسَبِىْ مَعَهُ ـ
رَبِيْتُ وَسِبْطَاهُ هُمَا وَلَدِىْ ـ

'আমি হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা)-এর ভাই। আমার বংশধারায় কোন সন্দেহ নেই। আমি লালিত-পালিত হয়েছি তাঁর সাথে। তার দুই দৌহিত্র তারা আমারই সন্তান।

جَدِّىْ وَجَدُّ رَسُوْلُ اللهِ (ص) مُنْفَرِدٌ وَ فَاطِمٌ زَوْجَتِىْ لَاقَوْلُ ذِىْ فَنَدٍ

'আমার দাদা এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দাদা একই ব্যক্তি। ফাতিমা আমার স্ত্রী। এটি কোন মিথ্যা ও অযৌক্তিক কথা নয়।'

صَدَّقْتُهُ وَجَمِيْعُ النَّاسِ فِىْ بُهُمٍ ـ مِنَ الضَّلَالَةِ وَالْاِشْرَاكِ وَ النَّكَدِ ـ

'তখন সকল মানুষ গোমরাহী, শিরক ও সত্যদ্রোহিতায় নিমজ্জিত তখন আমি তাঁকে সত্য ও সত্যবাদী বলে গ্রহণ করেছি।'

فَالْحَمْدُ لِلّٰهِ شُكْرًا لَاشَرِيْكَ لَهُ ـ اَلْبَرُّ بِالْعَبْدِ وَ الْبَاقِىْ بِلَا اَمَدِ

'শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতায় সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্‌রই। তাঁর কোন শরীক নেই। বান্দাদের প্রতি তিনি অনুগ্রহশীল, তিনি চিরস্থায়ী, চিরঞ্জীব।

বর্ণনাকারী বলেন, এই কবিতা আবৃত্তি শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুচকি হেসে ছিলেন এবং বলেছিলেন, হে আলী ! তুমি সত্য কথাই বলেছ। তবে এই কবিতার সনদটি অপরিচিত এবং কবিতায় কিছুটা অসংলগ্নতা রয়েছে। জনৈক বর্ণনাকারী বাকর তাঁর একক বর্ণনায় এই সনদ ও মূল পাঠ গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

হাকীম ইব্ন আসাকির যথাক্রমে যাকারিয়া রামালী, ইয়াযীদ ইব্ন হারুন থেকে বর্ণনা করেছেন, এক লোক এসে উপস্থিত হন হযরত আলী (রা)-এর দরবারে। সে বলল, আমীরুল

মু'মিনীন ! আপনার নিকট আমার কিছু চাওয়ার ছিল। তবে আপনার নিকট তা পেশ করার আগে তা আল্লাহ্‌র নিকট পেশ করছি। এখন আপনি যদি আমার সেই চাহিদা পূরণ করেন, অভাব মোচন করেন তবে আমি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করব। এবং আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব। আর আপনি যদি তা পূরণ করতে না পারেন তবে আমি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করব এবং আপনার অক্ষমতা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে মেনে নেব। হযরত আলী (রা) বললেন, ঠিক আছে তুমি তোমার অভাব ও চাহিদার কথা মাটিতে লিখে দাও। কারণ তোমার মুখে ভিখারীর বিনয় দেখলে আমার ভাল লাগবে না। লোকটি মাটিতে লিখে দিল যে, 'আমি অভাবগ্রস্ত।' হযরত আলী (রা) তাঁর কর্মচারীকে নির্দেশ দিলেন একটি দামী জামা উপস্থিত করতে। জামা আনীত হল। হযরত আলী (রা) সেটি লোকটিকে দিলেন। সে সেটি পরিধান করল। তারপর নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করল ঃ

كَسَوْتَنِىْ حُلَّةً تُبْلِى مَحَاسِنُهَا ـ فَسَوْفَ اَكْسُوكَ مِنْ حُسْنِ الثَّنَاءِ حُلَلاً ـ

'আপনি আমাকে একটি দামী জামা উপহার দিয়েছেন। সেটির সৌন্দর্য এক সময় পুরাতন হয়ে যাবে। আমি আপনাকে সুন্দরতম প্রশংসার উপহার দিব।'

اِنْ نِلْتَ حُسْنَ ثَنَائِىْ نِلْتَ مَكْرُمَةً ـ وَلَسْتُ اَبْغِىْ بِمَا قَدْ قُلْتُه بَدَلاً ـ

'আপনি যদি আমার সুন্দর প্রশংসা গ্রহণ করেন তবে আপনি মর্যাদার বস্তুই গ্রহণ করবেন। আমি যা বলছি তার বিনিময়ে আমি কোন কিছু দাবী করব না।'

اِنَّ الثَّنَاءَ لَيُحْيِى ذِكْرَ صَاحِبِه ـ كَالْغَيْثُ يُحْيِي نَداه السَّهْلَ و الْجَبَلاَ ـ

'প্রশংসা ও সুনাম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্মরণকে সজীব ও দীর্ঘায়ু করে, যেমন বৃষ্টির পানি সমতল ও পাহাড়ী অঞ্চলকে নবজীবন দান করে।'

لاَ تَذْهَدِ الدَّهْرَ فِىْ خَيْرَ تَوَاقَعَه ـ فَكُلُّ عَبْدِ سَيُجْزى بِالَّذِىْ عَمِلاً ـ

'আপনার দ্বারা যতটুকু কল্যাণ সাধন সম্ভব তা থেকে যুগকে আপনি বঞ্চিত করবেন না, কারণ প্রত্যেকেই তার কৃত কর্মের জন্য পুরস্কার ও প্রতিদান পাবে।'

এবার হযরত আলী (রা) তাঁর কর্মচারীকে বললেন, আমার নিকট কিছু স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে আস। তাঁর নিকট স্বর্ণমুদ্রা উপস্থিত করা হল। তিনি তা ওই আগন্তুককে প্রদান করলেন। আসবাগ বললেন, 'হে আমীরুল মু'মিনীন ! আপনি তাকে একটি দামী জামা এবং একশত স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে দিলেন। খলীফা বললেন, হ্যাঁ, তাই করলাম। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি— اَنْزِلُوْا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ 'মানুষকে তার সঠিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত কর।' এটি হল আমার নিকট এই ব্যক্তির সঠিক মর্যাদা।

খতীব বাগদাদী যথাক্রমে আবূ জাকির আহমদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন নাবীত ইব্‌ন শারীত-এর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন যে, হযরত আলী (রা) নিম্নের কবিতা বলেছেন—

إِذَا اشْتَمَلَتْ عَلَى النَّاسِ الْقُلُوبُ ـ وَضَاقَ بِمَا بِهِ الصَّدْرُ الرَّحِيبُ

'মানুষের হৃদয় যখন দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে, দুঃখ যাতনায় তখন তার প্রশস্ত অন্তর সংকুচিত হয়ে উঠে,

وَأَوْطَنَتِ الْمَكَارِهُ وَاطْمَأَنَّتْ ـ وَأَرْسَلَتْ فِي أَمَاكِنِهَا الْخُطُوبُ

'অপ্রিয় বিষয়গুলো যখন অন্তরে বাসা বাঁধে, বিপদ আপদ তখন সুদৃঢ়ভাবে স্থান করে নেয়,

وَلَمْ تَرَ لِانْكِشَافِ الضُّرِّ وَجْهًا ـ وَلَا أَغْنَى بِحِيلَتِكَ الْأَرِيبُ

'ওই বিপদ থেকে মুক্তি লাভের যখন কোন উপায় খুঁজে পাওয়া যায় না এবং চতুর বুদ্ধিমান ব্যক্তির কলা-কৌশলও তখন কোন কাজে আসে না-

أَتَاكَ عَلَى قُنُوطٍ مِنْكَ غَوْثٌ ـ يَمُنُّ بِهِ الْقَرِيبُ الْمُسْتَجِيبُ

'তখন তোমার সম্পূর্ণ নৈরাজ্যের মুহূর্তে সাহায্য আসবে। নিকটবর্তী আর্ত-পীড়িতের আর্তনাদ শ্রবণকারী, ফরিয়াদ গ্রহণকারী মহান আল্লাহ্-ই সাহায্য পাঠিয়ে তোমার প্রতি অনুগ্রহ করবেন।

وَكُلُّ الْحَادِثَاتِ إِذَا تَنَاهَتْ ـ فَمَوْصُولٌ بِهَا الْفَرَجُ الْقَرِيبُ

'বিপদাপদ যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায় তখন অবিলম্বে সেখানে মুক্তি উপস্থিত হয়।'

আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া সাওলী আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা)-এর উদ্দেশ্যে নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করেছিল-

أَلَا فَاصْبِرْ عَلَى الْحَدَثِ الْجَلِيلِ ـ وَدَاوِ جَوَاكَ بِالصَّبْرِ الْجَمِيلِ

'শুনুন ! বড় বড় বিপদে আপনি ধৈর্য ধারন করবেন। আর কামনা ও বাসনাকে পরম ধৈর্যের সাথে থামিয়ে রাখবেন।'

وَلَا تَجْزَعْ فَإِنْ أَعْسَرْتَ يَوْمًا ـ فَقَدْ أَيْسَرْتَ فِي الدَّهْرِ الطَّوِيلِ

'আপনি অস্থির ও নড়বড়ে হয়ে যাবেন না। কারণ আজ যদি আপনি নিঃস্ব এবং দরিদ্র হয়ে যান, সুদীর্ঘ জীবনকালে তো আপনি স্বস্তিতে ছিলেন।

وَلَا تَظْنُنْ بِرَبِّكَ ظَنَّ سَوْءٍ ـ فَإِنَّ اللهَ أَوْلَى بِالْجَمِيلِ

'আপনার প্রতিপালক সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করবেন না। মহান আল্লাহ্ সদাচার পাওয়ার অধিক হকদার।'

فَلَوْ أَنَّ الْعُقُولَ تَجُرُّ رِزْقًا ـ لَكَانَ الرِّزْقُ عِنْدَ ذَوِي الْعُقُولِ

'বুদ্ধি আর চাতুর্য যদি অর্থ ও জীবিকা টেনে আনতে পারত তাহলে সকল রিযিক ও জীবিকা চালাক-চতুর লোকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত।

فَكَمْ مِنْ مُؤْمِنٍ قَدْ جَاعَ يَوْمًا ـ سَيُرْوَى مِنْ رَحِيقِ السَّلْسَبِيلِ

'অনেক ঈমানদার মানুষ, যারা আজ অভুক্ত উপোস অবিলম্বে তাদেরকে সালসাবীল ঝর্ণাধারার জান্নাতী শরাব পানে পরিতৃপ্ত করা হবে।'

দুনিয়াটা মহান আল্লাহ্‌র নিকট নিতান্তই তুচ্ছ। তার প্রমাণ ঈমানদার মানুষ আল্লাহ্‌র নিকট অত্যন্ত প্রিয় এবং পছন্দনীয় হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাকে অভুক্ত রাখেন। আর কুকুর ইতর প্রাণী হওয়া সত্ত্বেও তার তৃপ্তি সহকারে খাবারের ব্যবস্থা করেন। অনুরূপভাবে এই দুনিয়াতে কাফির লোক খাবার খায়, পানীয় পান করে, সুন্দর সুন্দর জামা পরিধান করে, ভোগ বিলাসে মত্ত হয়। আর ঈমানদার লোক খাদ্যাভাবে, বস্ত্রাভাবে জীবন-যাপন করে। এটি আহ্‌কামুল হাকিমীন শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র হিক্‌মত ও কুশলী ব্যবস্থাপনা।

আলী ইব্‌ন জাকির ওয়াররাক আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা) সম্পর্কে নিম্নের কবিতাটি আবৃত্তি করেছেন ঃ

أَجِدِ الثِّيَابَ اِذَا اكْتَسَيْتَ فَاِنَّهَا ـ زَيْنُ الرِّجَالِ بِهَا تُعَزُّ وَتُكْرَمُ

'তুমি যখন কাপড় পরিধান করবে তখন ভাল কাপড় পরিধান করবে। কারণ জামা কাপড় হল পুরুষের অলংকার ও ভূষণ। জামা কাপড়ের কারণে তুমি সম্মানিত ও মর্যাদাবান হবে।'

وَدَعِ التَّوَاضُعَ فِى الثِّيَابِ تَخَشُّعًا ـ

فَاِنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا تُجِنُّ وَتَكْتُمُ ـ

'জামা কাপড় পরিধানে বিনয় বর্জন কর। কারণ তোমার ভেতরের খবর আল্লাহ্ তা'আলার জানা আছে।'

فَرَثَاثُ ثَوْبِكَ لاَ يَزِيدُكَ زُلْفَةً ـ عِنْدَ اللهِ وَاَنْتَ عَبْدٌ مُجْرِمٌ

"তোমার জামার দৈন্য ও জীর্ণতা তোমাকে আল্লাহ্‌র নৈকট্য এনে দিবে না যদি তুমি মূলত দোষী ও অপরাধী হয়ে থাক।'

وَبَهَاءُ ثَوْبِكَ لاَ يَضُرُّكَ بَعْدَ اَنْ ـ تَخْشَى الْاِلَهَ وَتَتَّقِى مَا يُحَرَّمُ

'তুমি যদি মহান আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং তিনি যা হারাম ও নিষিদ্ধ করেছেন, তা বর্জন কর তবে দামী ও মূল্যবান জামা-কাপড় পরিধানে তোমার কোন ক্ষতি হবে না।'

অবশ্য হাদীস শরীফেও এ মর্মে বর্ণনা রয়েছে। রাসূল (সা) বলেছেন-

اِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ اِلَى صُوَرِكُمْ وَلاَ اِلَى ثِيَابِكُمْ وَاِنَّمَا يَنْظُرُ اِلَى قُلُوبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ ـ

'মহান আল্লাহ্ তোমাদের চেহারা ও মুখমণ্ডলের দিকে দেখেন না, তোমাদের জামা [illegible] নয়। তিনি বরং দেখেন তোমাদের অন্তর ও তোমাদের কর্ম।'

হাওরা [illegible] ত জুব্বা পরিধান [illegible] কৃচ্ছ্রসাধন পরহেযগারী নয়। বরং পরহেযগারী [illegible] া-আকাঙ্ক্ষা [illegible] রাখা।

আবূ আব্বাস মুহাম্মদ ইয়াযী [illegible] ুল আকবার মুবরাদ বলেছেন, হযরত আলী (রা)-এর তরবারিতে নিম্নের কবিতাটি লেখা ছিল ঃ

لِلنَّاسِ حِرْصٌ عَلَى الدُّنْيَا وَتَدْبِيرُ ـ

فِى مُرَادِ الْهَوَى عَقْلٌ وَتَشْمِيرُ ـ

'দুনিয়ার প্রতি মানুষের রয়েছে লোভ-লালসা ও দুর্বার আকর্ষণ। [illegible] ভনীয় ও কামনার বস্তু অর্জনে তার রয়েছে চাতুর্যপূর্ণ কৌশল ও বুদ্ধি ভিত্তিক প্রস্তুতি।

وَاِنْ اَتَوْا طَاعَةَ اللهِ رَبِّهِمْ ـ

فَالْعَقْلُ مِنْهُمْ عَنِ الطَّاعَاتِ مَاسُورٌ ـ

'তারা যদি আপন প্রতিপালক মহান আল্লাহ্‌র ইবাদত ও আনুগত্যের দিকে আ[illegible] তবে এই আনুগত্যের তত্ত্ব ও হাকীকত অনুধাবনে তাদের বুদ্ধি ও বিবেক অক্ষম হয়ে পড়ে।'

لِأَجْلِ هَذَا وَذَاكَ الْحِرْصِ قَدْ مَزَجَتْ ـ صَفَاءُ عَيْشَاتِهَا هَمٌّ تَكْرِيرٌ ـ

'এ জন্যে এবং ঐ লোভ-লালসার জন্যে তাদের জীবনের স্বচ্ছতা ও উজ্জ্বলতা দুঃখ ও অন্ধকারে পরিণত হয়।

لَمْ يَرْزُقُوْهَا بِعَقْلٍ عِنْدَ مَا قُسِمَتْ ـ
لٰكِنَّهُمْ رُزِقُوْهَا بِالْمَقَادِيْرِ ـ

'তারা জ্ঞান-বুদ্ধি ও চাতুর্যের ফলশ্রুতিতে দুনিয়ার সুখ-সমৃদ্ধি অর্জন করে তা কিন্তু নয়। কারণ ওগুলো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বন্টন ও নির্ধারণ করে দেয়া হয়। বস্তুত ওই তাকদীর বন্টনের প্রেক্ষিতেই তারা সুখ-সমৃদ্ধি অর্জন করে।'

كَمْ مِنْ لَبِيْبٍ لَبِيْبٍ لَا تُسَاعِدُهُ ـ وَمَائِقٍ نَالَ دُنْيَاهُ بِتَقْصِيْرٍ ـ

'বহু বিদগ্ধ জ্ঞাবান রয়েছেন পার্থিব উন্নতি যাদের ভাগ্য জোটে না। পক্ষান্তরে বহু মূর্খ ও নির্বোধ ব্যক্তি রয়েছে যাদের নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতা সত্ত্বেও পার্থিব সাফল্য তাদের অনুকূলে থাকে।'

لَوْ كَانَ عَنْ قُوَّةٍ لَوْ عَنْ مُغَالَبَةٍ ـ طَارَ الْبُزَاةُ بِأَرْزَاقِ الْعَصَافِيْرِ ـ

'পার্থিব সুখ-সমৃদ্ধি এবং যশ-খ্যাতি যদি শক্তি ও দাপটের ফলশ্রুতিতে হত তাহলে চড়ুইগুলো না খেয়ে মারা যেত।'

আসমাঈ সালামা ইব্‌ন বিলাল মুজাহিদ সূত্রে শা'বি (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, হযরত আলী (রা) এক ব্যক্তিকে উপদেশ সূত্রে বলেছিলেন, বস্তুত ওই লোকটি অন্য এক লোকের সাথে সখ্যতা গড়ে তুলুক তা তিনি পছন্দ করতেন না। হযরত আলী (রা) বলেছেন,

فَلَا تَصْحَبْ أَخَا الْجَهْلِ وَإِيَّاكَ وَإِيَّاهُ ـ
فَكَمْ جَاهِلٍ جَاهِلٍ أَرْدَى حَلِيْمًا حِيْنَ آخَاهُ ـ

'তুমি কখনো মূর্খ ও অশিক্ষিত লোকের সাথে বন্ধুত্ব করো না। মূর্খ লোকের সংস্পর্শ থেকে তুমি নিজেকে সরিয়ে রাখবে। কারণ এমন বহু ঘটনা ঘটেছে যে, সখ্যতা স্থাপনের পর মূর্খ লোকটি তার জ্ঞানী বন্ধুকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

يُقَاسُ الْمَرْءُ بِالْمَرْءِ إِذَا مَا الْمَرْءُ مَا شَاهُ ـ
وَلِلشَّيْءِ عَلَى الشَّيْءِ مَقَايِيْسٌ وَأَشْبَاهٌ ـ

'দু'জন মানুষ যখন এক সাথে চলে তখন একজনকে অন্যজনের পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়। আর একটি বস্তুকে অন্য বস্তুর সাথে তুলনা ও সাদৃশ্যের ধারণা করা হয়।'

وَلِلْقَلْبِ عَلَى الْقَلْبِ دَلِيْلٌ حِيْنَ يَلْقَاهُ ـ

'পরস্পর সাক্ষাত ও পরিচিত হবার পর এক অন্তরের উপর অন্য অন্তরের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া কার্যকর হয়।'

আমর ইব্‌ন 'আলা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আলী (রা) তাঁর সহধর্মিনী হযরত ফাতিমা যাহ্‌রা (রা)-এর কবরে দাঁড়িয়ে নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন ঃ

تَذَكَّرْتُ أَبَا أَرْوَى فَبِتُّ كَأَنَّنِيْ ـ بِرَدِّ الْهُمُوْمِ الْمَاضِيَاتِ وَكِيْلُ ـ

'আমি আবূ আরওয়াকে স্মরণ করেছিলাম। ফলে আমার রাত কেটেছে এভাবে যে, আমি আমার অতীত দুঃখ-বেদনাকে প্রতিহত করতে চেয়েছি।

لِكُلِّ اجْتِمَاعٍ مِنْ خَلِيْلَيْنِ فُرْقَةٌ ـ
وَكُلُّ الَّذِيْ قَبْلَ الْمَمَاتِ قَلِيْلُ ـ

'দু'জন বন্ধুর মিলনের পর বিচ্ছেদ আসবেই। আর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত যত কিছুই ঘটুক মূলত তা খুবই কম।'

وَإِنَّ افْتِقَادِيْ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ ـ دَلِيْلٌ عَلَى اَنْ لَا يَقُوْمَ الْخَلِيْلُ ـ

'আমি যে একের পর এক বন্ধু ও সাথীকে হারাচ্ছি তাতে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, কোন বন্ধুই চিরস্থায়ী নয়।'

سَيُعْرِضُ عَنْ ذِكْرِيْ وَتُنْسَى مَوَدَّتِيْ ـ
وَيَحْدُثُ بَعْدِيْ لِلْخَلِيْلِ خَلِيْلُ ـ

'এমন হতেই থাকবে যে, আমার বন্ধু আমার স্মরণ থেকে বিমুখ হয়ে যাবে আর আমার বন্ধুত্বের কথা ভুলে যাবে। আমার পর আমার বন্ধুর জন্যে নতুন বন্ধু জুটে যাবে।'

اِذَا انْقَطَعَتْ يَوْمًا مِنَ الْعَيْشِ مُدَّتِيْ ـ فَاِنَّ غِنَاءَ الْبَاكِيَاتِ قَلِيْلُ ـ

'আমার জীবনের কিছু অংশ অতিবাহিত হবার পরই বন্ধুত্বের সমাপ্তি ঘটবে। কারণ পেশাদার ক্রন্দনকারিনী মহিলাদের বিলাপ ও শোকগীতি ক্ষণস্থায়ী। কেউ কেউ হযরত আলী (রা) সম্পর্কে নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করেছেনঃ

حَقِيْقٌ بِالتَّوَاضُعِ مَنْ يَمُوْتُ ـ وَيَكْفِي الْمَرْءَ مِنْ دُنْيَاهُ تُوْتُ ـ

'মৃত্যু যার অনিবার্য তার তো বিনয়ীই হওয়া উচিত। আর দুনিয়ার সম্পদের মধ্যে সামান্য খাবারই একজন মানুষের জন্য যথেষ্ট।

فَمَا لِلْمَرْءِ يُصْبِحُ ذَا هُمُوْمٍ ـ وَحِرْصٍ لَيْسَ تُدْرِكُهُ النُّعُوْتُ ـ

'মানুষ দুখ ভারাক্রান্ত এবং লোভী হবে কেন? মানুষ প্রশংসিত হবে না কেন?'

صَنِيْعُ مَلِيْكِنَا حَسَنٌ جَمِيْلٌ ـ وَمَا اَرْزَاقُهُ عَنَّا تَفُوْتُ ـ

'আমাদের মালিক মহামহিম আল্লাহ্র সকল কর্মই চমৎকার, সুন্দর ও প্রশংসাযোগ্য। তাঁর নির্ধারিত রিযক ও জীবিকা তো আমাদেরকে বঞ্চিত করবে না।'

فَيَا هٰذَا سَتَرْحَلُ عَنْ قَلِيْلٍ ـ اِلٰى قَوْمٍ كَلَامُهُمُ السُّكُوْتُ ـ

'ওহে বন্ধু ! এই দুনিয়ার সমান্য কিছু ভোগ করার পরই তোমাকে চলে যেতে হবে। তোমার পৌঁছতে হবে এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট, চুপ থাকাই যাদের কথা বলা। (অর্থাৎ কবরের অধিবাসীগণ)।

আমরা যদি এই বিষয়ে আরো লিখতে যাই তবে তা হয়ে পড়বে সুদীর্ঘ। অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট। সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা মহান আল্লাহ্র ।

হাম্মাদ ইব্ন সালামা বলেছেন যে, আইয়ূব সাখতিয়ানী বলেছেন, 'যে ব্যক্তি হযরত আবূ বকর (রা)-কে ভালবেসেছে সে দীন প্রতিষ্ঠা করেছে। যে উমর (রা)-কে ভালবেসেছে সে তার চলার পথ উজ্জ্বল করেছে। যে ব্যক্তি উসমান (রা)-কে ভালবেসেছে সে নিজেকে আল্লাহ্র জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় করে তুলেছে। আর যে ব্যক্তি হযরত আলী (রা)-কে ভালবেসেছে সে মজবুত ও সুদৃঢ় রজ্জু ধারণ করেছে। যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীদের সুনাম ও প্রশংসা করেছে, সে মুনাফিকী থেকে নিজেকে মুক্ত করেছে।

একটি অস্বাভাবিক বিরল বর্ণনা

ইব্ন আবূ খায়দামা আহমদ ইব্ন মনসূর-আবদুর রায্যাক থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, একদিন মা'মার বললেন, আমি তখন তার সম্মুখে ছিলাম। তিনি মুচকি হাসলেন। আমাদের সাথে তখন অন্য কেউ ছিল না। আমি তাকে বললাম, ব্যাপার কি? হাসছেন কেন? তিনি বললেন, কূফাবাসীদের কাণ্ড দেখে আমি অবাক হচ্ছি। পুরো কূফা নগরী যেন হযরত আলী (রা)-এর ভালবাসার উপর স্থাপিত। সেখানে যার সাথেই আমি আলাপ করেছি তাকে দেখেছি এমনকি ওদের মধ্যপন্থি লোকদেরকেও দেখেছি যে, তারা হযরত আলী (রা)-কে হযরত আবূ বকর ও উমর (রা)-এর উপর প্রাধান্য দেয়। এমনকি হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রা)-কেও তেমনি দেখতে পেয়েছি।

আবদুর রায্যাক বললেন, আমি মা'মার-কে বললাম, আপনি সুফিয়ান ছাওরী (রা)-কেও তেমন দেখতে পেয়েছেন? তাঁর বক্তব্য আমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল। মা'মার বললেন, তা নয় তো কি? যদি কেউ বলে, আমার নিকট হযরত আলী (রা) শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হযরত আবূ বকর (রা) ও উমর (রা) থেকে' তা হলে আমি তাকে দোষারোপ করব না। যদি তাঁদের ফযীলতও উল্লেখ করে। আর কেউ যদি বলে, হযরত উমর (রা) আমার নিকট হযরত আবূ বকর ও আলী (রা) থেকে শ্রেষ্ঠ আমি তার প্রতি দোষারোপ করব না।

আবদুর রায্যাক বললেন, মা'মারের এই বক্তব্য আমি ওয়াকী' ইব্ন জাররাহ-এর নিকট পেশ করলাম। আমরা দু'জনে তখন একান্তে ছিলাম। সেখানে অন্য কেউ ছিল না। সুফিয়ান ছাওরী (রা)-এর পক্ষ থেকে এমন মন্তব্য তিনি ভয়ংকর বলে মন্তব্য করেন এবং তিনি হেসে উঠে বলেন, সুফিয়ান ছাওরী (রা) আমাদের সম্মুখে কখনো এমন চরম বক্তব্য পেশ করেন নি। বরং আমদের নিকট যা প্রকাশ করেন নি মা'মারের নিকট তাই প্রকাশ করেছেন। আমি সুফিয়ান ছাওরীকে যখন বলতাম, হে আবূ আবদুল্লাহ্ ! বলুন তো, আমরা যদি হযরত আলী (রা)-কে হযরত আবূ বকর এবং উমর (রা)-এর উপর প্রাধান্য দিই এবং শ্রেষ্ঠ বলে মন্তব্য করি তাহলে এ বিষয়ে কি বলবেন? সুফিয়ান ছাওরী (রা) কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলতেন, আমি তো আশঙ্কা করি যে, তাতে হযরত আবূ বকর ও উমর (রা)-এর মানহানি করা হবে। আমরা বরং এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকব।

আবদুর রায্যাক বলেছেন যে, মা'মার বলেছেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, 'হযরত আলী (রা)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান শত বিষয়ে। অন্যান্য খলীফাগণ যে সব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন হযরত আলী (রা) ওই সব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী তো ছিলেনই। তবে আমার নিকট হযরত আলী (রা) অপেক্ষা হযরত উসমান (রা) অধিক প্রিয়।' ইব্ন আসাকির তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে ইব্ন আবী খায়ছামা থেকে এরূপই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু উপরোক্ত মন্তব্যগুলোতে প্রচুর অসঙ্গত ও তথ্য বিভ্রাট রয়েছে। হতে পারে যে, প্রকৃত বিষয়গুলো মা'মারের নিকট অস্পষ্ট ছিল। কারণ জনশ্রুতি আছে যে, কূফাবাসীদের কেউ কেউ হযরত আলী (রা)-কে হযরত উসমান (রা)-এর চাইতে শ্রেষ্ঠ বলে দাবী করে। কিন্তু তাঁকে হযরত আবূ বকর ও উমর (রা)-এর চাইতে শ্রেষ্ঠ দাবী করে এমন কেউ ছিল না। সকল সাহাবীর উপর হযরত আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)-

এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা সর্বজন স্বীকৃত, সর্বজন বিদিত। একমাত্র গবেট ও মূর্খের নিকটই তা অজানা থাকতে পারে। তাহলে এই বিষয়টি সুফিয়ান ছাওরী (রা)-এর ন্যায় ইমামদের নিকট অজানা ছিল তা কেমন করে হয়? বরং একাধিক ইমাম যেমন আইয়ূব ও দারা কুতনীও এমনই বলেছেন যে, কেউ যদি হযরত আলী (রা)-কে হযরত উসমানের উপর প্রাধান্য দেয় এবং শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে তবে সে সকল মুহাজির ও আনসার সাহাবীদের মানহানি করে। বস্তুত এই কথাটিই সত্য, সঠিক, বিশুদ্ধ ও যথার্থ।

ইয়াকূব ইব্ন আবূ সুফিয়ান আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ আরীসী-আবূ সালিহ হানাফী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন যে, আমি আলী ইব্ন আবী তালিব (রা)-কে কুরআন মজীদকে তাঁর মাথায় তুলে ধরে রাখতে দেখেছি। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম যে, তার পাতাগুলো সশব্দে উল্টাচ্ছে। এরপর হযরত আলী (রা) বললেন, হে আল্লাহ্ ! এই কিতাবে যা আছে তা উম্মতের মধ্যে বাস্তবায়নে ওরা আমাকে বাধা দিয়েছে। সুতরাং আপনি আমাকে তার সওয়াব প্রদান করুন। এরপর হযরত আলী (রা) বললেন, হে আল্লাহ্ ! সত্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে আমি ওদেরকে অসন্তুষ্ট করেছি। ওরাও আমাকে কষ্ট দিয়েছে। আমি ওদেরকে অপছন্দ করেছি, ওরা আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেছে। ওরা আমাকে এমন আচার-আচরণ ও কাজ করতে বাধ্য করেছে যা মূলত আমার স্বাভাবিক আচার-আচরণ নয়। হে আল্লাহ্ ! ওদের পরিবর্তে আমাকে কিছু ভাল লোক দিন। আর আমার পরিবর্তে ওদেরকে একজন মন্দ লোক দিন। হে আল্লাহ্ ! পানিতে লবণের বিলীন হওয়ার ন্যায় ওদের কাল্ব ও অন্তর মৃত করে দিন। ইব্রাহীম বলেছেন, এ দ্বারা হযরত আলী (রা) কূফা অধিবাসীদের কথা বুঝিয়েছেন।

ইব্ন আবীদ দুনয়া আবদুর রহমান ইব্ন সালিহ আবূ আবদুর রহমান সুলামী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, হাসান ইব্ন আলী (রা) আমাকে বলেছেন যে, হযরত আলী (রা) আমাকে বলেছেন, আজ রাতে স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে আমার দেখা হয়। আমি তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনার উম্মত আমার বিরুদ্ধে কী ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত করছে, আমি কেমনতর ঝগড়া-বিবাদ ও বিরোধিতার সম্মুখীন হচ্ছি (তা দেখছেন তো?) তিনি বললেন, তুমি ওদের বিরুদ্ধে বদ দু'আ কর। তখন আমি এই দু'আ করলাম ঃ

اَللّٰهُمَّ اَبْدِلْنِىْ بِهِمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ لِىْ مِنْهُمْ وَاَبْدِلْهُمْ بِىْ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنِّىْ –

'হে আল্লাহ্ ! ওদের পরিবর্তে আমাকে এমন সাথী দান করুন, যারা ওদের চাইতে আমার জন্যে অধিকতর ভাল। আর ওদেরকে আমার পরিবর্তে এমন শাসক দান করুন, যে ওদের জন্যে আমার চাইতে অধিক মন্দ।' তারপর তিনি ঘর থেকে বের হলেন এবং এক লোক তাঁকে আঘাত করল। অবশ্য তাঁর শহীদ হওয়া এবং মাথা কেটে দাঁড়ি-মুখমণ্ডল রক্তাক্ত হওয়া বিষয়ক হাদীসগুলো আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেমনটি জানিয়েছিলেন তেমনটিই ঘটেছে।

ইমাম আবূ দাউদ (রা) 'তাকদীর' বিষয়ক অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন যে, খারিজী সম্প্রদায়ের উৎপাত ও বিশৃংখলা বৃদ্ধি পাওয়ার সময়গুলোতে প্রতিরাতে স্বতস্ফূর্তভাবে দশ জন করে লোক হযরত আলী (রা)-এর নিরাপত্তার জন্যে পাহারা দিত। তারা সশস্ত্র অবস্থায় মসজিদে রাত্রি যাপন করত। একদিন হযরত আলী (রা) তাদরকে দেখে বললেন, 'তোমরা মসজিদে বসে রয়েছ কেন? তারা বলল, 'আমরা আপনার পাহারায় নিয়োজিত আছি।' তিনি বললেন, 'আকাশে গৃহীত সিদ্ধান্ত থেকে তোমরা আমাকে রক্ষা করবে?' এরপর তিনি বললেন, পৃথিবীতে

যত কিছুই ঘটে তার সব কিছুর সিদ্ধান্ত হয় আকাশে। আকাশে গৃহীত সিদ্ধান্ত ব্যতীত পৃথিবীতে কিছুই ঘটে না। আমার জন্যে তো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সুদৃঢ় নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে।' অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'প্রত্যেকটি মানুষ সুদৃঢ় নিরাপত্তার পরিবেষ্টিত। প্রত্যেক মানুষের জন্যে রয়েছে নিরাপত্তা রক্ষাকারী একজন করে ফেরেশ্তা। যত কিছুই ওই ব্যক্তির ক্ষতি করতে আসুক, ওই ফেরেশ্তা তাকে বলে, সাবধান, সাবধান ! তবে চূড়ান্ত তাকদীর ও অদৃষ্টের লিখন যখন এসে যায় তখন ওই ফেরেশ্তা তাকে ছেড়ে সরে যান।' অপর বর্ণনায় আছে, 'প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে দু'জন করে নিরাপত্তারক্ষী ফেরেশ্তা থাকেন। তারা দু'জনে ওই ব্যক্তিকে বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেন। তাকদীর ও অদৃষ্টের লেখক যখন এসে যায় তখন ফেরেশ্তা দু'জন তাকে ছেড়ে সরে যান। কোন ব্যক্তি ততক্ষণ ঈমানের স্বাধ অনুভব করতে পারবে না যতক্ষণ না সে বিশ্বাস করে যে, তার উপর যা বিপদ এসেছে তা অন্যত্র যাবার ছিল না আর যা তাকে স্পর্শ করে নি তার উপর আসার ছিল না।

হযরত আলী (রা) প্রতি রাতে মসজিদে গমন করতেন এবং সেখানে নামায আদায় করতেন। যে রাতে ভোর বেলা তিনি শহীদ হলেন সে রাতে তিনি অস্থিরতা ও অশান্তি অনুভব করছিলেন। তিনি তাঁর পরিবারের লোকজনকে ডেকে একত্রিত করেছিলেন। ভোরে যখন তিনি মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হচ্ছিলেন তখন হাঁসগুলো চিৎকার করে ডাক দিচ্ছিল। তাঁর পরিবারের লোকেরা ওগুলোকে চুপ করাচ্ছিল। তিনি বললেন, ওগুলোকে ছেড়ে দাও, চিৎকার করুক। ওগুলো তো শোক প্রকাশকারী। তিনি মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হলেন। ইব্‌ন মুলজিম তাঁকে আঘাত করল। এ বিষয়ে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি।

লোকজন বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন ! আমরা কি ওই সত্যদ্রোহী খারীজিকে হত্যা করব? তিনি বললেন, না। বরং তোমরা ওকে বন্দী করে রাখ এবং বন্দী অবস্থায় তার সাথে ভাল আচরণ কর। ইতিমধ্যে আমি যদি মারা যাই তোমরা তাকে হত্যা করবে। আর আমি যদি জীবিত থাকি তবে আঘাতের সমপরিমাণ প্রতিশোধ নেয়া হবে।

হযরত আলী (রা)-এর কন্যা উম্মু কুলছুম (রা) তখন বলছিলেন, আহ ! ফজরের নামায আমার জন্যে কী বয়ে আনে ! আমার স্বামী আমীরুল মু'মিনীন উমর (রা) ফজরের নামাযের সময় নিহত হলেন। আমার পিতা আমীরুল মু'মিনীন আলী (রা)-ও নিহত হলেন ফজরের নামাযের সময়।

এ সময়ে হযরত আলী (রা)-কে বলা হল, আপনি কি পরবর্তী খলীফা মনোনীত করে যাবেন? তিনি উত্তরে বললেন, না। আমি খলীফা মনোনীত করব না। বরং রাসূলুল্লাহ্ (রা) যেমন তোমাদের খলীফা মনোনয়ন না করে রেখে গিয়েছেন আমিও সেটি তোমাদের উপর ছেড়ে যাব। আল্লাহ্ তা'আলা যদি তোমাদের কল্যাণ চান তবে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তিকে খলীফা নির্বাচনে তোমাদের মধ্যে ঐকমত্য সৃষ্টি করে দিবেন। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (রা)-এর ওফাতের পর তোমাদের উত্তম ব্যক্তির খলীফা নির্বাচনে তোমাদের মধ্যে ঐকমত্য সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর এই বক্তব্য মূলত তাঁর পক্ষ থেকে জীবন সায়াহ্নে হযরত আবূ বকর (রা)-এর শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি।

অবশ্য এও বর্ণিত আছে যে, তাঁর খিলাফতকালে কূফায় এক ভাষণে তিনি বলেছিলেন, 'হে লোকসকল ! নিশ্চয়ই মহানবী (সা)-এর পর এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হলেন হযরত আবূ বকর (রা)। এরপর হযরত উমর (রা) অবশ্য তৃতীয় মর্যাদাবান ব্যক্তিটির নামও আমি ইচ্ছা

করলে বলে দিতে পারি।' বর্ণিত আছে যে, তিনি ঐ মিম্বর থেকে অবতরণ করার সময় বলে দিয়েছিলেন যে, এরপর উসমান, এরপর উসমান (রা)। অর্থাৎ তৃতীয় স্থান অধিকারীর নাম উসমান (রা)।

হযরত আলী (রা)-এর ইন্তিকালের পর তাঁর পরিবারের লোকেরাই তাঁর দাফন-কাফনের দায়িত্ব নেন। তাঁর পুত্র হযরত হাসান (রা) জানাযা নামাযে ইমামতি করেন। তিনি ঐ নামাযে চার তাকবীর উচ্চারণ করেছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, তাকবীরের সংখ্যা চার-এর বেশি ছিল। রাজধানী কূফাতে হযরত আলী (রা)-কে দাফন করা হয়। কেউ কেউ বলেছেন, জামে মসজিদের পেছনে কিব্লার দিকে জাদাহ্ ইব্ন হুবায়রা-এর মহল্লায় একটি কক্ষে বাব আল ওয়াররাকীন-এর বিপরীতে তাঁকে দাফন করা হয়। কেউ কেউ বলেছেন, কূফার উন্মুক্ত কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন; দাফন করা হয়েছে একটি তাঁবুতে। কারো মতে, খোলা ময়দানে।

কাযী শরীফ এবং নু'আয়ম কাদাল ইব্ন দাকীন বলেছেন যে, হযরত হাসান (রা)-এর সাথে আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর সমঝোতা হবার পর হযরত হাসান (রা) খলীফা হযরত আলী (রা)-এর পবিত্র মরদেহ কূফা থেকে মদীনার জান্নাতুল বাকী কবরস্থানে হযরত ফাতিমা (রা)-এর পাশে দাফন করেন।

ঈসা ইব্ন দাব বলেছেন, তাঁরা ওই লাশ মুবারক নেয়ার সময় সিন্দুকে ভরে উটের পিঠে করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঈদের অঞ্চলে পৌঁছার পর উটটি হারিয়ে যায়। সিন্দুকে মালপত্র রয়েছে এটা ভেবে তাঈ বাসীগণ সিন্দুকটি দখলে নেয়। কিন্তু তাতে লাশ দেখতে পেয়ে তারা সেটি তাদের দেশেই দাফন করে দেয়। ফলে এখন পর্যন্ত হযরত আলী (রা)-এর কবরের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নি। তবে প্রসিদ্ধ অভিমত হলো, তাঁর কবর এখনও কূফাতেই রয়েছে যেমন বলেছেন আবদুল মালিব ইব্ন ইমরান। তিনি বলেছেন, খালিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ কাসামী ছিলেন হিশামের শাসনামলে বানূ উমাইয়ার শাসনকর্তা। নতুনভাবে নির্মাণ করার জন্য তিনি কূফার পুরাতন বাড়ি ভেঙ্গে ফেলেন এক পর্যায়ে তিনি একটি কবর দেখতে পান যাতে সমাহিত আছেন সাদা মাথা ও দাঁড়ি বিশিষ্ট এক শায়খ। পরে প্রমাণ পাওয়া গেল যে, তিনি হযরত আলী (রা)। উমাইয়া বংশীয় প্রশাসক খালিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ হযরত আলী (রা)-এর পবিত্র লাশ পুড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করেছিল। তখন তাকে বলা হল, 'হে প্রশাসক ! বানূ উমাইয়ার লোকজন আপনার নিকট এমন জঘন্য কাজ মোটেই আশা করে না। তারপর একটি কুব্যাতী কাপড়ে জড়িয়ে তাঁকে ওখানেই পুনঃদাফন করা হয়। কথিত আছে যে, তাঁকে যে বাড়িতে দাফন করা হয়েছে, পরবর্তীতে কেউ ওই বাড়িতে বসবাস করতে পারে নি। ইব্ন আসাকির এটি বর্ণনা করেছেন।

এরপর হযরত হাসান ইব্ন আলী (রা) ঘাতক আবদুর রহমান ইব্ন মুলজিমকে কারাগার থেকে বের করে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত করেন। এই নরঘাতককে পুড়িয়ে মারার জন্য জনসাধারণ দিয়াশলাই, কেরোসিন তৈল এবং জ্বালানী কাঠ নিয়ে আসে। কিন্তু হযরত আলী (রা)-এর ছেলে-মেয়েরা বললেন, আপনারা ওকে আমাদের হাতে ছেড়ে দিন তাকে মেরে আমরা আমাদের ক্ষোভ প্রশমিত করব। প্রথমে তার দু'হাত ও দু'পা কেটে ফেলা হল। তাতে সে একটুও বিচলিত হল না এবং আল্লাহ্র যিকির বন্ধ করল না। এরপর তার চোখ দু'টো উপড়িয়ে ফেলা হল। তখনও সে আল্লাহ্র যিকিরে রত ছিল এবং সূরা...... اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ

পাঠ করছিল। তার দু'টো চোখ তার মুখমণ্ডলে ঝুলে পড়ল। এরপর তার জিহবা কেটে ফেলা হল। এবার সে প্রচণ্ডভাবে অস্থির হয়ে পড়ল এবং বলল, হায় ! আমি কি দুনিয়াতে থাকাকালীন কিছু সময় আল্লাহ্‌র যিকির থেকে বঞ্চিত থাকব। তারপর তাকে হত্যা করা হল এবং আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হল। আল্লাহ্ তার পরিণাম মন্দ করে দিন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ বলেছেন, ঘাতক ইব্‌ন মুলজিম ছিল খাকী বর্ণের, সুন্দর চেহারার ফর্সা লোক। তার চুল ছিল কানের লতি পর্যন্ত ঝুলনো। কপালে তার সিজদার চিহ্ন ছিল।

উলামা-ই কিরাম বলেছেন, ঘাতক ইব্‌ন মুলজিমের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার ব্যাপারে হযরত আলী (রা)-এর পুত্র আব্বাসের সাবালকত্বে পৌঁছা পর্যন্ত অপেক্ষা করা হয়নি। হযরত আলী (রা)-এর শাহাদাতের সময় তাঁর পুত্র আব্বাস নাবালক ছিলেন। ইব্‌ন মুলজিমকে হত্যার ক্ষেত্রে সরাসরি তরবারির আঘাতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর না করে প্রথমে হাত-পা কাটা, তারপরে চোখ উপড়িয়ে ফেলা এবং তারপরে হত্যা করা সম্পর্কে উলামায়ে কিরাম এ ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, তাকে কিসাস বা শুধু হত্যার শাস্তি দেয়া হয়নি বরং তাকে শাস্তি দেয়া হয়েছে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে, রাসূলের বিরদ্ধে এবং খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অপরাধে। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।

এ বিষয়ে সবাই একমত যে, ৪০ হিজরী সনের ১৭ই রমযান জুম'আবার হযরত আলী (রা)-কে আঘাত করা হয়। তবে তাঁর ওফাত দিবস সম্পর্কে কেউ বলেছেন, ওই দিনই তাঁর ওফাত হয়েছে। কেউ বলেছেন, ১৯ শে রমযান রবিবারে তাঁর ওফাত হয়েছে। ফাল্লাস বলেছেন যে, কারো মতে, আহত হয়েছেন ২১ শে রমযান রাতে আর ওফাত হয়েছে ২৪ শে রমযান রাতে। তখন তাঁর বয়স ৫৮ কিংবা ৫৯ বছর। কেউ বলেছেন, তখন তাঁর বয়স ছিল ৬৩ বছর। এটিই প্রসিদ্ধ অভিমত। মুহাম্মদ ইব্‌ন হানাফিয়্যা আবূ জা'ফর বাকির, আবূ ইসহাক সুবাঈ এবং আবূ বকর আইয়াশ প্রমুখ শেষ অভিমতটি সমর্থন করেছেন।

কেউ কেউ বলেছেন, ওফাতের সময় হযরত আলী (রা)-এর বয়স ছিল ৬৩ কিংবা ৬৪ বছর। আর জা'ফর বাকির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তখন তার বয়স ছিল ৬৫ বছর। তাঁর খিলাফতের মেয়াদ ছিল চার বছর নয় মাস। কেউ কেউ বলেছেন, চার বছর আট মাস ২৩ দিন।

জারীর মুগীরা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, হযরত আলী (রা)-এর মৃত্যু সংবাদ যখন মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট পৌঁছে তখন তিনি তাঁর স্ত্রী কাখতা বিন্‌ত কুরতা-এর সাথে ঘুমিয়ে ছিলেন। তখন ছিল গ্রীষ্মকাল। সংবাদ শুনে তিনি উঠে বসলেন এবং 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পাঠ করে কাঁদতে শুরু করলেন। তাঁর স্ত্রী কাখ্‌তা বললেন, ব্যাপার কী? গতকালও তো আপনি খলীফার বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছেন, আর আজ তাঁর জন্যে কাঁদছেন? মু'আবিয়া (রা) বললেন, তোমার জন্য আফসোস ! আজ কাঁদছি এজন্যে যে, হযরত আলী (রা)-কে হারিয়ে মানুষ মূলত তাঁর ধৈর্য, জ্ঞান, মর্যাদা, সৎকার্যে অগ্রগামিতা ও তাঁর কল্যাণ হারাল।

ইব্‌ন আবীদ দুনয়া তাঁর 'মাকাঈদ-আশ-শায়তান' কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, মু'আবিয়া (রা) কর্তৃক নিযুক্ত সিরিয়ার জনৈক প্রশাসক এক রাতে তাঁর পুত্রের প্রতি রাগান্বিত হয়ে তাকে ঘর থেকে বের করে দেয়। ছেলেটি তখন দিশেহারা। কোথায় যাবে বুঝে উঠতে পারছিল না। সে দরজার বাইরে বসে থাকল। কিছুক্ষণ সে ঘুমিয়েছিল। তারপর সজাগ হলে সে দেখতে পেল যে, একটি কালো জংলী বিড়াল তার দরজায় খামছি দিচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের

পোষা বিড়ালটি ওই বিড়ালের নিকট বেরিয়ে এল। বন্য বিড়াল বলল, তাড়াতাড়ি দরজা খোল। পোষা বিড়াল বলল, আমি তো পারছি না। বন্য বিড়াল বলল, তাহলে কিছু খাবার নিয়ে আস যা খেয়ে আমি প্রাণ রক্ষা করব। আমি খুব ক্ষুধার্ত ও ক্লান্ত। আমি এখন কূফা থেকে এসেছি। এ রাতে সেখানে এক গুরুতর ঘটনা ঘটেছে। খলীফা আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা) আজ রাতে শহীদ হয়েছেন। পোষা বিড়াল বলল, 'আমি তো কোন খাবার আনতে পারছি না। সব খাবারের উপর ওরা বিসমিল্লাহ্ পাঠ করেছেন। তবে গোশত ভাজার একটি কাঠি আছে যার উপর গৃহবাসীগণ আল্লাহ্‌র নাম পাঠ করে নি। বন্য বিড়াল বলল, সেটি আমার নিকট নিয়ে আস। সে সেটি নিয়ে এল। বন্য বিড়াল সেটি চেটে চেটে খেয়ে চলে গেল। এই ঘটনা ছেলেটি স্বচক্ষে দেখেছে এবং নিজ কানে শুনেছে। সে দরজায় ধাক্কা দিল। তার পিতা বেরিয়ে এল এবং বলল, কে? ছেলে বলল, বাবা দরজা খোল। বাবা বলল, কেন, কী হয়েছে? ছেলে বলল, তুমি দরজা খোল। পিতা খুলল। সে তার দেখা ও শোনা সবকিছু পিতাকে খুলে বলল, পিতা বলল, এসব কি তুমি স্বপ্নে দেখেছ? ছেলে বলল, না তা নয়। পিতা বলল, ঘর থেকে বের করে দেয়ার পর কি তোকে জ্বিনে ধরেছে? সে বলল, না, আল্লাহ্‌র কসম ! তাও নয়। কিন্তু বাস্তবে আমি যা দেখেছি তা-ই ঘটেছে। এখনই আপনি মু'আবিয়ার নিকট গমন করুন। আমি যা বলেছি তা তাকে জানান। লোকটি মু'আবিয়ার নিকট গেল এবং ছেলের বর্ণনা অনুযায়ী সব কিছু তাকে জানাল। (রাজধানী থেকে) সংবাদ আগে আসার আগে এই ঘটনা ও তারিখ লিখে রাখল। সংবাদ আসার পর তারা তথ্যের সাথে মিলিয়ে দেখল যে, ছেলেটির বাবা যা যা বলে গিয়েছিল হুবহু তা-ই ঘটেছে।

আবুল কাসিম বলেছেন, আলী ইব্‌ন জাদ-আমর ইব্‌ন আসম্ম বলেছেন, আমি হুসায়ন ইব্‌ন আলী (রা)-কে বলেছিলাম, "এই শিয়া সম্প্রদায় বিশ্বাস করে যে, কিয়ামতের পূর্বে হযরত আলী (রা) পুনর্বার দুনিয়াতে প্রেরিত হবেন।" হযরত হুসায়ন (রা) বলেন, 'আল্লাহ্‌র কসম ! ওরা মিথ্যা বলে। ওরা মূলত শিয়া সম্প্রদায় নয়। আমরা যদি জানতাম যে, হযরত আলী (রা) কিয়ামতের পূর্বে পুনঃ আবির্ভূত হবেন তাহলে আমরা তাঁর স্ত্রীদেরকে অন্যত্র বিবাহ দিতাম না এবং তাঁর ধন-সম্পদ বণ্টন করে নিতাম না। আসবাত ইব্‌ন মুহাম্মদ হাসান ইব্‌ন আলী (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

হাসান ইব্‌ন আলী (রা)-এর খিলাফত

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, হযরত আলী (রা) আহত থাকা অবস্থায় লোকজন তাঁকে বলেছিল হে আমীরুল মু'মিনীন ! আপনার পরে খলীফা কে হবে তা নির্ধারিত করে দিন। তিনি উত্তরে বলেছিলেন, না, তা আমি করব না, বরং রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমাদেরকে যেমন খলীফা নির্ধারণ না করে রেখে গিয়েছিলেন আমিও তেমনি রেখে যাব। মহান আল্লাহ্ যদি তোমাদের কল্যাণ চান তাহলে তোমাদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠতম, তাঁর খলীফা নির্ধারণে তিনি তোমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে দিবেন, যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরে উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির খলীফা নির্বাচনে তিনি তোমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে দিয়েছিলেন।'

তিনি ইন্তিকাল করলেন। হযরত ইমাম হাসান (রা) তাঁর জানাযার নামাযে ইমামতি করলেন। তিনি ছিলেন হযরত আলী (রা)-এর জ্যৈষ্ঠ পুত্র। রাজধানীতে তাঁকে দাফন করা হল। এটিই বিশুদ্ধ অভিমত।

হযরত আলী (রা)-এর দাফন-কাফন ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সমাপ্ত করার পর সর্বপ্রথম কায়স ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা) হযরত হাসান (রা)-এর সম্মুখে এলেন এবং বললেন, আপনার হাত প্রসারিত করুন। আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুন্নাত বাস্তবায়নের মর্মে আমি আপনার হাতে বায়'আত করব।' হযরত হাসান (রা) কিছুই বললেন না। তারপর কায়স ইব্‌ন সা'দ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর হাতে বায়'আত করেন। এরপর অন্যান্য লোকজন তাঁর হাতে বায়'আত করে। এটি ঠিক সেদিনেই অনুষ্ঠিত হয় যে দিন হযরত আলী (রা)-এর ওফাত হয়।

মূলত যেদিন হযরত আলী (রা) আক্রান্ত ও আহত হয়েছিলেন সেদিনই তাঁর ওফাত হয়। দিনটি ছিল ৪০ হিজরী সনের ১৭ই রমযান জুম'আবার। কেউ কেউ বলেছেন যে, আহত হবার দু'দিন পর তাঁর ওফাত হয়। কারো মতে তাঁর ওফাত হয় রমযানের শেষ দশ দিনের কোন একদিন। বস্তুত সেদিন হতে হযরত হাসান (রা) খলীফা হিসেবে কাজ শুরু করেন। কায়স ইব্‌ন সা'দ ছিলেন আযারবাইজানের গভর্নর। তাঁর অধীনে ছিল চল্লিশ হাজার লড়াকু যোদ্ধা। তারা সকলে আমৃত্যু হযরত আলী (রা)-এর প্রতি আনুগত্যের শপথ করেছিল।

হযরত আলী (রা)-এর ইন্তিকালের পর গভর্নর কায়স ইব্‌ন সা'দ নব নিযুক্ত খলীফা হযরত হাসান (রা)-কে সিরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার জন্যে চাপ দিতে লাগলেন। এক পর্যায়ে হযরত হাসান (রা) গভর্নর কায়সকে বরখাস্ত করে তাঁর স্থলে উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে আযারবাইজানের গভর্নর নিযুক্ত করলেন। কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ইচ্ছা হযরত হাসান (রা)-এর ছিল না। কিন্তু অন্যদের অভিমতই জয়ী হল। তিনি সিরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনায় রাযী হলেন। জনসাধারণ বিশাল যুদ্ধ সমাবেশে একত্রিত হল। ইতিপূর্বে এত বড় যোদ্ধা দল দেখা যায় নি, শোনাও যায় নি।

হযরত হাসান (রা) কায়স ইব্‌ন সা'দ (রা)-কে বার হাজার সৈন্য সমন্বয়ে গঠিত সম্মুখ শাখার দায়িত্ব দিলেন। আর তিনি নিজে তাঁর পেছনে পেছনে অবশিষ্ট সৈন্যের নেতৃত্ব দিয়ে মু'আবিয়া (রা) ও সিরিয়াবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করলেন। মাদাইন অতিক্রম করে তাঁরা যাত্রা বিরতি ও শিবির স্থাপন করলেন। সম্মুখ শাখার সৈন্যদেরকে

সম্মুখ পানে এগিয়ে যেতে বললেন। হযরত হাসান (রা) সৈন্য পরিবেষ্টিত অবস্থায় মাদাইনের উপকণ্ঠে অবস্থান করছিলেন। এমন সময়ে হঠাৎ জনৈক চিৎকারকারী লোক, সজোরে চিৎকার দিয়ে বলল, 'সম্মুখ সেনাদলের সেনাপতি কায়স ইব্‌ন সা'দ (রা) নিহত হয়েছেন।' এ ঘোষণা শুনে সেনাবাহিনীর মধ্যে বিশৃঙখলা সৃষ্টি হয়। সবাই উচ্ছৃঙখল হয়ে পড়ে। একে অন্যের মালপত্র লুটপাট করে নিতে লাগল। এমনকি তারা হযরত হাসান (রা)-এর তাঁবুর সরঞ্জামাদিও খুলে নিতে লাগল। তিনি যে বিছানায় বসেছিলেন সেটিও নিয়ে যাবার জন্যে টানাটানি শুরু করেছিল। তিনি যখন সওয়ারীতে আরোহণ করছিলেন কে একজন এসে তাঁকে বর্শার আঘাত করে। এমন পরিস্থিতি দেখে হযরত হাসান (রা) ভষণীভাবে বিরক্ত হয়ে পড়েন। তিনি সওয়ারীতে চড়ে মদীনার সুরক্ষিত প্রাসাদ "কাসর আল-আবয়াদ" বা শ্বেত প্রাসাদে আশ্রয় নিলেন। আহত অবস্থায় তিনি সেখানেই অবস্থান করছিলেন। তখন মাদাইনের গভর্নর ছিল তাঁরই নিযুক্ত সা'দ ইব্‌ন মাসউদ সাকাফী। তিনি ছিলেন সেতু যুদ্ধের সেনাপতি আবূ উবায়দের ভাই। বিদ্রোহী সেনাবাহিনী শ্বেত প্রাসাদের নিকট অবস্থান গ্রহণ করে। এ সময় দুর্ভাগা মুখতার ইব্‌ন আবূ উবায়দ তার চাচা মাদাইনের গভর্নর সা'দ ইব্‌ন মাসউদকে বলল, 'চাচা ! আপনি কি ধন-সম্পদের অধিকারী হতে চান?' সা'দ বললেন, তা কিভাবে? মুখতার বলল 'তা এভাবে যে, আপনি খলীফা হাসান (রা)-কে বন্দী করে মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট পাঠিয়ে দিবেন। উত্তরে তার চাচা বললেন, 'ওহে দুর্ভাগা আল্লাহ্ তোকে এবং তোর পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে দিন, আমি কি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দৌহিত্রের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করব?'

হযরত হাসান (রা) যখন তাঁর নিজের সৈন্যদের মধ্যে বিশৃঙ্খল ও তাঁর প্রতি অসন্তুষ্টি লক্ষ করলেন, তখন মীমাংসায় রাযী করানোর জন্যে হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট চিঠি লিখলেন। মু'আবিয়া (রা) তখন সিরিয়াবাসীদেরকে সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করে এসে একটি বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। মু'আবিয়া (রা) তাঁর পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমীর ও আবদুর রহমান ইব্‌ন সামুরাকে প্রেরণ করলেন। তারা কূফা এসে হযরত হাসানের সাথে সাক্ষাত করলেন। তারা খিলাফত থেকে সরে দাঁড়ানোর বিনিময়ে হযরত হাসান (রা) যত ধন-সম্পদ চাইবেন তার সবই প্রদানের প্রস্তাব করলেন। হযরত হাসান (রা) এই শর্তে খিলাফতের দাবী পরিত্যাগে রাযী হলেন যে, তাঁকে কূফার বায়তুলমাল থেকে পঞ্চাশ লক্ষ দিরহাম দেয়া হবে, আবজারাদ অঞ্চলের খাজনা তিনি গ্রহণ করবেন এবং হযরত আলী (রা)-এর প্রতি কোন নিন্দাবাদ যেন তাঁর কানে না আসে। মু'আবিয়া (রা) যদি এসব শর্তে রাযী হন তাহলে তিনি মু'আবিয়া (রা)-এর পক্ষে খিলাফতের পদ ছেড়ে দিবেন এবং তাতে মুসলমানদের পরস্পরের রক্তপাত বন্ধ হবে। শেষ পর্যন্ত তাঁরা এই শর্তে মীমাংসা ও আপোষরফা করলেন এবং মু'আবিয়া (রা) একক খলীফা হিসেবে স্বীকৃতি পেলেন।

হযরত হাসান (রা)-এর ভাই হযরত হুসায়ন (রা) এই সিদ্ধান্তে তাঁর ভ্রাতা হযরত হাসানের সমালোচনা করেন এবং তিনি এই মীমাংসা মেনে নেন নি। অবশ্য সার্বিক বিবেচনায় হযরত ইমাম হাসান (রা)-এর সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল এ বিষয়ে প্রমাণাদি আমরা অবিলম্বে উল্লেখ করব।

হযরত হাসান তাঁর নিযুক্ত অগ্রবর্তী দলের সেনাপতি কায়স ইব্‌ন সা'দ-এর প্রতি লোক পাঠালেন এ মর্মে যে, সে যেন মীমাংসা মেনে নেয়। কিন্তু সেনাপতি কায়স এই মীমাংসা ও আপোষরফা মেনে নিতে অস্বীকার করেন। ফলে সে হযরত হাসান (রা) এবং মু'আবিয়া (রা) উভয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠে এবং তার অনুগত সৈন্যদেরকে নিয়ে পৃথক সেনা দল

গঠন করে। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পৃথক হয়ে যায়। অবশ্য অল্প কিছুদিন পরে সে তার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করে এবং মু'আবিয়া (রা)-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে তাঁর হাতে বায়'আত করে। এই বিষয়টি আমরা অবিলম্বে উল্লেখ করব।

প্রসিদ্ধ অভিমত এই যে, খলীফা হিসেবে মু'আবিয়া (রা)-এর প্রতি হযরত হাসান (রা) আনুগত্যের এই ঘটনা ঘটে ৪০ হিজরী সনে। এজন্যে এই বছরটি 'ঐক্যের বছর' নামে প্রসিদ্ধ। যেহেতু এই বছর খলীফারূপে মু'আবিয়া (রা)-এর পক্ষে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য ইব্ন জারীর ও অন্যান্য কতক ইতিহাস বিশারদের মতে এই ঘটনা ঘটেছিল ৪১ হিজরী সনের শুরুর দিকে। এটিও আমরা ইন্শাআল্লাহ্ অবিলম্বে উল্লেখ করব। এই বছর আমীর-ই হজ্জ হয়ে জনসাধারণ নিয়ে হজ্জ সম্পাদন করেন, মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা)।

ইসমাঈল ইব্ন রাশেদের উদ্ধৃতি দিয়ে ইব্ন জারীর বলেছেন যে, ঐ বছর হজ্জের নেতৃত্বদানের জন্যে মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) শাসক মু'আবিয়া (রা)-এর নামে একটি জাল অনুমতি পত্র তৈরী করেন। হজ্জ পরিচালনায় নেতৃত্ব লাভের অপর দাবীদার উত্বা ইব্ন আবূ সফিয়ানের আগেই তিনি হজ্জ অনুষ্ঠান সম্পাদন করে ফেলেন। অথচ উত্বা ইব্ন আবূ সুফিয়ানের নিকট তাঁর ভাই শাসক মু'আবিয়া (রা)-এর পক্ষ থেকে হজ্জে নেতৃত্ব প্রদানের লিখিত পত্র বিদ্যমান ছিল। এদিকে উত্বাকে ডিঙ্গিয়ে নিজের নেতৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে মুগীরা (রা) ঐ বছর ৮ই যিলহজ্জ আরাফাতের ময়দানে অবস্থান বা (অকূফে আরাফা) সম্পন্ন করেন। কিন্তু আমরা বলি যে, ইব্ন জারীর এ বিষয়ে যে উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন, তা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা)-এর ন্যায় একজন সাহাবীর ব্যাপারে এমন অপকর্ম কল্পনাও করা যায় না। এই বর্ণনাটি উল্লেখ করে আমরা সতর্ক করে দিলাম যে, বর্ণনাটি বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য। কারণ এমন অপকর্ম থেকে সাহাবা-ই কিরামের অবস্থান অনেক উর্ধ্বে। অবশ্য এটি শিয়া-সম্প্রদায়ের বানোয়াট ও মিথ্যা রচনা হতে পারে।

ইব্ন জারীর বলেছেন, এই বছরই হযরত আলী (রা)-এর ইন্তিকালের পর ইলিয়া তথা বায়তুল মুকাদ্দাসে হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর পক্ষে আনুগত্যের শপথ নেয়া হয়। অর্থাৎ হযরত আলী (রা) যখন ইন্তিকাল করেন তখন সিরিয়ার অধিবাসীগণ মু'আবিয়া (রা)-কে "আমীরুল মু'মিনীন" ঘোষণা করে এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। কারণ তখন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ ছিলেন না। এদিকে তখনই ইরাক অধিবাসীগণ হযরত হাসান (রা)-কে খিলাফতের পদে অধিষ্ঠিত করে যাতে তাঁর মাধ্যমে সিরিয়াবাসীদেরকে প্রতিহত করা যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের আশা পূর্ণ হয়নি, লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। তারা ব্যর্থ হয়েছে নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য ও নেতৃত্বের বিরোধিতা করার কারণে। মুলত তাদের যদি গভীর জ্ঞান থাকত, তাহলে তারা উপলব্ধি করতে পারত যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দৌহিত্রের হাতে বায়'আত করা কি নি'আমত আল্লাহ্ তাদেরকে দিয়েছেন। হযরত হাসান (রা) ছিলেন একাধারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দৌহিত্র, মুসলমানদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, গভীর জ্ঞান সমৃদ্ধ সাহাবী, আলিমদের একজন, ধৈর্যশীল ও প্রসিদ্ধ অভিজ্ঞ সাহাবী। তিনি ছিলেন খুলাফায় রাশিদীনের পঞ্চম খলীফা। এর প্রমাণ সেই হাদীস, যা দালাইল-ই নুবুওয়াত গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আযাদকৃত দাস সকীনা থেকে সে টি আমরা উদ্ধৃত করেছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন—

اَلْخِلَافَةُ بَعْدِىْ ثَلَاثُوْنَ سَنَةً ثُمَّ تَكُوْنُ مَلْكًا ـ

"আমার পরে খিলাফত নীতি বহাল থাকবে ৩০ বছর পর্যন্ত। তারপরে শুরু হবে রাজতন্ত্র।" হযরত হাসান (রা)-এর শাসনামল যোগ করলে খিলাফতকাল মোট ৩০ বছর পূর্ণ হয়। কারণ ৪১ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে তিনি মু'আবিয়া (রা)-এর সপক্ষে নিজে খিলাফত থেকে সরে দাঁড়ান, তাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাত থেকে এ সময় পর্যন্ত ৩০ বছর পূর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাত হয় ১১ হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসে। এ হাদীস এবং এর বাস্তবতা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সত্য নবী হওয়ার একটি উজ্জ্বল প্রমাণ। হযরত হাসান (রা)-এর এই আপোষরফাকে বহু আগেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রশংসা করে গিয়েছেন। এভাবে হযরত হাসান (রা) ধ্বংসশীল এই দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করেছেন, চিরস্থায়ী আখিরাতের প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছেন এবং এই উম্মতের রক্তপাত বন্ধের পথ অবলম্বন করেছেন। তিনি খিলাফতের পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন এবং রাজত্ব সোপর্দ করেছেন মু'আবিয়া (রা)-এর হাতে। ফলে সকলে এক শাসকের পেছনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে।

হযরত হাসান (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে প্রশংসা করেছেন তা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। অবিলম্বে তা আবার উল্লেখ করব। আর তা এই যে, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মিম্বরে বসা ছিলেন। তাঁর পাশে বসা ছিলেন হযরত হাসান ইব্ন আলী (রা)। রাসূলুল্লাহ্ (সা) একবার শ্রোতাদের দিক আরেক বার হযরত হাসান (রা)-এর দিকে তাকাচ্ছিলেন। তারপর বললেন

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ – وَسَيُصْلِحُ اللهُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيْمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ –

'হে লোক সকল ! আমার এই বংশধর নেতা ও পথ প্রদর্শক। অতিসত্বর তার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা দু'টো বৃহৎ মুসলিম দলের মধ্যে আপোষ-মীমাংসার ব্যবস্থা করবেন।' ইমাম বুখারী (রা) এই হাদীস উদ্ধৃত করেছেন।

হিজরী ৪১ সন

মু'আবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ানের (রা) সপক্ষে হযরত হাসান (রা)-এর শাসন ক্ষমতা ছেড়ে দেয়ার বিষয়ে ইব্ন জারীর (র) বলেছেন যে, যুহরী থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, ইরাকী জনগণ যখন হযরত হাসান (রা)-এর হাতে বায়'আত করছিল তখন তিনি তাদেরকে শর্তের বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, তোমরা আমার নির্দেশ পালন করবে, আনুগত্য প্রকাশ করবে, আমি যার সাথে সন্ধি করি তার সাথে সন্ধি করবে, আমি যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। এতে কতক ইরাকীর মনে সংশয় সৃষ্টি হয়েছিল , তারা বলেছিল আশ্চর্য, ইনি এমন করছেন কেন? এবং অবিলম্বে তারা তাঁর কুৎসা বর্ণনা করা শুরু করল। ফলে তিনি তাদের প্রতি অধিক বিরূপ হয়ে উঠলেন। ওদের ব্যাপারে আরো অধিক শংকিত হয়ে পড়লেন। এক পর্যায়ে তিনি তাদের মধ্যে তাঁর বিরোধিতা ও নিজেদের বিচ্ছিন্নতা ভাব উপলব্ধি করলেন। তখন তিনি সন্ধি ও আপোষ-মীমাংসার প্রস্তাব দিয়ে মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট পত্র প্রেরণ করলেন।

ইমাম বুখারী (র) "মীমাংসা অধ্যায়ে" উল্লেখ করেছেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ আবূ মূসা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি হাসানকে বলতে শুনেছি, তিনি বলছিলেন, 'আল্লাহ্র কসম ! হাসান ইব্ন আলী (রা) পর্বতের ন্যায় সেনাদল নিয়ে মু'আবিয়া (রা)-এর মুখোমুখি হবো।' তখন আমর ইবনুল 'আস বললেন, আমি উপলব্ধি করতে পারছি যে, ওদের বিরুদ্ধে এমন এক সেনাদল পাঠাতে হবে যারা ওদের নির্মূল না করে ঘরে ফিরবে না।

মু'আবিয়া (রা) বললেন, (বস্তুত আমর ও মু'আবিয়া (রা) দু'জনের মধ্যে মু'আবিয়া (রা)-ই উত্তম লোক ছিলেন-) যদি এরা ওদেরকে হত্যা করে আর ওরা এদেরকে হত্যা করে তবে জনসাধারণের উপর রাজত্ব করতে আমি সাহায্যকারী পাব কোথায়? এই বুদ্ধিমান, সাহসী লোকগুলো নিহত হলে ওদের দুর্বল ও মহিলাদের সেবা করতে আমি সহযোগী পাব কাকে?

এরপর তিনি আবদ্ শামস গোত্রের দু'জন কুরায়শী লোক হযরত হাসান (রা)-এর নিকট প্রেরণ করলেন। লোক দু'জন হলেন আবদুর রহমান ইব্ন সামুরা এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমীর। মু'আবিয়া (রা) বললেন, 'তোমরা দু'জন তাঁর নিকট যাও এবং মীমাংসার প্রস্তাব দাও। তাঁকে বুঝাও এবং তাঁর সম্মতি কামনা কর।' তারা দু'জন গেলেন । হযরত হাসান (রা)-এর সাথে কথা বললেন এবং মীমাংসা করে তাঁর সম্মতি কামনা করলেন।

হযরত হাসান (রা) তাঁদেরকে বললেন, 'আমরা আবদুল মুত্তালিব গোত্র, এই ধন-সম্পদের পরিচালনার মালিক হয়েছি। আর এই সমগ্র উম্মত এখন নিজেদের মধ্যে রক্তপাতের মুখোমুখি ! প্রতিনিধি দু'জন বললেন, মু'আবিয়া (রা) তো আপোষ-মীমাংসার প্রস্তাব দিয়ে আমাদরকে পাঠিয়েছেন। তিনি আপোষ-মীমাংসায় আপনার সম্মতি কামনা করছেন। হযরত হাসান (রা) বললেন, আমি মীমাংসায় রাযী হলে তা বাস্তবায়নের যিম্মাদার ও নিশ্চয়তা প্রদানকারী হবে কে? তারা দু'জনে বললেন, আমরা সেই যিম্মাদারী গ্রহণ করব। তিনি যত প্রস্তাব ও সর্ত করলেন, তারা দু'জনে তার সবগুলোর বাস্তবায়নের যিম্মাদার গ্রহণ করলেন। তারপর ইমাম হাসান (রা) মু'আবিয়া (রা)-এর সঙ্গে আপোষ-মীমাংসা করলেন। বর্ণনাকারী হাসান বলেছেন, আমি আবূ

বাকরা (রা)-কে বলতে শুনেছি, 'আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মিম্বরের উপর দেখেছিলাম হযরত হাসান (রা) তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পাশে ছিলেন। তিনি একবার শ্রোতাদের দিকে তাকাচ্ছিলেন একবার হযরত হাসানের দিকে তাকাচ্ছিলেন আর বলছিলেন,

إِنَّ ابْنِيْ هذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيْمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ –

'আমার এই বংশধর হলো নেতা ও পথপ্রদর্শক এমন হবে যে, তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালা বড়বড় দু'দল মুষলমানদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসার ব্যবস্থা করে দিবেন।

ইমাম বুখারী (র) বলেছেন যে, আলী, ইবনুল মাদীনী আমাকে বলেছেন, বর্ণনাকারী হাসান এই হাদীস আবূ বাকরা (রা) থেকে শুনেছেন, আমাদের নিকট তা প্রমাণিত হয়েছে। আমি বলি, ইমাম বুখারী (র) "বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয়" অধ্যায়ে এই হাদীস আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ মাদীনী থেকে বর্ণনা করেছেন, আর "ইমাম হাসানের মর্যাদা" অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন সাদাকা ইব্ন ফাদাল থেকে। তাঁরা তিন জনেই বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না থেকে। ইমাম আহমদ (র) এটি বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না থেকে। তিনি বর্ণনা করেছেন, ইসরাঈল ইব্ন্ মূসা বাসরী থেকে তা ছাড়া "দালাইল আল-নুবুওয়াত" অধ্যায়ে তিনি এই হাদীস উদ্ধৃত করেছেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবী শায়বা এবং ইয়াহ্য়া ইব্ন আদাম থেকে। তাঁর দু'জনে হুসায়ন ইব্ন আলী জু'ফী সূত্রে বর্ণনা করেন, ইসরাঈলের মাধ্যমে হাসান বসরী থেকে। ইমাম আহমদ, আবূ দাঊদ ও নাসাঈ (র) এটি বর্ণনা করেছেন, হাম্মাদ ইব্ন যায়দ সূত্রে আলী ইব্ন যায়দ-এর মাধ্যমে হাসান বসরী (র)-এর থেকে। ইমাম আবূ দাঊদ ও ইমাম তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন, আশ'আস সূত্রে হাসান বসরী (র) থেকে।

ইমাম তিরমিযী বলেছেন যে, এই হাদীসটি উত্তম ও বিশুদ্ধ। ইমাম নাসাঈ (রা) এটি বর্ণনা করেছেন 'আওফ 'আরাবী ও অন্যদের থেকে মুরসাল পদ্ধতিতে হাসান বসরী (র) থেকে। ইমাম আহমদ (র) পর্যায়ক্রমে আবদুর রায্যাক মা'মার সূত্রে এমন এক লোক থেকে বর্ণনা করেন, যিনি সরাসরি হাসান থেকে তা শুনেছেন, হাসান বর্ণনা করছিলেন, আবূ বাকরা থেকে আবূ বাকরা বলেছেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের সাথে কথা বলছিলেন, তখন হযরত হাসান (রা) তাঁর কোলে বসা ছিলেন। তিনি একবার সাহাবীদের মুখোমুখি হয়ে কথা বলছিলেন আবার হাসানের দিকে মুখ করে তাঁকে চুমু দিচ্ছিলেন। তারপর তিনি বললেন, আমার এই বংশধর একজন পথ প্রদর্শক। সে জীবিত থাকলে তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা দু'দলের মাঝে মীমাংসার ব্যবস্থা করে দিবেন।

হাফিজ ইব্ন আসাকির বলেন, বর্ণনাকারী মা'মার এভাবে বর্ণনা করেছেন। হাসান থেকে কোন্ ব্যক্তি তাঁকে হাদীস শুনিয়েছেন তাঁর নাম তিনি উল্লেখ করেন নি। বস্তুত একাধিক লোক হযরত হাসান (র) থেকে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন, আবূ মূসা ইসরাঈল, ইউনুস ইব্ন উবায়দ, মানসুর ইব্ন যাযান, আলী ইব্ন যায়েদ, হিশাম ইব্ন হাস্সান, আশ'আছ ইব্ন সিওয়ার, মুবারক ইব্ন ফুদালা ও আমর ইব্ন উবায়দ কাদরী। এরপর ইব্ন আসাকির এই সনদগুলো উত্তমরূপে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন।

আমি বলি যে, স্পষ্টত বুঝা যায় যে, মা'মার এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, আমর ইব্ন উবায়দ থেকে, কিন্তু তিনি পরিষ্কারভাবে ওই নাম উল্লেখ করেন নি। অবশ্য মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক এই হাদীস আমর ইব্ন উবায়দ থেকে বর্ণনা করেছেন এবং পরিষ্কারভাবে তাঁর নাম

উল্লেখ করেছেন। আহমদ ইব্‌ন হাশিম এই হাদীস বর্ণনা করেছেন, মুবারক ইব্‌ন ফুদালা সূত্রে হাসানের মাধ্যমে আবূ বাকরা (রা) থেকে এবং যথানিয়মে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। হাসান বলেছেন, 'আল্লাহ্‌র কসম ! হযরত হাসান (রা) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর শিঙ্গা লাগানোর শিঙ্গা পরিমাণ রক্তপাতও ঘটে নি।'

আমাদের শায়খ আবূ হাজ্জাজ মিয্‌যী তাঁর "আতরাফ" গ্রন্থে বলেছেন, কেউ কেউ এই হাদীস হাসান সূত্রে উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। এই হাদীস হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকেও বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত হাসান (রা)-এর প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন-

إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيْمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ

'আমার এই বংশধর হল নেতা ও পথ প্রদর্শক। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর দ্বারা দু'দল মুসলমানের মধ্যে আপোষ -মীমাংসার ব্যবস্থা করবেন।' আবদুর রহমান ইব্‌ন মা'মার এই হাদীস এভাবে আ'মাশ থেকে বর্ণনা করেছেন।

আবূ ইয়ালা (রা) বলেছেন আবূ বকর আবূ সাঈদ মাদানী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর সাথে ছিলাম। তখন হযরত হাসান (রা) সেখানে উপস্থিত হলেন এবং আমাদেরকে সালাম দিলেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হযরত হাসানের পেছনে পেছনে গিয়ে তাঁর নিকট পৌঁছলেন এবং বললেন, "ওয়ালাইকাস্ সালাম ইয়া সাইয়েদী" –আপনার প্রতিও শান্তি বর্ষিত হোক হে আমাদের নেতা !" এরপর আবূ হুরায়রা (রা) বললেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছিলেন, "নিশ্চয়ই ইনি নেতা।"

আবূ হাসান আলী ইব্‌ন মাদানী (রা) বলেছেন, মু'আবিয়া (রা)-এর পক্ষে হযরত হাসান (রা)-এর খিলাফতের দায়িত্ব অর্পণের ঘটনাটি ঘটেছিল ৪১ হিজরী সনের ৫ই রবিউল আউয়াল তারিখে। কেউ কেউ বলেছেন, রবিউল আখির মাসে। কারো কারো মতে, এ ঘটনা ঘটেছিল জুমাদাল উলা মাসের শুরুতে। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

বর্ণনাকারী আলী ইব্‌ন মাদানী বলেন যে, তারপর মু'আবিয়া (রা) কূফা প্রবেশ করেন। তাঁর হাতে সকলে বায়'আত সম্পন্ন হবার পর তিনি জনসাধারণের উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করেন। ইব্‌ন জারীর উল্লেখ করেন যে, আমর ইবনুল আস মু'আবিয়া (রা)-কে ইঙ্গিতে বলেছিলেন, যেন হযরত হাসান (রা)-কে ভাষণের সুযোগ দেয়া হয়। এবং ভাষণের মাধ্যমে তিনি যেন প্রকাশ্যে সবাইকে জানিয়ে দেন যে, মু'আবিয়া (রা) হযরত হাসান (রা)-কে ভাষণ দানের অনুরোধ করলেন। হযরত হাসান (রা) ভাষণ দানের জন্যে দাঁড়ালেন। ভাষণে তিনি আল্লাহ্‌র প্রশংসা, গুণগান ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠের পর বললেন- 'হে লোক সকল ! আমাদের প্রথম ব্যক্তিত্ব হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা আপনাদেরকে সত্য পথের দিশা দান করেছেন। আর আমাদের শেষ ব্যক্তি (হযরত হাসান (রা) নিজের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন) দ্বারা আপনাদেরকে রক্তপাত থেকে রক্ষা করেছেন। এ বিষয় অর্থাৎ শাসন ক্ষমতার একটি মেয়াদ নির্ধারিত রয়েছে। আর দুনিয়া হলো কূপের থেকে

পানি তোলার বালতি সদৃশ। কখনো এর হাতে কখনো ওর হাতে। মহান আল্লাহ্ তাঁর নবীকে (সা) বলেছেন,

وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِيْنٍ ـ

আমি জানি না, হয়ত এটি তোমাদের জন্যে এক পরীক্ষা; এবং জীবনের ভোগ কিছুকালের জন্যে। (সূরা ২১, আম্বিয়া ঃ ১১১)। হযরত হাসান (রা)-এর এতটুকু বলায় মু'আবিয়া (রা) রেগে গেলেন এবং তাঁকে বসে যেতে নির্দেশ দিলেন। তাঁকে বক্তব্য প্রদানের অনুমতি দেয়ার ইঙ্গিত করায় তিনি আমর ইবনুল 'আস (রা)-কেও ভর্ৎসনা করলেন এবং বিষয়টি আজীবন তাঁর মনে অক্ষুণ্ন ছিল। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) জামে' তিরমিযী গ্রন্থে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন, তা হল মুহাম্মদ ইব্ন গায়লান ইউসুফ ইব্ন সা'দ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মু'আবিয়া (রা)-এর সাথে হযরত হাসান (রা)-এর সমঝোতা চুক্তি সম্পন্ন হবার পর এক ব্যক্তি হযরত হাসান (রা)-কে সম্বোধন করে বলল, 'আপনি মু'মিনদের চেহারায় কালিমা লেপন করেছেন। অথবা লোকটি বলেছে, 'হে মু'মিনদের মুখে কালিমা লেপনকারী ব্যক্তি !' উত্তরে তিনি বললেন, 'মহান আল্লাহ তোমকে দয়া করুন, আমাকে দুঃখ দিও না । কারণ নবী করীম (সা)-কে স্বপ্নে দেখানো হয়েছিল যে, তাঁর মিম্বরে বানূ উমাইয়ার লোক বসেছে। এতে তিনি মনঃক্ষুণ্ন হলেন। তখন নাযিল হল- إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ 'আমি অবশ্যই আপনাকে কাওসার দান করেছি। (সূরা-১০৮, কাওসার ঃ ১)। অর্থাৎ জান্নাতের কাওসার দান করেছি। তখন আরো নাযিল হল—

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ـ

–আমি এটি অবতীর্ণ করেছি মহিমান্বিত রজনীতে। আর মহিমান্বিত রজনী সম্বন্ধে আপনি কি জানেন? মহিমান্বিত রজনী হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (সূরা-৯৭, কাদর ঃ ১-৩)। -এত দ্বারা আল্লাহ্ তাআলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বললেন, হে মুহাম্মদ (সা) ! আপনার পরে বনূ উমাইয়া গোত্র খিলাফতের অধিকারী হবে। ফাদল বলেন, আমি উমাইয়াদের শসনকাল গণনা করে দেখেছি যে, তা হয়েছে হাজার মাস। একদিন কম কিংবা একদিন বেশি নয়।

ইমাম তিরমিযী (রা) এই হাদীস উদ্ধৃত করার পর বলেছেন যে, এই হাদীসটি গরীব বা একক বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীস। কাসিম ইব্ন ফাদল ব্যতীত অন্য কোন বর্ণনাকারী থেকে আমি এই হাদীস পাই নি। কাসিম ইব্ন ফাদল একজন বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী।

ইয়াহ্য়া আল-ফাত্তান এবং ইব্ন মাহ্দী দু'জনেই তাঁকে আস্থাভাজন হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। ইমাম তিরমিয (রা) আরো বলেছেন যে, কাসিমের শায়খ সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, তিনি ইউসুফ ইব্ন সা'দ কিংবা ইউসুফ ইব্ন মাযান, তিনি অজ্ঞাত পরিচয় লোক। এই হাদীসটি এই ভাষা ও শব্দমালা ব্যতীত অন্যরকম বর্ণিত হয় নি। এটি একটি গরীব বরং মুনকার বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য হাদীস। আমাদের তাফসীর গ্রন্থে আমরা এই বিষয়ে পর্যাপ্ত আলোচনা করেছি এবং এটির অগ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ করেছি। কাসিম ইব্ন ফাদল যা বর্ণনা করেছেন, তার চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছি। কেউ চাইলে তা আমাদের তাফসীর গ্রন্থে দেখুন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

হাফিজ আবূ বকর খতীব বাগদাদী ইবরাহীম ইব্ন মাখলাদ- আবূ আরীফ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ইমাম হাসান (রা)-এর প্রেরণ করা অগ্রবর্তী সেনাদলে আমরা অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। আমরা ছিলাম সংখ্যায় ১২,০০০। সিরিয়াবাসীদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড যুদ্ধ পরিচালনার পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে আমরা 'মাসকান-ই-মুসতামীতীন' নামক স্থানে অবস্থান করছিলাম। আমাদের নেতৃত্বে ছিল আবূ জামর ত্বাহা। ইমাম হাসান (রা) উমাইয়াদের সাথে সন্ধি স্থাপন করেছেন এই সংবাদ যখন আমাদের নিকট পৌঁছে তখন মনে হচ্ছিল যে, ক্ষোভে-দুঃখে আমাদের মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছে। পরে হযরত হাসান (রা) যখন কূফায় ফিরে এলেন তখন আমির সাঈদ ইব্ন নাতল নামে আমাদের এক লোক তাঁকে সম্বোধন করে বলল, اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُذِلَّ الْمُؤْمِنِيْنَ - 'হে মু'মিনদেরকে লাঞ্ছিতকারী ! আপনাকে সালাম।'

হযরত হাসান (রা) বললেন, হে আবূ আমির ! এমন কথা বলো না। আমি মু'মিনদেরকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করি নি বরং রাজত্বের লোভে মু'মিনদেরকে হত্যা করাকে ঘৃণা করেছি।

শহর-উপশহরগুলোতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর মু'আবিয়া (রা) কূফা এলেন এবং সেখানে একটি ভাষণ দিলেন। এ সময়ে সর্বত্র তাঁর প্রতি একক আনুগত্য ঘোষণা করা হল। প্রচণ্ড সাহসী আরব সেনাপতি কায়স ইব্ন সা'দও তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলেন। ইতিপূর্বে তিনি মু'আবিয়া (রা)-এর বিরুদ্ধাচরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। ওই বছরই মু'আবিয়া (রা) সর্বত্র একক আনুগত্য অর্জন করেন। তখন ইমাম হাসান (রা) তাঁর তদীয় ভাই ইমাম হুসায়ন (রা), তাঁদের অবশিষ্ট ভাইয়েরা এবং তাঁদের চাচাত ভাই আব্দুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর ইরাক থেকে মদীনা-মুনাওয়ারা চলে এলেন। তাঁরা তাঁদের সমর্থক যে গোত্রের পাশ দিয়েই আসছিলেন, সেই গোত্রই খিলাফত পরিত্যাগের জন্য ইমাম হাসান (রা)-কে তিরস্কার ও মন্দ বলছিল।

অথচ উক্ত ঘটনায় তিনি ছিলেন পুন্যবান, সত্যানুসারী এবং প্রশংসিত। এ কাজের জন্য তিনি মানসিকভাবে সামান্যও দুঃখিত-লজ্জিত কিংবা মর্মাহত হন নি। বরং তাতে তিনি সম্পূর্ণ স্বতস্ফূর্ত ও আনন্দিত ছিলেন। তাঁর পরিবারের সমর্থকদের মধ্যে বহু লোক তাঁর সমালোচনা করেছে বটে। দীর্ঘ সময় পর এ যুগেও অনেক লোক ওই সমালোচনার পথে চলেছে। বস্তুত এই ঘটনার সত্য বিষয় এই যে, ইমাম হাসান (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীসের অনুসরণ করেছেন এবং উম্মতের রক্তপাত বন্ধ করে প্রশংসা কুড়িয়েছেন। এ কাজের জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর প্রশংসা করেছেন। যেমনটি ইতিপূর্বে বিশুদ্ধ ও সঠিক ধারায় বর্ণিত ওই হাদীস আমরা উল্লেখ করেছি। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্র।

ইমাম হাসান (রা)-এর ওফাতের আলোচনায় তার ফযীলত সম্পর্কিত হাদীসটি পুনরায় উল্লেখ করব। মহান আল্লাহ্ ইমাম হাসান (রা)-এর প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে মহান আল্লাহ্ তাঁর শেষ ঠিকানা করুন। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা তা-ই করেছেন।

মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ বলেছেন, আবূ নু'আয়ম আবূ রাযীন থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একদিন ইমাম হাসান (রা) আমাদের জুম'আর নামাযে ইমামতি করলেন। তিনি মিম্বরে পূর্ণ সূরা ইব্রাহীম পাঠ করলেন। ইব্ন আসাকির ইমাম হাসান (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি প্রতি রাতে সূরা-কাহ্ফ পুরো তিলাওয়াত করতেন। সূরাটি একটি ফলকে লিখিত ছিল। তিনি নিজ বিছানায় ঘুমাতে যাবার পূর্ব পর্যন্ত যে স্ত্রীর নিকট যেখানে যেতেন সেই ফলকটি তাঁর সাথে থাকত।

মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা) ও তাঁর রাজত্ব

ইতিপূর্বে আমরা হাদীস উল্লেখ করেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পর খিলাফত ভিত্তিক শাসন চলবে ৩০ বছর। তারপর শুরু হবে রাজতন্ত্র। হযরত হাসান (রা)-এর খিলাফতকাল অবসানের সাথে সাথে ৩০ বছরের খিলাফত ভিত্তিক শাসন পূর্ণ হয়। সুতরাং মু'আবিয়া (রা) হলেন প্রথম রাজা বা বাদশাহ। তাঁর যুগ প্রথম রাজত্ব যুগ। তিনি ছিলেন রাজাদের মধ্যে উত্তম রাজা। আল্লামা তাবা আলী ইব্‌ন আবদুল আযীয মু'আয ইব্‌ন জাবাল ও আবূ উবায়দা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّ هٰذَا الْأَمْرَ بَدَأَ رَحْمَةً وَنُبُوَّةً ثُمَّ يَكُوْنُ رَحْمَةً وَخِلَافَةً ثُمَّ كَائِنٌ مُلْكًا عَضُوضًا ثُمَّ كَائِنٌ عُتُوًّا وَجَبَرِيَّةً وَفَسَادًا فِيْ الْأَرْضِ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحَرِيْرَ وَالْفُرُوْجَ وَالْخُمُوْرَ وَيُرْزَقُوْنَ عَلٰى ذٰلِكَ وَيَنْصَرُوْنَ حَتّٰى يَلْقُوْا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ـ

'দেশ শাসনের এই বিষয়টি শুরু হয়েছে রহমত ও নবূওতের ভিত্তিতে। এরপর এটি পরিণত হবে রহমত ও খিলাফত রীতিতে। এরপর এটি পরিণত হবে জুলুমবাজ রাজতন্ত্রে। এরপর এটি পরিণত হবে স্বৈরাচারী, সীমালঙ্ঘন, বল প্রয়োগ ও পৃথিবীতে বিপর্যয় ও বিশৃংখলা সৃষ্টির মাধ্যমরূপে। তখন তারা রেশমী কাপড় পরিধান, ব্যভিচার ও মদপান বৈধ করে নিবে। তবুও তারা রিযিকপ্রাপ্ত হবে এবং সাহায্য পাবে। মৃত্যুর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত ঘটার পূর্ব পর্যন্ত এভাবে চলতে থাকবে।' এই হাদীসের সনদ উত্তম।

'দালাইলুল নুবুওয়াত' অধ্যায়ে আমরা উল্লেখ করেছি একটি হাদীস যেটি ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাজির সূত্রে আবদুল মালিক ইব্‌ন উমর থেকে বর্ণিত হয়েছে। আবদুল মালিক ইব্‌ন উমর বলেছেন যে, মু'আবিয়া (রা) বলেছেন, আমাকে দেশ শাসনের দায়িত্ব গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একটি হাদীস। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন–

يَا مُعَاوِيَةُ إِنْ مَلَكْتَ فَأَحْسِنْ ـ

'হে মু'আবিয়া ! তুমি যদি রাজা হও তবে ভালভাবে রাজকার্য পরিচালনা করবে। ইমাম বায়হাকী (রা) হাদীসটি হাকীমে- ইসমাঈল সূত্রে উল্লেখ করেছেন। এরপর বায়হাকী (রা) বলেছেন যে, অন্যান্য সূত্রে এই হাদীসের সমর্থনে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তার একটি হল- আমর ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া-এর হাদীস। তিনি তাঁর দাদা সাঈদ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, একদিন মু'আবিয়া (রা) পানির পাত্র হাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পেছন পেছন যাচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর দিকে ফিরে তাকালেন এবং বললেন,

يَا مُعَاوِيَةُ إِنْ وُلِّيْتَ أَمْرًا فَاتَّقِ اللهَ وَاعْدِلْ ـ

'হে মু'আবিয়া ! তুমি যদি দেশ শাসনের দায়িত্ব পাও তবে আল্লাহ্‌কে ভয় করবে এবং ন্যায় পরায়ণতা অবলম্বন করবে।' মু'আবিয়া (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে সর্বদা আমার মনে হয়েছে যে, আমি ওই দায়িত্বপ্রাপ্ত হব এবং আমাকে ওই ঝামেলা পোহাতে হবে।

এই বিষয়ে আর একটি হাদীস হল- রাশেদ ইব্‌ন সা'দের বর্ণিত হাদীস। মু'আবিয়া (রা) থেকে তিনি বলেছেন; মু'আবিয়া (রা) বলেন, আমাকে লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন-

اِنَّكَ اِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ اَفْسَدْتَهُمْ ـ

'তুমি যদি জনসাধারণের ব্যক্তিগত ও গোপনীয় বিষয়সমূহ খুঁজতে লেগে যাও তাহলে তুমি তাদরেকে বিশৃংখলায় নিক্ষেপ করবে।' আবূ দারদা (রা) বলেছেন, 'মু'আবিয়া (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই বাণী শুনেছেন তারপর এটি দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে উপকৃত করেছেন।'

এরপর বায়হাকী হুশায়ম আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন-

اَلْخِلاَفَةُ بِالْمَدِيْنَةِ وَالْمُلْكُ بِالشَّامِ ـ

'খিলাফতের কেন্দ্রবিন্দু হবে মদীনা নগরী। আর রাজত্বের কেন্দ্রবিন্দু হবে সিরিয়া।' অবশ্য এই হাদীস গরীব বা একক ব্যক্তির বর্ণনা। বায়হাকী (র) আরেকটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন, আবূ ইদ্‌রীস সূত্রে আবূ দারদা (রা) থেকে, তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ رَاَيْتُ الْكِتَابَ اُحْتُمِلَ مِنْ تَحْتِ رَاْسِىْ فَظَنَنْتُ اَنَّهُ مَذْهُوْبٌ بِهِ ـ فَاَتْبَعْتُهُ بَصَرِىْ فَعَمَدَ بِهِ اِلَى الشَّامِ وَاَنَّ الْاِيْمَانَ حِيْنَ تَقَعُ الْفِتْنَةُ بِالشَّامِ ـ

'আমি একদিন ঘুমিয়ে ছিলাম। তখন দেখতে পেলাম যে, আমার মাথার নীচ থেকে কিতাবটি তুলে নেয়া হল। আমি মনে করছিলাম সেটি একেবারেই তুলে নেয়া হয়েছে। আমার দৃষ্টি সেটির পেছন পেছন ছুটল। আমি দেখতে লাগলাম সেটি কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পরে দেখলাম সেটি সিরিয়াতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বস্তুত যখন ফিত্‌না শুরু হবে তখন ঈমান সজীব থাকবে সিরিয়াতে।' এই হাদীসটি সাঈদ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। আবার এটি ওয়ালীদ ইব্‌ন মুসলিম বর্ণনা করেছেন, উফায়র ইব্‌ন মা'দান আবূ উমামা সূত্রে।

ইয়াকুব ইব্‌ন সুফিয়ান আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কায়স থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা) থেকে শুনেছি তিনি বলছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

رَاَيْتُ عَمُوْدًا مِنْ نُوْرٍ خَرَجَ مِنْ تَحْتِ رَاْسِىْ سَاطِعًا حَتَّى اسْتَقَرَّ بِالشَّامِ ـ

'আমি একটি নূরের স্তম্ভ দেখলাম। সেটি আমার মাথার নীচ থেকে চারদিক আলোকিত করে বের হল। তারপর সেটি সিরিয়াতে গিয়ে অবস্থান নিল। আবদুর রায্‌যাক মা'মার আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাফওয়ান সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি সিফ্‌ফীনের যুদ্ধের দিন বলেছিল, 'হে আল্লাহ্ ! সিরিয়াবাসীদের উপর লা'নত নাযিল করুন।' তখন হযরত আলী (রা) তাকে ডেকে বললেন, সিরিয়াবাসীদের গালি দিও না, কারণ নিশ্চিতভাবে সেখানে রয়েছে আবদাল, নিশ্চয়ই সেখানে রয়েছে আবদাল, নিশ্চয়ই সেখানে রয়েছে আবদাল। এই হাদীসটি অন্য সনদে সরাসরি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণিত হাদীসরূপে উল্লেখিত হয়েছে।

মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ানের ফযীলত ও মর্যাদা

তিনি হলেন মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন সাখর হার্‌ব ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন আরদ্ শাম্‌স ইব্‌ন আবদ মানাফ ইব্‌ন কুসাই। তাঁর উপনাম আবূ আবদুর রহমান কুশায়রী উমাবী।

তিনি মু'মিন সম্প্রদায়ের মামা। (কারণ তাঁর বৈমাত্রের বোন উম্মু হাবীবা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহধর্মিণী এবং সেই সূত্রে মু'মিন সম্প্রদায়ের মাতা ছিলেন)। হযরত মু'আবিয়া (রা) কাবিত-ই-ওহী তথা ওহী লেখক ছিলেন। মু'আবিয়া (রা) নিজে তাঁর পিতা আবূ সুফিয়ান এবং মাতা হিন্দা (রা) মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন।

মু'আবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি উমরাতুল কাযা দিবসে (অর্থাৎ ৭ম হিজরীর যেদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) পূর্বেকার উমরাহ্র কাযা আদায় করেছিলেন সেদিন) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু আমার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি আমার পিতা থেকে মক্কা বিজয়ের দিন পর্যন্ত গোপন রেখেছিলাম। মু'আবিয়া (রা) পিতা আবূ সুফিয়ান জাহেলী যুগে কুরায়শদের অন্যতম নেতা ছিলেন। বদর যুদ্ধের কুরায়শ বংশের নেতৃত্ব এককভাবে তাঁর প্রতি ন্যস্ত হয়। এ জন্যে তিনি মুশরিকদের পক্ষে যুদ্ধনায়ক ও প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তিনি প্রচুর ধনৈশ্বর্যের মালিক এবং মুশরিক সমাজে সর্বজনমান্য নেতা ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি বলেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি আমাকে অনুমতি দিন আমি কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি যেমন ইতিপূর্বে আমি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন হ্যাঁ, অনুমতি দিলাম। এরপর আবূ সুফিয়ান (রা) বললেন, আপনি আমার পুত্র মু'আবিয়া (রা)-কে ওহী লেখক হিসেবে নিযুক্ত করুন, সে আপনার সম্মুখে বসে বসে ওহী লিখবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হ্যাঁ, তাই হবে। এরপর আবূ সুফিয়ান (রা) তাঁর কন্যা ইজ্জাহ্ বিন্‌ত আবূ সুফিয়ানকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অনুরোধ করেন। এ ব্যাপারে তিনি ইজ্জাহ্-এর বোন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রী উম্মু হাবীবা (রা)-এর সহায়তা নেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন যে, এটা করা বৈধ হবে না। আমরা অবশ্য এই হাদীস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি একাধিক স্থানে এবং এই বিষয়ে একটি পৃথক পুস্তকও রচনা করেছি। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্র।

মোদ্দাকথা অন্যান্য ওহী লেখকদের সাথী হয়ে মু'আবিয়া (রা)ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওহী লিখতেন। হযরত উমর (রা)-এর শাসনামলে মুসলমানগণ সিরিয়া জয় করলেন। হযরত উমর (রা) মু'আবিয়া (রা)-এর ভাই ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ সুফিয়ানকে দামেশ্‌কের প্রশাসক নিযুক্ত করেছিলেন এবং ইয়াযীদের পর প্রশাসক নিযুক্ত করলেন সেখানে মু'আবিয়া (রা)-কে। তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা)-এর শাসনামলে মু'আবিয়া (রা)-কে ওই পদে বহাল রাখা হয়। সাথে আরো কয়েকটি শহর তাঁর অধীনস্ত করে দেয়া হয়। দামেশ্‌কের ইতিহাস খ্যাত "সবুজ গম্বুজ" তাঁর কীর্তি। তিনি ৪০ বছর দামেশ্‌কে বসবাস করেন। ইব্‌ন আসাকির এটা বলেছেন।

হযরত আলী (রা) যখন খলীফা নিযুক্ত হলেন তখন হযরত উসমান (রা)-এর হত্যার সাথে সরাসরি জড়িত তাঁর নিযুক্ত কতক প্রশাসক মু'আবিয়া (রা)-কে সিরিয়ার প্রশাসক পদ থেকে অপসারণের জন্যে এবং তাঁর স্থলে সাহ্‌ল ইব্‌ন হুনায়ফকে নিয়োগ দানের জন্যে তাঁকে পরামর্শ দিল। হযরত আলী (রা) তাঁকে অপসারিত করলেন। কিন্তু এই অপসারণ কার্যকর হল না। সিরিয়ার একদল লোক মু'আবিয়া (রা)-এর সমর্থনে হযরত আলী (রা)-কে তা কার্যকর করতে বারণ করল। ইতিমধ্যে মু'আবিয়া (রা) ঘোষণা করেন যে, হযরত উসমান (রা)-এর হত্যাকারীদেরকে যতক্ষণ খলীফা তাঁর নিকট না পাঠাবেন ততক্ষণ তিনি খলীফার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবেন নাবায়'আত করবেন না। কারণ হযরত উসমান (রা) নিহত হয়েছেন অন্যায়ভাবে। মহান আল্লাহ্ বলেছেন—

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا ـ

'কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে, তার উত্তরাধীকারীকে তো আমি তা প্রতিকারের অধিকার দিয়েছি (সূরা বনী ইসরাঈল ১৭-৩৩)।

তাবা..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন, তিনি বলেছেন, এই মর্মানুসারে মু'আবিয়া (রা) শাসন ক্ষমতার অধিকারী হবেন আমি সবসময় এটা বিশ্বাস করতাম। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আমরা তাফসীর গ্রন্থে উক্ত হাদীসের সনদ ও মূলপাঠ উল্লেখ করেছি।

উসমান (রা)-এর হত্যাকারীদেরকে প্রত্যর্পণ না করা পর্যন্ত মু'আবিয়া (রা) হযরত আলী (রা)-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবেন না এই ঘোষণার ফলশ্রুতিতে সিফ্ফিনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সিফ্ফিনের যুদ্ধের বিবরণ আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। পরবর্তীতে দুমাতুল জানদালে আপোষ-মীমাংসার সিদ্ধান্ত হয়। সেখানে আমর ইবনুল 'আস ও আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-এর সমঝোতা মু'আবিয়া (রা)-এর পক্ষে স্পষ্টত শক্তি অর্জিত হয়। মু'আবিয়া (রা) অধিকতর সাহসী হয়ে উঠেন। এদিকে হযরত আলী (রা)-এর সাথে তাঁর সমর্থকদের মধ্যে বিরোধ চলতেই থাকে। এক পর্যায়ে ইব্ন মুলজিম তাঁকে হত্যা করে। এরপর ইরাকী জনগণ হযরত আলী (রা)-এর পুত্র ইমাম হাসান (রা)-এর হাতে বায়'আত করে তাঁকে খলীফারূপে মেনে নেয়।

অন্যদিকে সিরিয়ার অধিবাসীগণ মু'আবিয়া (রা)-এর হাতে বায়'আত করে তাঁকে খলীফা ঘোষণা করে। খলীফা ইমাম হাসান (রা) তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও সমর্থকদের চাপে ইরাকীদের নিয়ে মু'আবিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে বের হন। মু'আবিয়া (রা)ও সিরিয়দেরকে নিয়ে ইরাকীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বের হন। উভয় পক্ষ যখন মুখোমুখি, যুদ্ধ তখন অত্যাসন্ন, তখন কতক লোক উভয় দলের মধ্যে সমঝোতা ও আপোষ-মীমাংসার আপ্রাণ চেষ্টা চালান এবং শেষ পর্যন্ত হযরত হাসান (রা) খলীফার পদ থেকে সরে দাঁড়ান এবং মু'আবিয়া (রা) ইব্ন আবূ সুফিয়ানের প্রতি ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। এই ঘটনা ঘটে ৪১ হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসে। জনসাধারণ মু'আবিয়া (রা)-এর হাতে বায়'আত করে এবং তারপর তিনি কূফায় প্রবেশ করে এক বাগ্মিতাপূর্ণ ভাষণ দেন। বস্তুত তখন পূর্বে-পশ্চিমে, দূরে-কাছে সর্বত্র তাঁর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। সর্বত্র তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা হয়। শাসন ক্ষমতা ও খলীফা পদ নিয়ে মতবিরোধ থাকার পর, এই পর্যায়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা হবার কারণে এই বছরকে ঐকমত্যের বছর বলা হয়।

প্রশাসনিক ব্যবস্থা হিসেবে এই সময়ে মু'আবিয়া (রা) সিরিয়ার বিচারক পদে ফুদালা ইব্ন উবায়দকে এবং তারপর আবূ ইদ্‌রীস খাওলানীকে নিয়োগ দেন। তাঁর পুলিশ বাহিনীর প্রধান হিসেবে নিয়োগ করেন কায়স ইব্ন হামযাকে। তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে আসে রোমক সারহুন ইব্ন মানসূর। তিনিই সর্বপ্রথম ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বাহিনী গঠন করেন। সহকারী চিঠি-পত্র সংরক্ষণের জন্য রেজিষ্ট্রি বিভাগ স্থাপন এবং সকল চিঠি-পত্র মোহরাঙ্কিত করার ব্যবস্থা করেন। এটি ছিল তাঁর শাসনামলের প্রথম প্রশাসনিক সংস্কার।

মু'আবিয়া (রা)-এর বিরুদ্ধে খারিজী-বিদ্রোহ

এই বিদ্রোহের কারণ হল, মু'আবিয়া (রা) যখন কূফায় প্রবেশ করলেন আর ইমাম হাসান ও তাঁর পরিবার-পরিজন কূফা ছেড়ে মদীনা যাত্রা করলেন, তখন প্রায় ৫০০ জনের এক খারিজী দল

বলল, এখনই যুদ্ধের উপযুক্ত সময় তাতে কোন সন্দেহ নেই, এগিয়ে যাও, সকলে মিলে মু'আবিয়ার বিরুদ্ধে জিহাদ কর। ওরা যাত্রা করে কূফা নগরীর কাছাকাছি এসে গেল। তাদের দলনেতা ছিল ফার্‌ওয়া ইব্‌ন নাওফাল। সংবাদ পেয়ে ওদেরকে প্রতিরোধ করার জন্য মু'আবিয়া (রা) একদল সিরীয় অশ্বরোহী পাঠালেন। ওরা সিরীয়দেরকে পলায়নে বাধ্য করল। মু'আবিয়া (রা) কূফাবাসীদেরকে বললেন, এই বিদ্রোহ দল তোমাদের জন্য নিশ্চিত বিপদ। ওদেরকে দমন করতে না পারলে তোমরা আমার পক্ষ থেকে কোন নিরাপত্তা পাবে না। কূফাবাসীগণ খারিজীদের প্রতিরোধ করার জন্য বের হল।

খারিজীগণ ওদেরকে বলল, তোমাদের জন্য আফসোস ! তোমরা কী চাও? মু'আবিয়া (রা) কি আমাদের এবং তোমাদের শত্রু নয়? তোমরা আমাদেরকে ছেড়ে দাও আমরা তার সাথে যুদ্ধ করি। আমরা যদি তাঁকে হত্যা করতে পারি তবে তাঁর হাত থেকে আমরা তোমাদেরকে বাঁচাতে পারব। আর যদি আমরা পরাজিত ও নিহত হই তাহলে অন্তত আমাদের থেকে তোমরা রেহাই পাবে। কূফাবাসীরা বলল, না, আল্লাহ্‌র কসম ! আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ছাড়া অন্য কিছু মেনে নিতে রাযী নই। খারিজীগণ ওই কূফাবাসীদেরকে বলল, নাহ্‌রাওয়ানের যুদ্ধে নিহত আমদের ভাইদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা দয়া করুন। হে কূফাবাসীগণ ! আমদের ওই ভাইগণ তোমদের ভাল করে চিনেছিলেন। তারপর উভয় পক্ষে যুদ্ধ শুরু হল। কূফাবাসীগণ খারিজীদেরকে পরাজিত করে তাড়িয়ে দিল। এরপর মু'আবিয়া (রা) আমর ইবনুল 'আস-এর পুত্র আবদুল্লাহ্‌কে কূফার শাসনকর্তা নিযুক্ত করতে চাইলেন। তখন মুগীরা ইব্‌ন শু'বা যুক্তি দেখিয়ে বললেন যে, আপনি ওকে কূফার শাসনকর্তা নিযুক্ত করবেন। আর তার পিতাকে মিশরের শাসনকর্তা ! তাহলে তো আপনি বাঘের দু'চোয়ালের মাঝে অবস্থান করবেন। এতে মু'আবিয়া (রা) আবদুল্লাহ্‌কে বাদ দিলেন এবং মুগীরা ইব্‌ন শু'বাকে কূফার শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন। এক সময় আমর ইবনুল 'আস মু'আবিয়া (রা)-এর সাথে একান্ত সাক্ষাতে মিলিত হলেন এবং বললেন, আপনি কি মুগীরাকে খাজনা সংগ্রহের দায়িত্ব দিয়েছেন? অন্য কাউকে কি ওই পদে নিয়োগ দিতে পারলেন না? ফলে মু'আবিয়া (রা) মুগীরাকে খাজনা সংগ্রহের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে নামায আদায়ের দায়িত্ব দিলেন। একান্ত সাক্ষাতে এক পর্যায়ে মুগীরা (রা) আমর ইবনুল 'আস (রা)-কে এই কুপরামর্শের জন্যে অভিযুক্ত করে কথা বললেন। উত্তরে আমর ইবনুল 'আস (রা) মুগীরাকে বললেন, আপনি কি আমীরুল মু'মিনীন মু'আবিয়া (রা)-কে আমার পুত্র আবদুল্লাহ্ সম্পর্কে নেতিবাচক পরামর্শ দেন নি? মুগীরা (রা) বললেন, 'হ্যাঁ, তাইতো দিয়েছিলাম বটে।' আমর (রা) বললেন, এটা তার প্রতিশোধ। এই বছরেই হামরান ইব্‌ন আবান বসরা আক্রমণ করে এবং সেটি দখল করে নেয়। আমীর মু'আবিয়া (রা) তাকে ও তার সাথীদেরকে হত্যা করার জন্য একদল সৈনিক প্রেরণ করেন। এক পর্যায়ে ওদের পক্ষে আবূ বকর ছাকাফী মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট এসে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি ওদেরকে ক্ষমা করে দেন এবং ছেড়ে দেন। এ পর্যায়ে তিনি বুসর ইব্‌ন আরতাতকে বসরার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। বুসর ইব্‌ন আরতাত তখন যিয়াদের পুত্রদেরকে হত্যা করার জন্য তাঁর আয়ত্তে নিয়ে আসে। আর কারণ ছিল এই যে, আমীর মু'আবিয়া তাদের পিতাকে তাঁর দরবারে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সেখানে যান নি। শাসনকর্তা বুসর তখন যিয়াদকে লিখেছিলেন যে, আপনি যদি শীঘ্রই আমীরুল মু'মিনীনের দরবারে না যান তাহলে আপনার সন্তানদেরকে আমি হত্যা করে ফেলব। এ ঘটনায় আবূ বাকরাহ (রা) মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট লোক পাঠিয়েছিলেন।

মু'আবিয়া (রা) আবূ বাকরাহ (রা)-কে বলেছিলেন, আপনি আমার থেকে কোন প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার নিতে চান? আবূ বাকরাহ্ বলেছিলেন, হ্যাঁ তাই। হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি আপনাকে এই প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ করতে চাই যে, আপনি নিজের ও জনসাধারণের কল্যাণ সাধন করবেন এবং সৎকাজ করবেন, কারণ আপনি একটি গুরুদায়িত্ব কাঁধে নিয়েছেন। সেটি হল আল্লাহ্র সৃষ্টিজগতে তাঁর খিলাফতের দায়িত্ব পালন। সুতরাং আল্লাহ্কে ভয় করুন। আপনার জন্যে একটি শেষ সীমা রয়েছে সেটি অতিক্রম করতে পারবেন না। আপনার পেছনে আছে এক তাড়াকারী, যে আপনাকে তাড়া করে ফিরছে, তারপর আপনি উপস্থিত হবেন সেই মহান সত্তার দরবারে, যিনি আপনাকে আপনার অবস্থান ও কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। বস্তুত তিনি আপনার সম্পর্কে আপনার চাইতেও অধিক ওয়াকিবহাল। মুক্তির পথ হল আত্ম-পর্যালোচনা ও গভীর জ্ঞানের অনুসরণ। সুতরাং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের বিপরীতে কোন কিছুকেই প্রাধান্য দিবেন না।

এরপর এই বছরের শেষ দিকে মু'আবিয়া (রা) আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমরকে বসরার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। মু'আবিয়া (রা) চেয়েছিলেন তাঁর ভাই উত্বা ইব্ন আবী সুফিয়ানকে বসরার শাসনকর্তা নিযুক্ত করবেন। কিন্তু ইব্ন আমীর বললেন, ওখানে আমার বেশ কিছু ধন-সম্পদ ও আমানতী মাল-পত্র রয়েছে। আপনি যদি আমাকে সেখানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত না করেন, তাহলে ওই সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। তারপর আমীর মু'আবিয়া তাঁর অনুরোধ রক্ষা করলেন এবং তাঁকে সেখানকার শাসনকর্তা নিয়োগ করলেন।

আবূ মা'শার বলেছেন যে, এই বছর অর্থাৎ ৪১ হিজরী সনে আমীরে হজ্জ নিযুক্ত হয়ে লোকজনকে নিয়ে হজ্জ সম্পাদন করেন উত্বা ইব্ন আবী সুফিয়ান।

ওয়াকিদী বলেছেন, এই বছর আমীর-ই-হজ্জ হিসেবে হজ্জের নেতৃত্ব দিয়েছেন, আম্বাসাহ্ ইব্ন আবী সুফিয়ান। আল্লাহ্-ই ভাল জানেন।

হিজরী ৪১ সনে যাঁদের ওফাত হয়

রিফা'আ ইব্ন রাফি' ইব্ন মালিক ইব্ন আজলান

তিনি আকাবার শপথ, বদরের যুদ্ধ এবং পরবর্তী যুদ্ধসমূহে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

রুকানা ইব্ন আবদিল আযীয ইব্ন হিশাম ইব্ন আবদিল মুত্তালিব কুরায়শী

ইনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে কুস্তি লড়েছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে পরাস্ত করেছিলেন। এই লোক ছিল অত্যন্ত সবল, সুঠাম দেহ এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিমান। তার বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিজয় ছিল তাঁর মু'জিযা এবং নবূওতের দলীল। "নবূওতের প্রমাণ" অধ্যায়ে আমরা তা উল্লেখ করেছি। তিনি মক্কা বিজয়ের বছর ইসলাম গ্রহণ করেন। অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন যে, মক্কা বিজয়ের পূর্বে মক্কায় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়া ইব্ন খালাফ ইব্ন ওয়াহাব ইব্ন হুযায়ফা ইব্ন ওয়াহব কুরায়শী

তিনি একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নাগালের বাইরে পালিয়ে গিয়েছিলেন। পরে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সুন্দরভাবে ইসলামের বিধি-বিধান পালন করেন। উমায়ের ইব্ন ওয়াহ্ব জুমাহী তাঁর জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে নিরাপত্তা আশ্রয় প্রার্থনা করেন। উমায়ের এবং সাফওয়ান উভয়ে জাহেলী যুগে বন্ধু ছিলেন।

এটা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। উমায়ের (রা) সাফওয়ানকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হন আসরের নামাযের সময়। তিনি তার জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট নিরাপত্তা চাইলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ৪ মাসের জন্যে তার জন্যে নিরাপত্তা মঞ্জুর করেন এবং তার যুদ্ধবর্ম, অস্ত্রশস্ত্র এবং মাল-পত্র ধার হিসেবে গ্রহণ করেন। সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়া মুশরিক অবস্থায় হুনায়নের যুদ্ধে অংশ নেন। পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁর অন্তরে ইসলাম দৃঢ় হয়। তারপর তিনি মুসলমানদের মধ্যে নেতা ও অগ্রপথিকরূপে গণ্য হলেন। যেমন জাহেলী যুগে তিনি নেতা ছিলেন। ওয়াকেদী বলেছেন যে, ইসলাম গ্রহণের পর থেকে সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়া সর্বক্ষণ মক্কাতে অবস্থান করেছেন। এরপর আমীর মু'আবিয়ার শাসনামলের সূচনালগ্নে তিনি ইন্তিকাল করেন।

উসমান ইব্ন তালহা (রা)

তিনি উসমান ইব্ন তালহা ইব্ন আব্দিল উয্যা ইব্ন আব্দিদ্ দার আল-আব্দারী আল-হাজাবী। মক্কা বিজয়ের পূর্বে ৮ম হিজরীর সূচনায় তিনি, খালীদ ইব্ন ওয়ালীদ এবং আমর ইবনুল 'আসসহ ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর ইসলামের বিধি-বিধান পালন সম্পর্কে ওয়াকিদী তাঁর থেকে একটি সুদীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন। মক্কা বিজয়ের দিবসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁরই হাত থেকে কা'বা ঘরের চাবি নিয়েছিলেন এবং তারপর তাঁর হাতে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই আয়াত তিলাওয়াত করছিলেন-

اِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا ـ

'আমানত সেটির হকদারকে প্রত্যর্পণ করার জন্যে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন।' (সূরা-নিসা ঃ ৫৮)।

তিনি চাবি প্রত্যর্পণ করে উসমান ইব্ন তাল্হা (রা)-কে বলেছিলেন, হে উসমান ! এটি স্থায়ীভাবে চিরদিন তোমার নিকট থাকবে, কোন জালিম ও অন্যায়কারী ছাড়া, কেউই এটি তোমার নিকট থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। হযরত আলী (রা) ওই চাবি চেয়েছিলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে তা দেন নি।

ওয়াকিদী বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবদ্দশায় উসমান ইব্ন তাল্হা মদীনায় বসবাস করেছিলেন বটে কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তিকালের পর তিনি মক্কায় ফিরে আসেন এবং মৃত্যুর সময় পর্যন্ত মক্কাতেই বসবাস করেন। তারপর মু'আবিয়া (রা)-এর শাসনামলের শুরুতে তাঁর ইন্তিকাল হয়।

আমর ইব্ন আসওয়াদ সাকূনী (রা)

আমর ইব্ন আসওয়াদ সাকূনী ছিলেন খুব ইবাদতকারী ও দুনিয়া বিমুখ ব্যক্তি। তাঁর ছিল দু'শ দিরহাম মূল্যের একটি পোশাক। রাতে তাহাজ্জুদ নামাযের সময় তিনি সেটি পরিধান করতেন। যখন তিনি মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হতেন তখন অহংকার প্রদর্শন হয়ে যায় নাকি এই আশংকায় তিনি তাঁর ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে পথ চলতেন। তিনি মু'আয (রা), উবাদা ইব্ন সামিত (রা), ইরবায ইব্ন সারিয়া (রা) প্রমুখ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ (র) 'দুনিয়া বিমুখ' অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন যে, আবূ ইয়ামান উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবন-যাপন পদ্ধতি দেখতে যদি কেউ আগ্রহী হয় তবে সে যেন আমর ইব্ন আসওয়াদ-এর জীবন পদ্ধতি প্রত্যক্ষ করে।

আতিক বিন্ত যায়দ (রা)

ইনি আতিক বিন্ত যায়দ ইব্ন নুফায়ল ইব্ন আবদিল উয্যা। তিনি আশারা-ই-মুবাশ্শারার অন্যতম। হযরত সাঈদ ইব্ন যায়দ (রা)-এর বোন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মদীনায় হিজরত করেন। তিনি অন্যতম সুন্দরী ও ইবাদতকারিণী মহিলা ছিলেন। উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবী বকর (রা) তাঁকে বিয়ে করেন। এক সময় উবায়দুল্লাহ্ (রা) শহীদ হন এবং আতীকা (রা) বিধবা হয়ে পড়েন, তায়েফের যুদ্ধে উবায়দুল্লাহ্ (রা) শহীদ হবার পর তিনি শপথ করে বললেন যে, আর কাউকে স্বামীত্বে বরণ করবেন না।

এক পর্যায়ে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) তাঁকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেন। হযরত উমর (রা) ছিলেন তাঁর চাচাত ভাই। এই প্রস্তাব গ্রহণ করে তিনি উমর (রা)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এক সময় হযরত উমর (রা) আততায়ীর হাতে নিহত হন। তখন যুবাইর ইব্ন আওয়াম (রা) তাঁকে বিয়ে করেন। ওয়াদীসস্থ সি'বাতে যুবায়র ইব্ন আওয়াম নিহত হন। এবার হযরত আলী ইব্ন আবী তালিব (রা) তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দেন।

তখন আতিকা (রা) বললেন, আমি আশংকা করছি যে, তাহলে আপনিও নিহত হবেন। ফলে তিনি এই বিয়েতে অস্বীকৃতি জানান। অবশ্য বিয়ে সম্পাদিত হলে তাঁকে রেখে হযরত আলী (রা) নিহত হতেনই। কারণ হযরত আলী (রা) যখন নিহত হন তখন আতিকা (রা) জীবিত ছিলেন। অবশেষে এই বছর অর্থাৎ ৪১ হিজরী সালে আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর শাসনামলের সূচনাকালে আতিকা (রা)-এর ওফাত হয়।

হিজরী ৪২ সাল

এই বছর মুসলমানগণ লান ও রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং শত্রু পক্ষের বহু সামরিক সদস্য ও সেনাপতিকে হত্যা করেন। তাঁরা প্রচুর ধন-সম্পদ দখল করে নেন এবং শেষ পর্যন্ত সন্ধি স্থাপন করেন। এই বছর আমীর মু'আবিয়া (রা) মারওয়ান ইব্‌ন হাকামকে মদীনার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। খালিদ ইব্‌ন 'আস ইব্‌ন হিশামকে মক্কার প্রশাসক এবং মুগীরা ইব্‌ন শু'বাকে কূফার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কূফার বিচারক নিযুক্ত করেন, শুরায়হ্ আল কাযীকে। বসরার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমীরকে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমিরের পক্ষে খুরাসানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন কায়স ইব্‌ন হায়ছামকে। এই বছর খারিজীগণ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং উৎপাত শুরু করে। নাহ্‌রাওয়ানের যুদ্ধে হযরত আলী (রা) ওদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে তাদের আহত লোকগণ সুস্থ হয়ে উঠে এবং শক্তিমান লোকগণ অসুস্থদের সাথে মিলিত হয়। হযরত আলী (রা)-এর নিহত হবার সংবাদ শুনে তারা ঘাতক ইব্‌ন মুলজিমের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে। তাদের একজন বলেছিল, 'যে হাত তরবারিসহ আলী (রা)-এর ঘাড়ে উঠেছে আল্লাহ্ যেন ওই হাত কর্তন না করেন[১]।' হযরত আলী (রা)-এর নিহত হবার ঘটনায় তারা আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে। এরপর তারা জনসমক্ষে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেয় এবং তাদের ধারণা অনুযায়ী সৎকর্মের আদেশ এবং অসৎ কর্মের নিষেধের মিশন শুরুর কর্মসূচি গ্রহণ করে। এই বছর যিয়াদ ইব্‌ন আবিদী আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়। সে প্রায় দীর্ঘ এক বছর যাবত আমীর মু'আবিয়া (রা) থেকে দূরে থেকেছিল এবং বায়'আত করা থেকে বিরত রয়েছিল। এই সময়ে সে 'যিয়াদের দূর্গ' নামে এক সুরক্ষিত দূর্গে অবস্থান করে। এক পর্যায়ে আমীর মু'আবিয়া (রা) তাকে পত্র লিখেন, 'তুমি কেন আত্মহনন ও নিজেকে ধ্বংস করার পথে যাচ্ছ? তুমি আমার নিকট এসো, পারসিকদের নিকট থেকে তুমি যে ধন-সম্পদ আয়ত্ত করেছ এবং তা হতে যে পরিমাণ ব্যয় করেছ, তা আমাকে জানাও, আর যতটুকু আছে তা নিয়ে আমার দরবারে উপস্থিত হও। আমি তোমাকে নিরাপত্তা দিব, তুমি নিরাপদে থাকবে। এরপর তোমার মন চাইলে তুমি আমার এখানে থাকবে নতুবা পৃথিবীর যে কোন স্থানে যেতে চাও, যেতে পারবে। তোমার জন্যে নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকবে।' এই চিঠি পেয়ে যিয়াদ আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করার সিদ্ধান্ত নেয়। এদিকে যিয়াদের আগমন সংবাদ অবগত হন শাসনকর্তা মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা)। তার আগে যিয়াদ মু'আবিয়া (রা)-এর সাথে মিলিত হয়ে যায় কিনা এই আশংকায় মুগীরা (রা)ও দামেশ্‌ক-এর উদ্দেশ্যে মু'আবিয়া (রা)-এর সাক্ষাত করার জন্যে রওয়ানা হন। কিন্তু মুগীরা দামেশ্‌ক পৌঁছার এক মাস আগে যিয়াদ মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট পৌঁছে যায়। তখন আমীর মু'আবিয়া (রা) মুগীরা (রা)-কে বললেন, ব্যাপার কী? যিয়াদ তো আপনার চাইতে দূরে অবস্থান করছিল তবুও আপনার আগমনের একমাস পূর্বে সে দরবারে পৌঁছে গিয়েছে, আর আপনি পৌঁছলেন একমাস পর। মুগীরা (রা) বললেন, সে তো অতিরিক্ত প্রাপ্তির আশায় আছে, আর আমি ঘাটতির আশঙ্কায় অপেক্ষা করছি। আমীর মু'আবিয়া (রা) যিয়াদকে সম্মান দেখালেন এবং তার হাতে থাকা অবশিষ্ট সম্পদ গ্রহণ করলেন আর যে খাতে ব্যয় করার বিবরণ দিয়েছে, তাতে তাঁকে সত্যবাদী বলে মেনে নিলেন।

---

১. এটা ছিল গালিম ইবন রবী'আ আবাসির উক্তি।

হিজরী ৪৩ সাল

এই বছর বুসর ইব্ন আবী আরতাত রোমানদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন। প্রচণ্ড শক্তিতে শত্রুপক্ষকে ধাওয়া করে, তিনি কনষ্ট্যান্টিনোপল পর্যন্ত পৌঁছে যান। ওয়াকিদী বলেছেন, যে, এ পর্যায়ে তিনি রোমান শহরগুলো থেকে ছত্রভঙ্গ করে দেন। কিন্তু অন্যরা বলেছেন যে, ওই সব শহর থেকে তাদেরকে কেউ ছত্রভঙ্গ করেনি আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইব্ন জারীর বলেছেন, এই বছর আমর ইবনুল 'আস (রা) মিসরে ইন্তিকাল করেছেন। শেষ দিকে আমরা তাঁদের জীবনী উল্লেখ করব। আমর ইবনুল 'আস (রা)-এর ইন্তিকালের পর আমীর মু'আবিয়া তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইবনুল 'আসকে মিসরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ওয়াকিদী বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর দু'বছর শাসনকর্তা পদে বহাল ছিলেন।

এই বছর খারিজী সম্প্রদায় ও কূফাবাসী সৈন্যদের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ সংঘটিত হয়। আমরা আগে উল্লেখ করেছি যে, সে সময়ে খারিজী সম্প্রদায়ের লোকেরা সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে আন্দেলন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ফলে তারা মুস্তাওরিদ ইব্ন আলকামা-এর নেতৃত্বে প্রায় ৩০০ লোকের সমাবেশ ঘটায়। তারা প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিশৃংখলা সৃষ্টির অপচেষ্টা চালায়। মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) ওদেরকে প্রতিরোধ করার জন্য মাকিল ইব্ন কায়স-এর নেতৃত্বে তিন হাজার সৈন্যের একটি বৃহৎ সেনাদল প্রেরণ করেন। মাকিল ইব্ন কায়স ওদের প্রতিরোধের জন্যে অগ্রসর হলেন। তিনি খারিজীদের সংখ্যার সমান ৩০০ জনের একটি অগ্রবাহিনী পাঠান আবূ রাওয়া-এর নেতৃত্বে। 'মাযার' নামক স্থানে গিয়ে আবূ রাওয়া খারিজীদের মুখোমুখি হন। উভয় পক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। খারিজীগণ সরকারী বাহিনীকে পরাজিত করে। সরকারী বাহিনী পুনর্বার হামলা চালায়। এবারও খারিজীগণ জয়লাভ করে। তবে কেউ নিহত হয় নি। সরকারী বাহিনী প্রধান সেনাপতি মাকিল ইব্ন কায়সের আগমনের অপেক্ষায় ওই যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবস্থান করতে থাকে। মূল বাহিনীসহ প্রধান সেনাপতি যখন সেখানে পৌঁছান, তখন সূর্য ডুবে গিয়েছে। তিনি সেখানে অবতরণ করলেন এবং সাথীদেরকে নিয়ে নামায আদায় করলেন।

এরপর তিনি অগ্রবাহিনীর নেতা আবূ রাওয়া-এর প্রশংসা করতে লাগলেন। আবূ রাওয়া বললেন, হে অধিনায়ক ! শত্রুপক্ষের কিন্তু প্রচণ্ড শক্তি রয়েছে এবং তারা কঠোরভাবে হামলা চালায়। আপনি বরং আমাদের সাহায্যকারীরূপে পেছনে থাকুন। আর অশ্বারোহী সৈন্যগণ সম্মুখে এগিয়ে গিয়ে ওদের সাথে লড়াই করুক। মাকিল ইব্ন কায়স বললেন, তবে তুমি যা বলেছ তা অতি উত্তম। এই কথোপকথনের পরপরই খারিজীগণ মাকিল ও তাঁর সৈন্যদের উপর হামলা চালায়। অতর্কিত হামলায় দিশেহারা হয়ে মাকিলের সহযোগী অধিকাংশ সৈন্য তাঁকে ছেড়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে চারিদিকে পালিয়ে যায়। মাকিল ইব্ন কায়স তখন ঘোড়া থেকে নেমে পদাতিক যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন এবং তাঁর সাথীদেরকে ডেকে বললেন, 'হে মুসলিমগণ ! মাটিতে নেমে পড়ুন।' ফলে প্রায় ২০০ অশ্বারোহী সাহসী সৈনিক পদাতিক বাহিনীতে পরিণত হয়ে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ায়। আবূ রাওয়া শাকিরাও

তাদের মধ্যে ছিলেন। খারিজী সেনাপতি মুসতাওরিদ তাঁদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করে। তারা তরবারী ও বর্শা ব্যাবহার করে তাদের আক্রমণ পরিচালনা করে। অবশিষ্ট সরকারী সৈন্য পলায়নরত অশ্বারোহীদের সাথে মিলিত হয় এবং তাদের পলায়নপরতার জন্যে তিরস্কার ও ধিক্কার দেয়। অবশেষে পালিয়ে যাওয়া সৈনিকগণ প্রধান সেনাপতি মাকালের নিকট ফিরে আসে। তিনি তখনও তাঁর সহযোগীদের নিয়ে খারিজীদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এদিকে পালিয়ে যাওয়া সৈনিকগণ ফিরে আসছিল রাতের বেলায়।

মাকিল ওদেরকে ডান দল-বাম দলে সাজিয়ে সারিবদ্ধ করলেন। তিনি ওদেরকে বললেন, ভোর না হওয়া পর্যন্ত সবাই সারিতে অবস্থান করবে। ভোর হলে আমরা শত্রুপক্ষের উপর আক্রম করব। ভোর না হতেই খারিজীগণ পালিয়ে যায় এবং যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে ফিরে যায়। প্রধান সেনাপতি মাকাল তাদের খোঁজে যাত্রা করেন এবং ৬০০ সৈন্য সমন্বয়ে গঠিত একটি বাহিনী গঠন করে আবূ রাওয়াকে দলনেতা মনোনীত করে পাঠিয়ে দেন। আবূ রাওয়া দ্রুত বেগে এগিয়ে যান এবং সূর্যোদয়ের সময় ওদের নাগাল পান। খারিজীগণ পাল্টা আক্রমণ করে। কিছুক্ষণ উভয় পক্ষে যুদ্ধ চলে। হঠাৎ খারিজীগণ সরকারী সৈন্যের উপর সম্মিলিত ও ঐক্যবদ্ধ আক্রমণ চালায়। আবূ রাওয়া তাঁর সহযোগীদের পলায়নে তিরস্কার ও অপমানের কথা স্মরণ করিয়ে ধৈর্যধারণ ও অবিচল থাকতে উৎসাহিত করেন। তারা ধৈর্যধারণ করে এবং অবিচল থাকে। তারা খারিজীদেরকে ওদের গণ্ডির মধ্যে থামিয়ে দেয়, এগুতে দেয় নি। এ অবস্থা দেখে খারিজীগণ প্রধান সেনাপতি মাকিলের উপস্থিতির আশঙ্কা করে। তারা উপলব্ধি করে যে, মাকিল বাহিনী এসে পৌঁছলে তাদের নিহত হওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকবে না। তারপর তারা পালিয়ে যায়। তারা দাজলা নদী পার হয়ে নাহারশীর নগরে চলে যায়। আবূ রাওয়া এগিয়ে গিয়ে তাদেরকে ধাওয়া করেন। মাকাল এসে আবূ রাওয়ার সাথে যোগ দিলেন। খারিজীগণ সেখান থেকে পালিয়ে পৌঁছে গেল আতীকা নগরীতে। এখানে মাদাইনের শাসনকর্তা শারীফ ইব্ন উবায়দ খারিজীদেরকে তাড়া করেন। আবূ রাওয়া তার অগ্রবাহিনীর সদস্যদেরকে নিয়ে সেখানে গিয়ে পৌঁছান। এই বছর মদীনার শাসনকর্তা মারওয়ান ইব্ন হাকাম হজ্জের নেতৃত্ব দিয়ে হজ্জ সম্পন্ন করেন।

এই বছর যাঁরা ইন্তিকাল করলেন, তাঁদের মধ্যে আছেন আমর ইবনুল 'আস (রা) এবং মুহাম্মদ ইব্ন আস্‌লামা (রা)। আমর ইবনুল 'আস হলেন, আমর ইবনুল 'আস ইব্ন ওয়াইল ইব্ন হিশাম ইব্ন সা'দ ইব্ন সাহ্‌ম ইব্ন হাশীম ইব্ন কা'ব ইব্ন লুওয়াই ইব্ন গালিব কুরায়শী সাহ্‌মী। তাঁর উপনাম আবূ আবদিল্লাহ্। মতান্তরে আবূ মুহাম্মদ। তিনি জাহেলী যুগে কুরায়শ সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা ছিলেন। মুসলমানগণ যখন আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন তখন তাঁদেরকে ফেরত দেবার জন্যে নাজ্জাশীর নিকট কুরায়শীগণ আমর ইবনুল 'আসকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু বাদশাহ নাজ্জাশী তাঁর ন্যায়পরায়ণার জন্য অনুরোধ রক্ষা করেন নি। বরং তিনি আমর ইবনুল 'আসকে এ ব্যাপারে উপদেশ দেন।

কথিত আছে, আমর নাজ্জাশীর সামনেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে বিশুদ্ধ অভিমত এই যে, মক্কা বিজয়ের ছয়মাস পূর্বে আমর ইবনুল 'আস নিজে, খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ এবং উসমান ইব্ন

তাল্হা আবদারী ইসলাম গ্রহণ করেন। আমর ইবনুল 'আস ইসলামের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। যাতু সুলাসিল যুদ্ধে তিনি সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেন। আবূ উবায়দা (রা)-এর নেতৃত্বে আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এবং উমর ফারূক (রা)-কে পাঠিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই যুদ্ধে আমর ইবনুল 'আস (রা)-কে সাহায্য করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে ওমানের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের পূর্ব পর্যন্ত তিনি ঐ পদে কর্মরত ছিলেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাঁর শাসনামলে আমর ইবনুল 'আস (রা)-কে ঐ পদে বহাল রাখেন। ইমাম তিরমিযী (র) কুতায়বা উক্বাহ ইব্ন আমীর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

أَسْلَمَ النَّاسُ وَأمَنَ عَمْرُوبْنُ الْعَاصِ ـ

'লোকজন ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং আমর ইবনুল 'আস ঈমান আনয়ন করেছেন।' ইমাম তিরমিযী (র) আরো উল্লেখ করেছেন যে, ইসহাক ইব্ন মনসূর তাল্হা ইব্ন উবায়দিল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি 'আমর ইবনুল 'আস কুরায়শের সৎকর্মশীল লোকদের অন্যতম।' অপর বর্ণনায় এসেছে তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

نِعْمَ اَهْلُ الْبَيْتِ عَبْدُ اللهِ وَاَبُوْ عَبْدِ اللهِ وَاُمُّ عَبْدِ اللهِ ـ

'আবদুল্লাহ্, আবদুল্লাহ্র পিতা এবং আবদুল্লাহ্র মাতা মিলে কী ভাল একটি পরিবার!' এটি আমর ইবনুল 'আস (রা)-এর ফযীলত ও মর্যাদা অধ্যায়ে তাঁরা উদ্ধৃত করেছেন।

এরপর আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাঁর শাসনামলে সিরিয়ায় যে সেনা অভিযান প্রেরণ করেছিলেন, তাতে আমর ইবনুল 'আসকে অন্যতম সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন। ফলে ঐ যুদ্ধে তিনি অংশ নিয়েছিলেন। তাঁর মতামত ছিল সঠিক ও বাস্তবসম্মত। ফারুকী শাসনামলে খলীফা উমর (রা) তাঁকে মিশর অভিযানে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি মিশর জয় করেন। খলীফা তাঁকে সেখানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। উসমানী যুগে হযরত উসমান (রা) তাঁকে ৪ বছর পর্যন্ত ওই পদে বহাল রাখেন।

এরপর তাঁকে অপসারণ করেন এবং তাঁর স্থলে আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ আবী সারাহ-কে শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। ক্ষোভে-দুঃখে আমর ইবনুল 'আস (রা) ফিলিস্তিনে একাকী জীবন-যাপন করতে থাকেন এবং তাঁর মনে খলীফা উসমান (রা)-এর প্রতি ক্ষোভ বিরাজমান থাকে। হযরত উসমান (রা) নিহত হবার পর তিনি মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট আসেন এবং তাঁর পক্ষে সিফ্ফিনসহ সকল যুদ্ধ-বিগ্রহে অংশ নেন। সিফ্ফিন যুদ্ধে তিনি আপোষ-মীমাংসাকারী সালিশ দু'জনের একজন ছিলেন।

মুহাম্মদ ইব্ন আবী বকরের হাত থেকে মু'আবিয়া (রা) যখন মিশরের কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নিলেন, তখন আমর ইবনুল 'আসকে সেখানকার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। তিনি ৪৩ হিজরী সনে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মিশরের শাসনকর্তা পদে বহাল ছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, তিনি ইন্তিকাল করেছেন ৪৭ হিজরীতে, কেউ বলেছেন ৪৮ হিজরীতে, আবার কেউ বলেছেন ৫১ হিজরীতে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি আরবের শক্তিশালী, সাহসী, বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হতেন। তাঁর বেশ কিছু দৃষ্টান্তমূলক বচন ও উত্তম কবিতা রয়েছে। তাঁর থেকে বর্ণিত

আছে, তিনি বলেছেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে সহস্র সংখ্যক উপমা ও প্রবচন মুখস্ত করেছি। তাঁর একটি কবিতা এই ঃ

اذا المرء لم يترك طعاما يحبه ـ
ولم ينه قلبا غاويا حيث يمما ـ

'কোন লোক যদি তার সাধের ও পছন্দের খাদ্য বর্জন না করে এবং গোমরাহ হৃদয়কে তার কামনা থেকে বিরত রাখে—

قضى وطرا منه وغادر سبة ـ اذا ذكرت امثالها تملأ الفم ـ

'তাহলে নির্ঘাত তার মৃত্যু হবে এবং দীর্ঘ যুগ সে ছেড়ে চলে যাবে। আর যদি তার উদাহরণ দিতে যাই তাহলে মুখ ভর্তি হয়ে যাবে।'

ইমাম আহমদ (র) বলেছেন, আলী ইব্ন ইসহাক-আবদুর রহমান ইব্ন শাম্মাসা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, 'যখন আমর ইবনুল 'আস (রা) মৃত্যুর মুখোমুখি তখন তিনি কেঁদে ফেললেন। তখন তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ্ (রা) বললেন, 'বাবা, কাঁদছেন কেন? মৃত্যু ভয়ে কাঁদছেন কি? 'উত্তরে তিনি বললেন, না, তা নয়। বরং মৃত্যু পরবর্তী অবস্থার কথা চিন্তা করে কাঁদছি।' তাঁর পুত্র বললেন, 'কেন, আপনি তো ভাল লোক ছিলেন।' এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর পিতার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহচর্য এবং সিরিয়া বিজয় ইত্যাদি কল্যাণকর কাজগুলো উল্লেখ করছিলেন। এক পর্যায়ে আমর (রা) বললেন, 'হ্যাঁ, তা ঠিক। তবে এই সবগুলোর শ্রেষ্ঠ যেটি অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ আমি সেটি ছেড়ে দিয়েছিলাম। সেটির যিকির থেকে বঞ্চিত থেকেছিলাম। আমি জীবনে তিনটি পর্যায় অতিক্রম করে এসেছি। প্রত্যেক পর্যায়ে আমি আমার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলাম। আমার আত্ম উপলব্ধি ছিল। আমি কুরায়শ বংশের প্রথম সারির কাফির ছিলাম। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধাচারী ছিলাম। তখন আমার মৃত্যু হলে আমার জন্যে জাহান্নাম অনিবার্য ছিল।

পরবর্তী পর্যায়ে আমি যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে বায়'আত করলাম তখন তাঁকে দেখলে আমার খুবই লজ্জা হত। ফলে আমি নয়ন ভরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখতে পারি নি। এবং চক্ষুলজ্জার কারণে আমার কাঙ্ক্ষিত বিষয় তাঁর নিকট দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করতে পারি নি। আমি এ পর্যায়ে থাকতে থাকতে তাঁর ওফাত হয়ে যায়। তখন আমার মৃত্যু হলে লোকজন বলত, ধন্যবাদ আমরকে, সে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং সে ভাল কাজে লিপ্ত ছিল এবং ঐ ভাল কাজে থাকা অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে। আমরা তার জন্যে জান্নাতের আশা করি। এরপর আমি রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ি। আমি জানি না ওগুলো আমার জন্যে কল্যাণকর হল না অকল্যাণকর। এখন আমি যদি মারা যাই আমার জন্যে কেউ যেন না কাঁদে। কোন প্রশংসাকারী এবং কোন প্রকারের আগুন যেন আমার পেছনে না যায়। তোমরা আমার পরিধানের কাপড় ভাল করে বেঁধে দিও কারণ আমি সেখানে আত্মপক্ষ সমর্থনে বিতর্ক করব। আমার কবরে তোমরা চারিদিক থেকে মাটি টেনে দিবে। কারণ মাটি পাওয়ার ক্ষেত্রে আমার ডানদিক আমার বামদিক থেকে অগ্রাধিকারী নয়। আমার কবরে তোমরা কোন কাঠ বা পাথর ঢুকিয়ে দিবে না। আমাকে কবরে মাটি ঢেলে ঢেকে দেবার পর তোমরা পশু জবাই করে অপেক্ষা করার সময় পরিমাণ কবরের পাশে অবস্থান করবে, তাহলে তোমাদের উপস্থিতিতে আমি কিছুটা নির্ভয় ও প্রকৃতিস্থ থাকব।'

ইমাম মুসলিম (র) এই হাদীস তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে ইয়াযীদ ইব্ন আবী হাবীব সূত্রে অনুরূপ উদ্ধৃত করেছেন। তবে তাতে কিছুটা অতিরিক্ত বিবরণ রয়েছে। তার একটা হল এই– 'তোমরা পশু জবাই করা পরিমাণ সময় আমার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে থাকবে, যাতে তোমাদের উপস্থিতিতে আমি নিঃসঙ্গতা কাটিয়ে উঠতে পারি, যাতে তোমরা দেখতে পার যে, আল্লাহ্র দূত মুনকার-নাকীর ফিরিশতাকে আমি কি উত্তর দিচ্ছি।

এক বর্ণনায় এসেছে যে, এরপর তিনি দেয়ালের দিকে মুখ করে বলতে লাগলেন, "হে আল্লাহ্ ! আপনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, আমি আপনার অবাধ্য হয়েছি। আপনি আমাকে কিছু কাজে নিষেধ করেছিলেন আমি তা থেকে বিরত থাকি নি। এখন আপনার ক্ষমা ছাড়া আমার কোন গতি নেই।' অপর এক বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি তাঁর গলদেশে চিবুকে হাত রেখে মাথা উপরের দিকে উঠিয়ে বলেছিলেন, "হে আল্লাহ্ ! আমি শক্তিমান নই, আমি দুর্বল। আপনি আমাকে সাহায্য করুন। আমি দোষমুক্ত নই, আমার অক্ষমতা গ্রহণ করুন। আমি আপনার প্রতি বিরূপ নই বরং আমি ক্ষমা প্রার্থনাকারী। আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। তিনি অনবরত এ কথাগুলো বলছিলেন। আর এরই এক পর্যায়ে তাঁর মৃত্যু হয়। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

মুহাম্মদ ইব্ন মাস্‌লামা আনসারী (রা)

মুহাম্মদ ইব্ন মাস্‌লামা (রা) আনসারী ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন হযরত মুস'আব ইব্ন উমায়র (রা)-এর হাতে। তাঁর ইসলাম গ্রহণ ছিল হযরত উসায়দ ইব্ন হুদায়র ও সা'দ ইব্ন মু'আয (রা)-এর পূর্বে। তিনি বদরের যুদ্ধে এবং পরবর্তী যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণ করেছেন। তবে তাবুকের যুদ্ধে তিনি অংশ নিতে পারেন নি। কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন তাঁকে মদীনার শাসনভার দিয়ে গিয়েছিলেন। মতান্তরে তখন তাঁকে 'কারকালা-আল-কুদর'-এর শাসনভার দিয়ে গিয়েছিলেন। যারা কা'ব ইব্ন আশ্‌রাফ ইয়াহুদীকে হত্যা করেছিলেন তিনি তাদের অন্যতম ছিলেন।

কেউ কেউ বলেছেন যে, খায়বারের যুদ্ধে ইয়াহূদী নেতা 'মারহাব'কে তিনি হত্যা করেছিলেন। প্রায় ১৫টি সেনা অভিযানে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব দিয়েছিলেন। উষ্ট্রের যুদ্ধে ও সিফ্ফীনের যুদ্ধের ন্যায় কতক যুদ্ধে তিনি নিজেকে জড়িত করেন নি। তা থেকে নিজেকে দূরে রেখেছিলেন। তাঁর একটি কাঠের তৈরী তরবারি ছিল। ইতিপূর্বে বর্ণিত হাদীসে আমরা উল্লেখ করেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে এরূপ নির্দেশ দিয়েছিলেন, তিনি 'রাবাযা'-তে বসবাস করেছিলেন। তিনি নেতৃস্থানীয় সাহাবীদের একজন ছিলেন। তিনি হযরত উমর (রা)-এর শাসনামলে তাঁর পক্ষ থেকে সরকারী কর্মচারীদের প্রতি খলীফার প্রতিনিধিত্ব করতেন এবং তাঁদের খলীফার নির্দেশ বুঝিয়ে দিতেন তাঁকে উপলক্ষ করে অনেক বড় বড় ঘটনা ঘটেছে। তাঁর আমানতদারী ও বিশ্বস্ততা ছিল আকাশচুম্বি। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন। খলীফা উমর (রা) তাঁকে জুহায়না গোত্র থেকে সাদাকা আদায়ের দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

কেউ কেউ বলেছেন যে, তিনি ৪৬ কিংবা ৪৭ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। কেউ কেউ অন্য কথাও বলেছেন। তবে তাঁর বয়স সত্তর বছর অতিক্রম করেছিল। তিনি স্ত্রী, ১০ জন

ছেলে এবং ৬ জন মেয়ে রেখে গিয়েছিলেন। তাঁর গায়ের রং ছিল বাদামী। দেহের আকার ছিল লম্বা এবং মাথা ছিল টাকযুক্ত।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালামা (রা)

এই হিজরী সনে যারা ইন্তিকাল করেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম আবূ ইউসুফ ইসরাঈলী, ইয়াহুদীদের অন্যতম পণ্ডিত ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন হিজরত করে মদীনায় আগমন করেন তখন আবদুল্লাহ্ ইসলামে দীক্ষিত হন। তিনি নিজে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনায় আগমন করেন তখন দলে দলে লোক তাঁকে দেখতে আসে। আমি ওই আগমনকারীদের একজন ছিলাম। আমি যখন তাঁর চেহারা দেখলাম তখন আমি উপলব্ধি করলাম যে, তাঁর চেহারা কোন মিথ্যাবাদীর চেহারা নয়। সর্বপ্রথম আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, তিনি বলছিলেন,

أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ –

'হে লোক সকল ! তোমরা সালাম আদান-প্রদানের ব্যাপক প্রচলন ঘটাও। মানুষকে খাদ্য দাও, আত্মীয়তা রক্ষা কর, তাহলে তোমরা শান্তির সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'

হিজরতের প্রথম দিককার আলোচনায় তাঁর চমৎকারভাবে ইসলামের বিধি-বিধান পালনের কথা উল্লেখ করেছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তিনি কী কী প্রশ্ন করেছেন, তাও আমরা উল্লেখ করেছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যাঁদেরকে জান্নাতে যাবার সুসংবাদ দিয়েছেন এবং যাদের জান্নাতে যাওয়া সুনিশ্চিত হযরত আবদুল্লাহ্ সালাম তাঁদের অন্যতম।

হিজরী ৪৪ সন

এই বছর আবদুর রহমান ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ রোমান শহরগুলো আক্রমণ করেন এবং সেগুলোতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। বহু মুসলিম সৈন্য তাঁর সাথে ছিলেন। এই বছর বুসর ইব্‌ন আবী আরতাত সমুদ্র অভিযান বা নৌযুদ্ধ পরিচালনা করেন। এই বছর আমীর মু'আবিয়া (রা) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমিরকে বসরার শাসনকর্তার পদ থেকে অপসারণ করেন। কারণ তখন বসরা নগরীতে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা চলছিল। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমির ছিলেন, কোমল হৃদয় ও নম্র স্বভাবের মানুষ। কথিত আছে যে, তিনি চোরের হাত কাটতেন না। মানুষের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করতে চাইতেন।

ইতিমধ্যে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবী আওফ ওরফে ইবনুল কাওয়া আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট গমন করে এবং শাসনকর্তা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমিরের বিরুদ্ধে খলীফার নিকট অভিযোগ দায়ের করেন। আমীর মু'আবিয়া (রা) তখন আবদুল্লাহ্‌কে বরখাস্ত করে তাঁর স্থলে হারিছ ইব্‌ন আবদিল্লাহ্ আযদীকে নিয়োগ করেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, মু'আবিয়া (রা) আবদুল্লাহ্‌কে তাঁর সাথে দেখা করতে বলেছিলেন। ইব্‌ন আমির দামেশ্‌ক এসে তাঁর সাথে দেখা করেছিলেন। আমীর মু'আবিয়া তাঁকে সম্মান দেখিয়েছিলেন এবং পূর্ব পদে বহাল করেছিলেন। বিদায়ের সময় মু'আবিয়া (রা) তাঁকে বলেছিলেন, 'আমি তোমার নিকট তিনটি অনুরোধ করব, তুমি বলবে ঠিক আছে, ঐগুলোতে আমি সম্মতি দিলাম, 'আমি উম্মে হাকামের পুত্র।' তুমি বল, 'আমীরুল মু'মিনীন, আপনি আমাকে আমার কর্ম ও পদ ফিরিয়ে দিন, আর আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন না।' ইব্‌ন আমির বললেন, হ্যাঁ, আমি তা বললাম। মু'আবিয়া বললেন, 'আরাফাতে তোমার যে মাল-সম্পদ আছে আমাকে দান করে দাও।' ইব্‌ন আমীর বললেন, হ্যাঁ, আমি তাই করলাম, মু'আবিয়া বললেন 'মক্কায় তোমার যে ঘর-বাড়ি ও জমি-জমা আছে তা আমাকে দান করে দাও।' ইব্‌ন আমির বললেন, হ্যাঁ, আমি তাই করলাম। এবার মু'আবিয়া বললেন, 'তাহলে আমি তোমার সাথে আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখলাম।'

তারপর ইব্‌ন আমির বললেন, 'আমীরুল মু'মিনীন! আমি আপনার নিকট অনুরোধ রাখব, আপনি বলবেন যে, 'ঠিক আছে, আমি ওগুলোতে সম্মতি দিলাম, 'আমি হিন্দার পুত্র।' ইব্‌ন আমির বললেন, 'আরাফাতে থাকা আমার মাল-পত্র আমাকে ফিরিয়ে দিন।' মু'আবিয়া বললেন, 'হ্যাঁ, আমি তাই করলাম।' ইব্‌ন আমির বললেন, 'আপনি আমাকে কর্মচারি কিংবা শাসনকর্তা দিয়ে আমার জবাবদিহি করবেন না। 'মু'আবিয়া (রা) বললেন, হ্যাঁ, আমি তাই করলাম।' ইব্‌ন আমির বললেন, 'আপনার কন্যা হিন্দাকে আমার নিকট বিয়ে দিবেন। মু'আবিয়া (রা) বললেন, 'হ্যাঁ, তাই করলাম।'

কেউ কেউ বলেছেন যে, আমির মু'আবিয়া (রা) ইব্‌ন আমিরকে ইখ্‌তিয়ার দিয়েছিলেন যে, হয় এই তিনটি বিষয় নিয়ে যাবেন নতুবা বসরার শাসনকর্তার পদে ফিরে যাবেন। ইব্‌ন আমির তিনটি প্রার্থিত বিষয় গ্রহণ করলেন এবং শাসনকর্তার পদ থেকে অব্যাহতি নিলেন।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেছেন, এই বছর মু'আবিয়া (রা) যিয়াদ ইব্‌ন আবীহীকে পৈত্রিক সম্পর্ক নির্ধারণের ব্যবস্থা করলেন। যিয়াদকে তিনি আবূ সুফিয়ানের পুত্র বলে মেনে নিলেন।

ঘটনা ছিল এই যে, আবূ সুফিয়ান জাহেলী যুগে এক সময় যিয়াদের মাতা সুমাইয়ার সাথে যিনা করেছিল। এর ফলে যিয়াদ ইব্‌ন আবীহী তার মাতার গর্ভে আসে। আবূ সুফিয়ানের এই স্বীকারোক্তির পক্ষে এক লোক সাক্ষীও ছিলেন। তাই মু'আবিয়া (রা) যিয়াদের জন্যে আবূ সুফিয়ানের সাথে পিতৃত্বের সম্পর্কের স্বীকৃতি দেন এবং তখন থেকে সে যিয়াদ ইব্‌ন আবী সুফিয়ানরূপে পরিচিত হতে লাগল। হযরত হাসান বসরী (র) এই সম্পর্ক স্থাপনের বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاصِرِ الْحَجَرُ--

সন্তান হবে মহিলার স্বামীর আর ব্যভিচারীর জন্যে রয়েছে পাথর নিক্ষেপে হত্যা।' ইমাম আহমদ (র) হুশায়ম খালিদ সূত্রে আবূ উসমান হতে বর্ণনা করেছেন, যিয়াদ যখন অন্যকে তাঁর পিতা বলে দাবী করল, তখন আমি আবূ বাকরা (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করে বললাম, 'আপনারা এটা কি করলেন?' আমি তো সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রা)-কে বলতে শুনেছি আমার দু'কান সরাসরি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছে,

مَنْ ادَّعى اَبًا فِىْ الْاِسْلاَمِ غَيْرَ اَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّهُ غَيْرَ اَبِيْهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ --

কোন মুসলমান যদি জেনে শুনে তার পিতা নয় এমন ব্যক্তিকে পিতা বলে দাবী করে তার জন্যে জান্নাত হারাম। তখন আবূ বাকরা বললেন, হ্যাঁ ঠিক, আমিও রাসূল (সা)-কে তা বলতে শুনেছি। তাঁরা দু'জনে এটি আবূ উসমান সূত্রে তাঁদের দু'জন থেকে উদ্ধৃত করেছেন। আমি বলি আবূ বাকরা (রা)-এর মূল নাম নুকায় এবং তাঁর মায়ের নাম সুমাইয়া। এই বছর হজ্জের নেতৃত্ব দেন হযরত মু'আবিয়া (রা)। এই বছরেই আমীর মু'আবিয়া (রা) সিরিয়ার প্রাসাদ তৈরী করেন, আর মারওয়ান মদীনায় ঐ রকম একটি প্রাসাদ তৈরী করেছিলেন।

এই বছর আবূ সুফিয়ানের (রা) কন্যা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহধর্মিণী উম্মুল মু'মিনীন উম্মু হাবীবা (রা) ইন্তিকাল করেন। তাঁর নাম ছিল রামালা। তিনি মু'আবিয়া (রা)-এর বোন। প্রথম যুগেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এবং তাঁর স্বামী আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহাশ আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। স্বামী উবায়দুল্লাহ্[১] ইব্‌ন জাহাশ ওখানে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করে। কিন্তু উম্মু হাবীবা (রা) ইসলামে অবিচল থাকেন। হাবীবা উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহাশের ঔরসে তাঁর বড় সন্তান। হাবীবার জন্ম হয় আবিসিনিয়ায়। কেউ বলেছেন, আবিসিনিয়ায় হিজরেতের পূর্বে মক্কায় হাবীবার জন্ম হয়। খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত তাঁর স্বামী উবায়দুল্লাহ্ (তার প্রতি আল্লাহ্‌র লা'নত) আবিসিনিয়াতে মারা যায়।

উম্মু হাবীবা (রা) বিধবা হবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিবাহের প্রস্তাব সহ আমর ইব্‌ন উমাইয়া দামারীকে রাজা নাজ্জাশীর নিকট প্রেরণ করেন, যাতে নাজ্জাশী নিজের তত্ত্বাবধানে উম্মু হাবীবা (রা)-এর সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিবাহ সম্পাদন করে দেন। ফলে নাজ্জাশী উম্মু হাবীবা (রা)-এর সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিয়ে সম্পন্ন করে দেন। খালিদ ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন 'আস বিয়ের অভিভাবক নিযুক্ত হয়েছিলেন। রাসূল (সা)-এর পক্ষ থেকে নাজ্জাশী দেন-

১. মূল গ্রন্থে আবদুল্লাহ্ মুদ্রিত রয়েছে। স্পষ্টতই এটা মুদ্রণ বিভ্রাট। –সম্পাদক

মোহর বাবদ ৪০০ দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা) উম্মু হাবীবা (রা)-কে প্রদান করেন। ৭ম হিজরীতে উম্মু হাবীবা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে নিয়ে আসা হয়।

মক্কা বিজয়ের বছর উম্মু হাবীবার (রা)-এর পিতা আবূ সুফিয়ান বিবাহ সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়, তখন উম্মু হাবীবা (রা) তাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিছানা থেকে দূরে থাকতে বলেন। তখন আবূ সুফিয়ান বলেছিল, 'প্রিয় কন্যা ! তুমি কি বিছানার প্রতি দরদ দেখিয়ে আমাকে ওখান থেকে সরিয়ে দিলে, নাকি আমার প্রতি সম্মান দেখিয়ে এ বিছানা আমার কাছ থেকে সরিয়ে দিলে তা তো বুঝতে পারলাম না।' উম্মু হাবীবা (রা) বললেন, 'বরং এটি হল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিছানা আর আপনি হলেন মুশরিক। আবূ সুফিয়ান বলল, 'হে আমার কন্যা ! আমাকে ছেড়ে এসে তুমি তো অকল্যাণের মধ্যে জড়িয়ে গিয়েছ।'

উম্মু হাবীবা (রা) ছিলেন উম্মুল মু'মিনীনদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহিলা এবং তিনি ছিলেন ইবাদতকারিণী ও পরহেযগার।

মুহাম্মদ ইব্ন ওয়াকিদী বলেছেন, আবূ বকর ইব্ন আবদিল্লাহ্ 'আওফ ইব্ন হারিস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি, ' উম্মু হাবীবা (রা)-এর ওফাতের সময় তিনি আমাকে ডেকে বললেন, 'সতীনদের মাঝে যা হয়ে থাকে আমার দ্বারা আপনার মাঝে হয়ত সে রকম কিছু হয়ে থাকতে পারে।' তখন আমি বললাম, 'মহান আল্লাহ্ আমাকে এবং আপনাকে ক্ষমা করে দিন। আমার এবং আপনার মাঝে অসৌজন্যমূলক যা-ই ঘটে থাকুক আল্লাহ্ তার সবগুলো ক্ষমা করে দিন। আমি আপনাকে ক্ষমা করে দিলাম। জানা-অজানা সব কিছু থেকে দায়মুক্ত করে দিলাম। তিনি তখন বললেন, 'আহ ! আপনি আমাকে সুখী করলেন, আল্লাহ্ আপনাকে সুখী ও আনন্দিত করুন। তিনি উম্মু সালমা (রা)-কেও এরূপ বলেছিলেন। আমি যেরূপ বলেছি উম্মু সালমা (রা)-ও উত্তরে তা-ই বলেছিলেন।

হিজরী ৪৫ সন

এই বছরে আমীর মু'আবিয়া (রা) হারিস ইব্ন আবদুল্লাহ্ আযদিকে বসরার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন এবং চারমাস পর তাঁকে ঐ পদ থেকে অপসারণ করেন। তাঁর স্থলে যিয়াদকে তিনি নিয়োগ দেন। এ সময় যিয়াদ কূফায় এসে পৌঁছলেন। তখন কূফায় শাসনকর্তা ছিলেন মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা)। আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর পক্ষ থেকে নিয়োগ বিষয়ে সংবাদ বাহক আগমনের অপেক্ষায় যিয়াদ তখন কূফায় অবস্থান করছিলেন। কিন্তু মুগীরা (রা) মনে করলেন, কূফায় শাসনকর্তা পদে নিয়োগ লাভের জন্যে যিয়াদ কূফায় অবস্থান করছেন। প্রকৃত অবস্থা জানার জন্যে তিনি ওয়াইল ইব্ন হুজরাকে যিয়াদের নিকট পাঠালেন। ওয়াইল তাঁর সাথে সাক্ষাত করলেন, কিন্তু কোন তথ্য অবগত হতে পারলেন না। ইতিমধ্যে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে যিয়াদের নিকট পত্র বাহক এল যিয়াদের বসরা যাত্রার নির্দেশ নিয়ে। একই সাথে তাঁকে খুরমান ও সিজিস্থানের শাসনভার দেয়া হল। এরপর হিন্দ, বাহরাইন এবং মানের শাসনভারও তাঁর উপর ন্যস্ত করা হল। জুমাদাল উলা মাসের প্রথম তারিখে যিয়াদ বসরা প্রবেশ করলেন, সেখানে তখন চরম অরাজকতা আর অশ্লীলতার ছড়াছড়ি। তিনি তাঁর প্রথম ভাষণে বললেন, 'হে লোক সকল ! আপনাদের অবস্থা এমন মনে হচ্ছে যে, ইবাদতকারী ও আনুগত্যশীলদের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা যে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আর পাপাচারীদের জন্যে যে শাস্তির সংবাদ দিয়েছেন, তা আপনারা মোটেই শুনেননি। আপনারা এমন হয়ে গিয়েছেন পার্থিব কামনা যাদের কপালকে পদদলিত করেছে আর কামনা ও প্রবৃত্তি যাদের কান ও শ্রবণেন্দ্রিয়কে বিনষ্ট করে দিয়েছে। ফলশ্রুতিতে তারা চিরস্থায়ী সাফল্যের মুকাবিলায় ক্ষণস্থায়ী লাভ ও সাফল্যকে গ্রহণ করেছে।

এরপর তিনি কঠোরভাবে প্রশাসনিক আইন কার্যকর করতে লাগলেন এবং কোষমুক্ত তরবারি নিয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করতে লাগলেন। তাতে জনসাধারণ তাঁকে ভয় পেতে লাগল। এবং প্রকাশ্যে পাপাচারীতা পরিত্যাগ করতে লাগল। অবশ্য তিনি এ কাজে একদল সাহাবী (রা)-এর সহযোগিতা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা)-কে বসরার বিচারক পদে নিয়োগ করলেন। হাকাম ইব্ন আমর গিফারী (রা)-কে তাঁর পক্ষে খুরাসানের উপ-প্রশাসক নিয়োগ করলেন। সামুরা ইব্ন যুনদুব, আবদুর রহমান ইব্ন সামুরা এবং আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কেও তাঁর পক্ষে উপ-প্রশাসক পদে নিয়োগ দিলেন। বস্তুত যিয়াদ ছিলেন বিচক্ষণ, গুরুগম্ভীর ও ব্যক্তিত্বশীল প্রশাসক। তিনি একজন বিশুদ্ধভাষী, বাকপটু ও বাগ্মী লোক ছিলেন। শা'বি বলেছেন, আমি যখন কোন ভাষণ দানকারীকে দেখেছি যে, তিনি খুব সুন্দর ভাষণ দিচ্ছেন তখন আমি কামনা করেছি যে, তাঁর কথায় কোন অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টির আগে যেন তিনি তাড়াতাড়ি ভাষণ শেষ করে দেন, চুপ মেরে যান। কিন্তু যিয়াদ ছিলেন তার ব্যতিক্রম। তিনি যত বেশি কথা বলতেন তত বেশি উন্নত কথা বলতেন। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর নিকট যিয়াদের একটি বিশেষ মর্যাদা ছিল।

এই বছরেই যিয়াদের পক্ষ থেকে খুরাসানে নিযুক্ত উপ-প্রশাসক হাকাম ইব্ন আমর তাঁর নির্দেশে "জাবাল-আল-আসাল" যুদ্ধ পরিচালনা করেন। এই যুদ্ধে তাঁরা বহু শত্রু সৈন্য হতাহত

করে এবং প্রচুর ধন-সম্পদ অর্জন করে। প্রশাসক যিয়াদ হাকামের নিকট লিখলেন যে, আমীরুল মু'মিনীন! মু'আবিয়া (রা)-এর পক্ষ থেকে লিখিত নির্দেশ এসেছে, যেন যুদ্ধলব্ধ মালামাল থেকে সকল সোনা রূপা সরকারী কোষাগার বায়তুলমালের জন্যে সংরক্ষিত রাখা হয়। হাকাম ইব্ন আমর উত্তরে লিখলেন, আমীরুল মু'মিনীনের বিধির উপর আল্লাহ্র কিতাবের বিধান অগ্রাধিকারী । আল্লাহ্র কসম ! কোন শত্রুর পক্ষে যদি আসমান-যমীন সব দাঁড়ায় তবুও আমি আল্লাহ্কে ভয় করব, অন্য সব কিছুকে তুচ্ছ জ্ঞান করব। আল্লাহ্ নিশ্চয় আমার জন্যে এ সংকট থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করবেন।

এরপর তিনি সাধারণ ঘোষণা দিলেন যে, আগামীকাল গনীমতের মাল বন্টন করা হবে। সংশ্লিষ্ট সকল লোক যেন উপস্থিত থাকে। তারপর তিনি বিধি মুতাবেক কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে ঐ মালামাল বন্টন করে দিলেন এবং মু'আবিয়া (রা)-এর নির্দেশে যিয়াদের পাঠানো পত্রের বিপরীত কাজ করলেন। কুরআন-হাদীস মুতাবেক সম্পূর্ণ মালের ১/৫ অংশ বায়তুলমালের জন্যে রক্ষিত রাখলেন। এরপর মহান আল্লাহ্র দরবারে এই বলে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্ ! আপনার নিকট যদি আমার জন্য কোন কল্যাণ না থাকে তবে আমাকে আপনার নিকট উঠিয়ে নিন। অনন্তর খুরাসান শহরের মার্ভ নামক স্থানে তিনি ইন্তিকাল করেন। মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

ইব্ন জারীর (র) বলেছেন, এই বছর মারওয়ান ইব্ন হাকাম আমীরে হজ্জ হয়ে হজ্জ পরিচালনা করেন। তিনি তখন পবিত্র মদীনায় শাসনকর্তা ছিলেন। এই বছর অন্যতম প্রধান ওহী লিখক যায়দ ইব্ন সাবিত আনসারী (রা) ইন্তিকাল করেন। সীরাত অধ্যায়ের শেষ দিকে আমরা তাঁর জীবনী আলোচনা করব। তিনিই হযরত উসমানের (রা) নির্দেশে প্রচলিত ও বর্তমানে বিদ্যমান কুরআন কপি মাসহাফে ইমাম প্রস্তুত করেছিলেন। এটি উত্তম ও ঝরঝরে তকতকে উত্তম লিপি।

যাইদ ইব্ন সাবিত ছিলেন, প্রচণ্ড স্মরণ শক্তির অধিকারী। মাত্র ১৫ দিনে তিনি ইয়াহূদীদের ভাষা ও তাদের কিতাবগুলো শিখে ফেলেন। আবূ হাসান ইব্ন বারা বলেছেন যে, মাত্র ১৮ দিনের মধ্যে তিনি পারস্য সম্রাটের দূতের নিকট হতে পারসী ভাষা শিখে নেন আর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খাদেমদের থেকে তিনি হাবশী ভাষা, রোমান ভাষা এবং কিবতী ভাষা শিখে নেন।

ওয়াকিদী বলেছেন যে, সর্বপ্রথম তিনি খন্দকের যুদ্ধে অংশ নেন। তাঁর বয়স তখন ১৫ বছর। ইমাম আহমদ (র) ও নাসাঈ (র)-এর উদ্ধৃত হাদীসে আছে যে, যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) ফারায়েয তথা উত্তরাধিকার শাস্ত্রে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। দ্বিতীয় খলীফা হযরত আলী (রা) তাঁকে বিচারক পদে নিয়োগ দিয়েছিলেন। মাসরূক বলেছেন যে, যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) গভীর জ্ঞানের অধিকারী লোকদের অন্যতম ছিলেন। মুহাম্মদ ইব্ন আমর আবূ সালামা সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি একদিন হযরত যায়দ ইব্ন সাবিতের বাহনের "পা-দানি" ধরে তাঁকে বাহনে উঠতে সাহায্য করেছিলেন। তখন হযরত যায়দ বললেন, 'আহ ! এমন করবেন না, আপনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচাত ভাই, আপনি তা করবেন না। উত্তরে ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, আমি তা করবই, আমাদের উলামা-ই কিরাম ও জ্ঞান বিশারদ মুরব্বিদের সম্মানার্থে আমরা এরূপই করি।

আ'মাশ সাবিত সূত্রে উবায়দ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, হযরত যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) তাঁর পারিবারিক আঙ্গিনায় হাস্য-কৌতুক করতেন। কিন্তু জনসমাবেশ ও সামাজিক আঙ্গিনায় তা পছন্দ করতেন না। মুহাম্মদ ইব্ন সিরীন বলেছেন, যায়দ ইব্ন সাবিত

(রা) একদিন নামাযের জন্যে বের হলেন তখন দেখতে পেলেন যে, লোকজন জামা'আত শেষে ফিরে আসছে। তখন তিনি লজ্জায় নিজেকে ওদের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে ফেললেন এবং বললেন, যে ব্যক্তি মানুষকে লজ্জা করে না সে আল্লাহ্ থেকেও লজ্জাবোধ করে না।

এই বছর অর্থাৎ ৪৫ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর ইন্তিকাল হয় ৫৫ হিজরী সনে। তবে প্রথম অভিমতটি বিশুদ্ধ। ওফাতের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৬০ বছর। মারওয়ান তাঁর জানাযায় ইমামতি করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছিলেন, আজ এক মহান আলিম ও জ্ঞান বিশারদের মৃত্যু হল। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেছিলেন, এই উম্মতের পণ্ডিত ব্যক্তির মৃত্যু হল।

এই বছর সালমা ইব্ন সালামাহ্ ইব্ন ওয়াকক্বাস (রা)-এর ওফাত হয়। তখন তাঁর বয়স ৭০ বছর। বদর ও এর পরবর্তী যুদ্ধসমূহে তিনি অংশ নিয়েছিলেন। তাঁর কোন ছেলে-মেয়ে ছিল না। এই বছর আসিম ইব্ন 'আদী (রা)-এর ইন্তিকাল হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বদর যুদ্ধে যাবার সময় কুবা ও উঁচু অঞ্চলের দায়িত্বে রেখে গিয়েছিলেন। তিনি উহুদ ও পরবর্তী যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১২৫ বছর বয়সে তাঁর ওফাত হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আসিম ইব্ন 'আদী (রা)-কে এবং মালিক ইব্ন দুখশুমকে "মসজিদ-ই দিরার" বা ফিত্নার উদ্দেশ্যে নির্মিত মসজিদের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন। তাঁরা দু'জনে ঐ মসজিদ জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন।

এই বছর হযরত উমর (রা)-এর কন্যা রাসূল (সা)-এর সহধর্মিণী হযরত হাফসা (রা) ইন্তিকাল করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার পূর্বে তিনি খুনায়স ইব্ন হুযাফা সাহ্মী (রা)-এর স্ত্রী ছিলেন। তিনি তাঁর স্বামীসহ হিজরত করে মদীনায় এসেছিলেন। এবং বদর যুদ্ধের পর মদীনাতেই খুনায়স মারা যান।

স্বামীর মৃত্যুর পর বিধি মোতাবেক ইদ্দত শেষ হবার পর তাঁর পিতা উমর (রা) তাঁকে বিবাহ করার জন্যে হযরত উসমান (রা)-কে অনুরোধ করেন। ইতিমধ্যে হযরত উসমান (রা)-এর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কন্যা রুকাইয়া (রা) মারা যান। হযরত উসমান (রা) এই মুহূর্তে হাফসা (রা)-কে বিবাহ করতে রাযী হলেন না। তারপর উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) হাফসা (রা)-কে বিবাহ করার জন্যে হযরত আবূ বকর (রা)-কে অনুরোধ করলেন। হযরত আবূ বকর (রা) কোন উত্তর দিলেন না। অল্প কিছুদিন পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে হাফসা (রা)-কে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন এবং যথারীতি তাঁকে বিয়ে করলেন। হযরত আবূ বকর (রা) পূর্বে এই বিষয়ে কোন উত্তর না দেয়ায় উমর (রা) তাঁর প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। আর আবূ বকর (রা) বললেন, হাফসা (রা) সম্পর্কে ইতিপূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘরোয়া আলোচনা করেছিলেন। যাতে তাঁর প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছিল। তাঁর পক্ষ থেকে তা প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত আমি তাঁর ব্যক্তিগত বিষয় প্রকাশ করতে চাই নি। তিনি হাফসা (রা)-কে বিয়ে না করলে আমি করতাম।

ইতিপূর্বে আমরা একটি হাদীসে উল্লেখ করেছি যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত হাফসা (রা)-কে তালাক দিয়েছিলেন এবং পরে পুনরায় তাঁকে বিবাহে ফিরিয়ে নেন। এক বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে হযরত হাফসা (রা)-কে বিবাহে ফিরিয়ে নিতে জিব্রাঈল (আ) নির্দেশ দিয়েছিলেন। জিবরাঈল (আ) এটাও বলেছিলেন, হাফসা (রা) অধিকহারে রোযা পালনকারিণী প্রচুর ইবাদতকারিণী মহিলা এবং হে রাসূল ! হাফসা (রা) আপনার জান্নাতের স্ত্রী।

প্রায় সকল ঐতিহাসিক এই বিষয়ে একমত যে, ৬০ বছর বয়সে ৪৫ হিজরী সনের শা'বান মাসে হযরত হাফসা (রা) ইন্তিকাল করেন।

হিজরী ৪৬ সন

এই হিজরী সনে মুসলমানগণ তাঁদের নেতা আবদুর রহমান ইব্ন খালিদ ইব্ন ওয়ালিদের নেতৃত্বে কতক রোমান নগরী দখল করেন। কেউ কেউ বলেছেন, এই অভিযানে তাঁদের নেতা আবদুর রহমান ইব্ন খালিদ নয় বরং অন্য কেউ ছিলেন। আল্লাহ্-ই ভাল জানেন। এই সালে হজ্জের নেতৃত্ব দেন আমীর মু'আবিয়ার (রা) ভাই উত্বা ইব্ন আবী সুফিয়ান। বিভিন্ন প্রদেশে শাসনকর্তা পদে ঐ সব ব্যক্তিই নিয়োজিত ছিলেন, যাঁদের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই বছর যাঁরা ইন্তিকাল করেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন- সালিম ইব্ন উমায়র। কুরআন মজীদে যাঁদের কান্নার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তিনি তাঁদের একজন। বদর ও এর পরবর্তী যুদ্ধসমূহে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন ।

এই বছর মৃত্যুবরণকারীদের একজন হলেন সুরাকা ইব্ন কা'ব (রা)। তিনি বদর যুদ্ধে এবং এর পরবর্তী যুদ্ধগুলোতে অংশ গ্রহণ করেছেন। এই বছর যাঁরা ইন্তিকাল করেছেন, তাঁদের একজন হলেন, আবদুর রহমান ইব্ন খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ কুরায়শী মাখযূমী। তিনি তাঁর পিতার ন্যায় প্রসিদ্ধ বীর-যোদ্ধা, সাহসী এবং খ্যাতনামা নেতা ছিলেন। তাঁর সাহস ও কীর্তির প্রেক্ষিতে সিরিয়ার লোকদের নিকট তাঁর একটি বিশেষ মর্যাদা ছিল। এমনকি আমীর মু'আবিয়া (রা)-ও তাঁকে সমীহ করতেন। খাদ্যে বিষক্রিয়ার ফলে তাঁর মৃত্যু হয়। (আল্লাহ্ তাঁকে দয়া করুন ও মহিমান্বিত করুন)।

ইব্ন মানদাহ্ ও আবূ নু'আয়ম ইস্পাহানী (রা) বলেছেন যে, আবদুর রহমান ইব্ন খালিদ (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহচর্য পেয়েছিলেন, ইব্ন আসাকির আবূ উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আমর ইব্ন কায়স তাঁর সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে দু'কাঁধের মধ্যখানে শিঙ্গা লাগানো সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী (র) বলেছেন, এটির সনদ বিচ্ছিন্ন মুরসাল হাদীস। কা'ব ইব্ন জাঈল তাঁর এবং তাঁর দু'ভাই মুহাজির এবং আবদুল্লাহ্ এর খুব প্রশংসা করতেন। যুবায়র ইব্ন বাক্কার বলেছেন, সিরিয়ার অধিবাসীদের মধ্যে তাঁর একটা গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান ও সম্মান ছিল। সিফ্ফীনের যুদ্ধে তিনি মু'আবিয়ার (রা) সাথে অংশ নিয়েছিলেন।

ইব্ন সামী' (রা) বলেছেন, মু'আবিয়া (রা)-এর শাসনামলে তিনি রাজকার্য থেকে দূরে সরে থাকতেন। মু'আবিয়া (রা)-এর সংস্পর্শ থেকেও তিনি নিজেকে দূরে রাখতেন। ইব্ন জারীর (র) প্রমুখ উল্লেখ করেছেন যে, ইব্ন আসাল নামে এক লোক সে হিম্স প্রদেশে যিম্মীদের নেতা ছিল। ইব্ন আসাল হযরত আবদুর রহমান ইব্ন খালিদ ইব্ন ওয়ালিদকে বিষ মিশ্রিত শরবত পান করিয়ে দিয়েছিল। তাতে তিনি মারা যান। কেউ কেউ বলেছেন যে, আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর ইঙ্গিতে সে এই অপকর্ম করেছে। অবশ্য এরূপ মন্তব্য সঠিক নয়। জনৈক ব্যক্তি আবদুর রহমান ইব্ন খালিদ ইব্ন ওয়ালিদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে নিম্নের কবিতা রচনা করেছেন—

أَبُوكَ الَّذِى قَادَ الْجُيُوشَ مُغْرِبًا – إِلَى الرُّوْمِ لَمَّا اَعْطَتِ الْخَرَجَ فَارِسُ –

'তিনি আপনার পিতা। যিনি প্রচণ্ড বীর-বিক্রমে রোমান রাজ্যের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন। যখন পারসিকগণ খাজনা ও জিযিয়া কর দিতে রাযী হয়েছিল।'

وَكَمْ مِنْ فَتًى نَبَّهْتَهُ بَعْدَ هَجْعَةٍ ـ بِقَرْعِ لِجَامٍ وَهُوَ أَكْتَعُ نَاعِسُ ـ

'কত যুবক আপনি তাঁকে জাগিয়ে তুলেছেন সন্ধ্যা রাতের পর লাগামের আঘাতে। সে ছিল কাপুরুষ, তন্দ্রাচ্ছন্ন।'

وَمَا يَسْتَوِى الصَّفَّانِ صَفٌّ لِخَالِدٍ ـ
وَصَفٌّ عَلَيْهِ مِنْ دِمَشْقَ الْبَرَانِسُ ـ

'এমন দু'টো সারি কখনও সমান হবে না, যেখানে এক সারির নেতৃত্বে আছেন খালিদ আর অন্য সারির নেতৃত্বে আছেন দামেশ্‌কের লোকজন।'

ঐতিহাসিকগণ বলেছেন যে, আবদুর রহমান ইব্‌ন খালিদের পুত্র একদা মদীনা এসেছিলেন। তখন উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র তাঁকে বলেছিলেন, 'আপনার পিতার হত্যাকারী ইব্‌ন আসালের শেষ পরিণতি কি হয়েছে? উত্তরে তিনি কিছুই বলেন নি, চুপ রইলেন। এরপর তিনি হিমস ফিরে গেলেন এবং তাঁর পিতার হত্যাকারী ইব্‌ন আসালকে খুন করলেন। তিনি উরওয়ার নিকট এসে বললেন, 'আমি তাঁকে শেষ করে দিয়েছি। তবে আপনার পিতার হত্যাকারী ইব্‌ন যারমূযের কি পরিণাম হল?' উত্তরে উরওয়া চুপ করে রইলেন।

কেউ কেউ বলেছেন যে, এ বছর যাঁরা ইন্তিকাল করেছেন তাঁদের একজনে হলেন মুহাম্মদ ইব্‌ন মাস্‌লামা। তাঁর জীবন বৃত্তান্ত ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

হারম ইব্‌ন হিব্বান আবাদী তিনি হযরত উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর একজন কর্মচারী ছিলেন। প্রখ্যাত ওলী হযরত ওয়ায়স কারানী (র)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়েছিল। খ্যাতিমান, জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। কথিত আছে যে, তাঁকে দাফন করার পর এক খণ্ড মেঘ তাঁর কবরের উপর এসে বৃষ্টি বর্ষণ করে যায়। তাতে শুধু তাঁর কবরটিই সিক্ত হয় এবং তখনই সেখানে ঘাস লতা-পাতা গজিয়ে উঠে। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।

হিজরী ৪৭ সন

এই বছর মুসলমানগণ কতক রোমান শহর আক্রমণ করেন। এই বছর আমীর মু'আবিয়া (রা) মিশরের শাসনকর্তা পদ থেকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমীর ইব্ন 'আসকে অপসারণ করেন এবং তাঁর স্থলে মু'আবিয়া ইব্ন খাদীজকে নিয়োগ করেন। এই বছর আমীর-ই হজ্জ নিযুক্ত হয়ে উত্বা হজ্জ সম্পাদন করেন। কেউ কেউ বলেছেন, উত্বা নয় বরং তাঁর ভাই আমবাসা ইব্ন আবূ সুফিয়ান হজ্জে নেতৃত্ব দেন।

এই বছর যারা ইন্তিকাল করেন তাঁদের মধ্যে আছেন কায়স ইব্ন আসিম মুনযিরী। তিনি জাহেলী ও ইসলাম উভয় যুগে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হিসেবে গণ্য ছিলেন। তিনি জাহেলী ও ইসলাম উভয় যুগে মদপান থেকে বিরত ছিলেন। ব্যাপার ছিল এই যে, একদিন তিনি জাহেলী যুগে মদপান করে মাতাল হয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ ও মাহ্রাম এক মহিলার সাথে অশালীন আচরণ করেছিলেন। অবস্থা বেগতিক দেখে সে মহিলাটি পালিয়ে যায়। ভোর বেলা তিনি যখন প্রকৃতিস্থ হয়ে ওঠেন তখন রাতের ঘটনা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। তখন তিনি নিজেই কবিতা আবৃত্তি করেন-

رَأَيْتُ الْخَمْرَ مُنْقِصَةً وَفِيْهَا - مَفَاتِيْحُ الرَّجُلُ الْكَرِيْمَا -

'আমি দেখতে পেয়েছি যে, মদ হল মানহানিকর বস্তু। তাতে এমন সব উপাদান রয়েছে যা ভদ্র মানুষকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে।

فَلَا وَاللهِ أَشْرَبُهَا حَيَاتِيْ - وَلَا أَشْفِيْ بِهَا أَبَدًا سَقِيْمَا -

'আল্লাহ্র কসম ! আমার বাকী জীবনে আমি আর মদ পান করব না। এবং মদ পানের মাধ্যমে আমি কোন রোগের চিকিৎসাও করব না।'

বানী তামীম গোত্রের প্রতিনিধি দলের সাথে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। এক হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছে هَذَا سَيِّدُ أَهْلِ الْوَبَرِ- 'এই লোক পশু-পালক জনগোষ্ঠির নেতা।' তিনি দানশীল, প্রশংসাযোগ্য, ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে জনৈক কবি বলেছেন—

وَمَا كَانَ قَيْسٌ هُلْكُهُ هُلْكُ وَاحِدٍ - وَلٰكِنَّهُ بُنْيَانُ قَوْمٍ تَهَدَّمَ -

'কায়েসের মৃত্যু কোন একক ব্যক্তির মৃত্যু নয়। বরং তিনি ছিলেন একটি ধ্বংসশীল জনগোষ্ঠির বুনিয়াদ ও ভিত্তি।' আসমায়ী বলেছেন, আমি ও আমর ইব্ন আ'লা এবং আবূ সুফিয়ান ইব্ন আ'লাকে বলতে শুনেছি, একদিন আহ্নাফ ইব্ন কায়সকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনি পরম ধৈর্যের এই শিক্ষা কোথায় পেলেন ?' তিনি বলেছেন, কায়স ইব্ন আসিম মুনযিরী থেকে। কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যে আমরা তাঁর নিকট যেতাম। যেমন ফকীহ্গণ আমার নিকট এসে থাকেন। আমরা একদিন তাঁর নিকট বসা ছিলাম। তিনি তখন কাপড়ে মাথা ঢেকে ওখানে বসা ছিলেন। তাঁর নিকট একদল লোক উপস্থিত হল, ওদের মধ্যে একজন ছিল নিহত লাশ, যার দেহ থেকে ঘাড় বিচ্ছিন্ন ছিল। ওরা বলল, এই হল আপনার পুত্র। আপনার ভাতিজা তাঁকে খুন করেছে।' বর্ণনাকারী বলেন, আমি দেখলাম যে, মৃত্যু সংবাদ শুনেও কথা শেষ না

হওয়া পর্যন্ত তিনি তাঁর মাথার কাপড় সরালেন না। এরপর মসজিদে থাকা তাঁর এক ছেলেকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমার চাচাত ভাইকে ছেড়ে দাও। তোমার ভাইকে দাফন করে আস। তাঁর মাকে একশটি উট দিয়ে দাও। কারণ সে মুসাফির।'

বর্ণিত আছে যে, তখন তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল তখন তাঁর ছেলেরা সকলে তাঁর পাশে বসা ছিল। ওরা ছিল ৩২ জন। তিনি ওদেরকে বললেন, বাবারা ! তোমাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ভাইকে তোমরা নেতা নিযুক্ত করবে। সে হবে তোমার পিতার প্রতিনিধি। কনিষ্ঠ ভাইকে নেতা মনোনীত করবে না। তাহলে তোমাদের প্রতিদ্বন্দ্বি লোকেরা তোমাদেরকে তিরস্কার করবে। তোমরা অবশ্যই ধন-সম্পদ অর্জন করবে এবং তা অর্জনের কৌশল অবলম্বন করবে। কারণ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা যা দান করে তার মধ্যে মাল-সম্পদই সর্বোৎকৃষ্ট। সম্পদের মালিক হওয়ার মাধ্যমে ইতর লোকদের হাত থেকে নিজের মান-ইজ্জত রক্ষা করা যায়। সাবধান ! কখনও কারো নিকট হাত পাতবে না, ভিক্ষা চাইবে না। একজন মানুষের জন্যে এটি নিকৃষ্টতম পেশা। আমার মৃত্যুর পর তোমরা আমার জন্যে চিৎকার করে কেঁদো না। কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তিকালের পর চিৎকার করে কান্নাকাটি করা হয় নি। বকর ইব্ন ওয়াইল গোত্রের লোকেরা দেখতে পায় বা অবগত হয়, এমন স্থানে তোমরা আমাকে দাফন করো না। কারণ জাহেলী যুগে আমার সাথে তাদের শত্রুতা ছিল। তাঁর সম্পর্কে কবি বলেছেন-

عَلَيْكَ سَلاَمُ قَيْسَ بْنِ عَاصِمٍ ـ وَرَحْمَتُهُ مَا شَاءَ اَنْ يَّتَرَحَّمَا ـ

'হে কায়স ইব্ন আসিম ! আপনার প্রতি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে শান্তি বর্ষিত হোক এবং বর্ষিত হোক তাঁর রহমত। তিনি যত পরিমাণ রহমত বর্ষণ করতে চান।'

تَحِيَّةُ مَنْ اَوْلَيْتَهُ مِنْكَ مَنَّةً ـ اِذَا ذُكِرَتْ مُثْلَتُهَا تَمْلَأُ الْفَمِ ـ

'যারা আপনার কৃপা ও অনুগ্রহে ধন্য হয়েছে তাদের পক্ষ থেকে অভিবাদন। এমন অভিবাদন যা উচ্চারণে মুখ ভরে যায়।'

فَمَا كَانَ قَيْسٌ هَلْكُهُ هَلْكُ وَاحِدٍ ـ وَلَكِنَّهُ بُنْيَانُ قَوْمٍ تَهَدَّمَا ـ

'কায়সের মৃত্যু কোন একক ব্যক্তির মৃত্যু নয়। তিনি ছিলেন একটি ধ্বংসোন্মুখ সম্প্রদায়ের খুঁটি ও ভিত্তি।'

৪৮ হিজরী সন

এই বছর আবূ আবদির রহমান কাতাবী মুসলিম সৈন্যদেরকে নিয়ে ইন্তাকিয়া শহর আক্রমণ করেন। এই বছর উক্বা ইব্ন আমির মিসর-অধিবাসীদের বিরুদ্ধে নৌযুদ্ধ পরিচালনা করেন। এই বছর আমীর-ই-হজ্জ নিযুক্ত হয়ে হাজীদেরকে নিয়ে হজ্জ সম্পাদন করেন মদীনার প্রশাসক মারওয়ান ইব্ন হাকাম।

৪৯ হিজরী সন

এই বছর মু'আবিয়া (রা)-এর পুত্র ইয়াযীদ রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করে। অনবরত রোমান শহর-নগর জয় করতে করতে সে কনষ্টান্টিনোপল গিয়ে পৌঁছে। নেতৃস্থানীয় অনেক সাহবী (রা) এ অভিযানে তার সঙ্গে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ইব্ন উমর (রা) ইব্ন আব্বাস (রা) ইব্ন যুবায়র (রা) এবং হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) প্রমুখ ছিলেন উল্লেখযোগ্য।

সহীহ্ বুখারীতে উদ্ধৃত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন—

أول جيش يغزون مدينة قيصر مغفور لهم —

'প্রথম যে মুসলিম বাহিনী রোমান সম্রাটের নগরে যুদ্ধ করবে, তাঁরা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে' বস্তুত এই বাহিনী ছিল রোমান নগরে যুদ্ধের সূচনাকারী বাহিনী। তাঁরা রোমান এলাকায় পৌঁছার পর খুব দুঃখ-কষ্টে পতিত হন। এই যুদ্ধে গিয়ে আবূ আইয়ূব খালিদ ইব্ন যায়দ আনসারীর মৃত্যু হয়েছে পরবর্তী সময়ে। ৫১, ৫২ কিংবা ৫৩ হিজরী সনে।

এই বছর আমীর মু'আবিয়া (র) মারওয়ানকে মদীনার শাসনকর্তা পদ থেকে অপসারণ করেন এবং সাঈদ ইবনুল 'আস (রা)-কে ওই পদে নিয়োগ করেন। সাঈদ ইবনুল 'আস (রা) তখন আবূ সালামা ইব্ন আবদির রহমানকে মদীনার বিচারক পদে নিয়োগ করেন। এই বছর মালিক ইব্ন হুরায়রা ফাযারী রোমান এলাকায় আক্রমণ চালান। ফুদালা ইব্ন উবায়দের যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় এই বছর। তিনি ওই এলাকায় প্রচণ্ড আক্রমণ চালান এবং ওই শহর দখল করে প্রচুর গনীমতের মাল লাভ করেন। এই বছর রোমানদের বিরুদ্ধে আবদুল্লাহ্ ইব্ন কুরয অভিযান পরিচালনা করেন। এই বছর কূফা নগরীতে মহামারীরূপে প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। তাই মুগীরা (রা) সেখান থেকে পালিয়ে এসেছিলেন। ওই রোগ সরে যাওয়ার পর তিনি পুনরায় কূফা গমন করেন। তখনই তিনি সেখানে ওই রোগে আক্রান্ত হন এবং মারা যান। তবে বিশুদ্ধ অভিমত হল তিনি মারা যান হিজরী ৫০ সনে। এ আলোচনা অবিলম্বে আসবে।

মুগীরা (রা)-এর ইন্তিকালেন পর আমীর মু'আবিয়া (রা) যিয়াদকে বসরার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। একই ব্যক্তিতে একসাথে এই দু'টো রাজ্যের শাসনকর্তা পদে নিয়োগের ঘটনা এই প্রথম ঘটল। যিয়াদ ছয় মাস বসরায় অবস্থান করতেন আর ছয় মাস কূফায় অবস্থান করতেন। তাঁর কূফায় অবস্থানকালে সামূরা ইব্ন জুনদুব (রা)-কে বসরার উপ-প্রশাসক নিয়োগ করে যান। এই বছর আমীর-ই-হজ্জ নিযুক্ত হয়ে হাজীদের নিয়ে হজ্জ সম্পাদন করেন হযরত সাঈদ ইবনুল 'আস (রা)।

এ বছর যে সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির ওফাত হয়

হাসান ইব্ন আলী (রা) ইব্ন আবী তালিব

তাঁর উপনাম ছিল আবূ মুহাম্মদ। তিনি হলেন কুরায়শী হাশিমী এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দৌহিত্র। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রাণপ্রিয় কন্যা ফাতিমা যাহ্রা (রা)-এর পুত্র। হযরত হাসান রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুগন্ধী-সৌরভ। তাঁর চেহারার সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেহারার সর্বাধিক মিল ছিল। তৃতীয় হিজরীর রমযান মাসের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আপন লালা মিলিয়ে তাঁর 'তাহনীক' মিষ্টি মুখ করান। তিনি তাঁর নাম রাখেন হাসান। হযরত হাসান (রা) হলেন তাঁর পিতা-মাতার জ্যেষ্ঠ সন্তান। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাসান (রা)-কে অত্যন্ত আদর করতেন। এমনকি হযরত হাসানের শৈশবাবস্থায় তিনি তাঁর ঠোঁটে চুমু খেতেন। কখনো কখনো তিনি হাসানের জিহ্বা চুষতেন। কোলাকুলি করতেন এবং তাঁর সাথে হাসি-কৌতুক করতেন। মাঝে মাঝে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নামাযেরত থাকা অবস্থায় হযরত হাসান আসতেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পিঠে চড়ে বসতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে পিঠে বসিয়ে রাখতেন এবং তাঁরই কারণে সিজদায় দেরী করতেন। কখনো কখনো হযরত হাসান (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে মিম্বরে উঠে বসতেন।

বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে যে, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) খুত্বা দিচ্ছিলেন। হঠাৎ দেখতে পেলেন হাসান ও হুসায়ন (রা) তাঁর দিকে এগিয়ে আসছেন। তিনি মিম্বর থেকে নেমে তাঁদের নিকট গেলেন এবং তাঁদেরকে কোলে নিয়ে মিম্বরে এসে বসলেন। তারপর তিনি বললেন, মহান আল্লাহ্ যথার্থই বলেছেন, إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ 'নিশ্চয়ই তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি পরীক্ষা বিশেষ।' (সূরা তাগাবুন ঃ ১৫)। আমি দেখলাম, ওরা দু'জন গুটি-গুটি পায়ে এগিয়ে আসছে আর কাপড়ে পেঁচিয়ে পড়ে যাচ্ছে। তা দেখে আমি সইতে পারি নি। তাঁদের নিকট নেমে গেলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, 'তোমরা দু'জন আল্লাহ্র রহমত, তোমরা সম্মানিত হবে এবং তোমরা প্রীতিভাজন হবে।'

সহীহ বুখারীতে আবূ আসিম-উক্বাহ ইব্ন হারিছ থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের কয়েকদিন পরের ঘটনা। হযরত আবূ বকর (রা) মুসল্লীদেরকে নিয়ে আসরের নামায আদায় করলেন। এরপর তিনি এবং হযরত আলী (রা) পায়ে হেঁটে যাত্রা করলেন। হযরত আবূ বকর (রা) দেখতে পেলেন যে, হযরত হাসান (রা) অন্য বাচ্চাদের সাথে খেলা করছেন। তিনি হযরত হাসানকে কাঁধে তুলে নিলেন এবং বলতে লাগলেন, 'ওহ বাবা ! এ যে নবী করীম (সা)-এর মত, আলী (রা)-এর মত নয়।' হযরত আলী (রা) এ কথা শুনছিলেন আর হাসছিলেন।

সুফিয়ান ছাওরী প্রমুখ ওয়াকী আবূ জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূল (সা)-কে দেখেছি, হযরত হাসান (রা) ছিলেন তাঁর মত। ইমাম বুখারী ও মুসলিম ইসমাঈল ইব্ন খালিদের হাদীস উদ্ধৃত করে বলেছেন, ওয়াকী' বলেছেন যে, ইসমাঈল শুধুমাত্র এই হাদীসটি ছাড়া অন্য কোন হাদীস আবূ জুহায়ফা থেকে শুনেন নি।

ইমাম আহমদ যথাক্রমে আবূ দাঊদ তায়ালিসী ইব্ন আবী মুলায়কাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, হযরত ফাতিমা (রা) হযরত হাসানের চুলে আঙুল বুলাতেন এবং বলতেন, ওহ বাবা ! এ যে নবী করীম (সা)-এর মত, আলীর মত নয়। আবদুর রায্যাক ও অন্যরা মা'মার আনাস (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, হযরত হাসান (রা)-এর চেহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেহারার সাথে সবচাইতে বেশি মিল ছিল। ইমাম আহমদ (র) এটি আবদুর রায্যাক থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ.... হাজ্জাজ হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, হযরত হাসানের বুক থেকে মাথা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সবচাইতে বেশি মিল ছিল আর হযরত হুসায়নের বুক থেকে নিম্নের দিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে অধিক মিল ছিল। ইমাম তিরমিযী (র) এটি ইসরাঈল সূত্রে উদ্ধৃত করেছেন, তিনি বলেছেন যে, এটি গরীব পর্যায়ের হাদীস।

আবূ দাঊদ তায়ালিসী বলেছেন, কায়স হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, চেহারা থেকে নাভি পর্যন্ত হযরত হাসান (রা)-এর সবচাইতে বেশি মিল ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে, আর নাভী থেকে নীচের দিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে অধিক মিল ছিল হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-এর। ইব্ন আব্বাস ও ইব্ন যুবায়র থেকে বর্ণিত আছে যে, ইমাম হাসান ইব্ন আলী (রা)-এর সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেহারার মিল ছিল। ইমাম আহমদ (র) হামিম ইব্ন ফুদায়ল......উসামা ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে কোলে নিয়ে তাঁর ডান উরুতে বসাতেন। আর হাসান (রা)-কে বসাতেন অন্য উরুতে। তারপর আমাদের দু'জনের বুকে চেপে ধরে বলতেন-

اَللّٰهُمَّ اَرْحَمْهُمَا فَاِنِّیْ اَرْحَمُهُمَا

'হে আল্লাহ্ ! এ দু'জনকে আপনি দয়া করুন। কারণ আমি এদের দু'জনকে দয়া করছি।

ইমাম বুখারী (র) এরূপ উদ্ধৃত করেছেন, আবূ উসমান নাহ্দী সূত্রে মুহাম্মদ ইব্ন ফুদায়েল থেকে। ইনি আবূ হাযিমের ভাই। ইমাম বুখারী এই হাদীস আলী ইব্ন মাদীনা উসামা সূত্রেও বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে তিনি মূসা ইব্ন ইসমাঈল ও মুসাদ্দাদ থেকে উসামা সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনায় আবূ তামীআহ-এর উল্লেখ নেই। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُحِبُّهُمَا فَاَحِبَّهُمَا

'হে আল্লাহ্ ! আমি এদের দু'জনকে ভালবাসি। আপনিও ওদের দু'জনকে ভালবাসুন।' শু'বা বলেছেন, 'আদি ইব্ন ছাবিত সূত্রে বারা ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখেছি, তখন ইমাম হাসান (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাঁধে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলছিলেন,

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُحِبُّهُ فَاَحِبَّهُ -

'হে আল্লাহ্ ! আমি একে ভালবাসি। সুতরাং আপনিও তাঁকে ভালবাসুন।' তারা দু'জনে এটি শু'বা (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন। আলী ইব্ন জা'দ ফুদায়ল ইব্ন মারযূক সূত্রে 'আদী-এর মাধ্যমে হযরত বারা (রা) থেকে এটি উদ্ধৃত করেছেন। তাতে এতটুকু অতিরিক্ত আছে। وَاَحِبَّ مَنْ اَحَبَّهُ 'এবং হে আল্লাহ্ ! যে ব্যক্তি তাঁকে ভালবাসবে আপনি তাকে ভালবাসুন।' ইমাম তিরমিযী (র) বলেছেন, এটি বিশুদ্ধ উত্তম হাদীস।

ইমাম আহমদ সুফয়ান ইব্ন উয়ায়না আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাসান ইব্ন আলী (রা) সম্পর্কে বলেছেন-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُحِبُّهُ فَاَحِبَّهُ وَاَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ -

'হে আল্লাহ্ ! আমি একে ভালবাসি সুতরাং আপনি তাঁকে ভালবাসুন এবং যাঁরা তাঁকে ভালবাসবে আপনি তাদেরকে ভালবাসুন।' ইমাম মুসলিম এটি আহমদ থেকে এবং তাঁরা দু'জনে এটি শু'বা থেকে উদ্ধৃত করেছেন।

ইমাম আহমদ (র) আবূ নাসর..... আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে মদীনায় এক বাজারে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বাজার থেকে ফিরে এলেন। আমিও তাঁর সাথে ফিরে এলাম। তিনি হযরত ফাতিমার ঘরের আঙ্গিনায় এসে ডেকে বললেন, ওহে বাছাধন ! ওহে বাছাধন ! কিন্তু কেউ কোন উত্তর দিল না। তিনি এগিয়ে গিয়ে উঠানে বসলেন। একটু পর হযরত হাসান (রা) এলেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন যে, আমার মনে হয় গলায় মালা পরিয়ে দেয়ার জন্যে এতক্ষণ মা ফাতিমা তাঁকে ধরে রেখেছিলেন। হযরত হাসান (রা) এলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তিনিও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জড়িয়ে ধরলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন-

اِنِّیْ اُحِبُّهُ وَاَحِبُّ مَنْ يُحِبُّهُ

'আমি একে ভালবাসি এবং যে ব্যক্তি একে ভালবাসে আমি তাকেও ভালবাসি।' তিনি এ কথাটি তিনবার বললেন। তাঁরা দু'জনে এই হাদীসটি সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না সূত্রে আবদুল্লাহ্ থেকে উদ্ধৃত করেছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেছেন, হাম্মাদ আল-খাইয়াত.....আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একদিন আমার হাতে ভর করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বানূ কায়নুকার বাজারে গেলেন। এরপর বাজার থেকে ফিরে এলেন এবং কাপড় মুড়ি দিয়ে মসজিদে বসে রইলেন। এরপর বললেন, বাছাধন কোথায়? ওকে ডেকে আমার নিকট নিয়ে এস। হযরত হাসান (রা) এলেন। তিনি এলেন লাফিয়ে লাফিয়ে, দৌঁড়ে দৌঁড়ে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর মুখে হাসানের মুখ ঢুকিয়ে দিলেন এবং বললেন-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُحِبُّه فَاَحِبُّه وَاَحِبَّ مَنْ يُّحِبُّه ـ

'হে আল্লাহ্ ! আমি একে ভালবাসি, সুতরাং আপনিও তাকে ভালবাসুন এবং যে তাকে ভালবাসবে তাঁকেও ভালবাসুন।' এটি তিনি তিনবার বলেছিলেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, 'আমি যখনই হযরত হাসান (রা)-কে দেখতাম আদরে স্নেহে ভালবাসায় আমার দু'চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ত। আমি কেঁদে ফেলতাম।' এই হদীসটি ইমাম মুসলিমের শর্ত পূরণ করে, তবে তিনি এটি তাঁর গ্রন্থে উদ্ধৃত করেন নি। এভাবে সুফিয়ান ছাওরী (রা)-ও এটি নাঈম.....আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর মু'আবিয়া ইব্‌ন আবী বারূদ এটি তাঁর পিতা সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে কিছুটা বাড়তি কথা আছে। আবূ ইস্‌হাক এটি হারিছ সূত্রে হযরত আলী (রা) থেকে প্রায় এরূপই বর্ণনা করেছেন। উসমান ইব্‌ন আবী লুবাব এটি ইব্‌ন আবী মুলায়কা সূত্রে হযরত আয়েশা (রা) থেকে এরূপই বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে কিছুটা বাড়তি কথা আছে। আবূ ইসহাক হারিছ সূত্রে হযরত আলী (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। সুফিয়ান ছাওরী ও অন্যান্যরা সালিম ইব্‌ন আবী হাফসা সূত্রে আবূ হাযিমের মাধ্যমে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

مَنْ اَحَبَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَقَدْ اَحَبَّنِىْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمَا فَقَدْ اَبْغَضَنِىْ ـ

'যে ব্যক্তি হাসান ও হুসায়নকে ভালবাসে সে মূলত আমাকেই ভালবাসে আর যে ব্যক্তি ওদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, সে মূলত আমার প্রতিই বিদ্বেষ পোষণ করে।' অবশ্য এই সনদে এটি গরীব পর্যায়ের হাদীস।

ইমাম আহমদ (র) ইব্‌ন নুমায়ম হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের নিকট এলেন। তাঁর সাথে ছিলেন হযরত হাসান ও হুসায়ন (রা)। একজন তাঁর ডান কাঁধে অন্যজন অন্য কাঁধে। তিনি একবার একে চুমু খাচ্ছিলেন একবার ওকে। এভাবে তিনি আমাদের নিকট এসে পৌঁছলেন। একজন লোক বলল, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ্ (সা) ! আপনি ওদেরকে খুব আদর করেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন,

مَنْ اَحَبَّهُمَا فَقَدْ اَحَبَّنِىْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمَا فَقَدْ اَبْغَضَنِىْ -

'যে ব্যক্তি ওদের দু'জনকে ভালবাসে সে আমাকে ভালবাসে আর যে ব্যক্তি ওদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে সে আমার প্রতি শত্রুতা পোষণ করে।' ইমাম আহমদ (র) একা এটি উদ্ধৃত করেছেন।

আবূ বকর ইব্‌ন আইয়াশ 'আসিম সূত্রে যিরর্-এর মাধ্যমে আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, কোন কোন সময় এমন হত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নামায আদায় করতেন

তখন হাসান ও হুসায়ন (রা) এসে তাঁর সিজদারত অবস্থায় পিঠে চড়ে বসতেন। উপস্থিত লোকজন তাঁদেরকে ধমক মেরে সরিয়ে দিতে চাইতেন। সালাম ফেরানোর পর লোকজনের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন,

هَذَانِ ابْنَايَ مَنْ اَحَبَّهُمَا فَقَدْ اَحَبَّنِي

'এরা দু'জন আমার বংশধর। যে ব্যক্তি ওদেরকে ভালবাসবে সে আমাকে ভালবাসবে।' ইমাম নাসাঈ (র) এটি উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মূসা আসিম সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হযরত আয়েশা (রা) ও হযরত উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত হাসান (রা), হুসায়ন (রা) এবং তাঁদের মাতা-পিতাকে চাদরের মধ্যে জড়িয়ে বলেছিলেন-

اَللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ اَهْلُ بَيْتِي فَاَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيْرًا ـ

'হে আল্লাহ্ ! এরা আমার পরিবারের সদস্য। আপনি তাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করে দিন এবং তাঁদের পরিপূর্ণভাবে পবিত্র করে দিন।'

মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ বলেছেন, মুহাম্মদ ইব্ন আবদিল্লাহ্ আসাদী জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন-

مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَنْظُرَ اِلَى سَيِّدِ الشَّبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَالْيَنْظُرْ اِلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ـ

'যদি কেউ জান্নাতী যুবকদের নেতাকে দেখতে আগ্রহী হয়, তাহলে সে যেন আলী (রা)-এর পুত্র হাসান (রা)-কে দেখে নেয়।' ওয়াকী' (র) এই হাদীস রাবী' ইব্ন সা'দ জাবীর (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এটির সনদে কোন দোষ নেই। কিন্তু প্রসিদ্ধ হাদীস সংকলকগণ এটি উদ্ধৃত করেন নি।

হযরত আলী (রা), আবূ সাঈদ (রা) ও বুরায়দা (রা)-এর বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

اَلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاَبُوْهُمَا خَيْرٌ مِنْهُمَا ـ

'হাসান এবং হুসায়ন হল জান্নাতী যুবকদের নেতা। তবে তাদের পিতা তাদের চাইতে উত্তম।'

আবূ কাসিম বাগাবী (রা) বলেছেন, দাঊদ ইব্ন আমর ইয়ালা ইব্ন মুররাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একদিন হযরত হাসান এবং হুসায়ন (রা) দু'জন দৌড়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসেছিলেন। একজন অন্যজনের আগে তাঁর নিকট পৌঁছে যান। তিনি তাঁর ঘাড়ের নীচে হাত রেখে তাঁকে বগলের নীচে জড়িয়ে ধরেন। এরপর দ্বিতীয়জন এলেন। তিনি দ্বিতীয় জনের ঘাড়ের নীচে অন্য হাত ঢুকিয়ে তাঁকে বগলের নীচে জড়িয়ে ধরেন। তারপর একে চুমু খেলেন। তারপর ওকে চুমু খেলেন। তারপর বললেন, اَللَّهُمَّ اِنِّي اُحِبُّهُمَا فَاَحِبَّهُمَا 'হে আল্লাহ্ ! আমি এদের দু'জনকেই ভালবাসি। সুতরাং আপনি এই দু'জনকে ভালবাসুন।' এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন,

اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ الْوَلَدَ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ مَجْهَلَةٌ ـ

'হে লোকসকল ! ছেলে মেয়ে হল কৃপণতা, ভীরুতা ও জ্ঞানহীনতা সৃষ্টির মাধ্যম।'

আবদুর রায্যাক মুহাম্মদ ইব্ন আসওয়াদ-এর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত হাসান (রা)-কে কাছে টেনে নিয়ে চুমু খেলেন। তারপর লোকজনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, إِنَّ الْوَلَدَ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ 'ছেলে মেয়ে কৃপণতা ও ভীরুতা সৃষ্টির মাধ্যম।'

ইব্ন খুযায়মা আবদাহ্ ইব্ন আবদিল্লাহ্ আবদুল্লাহ্ ইব্ন বুরায়দার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) খুত্বা দিচ্ছিলেন, এ সময় হাসান (রা) এবং হুসায়ন (রা) মসজিদে প্রবেশ করলেন। তাঁদের গায়ে ছিল লাল জামা। জামা বড় হওয়াতে তাঁরা জামা পেঁচিয়ে হোঁচট খাচ্ছিলেন আর উঠছিলেন। এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মিম্বর থেকে নেমে তাঁদের নিকট গেলেন এবং তাঁদেরকে তুলে এনে মিম্বরে তাঁর কোলে বসালেন। এরপর তিনি বললেন, মহান আল্লাহ্ যথার্থই বলেছেন,

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

'তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো এক পরীক্ষাস্বরূপ। আমি এই বাচ্চা দু'টিকে দেখে স্থির থাকতে পারি নি।' এরপর তিনি পুনরায় খুত্বা শুরু করলেন। ইমাম আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ্ (র) প্রমুখ হুসায়ন ইব্ন ওয়াকিদী সূত্রে এই হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেছেন, এটি গরীব পর্যায়ের হাদীস। এই সনদ ব্যতীত অন্য সনদে এটি বর্ণিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। মুহাম্মদ ইব্ন দামারী এটি যায়দ ইব্ন আকরাম (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে সেই বর্ণনায় শুধু হযরত হাসান (রা)-এর আগমনের কথা আছে। আবদুল্লাহ্ ইব্ন শাদ্দাদ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদেরকে নিয়ে মাগরিব কিংবা ঈশার নামায আদায় করছিলেন। ওই নামাযে এক সিজদায় গিয়ে অনেকক্ষণ থেকে যান, দীর্ঘক্ষণ সিজদায় থাকেন। সালাম ফিরানোর পর লোকজন দীর্ঘক্ষণ সিজদা করার রহস্য জানতে চাইলেন। উত্তরে তিনি বললেন, আমার এই দৌহিত্র অর্থাৎ হাসান (রা) নামাযের মধ্যে আমার পিঠে চড়ে বসে। তাঁর সাধ পূর্ণ হবার আগে তাঁকে পিঠ থেকে নামিয়ে দেয়াটা আমি পছন্দ করি নি। তাই সিজদা দীর্ঘায়িত করেছি।

ইমাম তিরমিযী (র) আবূ যুবায়র সূত্রে জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট গেলাম। তখন তাঁর পিঠে হযরত হাসান এবং হুসায়ন (রা)। তিনি তাঁদেরকে তাঁর পিঠে নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন। আমি বললাম, 'বাহ! কত উত্তম আপনাদের দু'জনের বাহন।' রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, 'এবং কত উত্তম এই দুই আরোহী।' এই হাদীসটি ইমাম মুসলিম-এর শর্ত পূরণ করে, তবে তিনি এটি তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে উল্লেখ করেন নি।

আবূ ইয়ালা আবূ হাশিম ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত হাসান (রা)-কে কাঁধে চড়িয়ে বাইরে বের হলেন। তা দেখে এক লোক বলল, 'বাছাধন! কত উত্তম তোমার বাহন!' রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, 'এবং কত উত্তম এই আরোহী।'

ইমাম আহমদ (র) তালীদ ইব্ন সুলায়মান.....হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আলী (রা), হাসান (রা), হযরত হুসায়ন (রা) ও ফাতিমা (রা)-এর দিকে তাকিয়ে বললেন—

فَـاحَـرْبٌ لِـمَـنْ حَـارَبْـتُـمْ وَحَـارِبْـتُـمْ وَسَـلْـمٌ لِـمَـنْ سَـالَـمْـتُـمْ ـ

'তোমরা যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে আমিও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। আর তোমরা যাদের সাথে শান্তি স্থাপন করবে আমিও তাদের সাথে শান্তি স্থাপন করব।' ইমাম নাসাঈ (র) এই হাদীস আবূ নু'আয়ম থেকে এবং ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) এটি ওয়াকী' থেকে এবং তাঁরা দু'জনে সুফিয়ান ছাওরী সূত্রে আবূ জিহাক দাউদ ইব্ন আবী 'আওফ থেকে বর্ণনা করেছেন। ওয়াকী' আবূ হাযিম সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অসুস্থ অবস্থায় বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত হাসান এবং হুসায়ন (রা) সম্পর্কে বলেছেন-

مَنْ اَحَـبَّـهُـمَـا فَـقَـدْ اَحَـبَّـنِـيْ وَمَنْ اَبْـغَـضَـهُـمَـا فَـقَـدْ اَبْـغَـضَـنِـيْ -

'যে এ দু'জনকে ভালবাসবে সে আমাকে ভালবাসবে আর যে এই দু'জনের প্রতি শত্রুতা পোষণ করবে সে আমার প্রতি শত্রুতা পোষণ করবে।' বর্ণনাকারী আসবাত এই হাদীস সুদ্দী যায়দ ইব্ন আরকাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

বাকিয়্যা বুজায়র মিক্‌দাম ইব্ন মা'দী কারাব থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি হুসায়ন (রা)-কে বলতে শুনেছি—

اَلْـحَـسَـنُ مِـنِّـيْ وَالْـحُـسَـيْـنُ مِنْ عَـلِـيٍّ -

'হাসান আমার ন্যায় আর হুসায়ন আলী (রা)-এর ন্যায়।' অবশ্য এই হাদীস শব্দ এবং অর্থ উভয় দিক থেকে অন্যান্য হাদীসের বিপরীত এবং এতে অগ্রহণযোগ্যতা রয়েছে।

ইমাম আহমদ (র) বলেছেন, মুহাম্মদ ইব্ন আবী 'আদী উমায়র ইব্ন ইস্‌হাক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, 'একদিন আমি হযরত হাসান ইব্ন আলী (রা)-এর সাথে ছিলাম। তখন আবূ হুরায়রা (রা)-এর সাথে আমাদের সাক্ষাত হল। আবূ হুরায়রা (রা) হযরত হাসান (রা)-কে বললেন, আমাকে একটু আপনার সেই স্থানটি দেখান যেখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা) চুম্বন করতেন। আমি ওই স্থানটি চুম্বন করব।' হযরত হাসান (রা) তাঁর জামা উপরে তুললেন। আবূ হুরায়রা (রা) তাঁর নাভিতে চুম্বন করলেন। এই বর্ণনাটি ইমাম আহমদ (র) একা উদ্ধৃত করেছেন। এরপর তিনি ইসমাঈল ইব্ন উলাইয়া সূত্রে ইব্ন 'আওফ থেকে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ (র) হাশিম ইব্ন কাসিম মু'আবিয়া (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখেছি তিনি হযরত হাসান (রা)-এর জিহবা অন্য বর্ণনায় ঠোঁট চুষছিলেন। যে জিহবা অথবা যে ঠোঁট দু'টো রাসূলুল্লাহ্ (সা) চুষছিলেন সেগুলো কখনো আযাব ভোগ করবে না। সহীহ গ্রন্থে আবূ বাক্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, আর ইমাম আহমদ (র) হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন-

اِنَّ ابْـنِـيْ هَـذَا سَـيِّـدٌ وَلَـعَـلَّ اللهَ اَنْ يُـصْـلِـحَ بِـهِ بَـيْـنَ فِـئَـتَـيْـنِ عَـظِـيْـمَـتَـيْـنِ مِنَ الْـمُـسْـلِـمِـيْـنَ ـ

'আমার এই দৌহিত্র হল- জননেতা পথ প্রদর্শক। নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ তার মাধ্যমে দু'টো বিরাট মুসলিম দলের মধ্যে মীমাংসার ব্যবস্থা করবেন।' "নবূওয়াতের দলীল" অধ্যায়ে এই হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে এবং একটু পূর্বে আমীর মু'আবিয়ার সমর্থনে হযরত হাসানের খিলাফত ত্যাগ প্রসঙ্গেও হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে।' রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর

সত্যায়নস্বরূপ ওই আপোষ মীমাংসা বাস্তবায়িত হয়েছে। আমাদের কিতাব 'দালাইল আন নুবূওয়াত' গ্রন্থেও আমরা এই হাদীস উল্লেখ করেছি।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হযরত হাসান (রা)-কে সম্মান করতেন। শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন, ভালবাসতেন এবং তাঁর জন্যে নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-ও তাই করতেন। ওয়াকিদী মূসা ইব্ন মুহাম্মদ সূত্রে তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উমর (রা) যখন সরকারী কোষাগার ও রাজস্ব বিভাগ প্রবর্তন করে ভাতা ব্যবস্থার প্রচলন করেন, তখন তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী যোদ্ধাদের সমহারে হযরত হাসান এবং হুসায়ন (রা)-এর প্রত্যেকের জন্যে ৫০০০ দিরহাম করে সরকারী ভাতা নির্ধারণ করে দেন। তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা)-ও ইমাম হাসান (রা) ও হুসায়ন (রা)-কে সম্মান করতেন, ভালবাসতেন। শেষ জীবনে হযরত উসমান (রা) যখন কার্যত গৃহবন্দী অবস্থায় তখন হযরত হাসান (রা) অন্যদের সাথে গলায় তরবারি ঝুলিয়ে বিদ্রোহীদের আক্রমণ থেকে তাঁকে রক্ষা করার জন্যে খলীফার দরজায় প্রহরারত ছিলেন। এতে খলীফা উসমান (রা) আশংকা করলেন, না জানি বিদ্রোহীদের আক্রমণে হযরত হাসান (রা)-এর কোন ক্ষতি হয়। তাই তিনি কসম করে তাঁকে নিজ গৃহে ফিরে যাবার অনুরোধ করলেন। খলীফা উসমান (রা) এ অনুরোধ করেছিলেন হযরত আলী (রা)-এর মানসিক প্রশান্তির লক্ষ্যে এবং হযরত হাসান (রা)-এর জীবনের ঝুঁকির আশংকায়।

হযরত আলী (রা) নিজে তাঁর পুত্র হাসানকে খুবই সম্মান করতেন, মর্যাদা দিতেন। একদিন তিনি হযরত হাসান (রা)-কে বললেন, বৎস ! তুমি একটু খুত্বা দাও, আমি তা শুনব। হযরত হাসান (রা) বললেন, আব্বা আপনি সামনে থাকলে আমার তো খুত্বা দিতে লজ্জা করে। হযরত আলী (রা) আড়ালে গিয়ে বসলেন, যেখান থেকে খুত্বা শোনা যায়। হযরত হাসান (রা) দাঁড়িয়ে খুত্বা দিতে শুরু করলেন। আড়াল থেকে হযরত আলী (রা) তা শুনছিলেন। তিনি একটি সারগর্ভ ও সুন্দর খুত্বা দিলেন। খুত্বা শেষ হবার পর খুশি মনে হযরত আলী (রা) বললেন, এরা একে অপরের বংশধর, আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বোত্তম। হযরত হাসান ও হুসায়ন (রা) যখন কোন বাহনে আরোহণ করতেন তখন হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ঐ বাহনের রেকাব ধরে থাকতেন। এতে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করতেন। হযরত হাসান ও হুসায়ন (রা) যখন বায়তুল্লাহ্ শরীফ তাওয়াফ করতেন তখন তাঁদেরকে দেখার জন্যে লোকের প্রচণ্ড ভিড় জমে যেত। লোকজন যেন তাঁদের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়বে এমন অবস্থা সৃষ্টি হত। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) বলতেন, হযরত হাসান (রা)-এর মত শিষ্য কোন মহিলা গর্ভে ধারণ করে নি।

অন্যরা বলেছেন, হযরত হাসান (রা)-এর নিয়ম ছিল যে, মসজিদ-ই নববীতে ফজরের নামায আদায় করার পর তিনি সূর্যোদয় পর্যন্ত জায়নামাযে বসে আল্লাহর যিকির করতেন। সমকালীন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ তাঁর সাথে বসতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন। এরপর তিনি উঠে গিয়ে নবী করীম (সা)-এর সহধর্মিণীদের সাথে সাক্ষাত করতেন, তাঁদেরকে সালাম জানাতেন। মাঝে মাঝে তাঁরা তাঁকে কিছু হাদিয়া-তোহ্ফা দিতেন। মুসলমানদেরকে রক্তপাত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে থেকে বাঁচাবার জন্যে তিনি যখন আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর সমর্থনে নিজে খিলাফত ছেড়ে দিলেন, তখন মু'আবিয়া (রা) প্রতি বছর তাঁর জন্যে উপহার-উপঢৌকন ও ভাতা পাঠাতেন। হযরত হাসান (রা) ভাতা গ্রহণের জন্যে মু'আবিয়া

(রা)-এর নিকট যেতেন। কখনও কখনও ঐ ভাতার পরিমাণ ৪ লক্ষ দিরহামে পৌঁছত এবং অতিরিক্ত আরো ১ লক্ষ দিরহাম প্রতি বছর প্রেরণ করতেন। এক বছর আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট যেতে পারলেন না। এদিকে ভাতা প্রেরণের সময় হয়ে গেল। হযরত হাসানের জীবন যাত্রার জন্যে তখন অর্থের প্রয়োজন। বস্তুত তিনি অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। তিনি ভাতার কথা উল্লেখ করে আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট পত্র লিখতে মনস্থ করলেন। ঐ রাতে তিনি ঘুমের মাঝে দেখতে পেলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বলছেন, 'বৎস ! সৃষ্টিকর্তাকে বাদ দিয়ে তুমি কি তোমার প্রয়োজনের কথা সৃষ্ট ব্যক্তির নিকট লিখতে যাচ্ছ' এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে একটি দু'আ শিখিয়ে দিলেন যা দ্বারা তিনি আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা জানাবেন। তারপর হযরত হাসান (রা) মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট চিঠি লিখার যে ইচ্ছা করেছিলেন তা পরিত্যাগ করলেন। এদিকে হাসান (রা)-এর ভাতা প্রদানের বিষয়টি মু'আবিয়া (রা)-এর স্মরণ হল। তিনি খোঁজ নিয়ে দেখলেন যে, এবার হযরত হাসান (রা) ভাতা নিতে আসেন নি। তিনি এবার দুই লক্ষ দিরহাম হাসান (রা)-এর প্রতি পাঠানোর নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন যে, সম্ভবত অর্থ কড়ির অধিক প্রয়োজনের কারণে ইমাম হাসান (রা) এবার আসতে পারেন নি। ফলে চাওয়া ব্যতীত ঐ ভাতা হযরত হাসান (রা)-এর নিকট প্রেরিত হল।

সালিহ ইব্ন আহমদ বলেছেন, আমি আমার বাবাকে বলতে শুনেছি, 'হযরত আলী (রা)-এর পুত্র হাসান মদীনার নাগরিক। তিনি আস্থাভাজন ও বিশ্বস্ত লোক।' ইব্ন আসাকির তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে একথা উল্লেখ করেছেন। ঐতিহাসিকগণ বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত হাসান (রা)-এর ধন-সম্পদকে তিনবার বণ্টন করিয়েছেন এবং হাসান (রা) দু'বার তাঁর ধন-সম্পদ বিলিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি ২৫ বার পায়ে হেঁটে হজ্জ করেছেন। সফরকালে বড় বড় উটগুলো তাঁর সম্মুখে থাকত। আল্লামা বায়হাকী (র) এটি উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমায়র সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

আলী ইব্ন যায়দ ইব্ন জাদ'আন বলেছেন যে, ইমাম বুখারী (র) তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে সনদহীনভাবে উল্লেখ করেছেন যে, হযরত হাসান (রা) পায়ে হেঁটে হজ্জ করেছেন আর উটগুলো তাঁর সম্মুখে চলছিল। দাঊদ ইব্ন রাশীদ হাফস সূত্রে জা'ফর ইব্ন মুহাম্মদের পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, হযরত হাসান (রা) হজ্জ করেছেন পায়ে হেঁটে। বড় বড় উটগুলো চলত তাঁর সম্মুখে। আর তাঁর উটগুলো চলত তাঁর পাশে।

আব্বাস ইব্ন ফাদল হাসান ইব্ন আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, 'মহান আল্লাহ্র গৃহে পায়ে হেঁটে যাওয়া ব্যতীত আমি মৃত্যুর পর তাঁর সাথে সাক্ষাত করব তাতে আমি লজ্জাবোধ করি। এ সূত্রে ২০ বার তিনি হজ্জ শেষে পায়ে হেঁটে মদীনায় আসেন।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, হযরত হাসান (রা) তাঁর কোন কোন খুত্বায় সূরা ইবরাহীম পাঠ করতেন। প্রতি রাতে ঘুমানোর পূর্বে তিনি সূরা কাহ্ফ পাঠ করতেন। তাঁর নিকট রক্ষিত একটি ফলক থেকে দেখে দেখে তিনি এই সূরা পাঠ করতেন। তাঁর স্ত্রীদের নিকট যেখানে তিনি যেতেন ঐ লিপি ফলক সেখানে তাঁর সাথে থাকত। তারপর নিজ বিছানায় শুয়ে ঘুমানোর পূর্বে তিনি ঐ সূরা পাঠ করতেন। দানশীলতায় তিনি ছিলেন বড় মাপের দানশীল।

মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন বলেছেন, কোন কোন সময় হযরত হাসান ইব্ন আলী (রা) এক ব্যক্তিকে এক লক্ষ দিরহাম দান করতেন। সাঈদ ইব্ন আবদুল আযীয বলেছেন, একদিন হযরত হাসান (রা) তাঁর পাশে থাকা এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে মহান আল্লাহ্র কাছে ১০

হাজার দিরহাম প্রদানের আবেদন জানাচ্ছেন। এটি শুনে হযরত হাসান (রা) নিজ গৃহে গমন করলেন এবং লোকটির জন্যে ১০ হাজার দিরহাম পাঠিয়ে দিলেন।

ইতিহাসবিদগণ বলেছেন যে, একদিন হযরত হাসান (রা) এক কালো বর্ণ ক্রীতদাসকে দেখলেন যে, সে একটি রুটি খাচ্ছে। তার পাশে ছিল একটি কুকুর। যুবকটি নিজে এক লোকমা খাচ্ছেন আর কুকুরকে এক লোকমা খাওয়াচ্ছেন। পালাক্রমে সে রুটি খাচ্ছিলেন আর কুকুরকে খাওয়াচ্ছিলেন। হযরত হাসান (রা) বললেন, কিসে তুমি এ মহৎ কাজে উৎসাহিত হয়েছো? যুবকটি বলল, 'আমি খাব আর কুকুরটি উপোস থাকবে এটি আমার নিকট লজ্জাকর মনে হচ্ছে। তাই এমনটি করছি। হযরত হাসান (রা) যুবকটিকে বললেন, 'আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি এখানে থাক।' হযরত হাসান (রা) গেলেন ক্রীতদাসটির মালিকের নিকট। তার নিকট থেকে ক্রীতদাসটিকে ক্রয় করে নিয়ে তাকে মুক্ত করে দিলেন। যে বাগানে তিনি ছিলেন ওই বাগানটিও ক্রয় করে তাকে দান করে দিলেন। ক্রীতদাসটি বলল, ওহে আমার মালিক ! যার সন্তুষ্টির জন্যে আপনি আমাকে এই বাগান দান করেছেন তাঁরই সন্তুষ্টির জন্যে আমি এই বাগান দান করে দিলাম।

ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন যে, হযরত হাসান (রা) বহু বিবাহকারী লোক ছিলেন। সব সময় চারজন স্বাধীন মহিলা তাঁর স্ত্রী হিসেবে থাকতেনই। তিনি বহু স্ত্রীকে তালাক প্রদান করেছেন। কথিত আছে যে, তিনি সর্বমোট ৭০ জন মহিলাকে বিবাহ করেছিলেন।[১] তাঁরা আরো বলেছেন যে, একদিন তিনি তাঁর দু'জন স্ত্রীকে তালাক প্রদান করেছিলেন। একজন ছিল বানূ আসাদ গোত্রের অন্যজন বানূ ফাযারা গোত্রের। তারপর তিনি ওদের প্রত্যেককে ১০ হাজার দিরহাম ও কয়েক বোতল মধু প্রদান করেছিলেন। তিনি তাঁর সেবককে বলেছিলেন, ওরা কি মন্তব্য করে তা তুমি মনোযোগ দিয়ে শুনবে। বস্তুত বানূ ফাযারা গোত্রের মহিলাটি উপহার পেয়ে বলেছিল, 'আল্লাহ্ তা'আলা হযরত হাসান (রা)-কে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন।' সে হযরত হাসান (রা)-এর জন্যে আরো দু'আ ও কল্যাণ কামনা করেছিল। অন্যদিকে বানূ আসাদ গোত্রের মহিলাটি বলেছিল, 'একজন ভালবাসার মানুষের সাথে বিচ্ছেদের মোকাবেলায় নিতান্তই তুচ্ছ।' তাঁর সেবক ফিরে এসে উভয়ের বক্তব্য জানাল। পরবর্তীতে হযরত হাসান (রা) বানূ আসাদ গোত্রের মহিলাটিকে দাম্পত্য জীবনে ফিরিয়ে নিলেন এবং বানূ ফাযারা গোত্রের মহিলাটিকে ত্যাগ করলেন। হযরত আলী (রা) কুফার অধিবাসী লোকদেরকে বলতেন, 'তোমাদের মহিলাদেরকে হযরত হাসান (রা)-এর নিকট বিয়ে দিও না। কারণ সে একজন অতিশয় তালাক দানকারী পুরুষ।' উত্তরে তারা বলত, 'আমীরুল মু'মিনীন ! আল্লাহ্র কসম ! হযরত হাসান (রা) যদি প্রতিদিন আমাদের মহিলাদেরকে বিয়ে করতে চাইতেন তবে তাদের সকলকে আমরা তাঁর নিকট বিয়ে দিয়ে দিব আর তা শুধু এই উদ্দেশ্যে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরিবারের সাথে যেন আমরা বিবাহ সূত্রে আত্মীয় হতে পারি।

কথিত আছে যে, একদিন হযরত হাসান (রা) তাঁর স্ত্রীদের সাথে ছাদের উপর ঘুমিয়ে ছিলেন। ঐ স্ত্রীর নাম ছিল খাওলা বিন্ত মানযূর ফাযারী। কেউ বলেছেন, হিন্দা বিন্ত সুহায়ল। ঘুমন্ত অবস্থায় মহিলাটি তার ওড়না দ্বারা হযরত হাসান (রা)-এর পা তার নুপুরের

---

১. আহলে বায়তের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী লোকজনের তীব্র আকাঙ্ক্ষাই ছিল-এর অন্যতম কারণ, যেমনটি পরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়।

সাথে বেঁধে রাখে। হযরত হাসান ঘুম থেকে জেগে এ অবস্থা দেখে স্ত্রীকে বললেন, 'ব্যাপার কি, এমন করেছ কেন?' এই ভয়ে করেছি যে, আপনি ঘুমের ঘোরে যদি উঠে পড়েন এবং অসতর্ক হয়ে ছাদ থেকে পড়ে যান, তাহলে আমি তো নিকৃষ্টতম আরব মহিলারূপে চিহ্নিত হয়ে যাব।' তার এই উত্তরে হযরত হাসান (রা) খুব খুশি হলেন এবং মহিলাটিকে নিয়ে অনবরত সাতদিন দাম্পত্য জীবন-যাপন করলেন। আবূ জা'ফর বাকির বলেছেন, এক লোক হযরত হুসায়ন ইব্‌ন ইব্‌ন আলী (রা)-এর নিকট কোন এক প্রয়োজনে তাঁর সাহায্য নিতে এসেছিল, হযরত হুসায়ন (রা) ই'তিকাফে ছিলেন। ফলে তিনি সাহায্য করতে অপরাগতা প্রকাশ করলেন। লোকটি সাহায্যের জন্যে হযরত হাসান (রা)-এর নিকট গেল। সে তাঁর নিকট সাহায্য চাইল। তিনি তার প্রয়োজন পূর্ণ করে দিলেন এবং বললেন, 'আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমার একজন ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করে দেয়া আমার নিকট এক মাসের ই'তিকাফের চাইতেও অধিক প্রিয়।

হুশায়ম মানসূর সূত্রে ইব্‌ন সীরীন থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, হাসান ইব্‌ন আলী (রা) কাউকে তাঁর খাবারের সাথে খেতে ডাকতেন না। তিনি বলতেন যে, তাঁর নিকট কাউকে ডাকা হবে তার চাইতে তিনি অধম।

আবূ জা'ফর (র) বলেছেন যে, হযরত আলী (রা) বলেছেন, 'হে কূফার অধিবাসীবৃন্দ ! 'তোমরা তোমাদের কোন মহিলাকে হাসান (রা)-এর নিকট বিয়ে দিও না। কারণ সে অধিকহারে স্ত্রীদেরকে তালাক দেয়।' তখন হামাযান গোত্রের এক লোক বলল, 'আল্লাহ্‌র কসম ! আমরা অবশ্যই তাঁর নিকট আমাদের মেয়েদেরকে বিয়ে দিব। তারপর যাকে তাঁর রাখতে মন চায়, রাখবেন আর যাকে ইচ্ছা তালাক দিবেন।'

আবূ বকর খারাইতী তাঁর "মাকারিমু আখলাক" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ইবরাহীম ইব্‌ন মুনযির মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার হাসান ইব্‌ন আলী (রা) একজন মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। তারপর তাঁকে ১০০ টি দাসী দিয়েছিলেন। প্রত্যেক দাসীর সাথে ১০০০ দিরহাম করে দিয়ে দিলেন।

আবদুর রায্‌যাক হাসান ইব্‌ন সা'দের পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, 'হযরত হাসান ইব্‌ন আলী (রা) তাঁর তালাক দেয়া দু'জন স্ত্রীকে দশ হাজার দশ হাজার করে বিশ হাজার দিরহাম ও বহু বোতল মধু উপহার দিয়েছিলেন। ওদের একজন বলেছিল, রাবী বলেন, আমার মনে হয় সে ছিল হানাফিয়া, 'একজন অকৃতিম বন্ধুর বিচ্ছেদের বিপরীতে এ তো একেবারেই নগণ্য।'

ওয়াকিদী বলেছেন, আলী ইব্‌ন উমর আলী ইব্‌ন হুসায়ন থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, 'হযরত হাসান (রা) স্ত্রীদেরকে অধিকহারে তালাক দিতেন। যত স্ত্রীকেই তিনি তালাক দিতেন সবাই কিন্তু তাঁকে অধিকহারে ভালবাসত জুওয়াইরিয়া ইব্‌ন আস্‌মা (রা) বলেছেন 'হযরত হাসান (রা)-এর ইন্‌তিকালের পর তাঁর জানাযায় মারওয়ান কাঁদছিলেন। তখন হুসায়ন (রা) বলেছিলেন, 'একি আপনি হাসান (রা)-এর মৃত্যুতে কাঁদছেন ! অথচ আপনি তাঁকে চিবিয়ে খেতে চেয়েছেন। উত্তরে মারওয়ান একটি পাহাড়ের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছিলেন, আমি তো এই আচরণ করতাম এটির চেয়েও অর্থাৎ পাহাড়ের চেয়েও অধিক ধৈর্যশীল এক ব্যক্তির প্রতি।'

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ যথাক্রমে ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম আসাদী, ইব্‌ন আওন, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, কারো সাথে আলাপকালে তিনি আল্লা

আলাপ করুন, এমন প্রিয় মানুষ আমার নিকট হাসান ব্যতীত অন্য কেউ নয়। আমি তাঁকে কোন দিন অশ্লীল কথা বলতে শুনি নি, শুনেছি মাত্র একবার ; তখন তাঁর এবং আমর ইব্‌ন উসমানের মাঝে বিবাদ চলছিল। তখন তিনি বলেছিলেন যে, আমাদের নিকট শুধু তাই রয়েছে যা তাঁর জন্যে 'শুধু অপমানকর।' চরম অশ্লীলরূপে শুধু এটুকুই আমি তাঁর মুখে শুনেছি।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ ফাদল ইব্‌ন দাকীন রাযীন, ইব্‌ন সিওয়ার থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, হযরত হাসান (রা) এবং মারওয়ানের মধ্যে বিবাদ ছিল। মারওয়ান এক সূত্রে হযরত হাসানকে অনেক কটু ও কঠোর কথা বলছিল আর হযরত হাসান (রা) নিরবে সব সহ্য করেন। এক পর্যায়ে মারওয়ান ডান হাতে তাঁর নাকের ময়লা পরিষ্কার করল। তখন হযরত হাসান (রা) তাঁকে বললেন, আফসোস ! তুমি কি যান না যে, ডান হাত মুখমণ্ডলের জন্যে আর বাম হাত লজ্জাস্থানের জন্যে। দুঃখ তোমার জন্যে।' তখন মারওয়ান চুপ হয়ে যায়।

আবুল আব্বাস মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযিদ আল মাবরাদ বলেছেন যে, হাসান ইব্‌ন আলী (রা)-কে বলা হয়েছিল যে, আবু যিরা তো বলে থাকেন, 'ধন-সম্পদ অপেক্ষা দারিদ্র্য আমার নিকট অধিকতর প্রিয়, সুস্থতা অপেক্ষা রুগ্নতা আমার অধিক প্রিয়।' তখন হযরত হাসান (রা) বলেছিলেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা আবূ যিরাকে দয়া করুন। আমি বরং বলি আল্লাহ্ তা'আলা যার জন্যে যা কল্যাণকর হিসেবে মঞ্জুর করেন তার উপর যে নির্ভর করে সে কখনও আল্লাহ্‌র মঞ্জুর করা বিষয়ের বিপরীতটি কামনা করবে না। এ পর্যায়টি হল আল্লাহ্‌র ফায়সালায় রাযী থাকার পর্যায় এবং এটি দ্বারা আল্লাহ্‌র ফায়সালা সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়।

আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্‌ন কায়মান আল আসাম্ম বলেছেন যে, হযরত হাসান (রা) একদিন তাঁর সাথীদেরকে বললেন, আমি আমার এক ভাই সম্পর্কে আপনাদেরকে বলব যে, ভাইটি আমার নিকট মহান ব্যক্তিত্ব। আমার দৃষ্টিতে তাঁর মাহাত্ম্য এ জন্যে যে, তিনি দুনিয়াকে নিতান্ত তুচ্ছ ও অবজ্ঞার পাত্র মনে করেন। তিনি তাঁর পেটের কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত। ফলে যা পান না তা তিনি চান না, আর যতটুকু পান তার অতিরিক্ত চান না। তিনি তাঁর যৌনাচারের কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত। ফলে যৌন কামনায় মাতাল হয়ে তাঁর বিবেক ও বিচার-বুদ্ধিকে গুরুত্বহীন করেন না। তিনি তাঁর আত্মার কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত, ফলে নিশ্চিত কল্যাণ না জেনে তিনি কোন কিছুর দিকে হাত বাড়ান না এবং পুণ্য না হলে সে দিকে তিনি অগ্রসর হন না। তিনি কারো প্রতি অসন্তুষ্ট হন না এবং কাউকে ধমক দেন না। উলামা-ই কিরামের মজলিসে গেলে বলার চেয়ে শুনতে বেশি আগ্রহী থাকেন। তিনি কখনও কখনও কথা বলতে ব্যর্থ হন বটে কিন্তু নিজেকে নিরব রাখতে ব্যর্থ হন না। অধিকাংশ সময় তিনি চুপ থাকতেন। কথা বলতে গেলে অন্যদেরকে বলার সুযোগ দেন। তিনি কোন দাবীতে অন্যকে শরীক করেন না। কোন ঝগড়া বিবাদে নিজেকে জড়ান না। কোন একটি প্রমাণের পেছনে ঝুলে থাকেন না। তিনি বরং একক প্রমাণকে মনে করেন এটি এমন একটি বিচারক যে, তাই বলে যা সে করে না আর তাই করে যা সে বলে না। সম্মান ও মর্যাদার খাতিরে তাঁর ভাই-বোনদের সম্পর্কে তিনি গাফেল থাকেন না। ওদেরকে বাদ দিয়ে এককভাবে নিজে কিছু গ্রহণ করেন না। কোন অযোগ্য ব্যক্তিকে তিনি সম্মান করেন না। দু'টো বিষয় তাঁর সম্মুখে এলে তাঁর কোনটি অধিকতর হক ও সত্য তা তিনি দেখেন না। তিনি বরং দেখেন কোনটি তাঁর কু-প্রবৃত্তির কাছাকাছি, তারপর তিনি সেটির বিরোধিতা করেন।' ইব্‌ন আসাকির ও খবিস এটি বর্ণনা করেছেন।

আবূ ফারাজ আল-মুআকী ইব্ন যাকারিয়া হারীরী বলেছেন, মুহাম্মদ ইব্ন আবদিল্লাহ্ আবূ রাজা হারিস ইব্ন আওয়ার থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, হযরত আলী (রা) তাঁর পুত্র হাসান (রা)-কে মানবতাবোধ ও সৌজন্যমূলক আচরণ সম্পর্কে কতেক প্রশ্ন করেছিলেন, এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, 'বৎস ! সরলতা কী?' হযরত হাসান বলেন, 'বাবা ! সরলতা হল ভাল আচরণ দ্বারা মন্দ আচরণের জবাব দেয়া।' হযরত আলী (রা) বললেন, 'ভদ্রতা কী?' হাসান (রা) বললেন, 'ভদ্রতা হল আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং ওদের দায়-দেনার বোঝা নিজের কাঁধে তুলে নেয়া।' হযরত আলী (রা) বললেন, 'নীচতা কী?' হাসান (রা) বললেন, 'নীচতা হল স্বল্প পরিসরে দৃষ্টি সীমিত রাখা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিছু অন্যকে প্রদানে বিরত থাকা।' হযরত আলী (রা) বললেন, 'সমালোচনাযোগ্য কাজ কী?' হাসান (রা) বললেন, 'তা হল স্ত্রীর জন্যে দেদারছে ব্যয় করা আর নিজেকে বঞ্চিত রাখা।' হযরত আলী (রা) বললেন, 'দানশীলতা কী?' হাসান (রা) বললেন, 'সচ্ছলতা ও অভাব সর্বাবস্থায় দান করা।' হযরত আলী (রা) বললেন, 'কার্পণ্য কী?' হাসান (রা) বললেন, 'হাতে নগদ যা আছে তাকে অল্প মনে করা আর যা ব্যয় করা হয়েছে সেটাকে নষ্ট হয়েছে মনে করা।' হযরত আলী (রা) বললেন, 'ভ্রাতৃত্ব কী?' হাসান (রা) বললেন, 'সুখে ও দুঃখে অঙ্গীকার পালন করা।' হযরত আলী (রা) বললেন, 'কাপুরুষতা কী?' হাসান (রা) বললেন, 'বন্ধুর বিরুদ্ধে বীরত্ব দেখানো আর শত্রুর বিরুদ্ধে মাথা নত করা।' হযরত আলী (রা) বললেন, 'সাফল্য কিসে?' হাসান (রা) বললেন, 'তাকওয়া ও আল্লাহ্ভীতির প্রতি আকর্ষণ এবং দুনিয়ার প্রতি বিমুখ হওয়া।'

হযরত আলী (রা) বললেন, 'ধৈর্য কী?' হাসান (রা) বললেন, 'ক্রোধ সংবরণ ও আত্মনিয়ন্ত্রণ।' হযরত আলী (রা) বললেন, 'অভাব মুক্তি কী?' হাসান (রা) বললেন, 'আল্লাহ্ যা বণ্টন করে দিয়েছেন, তাতে পরিতৃপ্ত থাকা সেটি কম হলেও। কারণ অভাব মুক্তি হল মনের অভাব মুক্তি।' হযরত আলী (রা) বললেন, 'দারিদ্র্য ও অভাব কী?' হাসান (রা) বললেন, 'সকল ক্ষেত্রে লোভী হওয়া।' হযরত আলী (রা) বললেন, 'প্রতিরক্ষা কী?' হাসান (রা) বললেন, 'প্রচণ্ড যুদ্ধ ও কঠোরতম শত্রুকে পরাজিত করা।' হযরত আলী (রা) বললেন, 'হীনতা কী?' হাসান (রা) বললেন, 'প্রয়োজনের সময় ঘাবড়ে যাওয়া।' হযরত আলী (রা) বললেন, 'সাহসিকতা কী?' হাসান (রা) বললেন, 'সমবয়সী ও সতীর্থদের সাথে মিলে মিশে থাকা।' হযরত আলী (রা) বললেন, 'ভড়ং কী?' হাসান (রা) বললেন, 'অপ্রয়োজনীয় ও নিরর্থক বিষয়ে কথা বলা।' হযরত আলী (রা) বললেন, আভিজাত্যতা কী?' হাসান (রা) বললেন, জরিমানা আদায় করা আর অন্যের দোষ ক্ষমা করা।' হযরত আলী (রা) বললেন, 'গভীর জ্ঞান কী?' হাসান (রা) বললেন, 'অর্জিত সকল বিষয় স্মরণ রাখা।' হযরত আলী (রা) বললেন, 'ফাটল কী?' হাসান (রা) বললেন, 'নিজের নেতার সাথে শত্রুতা পোষণ করা এবং তার বিরুদ্ধে উচ্চস্বরে কথা বলা।' হযরত আলী (রা) বললেন, প্রশংসাযোগ্য কাজ কী?' হাসান (রা) বললেন, সুন্দরের বাস্তবায়ন অসুন্দরের বর্জন।' হযরত আলী (রা) বললেন, 'বুদ্ধিমত্তা কী?' হাসান (রা) বললেন, 'উচ্চপদস্থদের সাথে বিনীত আচরণ করা এবং নেতিবাচক সংশয়ের প্রেক্ষাপটে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ থেকে নিজেকে রক্ষা করা হল বুদ্ধিমত্তা।' হযরত আলী (রা) বললেন, 'আভিজাত্যতা কী?' হাসান (রা) বললেন, 'ভ্রাতৃবর্গকে সহযোগিতা করা এবং প্রতিবেশীর অধিকার রক্ষা করা।' হযরত আলী (রা) বললেন, 'মূর্খতা কী?' হাসান (রা) বললেন, 'হীন ও তুচ্ছ বিষয়ে অনুগামী হওয়া এবং বিপথগামী লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করা।' হযরত আলী (রা) বললেন, 'উদাসীনতা কী?' হাসান (রা) বললেন, 'মসজিদের পথ পরিহার করে ভ্রান্ত পথে

চলা।' হযরত আলী (রা) বললেন, বঞ্চনা কী?' হাসান (রা) বললেন, 'লাভজনক বস্তু সামনে আসার পরও সেটি প্রত্যাখ্যান করা।' হযরত আলী (রা) বললেন, 'নেতা কী?' হাসান (রা) বললেন, 'যে ব্যক্তি মালের ব্যাপারে উদাসীন ও সমাজের সেবায় সদা নিয়োজিত, বেকুফ ও মূর্খ লোকেরা গালি দিলেও যে রাগ করে না, উত্তর দেয় না।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর হযরত আলী (রা) বললেন, হে বৎস ! আমি তো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি–

لاَفَقْرَ اَشَدُّ مِنَ الْجَهْلِ وَلاَ مَالِ اَفْضَلُ مِنَ الْعَقْلِ وَلاَ وَحْدَةَ اَوْحَشُ مِنَ الْعَجْبِ وَلاَ مُظَاهَرَةُ اَوْثَقُ مِنَ الْمُشَاوَرَةَ وَلاَ عَقْلَ كَالتَّدْبِيرِ ـ وَلاَ حَسَبَ كَحُسْنِ الْخُلُقِ وَلاَ وَرَعَ كَالْكَفِ وَلاَ عِبَادَةَ كَالتَّفَكُّرِ ـ وَلاَ اِيْمَانَ كَالْحَيَاءِ وَرَاْسُ الاِيْمَانِ الصَّبْرُ وَاٰفَةُ الْحَدِيْثِ الْكِذْبُ وَاٰفَةُ الْعِلْمِ النِّسْيَانُ ـ وَاٰفَةُ الْحِلْمِ اَلسَّفَةُ وَاٰفَةُ الْعِبَادَةِ اَلْفِتْرَةُ وَاٰفَةُ الظَّرْفِ اَلصَّلْفِ وَاٰفَةُ الشُّجَاعَةِ اَلْبُغْىَ وَاٰفَةُ السَّمَاحَةِ اَلْمَنُّ وَاٰفَةُ الْجَمَالِ اَلْخُنْيَالُءُ وَاٰفَةُ الْحُبِّ اَلْفَخْرُ ـ

অজ্ঞতার চাইতে কঠিন দারিদ্র্য নেই। বিদ্যার চাইতে উত্তম সম্পদ নেই। আত্মশ্লাঘার চাইতে ভয়ানক নির্জনতা নেই। পরামর্শের চাইতে কার্যকর সাহায্য নেই। পরিকল্পনার ন্যায় কোন বুদ্ধিমত্তা নেই। সৎ চরিত্রের ন্যায় কোন আভিজাত্য নেই। আত্মরক্ষার ন্যায় পরহেযগারী নেই। ধ্যানের ন্যায় কোন ইবাদত নেই। লজ্জার ন্যায় কোন ঈমান নেই। ঈমানের মূল হল সবর ও ধৈর্য। কথার বিপদ হল মিথ্যা বলা। বিদ্যার বিপদ হল ভুলে যাওয়া। সহনশীলতার বিপদ হল অজ্ঞতা। ইবাদতের বিপদ হল বিরতি দেয়া। দানশীলতার বিপদ হল গর্ব করা। বীরত্বের বিপদ হল বিদ্রোহ করা। ভালবাসার বিপদ হল দম্ভ করা।

হযরত আলী (রা) বললেন, 'বৎস ! যাকে তুমি সব সময় দেখে থাক তাকে অবহেলা কর না, সে যদি তোমার চাইতে বয়স্ক হয় তুমি তাকে পিতার ন্যায় সম্মান করবে, আর যদি তোমার সমবয়স্ক হয় তবে তাকে ভাইরূপে গ্রহণ করবে। সে তোমার চাইতে ছোট হলে তাকে তোমার পুত্র হিসেবে গ্রহণ করবে। হযরত আলী (রা) তাঁর পুত্র হাসান (রা)-কে মানবতা ও ভদ্রতা বিষয়ক এ প্রশ্নগুলো করেছেন।

কাজী আবূ ফারাজ বলেন, গভীর প্রজ্ঞা ও অনেক কল্যাণকর বিষয় এই হাদীসে বিবৃত হয়েছে। যে এগুলো স্মরণ রাখবে এবং মেনে চলবে সে অবশ্যই প্রকৃত কল্যাণ লাভ করবে। পরম উপকারিতা অর্জন করবে। আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা) ও অন্যরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে যা বর্ণনা করেছেন, তা কণ্ঠস্থ ও তাতে গবেষণা করা ছাড়া তো জ্ঞানী ও গুণীজনের জন্যে বিকল্প কিছু নেই। সৌভাগ্যবান সে ব্যক্তি, যে এগুলো অর্জনের জন্য পথে বের হয়। সফলতা লাভকারী সেই ব্যক্তি, যে তা গ্রহণ করে এবং বাস্তবায়ন করে। আমি বলি হযরত আলী (রা)-এর এই বর্ণনা এবং এর সাথে সংযুক্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাণী এর সনদ দুর্বল বটে। বর্ণনার কোন কোন স্থানে কিছু শব্দ ও বিষয় আছে যা অন্যান্য বর্ণনা দ্বারা সমর্থিত নয় এবং তাতে অগ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

আসমাঈ, 'আতাবী এবং মাদাইনী সহ অন্যরা উল্লেখ করেছেন যে, আমীর মু'আবিয়া (রা) হযরত হাসান (রা)-কে এ জাতীয় কিছু বিষয় জিজ্ঞেস করেছিলেন এবং তিনি প্রায় এরূপ উত্তর দিয়েছিলেন। তবে পূর্বের বর্ণনার চাইতে এই বর্ণনা অধিকতর দীর্ঘ। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

আলী ইব্ন আব্বাস তাবারানী বলেছেন যে, হযরত হাসান (রা)-এর সীল মোহরে নিম্নের পংক্তিদ্বয় লিখিত ছিল ঃ

قَدِّمْ لِنَفْسِكَ مَااسْتَطَعْتَ مِنَ التُّقى إِنَّ الْمَنِيَّةَ نَازِلَةٌ بِكَ يَا فَتَى ـ

'যতটুকু সম্ভব তোমরা পরকালের জন্যে তাকওয়া ও পরহেযগারী প্রেরণ কর। হে যুবক ! মৃত্যু তো নিশ্চয়ই তোমার উপর আপতিত হবে।'

أَصْبَحْتَ ذَا فَرَحٍ كَأَنَّكَ لاَ تَرَى أَحْبَابَ قَلْبِكَ فِي الْمَقَابِرِ وَالْبَلَى ـ

'তুমি তো আনন্দে-উল্লাসে দিন কাটাচ্ছ, যেন তুমি কবরস্থানগুলোতে এবং মৃত লোকদের মাঝে তোমার প্রিয় ও আকর্ষণীয় কিছুই দেখতে পাচ্ছ না।'

ইমাম আহমদ (র) মুত্তালিব ইব্ন যিয়াদ মুহাম্মদ ইব্ন আবান থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, হযরত হাসান (রা) তাঁর পুত্রদেরকে এবং তাঁর ভাতিজাদেরকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, "তোমরা জ্ঞান অর্জন কর। কারণ আজ তোমরা জাতির শিশু সমাজ, পরবর্তীতে তোমরা হবে জাতির কর্ণধার।" একথা যারা স্মরণে রাখতে পারবে না তারা লিখে রাখ। এই হাদীস বায়হাকী হাকিম সূত্রে আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আহমদের পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন।

মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ যথাক্রমে হাসান ইব্ন মূসা এবং আহমদ ইব্ন ইউনুস যুহায়র ইব্ন মু'আবিয়া আবূ ইসহাক আমর ইব্ন আসাম্ম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি হযরত হাসান ইব্ন আলী (রা)-কে বলেছিলাম 'শীয়া সম্প্রদায় বিশ্বাস করে যে, কিয়ামতের পূর্বে হযরত আলী (রা) পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরিত হবেন (এটা কি?)। উত্তরে হযরত হাসান (রা) বললেন, 'আল্লাহ্র কসম ! তারা মিথ্যা বলেছে। ওরা মূলত হযরত আলী (রা)-এর দল নয়। আমরা যদি জানতাম যে, হযরত আলী (রা) পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরিত হবেন, তাহলে আমরা তাঁর স্ত্রীদেরকে অন্যত্র বিবাহে আবদ্ধ হবার সুযোগ দিতাম না এবং তাঁর তাজ্য-সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারা করে নিতাম না।'

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহমদ আবূ আলী সুওয়াইদ আল-তাহহান সাফীনা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, اَلْخِلاَفَةُ بَعْدِى ثَلَثُونَ سَنَةً

'আমার পর ৩০ বছর খিলাফত ভিত্তিক শাসন চলমান থাকবে।' এ বাণী শুনে জনৈক শ্রোতা বলল, ঐ ৩০ বছরের মধ্যে ছয় মাস হল আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর শাসনকাল। তখন সাফীনা বলেছেন, 'ঐ ছয় মাস কেমন করে মু'আবিয়ার শাসনামল থেকে সংযোজিত হবে?' ঐ ছয় মাস গণ্য হবে বরং হযরত হাসান (রা)-এর শাসনকাল। কারণ বৈধ খলীফা হিসেবে জনসাধারণ হযরত হাসান (রা)-এর হাতে বায়'আত করেছিল। প্রায় ৪০ কিংবা ৪২ হাজার লোক তখন খলীফারূপে হযরত হাসানের হাতে বায়'আত করেছিলেন।'

খালিদ ইব্ন আহমদ বলেছেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, ৯০ হাজার লোক হযরত হাসান (রা)-এর হাতে বায়'আত করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি খিলাফত থেকে সরে দাঁড়ান এবং আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর সাথে আপোষ-মীমাংসায় উপনীত হন। হযরত হাসান (রা)-এর খিলাফতকালে সামান্য রক্তপাতও ঘটে নি। এক শিংগা পরিমাণ রক্তও ঝরে নি।

ইব্‌ন আবী খায়ছামা বলেছেন যে, ইব্‌ন জারীর থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, হযরত আলী (রা) যখন নিহত হলেন, তখন কূফার লোকেরা হযরত হাসান (রা)-এর হাতে বায়'আত করেছিল। তাঁরা তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করেছিল এবং তারা তাঁকে তাঁর পিতার চাইতেও অধিক ভালবেসেছিলেন।

ইব্‌ন আবী খায়ছামা হারূন ইব্‌ন মা'রূফ ইব্‌ন শাওয়াব থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, হযরত আলী (রা)-এর হত্যাকাণ্ডের পর হযরত হাসান (রা) ইরাকীদের নিকট গেলেন, আর আমীর মু'আবিয়া সিরীয়দের সাথে মিলিত হলেন। তারপর উভয় পক্ষ যুদ্ধের মুখোমুখি হল। হযরত হাসান (রা) যুদ্ধ-বিগ্রহ অপছন্দ করলেন এবং এই শর্তে আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর সাথে সমঝোতা করলেন যে, তাঁর শাসনামলের পর হযরত হাসান (রা)-এর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর হযরত হাসান (রা)-এর সমর্থকগণ এই আপোষ-মীমাংসায় ক্ষুব্ধ হয়ে হযরত হাসান (রা)-কে উদ্দেশ্য করে বলত, 'ওহে মু'মিনদের গ্লানি ! উত্তরে হাসান (রা) বলতেন, 'জাহান্নামের আগুন অপেক্ষা দুনিয়ার গ্লানি ও অপমান অনেক ভাল।'

আবূ বকর ইব্‌ন আবিদ দুনয়া আব্বাস ইব্‌ন হিশামের পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন যে, হযরত আলী (রা) নিহত হবার পর তাঁর পুত্র হযরত হাসান (রা)-এর হাতে জনসাধারণ বায়'আত করেছিল। তারপর তিনি ৭ মাস ১১ দিন খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। আব্বাস ব্যতীত অন্য ঐতিহাসিকগণ বলেছেন যে, হযরত আলী (রা) নিহত হবার পর কূফার অধিবাসিগণ হযরত হাসান (রা)-এর হাতে বায়'আত করেছিল, আর আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর হাতে সিরীয়গণ বায়তুল মুকাদ্দাসে বায়'আত করেছিল। ৪০ হিজরী সনের শেষ দিকে জুম'আবারে বায়তুল মুকাদ্দাসে সার্বজনীন বায়'আত অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ৪১ সনে হযরত হাসান (রা) কূফা রাজ্যের এক জনপদে এক গৃহে আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করেন এবং উভয়ে সমঝোতায় উপনীত হন, সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করেন এবং হযরত হাসান (রা) তখনকার মত মু'আবিয়া (রা)-এর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন। অন্যরা বলেছেন যে, আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর কূফা গমন এবং উভয়ের মধ্যে সমঝোতায় উপনীত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে ৪১ হিজরী রবিউল আউয়াল মাসে। এ বিষয়ে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। তা পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নেই।

মোদ্দাকথা হযরত হাসান (রা) আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর সাথে এ মর্মে সন্ধি করলেন যে, কূফার বায়তুলমালে যে সম্পদ রয়েছে তা তিনি নিয়ে যাবেন। মু'আবিয়া (রা) এই অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন। বস্তুত ওই রাজকোষে তখন ৫০,০০০০০ (পঞ্চাশ লক্ষ) দিরহাম মূল্যের সম্পদ ছিল। কেউ বলেছেন, ৭০ লক্ষ। একটি শর্ত এই ছিল যে, প্রতি বছর আবজারাদ অঞ্চল অথবা ওই অঞ্চলের খাজনা হযরত হাসান (রা) ভোগ করবেন। কিন্তু পরবর্তীতে ওই অঞ্চলের লোকেরা তাঁর নিকট খাজনা প্রদান থেকে বিরত থাকে। ফলে আমীর মু'আবিয়া (রা) তার বিনিময়ে ওখানকার প্রতি ছয় হাজার দিরহামের বিপরীতে বাৎসরিক একহাজার দিরহাম হযরত হাসান (রা)-কে প্রদানের ব্যবস্থা করলেন। বস্তুত প্রতি বছর হযরত হাসান (রা) আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর সাথে সাক্ষাতে মিলিত হবার পর এই সকল ভাতা, উপহার-উপঢৌকন নিয়ে আসতেন। ৪৯ হিজরী সনে তাঁর ওফাতকাল পর্যন্ত এইভাবে তিনি ভাতা ও উপহার সামগ্রী পেয়ে এসেছিলেন।

মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ হাওদাহ ইব্ন খালীফাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন সীরিন থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, আমীর মু'আবিয়া (রা) যখন কূফায় গেলেন এবং হযরত হাসান (রা)-এর সাথে সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করলেন তখন মু'আবিয়া (রা)-এর পক্ষের লোকজন তাঁকে বলল, তিনি যেন হযরত হাসান (রা)-কে ভাষণ দানের নির্দেশ দেন। কারণ হযরত হাসান (রা) একজন অল্প বয়সী যুবক, খিলাফত পরিচালনায় অক্ষম হয়ে পড়েছেন। তারা মনে করেছিল এমন নির্দেশ দিলে এই অল্প বয়সী যুবক ভাষণ প্রদানে ইতস্তত করবেন অপারগতা প্রকাশ করবেন, ফলে জনসাধারণের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা কমে যাবে। আমীর মু'আবিয়া (রা) তাঁকে ভাষণ প্রদানের আহবান জানালেন। হযরত হাসান দাঁড়িয়ে ভাষণ দেয়া শুরু করলেন। ভাষণে তিনি বললেন, 'হে লোকসকল ! আপনারা যদি সুদূর জাবলাক নগরী ও জাবরাম নগরীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে এমন একজন পুরুষ লোক খোঁজেন যার নানা স্বয়ং নবী করীম (সা) তাহলে আমি আর আমার ভাই ছাড়া কাউকে পাবেন না। এই মুহূর্তে আমরা মু'আবিয়া (রা)-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছি। আমরা ভেবে দেখেছি যে, মুসলমানদের রক্তপাত ঘটানোর চাইতে রক্তপাত বন্ধ করা কল্যাণকর। তবে আমি জানি না এটি আপনাদের জন্যে পরীক্ষা এবং অল্প দিনের ভোগ-বিলাসও হতে পারে। এই কথায় তিনি আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। ফলে মু'আবিয়া (রা) রেগে গেলেন এবং হাসান (রা)-কে বললেন, 'এটি দ্বারা আপনি কী বুঝাতে চেয়েছেন? উত্তরে হাসান (রা) বললেন, 'আমি তা-ই বুঝাতে চেয়েছি তা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা যা বুঝিয়েছেন। এরপর আমীর মু'আবিয়া মিম্বরে আরোহণ করলেন এবং খুত্বা দিলেন।

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন যে, যারা হাসান (রা)-কে খুত্বার সুযোগ দিতে মু'আবিয়া (রা)-কে পরামর্শ দিয়েছিল আমীর মু'আবিয়া (রা) তাদেরকে তিরস্কার করেছিলেন। মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ আবূ দাউদ তায়ালিসী, জুবায়র ইব্ন নাফীর হাদরামীর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, আমি হযরত হাসান (রা)-কে বলেছিলাম, 'লোকজন তো বলাবলি করছে যে, আপনি খিলাফত দাবী করেছেন।' তিনি উত্তরে বলেছিলেন, 'আরবের মাথাগুলো আমার হাতে ছিল অর্থাৎ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ আমার অনুগত ছিল, আমি যার সাথে সন্ধি করতাম তারা তাঁর সাথে সন্ধি করত, আর আমি যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতাম তারা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত। তবুও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় আমি ওই খিলাফতের মসনদ ছেড়ে দিয়েছি। এখন কি আমি আবার সেটিকে প্রাধান্য দিব?

মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ আলী ইব্ন মুহাম্মদ-যায়দ ইব্ন আসলাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, হযরত হাসান (রা)-এর নিকট এক লোক উপস্থিত হল। তিনি তখন মদীনা-ই-তাইয়েবাতে অবস্থান করছিলেন। তাঁর হাতে ছিল ছোট্ট একটি পুস্তিকা। লোকটি তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'এটি কি?' উত্তরে হযরত হাসান (রা) বললেন, 'মু'আবিয়া (রা)-এর পুত্র এই পত্রের মাধ্যমে আমার বিরুদ্ধে সীমালংঘন করতে চায় এবং আমাকে ভয় দেখায়।' লোকটি বলল, আপনি অর্ধেক রাজত্বের মালিক ছিলেন। হাসান (রা) বললেন, হ্যাঁ, তা বটে তবে আমি এই ভয় করেছিলাম যে, ৭০/৮০ হাজার লোক যদি রক্তক্ষরণ নিয়ে কিংবা ৭০/৮০ হাজারের চাইতে কম কিংবা বেশি কিয়ামতের দিন উপস্থিত হয়, তারা যদি আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে তাদের রক্তক্ষরণের কারণ জানতে চায় এজন্যে খিলাফত ত্যাগ করে রক্তপাত বন্ধ করেছি।

আসমাঈ সালামা ইব্ন মিসকীন.....ইমরান ইব্ন আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, একদিন হযরত হাসান ইব্ন আলী (রা) স্বপ্নে দেখলেন যে, তাঁর কপালে লেখা রয়েছে, قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ এ স্বপ্ন দেখে তিনি খুব খুশি হলেন। এ ঘটনা জানতে পারলেন হযরত সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিব (রা)। তিনি বললেন, যদি হযরত হাসান (রা) এমন স্বপ্ন দেখে থাকেন তবে বুঝতে হবে যে, তাঁর আয়ু আর বেশি দিন নেই। বর্ণনাকারী বলেন, বস্তুত এই স্বপ্ন দেখার পর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর ওফাত হয়।

আবূ বকর ইব্ন আবিদ দুনয়া আবদুর রহমান ইব্ন সালিম আতিকী....উমায়র ইব্ন ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, আমি এবং একজন কুরায়শ বংশীয় লোক একদিন হযরত হাসান ইব্ন আলী (রা)-এর নিকট গেলাম। আমাদেরকে দেখে তিনি উঠলেন এবং শৌচাগারে গিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন। তারপর বললেন, 'আমি আমার কলিজার কিছু অংশ এখন ফেলে এলাম। এই কাঠি দিয়ে আমি সেটি নেড়ে নেড়ে দেখে এলাম। আমাকেও বহু বিষ পান করানো হয়েছে কিন্তু এবারের বিষ পান করানো ছিল সবচেয়ে কঠিন। তখন হযরত হাসান (রা) ওই কুরায়শী লোকটিকে বলেছিলেন, 'আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করার সুযোগ হারিয়ে ফেলার আগে যা জিজ্ঞেস করার জিজ্ঞেস করে নাও।' লোকটি বলল, 'এখন আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করব না। আল্লাহ্ আপনাকে সুস্থ করে তুলুন।' বর্ণনাকারী বলেন, তারপর আমরা তাঁর নিকট থেকে বিদায় নিলাম। পরদিন আমরা তাঁর নিকট গেলাম। তখন তিনি মুমূর্ষু অবস্থায়, তাঁর প্রাণ ওষ্ঠাগত। তাঁর ভাই হযরত হুসায়ন (রা) এসে তাঁর মাথার নিকট বসলেন এবং বললেন, 'ভাইজান ! কে আপনাকে বিষ পান করিয়েছে?' হযরত হাসান (রা) বললেন, 'তুমি কি তাঁকে হত্যা করতে চাও?' হুসায়ন (রা) বললেন, 'হ্যাঁ, তাই।' হাসান (রা) বললেন, 'আমি যাকে সন্দেহ করি সে-ই যদি প্রকৃত শত্রু হয়ে থাকে, বিষ পান করিয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ্ই তো তার কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করবেন।' অপর বর্ণনায় আছে যে, 'তবে আল্লাহ্ শক্তিতে প্রবলতর শাস্তিদানে কঠোরতর। আর যদি আমি যাকে সন্দেহ করি সে প্রকৃত দোষী না হয় তাহলে আমার কারণে তুমি একজন নির্দোষ মানুষকে হত্যা করবে, তা আমি চাই না।' মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ ইব্ন উলাইয়া সূত্রে ইব্ন 'আওন থেকে এটি বর্ণনা করেছেন।

মুহাম্মদ ইব্ন আমর ওয়াকিদী আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর উম্মু বকর বিন্ত মিসওয়ার থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, হযরত হাসান (রা)-কে কয়েকবার বিষপান করানো হয়েছে। প্রতিবারই তিনি রক্ষা পেয়েছেন। কিন্তু শেষবারে যে করে তিনি মারা গেলেন আর রক্ষা পেলেন না। তখন বিষক্রিয়ায় তাঁর কলিজা ছিঁড়ে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। তাঁর ইন্তিকালের পর হাশেমী গোত্রের মহিলাগণ একমাস তাঁর জন্যে কেঁদেছেন, শোক প্রকাশ করেছেন। ওয়াকিদী বলেছেন, আবদাহ্ বিন্ত নাহল হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, হাশিমী মহিলাগণ হযরত হাসান (রা)-এর ইন্তিকালের এক বছর যাবত শোক পালন করেছেন। ওয়াকিদী আরো বলেছেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসান (রা) থেকে তিনি বলেছেন, হযরত হাসান (রা) বহু বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ পুরুষ ছিলেন। বহু মহিলা স্ত্রী হিসেবে তাঁর গৃহে এসেছেন। কিন্তু তাঁর গৃহে দীর্ঘদিন অবস্থান করতে পেরেছেন খুব কম মহিলা। যে মহিলাকেই তিনি বিয়ে করেছেন তিনিই তাঁকে খুব ভালবেসেছেন এবং তাঁকে একান্ত আপন করে নিয়েছিলেন। কথিত আছে যে, তাঁকে বিষ পান করানো হয়েছিল তাতে তিনি রক্ষা পেয়েছিলেন। পরবর্তীতে আবার আবার বিষ পান করোনো হয়েছিল, তিনি আবার

রক্ষা পেয়েছিলেন। এরপর তৃতীয়বার তাঁকে বিষপান করানো হয়েছিল এবং সেবার তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁর মৃত্যু যখন খুব নিকটে তখন সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক বলেছিলেন যে, বিষে তাঁর নাড়ি-ভুঁড়ি কেটে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গিয়েছে। এ চিকিসৎক তখন বারবার হযরত হাসান (রা)-কে দেখতে আসতেন। এক পর্যায়ে হুসায়ন (রা) বললেন, 'ভাই আবূ মুহাম্মদ ! আপনি আমাকে বলে দিন, কে আপনাকে বিষ পান করিয়েছে?' হযরত হাসান (রা) বললেন, কেন রে ভাই ! তুমি কি করবে? হুসায়ন (রা) বললেন, 'আমি আপনাকে দাফন করার আগে তাকে হত্যা করব।' এখনি তাকে ধরতে না পারলে সে এমন কোন স্থানে চলে যেতে পারে যেখানে তাকে আর ধরা যাবে না।' হযরত হাসান (রা) বললেন, 'ভাই ! দুনিয়া তো কয়েকদিনের সংসার ! এটি ধ্বংসশীল। ওকে ছেড়ে দাও। আমি এবং সে উভয়ে তো আল্লাহ্র সম্মুখে উপস্থিত হব।' হযরত হাসান (রা) ওই দোষী ব্যক্তির নাম প্রকাশ করেন নি। কেউ কেউ বলেছেন যে, আমীর মু'আবিয়া (রা) হযরত হাসান (রা)-এর জনৈক খেদমতগারকে বিষ পান করানোর জন্যে কৌশলে ইঙ্গিত করেছিলেন।

মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ বলেন, ইয়াহ্য়া ইব্ন হাম্মাল.....উম্মু মূসা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, জা'দা বিন্ত আশ'আছ ইব্ন কায়স হযরত হাসান (রা)-কে বিষ পান করিয়েছিলেন। তাতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এভাবে চল্লিশ দিন যাবত তাঁর নিকট পর্যায়ক্রমে একটি পাত্র রাখা হতই। একটি তুলে নিলে আরেকটি রাখা হত।

কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন যে, আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর পুত্র ইয়াযীদ জা'দা বিন্ত আশ'আছের নিকট সংবাদ পাঠিয়েছেন যে, সে যদি হাসান (রা)-কে বিষপান করাতে পারে তবে ইয়াযীদ তাকে বিয়ে করবে। তারপর জা'দা ওই অপকর্ম করে। বিষক্রিয়ায় হযরত হাসান (রা)-এর ইন্তিকালের পর পূর্ব প্রস্তাব সূত্রে জা'দা তাকে বিয়ে করার জন্যে ইয়াযীদের নিকট লোক পাঠায়। উত্তরে ইয়াযীদ বিবাহে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলে, 'আল্লাহ্র কসম ! তুমি হাসানের স্ত্রী হিসেবে ঘর সংসার কর তা আমরা চাই নি, এখন কি তুমি আমার স্ত্রী হও তা আমি চাইব?' অবশ্য আমার মতে এই বর্ণনা সঠিক নয়। আর মু'আবিয়া (রা)-এর ইশারায় বিষ পান করানোর বর্ণনা বিশুদ্ধ না হওয়াটা তো অধিকতর সুস্পষ্ট। এ প্রসঙ্গে কাছীর নামরাহ বললেন—

يَا جَعْدُ بُكِّيهْ وَلَا تَسْأَمِيْ ـ بُكَاءَ حَقٌّ لَيْسَ بِالْبَاطِلِ ـ

'হে জা'দ ! তোর কৃত কর্মের জন্যে তুই কেঁদে কেঁদে বুক ভাসিয়ে ফেল। তুই কেঁদেই যাবি। এটি অসত্য কথা নয়।'

لَنْ تَسْتَوِيْ الْبَيْتَ عَلى مِثْلِه ـ فِيْ النَّاسِ مِنْ حَافٍ وَلَا نَاعِلِ ـ

'জুতা পরিধানকারী এবং খালি পায়ে চলাচলকারী সকল মানুষের মধ্যে তো তুই তাঁর মত লোক খুঁজে পাবি না।'

اَعْنِيْ الَّذِيْ اَسْلَمَه' اهله ـ لِلزَّمَنِ الْمُسْتَخْرِجِ الْمَاحِلِ ـ

'আমি সেই মহান ব্যক্তির কথা বলছি, যাঁকে তাঁর পরিবার-পরিজন সুন্দর ও সুখী জীবনের পথে সোপর্দ করে এসেছে।'

كَانَ اِذَا شَبَتْ لَه' نَارُه' ـ يَرْفَعُهَا بِالنَّسَبِ الْمَائِلِ ـ

'তিনি এমন দানশীল ব্যক্তি ছিলেন যে, তাঁর খাবার রান্নার জন্যে আগুন জ্বালালে ওই আগুনের শিখা অনেক উপরে তুলে দিতেন যাতে দূর-দূরান্তের মুসাফির ব্যক্তিরা ওই আগুন দেখে খাবার ও আশ্রয়ের আশায় সেদিকে ছুটে আসেন। এটি তাঁর বংশীয় আভিজাত্যের ফলশ্রুতি।'

كَيْمَا يَرَاهَا بَائِسٌ مُرْمِلٌ - أَوْ فَرْدُ قَوْمٍ لَيْسَ بِالْآهِلِ -

'যাতে সহায় সম্বলহীন দুঃখী মানুষ কিংবা পরিবার-পরিজনহীন নিঃসঙ্গ মানুষ ওই আগুন দেখতে পায়।'

تُغْلِي بَنِي اللَّحْمِ حَتَّى إِذَا - انْضَجَ لَمْ تُغْلَ عَلَى أَكْلِ

'কাঁচা গোশতকে ওই আগুন টগবগ করে ফুটায়, অবশেষে গোশত যখন ভালভাবে রান্না হয়ে যায় তখন খাবার গ্রহণকারীর নিকট তা পরিবেশন করা হয়। ক্ষুধার্তকে সামনে রেখে গোশত রান্না করার দরকার হয় না।'

সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না রাকাবাহ ইব্‌ন মুসকালাহ্ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, হযরত হাসান (রা) যখন মৃত্যু পথযাত্রী তখন তিনি বললেন, 'তোমরা আমাকে উঠানে নিয়ে যাও, আমি আল্লাহ্‌র এই বিশাল জগত দেখে নিই।' তারা বিছানাসহ তাঁকে উঠানে নিয়ে এল। তিনি উপরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহ্ ! আমি আমার প্রাণ বিসর্জনের বিনিময়ে আপনার নিকট সওয়াব কামনা করছি। কারণ আমার এই প্রাণ আমার অত্যন্ত প্রিয় বস্তু।' বর্ণনাকারী বলেন, বস্তুত মহান আল্লাহ্ তাঁর যে পরিণতি ঘটালেন তার বিনিময়ে তিনি আল্লাহ্‌র নিকট সওয়াব কামনা করলেন।

আবদুর রহমান ইব্‌ন মাহ্‌দী বলেছেন, হযরত সুফ্‌য়ান ছাওরী (রা)-এর অসুস্থতা যখন মারাত্মক রূপ ধারণ করল তখন তিনি ভীষণভাবে অস্থির হয়ে উঠলেন। এ সময়ে উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয তাঁর নিকট গেলেন এবং বললেন, 'হে আবূ আবদিল্লাহ্ ! এমন অস্থিরতা কেন? আপনি তো এখন আপনার সেই প্রতিপালকের সাক্ষাতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। ৬০ বছর যাবত আপনি যাঁর ইবাদত করেছেন, যাঁর জন্যে রোযা রেখেছেন, নামায আদায় করেছেন এবং হজ্জ করেছেন।' বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রা)-এর অস্থিরতা কেটে গেল এবং তিনি স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন।

আবূ নু'আয়ম বলেছেন, হযরত হাসান (রা)-এর বেদনা যখন বেড়ে গেল তখন তিনি খুব অস্থির হয়ে পড়লেন। তখন একজন লোক তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, 'হে আবূ মুহাম্মদ ! এত অস্থিরতা, ধৈর্যহীনতা কেন? এখন শুধু এটুকু হবে যে, আপনার দেহ থেকে প্রাণ পৃথক হবে আর তারপর আপনি পৌঁছে যাবেন আপনার পিতা-মাতা আলী ও ফাতিমা (রা)-এর নিকট, আপনার নানা-নানী নবী করীম (সা) ও খাদীজা (রা)-এর নিকট। আপনার চাচা হামযা ও জাফরের নিকট, আপনার খালা রুকাইয়া, উম্মু কুলসুম ও যায়নাব (রা)-এর নিকট।' বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে হযরত হাসান (রা) সম্বিৎ ফিরে পেলেন এবং সুস্থির হয়ে উঠলেন।

এক বর্ণনায় আছে যে, হযরত হাসান (রা) তখন হুসায়ন (রা)-কে বলেছিলেন, 'ভাই আমি তো এখন আল্লাহ্‌র এমন এক বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করছি ইতিপূর্বে যেখানে প্রবেশ করি নি এবং আমি এখন আল্লাহ্‌র এমন কিছু সৃষ্টি দেখছি যা আমি কখনো দেখি নি। এটা শুনে হযরত

হুসায়ন (রা) কাঁদতে শুরু করেন। এই হাদীস আব্বাস দুওয়ারী উল্লেখ করেছেন, ইব্‌ন মাঈন থেকে। ওদের কেউ কেউ এটি বর্ণনা করেছেন, জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মদের পিতা সূত্রে।

ওয়াকিদী বলেছেন, ইব্‌রাহীম ইব্‌ন ফাদাল আবূ আতীক থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, আমি জাবির ইব্‌ন আবদিল্লাহ্ (রা)-কে বলতে শুনেছি 'যেদিন হযরত হাসান (রা)-এর মৃত্যু হয়, সেদিন আমি সেখানে ছিলাম। তখন হযরত হুসায়ন (রা) এবং মারওয়ান ইব্‌ন হাকামের মধ্যে চরম গণ্ডগোল সৃষ্টি হবার উপক্রম হয়েছিল। হযরত হাসান (রা) তার ভাই হুসায়ন (রা)-কে এ মর্মে ওসীয়ত করে গিয়েছিলেন যে, তাঁকে যেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পাশে দাফন করা হয়। তবে তাতে যদি কোন গণ্ডগোল কিংবা ঝগড়া-বিবাদের আশঙ্কা হয় তাহলে যেন জান্নাতুল বাকী'তে দাফন করা হয়। হযরত হাসান (রা)-এর লাশ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পাশে দাফন করতে মারওয়ান বাধা দিয়েছিল। ওই সময় মারওয়ান ছিল চাকুরীচ্যুত। এটা দ্বারা সে আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর মানোরঞ্জনের চেষ্টা করেছিল। মারওয়ান কিন্তু আজীবন হাশিমী সম্প্রদায়ের ঘোর দুশমন ছিল। হযরত জাবির (রা) বলেন, তারপর আমি হযরত হুসায়ন (রা)-এর সাথে কথা বললাম, আমি বললাম, 'হে আবূ আবদিল্লাহ্ ! আল্লাহ্কে ভয় করুন, মেহেরবানী করে অশান্তির জন্ম দিবেন না, রক্তপাতের সূচনা করবেন না। আপনার প্রিয় ভাইকে আপনার মায়ের পাশে দাফন করুন। আপনার ভাই তো তাও বলে গিয়েছেন। তারপর হযরত হুসায়ন (রা) তাই করলেন। ইমাম হাসান (রা)-কে আপন মায়ের পাশে জান্নাতুল বাকী'তে দাফন করলেন।

ওয়াকিদী হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এক বর্ণনায় এসেছে যে, হযরত হাসান (রা) তাঁর জীবদ্দশায় হযরত আয়েশা (রা)-এর অনুমতি চেয়েছিলেন, যাতে তাঁকে মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পাশে দাফন করা হয়। হযরত আয়েশা (রা) অনুমতি দিয়েছিলেন। হযরত হাসান (রা) ইন্তিকাল করলেন। তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পাশে দাফন করার উদ্যোগ নেয়া হল। উমাইয়া বংশের লোকজন বাধা দিল। হযরত হুসায়ন (রা) ওদের বাধা অতিক্রম করার জন্যে অস্ত্রে সজ্জিত হলেন। উমাইয়াগণও অস্ত্রে সজ্জিত হল। তারা বলল, 'আমরা হাসান (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পাশে দাফন করতে দিব না। হযরত উসমান (রা)-কে দাফন করা হয়েছে জান্নাতুল বাকী'তে আর হাসান (রা)-কে দাফন করা হবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পাশে? তা হবে না।' এ নিয়ে ঘোরতর সংঘর্ষের আশঙ্কা দেখা দিল। এই পরিস্থিতিতে হযরত সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রা) আবূ হুরায়রা (রা), জাবির (রা) ও ইব্‌ন উমর (রা) প্রমুখ সংঘর্ষে না জড়াতে হযরত হুসায়ন (রা)-কে পরামর্শ দিলেন। তিনি তাঁদের পরামর্শ মেনে নিলেন এবং হযরত হাসান (রা)-কে তাঁর মায়ের কবরের নিকট জান্নাতুল বাকী'তে দাফন করলেন।

সুফিয়ান ছাওরী (রা) থেকে সালিম ইব্‌ন আবী হাফসা সূত্রে আবূ হাযিম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, আমি দেখেছি সেদিন ইমাম হুসায়ন (রা) সাঈদ ইব্‌ন 'আস (রা)-কে এগিয়ে দিলেন, তিনি হযরত হাসান (রা)-এর জানাযার নামাযে ইমামতি করলেন। হযরত হুসায়ন (রা) বললেন, 'এটি যদি সুন্নাত না হত আমি তাঁকে এগিয়ে দিতাম না।'

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বলেছেন, মুসাবির বলেছেন, যেদিন ইমাম হাসান (রা)-এর মৃত্যু হল সেদিন হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-কে দেখেছি তিনি মসজিদ-ই-নব্বীতে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে করে বলছিলেন, 'হে লোক সকল ! আজ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরম স্নেহধন্য প্রিয় মানুষের

ওফাত হল। তোমরা সকলে তাঁর জন্যে কাঁদ।' তাঁর জানাযায় সর্বস্তরের মানুষ সমবেত হয়। মনে হচ্ছিল যে, জান্নাতুল বাকী'তে মানুষের দাঁড়ানোর জায়গা ছিল না। এই মহান ব্যক্তির ইন্তিকালে অনবরত সাত দিন নারী পুরুষ সকলে কেঁদেছে। বানূ হাশিম গোত্রের মহিলাগণ তাঁর শোকে এক মাস যাবত কেঁদেছেন। আর তাঁর শোকে বানূ হাশিম গোত্রের মহিলাগণ এক বছর শোক পালন করেছেন। এ সময়ে তারা সকল প্রকারের সাজ-সজ্জা বর্জন করেছেন।

ইয়াকুব ইবন সুফিয়ান মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহয়া জা'ফর ইবন মুহাম্মদের পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, হযরত আলী (রা) নিহত হয়েছেন, যখন তাঁর বয়স ছিল ৫৮ বছর। হযরত হাসান (রা)ও একই বয়সে ইন্তিকাল করেন। হযরত হুসায়ন (রা)ও শহীদ হন ওই বয়সে।

শু'বা আবূ বকর ইব্ন হাফ্স থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর শাসনামলে ১০ বছর অতিক্রম হবার পর কয়েক দিনের মধ্যে হযরত সা'দ (রা) এবং হযরত হাসান ইন্তিকাল করেন। উলাইয়া জা'ফর ইব্ন মুহাম্মদের পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, হযরত হাসান (রা)-এর মৃত্যু হয়েছে তাঁর ৪৭ বছর বয়সে। আরো একাধিক ব্যক্তি এরূপ বলেছেন। এটি বিশুদ্ধ অভিমত। তবে প্রসিদ্ধ অভিমত হল ৪৯ হিজরী সনে তাঁর ইন্তিকাল হয়। যেমনটি আমরা উল্লেখ করেছি। কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর ইন্তিকাল হয়েছে ৫০ হিজরী সনে। কারো মতে ৫১ হিজরী এবং কারো মতে ৫৮ হিজরী সনে।

হিজরী ৫০ সন

এব বর্ণনা মুতাবিক এই বছর হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) ইন্তিকাল করেন। তবে বিশুদ্ধ অভিমত হল তিনি ইন্তিকাল করেছেন ৫২ হিজরী সনে। এই আলোচনা সামনে আসবে। এই বছর আমীর মু'আবিয়া (রা) নিজে নেতৃত্ব দিয়ে লোকজনকে নিয়ে হজ্জ পালন করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এই বছর হজ্জের নেতৃত্ব দিয়েছে ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়া (রা)। এই সনে মদীনার শাসনকর্তা ছিলেন সাঈদ ইবনুল 'আস (রা)। কূফা, বসরা, পূর্বাঞ্চল, সিজিস্থান, পারস্য, সিন্ধু ও ভারতীয় অঞ্চলে ছিলেন যিয়াদ। এই বছর বানূ নাহশাল গোত্রের লোকেরা কবি ফারাযদাকের বিরুদ্ধে যিয়াদের নিকট অভিযোগ দায়ের করে। ফলে তিনি পালিয়ে মদীনায় চলে আসেন। এর কারণ ছিল যে, এক কবিতায় তিনি আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর সমালোচনা করেছিলেন। ফলে শাসনকর্তা যিয়াদ তাকে কড়াভাবে তলব করেছিলেন। তিনি পালিয়ে মদীনায় চলে আসেন এবং সাঈদ ইবনুল 'আস (রা)-এর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ বিষয়ে তিনি বেশ কিছু কবিতাও রচনা করেন। যিয়াদের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি মক্কায় ও মদীনায় বসবাস করেন। যিয়াদ মারা যাবার পর তিনি স্বদেশ ফিরে যান। ইব্ন জারীর এই ঘটনা আরও বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। ইব্ন জারীর এই সনে সংঘটিত আরো কিছু ঘটনা ওয়াকিদী সূত্রে উদ্ধৃত করেছেন।

ওয়াকিদী বলেছেন, ইয়াহয়া ইব্ন সাঈদ তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, আমীর মু'আবিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মিম্বরটি মদীনা থেকে দামেশ্কে নিয়ে যেতে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে সকল আসন বা লাঠিতে ভর দিয়ে মিম্বরে দাঁড়াতেন সেগুলোও সরিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। এক পর্যায়ে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) ও জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ্ (রা) বললেন, 'আমীরুল মু'মিনীন ! এমন কাজ করার ক্ষেত্রে আমরা আপনাকে আল্লাহ্র কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বহস্তে সেখানে মিম্বর স্থাপন করেছেন, সেখান থেকে মিম্বর বের করে নেয়া এবং মদীনা থেকে তাঁর লাঠি সরিয়ে নেয়া মোটেই উচিত হবে না। শেষ পর্যন্ত মু'আবিয়া ওই পরিকল্পনা ত্যাগ করলেন। তবে তিনি মিম্বরের সিঁড়ি ছয় পর্যন্ত বর্ধিত করেন এবং এ জন্যে জনসাধারণের নিকট আত্মপক্ষ সমর্থনে যুক্তি পেশ করেন।

এরপর ওয়াকিদী উল্লেখ করেছেন যে, পরবর্তীতে আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান তাঁর শাসনামলে মিম্বর স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তখন তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় যে, আমীর মু'আবিয়া একবার এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে তা পরিত্যাগ করেছিলেন। তারপরও তিনি মিম্বর তুলে নেয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ওই মিম্বরে নাড়া দেয়ার সাথে সাথে সূর্য আলোকহীন হয়ে যায়, সূর্যগ্রহণ লেগে যায়। ফলে তিনি ওই পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেন। এরপর উমাইয়া শাসক ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিক হজ্জ করতে এসে মিম্বর স্থানান্তরের চেষ্টা করেন। তখন তাঁকে বলা হল যে, আমীর মু'আবিয়া এবং আপনার পিতা দু'জনে ওই পরিকল্পনা করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তা পরিত্যাগ করেছিলেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিকও সেই পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। তার এই পরিকল্পনা ত্যাগের কারণ ছিল যে, সাঈদ-ইব্ন মুসায়য়িব (রা) এ বিষয়ে উমার ইব্ন আবদুল আযীযের সাথে কথা বলেছিলেন যে, তিনি যেন

এ বিষয়ে উপদেশ দেন, যেন তিনি পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেন। এরপর সুলায়মান যখন হজ্জ করতে আসেন উমর ইব্ন আবদুল আযীয তাঁর সাথে কথা বলেন এবং ওয়ালীদের পরিকল্পনা ও সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিবের এই কাজে বারণ করার কথাও তাঁকে জানান। তখন সুলায়মান বললেন, কি আবদুল মালিক কি ওয়ালীদ কারো নামের সাথে এমন অপবাদ সংযুক্ত হোক আমি তা চাই না। আমরা এমন কোন কাজ করব না। এতে আমাদের কি-ই বা লাভ? আমারা পার্থিব ক্ষমতা শাসন ক্ষমতা অর্জন করেছি। সেটি এখনো আমাদের হাতের মুঠোয়। তাহলে আমরা কেন ইসলামের একটি নিদর্শন নিয়ে টানা হেঁচড়া করব যে নিদর্শন দেখার জন্যে দলে দলে লোক এখানে আগমন করে। এমন দূষণীয় কাজ করে আমাদের পূর্ব পুরুষদের উপর আমরা ওই দায় চাপিয়ে দিব কেন? এটি আমাদের উচিত হবে না। মহান আল্লাহ্ এই শুভ বুদ্ধির জন্যে সুলায়মানের প্রতি দয়া করুন।

এই বছর আমীর মু'আবিয়া (রা) মিসরের শাসনকর্তা পদ থেকে মু'আবিয়া ইব্ন খাদীজকে অপসারণ করে তার স্থলে মাসলামা ইব্ন মুখাল্লাদ আফ্রিকীকে নিয়োগ করেন। এই বছর আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর নির্দেশে উক্‌বা ইব্ন নাফি ফিহ্‌রী আফ্রিকার শহর-নগরগুলো জয় করেন এবং কায়রাওয়ান শহর প্রতিষ্ঠা করেন। ওই অঞ্চলটি ছিল গভীর বন-জঙ্গলাকীর্ণ এলাকা। বড় বড় হিংস্র পশু-প্রাণী ও সাপ-বিচ্ছুর বাসস্থান ছিল ওই বন-জঙ্গল। উকবা নাফি' আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করলেন। ফলে ওই জীব-জন্তু ও সাপ-বিচ্ছুর কিছুই ওখানে থাকল না। এমনকি হিংস্র জীব-জন্তু তাদের ছানা-বাচ্চসহ সেখান থেকে বেরিয়ে গেল এবং নিজ নিজ গর্ত থেকে সাপ-বিচ্ছুগুলো বেরিয়ে অন্যত্র পালিয়ে গেল। এ ঘটনা দেখে বহু বর্বর সম্প্রদায়ের লোক ইসলাম গ্রহণ করে। সেনাপতি উক্‌বা সেখানে কায়রাওয়ান শহর পত্তন করেন। এই বছর বুসর ইব্ন আবী আরতাত ও সুফিয়ান ইব্ন আওফ রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। এই বছর ফুদালা ইব্ন উবায়দ নৌযুদ্ধে অংশ নেন। এই বছর প্রখ্যাত ও বুযর্গ সাহাবী হযরত মিদলাজ ইব্ন আমর সুলামী ইন্তিকাল করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথী হয়ে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। অবশ্য সাহাবীগণের তালিকায় আমি তাঁর উল্লেখ দেখি নি।

সাফিয়্যা বিনত হুয়াই ইব্ন আখতাব (রা)

এই বছর যাঁরা ইন্তিকাল করেছেন তাঁদের একজন হলেন উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফিয়্যা বিনত হুয়াই ইব্ন আখতাব ইব্ন শু'বা ইব্ন ছালাবা ইব্ন আবদ ইব্ন কাব ইব্ন খাযরাজ ইব্ন আবী হাবিব ইব্ন নাদীর ইব্ন নাহ্হাম ইব্ন নাহুম। তিনি হযরত হারূন (আ)-এর বংশধর ছিলেন। হযরত সাফিয়্যা (রা) তাঁর পিতা ও চাচাতো ভাই আখতাবের সাথে মদীনায় বসবাস করতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইয়াহুদী গোত্র বানূ নাদীরকে যখন মদীনা থেকে বহিষ্কার করলেন তখন এরা স্বগোত্রীয় লোকদের সাথে খায়বার চলে যায়। পরবর্তীতে বানূ কুরায়যা গোত্রের ইয়াহুদী পুরুষদের সাথে সাফিয়্যা-এর পিতা হুয়াইও নিহত হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন খায়বার দুর্গ জয় করেন তখন বন্দী লোকদের মধ্যে সাফিয়্যাও বন্দী হয়ে আসেন। তারপর বণ্টনে তিনি দাহ্‌য়া ইব্ন খালীফ কাল্‌বীর ভাগে পড়লেন। ইতিমধ্যে তার রূপ-গুণ ও বংশ অভিজাত্যের কথা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উত্থাপন করা হয়। ফলে তিনি উপযুক্ত বিনিময় প্রদান করে সাফিয়্যাকে নিজের জন্যে নিয়ে আসেন এবং সাফিয়্যা ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে মুক্তি দিয়ে বিয়ে করেন। সাহবা অঞ্চলে পৌঁছে হযরত সাফিয়্যা পাক-

পবিত্র হন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সাথে বাসর করেন। হযরত উম্মু সুলায়ম (রা) তাঁকে বাসর ঘরে যাবার জন্যে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। ইতিপূর্বে সাফিয়্যা তাঁর চাচাতো ভাই কিনানা ইব্‌ন আবী হুকায়কের স্ত্রী ছিলেন। যুদ্ধে কিনানা নিহত হয়েছিল। বিয়ের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত সাফিয়্যার মুখমণ্ডলে থাপ্পড়ের চিহ্ন দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি এর কারণ জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেছিলেন, 'একদিন আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, একটি চাঁদের মত বস্তু ইয়াসরিব থেকে এসে আমার কোলের মধ্যে পড়েছে। আমি এই স্বপ্নের কথা আমার চাচাতো ভাইয়ের নিকট ব্যক্ত করি। তাতে সে আমাকে থাপ্পড় মারে এবং বলে যে, তুই এই কামনায় বসে আছিস যে, ইয়াসরিবের রাজা তোকে বিয়ে করবে? এই হল সেই থাপড়ের চিহ্ন।' ইবাদত বন্দেগী, তাকওয়া পরহেযগারী, দান-সাদকা ও পুণ্য কর্মে তিনি অন্যতম শীর্ষস্থানীয় মহিলা ছিলেন। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করুন। ওয়াকিদী বলেছেন যে, ৫০ হিজরী সনে হযরত সাফিয়্যা (রা) ইন্তিকাল করেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, তাঁর ইন্তিকাল হয়েছে ৩৬ হিজরী সনে। তবে প্রথম অভিমত সঠিক ও বিশুদ্ধ।

উম্মু সুরায়ক আনসারী (রা)

৫০ হিজরী সনে যাঁরা ইন্তিকাল করেছেন তাঁদের একজন হলেন হযরত উম্মু সুরায়ক (রা)। ইনি নিজেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্যে নিবেদন করেছিলেন। বিনা দাবীতে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওই প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন। আর কেউ কেউ বলেছেন, তিনি ওই প্রস্তাব গ্রহণ করেন নি। এরপর থেকে তিনি কোন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন নি। কোন এক ঘটনায় মুশরিকগণ তাঁকে পান করার জন্যে পানি দেয় নি। শত নিবেদনেও তারা তাঁকে পানি সরবরাহ করে নি। তারপর সরাসরি আকাশ থেকে এক পাত্র পানি তাঁর নিকট নেমে এসেছিল। তিনি তা পান করেছিলেন এবং তখন তাঁর গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে। তাঁর মূল নাম সাফিয়্যা। কেউ বলেছেন, আযীলা। বিশুদ্ধ মতানুসারে তিনি বানূ আমীর গোত্রের লোক। ইবনুল জাওযী বলেছেন, ৫০ হিজরী সনে তাঁর ওফাত হয়। এই বিষয়ে অন্য কারো মন্তব্য আমি পাই নি।

আমর ইব্‌ন উমাইয়া দামারী (রা)

এই বছর আমর ইব্‌ন উমাইয়া দামারী (রা)-এর ওফাত হয়। তিনি একজন শীর্ষস্থানীয় সাহাবী ছিলেন। তিনি উহুদ যুদ্ধের পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। সর্বপ্রথম যে যুদ্ধে তিনি অংশ নেন সেটি হলো বির-ই-মাউনার যুদ্ধ। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিশেষ খেদমতগার ছিলেন। উম্মু হাবীবা (রা)-কে বিবাহে প্রস্তাব দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজের প্রতিনিধি হিসেবে আমর ইব্‌ন উমাইয়া (রা)-কে বাদশাহ নাজ্জাশীর নিকট প্রেরণ করেছিলেন। তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই দায়িত্বও দিয়েছিলেন যে, আবিসিনিয়ায় অবস্থানরত অবশিষ্ট মুসলমানদেরকে যেন তিনি মদীনায় নিয়ে আসেন, তাঁর বহু প্রশংসনীয় ও উল্লেখযোগ্য সৎকর্ম রয়েছে। আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর শাসনামলে তাঁর ইন্তিকাল হয়।

আবূ ফারাজ ইব্‌ন জাওযী তাঁর "আল-মুনতাযম" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, এই বছর অর্থাৎ ৫০ হিজরী সনে আরো যাঁরা ইন্তিকাল করেছেন, তাঁরা হলেন জুবায়র ইব্‌ন মুতঈম, হাস্‌সান ইবিন সাবিত, হাকাম ইব্‌ন আমর গিফারী, দাহ্‌য়াহ ইব্‌ন খলীফা কাল্‌বী, আকীল

ইব্‌ন আবী তালিব, আমর ইব্‌ন উমাইয়া দামারী বদরী, কা'ব ইব্‌ন মালিক, মুগীরা ইব্‌ন শু'বা, জুওয়াইরিয়া বিন্‌ত হারিস, সাফিয়্যা বিন্‌ত হুয়াই এবং উম্মু শুরায়ক আনসারিয়্যা (রা)।

জুবায়র ইব্‌ন মুত'ইম (রা)

তিনি হলেন জুবায়র ইব্‌ন মুত'ইম ইব্‌ন 'আদী ইব্‌ন নাওফাল ইব্‌ন আবদ-মানাফ কুরায়শী, নাওফালী। তাঁর উপনাম আবূ আহমদ, কেউ বলেছেন, আবূ 'আদী মাদানী। বদর যুদ্ধে বন্দী হওয়া কাফিরদের মুক্তিপণ হিসেবে তিনি মুসলমানদের দখলে আসেন। তখন তিনি ছিলেন মুশ্‌রিক। এক পর্যায়ে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কুরআন তিলাওয়াত শুনলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন সূরা-তূর-এর

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ـ

('ওরা কি স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হয়েছে না ওরা নিজেরাই স্রষ্টা? সূরা ৫২, তূর ঃ ৩৫) আয়াতটি পাঠ করছিলেন। এটি শুনে তার অন্তরে ইসলামের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। এরপর খায়বার যুদ্ধের বছর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন মক্কা বিজয়ের সময়। প্রথম অভিমতটি সঠিক। তিনি কুরায়শ বংশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। বংশ পরিচয় হিসেবে তাঁর ছিল প্রচুর অভিজ্ঞতা। তিনি এসব সংগ্রহ করেছিলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) থেকে। প্রসিদ্ধ অভিমত হল তিনি ইন্তিকাল করেছেন ৫৮ হিজরী সনে। আর কেউ কেউ বলেছেন, ৫৯ হিজরী সনে।

হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)

হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) হলেন ইসলামের কবি। বিশুদ্ধ ও সঠিক অভিমত হল তিনি ইন্তিকাল করেছেন ৫৪ হিজরী সনে। পরবর্তীতে তাঁর আলোচনা আসবে।

হাকাম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মুজাদ্দা গিফারী (রা)

হাকাম ইব্‌ন আমর হলেন রাফী' ইব্‌ন আমরের ভাই। তাঁকে হাকাম ইব্‌ন আকরাও বলা হয়। তিনি একজন বুযুর্গ সাহাবী। তাঁর একটি হাদীস ইমাম বুখারী (র) উদ্ধৃত করেছেন, গৃহপালিত গাধার গোশত খাওয়া নিষিদ্ধ বিষয়ে। উমাইয়া প্রশাসক যিয়াদ ইব্‌ন আবিহী তাঁকে "জাবালুল আশাল্ল" যুদ্ধে সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন। যুদ্ধে জয়লাভ করে তিনি প্রচুর গনীমতের মাল দখল করেন। এ সময়ে আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর পক্ষে যিয়াদ তাঁকে চিঠি লিখেন যে, গনীমতের মালে যত রূপা রয়েছে তার সবগুলো আলাদা করে মু'আবিয়া (রা)-এর বায়তুলমাল তথা সরকারী কোষাগারের জন্যে যেন সংরক্ষিত করে রাখা হয়। বিষয়টি কুরআনের বিধানের বিপরীত হওয়ায় সেনাপতি হাকাম ইব্‌ন আমর (রা) যিয়াদকে লিখলেন যে, কুরআনের বিধান আমীরুল মু'মিনীনের বিধানের উপর প্রাধান্য পাবে। আপনি কি শুনেননি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাণী—

لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ اللهِ ـ

—'আল্লাহ্‌র নির্দেশের বিরোধিতায় কোন মানুষের আনুগত্য করা যাবে না।' তারপর তিনি কুরআনের বিধান অনুযায়ী সৈনিকদের মাঝে গনীমতের মাল বণ্টন করে দেন। কথিত আছে

যে, এ জন্যে তাঁকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল এবং বন্দী অবস্থায় তিনি মার্ভ অঞ্চলে ৫০ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। কেউ কেউ বলেছেন, ৫১ হিজরী সনে।

দাহ্য়া ইব্ন খালীফা কালবী (রা)

হযরত দাহ্য়া ইব্ন খলীফা কালবী (রা) উঁচু পর্যায়ের সাহাবী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সুদর্শন ছিলেন বটে। এজন্যে হযরত জিবরাঈল (আ) অধিকাংশ সময়ে তাঁর আকৃতিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে দাহ্য়া কালবী (রা)-কে রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট পাঠিয়েছিলেন। ইসলামের সূচনা যুগে তিনি ইসলামে দীক্ষিত হন। তবে তিনি বদর যুদ্ধে অংশ নিতে পারেন নি। পরবর্তী যুদ্ধগুলোতে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। এরপরে ইয়ারমুকের যুদ্ধেও তিনি অংশ নেন। দামেশ্কের পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর মিয্যাতে তিনি বসবাস করতেন। আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর শাসনকালে তিনি মারা যান।

এই বছর অর্থাৎ ৫০ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। আবদুর রহমান ইব্ন সামুরা ইব্ন হাবিব ইব্ন আব্দ শাম্স কুরায়শী আবূ সাঈদ আরশামী (রা)। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন মক্কা বিজয়ের দিন। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি মু'তার যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি খুরাসান যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সিজিস্থান, কাবুল ও অন্যান্য শহর তিনি জয় করেন। দামেশ্কে তাঁর একটি বাসস্থান ছিল। তবে তিনি বসরাতে বসবাস করতেন। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি বসবাস করতেন মার্ভ অঞ্চলে।

মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ ও অন্যরা বলেছেন, যে, ৫০ হিজরী সনে বসরাতে আবদুর রহমান ইব্ন সামুরার মৃত্যু হয়। কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর মৃত্যু হয়েছে ৫১ হিজরী সনে। যিয়াদ তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন। তিনি কয়েকজন পুত্র সন্তান রেখে যান। জাহিলী যুগে তাঁর নাম ছিল আব্দ কুলাল। কেউ বলেছেন, আব্দ কাল্ব। আবার কেউ বলেছেন, আব্দ কা'বা। ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর নাম রাখলেন আবদুর রহমান। হযরত আলী (রা) ও আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর মধ্যে আপোষ-মীমাংসাকালে তিনি অন্যতম দূত হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

এই বছর উসমান ইব্ন আবিল 'আস ছাকাফী আবূ আবদিল্লাহ্ তায়িফী ইন্তিকাল করেন, তিনি এবং তাঁর ভাই হিকাম দু'জনেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহচর্য পেয়েছেন। তাঁরা দু'জনেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবী। সাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়েছিলেন। পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে তায়িফের প্রশাসক নিযুক্ত করেন। হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা) তাঁকে নিজ নিজ শাসনামলে তায়িফের শাসনকর্তা পদে বহাল রাখেন। দীর্ঘদিন পর্যন্ত তিনি তায়িফবাসীদের ইমামতি ও প্রশাসক ছিলেন। অবশেষে ৫০ হিজরী সনে তাঁর ইন্তিকাল হয়। কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর মৃত্যু হয়েছে ৫১ হিজরী সনে।

আকীল ইব্ন আবী তালিব (রা)

এই বছর অর্থাৎ ৫০ হিজরী সনে হযরত আকীল ইব্ন আবী তালিব (রা) ইন্তিকাল করেন। তিনি হলেন হযরত আলী (রা)-এর ভাই। আকীল (রা) ছিলেন হযরত জা'ফর (রা)-এর চাইতে ১০ বছরের বড়। আর হযরত জা'ফর (রা) ছিলেন হযরত আলী (রা)-এর চাইতে ১০

বছরের বড়। আবার তালিব ছিল হযরত আকীল (রা)-এর চাইতে ১০ বছরের বড়। ভাইদের মধ্যে তালিব ছাড়া অন্য সকলে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আকীল (রা) ইসলাম গ্রহণ করেছেন হুদায়বিয়া সন্ধির পূর্বে। তিনি মু'তার যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন কুরায়শের অন্যতম অভিজাত লোক। তাঁর আত্মীয়-স্বজন যারা মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেছিলেন তিনি তাঁদের মক্কাস্থ ধন-সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর শাসনামলে তাঁর ওফাত হয়।

এই বছর আমর ইব্ন হুমুক ইব্ন কাহিন খুযাঈ-এর ওফাত হয়। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন মক্কা বিজয়ের পূর্বে। তিনি মদীনায় হিজরত করেছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন বিদায় হজ্জের বছর। হাদীস শরীফে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর জন্যে দু'আ করেছিলেন যে, আল্লাহ্ তাআলা যেন যৌবন দ্বারা তাঁকে উপকৃত করেন। ফলে ৮০ বছর পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন, কিন্তু এই দীর্ঘ জীবনে তাঁর একটি দাঁড়িও সাদা হয় নি। তা সত্ত্বেও তিনি সেই চারজনের একজন ছিলেন, যারা হযরত উসমান (রা)-এর গৃহে প্রবেশ করেছিলেন। এরপর তিনি হযরত আলী (রা)-এর ভক্তদলে শামিল হন। তাঁর সাথে উটের যুদ্ধে এবং সিফ্ফিনের যুদ্ধে অংশ নেন। হুজর ইব্ন 'আদীকে যাঁরা সহযোগিতা করেছিল তিনি তাঁদের দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ফলে প্রশাসক যিয়াদ ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরওয়ানা জারী করলেন। তিনি পালিয়ে মুসেল চলে যান। মু'আবিয়া (রা) তাঁকে খুঁজে বের করার জন্যে মুসেলের প্রশাসককে নির্দেশ দিলেন। সরকারী লোকজন তাঁকে এক গুহায় খুঁজে পেল। ওই গুহায় লুকিয়ে তিনি আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বিষাক্ত সাপ তাঁকে দংশন করে। তাতে তিনি ওখানেই মারা যান। সরকারী লোকজন তাঁর মাথা কেটে নিয়ে আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট প্রেরণ করে। ঐ কর্তিত মাথা সিরিয়া ও অন্যান্য এলাকায় ঘুরানো হয়। এরপর আমীর মু'আবিয়া (রা) ঐ ছিন্ন মাথা তাঁর স্ত্রী আমিরা বিন্‌ত শারীদের নিকট প্রেরণ করেন। আমিরাও তখন জেলে বন্দী ছিলেন। ছিন্ন মাথাটি তাঁর কোলের উপর নিক্ষেপ করা হয়। আমির পরম আদরে তাঁর স্বামীর মুখমণ্ডলে হাত রাখেন এবং মুখে নিয়ে চুমু খান। আর বলেন, তোমরা দীর্ঘদিন যাবত তাঁকে আমার নিকট অদৃশ্য করে রেখেছ। তারপর উপহার হিসেবে তাঁর খণ্ডিত মস্তক আমাকে দিয়েছ। আমি পরম মমতায় এই উপহার গ্রহণ করেছি।

কা'ব ইব্ন মালিক আনসারী (রা)

৫০ হিজরী সনে যারা ইন্তিকাল করেন, তাঁদের একজন ছিলেন ইব্ন মালিক আনসারী (রা) তিনি ছিলেন ইসলামের কবি। ইসলাম প্রকাশের সূচনা যুগে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। আকাবার শপথ অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত ছিলেন। তিনি বদর যুদ্ধে অংশ নেন নি। তাঁর তওবা কবূল হওয়া সম্পর্কিত সহীহ্ বুখারী ও সহীহ মুসলিম গ্রন্থে এরূপ উল্লেখ রয়েছে। তাবুক যুদ্ধে অনুপস্থিতির পর যে তিনজনের তওবা আল্লাহ্ তাআলা কবূল করেছেন, কা'ব ইব্ন মালিক (রা) তাঁদের একজন। তাফসীর গ্রন্থে আমরা এই ঘটনা বিস্তারিত উল্লেখ করেছি। তাবুক যুদ্ধের অধ্যায়েও তা উল্লেখ করা হয়েছে। কালবী বলেছেন, তিনি বদর যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। কিন্তু কালবীর এই বর্ণনা সঠিক নয়। কালবী এও বলেছেন, হযরত কা'ব ইব্ন মালিক (রা) ৪১ হিজরীর পূর্বে ইন্তিকাল করেছেন। তাঁর এই মন্তব্য সঠিক নয়। কারণ তাঁর চাইতে অভিজ্ঞ ও অধিক জ্ঞানী ব্যক্তিত্ব ওয়াকিদী বলেছেন, হযরত কা'ব ইন্তিকাল করেছেন

৫০ হিজরী সনে। কাসীম ইব্ন 'আদী বলেছেন, হযরত কা'ব ইব্ন মালিক (রা) ৫১ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা)

৫০ হিজরী সনে যাঁদের ইন্তিকাল হয় তাঁদের একজন হলেন- হযরত মুগীরা ইব্ন শু'বা ইব্ন আবী আমীর ইব্ন মাসউদ আবূ ঈসা (রা)। কারো কারো মতে, আবূ আবদিল্লাহ্ উরওয়া ইব্ন মাসউদ ছাকাফী হলেন তাঁর পিতার চাচা। মুগীরা (রা) ছিলেন আরবের নেতৃস্থানীয় বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি। ছাকীফ গোত্রের ১৩ জন লোককে খুন করার পর খন্দকের যুদ্ধের বছর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ঐ ১৩ জন লোককে তিনি মুকাওকিস-এর নিকট থেকে প্রত্যাবর্তনকালে ধরে নিয়ে এসেছিলেন এবং তাদেরকে হত্যা করে তাদের ধন-সম্পদ লুট করেছিলেন। পরে উরওয়া ইব্ন মাসউদ ঐ লোকদের রক্তপণ পরিশোধ করেন।

মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) হুদায়বিয়ার সন্ধি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সন্ধির প্রাক্কালে তিনি খোলা তরবারি নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রহরায় তাঁর মাথার নিকট দণ্ডায়মান ছিলেন। তায়িফবাসীদের ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে এবং আবূ সুফিয়ানকে প্রেরণ করেছিলেন সেখানকার মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেলার জন্যে। তাঁরা লাত নামের প্রসিদ্ধ মূর্তিটি ভেঙ্গে ফেলেন। ঐ মূর্তি ভাঙ্গার ঘটনা আমারা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা) তাঁর খিলাফতের সময়ে হযরত মুগীরা (রা)-কে বাহ্রায়ন প্রেরণ করেছিলেন। তিনি ইয়ামামা ও ইয়ারমুকের যুদ্ধে অংশ নেন। ইয়ারমুকের যুদ্ধে তিনি চোখে আঘাত পান।

কেউ কেউ বলেছেন, যে, সূর্য গ্রহণের সময় তিনি সূর্যের দিকে তাকিয়েছিলেন। তাতে তাঁর দৃষ্টিশক্তি বিনষ্ট হয়। তিনি কাদেসিয়ার যুদ্ধেও অংশ নেন। হযরত উমর (রা) বহু অভিযানে সেনাপতির দায়িত্ব দেন। ফলে তিনি বহু রাজ্য জয় করেন। হামাদান ও মায়মান রাজ্য তিনিই জয় করেন। মুসলিম সেনাপতি সা'দ (রা)-এর পক্ষে প্রতিনিধি হয়ে তিনি পারস্য সেনাপতি রুস্তমের নিকট গমন করেছিলেন এবং তাঁর সাথে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর আলাপ করেছিলেন। হযরত উমর (রা) তাঁর শাসনামলে হযরত মুগীরা (রা)-কে বসরার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তাঁর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ আনার পর তা প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁকে বসরা থেকে সরিয়ে কূফার শাসনকর্তা পদে নিয়োগ করা হয়। হযরত উসমান (রা) তাঁর শাসনামলে কিছু সময় মুগীরা (রা)-কে ঐ পদে বহাল রাখেন এবং পরে অপসারিত করেন। হযরত উসমান (রা)-এর শাসনের শেষ পর্যন্ত তিনি অপসারিত থাকেন। এক পর্যায়ে হযরত আলী (রা) ও মু'আবিয়ার দ্বৈত শাসন শুরু হলে তিনি মু'আবিয়া (রা)-এর সাথে যোগ দেন। হযরত আলী (রা) নিহত হবার পর আমীর মু'আবিয়া (রা) ও হযরত হাসান (রা)-এর মধ্যে যখন আপোষ-মীমাংসা ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হল তখন কূফায় প্রবেশ করেন এবং আমীর মু'আবিয়া (রা) তাঁকে কূফার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। ঐ পদে কর্মরত থাকা অবস্থায় ৫০ হিজরী সনে তিনি ইন্তিকাল করেন। মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ ও অন্যরা তাই বলেছেন। খতীব বলেছেন যে, হযরত মুগীরা (রা) ৫০ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। সে বিষয়ে সকলে একমত। তিনি মারা গেলেন ৫০ হিজরী সনের রমযান মাসে। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।

আবূ উবায়দ বলেছেন, হযরত মুগীরা (রা)-এর মৃত্যু হয়েছে ৪৯ হিজরী সনে। ইব্ন আব্দিল বার বলেছেন, ৫১ হিজরী সনে। কেউ বলেছেন, ৫৮ হিজরীতে আকাবায় কেউ বলেছেন, ৩৬ হিজরী সনে তিনি মারা গিয়েছেন। এসব মন্তব্য সঠিক নয়।

মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ বলেছেন, মুগীরা (রা)-এর চুলগুলো ছিল লালচে-ঝরঝরে। ঠোঁট দু'টো মোটা ও উঁচু। সামনের বড় দাঁত ভাঙ্গা। মাথা ছিল বড়। দু'বাহু মোটা। প্রশস্ত কাঁধ। তিনি তাঁর চুলে চারটি সিঁথি করে চারটি ঝুঁটি বাঁধতেন। শা'বী বলেছেন, যথার্থ বিচারক ছিলেন চারজন ঃ আবূ বকর (রা), উমর (রা), ইব্ন মাসউদ (রা) এবং আবূ মূসা (রা)। বিচক্ষণ ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন চারজন ঃ মু'আবিয়া (রা) আমর ইবনুল 'আস (রা) মুগীরা (রা) এবং যিয়াদ।

যুহ্রী (রা) বলেছেন, যে, হযরত আলী (রা) ও মু'আবিয়া (রা)-এর মধ্যকার বিবাদ ও বিশৃংখল অবস্থায় বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণতার অধিকারী ছিলেন ৫ জন। মু'আবিয়া (রা), আমর ইবনুল 'আস (রা), মুগীরা ইব্ন শু'আ (রা), ইনি তখন ক্ষমতাহীন লোক ছিলেন, কায়স ইব্ন সা'দ ইব্ন উবাদা (রা) এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন বুদায়ল ইব্ন ওরাকা। শেষ দু'জন হযরত আলী (রা)-এর পক্ষে ছিলেন।

আমি বলি, শীয়াগণ বলত যে, পরস্পর ঐকমত্যের লোক ছিলেন ৫ জন। রাসূলুল্লাহ্ (সা), আলী (রা), ফাতিমা (রা), হাসান (রা) এবং হুসায়ন (রা)। আর পরস্পর বিরুদ্ধ মনোভাবের লোক ছিলেন ৫ জন। আবূ বকর (রা), উমর (রা), মু'আবিয়া (রা), আমর ইবনুল 'আস (রা) এবং মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা)।

শা'বী বলেছেন, আমি মুগীরা (রা)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, 'কেউই আমাকে বুদ্ধিতে ঠকাতে পারে নি। কিন্তু একটি যুবক আমাকে একবার ঠকিয়েছিল। আমি একটি মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম। এ বিষয়ে আমি যুবকটির সাথে পরামর্শ করেছিলাম। সে বলেছিল, সম্মানিত আমীর ! আপনি ওকে বিয়ে করবেন তা আমি সমর্থন করি না। আমি বললাম, 'কেন কি হয়েছে? বিয়ে করব না কেন?' সে বলল, 'আমি দেখেছি একজন পুরুষ ওকে চুমু খাচ্ছে।' মুগীরা (রা) বললেন, 'এরপর আমি সংবাদ পেয়েছি যে, ঐ যুবকটি ঐ মেয়েকে বিয়ে করেছে। আমি ওকে বললাম, তুমি না বলেছিলে যে, একজন লোককে তুমি ঐ মেয়েকে চুমু খেতে দেখেছ, তাহলে তুমি ওকে বিয়ে করলে কেমন করে? হ্যাঁ, দেখেছিলাম বটে, আর ঐ লোক হল আমার পিতা স্ব-স্নেহে তাকে চুমু খেয়েছিলেন।

শা'বী আরো বলেছেন, যে, আমি কাবীসা ইব্ন জাবির (রা)-কে বলতে শুনেছি, 'আমি মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা)-এর সাথে ছিলাম। আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে, যদি কোন শহরের ৮ টি দরজা থাকে এবং কঠিন কঠিন কৌশল ব্যতীত কোন একটি দরজা দিয়েও বের হওয়া না যায়, তবুও মুগীরা ইব্ন শু'বা ৮ টি দরজার সব ক'টি দিয়ে বের হয়ে যেতেপারবেন।

ইব্ন ওয়াহাব বলেছেন, আমি মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি, 'মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) বলতেন, এক স্ত্রীর স্বামী এমন পুরুষ, স্ত্রীর ঋতুস্রাব হলে তারও ঋতুস্রাব হয় (সহবাস বন্ধ থাকে), স্ত্রীর রোগ হলে সেও রোগী হয়ে পড়ে। আর দু' স্ত্রীর স্বামী এমন যে, জ্বলন্ত দু'অগ্নিশিখার মাঝখানে অবস্থান করে। আর চার স্ত্রীর স্বামী হল নরম নয়ন, মন, শান্ত পরম সুখী ব্যক্তি। মুগীরা (রা) একই সাথে ৪ জন মহিলাকে বিয়ে করতেন এবং একই সাথে ঐ ৪ জনকে তালাক দিতেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন নাফি' বলেছেন, মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) ৩০০

মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। কেউ বলেছেন, ১০০০ জন আবার কেউ বলেছেন, ১০০ জন আবার কেউ কেউ বলেছেন, ৮০ জন মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন।

জুওয়াইরিয়া বিন্‌ত হারিস ইব্‌ন আবী দিরার খুযাঈ

৫০ হিজরী সনে যাঁরা ইন্তিকাল করেন তাঁদের একজন হলেন জুওয়াইরিয়া বিন্‌ত হারিস (রা)। 'মুরাইসী যুদ্ধে' রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বন্দী করেন। 'মুরাইসী যুদ্ধের' অপর নাম বানূ মুস্‌তালিকের যুদ্ধ। জুওয়াইরিয়া (রা)-এর পিতা ছিলেন ঐ গোত্রের গোত্রপতি। বন্দী হবার পর জুওয়াইরিয়া (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে বিয়ে করেন। প্রথমে যুদ্ধ বন্দী ক্রীতদাস হিসেবে জুওয়াইরিয়া (রা) পড়েছিলেন সাহাবী কায়স ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর ভাগে। কায়স ইব্‌ন সাবিত তাঁর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন যে, জুওয়াইরিয়া যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ পরিশোধ করতে পারেন তাহলে দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবেন। এ প্রেক্ষাপটে জুওয়াইরিয়া (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ঐ সম্পদ পরিশোধে সাহায্য প্রার্থনা করতে এসেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বললেন, তার চাইতে একটি উত্তম প্রস্তাব তুমি গ্রহণ করবে কি? জুওয়াইরিয়া (রা) বললেন, সেটি কি? ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) ! উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, 'আমি চাই তোমাকে ক্রয় করে মুক্তি দিয়ে বিয়ে করতে। জুওয়াইরিয়া (রা) রাযী হলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে বিয়ে করলেন। এ সংবাদ শুনে সাহাবা-ই কিরাম বললেন, হায় ! বানূ মুস্তালিক গোত্র তো এখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শ্বশুর পক্ষ। ওদেরকে আমরা দাস হিসেবে রাখব কেমন করে? তারপর এই উপলক্ষে প্রায় ১০০ পরিবারের বন্দী লোকজনকে তাঁরা মুক্তি দিয়ে দেয়। হযরত আয়েশা (রা) বলেছিলেন, 'নিজ পরিবারের প্রতি অধিক কল্যাণকর জুওয়াইরিয়া (রা) অপেক্ষা অন্য কেউ আছেন বলে আমার জানা নেই। এজন্যে যে, তাঁর একজনের উসিলায় শতাধিক লোক দাসত্ব ও বন্দিত্ব থেকে মুক্তি পায়। জুওয়াইরিয়া (রা)-এর নাম ছিল বার্‌রাহ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে জুওয়াইরিয়া নামে ডাকতেন। তিনি খুব মিষ্টভাষী মহিলা ছিলেন। ৫০ হিজরী সনে তাঁর ওফাত হয়। ইব্‌ন জাওযী ও অন্যরা তাই উল্লেখ করেছেন। ইন্তিকালের সময় তাঁর বয়স ছিল ৬৫ বছর। ওয়াকিদী বলেছেন, যে, হযরত জুওয়াইরিয়া (রা) ইন্তিকাল করেছেন ৫৬ হিজরী সনে। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করুন। আল্লাহই ভাল জানেন।

হিজরী ৫১ সন

এই হিজরীতে হুজার ইব্‌ন 'আদী (রা) নিহত হয়েছেন। তিনি হলেন হুজর ইব্‌ন 'আদী ইব্‌ন জাবাল ইব্‌ন রাবী'আ ইব্‌ন মু'আবিয়া আল-আকরার ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন মু'আবিয়া ইব্‌ন সাওর ইব্‌ন বাযীগ ইব্‌ন কিন্‌দী আল-কূফী। তিনি হুজরল খায়র নামেও পরিচিত। তাঁকে ইব্‌ন আদবারও বলা হত। কারণ তাঁর পিতা 'আদী জনৈক পলাতককে আঘাত করেছিল। সেই থেকে তাঁকে আদবার নামে ডাকা হয়। হুজর (রা) হলেন কিন্‌দা গোত্রের লোক। তিনি ছিলেন কূফা অধিবাসীদের অন্যতম নেতা।

ইবন আসাকির বলেন যে, হুজর (রা) প্রতিনিধি দল হিসেবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সাক্ষাত করেন। হযরত আলী (রা), আম্মার এবং শুরাহীল ইব্‌ন মুর্‌রা মতান্তরে শুরাহবীল ইব্‌ন মুর্‌রা (রা)-এর নিকট থেকে হাদীস শুনেছেন। তাঁর মুক্ত করা দাস আবু লায়লা আবদুর রহমান ইব্‌ন আব্বাস, আবুল বাখ্‌তারী তাঈ প্রমুখ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। যে সেনাবাহিনী 'আযরা' জয় করেছিল ওদের দলভুক্ত হয়ে তিনি সিরিয়ার যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি হযরত আলী (রা)-এর পক্ষে সিফ্‌ফিনের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কেউ বলেছেন, দামেশ্‌কের একটি জনপদ আযরাতে তাঁর কবর রয়েছে। সেখানে তাঁর কবর ও মসজিদ প্রসিদ্ধ স্থাপনা।

এরপর ইব্‌ন আসাকির আপন সনদে হুজর ইব্‌ন 'আদীর একটি উত্তম বর্ণনার কিছু অংশ উদ্ধৃত করেছেন, যা তিনি হযরত আলী (রা) ও অন্যদের সূত্রে উল্লেখ করেছেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ হুজর ইব্‌ন 'আদী (রা)-কে চতুর্থ স্তরের সাহাবীরূপে উল্লেখ করেছেন। এবং তিনি বিভিন্ন প্রতিনিধি দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে দায়িত্ব পালন করেছেন বলে মন্তব্য করেছেন। পরবর্তীতে তিনি আবার তাঁকে কূফা অধিবাসী প্রথম সারির দলভুক্ত করেছেন। তিনি এও মন্তব্য করেছেন যে, হুজর ইব্‌ন 'আদী একজন প্রসিদ্ধ এবং আস্থাভাজন লোক। তবে তিনি হযরত আলী (রা) ব্যতীত অন্য কারো হাদীস বর্ণনা করেন নি। ইব্‌ন আসাকির বরং এটুকু বলেছেন যে, হুজর ইব্‌ন 'আদী আম্মার এবং শুরাহবীল ইব্‌ন মুর্‌রা থেকেও হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আবূ আহমদ আসাকির বলেছেন যে, অধিকাংশ মুহাদ্দিস তাঁকে সাহাবী বলা বিশুদ্ধ মনে করেন নি। তিনি কাদেসিয়া যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এবং আযরা বুরুজ দখল করেছিলেন। তিনি উটের যুদ্ধ এবং সিফ্‌ফিনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই যুদ্ধে হুজর হযরত আলী (রা)-কে সমর্থন করেছিলেন। হুজর নামের লোক ছিলেন দু'জন। একজন আলোচ্য হুজর ইব্‌ন 'আদী। ইনি হুজর খায়র নামে পরিচিত ছিলেন। অন্যজন হলেন হুজরুশ শারাক। তিনি হলেন হুজর ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন সালমা ইব্‌ন মুর্‌রাহ।

মারযুবানী বলেছেন, বর্ণিত আছে যে, হুজর ইব্‌ন 'আদী তাঁর ভাই হানী ইব্‌ন 'আদীর সাথে দলভুক্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হন। হুজর ইব্‌ন 'আদী খুবই ইবাদতকারী ও নির্মোহ লোক ছিলেন। তিনি তাঁর মাতার প্রতি ছিলেন অসাধারণ নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তি। তিনি প্রচুর নামায আদায় করতেন এবং রোযা রাখতেন।

আবূ মা'শার বলেছেন, হুজর ইব্‌ন 'আদী (রা)-এর যখনই ওযূ নষ্ট হতো ওযূ করে নিতেন। আর যখনই ওযূ করতেন দু'রাকা'আত নামায আদায় করে নিতেন। আরো অনেকেই এরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেছেন, ইয়ালা ইব্‌ন উবায়দ আবূ ইসহাক থেকে বর্ণনা করেন যে, একদিন সালমান হুজর (রা)-কে বলেছিলেন, হে ইব্‌ন উম্মে হুজর ! তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে টুকরো টুকরো করে ফেললেও তুমি ঈমান পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে না। মুগীরা ইব্‌ন শু'বা যখন কূফার শাসনকর্তা, তখন তিনি খুত্‌বা দেয়ার সময় হযরত উসমান (রা)-এর প্রশংসা করার পর হযরত আলী (রা) ও তাঁর সমর্থনের নিন্দাসূচক বক্তব্য রাখতেন। এতে ইব্‌ন 'আদী (রা) ক্ষেপে যেতেন এবং ঐ বক্তব্যের প্রতিবাদ করতেন। মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) ধৈর্যশীল মানুষ ছিলেন। তাই ঐ প্রতিবাদ হজম করে যেতেন। অবশ্য মাঝে মাঝে হুজর (রা)-কে বুঝানোর চেষ্টা করতেন এবং কর্মের পরিণাম সম্পর্কে শাসিয়ে দিতেন। কারণ শাসনকর্তার বক্তব্যের মুখোমুখি প্রতিবাদ করার পরিণাম খুবই মন্দ বটে। কিন্তু তাতে হুজর (রা) প্রতিবাদ বন্ধ করেন নি।

মুগীরা (রা)-এর শাসনামলের শেষ দিকে একদিন খুত্‌বার সময় হুজর (রা) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং মুগীরা (রা)-এর খুত্‌বার প্রতিবাদ করলেন। সাথে সাথে জনগণের ভাতা প্রদানে বিলম্ব করার জন্যে মুগীরাকে অভিযুক্ত করলেন। তিনি চিৎকার করে এসব কথা বলছিলেন। দেখা গেল যে, তাঁর সমর্থেনে আরো অনেক লোক দাঁড়িয়ে দেল। তাঁরা হুজর (রা)-এর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করতে মুগীরা (রা)-এর কর্মের সমালোচনা করতে লাগল। নামায শেষে মুগীরা (রা) তাঁর কার্যালয়ে প্রবেশ করেন। তাঁর সাথে সেনাপতিগণ ছিল। সেনাপতিগণ মুগীরা (রা)-কে হুজর (রা)-এর ঐক্যে ফাটল ধরানো ও শাসক-দ্রোহিতার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি দিতে পরামর্শ দিল। কিন্তু মুগীরা (রা) ঐ পরামর্শ গ্রহণ করেন নি।

ইউনুস ইব্‌ন উবায়দ উল্লেখ করেছেন যে, একবার আমীর মু'আবিয়া (রা) বায়তুলমাল থেকে কিছু অর্থ-সম্পদ কেন্দ্রে প্রেরণ করার জন্যে শাসনকর্তা মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা)-কে লিখলেন। নির্দেশ মুতাবিক মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) কূফার বায়তুলমাল থেকে বেশ কিছু সম্পদ সওয়ারী বোঝাই করে রাজধানীর উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন। কিন্তু হুজর ইব্‌ন 'আদী (রা) তাতে বাধা দিলেন। তিনি প্রথম সওয়ারীর লাগাম চেপে ধরে কাফেলা থামিয়ে দিলেন এবং বললেন, যতক্ষণ এখানকার সকলের প্রাপ্য পরিশোধ না করা হবে ততক্ষণ এই মাল-সম্পদ স্থানান্তর করতে দেয়া হবে না। এই পরিস্থিতিতে সাকীফ গোত্রের একদল যুবক মুগীরা (রা)-কে বলল, 'অনুমতি দিন আমরা তাঁর মাথা কেটে আপনার সামনে হাজির করি। মুগীরা (রা) বললেন, 'না, হুজর (রা)-এর মত ব্যক্তির ব্যাপারে আমি তা করতে পারব না। এই সংবাদ আমীর মু'আবিয়ার (রা) নিকট পৌঁছার পর তিনি মুগীরা (রা)-কে শাসনকর্তার পদ থেকে অপসারণ করে, যিয়াদকে ঐ পদে নিয়োগ করেন। অবশ্য বিশুদ্ধ অভিমত এই যে, মুগীরা (রা)-কে অপসারিত করা হয় নি। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি শাসনকর্তার পদে বহাল ছিলেন।

মুগীরা (রা)-এর ইন্তিকালের পর যিয়াদকে একই মাসে বসরা ও কূফা উভয় প্রদেশের শাসনকর্তার দায়িত্ব দেয়া হয়। এসময়ে যিয়াদ কূফায় এলেন। ইতিমধ্যে হযরত আলী (রা)-এর বহু সমর্থক হুজর ইব্‌ন 'আদী (রা)-এর নিকট সমবেত হয়। তাঁরা হুজরের মতের সাথে ঐকমত্য ঘোষণা করে ও তাঁর শক্তি বৃদ্ধি করে। ওরা মু'আবিয়া (রা)-এর সমালোচনা করে এবং আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর সাথে সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা দেয়। যিয়াদ কূফায় এসে তাঁর প্রথম খুত্‌বার শেষ দিকে হযরত উসমান (রা)-এর প্রশংসা করেন এবং যারা উসমান (রা)-কে হত্যা করেছে কিংবা হত্যায় সহায়তা করেছে, তাদের নিন্দা করে।

মুগীরা (রা)-এর শাসনামলে হুজর (রা) যেমন দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করতেন এদিকে যিয়াদের খুত্‌বা দান কালেও তিনি তেমন প্রতিবাদ করতে থাকেন। মুগীরা (রা)-কে যেমন বলতেন যিয়াদকেও তেমন বললেন। যিয়াদ কোন উত্তর দেয় নি। এরপর যিয়াদ বসরা যাত্রা করেন। যাবার সময় তিনি হুজর (রা)-কে সাথে নিতে চেয়েছিলেন, যাতে এখানে তিনি কোন অঘটন না ঘটান। কিন্তু হুজর (রা) বললেন, আমি অসুস্থ। যিয়াদ বললেন, হ্যাঁ, আপনি ধর্মের দিক থেকে, অন্তরের দিক থেকে এবং বুদ্ধির দিক থেকে অসুস্থ বটে। তবে আল্লাহ্‌র কসম ! আমার অবর্তমানে আপনি যদি এখানে কোন অঘটন ঘটান তাহলে আমি আপনাকে খুন করে ফেলব। যিয়াদ বসরা চলে গেলেন। ওখানে তিনি সংবাদ পেলেন হুজর (রা) ও তাঁর অনুসারীরা কূফায় যিয়াদের নিযুক্ত ভারপ্রাপ্ত শাসনকর্তার বিরোধিতা করছে এবং জুমু'আ দিবসে তাঁর প্রদত্ত খুত্‌বার প্রতিবাদ করে তাঁর প্রতি পাথর নিক্ষেপ করছে সেখানে যিয়াদের ভারপ্রাপ্ত শাসনকর্তা ছিলেন আমর ইব্‌ন হুরায়ছ।

এ পরিস্থিতিতে যিয়াদ কূফায় ফিরে আসেন এবং সরকারী প্রাসাদে অবস্থান গ্রহণ করেন। এরপর তিনি মিম্বরে আরোহণ করেন। তাঁর পরিধানে ছিল সূক্ষ্ম রেশমের জুববা এবং লাল নক্সা কারুকার্য খচিত চাদর। চুল ছিল আঁচড়ানো। হুজর (রা) ছিলেন বসা। তাঁর চারদিকে ঘিরে বসা ছিল তাঁর অনুসারীরা। তাদের সংখ্যা ছিল অন্যান্য দিনের তুলনায় অধিক। প্রায় তিন হাজার। তারা সশস্ত্র অবস্থায় তাঁর চারদিকে বসা ছিল।

যিয়াদ খুত্‌বা দিলেন। তিনি আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণগান করলেন। তারপর বললেন, রাষ্ট্রদ্রোহিতার পরিণাম খুবই ভয়াবহ। এরা আমাকে নিরূপদ্রব পেয়ে আমার বিরুদ্ধে ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। আল্লাহ্‌র কসম ! তোমরা যদি সঠিক পথে না আস আমি তার উচিত শিক্ষা দিব। তারপর তিনি বললেন যে, আমি যদি কূফার জনপদকে হুজর এবং তাঁর অনুসারীদের দৌরাত্ম্য থেকে মুক্ত করতে না পারি এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে না পারি তবে আমি কোন ব্যক্তি-ই নই। হে হুজর ! দুঃখ তোমার মায়ের জন্যে। তুমি তো সন্ধ্যা বেলায় নেকড়ের মুখে পড়েছ। এরপর যিয়াদ বললেন,

أَبْلِغْ نَصِيْحَةً أَنْ رَاعِيْ إِبِلِهَا ـ سَقَطَ الْعَشَاءُ بِهِ عَلَىٰ سَرْحَانِ ـ

'ওর নিকট একটা উপদেশ পৌঁছে দাও। তাঁর উট পাল ডাক ছেড়েছে। আর সন্ধ্যা বেলায় সে নেকড়ের মুখে পড়েছে।'

যিয়াদ তার খুত্‌বায় বলছিলেন যে, আমীরুল মু'মিনীন তথা খলীফার জনগণের উপর এই দাবী রয়েছে। সে মুহূর্তে হুজর (রা) এক মুষ্ঠি কংকর হাতে নিয়ে যিয়াদের প্রতি নিক্ষেপ করলেন। 'আপনি মিথ্যা বলেছেন, আপনার উপর আল্লাহ্‌র লা'নত বর্ষিত হোক !' তারপর যিয়াদ মিম্বর থেকে নেমে যান এবং নামায আদায় করেন। এরপর তিনি সরকারী কার্যালয়ে যান এবং হুজর ইব্‌ন 'আদী (রা)-কে সেখানে ডেকে পাঠান।

কেউ কেউ বলেছেন, যিয়াদ তখন দীর্ঘ খুত্‌বা দিয়ে যাচ্ছিলেন, আর নামায বিলম্বিত করছিলেন তখন হুজর চিৎকার করে বলছিলেন, "আস্ সালাত" অর্থাৎ নামায আদায় করুন। তাঁর কথায় কান না দিয়ে যিয়াদ তাঁর খুত্‌বা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। নামাযের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাবে এমন আশংকা সৃষ্টি হবার পর হুজর (রা) এক মুষ্ঠি কংকর নিয়ে যিয়াদের প্রতি ছুঁড়ে মারলেন। আর চিৎকার করে বলে উঠলেন, "আস্ সালাত" আস্ সালাত"– তাড়াতাড়ি নামায

আদায় করুন।" তাঁর সমর্থনে অন্যান্য লোকজনও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। অবস্থা বেগতিক দেখে যিয়াদ মিম্বর থেকে নেমে এলেন এবং নামায আদায় করলেন।

নামায শেষে যিয়াদ সামগ্রিক পরিস্থিতির কথা এবং কিছুটা বাড়িয়ে আমীর মু'আবিয়া (রা)-কে লিখে জানালেন। উত্তরে আমীর মু'আবিয়া (রা) বললেন, 'ওকে লোহার শিকলে বেঁধে আমার নিকট নিয়ে এস। নির্দেশ পালনে যিয়াদ সেখানকার পুলিশ প্রধান শাদ্দাদ ইব্‌ন হায়সামকে হযরত হুজর (রা)-এর নিকট তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্যে প্রেরণ করলেন। তখন তাঁর সমর্থক ও সহযোগীগণ তাঁর নিকট ছিল। পুলিশ প্রধান গিয়ে বললেন, শাসনকর্তা যিয়াদ আপনাকে তলব করেছেন। তিনি ওখানে যেতে অস্বীকৃতি জানালেন। তাঁর সমর্থকগণ তাঁর রক্ষার প্রস্তুতি নিল। পুলিশ প্রধান শাদ্দাদ যিয়াদের নিকট গিয়ে তাঁকে পরিস্থিতি জানালেন। তারপর যিয়াদ বিভিন্ন গোত্রের লোকদের সমন্বয়ে একটি বাহিনী গঠন করে পুলিশ প্রধানের নেতৃত্বে তাঁর নিকট পাঠাল। এই দল সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁকে ধরে আনার চেষ্টা করে। তাতে উভয় পক্ষে সংঘর্ষ হয়। উভয় পক্ষ অপর পক্ষের প্রতি পাথর ও লাঠি ব্যবহার করে। শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। এবার যিয়াদ ওখানে প্রেরণ করে মুহাম্মদ ইব্‌ন আশ'আসকে। তাঁর নেতৃত্বে গঠন করে একটি সেনাদল প্রেরণ করেন। হুজর (রা)-কে অন্যত্র চলে যাবার জন্যে তিন দিনের সময় দেয়া হয়। তিনি যান নি। যথাসময়ে সেনাদল গিয়ে হুজর (রা)-কে গ্রেপ্তার করে এবং শাসনকর্তা যিয়াদের নিকট নিয়ে আসে। হুজর (রা)-এর সমর্থক, গোত্রীয় লোকজন এবং শুভাকাঙ্ক্ষী কেউ এ যাত্রায় তাঁকে রক্ষা করতে পারেনি।

এ পর্যায়ে যিয়াদ তাঁকে বন্দী করে দশ দিন কারাগারে রেখে দেন এবং তারপর আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট চালান করে দেন। তাঁর সাথে এমন কতক লোকও পাঠান যারা খলীফার নিকট এ সাক্ষ্য দিবে যে, হুজর (রা) খলীফাকে গালমন্দ করেছেন এবং শাসনকর্তা যিয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। তিনি আলী (রা)-এর পরিবার ব্যতীত অন্য কারো খিলাফত মানেন না। এ সকল সাক্ষীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আবূ বরদা ইব্‌ন আবূ মূসা, ওয়াইল ইব্‌ন হুজর, উমর ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস, তাল্‌হা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্-এর তিন পুত্র ইসহাক, ইসমাঈল এবং মূসা, মুনযির ইব্‌ন যুবায়র, কাছীর ইব্‌ন শিহাব সাবিত ইব্‌ন রিবঈ প্রমুখ। তাঁরা ছিলেন সর্বমোট ৭০ জন। কেউ কেউ বলেছেন, কাযী শুরায়হের সাক্ষীও লিখা হয়েছিল কিন্তু তিনি ঐ সাক্ষ্য প্রদানে রাযী হন নি। তিনি বরং বলেছেন যে, আমি যিয়াদকে বলেছিলাম, ঐ লোক অর্থাৎ হুজর (রা) একজন রোযাদার ও প্রচুর ইবাদতকারী মানুষ।

শাসনকর্তা যিয়াদ তখন হুজর (রা)-কে এবং তাঁর সাথীদেরকে সিরিয়া পাঠিয়ে দিলেন ওয়াইল ইব্‌ন হুজর এবং কাসীর ইব্‌ন শিহাবের তত্ত্বাবধানে। হুজর (রা)-এর সাথে ছিল তাঁর একদল সমর্থক। তাঁরা ছিল প্রায় ২০ জন। কেউ কেউ বলেছেন, ১৪ জন। তাদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হলেন, আরকাম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ কিন্‌দী, শারীক ইব্‌ন শাদ্দাদ হাদ্‌রামী, সায়ফী ইব্‌ন কাসীল, কাবিসা ইব্‌ন দুবায'আ ইব্‌ন হারমালা মাবাসী, কারীম ইব্‌ন আফিস খাস'আমি, আসিম ইব্‌ন আওফ কাজালী, ওয়ারাকা ইব্‌ন সুমাই বাজালী, কুদাম ইব্‌ন হিব্বান, আবদুর রহমান ইব্‌ন হাস্‌সান আল উরয়ান তামীমী, মুহাররিয ইব্‌ন শিহাব তামীমী, উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন হুওয়াইয়া সা'দী তামীমী হুজর (রা)-এর সমর্থক তাঁরা। তাঁর সাথে যাত্রা করেন। তারা সিরিয়া গিয়ে পৌঁছেন। তাদের পেছনে যিয়াদ অতিরিক্ত দু'জন লোক পাঠিয়েছিলেন। তারা হল বানূ সা'দ গোত্রের ইব্‌ন আখ্‌নাম এবং সা'দ ইব্‌ন ইমরান হামদানী। ফলে তারা হলেন ১৪ জন।

কথিত আছে যে, আমীর মু'আবিয়া (রা) দরবারে প্রবেশ করে হুজর (রা) বলেছিলেন, "আসসালামু আলাইকা ইয়া আমীরাল মু'মিনীন !" সাথে সাথে আমীর মু'আবিয়া (রা) তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। তিনি ক্রোধে ফেটে পড়লেন এবং হুজর (রা) ও তাঁর সাথীদেরকে হত্যার আদেশ দিয়ে দিলেন।

কেউ কেউ বলেছেন, মু'আবিয়া এই বন্দী কাফেলার দিকে এগিয়ে এসেছিলেন। "বুরুজ আল-আযরা' নামক স্থানে এসে তিনি মুখোমুখি হন। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, আমীর মু'আবিয়া নিজে ওদের সাথে সাক্ষাত করেন নি। বরং তাঁর পক্ষ থেকে লোক পাঠিয়েছিলেন। ওরা "সানিয়্যা আল-ইকাব" গিরী পথের মোড়ে "আযরা" নামক স্থানে হযরত হুজর (রা) এবং তাঁর সাথীদের সাথে মিলিত হয় এবং তাঁদেরকে হত্যা করে। আমীর মু'আবিয়া (রা) তাঁদেরকে হত্যা করার জন্যে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি ঘাতক দল পাঠিয়েছিলেন। ঐ দলে ছিলেন হুদবা ইব্ন ফাইয়াদ কুদায়ী, হুদায়র ইব্ন আবদুল্লাহ্ কিলাবী এবং আবূ শারীফ বাদাবী। ওরা বন্দী দলের সাথে মিলিত হয়। হযরত হুজর (রা) ও তাঁর সাথীগণ সারা রাত নামায আদায় ও ইবাদত বন্দেগী করেন। ফজরের নামাযের পর ঘাতক দল ওদেরকে হত্যা করে। এটি প্রসিদ্ধ অভিমত। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

মুহাম্মদ সা'দ উল্লেখ করেছেন যে, হুজর (রা) ও তাঁর সাথীগণ আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট হাজির হয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে ফেরত পাঠিয়ে ছিলেন এবং ফিরতি পথে "আযরা" নামক স্থানে তাঁদেরকে হত্যা করা হয়। তাঁদের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে আমীর মু'আবিয়া লোকজনদের সাথে পরামর্শ করেছিলেন। কেউ কেউ তাঁদেরকে হত্যা করার পরামর্শ দিয়েছিল। কেউ তাঁদেরকে বিভিন্ন দেশে পাঠিয়ে দেয়ার কথা বলেছিল। শেষ পর্যন্ত আমীর মু'আবিয়া (রা) তাঁদের ব্যাপারে যিয়াদকে অন্য একটি পত্রে লিখেন। যিয়াদ উত্তরে ইঙ্গিত করেন যে, ইরাক দখলে এবং সেখানে শাসনকার্য পরিচালনার যদি ইচ্ছা থাকে তবে এদেরকে হত্যা করে ফেলুন। তখনই তাঁদেরকে হত্যার চূড়ান্ত নির্দেশ দেয়া হয়। অবশ্য বিভিন্ন রাজ্যের প্রশাসকগণ তাদের মধ্য থেকে একে একে ছয় জনের প্রাণভিক্ষা প্রার্থনা করে তাঁদেরকে নিজেদের তত্ত্বাবধানে নিয়ে যান। অবশিষ্ট ছয়জনকে হত্যা করা হয়। সবার আগে হত্যা করা হয় হুজর ইব্ন 'আদীকে।

অন্য একজন এই মতবাদ পরিত্যাগ করে। ফলে আমীর মু'আবিয়া (রা) তাঁকে ক্ষমা করে দেন। অন্য একজন হযরত উসমান (রা)-এর আমলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং সে দাবী করেছিল যে, সে-ই সর্বপ্রথম আরবী বাক্যে "হরফ্-ই যার" তত্ত্ব আবিষ্কার করেন এবং সে হযরত আলী (রা)-এর প্রশংসা ও সুনাম করেছিল। আমীর মু'আবিয়া (রা) তাঁকে এই বলে যিয়াদের নিকট ফেরত পাঠালেন যে, ঐ দলে এর চাইতে আরো অধিক মন্দ লোক থাকা সত্ত্বেও একে আমার নিকট পাঠালে কেন? লোকটি যিয়াদের নিকট ফিরে আসার পর যিয়াদ তাকে নিয়ে গভীর সমুদ্রে ফেলে দেয়। ইনি ছিলেন আবদুর রহমান ইব্ন হাস্সান ফারাবী। যাঁরা এই ঘটনায় আযরাতে নিহত হয়েছিলেন, তাঁরা হলেন হুজর (রা), শারীক ইব্ন শাদ্দাদ, সায়ফী ইব্ন ফাসীল কাবীসা ইব্ন দুবায়আ, মুহরিয ইব্ন শিহাব মুনকিরী এবং কুদাস ইব্ন হিব্বান। কেউ কেউ মনে করেন যে, আরাফা-এর মসজিদ আল-কাসাব-এ তাঁদেরকে দাফন করা হয়। তবে বিশুদ্ধ অভিমত এই যে, তাঁদেরকে দাফন করা হয় 'আযরা' অঞ্চলে।

বর্ণিত আছে যে, ওরা যখন হুজর (রা)-কে হত্যা করার প্রস্তুতি নিল তখন তিনি বললেন যে, তোমরা আমাকে একটু সুযোগ দাও আমি ওযূ করে নিই। তারা বলল, ওযূ করে নিন। তিনি বললেন, দু'রাকা'আত নামায আদায়ের সুযোগ দাও। তারা সুযোগ দিল। তিনি সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাকা'আত নামায আদায় করলেন। এরপর বললেন, আমি মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছি ওরা তেমন বলবে এ আশংকা না থাকলে আমি নামায দু'রাকা'আত দীর্ঘ করে আদায় করতাম। তিনি আরো বললেন যে, বহু নামায এই দু'রাকা'আত এর পূর্বে আদায় করা হয়েছে।

এরপর তারা তাঁকে হত্যা করার জন্যে নিয়ে গেল। ইতিমধ্যে তাঁদের কবরগুলো খনন করে ফেলা হয়েছে এবং কাফনগুলো বিছিয়ে রাখা হয়েছে। জল্লাদ যখন তরবারী হাতে তাঁর দিকে এগিয়ে এল হঠাৎ তাঁর ঘাড়ের রগ কেঁপে উঠল। তখন তাঁকে বলা হল যে, আপনি তো বলেছেন, 'আমি মৃত্যু ভয়ে ভীত নই।' তিনি বললেন, 'আমি ভীত হব না কেন? আমি তো আমার জন্যে খননকৃত কবর স্বচক্ষে দেখছি, বিছানো কাফন দেখছি এবং খাপ খোলা তলোয়ার দেখছি।' এবার জল্লাদ এগিয়ে গেল তাঁর দিকে। জল্লাদের নাম ছিল আবূ শরীফ বাদাবী। কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়েছিল একজন কানা লোক। সে হযরত হুজর (রা) কে বলল, 'আপনার ঘাড় লম্বা করুন।' তিনি বললেন, 'না, তা হবে না, আমাকে হত্যা করায় আমি সহযোগিতা করব না।' তারপর ঐ জল্লাদ তাঁর ঘাড়ে আঘাত করে এবং তাঁকে হত্যা করে। তিনি ওসীয়ত করে গিয়েছিলেন যে, তাঁকে যেন শিকলবদ্ধ অবস্থায় দাফন করা হয়। তারপর তা-ই করা হয়েছিল। কেউ কেউ বলেছেন, তাঁকে গোসল দেয়া হয়েছিল এবং জানাযার নামায আদায় করা হয়েছিল। বর্ণিত আছে যে, এ প্রসঙ্গে হযরত হাসান ইবন আলী (রা) বলেছিলেন, 'ওরা কি তাঁকে বন্দী অবস্থায় দাফন করেছে? তাঁর জানাযা আদায় করেছে? উত্তরে তাঁকে জানানো হল যে, হ্যাঁ তা-ই করা হয়েছে। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম ! তিনি ওদের উপর জয়ী হয়েছেন। কিন্তু স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, এ কথাটি বলেছিলেন, হযরত হুসায়ন (রা)। কারণ হযরত হুজর (রা) নিহত হয়েছিলেন ৫১ হিজরী সনে। মতান্তরে ৫৩ হিজরী সনে। আর হযরত ইমাম হাসান (রা)-এর ওফাত হয়েছিল তার পূর্বে। আল্লাহ্ ভাল জানেন। শেষ পর্যন্ত লোকেরা তাঁকে হত্যা করল।

বর্ণিত আছে যে, আমীর মু'আবিয়া (রা) হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট গিয়ে পর্দার বাইরে থেকে তাঁকে সালাম দিয়েছিলেন, এটা হল হযরত হুজর (রা) ও তাঁর সাথীগণ নিহত হবার পর। হযরত আয়েশা (রা) মু'আবিয়া (রা)-কে বলেছিলেন, 'আপনার ধৈর্য কোথায় গিয়েছিল, যখন আপনি হুজর (রা) ও তাঁর সাথীদেরকে হত্যা করেছিলেন? আমীর মু'আবিয়া (রা) বললেন, 'আম্মাজান ! আমার নিকট থেকে আমার আশপাশ থেকে আপনার মত মুরব্বীরা যখন দূরে চলে যায় তখন আমার ধৈর্য বিলুপ্ত হয়ে যায়। তারপর আমীর মু'আবিয়া (রা) বললেন, আম্মাজান আমি এখন কি করে আপনার সেবা করতে পারি? হযরত আয়েশা (রা) বললেন, আপনি তো আমার প্রতি সেবাদানকারী আছেনই। আমীর মু'আবিয়া (রা) বললেন, আমার জন্যে আল্লাহ্র সম্মুখে এতটুকুই যথেষ্ট। কিয়ামতের ময়দানে হুজর (রা) ও আমার মধ্যে আল্লাহ্ই ফয়সালা করবেন।

এক বর্ণনায় আছে যে, তিনি বলেছিলেন, 'যারা হযরত হুজর (রা)-এর বিরুদ্ধে আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর দরবারে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, তারাই তাঁকে হত্যা করেছিলেন।' ইবন জারীর

(রা) উদ্ধৃত করেছেন যে, আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর প্রাণ যখন ওষ্ঠাগত তিনি যখন মুমূর্ষু তখন তিনি বলেছিলেন, ওহে হুজর ইব্‌ন 'আদী ! তোমার কারণে এই মৃত্যুক্ষণ আমার নিকট অনেক দীর্ঘ মনে হচ্ছে। এ কথাটি তিনি তিনবার বলেছেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ তাবাকাত গ্রন্থে বলেছেন যে, কোন কোন ঐতিহাসিক বলেছেন, হুজর ইব্‌ন 'আদী (রা) তার ভাই হানী ইব্‌ন 'আদী (রা)-এর সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন হযরত আলী (রা)-এর সমর্থক। যিয়াদ ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান কূফার শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়ে সেখানে আগমন করার পর হুজর ইব্‌ন 'আদীকে ডেকে পাঠান। হুজর ইব্‌ন 'আদী (রা) তাঁর নিকট উপস্থিত হন। হুজর (রা)-কে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, আপনি জানেন যে, আমি আপনাকে চিনি। আমি এবং আপনার পিতা দু'জনে একসাথে ছিলাম। এক বিষয়ে ঐকমত্যে ছিলাম। হযরত আলী (রা)-এর মহব্বত ও ভালবাসায় এক মত ছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে।

আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র দোহাই দিয়ে বলছি, আমার দ্বারা যেন আপনার একটুও রক্তপাত না হয়। তাহলে পুরো রক্তই ঝরে পড়বে। আপনি আপনার জিহ্বা সংযত করুন। আপনার বাসস্থানই যেন আপনাকে সামলে নেয়। এই হল আমার রাজ-আসন আর ওটি আপনার বসার স্থান। আপনার যত প্রয়োজন আমার এখানে তার সমাধান পাবেন। আপনার দ্বারা যেন আমার ক্ষতি না হয় আপনি সেই ব্যবস্থা করুন। আপনার দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রবণতা সম্পর্কে আমি ওয়াকিফহাল আছি। আপনার নিজেকে সংযত রাখার জন্যে আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র দোহাই দিচ্ছি। ঐ মুখ ও ভক্ত লোকদের সংস্পর্শ থেকে আপনি নিজেকে দূরে রাখুন। ওরা যেন আপনাকে আপনার মতবাদ থেকে বিচ্যুত করতে না পারে।'

হুজর (রা) বললেন, 'আপনার বক্তব্য আমি অনুধাবন করেছি। এরপর হুজর (রা) আপন গৃহে প্রবেশ করলেন। শীয়া সম্প্রদায়ের লোকজন তাঁর নিকট উপস্থিত হল। তারা বলল, যিয়াদ আপনাকে কী বলেছে? তিনি বললেন, 'সে তো আমাকে এই এই কথা বলেছে।'

ইতিমধ্যে যিয়াদ বসরা গমন করেন। শীয়া সম্প্রদায়ের লোকজন হুজর (রা)-এর নিকট নিয়মিত যাতায়াত করতে থাকে। তারা তাঁকে বলতে থাকে যে, আপনি আমাদের শায়খ্। তিনি মসজিদে আসার সময় তারা তাঁর সাথে থাকে। এ অবস্থা দেখে কূফায় ভারপ্রাপ্ত প্রশাসক আমর ইব্‌ন হুরায়ছ লোক পাঠিয়ে হুজর (রা)-কে বললেন, একি ব্যাপার? আপনি তো জানেন যে, আপনি শাসনকর্তা যিয়াদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন, তাঁর কর্তৃত্ব মেনে নিয়েছেন। হুজর (রা) সরকারী প্রতিনিধির মাধ্যমে উত্তর পাঠালেন যে, তোমরা যে পথ ও মতের অনুসরণ করছো এরা তা মানে না। তুমি বরং ফিরে যাও। সেটিই তোমার জন্য ভাল হবে। হযরত হুজর (রা)-এর উত্তর পেয়ে আমর ইব্‌ন হুরায়ছ বসরায় অবস্থানকারী শাসনকর্তা যিয়াদের নিকট লিখলেন যে, কূফার শাসনকর্তা পদে বহাল থাকতে চাইলে তাড়াতাড়ি চলে আসুন। যিয়াদ কালবিলম্ব না করে কূফার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

কূফায় পৌঁছার পর সে 'আদী ইব্‌ন হাতীম, জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বাজালী ও খালিদ ইব্‌ন উরফুতাসহ নেতৃস্থানীয় লোকদের একটি প্রতিনিধি দল পাঠাল হযরত হুজর (রা)-এর নিকট, যাতে তারা হুজর (রা)-কে ঐ বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠিটির সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে এবং ওদের সাথে উঠাবসা ত্যাগ করতে বলেন। তাঁরা তার নিকটে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁরা তাঁদের প্রস্তাব পেশ করছিলেন। তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করছিলেন। হুজর (রা) তা নীরবে শুনছিলেন। কোন

উত্তর দিচ্ছিলেন না। বরং তিনি বললেন, 'হে বালক ! উটটি কি ঘাস খেয়েছে?' উট তো ঘরে বাঁধা ছিল। এ পর্যায়ে 'আদী ইব্ন হাতিম বললেন, 'তুমি কি পাগল হয়ে গিয়েছ? আমরা তোমার সাথে কথা বলছি আর তুমি বলছ, উট কি ঘাস খেয়েছে?' এরপর 'আদী তাঁর সাথীদেরকে বললেন, 'আমি দেখছি যে, এই হতভাগা দুর্বলতার শেষ সীমানায় পৌঁছে গেছে। দেহে এবং মস্তিষ্কে সে দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়েছে।' এরপর তারা চলে গেলেন। তারা যিয়াদকে তার কিছু বিষয় জানাল আর কিছু গোপন রাখেন। তারা হুজর (রা) সম্পর্কে যিয়াদের নিকট ভাল প্রতিবেদন পেশ করেন এবং তার প্রতি নমনীয় হওয়ার সুপারিশ করেন। যিয়াদ ঐ সুপারিশ গ্রহণ করেন নি।

যিয়াদ বরং হুজর (রা)-এর প্রতি পুলিশ পাঠিয়েছেন। তারা বল প্রয়োগে হযরত হুজর (রা) ও তাঁর সাথীদেরকে যিয়াদের দরবারে নিয়ে আসে। যিয়াদ তাঁকে বললেন, তোমার কি হল? কি অবস্থা তোমার? হুজর (রা) বললেন, আমি তো মু'আবিয়া (রা)-এর বায়'আতে ও শপথে অবিচল আছি।' যিয়াদ প্রায় ৭০ জন কূফাবাসী লোককে ডেকে আনলেন এবং তাদেরকে বললেন, তোমরা হুজর (রা) ও তার সাথীদের বিরুদ্ধে তোমাদের সাক্ষ্যের কথা লিখে রাখ। ওরা তাই করল। এরপর ওদের সকলকে মু'আবিয়ার নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হল। এই সংবাদ হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট পৌঁছে। তিনি আবদুর রহমান ইব্ন হারীস ইব্ন হিশামকে মু'আবিয়ার নিকট পাঠালেন এই অনুরোধসহ যে, তিনি যেন হুজর (রা) ও তাঁর সাথীদেরকে মুক্তি দেন। হুজর ও তার সাথীগণ মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট পৌঁছার পর তিনি যিয়াদের পাঠানো প্রতিবেদন পাঠ করে বললেন, 'ওদেরকে "আযরা" অঞ্চলে নিয়ে যাও এবং সবাইকে মৃত্যুদণ্ড দাও।' লোকজন তাঁদেরকে "আযরা" অঞ্চলে নিয়ে যায় এবং তাঁদের মধ্য থেকে সাতজনকে হত্যা করে। এরপর ওদেরকে মুক্তি দেয়ার নির্দেশ সম্বলিত আমীর মু'আবিয়ার পত্র সেখানে পৌঁছে। পত্রবাহক সেখানে গিয়ে দেখতে পায় যে, ইতিমধ্যে সাতজনকে হত্যা করা হয়েছে। অবশিষ্ট বন্দীদেরকে মুক্তি দেয়া হয়। ইতিমধ্যে নিহত সাতজনের অন্যতম ছিলেন হযরত হুজর (রা)। ওরা যখন তাঁকে হত্যা করতে প্রস্তুত তখন দু'রাকআত নামায আদায়ের সুযোগ দানের জন্য তিনি ওদেরকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, তারা সুযোগ দিয়েছিল। তিনি দীর্ঘ সময় নিয়ে দু'রাকআত নামায আদায় করলেন। তারপর বললেন, 'আমার জীবনে এটি হল সবচাইতে সংক্ষিপ্ত নামায।' ওদের হত্যাকাণ্ড শেষ হবার পর হযরত আয়েশা (রা)-এর পত্রবাহক সেখানে পৌঁছে।

হজ্জ উপলক্ষে আয়েশা (রা)-এর সাথে আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর সাক্ষাত হবার পর তিনি আমীর মু'আবিয়া (রা)-কে বলেছিলেন, 'হুজর (রা)-কে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার সময় আপনার ধৈর্য কোথায় গিয়েছিল?' উত্তরে মু'আবিয়া (রা) বলেছিলেন যে, 'আপনার মত ব্যক্তিত্ব যখন আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুপস্থিত ছিল তখন আমার ধৈর্য লোপ পেয়েছিল।'

বর্ণিত আছে যে, হযরত আয়েশা (রা)-এর পত্রবাহক আবদুর রহমান ইব্ন হারিছ আমীর মু'আবিয়া (রা)-কে বলেছিলেন যে, 'আপনি কি হুজর ইব্ন আদবারকে হত্যা করেছেন?' উত্তরে আমীর মু'আবিয়া (রা) বলেছিলেন, তার সাথী এক লক্ষ লোককে হত্যা করার চাইতে শুধু তাঁকে হত্যা করা আমার নিকট ভাল মনে হয়েছে।'

ইব্ন জারীর প্রমুখ হুজর ইব্ন 'আদী (রা) ও তাঁর সাথীদের সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, তারা হযরত উসমান (রা)-এর পক্ষ থেকে দুঃখজনক আচরণ পেতেন। তাঁরা হযরত উসমান

(রা) সম্মুখে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনত। তারা প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সমালোচনা করত এবং ওদের প্রতি আনুগত্যহীনতা প্রদর্শন করত। তারা হযরত আলী (রা)-এর ভক্তদেরকে ভালবাসত এবং দীনের ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বন করত।

বর্ণিত আছে যে, বন্দী অবস্থায় হযরত হুজর ইব্‌ন 'আদী (রা)-কে যখন কূফা থেকে সিরিয়া নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন তাঁর কন্যাগণ ক্রন্দনরত অবস্থায় তাঁর সম্মুখে আসে। তিনি তাদের প্রতি মাথা বাড়িয়ে বললেন, 'তোমাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করেন তো আল্লাহ্ তা'আলা। আমার পরেও তিনি তো আছেনই। সুতরাং তোমাদের কর্তব্য হল আল্লাহ্‌ভীতি অর্জন করা এবং তাঁর ইবাদত করা। আমি যদি এই যাত্রায় নিহত হই তবে আমি শাহাদাতের মর্যাদায় ভূষিত হব। আর যদি তোমাদের নিকট ফিরে আসি তবে সম্মান ও মর্যাদাবান হয়ে ফিরে আসব। আমার অবর্তমানে মহান আল্লাহ্-ই তোমাদের তত্ত্বাবধান করবেন।' তারপর তিনি তাঁর সাথীদের সাথে বন্দী অবস্থায় যাত্রা করলেন।

কেউ কেউ বলেছেন যে, তিনি ওসীয়ত করে গিয়েছিলেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে যেন ঐ বন্দী অবস্থায় দাফন করা হয়। শেষ পর্যন্ত তা-ই করা হয়েছিল। তবে তাঁদের জানাযা আদায় করা হয়েছিল এবং কেবলামুখী করে দাফন করা হয়েছিল। আল্লাহ্ তাঁদের সকলের প্রতি দয়া করুন।

হযরত আলী (রা)-এর ভক্তবৃন্দের জনৈক মহিলা হযরত হুজর (রা)-এর শোক প্রকাশে নিম্নের শোকগাথা রচনা করেছিলেন। ঐ মহিলা হিন্দা বিন্‌তে যায়দ ইব্‌ন মাখরামা আনসারিয়্যা। কেউ্ কেউ বলেছেন, ঐ হিন্দা হল হুজর (রা)-এর বোন। আল্লাহ্-ই ভাল জানেন।

تَرَفَّعْ أَيُّهَا الْقَمَرُ الْمُنِيْرُ ـ تَبَصَّرْ هَلْ تَرى حُجْرًا يَسِيْرُ -

'হে প্রদীপ্ত চন্দ্র! তুমি উপরের দিকে উঠতে থাক। আর তাকিয়ে দেখ, তুমি কি হুজর (রা)-কে পথ চলতে দেখতে পাচ্ছ?'

يَسِيْرُ الى مُعَاوِيَةَ بْنَ حَرْبٍ ـ لِيَقْتُلَهُ كَمَا زَعَمَ الْأَمِيْرُ ـ

'তিনি যাচ্ছেন মু'আবিয়া ইব্‌ন হারবের দরবারে। যাতে মু'আবিয়া (রা) তাকে হত্যা করেন। মু'আবিয়া (রা)-এর নিযুক্ত প্রশাসক তেমনটি দাবী জানিয়েছেন।'

يَرى قَتْلَ الْخِيَارِ عَلَيْهِ حَقًّا ـ لَهُ مِنْ شَرِّ أُمَّتِهِ وَزِيْرُ ـ

'আমীর মু'আবিয়া মনে করেন যে, ভাল মানুষকে হত্যা করা তাঁর কর্তব্য। তাঁর একজন পরামর্শদাতা আছেন, যে খুবই মন্দ লোক।'

اَلاَ يَا لَيْتَ حُجْرًا مَاتَ يَوْمًا ـ وَلَمْ يُنْحَرْ كَمَا نُحِرَ الْبَعِيْرُ ـ

'আহ ! হুজর (রা)-এর যদি স্বাভাবিক মৃত্যু হত। যদি উট যবাই করার ন্যায় তাঁকে যবাই করা না হত, তবে কতই না ভাল হত।'

تَجَبَّرَتِ الْجَبَّارُ بَعْدَ حُجْرٍ ـ وَطَابَ لَهَا الْخَوَرْنَقُ وَالسَّدِيْرُ ـ

'হুজর (রা)-এর মৃত্যুর পর স্বৈরাচারী শাসক তাঁর স্বৈরাচারী শাসন চালাচ্ছিল বাধাহীন ভাবে। তার জন্য তখন খুওয়ারনিক ও সাদীর নামের দুই অঞ্চল নিরাপদ ও নিষ্কণ্টক হয়ে ওঠে।'

وَاَصْبَحَتِ الْبِلاَدُ لَهُ مُحُوْلاً ـ كَانْ لَمْ يُحْيِهَا مُزْنٌ يَطِيْرُ ـ

'এ সময়ে সকল শহর-নগর তার জন্য মরুভূমিতে পরিণত হয়। যেন কোন ঝড়-বৃষ্টি এগুলোকে প্রাণ সংহার করেনি উর্বরতা দেয় নি।'

اَلاَ يَا حُجْرُ حُجْرِيَّنِ عَدِىُّ تَلَقَّتْكَ السَّلاَمَةُ وَالسُّرُوْرُ ـ

'ওহে হুজর'! 'আদীর পুত্র হুজর! আপনি তো শান্তি, নিরাপত্তা ও আনন্দের দেখা পেয়েছেন।'

اَخَافُ عَلَيْكَ مَا اَرْدَى عَدِيًّا ـ وَشَيْخًا فِىْ دِمَشْقَ لَهُ زَبِيْرُ ـ

'আমি তো আপনার জন্য সেই পরিস্থিতির আশংকা করতাম যা ধ্বংস করেছে 'আদীকে এবং দামেশ্কের একজন বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ব্যক্তিকে।'

فَاِنْ تَهْلِكْ فَكُلُّ زَعِيْمِ قَوْمٍ ـ مِنَ الدُّنْيَا اِلَى هُلْكٍ يَصِيْرُ ـ

'আপনি যদি ধ্বংসই হয়ে থাকেন তবে দুনিয়ার সকল নেতা দলপতি ধ্বংসের পথেই যাবে।'

فَرَضُوْا اِنَّ اللّٰهَ عَلَيْكَ مَيِّتًا ـ وَجَنَّاتٍ بِهَا نَعَمٌ وَّ سُرُوْرٌ ـ

'ওরা এ বিষয়ে খুশি হয়েছে যে, আপনার মৃত্যুর পর আপনি বিভিন্ন প্রকারের সুখ-শান্তি, বেহেশ্‌ত ও আনন্দময় পরিণতি লাভ করুন।'

ইব্‌ন আসাকির হযরত হুজর (রা)-এর মৃত্যুতে রচিত বহু শোকগাথা উল্লেখ করেছেন। ইয়াকূব ইব্‌ন সুফিয়ান বলেছেন, হারমালাহ.....আবূ আসওয়াদ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একদা আমীর মু'আবিয়া (রা) হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট গেলেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেছিলেন, আযরায় নিহত হুজর (রা) ও তাঁর সাথীদেরকে হত্যা করতে কিসে আপনাকে প্ররোচিত করেছিল?' উত্তরে মু'আবিয়া বলেছিলেন, 'হে উম্মুল মু'মিনীন! ওদেরকে হত্যা করার মধ্যে আমি সাধারণ জনগণের কল্যাণ দেখতে পেয়েছিলাম। আর ওদেরকে বাঁচিয়ে রাখার মধ্যে জনসাধারণের অশান্তি দেখতে পেয়েছিলাম।' অতপর হযরত আয়েশা (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি-

سَيُقْتَلُ بِعَزْرَاءَ اُنَاسٌ يَغْضَبُ اللّٰهُ لَهُمْ وَاَهْلُ السَّمَاءِ ـ

'আযরা অঞ্চলে কিছু লোককে হত্যা করা হবে। তাদের হত্যাকাণ্ডে মহান আল্লাহ্ নারাজ হবেন এবং আকাশের অধিবাসী সকলেই নারাজ হবে।'

অবশ্য এই হাদীসের সনদটি দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক ইব্‌ন লাহী'আ সূত্রে আবূ আসওয়াদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেছিলেন, 'আমার নিকট এই মর্মে বর্ণনা পৌঁছেছে যে, আযরা অঞ্চলে কতক লোক নিহত হবে, তাদের হত্যাকাণ্ডে মহান আল্লাহ্ ও আকাশবাসীগণ অসন্তুষ্ট হবেন।'

ইয়াকূব বলেছেন, ইব্‌ন লাহী'আ......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাযীন গাফিকী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি হযরত আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি, 'হে ইরাকী জনগণ! তোমাদের সাতজন লোক আযরা অঞ্চলে নিহত হবে।' ওদের অবস্থা হবে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ আসহাব-ই-উখদূদ তথা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী লোকদের ন্যায়।' কবিতার ব্যাখ্যায় বর্ণনাকারী বলেন, এতে হুজর (রা) ও তাঁর সাথীদের কথা বুঝানো হয়েছে। এই সনদে বর্ণনাকারী ইব্‌ন লাহী'আ একজন দুর্বল বর্ণনাকারী।

ইমাম আহমদ (র) ইব্ন উলাইয়া সূত্রে ইব্ন 'আওনের মাধ্যমে নাফি' (র) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, 'হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বাজারে ছিলেন। এ সময়ে হযরত হুজর (রা)-এর নিহত হবার সংবাদ তাঁর নিকটে আসে। এই সংবাদ শুনে তিনি তাঁর পাগড়ী খুলে ফেললেন এবং উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন। এরপর প্রচণ্ড কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।'

ইমাম আহমদ ইব্ন উলাইয়া আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবী মুলায়কা থেকে কিংবা অন্য কারো থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আমীর মু'আবিয়া (রা) যখন মদীনায় এলেন তখন তিনি হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট গেলেন। হযরত আয়েশা (রা) তাকে বললেন, 'আপনি কি হুজর (রা)-কে হত্যা করেছেন?' উত্তরে আমীর মু'আবিয়া (রা) বললেন, 'হে উম্মুল মু'মিনীন! আমি উপলব্ধি করেছিলাম যে, জনসাধারণের ক্ষতিসাধনের পথ উন্মুক্ত রেখে একজন লোককে বাঁচিয়ে রাখার চাইতে তাদের কল্যাণার্থে ঐ লোককে হত্যা করা শ্রেয় হবে।'

হাম্মাদ ইব্ন সালামা মারওয়ান থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছিলেন, ' আমি আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর সাথে হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকটে গিয়েছিলেন। হযরত আয়েশা (রা) তখন বলেছিলেন, 'হে মু'আবিয়া (রা)! আপনি তো হুজর (রা) ও তাঁর সাথীদেরকে হত্যা করেছেন এবং যা অপকর্ম করার করেছেন। এখন আপনি কি এই ভয় করেন না যে, আপনাকে হত্যার জন্য আমি কাউকে লুকিয়ে রেখেছি এবং সে আপনাকে হত্যা করবে?' মু'আবিয়া (রা) বললেন, 'না, আমি ঐ ভয় করি না। কারণ আমি একটি নিরাপদ গৃহে অবস্থান করছি। আমি রাসূলুল্লাহ্ (র)-কে বলতে শুনেছি যে, اَلْاِيْمَانُ ضِدُّ الْفَتْكِ لاَيَفْتِكُ مُؤْمِنٌ ঈমান হল গুপ্তহত্যার বিরোধী। ঈমানদার মানুষ কাউকে গোপনে ও ছলচাতুরী করে হত্যা করে না।' অতঃপর হে উম্মুল মু'মিনীন! এই বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে আপনার প্রতি আমার আচরণ কেমন পেয়েছেন?' আয়েশা (রা) বললেন, 'ভাল পেয়েছি।' মু'আবিয়া (রা) বললেন, 'তবে আমার আর হুজরের বিষয়টি আমাদের প্রতি ছেড়ে দিন, আমি এবং হুজর মহান আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হলে তখন তার ফয়সালা হবে।' এক বর্ণনায় আছে যে, হযরত আয়েশা (রা) আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, তিনি যেন কখনো আমার নিকট না আসেন। এদিকে আমীর মু'আবিয়া (রা) কৌশল খুঁজছিলেন অনুমতি পাবার জন্য ও অনুনয় করছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলেন। তখন হুজর (রা) ও তাঁর সাথীদেরকে হত্যা করার জন্য হযরত আয়েশা (রা) আমীর মু'আবিয়া (রা)-কে ভর্ৎসনা করলেন। আমীর মু'আবিয়া (রা) বারবার ওযর পেশ করছিলেন। শেষ পর্যন্ত হযরত আয়েশা (রা) তাঁর ওযর গ্রহণ করলেন।

এক বর্ণনায় আছে যে, হযরত আয়েশা (রা) আমীর মু'আবিয়া (রা)-কে ধমক দিয়ে আসছিলেন এবং বলছিলেন যে, আমাদের দুর্মুখ ব্যক্তিদের যদি হস্তক্ষেপ করার আশঙ্কা না থাকত তাহলে হুজর (রা)-কে হত্যার জন্য আমি আমীর মু'আবিয়া (রা)-কে দেখে নিতাম। অবশেষে আমীর মু'আবিয়া (রা) ওযর পেশ করেন। হযরত আয়েশা (রা) তাঁর ওযর গ্রহণ করেন।

ইবনুল জাওযী "আল মুনতাযাম" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, এই হিজরী সনে অর্থাৎ ৫১ হিজরী সনে শীর্ষস্থানীয় যেসব লোক ইন্তিকাল করেছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ বাজালী, জা'ফর ইব্ন আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারিছ, হারিছা ইব্ন নু'মান, হুজর ইব্ন

'আদী, সাঈদ ইব্ন যায়দ ইব্ন আমর ইব্ন নুফায়ল, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উনায়স, আবূ বাকরা নুফায়' ইব্ন হারিছ সাকাফী (রা)।

জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ বাজালী (রা)

জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ বাজালী (রা) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন সূরা মায়িদা নাযিল হওয়ার পর। ১০ম হিজরী সনের রমযান মাসে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে যখন আসেন তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) খুত্বা দিচ্ছিলেন। খুত্বায় তিনি বলছিলেন যে, এই পার্বত্য পথে তোমাদের নিকট একজন লোক আসবে, যে ইয়ামান দেশের অন্যতম ভাল মানুষ। তাঁর চেহারায় রয়েছে ফিরিশতার স্পর্শ। সে সময় হযরত জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট প্রবেশ করলে সবাই দেখতে পায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যা যা বলেছিলেন তাঁর মধ্যে তার সবই বিদ্যমান। উপস্থিত লোকজন তাঁর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বক্তব্য তাঁকে জানায়। তিনি তাতে মহান আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং তাঁর প্রশংসা করেন।

বর্ণিত আছে যে, জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) উপস্থিত হবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজের চাদর বিছিয়ে তাঁকে বসতে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, إِذَا جَاءَكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ 'তোমাদের নিকট কোন সম্প্রদায়ের সম্মানিত লোক আগমন করলে তোমরা তাঁকে সম্মান দেখাবে।'

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে যুলখুলাসা নামক স্থানে প্রেরণ করেছিলেন। সেটি ছিল একটি উপাসনালয়। জাহেলী যুগে দাওস গোত্রের লোকেরা সেটিকে সম্মান দেখাত। তখন জারীর (রা) এই ওযর পেশ করেছিলেন যে, তিনি ঘোড়ার পিঠে স্থির থাকতে পারেন না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর বুকে হাত রেখে এই দু'আ পাঠ করলেন, اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا 'হে আল্লাহ্! তাকে স্থির ও অবিচল রাখুন এবং তাঁকে সত্য পথ প্রদর্শনকারী সত্যপথ প্রাপ্ত বানিয়ে দিন।' অতঃপর জারীর (রা) যুলখুলাসা উপাসনালয়ে গিয়ে সেটি ভেঙ্গে ফেলেন।

সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে আছে যে, জারীর (রা) বলেছেন, "আমি ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কখনো আমার থেকে পর্দা করেন নি এবং আমাকে দেখে না হেসে থাকেন নি।"

হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলতেন যে, জারীর হলেন রূপে ও সৌন্দর্যে এই উম্মতের ইউসুফ। আবদুল মালিক ইব্ন উমায়র বলেছেন, আমি জারীর (রা)-কে দেখেছি, তিনি যেন একখণ্ড চাঁদ। শা'বী বলেছেন, হযরত জারীর (রা) ও একদল লোক হযরত উমর (রা)-এর সাথে একটি গৃহে অবস্থান করছিলেন। হঠাৎ হযরত উমর (রা) মজলিসে পেট থেকে নির্গত দূষিত বায়ুর দুর্গন্ধ অনুভব করলেন। তখন তিনি বললেন, 'আমি নির্দেশ দিচ্ছি যে, যার পেট থেকে এই বায়ু বের হয়েছে সে যেন গিয়ে ওযূ করে আসে।' তখন জারীর (রা) বললেন, 'হে আমীরুল মু'মিনীন! আমরা সকলে গিয়ে ওযূ করে আসি?' উত্তরে হযরত উমর (রা) বললেন, আপনি জাহেলী যুগেও উঁচু স্তরের নেতা ছিলেন আর এখন ইসলামী জীবনেও উঁচু স্তরের নেতা রয়েছেন।'

হযরত উসমান (রা)-এর শাসনামলে তিনি হামাদানের শাসনকর্তা পদে নিয়োজিত ছিলেন। বর্ণিত আছে যে, ঐ সময়ে তিনি চোখে আঘাত পান। হযরত উসমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ডের পর তিনি হযরত আলী (রা) এবং মু'আবিয়া (রা) দু'জন থেকেই নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেন। এ সময়ে তিনি জাযীরাতে বসবাস করতেন। ৫১ হিজরী সনে তিনি সুরাত নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন। ওয়াকিদী তা-ই বলেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, ৫৪ হিজরী সনে আবার কেউ বলেছেন ৫৬ হিজরী সনে তাঁর ইন্তিকাল হয়।

এই হিজরী সনেই হাকাম ইব্ন আমর রাবী'-এর ইন্তিকালে খোরাসানের শাসনকর্তার পদ শূন্য হয় এবং যিয়াদ ঐ পদে নিযুক্ত হন। তারপর তিনি সমঝোতা চুক্তির মাধ্যমে বাল্খ নগরী জয় করেন। ইতিমধ্যে আহ্নাফের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পরও তারা মুসলমানদের জন্য বালখের দরজা বন্ধ করে রেখেছিল। তিনি যুদ্ধের মাধ্যমে কোহেস্তান জয় করেন। ওখানে বহু তুর্কী লোক ছিল। তিনি তাদের সকলকে হত্যা করেন। তুরখান তুর্কী ব্যতীত কেউ ঐ হত্যাকাণ্ড থেকে রক্ষা পায়নি। অবশেষে কুতায়বা ইব্ন মুসলিমের হাতে তুরখান তুর্কীও নিহত হয়। এ বিষয়ে অবিলম্বে আলোচনা হবে।

এই বৎসরে রাবী' "মা ওয়ারা আন নাহর" অঞ্চলে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। তিনি সেখানে অনেক ধন-সম্পদ করায়ত্ব করেন এবং সন্ধি স্থাপন করেন। তাঁর পূর্বে হাকাম ইব্ন আমর ঐ অঞ্চলে পদার্পণ করেছিলেন। ঐ নাহর বা নদী থেকে সর্বপ্রথম পানি পান করেছিল হাকামের এক ক্রীতদাস। সে তার মালিক হাকামকেও ঐ নদীর পানি পান করিয়েছিল। হাকাম ঐ পানি দ্বারা ওযূ করেছিলেন এবং ওখানে দু'রাক'আত নামায আদায় করেছিলেন। এরপর তিনি সেখান থেকে ফিরে এসেছিলেন। পরে রাবী ঐ অঞ্চলে যুদ্ধ পরিচালনা করে তা জয় করেছিলেন এবং অনেক ধন-সম্পদ দখল করে সন্ধি স্থাপন করেন। এই বছর হজ্জের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়া। আবূ মা'শার ও ওয়াকিদী এটা বলেছেন।

জা'ফর ইব্ন আবূ সুফিয়ান ইব্ন আবদুল মুত্তালিব

এই বছর যাঁরা ইন্তিকাল করেন তাঁদের অন্যতম হলেন, জা'ফর ইব্ন আবূ সুফিয়ান ইব্ন আবদুল মুত্তালিব। তিনি তাঁর পিতা আবূ সুফিয়ানের সাথে একই সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন মক্কা বিজয়ের বছর, মক্কা বিজয় অভিযানের প্রাক্কালে। তখন মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী এক স্থানে তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনা-সামনি হন। প্রথমত রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওদের সাথে সাক্ষাতে অস্বীকৃতি জানান। এ প্রেক্ষাপটে আবূ সুফিয়ান বলেছিলেন, 'আল্লাহ্র কসম! তিনি যদি আমাকে তাঁর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি না দেন তবে আমি আমার এই পুত্রের হাত ধরে নিরুদ্দেশ যাত্রা করব এবং কোথায় হারিয়ে যাব তা আমিও জানি না।' তাঁর এই বক্তব্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গোচরে এলে তিনি আবূ সুফিয়ানের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়েন এবং তাঁকে সাক্ষাতের অনুমতি দেন। তাঁদেরকে ইসলামে দীক্ষিত করেন। তাঁদের ইসলাম গ্রহণ অনুমোদন করেন।

তারপর তাঁরা ভাল মুসলমান হিসাবে জীবন যাপন করেন। ইতিপূর্বে আবূ সুফিয়ান তো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ভীষণভাবে কষ্ট দিয়েছিলেন এবং অত্যাচার নির্যাতন করেছিলেন। আলোচ্য জা'ফর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথী হয়ে হুনায়নের যুদ্ধে অংশ নেন এবং অন্যদের পালিয়ে

যাওয়ার মুখে তিনি যুদ্ধ ময়দানে অবিচল থাকেন। মহান আল্লাহ্ জা'ফর (রা)-এর প্রতি এবং আবূ সুফিয়ান (রা)-এর প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

হারিছা ইব্ন নু'মান আনসারী নাজ্জারী (রা)

এই সনে যাঁরা ইন্তিকাল করেছেন তাঁদের অন্যতম হলেন, হযরত হারিছা ইব্ন নু'মান আনসারী নাজ্জারী (রা)। তিনি বদর, উহুদ, খন্দক এবং অন্যান্য যুদ্ধে অংশ নেন। তিনি শীর্ষস্থানীয় সাহাবীদের একজন ছিলেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি হযরত জিব্রাঈল (আ)-কে স্বচক্ষে দেখেছিলেন। একবার দেখেছিলেন খায়বার যুদ্ধের পর "মাকাঈদ" নামক স্থানে, যেখানে হযরত জিব্রাঈল (আ) ও রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলাপরত ছিলেন। বানূ কুরায়যার যুদ্ধের সময়ে তিনি হযরত জিবরাঈল (আ)-কে দেখেছিলেন। প্রখ্যাত সাহাবী হযরত দাহ্য়া (রা)-এর আকৃতিতে। সহীহ্ গ্রন্থে উল্লেখিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) জান্নাতে হযরত হারিছা (রা)-এর কুরআন পাঠ শুনেছিলেন।

মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ বলেছেন, আবদুর রহমান ইব্ন ইউনুস মুহাম্মদ ইব্ন উসমানের পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, শেষ বয়সে হারিছা (রা)-এর দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তখন তিনি তাঁর নামাযের স্থান থেকে ঘরের দরজা পর্যন্ত একটি রশি বেঁধেছিলেন। কোন ভিক্ষুক তাঁর ঘরের দরজায় এলে তিনি একটি খেজুর হাতে নিয়ে ঐ রশি ধরে ধরে দরজায় গিয়ে ভিক্ষুকের হাতে খেজুরটি তুলে দিতেন। তাঁর পরিবারের লোকজন বলত যে, আপনার পক্ষে আমরা তো ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিতে পারতাম। তখন তিনি বলতেন, "আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলছিলেন-

مُنَاوَلَةُ الْمِسْكِيْنِ تَقِيْ مِيْتَةَ (السُّوْءِ)

'দরিদ্রকে স্বহস্তে দান করলে মন্দ মৃত্যু থেকে রেহাই পাওয়া যায়।'

এই হিজরী সনে নিহত হুজর ইব্ন 'আদী (রা)-এর বিবরণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

সাঈদ ইব্ন যায়দ ইব্ন আমর ইব্ন নুফায়ল কুরা (রা)

৫১ হিজরী সনে যাঁরা ইন্তিকাল করেন তাঁদের অন্যতম হলেন, হযরত সাঈদ ইব্ন যায়দ ইব্ন আমর ইব্ন নুফায়ল কুরায়শী (রা)। তিনি আশারাইমুবাশ্শারা তথা জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ১০ জনের একজন। তিনি হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর চাচাত ভাই। তাঁর বোন আতিকা, হযরত উমর (রা)-এর স্ত্রী। আর হযরত উমর (রা)-এর বোন ফাতিমা হযরত সাঈদ (রা)-এর স্ত্রী। হযরত উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হযরত সাঈদ (রা) ও তাঁর স্ত্রী ফাতিমা (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁরা দু'জনেই হিজরত করেছিলেন। হযরত সাঈদ (রা) ছিলেন শীর্ষস্থানীয় সাহাবীদের একজন।

উরওয়া, যুহরী, মূসা ইব্ন উকবা, মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক, ওয়াকিদী প্রমুখ বলেছেন যে, হযরত সাঈদ (রা) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। কারণ তাঁকে এবং তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) গোপনে কুরাইশদের অবস্থান ও গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য গোয়েন্দা হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। এদিকে ঐ দায়িত্বে নিয়োজিত থাকা অবস্থায় বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাই যুদ্ধে অংশ নেয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। রাসূলুল্লাহ্ (সা)

তাঁর জন্য বদর যুদ্ধের গনীমতের মালের অংশ বরাদ্দ করেছিলেন এবং প্রত্যক্ষ জিহাদকারীর ন্যায় সওয়াবের ঘোষণা দিয়েছিলেন।

খলীফা নির্বাচনের জন্য গঠিত পরামর্শ পরিষদে হযরত উমর (রা) সাঈদ (রা)-এর নাম প্রস্তাব করেন নি। কারণ তাঁর সাথে আত্মীয়তার কারণে তিনি হযরত উমর (রা)-এর প্রতি পক্ষপাতিত্ব করার সম্ভাবনা থাকতেও পারে। এজন্যে তিনি তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত করেন নি। বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে দশ ব্যক্তির জন্যে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন হযরত সাঈদ (রা) তাঁদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই বিষয়ে একাধিক বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণিত আছে। হযরত উমর (রা)-এর শাসনামল অবসানের পর তিনি কোন প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত হন নি। এই অবস্থায় কূফায় তাঁর ওফাত হয়। কেউ কেউ বলেছেন, তার ইন্তিকাল হয়েছে মদীনাতে। এটাই বিশুদ্ধতর অভিমত।

ফাল্লাম ও অন্যরা বলেছেন যে, হযরত সাঈদ (রা) ইন্তিকাল করেছেন ৫১ হিজরী সনে। কেউ কেউ বলেছেন, ৫২ হিজরী সনে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

তিনি ছিলেন একজন দীর্ঘদেহী ও ঘন চুল বিশিষ্ট মানুষ। তাঁর ওফাতের পর তাঁকে গোসল করিয়েছেন হযরত সা'দ (রা)। আকীক থেকে মানুষের কাঁধে বহন করে তাঁকে মদীনায় নিয়ে আসা হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছরের কিছু বেশি।

আবদুল্লাহ্ উনায়স ইব্ন জুহানী আবূ ইয়াহয়া আল মাদানী (রা)

৫১ হিজরী সনে যাঁদের ওফাত হয় তাদের অন্যতম হলেন, হযরত আবদুল্লাহ্ উনায়স ইব্ন জুহানী আবূ ইয়াহয়া আল মাদানী (রা)। তিনি উঁচু মর্যাদার সাহাবী ছিলেন। আকাবার শপথ অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত ছিলেন, তবে বদর যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন না। পরবর্তী যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণ করেছেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উনায়স এবং হযরত মু'আয (রা) দু'জনে মিলে আনসারদের প্রতিমাগুলো ভেঙ্গে ছিলেন। সহীহ গ্রন্থে তাঁর একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, লায়লাতুল কদর হল ২৩ রমযান। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে খালিদ ইব্ন সুফিয়ান হুযালীর প্রতি প্রেরণ করেছিলেন। তিনি খালিদ ইব্ন সুফিয়ানকে হত্যা করেছিলেন। উরায়না[১] নামক স্থানে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে খালিদের কোমড়বন্দটি প্রদান করেছিলেন। আর বলেছিলেন, এটি হল কিয়ামতের দিন আমার নিকট তোমার পরিচিতি চিহ্ন। ইন্তিকালের সময় তিনি বলেছিলেন ঐ কোমরবন্ধ তাঁর সাথে দাফন করে দেয়ার জন্যে। নির্দেশ মুতাবিক তাঁর কাফনেরই মধ্যে রেখে ঐ কোমরবন্দ তাঁর সাথে দাফন করে দেয়া হয়। ইবনুল জাওযী উল্লেখ করেছেন যে, ৫১ হিজরী সনে আবদুল্লাহ্ উনায়স (রা)-এর ওফাত হয়। অন্যরা বলেছেন যে, ৫৪ হিজরী সনে, আবার কেউ কেউ বলেছেন, ৮০ হিজরী সনে তাঁর ওফাত হয়।

আবূ বাকরা নুফায়' ইব্ন হারিছ (রা)

৫১ হিজরী সনে যাঁদের ওফাত হয় তাঁদের একজন হলেন, হযরত আবূ বাকরা নুফায়' ইব্ন হারিছ ইব্ন কালদা ইব্ন আমর ইব্ন ইলাজ ইব্ন আবূ সালামা ছাকাফী (রা)। তিনি অত্যন্ত উঁচুদরের সাহাবী ছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, তাঁর নাম ছিল মাসরূহ। তায়িফ যুদ্ধের দিনে

---

১. আরাফাতের বরাবর একটি উপত্যকা। (মু'জামুল বুলদান)

তিনি খুব ভোরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে আত্মসমর্পণ করেছিলেন বলে তাঁর নাম রাখা হয়েছে আবূ বাকারা বা ভোরের মানুষ। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। সেদিন যত ক্রীতদাস নিজ নিজ মালিকের নিকট থেকে পালিয়ে মুসলমানদের নিকট এসেছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদের সকলকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। আবূ বাকারা (রা)-এর মা হলেন সুমাইয়া (রা); যিনি যিয়াদেরও মাতা বটে। আবূ বাকারা ও যিয়াদ দু'জনে হযরত মুগীরা (রা)-এর বিরুদ্ধে যিনার অভিযোগ এনেছিলেন। তাঁদের সাথে সাহল ইব্‌ন মা'বাদ (রা) এবং নাফি' ইব্‌ন হারিছ ছিলেন। সাক্ষ্য প্রদানের সময় যিয়াদের বক্তব্য অস্পষ্ট হওয়ায় তাঁদের সাক্ষ্য গৃহীত হয়নি। বরং তারা নিজেরা দোষী সাব্যস্ত হলেন। হযরত উমর (রা) তাদের তিনজনকে বেত্রদণ্ড দিলেন এবং তাওবা করতে বললেন। তারা তাওবা করলেন। কিন্তু আবূ বাকারা (রা) ছিলেন ব্যতিক্রম। তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁর সাক্ষ্যে অবিচল ছিলেন। মুগীরা (রা) বলেছিলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! এই ক্রীতদাসের অত্যাচার থেকে আমাকে রক্ষা করুন। এই কথায় হযরত উমর (রা) মুগীরা (রা)-কে ধমক দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, থামুন! এখন চারজনের সাক্ষ্য পূর্ণ হলে আমি আপনাকে পাথর মেরে হত্যা করতাম। এই সাক্ষীবৃন্দের মধ্যে হযরত আবূ বাকারা (রা) ছিলেন উত্তম সাক্ষী। হযরত আলী (রা) ও মু'আবিয়া (রা)-এর মধ্যকার মতবিরোধ ও ফিতনার সময় তিনি নিরপেক্ষ ছিলেন। উভয় পক্ষের দলেও যোগ দেন নি। ৫১ হিজরী সনে তাঁর ওফাত হয়। কেউ কেউ বলেছেন, তার এক বছর পূর্বে অর্থাৎ ৫০ হিজরী সনে তাঁর ইন্‌তিকাল হয়। কেউ বলেছেন, তার এক বছর পর অর্থাৎ ৫২ হিজরী সনে তিনি ইন্‌তিকাল করেন। আবূ বারযা আসলামী তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ বাআরা (রা) এবং আবূ বারযা (রা)-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেছিলেন। এই হিজরী সনে অর্থাৎ ৫১ হিজরী সনে উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনা বিন্‌ত হারিছ হিলালিয়্যা (রা) ইন্তি কাল করেন। ৭ম হিজরীতে উমরাতুল কাযা বা উমরাহ্ কাযা আদায়ের সফরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত মায়মূনা (রা)-কে বিয়ে করেছিলেন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) ছিলেন হযরত মায়মূনা (রা)-এর ভাগ্নে। ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর মাতা ছিলেন উম্মুল ফযল লুবাবা বিন্‌ত হারিছ (রা)। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় হযরত মায়মূনা (রা)-কে বিয়ে করেন। পক্ষান্তরে সহীহ্ মুসলিম গ্রন্থে হযরত মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, বিয়ের সময়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও মায়মূনা (রা) দু'জনে হালাল বা ইহ্‌রামমুক্ত ছিলেন। অধিকাংশ উলামা-ই-কিরামের মতে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর বক্তব্যের চাইতে হযরত মায়মূনা (রা)-এর বক্তব্য অগ্রাধিকারযোগ্য। ইমাম তিরমিযী (র) আবূ রাফি' (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, তখন তাঁরা দু'জনই হালাল বা ইহ্‌রামবিহীন ছিলেন। বর্ণনাকারী আবূ রাফি' এই বিয়েতে মধ্যস্ততাকারী ছিলেন। কথিত আছে যে, হযরত মায়মূনা (রা)-এর নাম ছিল 'বাররা।' রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর নাম রেখেছিলেন মায়মূনা। এই হিজরী সনে অর্থাৎ ৫১ হিজরী সনে মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী সারিফ নামক স্থানে তিনি ইন্তিকাল করেন। এই 'সারিফ' নামক স্থানেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর বাসর রাত অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কেউ কেউ বলেছেন যে, ৬৩ হিজরী সনে তাঁর ওফাত হয়। কেউ বলেছেন, ৬৬ হিজরী সনে। তবে প্রসিদ্ধ অভিমত হল তিনি ৫১ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর ভাগ্নে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) তাঁর জানাযার নামাযে ইমামতি করেন।

হিজরী ৫২ সন

এই হিজরী সনে সুফিয়ান ইব্‌ন আওফ আযদী রোমান নগরগুলোতে অভিযান পরিচালনা করে সেগুলো দখল করেন এবং সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস্‌'আদাহ ফাযারী সেনাপতি নিযুক্ত হন। কেউ কেউ বলেছেন যে, এই বছর রোমানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানে সেনাপতির দায়িত্বে ছিলেন বুসর ইব্‌ন আবী আরতাত। আর তাঁর সাথে ছিলেন সুফিয়ান ইব্‌ন আওফ। এই বছর হজ্জের নেতৃত্ব দেন মদীনার শাসনকর্তা সাঈদ ইব্‌নুল আস। আবূ মা'শার এবং ওয়াকিদী এটা বলেছেন। এই বছর মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ছাকাফী "সাইফা" যুদ্ধ পরিচালনা করেন। পূর্বতন বছরে যাঁরা যে স্থানে শাসনকর্তার দায়িত্বে ছিলেন এই বছরও তারা নিজ নিজ স্থানে শাসনকর্তার পদে বহাল ছিলেন।

হিজরী ৫২ সনে যাঁরা ইন্তিকাল করেন

খালিদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন কুলায়ব

এই হিজরী সনে যাঁরা ইন্তিকাল করেন তাঁদের অন্যতম হলেন, খালিদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন কুলায়ব (রা)। তিনি হলেন আবূ আইয়ূব আনসারী খাযরাজী। তিনি আকাবার শপথ, বদরের যুদ্ধ এবং অন্যান্য সকল বড় বড় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। হযরত আলী (রা)-এর সাথী হয়ে তিনি হারূরিয়্যা যুদ্ধেও অংশ নেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হিজরত করে মদীনায় আগমন করে সর্বপ্রথম তাঁর ঘরে অবস্থান করেন। তিনি সেখানে এক মাস অবস্থান করেন। এই সময়ে তিনি সেখানে মসজিদে নববী এবং তাঁর পাশে হুজরা তৈরী করেন। এরপর তিনি ঐ হুজরাগুলোতে অবস্থান নেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর গৃহে আগমন করলে আবূ আইয়ূব (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাঁর গৃহের নীচ তলায় থাকতে দেন। পরবর্তীতে নীচতলা থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যাতায়াতে অসুবিধা সৃষ্টি হবে মনে করে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে উপর তলায় উঠে আসার অনুরোধ করেন এবং আবূ আইয়ূব ও তার স্ত্রী নীচ তলায় চলে যাবেন এই প্রস্তাব দেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঐ অনুরোধে সাড়া দেন এবং উপর তলায় উঠে আসেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে আমরা উদ্ধৃত করেছি যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) যখন বসরার গভর্নর পদে অধিষ্ঠিত তখন হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) বসরায় আগমন করেছিলেন। তখন ইব্‌ন আব্বাস (রা) নিজ বাসস্থান ছেড়ে দিয়ে সেখানে আবূ আইয়ূব (রা)-কে থাকতে দিয়েছিলেন। আবূ আইয়ূব (রা) যখন বসরা থেকে চলে আসার প্রস্তুতি নিলেন তখন গৃহে যত মালপত্র ছিল ইব্‌ন আব্বাস (রা) তার সবই আবূ আইয়ূব (রা)-কে দিয়ে দিলেন এবং তাঁর সম্মানার্থে অতিরিক্ত হাদীয়া-তোহফা ও ৪০ হাজার দিরহাম উপহার প্রদান করলেন। অতিরিক্ত আরো ৪০ টি ক্রীতদাস তাঁকে উপহার দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আপন ঘরে থাকতে দেয়ায় তিনি এই সম্মান দেয়া হয়। বস্তুত এটি ছিল তাঁর জন্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার বিষয়।

হযরত আয়েশা (রা) সম্পর্কে যখন বিরূপ মন্তব্য শুরু হয়েছিল আর মুনাফিকগণ অসদুদ্দেশ্যে তা প্রচার করছিল। তখন আবূ আইয়ূব আনসারী (রা)-এর স্ত্রী উম্মু আইয়ূব আবূ

আইয়ূব (রা)-কে বলেছিলেন, আয়েশা (রা) সম্পর্কে লোকজন কি বলাবলি করছে তা কি আপনি শুনেছেন?' উত্তরে আবূ আইয়ূব (রা) তাঁর স্ত্রীকে বলেছিলেন, 'তুমি কি ঐ ধরনের কোন অশ্লীল কাজে লিপ্ত হবে?' উত্তরে তাঁর স্ত্রী বলেছিলেন, 'না আল্লাহ্র কসম! মোটেই নয়।' তারপর আবূ আইয়ূব (রা) বললেন, 'আল্লাহ্র কসম! হযরত আয়েশা তোমার চাইতে অনেক ভাল ও উত্তম।' এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন,

لَوْلاَ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوْا هٰذَا اِفْكٌ مُّبِيْنٌ ـ

'একথা শোনার পর মু'মিন পুরুষ ও নারীগণ কেন নিজেদের বিষয়ে সৎ ধারণা করে নি এবং বলে নি, "এটি তো সুস্পষ্ট অপবাদ।" (সূরা ২৪, নূর ঃ ১২)

৫২ হিজরী সনে কনস্ট্যান্টিনোপলের প্রাচীরের সন্নিকট এক রোমান শহরে তার ওফাত হয়। কেউ কেউ বলেছেন যে, তাঁর ওফাত হয়েছে ৫১ হিজরী সনে, আবার কারো মতে ৫৩ হিজরী সনে। তখন তিনি ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়া (রা)-এর নেতৃত্বে পরিচালিত সেনাদলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি তার ওসীয়তগুলো ইয়াযীদকে জানিয়ে যান এবং ইয়াযীদ তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন।

ইমাম আহমদ (র) উসমান.....জনৈক মক্কাবাসী থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবূ আইয়ূব (রা) তার শেষ অভিযানে যে সেনাদলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তার সেনাপতি ছিল ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়া (রা)। হযরত আবূ আইয়ুব (রা) ওফাতের মুহূর্তে ইয়াযীদ তাঁর নিকটে উপস্থিত হয়। তিনি ইয়াযীদকে বলেন যে, 'আমি যদি মারা যাই তাহলে আমার পক্ষ থেকে লোকজনকে সালাম জানাবে আর বলবে যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি-

مَنْ مَاتَ لاَيُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا جَعَلَهُ' اللهُ فِىْ الْجَنَّةِ

'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক না করা অবস্থায় মারা যায়, আল্লাহ্ তাঁকে জান্নাতে স্থান দিবেন।' আর ওরা যেন আমাকে নিয়ে রোমান এলাকার ভেতরে বহু দূরে চলে যায় এবং আমাকে সেখানে দাফন করে।' বর্ণনাকারী বলেন, তারপর হযরত আবূ আইয়ূব (রা) যখন মারা যান তখন ইয়াযীদ ঐ হাদীসটি লোকজনকে শোনায় এবং অনেক লোক তখন ইসলাম গ্রহণ করে। এবং তারা তাঁর লাশ রোমান এলাকার ভেতরে নিয়ে যায়।

ইমাম আহমদ (র) আসওয়াদ ইব্ন আমীর.....আবূ সুফিয়ান থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, 'হযরত আবূ আইয়ুব আনসারী (রা) ইয়াযীদের সাথী হয়ে এক যুদ্ধ অভিযানে বের হয়েছিলেন। তখন আবূ আইয়ূব (রা) তাকে বলেছিলেন যে, আমি মারা গেলে আমাকে শত্রু অঞ্চলের ভেতরে নিয়ে যাবে এবং তোমরা যেখানে শত্রু পক্ষের সাথে যুদ্ধ করবে সেখানে তোমাদের পদতলে আমাকে দাফন করবেন। এরপর তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি- من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة "যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে কাউকে শিরক না করা অবস্থায় মারা যায় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

ইমাম আহমদ (র) এই হাদীসটি ইব্ন নুমায়র এবং ই'য়ালা ইব্ন উবায়দ সূত্রে আ'মাশ থেকে উদ্ধৃত করেছেন। আ'মাশ বলেছেন, আমি আবূ যুবয়ানকে বলতে শুনেছি.....হাদীসের অবশিষ্টাংশ পূর্ববর্তী হাদীসের মত। তবে তাতে এতটুকু অতিরিক্ত আছে যে, আবূ আইয়ূব (রা) বলেছিলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে শোনা একটি হাদীস আপনাদেরকে বলব, আমার

এই মুমূর্ষ অবস্থা না হলে আমি তা আপনাদেরকে শোনাতাম না। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি— من مات لايشرك بالله شيئا دخل الجنة যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক না করা অবস্থায় মারা যায় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'

ইমাম আহমদ (র) ইসহাক ইব্ন ঈসা...... আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, মৃত্যুকালে তিনি বলেছিলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে আমার শোনা একটি হাদীস আমি এতদিন আপনাদের থেকে গোপন রেখেছিলাম। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি —

لولا انتم تذنبون لخلق الله قوما يزنبون فيخفر لهم —

'তোমরা যদি পাপাচারিতায় লিপ্ত না হতে তাহলে আল্লাহ্ তায়ালা এমন একদল লোক সৃষ্টি করতেন যারা পাপাচারিতায় লিপ্ত হত তারপর তিনি তাদের ক্ষমা করতেন।'

আমি বলি যে, এই হাদীস এবং পূর্ববর্তী হাদীস এই দু'টো হাদীস ইয়াযীদকে ক্ষমার প্রত্যাশা দেখিয়ে তার অপকর্ম সংঘটনে উৎসাহিত করেছে এবং এই প্রেক্ষাপটে সে অনেক অন্যায় কর্ম সংঘটিত করেছে। ইয়াযীদের জীবনীতে আমি সেগুলো উল্লেখ করব। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ওয়াকিদী বলেছেন, হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) ৫২ হিজরী সনে রোমান অঞ্চলে মৃত্যুবরণ করেন। কনস্ট্যান্টিনোপলে তাঁকে দাফন করা হয়। সেখানে তাঁর কবর বিদ্যমান রয়েছে। রোমান জাতি অনাবৃষ্টি ও খরার কবলে পড়লে তাঁর কবরের উসিলা দিয়ে আল্লাহ্র দরবারে বৃষ্টির প্রার্থনা জানায়। কেউ কেউ বলেছেন যে, কনস্ট্যান্টিনোপলের সীমানা প্রাচীরে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর কবরের উপর মাযার নির্মাণ করা হয়েছে এবং সেখানে একটি মসজিদ তৈরী করা হয়েছে। ওরা ঐ মাযার ও কবরকে সম্মান দেখায়।

আবূ যুরআ দামেশ্কী বলেছেন যে, ৫৫ হিজরী সনে হযরত আবূ আইয়ূব (রা)-এর ওফাত হয়। কিন্তু প্রথমোক্ত অভিমত অধিকতর বিশুদ্ধ ও সঠিক। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

আবূ বকর ইব্ন খাল্লাস হারিছ ইব্ন আবূ উসামা.....আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) থেকে এবং তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

اِنَّ الرَّجُلَيْنِ لَيَتَوَجَّهَانِ اِلَى الْمَسْجِدِ فَيُصَلِّيَانِ فَيَنْصَرِفُ اَحَدُهُمَا وَصَلَاتُهُ اَوْزَنُ مِنْ صَلَاةِ الْاٰخَرِ وَيَنْصَرِفُ الْاٰخَرُ وَمَا تَعْدِلُ صَلَاتُهُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ — اِذَا كَانَ اَوْرَعَهُمَا مِنْ مَحَارِمِ اللهِ وَاَحْرَصَهُمَا عَلَى الْمُسَارَعَةِ اِلَى الْخَيْرِ —

'দু'জন মানুষ মসজিদের দিকে যায়। দু'জন নামায আদায় করে। অতঃপর একজন ফিরে আসে এ অবস্থায় যে, তার নামাযের ওজন অন্যজনের নামাযের চেয়ে অনেক বেশি। আর অন্য জন ফিরে আসে এ অবস্থায় যে, তার নামাযের ওজন অণু পরিমাণও নয়। প্রথম ব্যক্তি ঐ মর্যাদা তখন পাবে, যদি সে আল্লাহ্র নিষিদ্ধ কর্মগুলো বর্জনে অধিকতর সতর্ক থাকে এবং ভা কাজে অধিকতর অগ্রগামী হয়।'

হযরত আবূ আইয়ূব (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, 'এক লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট তাকে সংক্ষেপে কিছু শিখিয়ে দেয়ার জন্য আবেদন করেছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বলেছিলেন,

اِذَا صَلَّيْتَ صَلاَةَ مُوَدِّعٍ ـ وَلاَ تُكَلِّمَنَّ لِكَلاَمٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ وَاجْمَعِ الْيَأْسَ مِمَّا فِىْ اَيْدِى النَّاسِ ـ

'যখন তুমি নামায আদায় করবে সেটিকে জীবনের শেষ নামায মনে করে আদায় করবে। এমন কোন কথা বলবে না যার জন্যে পরে ক্ষমা চাইতে হয়। মানুষের হাতে যা আছে তার প্রতি সম্পূর্ণ নির্লোভ ও নির্মোহ হয়ে থাকবে।'

এই হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন আবূ মূসা আবদুল্লাহ্ ইব্ন কায়স ইব্ন সালীম, ইব্ন হাদার ইব্ন হারব ইব্ন আমীর ইব্ন গাযয ইব্ন বকর ইব্ন আমীর ইব্ন আফার ইব্ন ওয়াইল ইব্ন নাজিরা ইব্ন জামাহির ইব্ন আশ'আর আল আশ'আরী (রা)। তিনি তাঁর স্বদেশ ভূমিতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং হযরত জা'ফর (রা) ও তাঁর সাথীদের সাথে খায়বারের যুদ্ধের বছর মদীনায় আগমন করেছিলেন।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক উল্লেখ করেছেন যে, তিনি প্রথমে মক্কায় ও পরে ইয়ামানে হিজরত করেন। অবশ্য এই অভিমত তেমন প্রসিদ্ধ নয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-কে হযরত মু'আয (রা)-এর সাথে ইয়ামানের প্রশাসক পদে নিযুক্ত করেছিলেন। হযরত উমর (রা) তাঁকে বসরার প্রশাসক পদে নিয়োগ দিয়েছিলেন। তিনি "তুসতার" জয় করেছিলেন। জাবিয়াতে প্রদত্ত হযরত উমরের খুত্বা তিনি শুনেছিলেন। ঐ সভায় তিনি উপস্থিত ছিলেন। হযরত উসমান (রা) তাকে কূফায় শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। হযরত আলী (রা) এবং মু'আবিয়া (রা)-এর দ্বন্দ্ব নিরসনের দু'ই সদস্য বিশিষ্ট মীমাংসা কমিটিতে তিনি অন্যতম সদস্য ছিলেন। সালিশী বৈঠকে অপর সদস্য আমীর ইবনুল 'আস (রা) তাঁর সাথে প্রতারণামূলক আচরণ করেন। তিনি ক্বারী ও ফকীহ্ সাহাবীদের অন্যতম ছিলেন। সমকালীন লোকদের মধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা সুন্দর কণ্ঠের অধিকারী সাহাবী ছিলেন। আবূ উসমান নাহ্দী বলেছেন যে, আবূ মূসা (রা)-এর কণ্ঠস্বরের চাইতে মধুর কোন সেতারা-দোতারা কিংবা বাঁশির সুর আমি শুনি নি। হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, لَقَدْ اُوْتِىْ هٰذَا مَزَامَارًا مِنْ مَزَامِيْرِ اٰلِ دَاوٗدَ 'একে তো দাউদ পরিবারের বাদ্যগুলোর একটি বাদ্য দেয়া হয়েছে।' হযরত উমর (রা) হযরত আবূ মূসা (রা)-কে বলতেন, 'হে আবূ মূসা ! আমাদেরকে একটু আমাদের প্রতিপালকের কথা স্মরণ করিয়ে দিন।' তারপর হযরত আবূ মূসা (রা) কুরআন তিলাওয়াত করতেন আর অন্যরা তা শুনতেন।

শা'বী (র) বলেছেন যে, হযরত উমর (রা) তাঁর ওসীয়তলিপিতে একথা লিখেছিলেন যে, আমার নিযুক্ত কোন কর্মচারী কিংবা প্রশাসক এক জায়গায় এক বছরের বেশি থাকতে পারবে না। তবে আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-এর বিষয়টি ব্যতিক্রম। তিনি ৪ বছর এক জায়গায় থাকবেন।

ইবনুল জাওযী তার 'আল মুন্তাযাম' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) এই হিজরী সনে অর্থাৎ ৫২ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেছেন। আরো কেউ কেউ এমনটি বলেছেন। আবার অন্য কেউ ৫১ হিজরী সনে, কেউ ৪২ হিজরী সনে তার মারা যাবার কথা উল্লেখ করেছেন। কেউ অন্য মন্তব্যও করেছেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

মীমাংসা কমিটির ফলাফলে প্রতিপক্ষ কর্তৃক প্রতারিত হবার পর তিনি লোকজনের সংস্পর্শ বর্জন করে একাকী জীবন শুরু করেন। তারই এক পর্যায়ে মক্কায় তিনি ইন্তিকাল করেন। কেউ

বলেছেন, কূফা থেকে দু'মাইল দূরত্বে "আল ছাওইয" নামক স্থানে তিনি মারা যান। তিনি আকারে খাটো, হালকা-পাতলা শরীর এবং দাঁড়িবিহীন লোক ছিলেন। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুগাফ্ফাল মুযানী

আল্লাহ্‌র ভয়ে ক্রন্দনে যে সকল সাহাবী প্রসিদ্ধ ছিলেন, তাঁদের একজন হলেন হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুগাফ্ফাল মুযানী। মানুষকে ধর্মীয় জ্ঞান প্রদানের জন্যে হযরত উমর (রা) যে দশজনকে বসরা পাঠিয়েছিলেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুগাফ্ফাল মুযানী (রা)। মুসলমানগণ তুসতার জয় করার পর তিনিই সর্বপ্রথম ঐ শহরে প্রবেশ করেন। তিনি ৫২ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। তবে ইমাম বুখারী (র) মুসাদ্দাদ থেকে যেটি বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রা)-এর ওফাত হয়েছে ৫৭ হিজরী সনে, সেটিই বিশুদ্ধ অভিমত। ইব্ন আবদুল বার বলেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রা) ইন্তিকাল করেছেন ৬০ হিজরী সনে।

কেউ কেউ বলেছেন, ৬১ হিজরী সনে। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন। তাঁর থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি একদিন স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, কিয়ামত অনুষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে এবং সেখানে এমন একটি স্থান রয়েছে যেখানে পৌঁছতে পারলে মানুষ মুক্তি পাচ্ছে। তিনি ঐ স্থানে পৌঁছার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। তখন তাঁকে বলা হল যে, তুমি কি ওখানে পৌঁছবার চেষ্টা করছ, অথচ তোমার নিকট তো পার্থিব সম্পদ রয়েছে। হঠাৎ তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যায়। তিনি জেগে ওঠেন এবং তাঁর যে থলিতে প্রচুর স্বর্ণ সঞ্চিত ছিল সেই থলি বের করে আনলেন। তারপর ভোর হবার আগেই গরীব ও মিসকীন ও তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের নিকট তার সবটুকু বিলিয়ে দেন। মহান আল্লাহ্ তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

ইমরান ইব্ন হুসায়ন ইব্ন উবায়দ (রা)

৫২ হিজরী সনে যাঁরা ইন্তিকাল করেছেন তাঁদের একজন হলেন হযরত ইমরান ইব্ন হুসায়ন ইব্ন উবায়দ (রা)। তাঁর বংশ পরিচয় হল ইমরান ইব্ন হুসায়ন ইব্ন উবায়দ ইব্ন খালফ আবূ নাজীদ আল-খুযাঈ (রা)। তিনি এবং হযরত আবূ হুরায়রা (রা) দু'জনেই খায়বারের যুদ্ধের বছর ইসলাম গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে একাধিক যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি অন্যতম শীর্ষস্থানীয় সাহাবী ছিলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমির (রা) তাঁকে বসরার বিচারক পদে নিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করে তিনি বসরার বিচারকের দায়িত্ব পালন করছিলেন। পরবর্তীতে তিনি নিজেই ঐ পদে ইস্তফা দিলেন। তাঁর ইস্তফা মঞ্জুর হয়েছিল। এরপরেও তিনি বস্‌রায় বসবাস করেছিলেন।

অবশেষে এই হিজরী সনে অর্থাৎ ৫২ হিজরী সনে সেখানে তাঁর ওফাত হয়। হযরত হাসান বসরী ও ইব্ন সীরীন বসরি বলেছেন যে, ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) অপেক্ষা ভাল কোন আরোহী আগন্তুক বসরায় আগমন করে নি। ফেরেশতাগণ তাঁকে সালাম দিতেন। এক পর্যায়ে তিনি চিকিৎসার জন্যে শরীরে গরম লোহার দাগ গ্রহণ করেছিলেন। তখন থেকে ফেরেশ্‌তাগণ তাঁকে সালাম দেয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। অবশ্য তাঁর ইন্‌তিকালের কিছুদিন পূর্ব থেকে তাঁরা

আবার তাঁকে সালাম দিতে শুরু করেছিলেন। মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তাঁরা তাকে সালাম দিতে থাকেন। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর প্রতি ও তাঁর পিতার প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

কা'ব ইব্ন উজরা আনসারী আবূ মুহাম্মদ মাদানী

৫২ হিজরী সনে যাঁদের ওফাত হয় তাঁদের একজন হলেন হযরত কা'ব ইব্ন উজরা আনসারী (রা)। তিনি উঁচু স্তরের সাহাবী ছিলেন। হজ্জ আদায়কালে অক্ষমতার কারণে ফিদইয়া প্রদানের আয়াতটি তাঁকে উপলক্ষ করে নাযিল হয়েছিল। ৫২ হিজরী সনে তাঁর ওফাত হয়। কেউ বলেছেন ৫১ হিজরী সনে তিনি ইন্তিকাল করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ কিংবা ৭৭ বছর।

মু'আবিয়া ইব্ন খুদায়জ[১] (রা)

৫২ হিজরী সনে মৃত্যুবরণকারীদের একজন হলেন হযরত মু'আবিয়া ইব্ন খুদায়জ (রা)। তাঁর বংশ পরিচয় হল- মু'আবিয়া ইব্ন খুদায়জ জাফনা ইব্ন কাতীরা আল কিন্দী আল-খাওলানী আল-মিসরী (রা)। অধিকাংশ ইতিহাসবিদদের মতে তিনি সাহাবী। অবশ্য ইব্ন হিব্বান তাঁকে আস্থাভাজন তাবিঈ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। প্রথম অভিমত বিশুদ্ধ ও সঠিক। তিনি মিসর বিজয় অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন। আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়ের সংবাদ নিয়ে যে প্রতিনিধি দল হযরত উমর (রা)-এর দরবারে এসেছিলেন তিনি তার সদস্য ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ ইব্ন আবূ আরহ্-এর সাথে তিনি 'বারবার' সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। ওই দিন তার চক্ষু বিনষ্ট হয়ে যায়। আফ্রিকার পশ্চিমা নগরগুলো বিজয়ের লক্ষ্যে প্রেরিত বহু অভিযানে তিনি সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন। হযরত আলী (রা)-এর শাসনামলে তিনি মিশরে "উসমান (রা) সমর্থক"রূপে পরিচিতি ছিলেন। তিনি হযরত আলী (রা)-এর হাতে বায়'আত করেন নি। আমীর মু'আবিয়া (রা) যখন মিশর দখল করেন, তখন তিনি মু'আবিয়া ইব্ন খুদায়জ (রা)-কে সম্মান প্রদর্শন করেন এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইবনুল 'আসের পর তাঁকে মিসরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কারণ আমর ইবনুল 'আসের পর তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ্ দুই বছর মিশরের শাসনকর্তা ছিলেন। এরপর আমীর মু'আবিয়া (রা) তাঁকে ঐ পদ থেকে বরখাস্ত করেন এবং তাঁর স্থলে আলোচ্য মু'আবিয়া ইব্ন খুদায়জ (রা)-কে নিয়োগ দেন। এরপর থেকে তিনি মিসরেই অবস্থান করছিলেন। অবশেষে এই হিজরী সনে অর্থাৎ ৫২ হিজরী সনে তাঁর ওফাত হয়।

হানী ইব্ন নিয়ার আবূ বুরদাহ বালাবী (রা)

তিনি তাঁর জন্য বিশেষভাবে অনুমোদিত কুরবানীতে এক বছর বয়সী মাদী বকরী জবাই করতেন। তিনি আকাবার শপথ, বদরের যুদ্ধ এবং পরবর্তী সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মক্কা বিজয়ের দিনে বানূ হারিছা গোত্রের পতাকা তাঁর হাতে ছিল। মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

---

১. তাঁর নাম মু'আবিয়া ইব্ন হুদায়জও বলা হয়েছে। (ইসলামী বিশ্বকোষ ইফাবা, খ. ১৯)

হিজরী ৫৩ সন

এই হিজরী সনে আবদুর রহমান ইব্ন উম্মুল হাকাম রোমান নগরগুলো আক্রমণ করেন এবং সেগুলো দখল করেন। এই বছরই মুসলমানগণ "রোজা" দ্বীপ জয় করেছিল। এই অভিযানে সেনাপতির দায়িত্বে ছিলেন জুনাদা ইব্ন আবূ উমাইয়া। মুসলমানদের একদল সেখানে কিছুদিন অবস্থান করে। যাতে কাফিরদের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে আক্রমণ চালানো যায়। তাঁরা নদী পথে কাফিরদের উপর আক্রমণের চেষ্টা করে এবং ওদের যাতায়াত বন্ধ করার প্রচেষ্টা চালায়। আমীর মু'আবিয়া (রা) বায়তুলমাল থেকে ওদের ভরণ-পোষণ ও উচ্চহারে ভাতার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁরা ইউরোপীয়দের পক্ষ থেকে আক্রমণের ব্যাপারে সতর্ক ছিল। তারা একটি সুরক্ষিত দূর্গে রাত যাপন করত। সেখানে তাদের খাদ্য-দ্রব্য, যানবাহন ও প্রয়োজনীয় সকল জিনিসপত্র মজুদ ছিল। তাদের পক্ষে সমুদ্রে গুপ্তচর ও পাহারাদার নিয়োজিত ছিল যাতে শত্রুর আগমন কিংবা যে কোন ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তারা মূল সেনাদলকে সতর্ক করে দিতে পারে। তারা ওখানেই অবস্থান করছিল। এরই এক পর্যায়ে আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর ওফাত হয় এবং তাঁর পুত্র ইয়াযীদ শাসন ক্ষমতা লাভ করে। সে ঐ সেনাদলকে ওখান থেকে প্রত্যাহার করে নেয়। সেখানে মুসলমানদের প্রচুর ধন-সম্পদ ও ক্ষেত-খামার ছিল। এই বছর হজ্জের নেতৃত্ব দেন মদীনার শাসনকর্তা সাঈদ ইবনুল 'আস (রা)। আবূ মা'শার ও ওয়াকিদী এটা বলেছেন। এই বছর জাবালা ইব্ন আয়হাম গাস্সানী ইন্তিকাল করেন। এই পর্বের শেষ ভাগে তাঁর জীবনী উল্লেখ করা হবে।

এই হিজরী সনে রাবী ইব্ন যিয়াদ হারিছী ইনতিকাল করেন। তিনি সাহাবী ছিলেন কিনা সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। তিনি যিয়াদের পক্ষে খুরাসানের শাসনকর্তা ছিলেন। হযরত হুজর ইব্ন 'আদীর মর্মান্তিক মৃত্যুর কথা তাঁর নিকট আলোচনা করা হয়েছিল। তিনি তাঁর জন্য গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, আরব সম্প্রদায় যদি তাঁর পক্ষে প্রতিবাদ জানাত তাহলে তিনি এভাবে নিহত হতেন না। কিন্তু আরবগণ তাঁর এই শাস্তি মেনে নিয়েছিল। ফলে (তিনি নিহত হলেন আর) আরবগণ লাঞ্ছিত হল। এরপর জুমু'আবারে মিম্বরে দাঁড়িয়ে তিনি আল্লাহ্র দরবারে এই দু'আ করেছিলেন যে, আল্লাহ্ যেন তাঁকে এই দুনিয়া থেকে তুলে নেন।

অতঃপর পরবর্তী জুমু'আ আসার আগেই তাঁর ওফাত হয়ে যায়। তিনি তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাবী'কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে গিয়েছিলেন। যিয়াদ তাতে সম্মতি দিয়েছিল। কিন্তু দু'মাস পর আবদুল্লাহ্ মারা যান। তিনি খুলায়দ ইব্ন আবদুল্লাহ্ হানাফীকে খুরাসানের শাসনকর্তা নিয়োগ করে গিয়েছিলেন। যিয়াদ তাতে অনুমোদন দিয়েছিল।

রুওয়াইফা ইব্ন ছাবিত (রা)

৫৩ হিজরী সনে যাঁরা ইন্তিকাল করেন তাঁদের একজন হলেন হযরত রুওয়াইফা ইব্ন ছাবিত (রা)। তিনি একজন উঁচু মর্যাদার সাহাবী ছিলেন। মিশর বিজয় অভিযানে তিনি অংশ নিয়েছিলেন। আফ্রিকার পশ্চিম শহর ও নগরগুলো বিজয়ে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। মিশরের

শাসনকর্তা মাসলামা ইব্ন মুখাল্লাদের পক্ষ থেকে "বারাকা"-এর গভর্নরের দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় তাঁর ওফাত হয়।

এই হিজরী সনে যিয়াদ ইব্ন আবূ সুফিয়ান মারা যান। তিনি যিয়াদ ইব্ন আবীহি এবং যিয়াদ ইব্ন সুমাইয়া নামে পরিচিত। সুমাইয়া তার মায়ের নাম। ৫৩ হিজরী সনের রমাযান মাসে প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পটভূমি এই যে, এক পর্যায়ে তিনি আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট চিঠি লিখেছিলেন যে, আমি আমার বাম হাত দিয়ে সমগ্র ইরাক নিয়ন্ত্রণ করছি, আমার ডান হাত খালি রয়েছে। সুতরাং আমাকে এমন কিছু কাজ দিন যা বাস্তবায়নে আমার ডান হাত কাজে লাগাতে পারি। এতদ্বারা তিনি হিজায অঞ্চলের শাসন ক্ষমতা লাভের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন।

তাঁর এই অভিপ্রায়ের কথা অবগত হয়ে হিজায অঞ্চলের জনগণ হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়। যিয়াদের দুরভিসন্ধির কথা তারা তাঁকে জানায় এবং যিয়াদ শাসন ক্ষমতা লাভ করলে হিজাযের লোকদেরকেও সেই দুঃখজনক ও করুণ পরিণতি ভোগ করতে হবে– যেমন ভোগ করেছে ইরাকী জনগণ। এই আশংকার কথা তারা তাঁর নিকট পেশ করে। হযরত ইব্ন উমর (রা) তখন কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ালেন এবং যিয়াদের প্রতি বদদু'আ করলেন। উপস্থিত লোকজন তাঁর সাথে "আমীন-আমীন" বলল। ফলে একদিন যিয়াদ প্লেগ রোগে অক্রান্ত হল। প্রথমে আক্রান্ত হল তাঁর হাত। ফলে তাঁর বাহু অচল হয়ে পড়ে। তখন তিনি ইরাকে অবস্থান করছিলেন। রোগাক্রান্ত হাতটি কেটে ফেলার ব্যাপারে তিনি কাযী শুরায়হের সাথে পরামর্শ করেন। কাযী শুরায়হ বললেন, 'হাত কেটে ফেলা আমি সমর্থন করি না। কারণ আপনি যদি হাত কাটেন আর মূলত আপনার আর আয়ু না থাকে তাহলে আপনি আল্লাহ্র সাথে দেখা করবেন এমতাবস্থায় যে, আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাতের ভয়ে অর্থাৎ মৃত্যু ভয়ে আপনি আপনার হাত কেটে ফেলেছেন। আর যদি হাত কাটার পর আপনি বেঁচে থাকেন তাহলে আপনি বেঁচে থাকবেন হাত কাটা অবস্থায়। তাতে লোকজন আপনার ছেলে-মেয়েকে "হাত কাটা লোকের ছেলে-মেয়ে" বলে তিরস্কার করবে।' বস্তুত কাযী শুরায়হ্ তাঁকে হাত কাটা থেকে বিরত রাখেন। পরামর্শ শেষে বের হবার পর কিছু লোক এই সুপরামর্শের জন্য কাযী শুরায়হের সমালোচনা করে। তারা বলে, 'আপনি ঐ জালিমের হাত কেটে ফেলার পরামর্শ দিলেন না কেন?' উত্তরে কাযী শুরায়হ বললেন, 'রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, اَلْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ 'পরামর্শদাতা হল আমানতদার।'

বর্ণিত আছে যে, যিয়াদ তখন বলেছিলেন, "আমি আর প্লেগ রোগ উভয়ে কি একই বিছানায় ঘুমাব?" শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর রোগাক্রান্ত হাত কেটে ফেলার সিদ্ধান্ত নেন। হাত কাটার জন্যে অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি নিয়ে আসার পর তিনি ভয় পেয়ে যান এবং ঐ সিদ্ধান্ত বাতিল করে দেন।

কথিত আছে যে, তাঁর দেহের অভ্যন্তরে যে উত্তাপ ও অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছিল তার চিকিৎসার জন্য তিনি ১৫০ জন অভিজ্ঞ ডাক্তার সংগ্রহ করেছিলেন। তাদের মধ্যে তিনজন এমন উঁচু পর্যায়ের ডাক্তার ছিল, যারা পারস্য সম্রাট কিসরা ইব্ন হুরমুযের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিল। কিন্তু তারা সকলে মিলেও অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকে তাঁকে বাঁচাতে পারে নি। ঐ বছর অর্থাৎ ৫৩ হিজরী সনের ৩রা রমযান তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি পাঁচ বছর ইরাকের শাসনকর্তা ছিলেন। কূফা নগরীর বাইরে "ছাওইযা" নামক স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। তিনি তখন হিজায

অঞ্চলের শাসন ক্ষমতা হস্তগত করার জন্যে শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়ে সেখানে যাচ্ছিলেন। তার মৃত্যু সংবাদ শোনার পর হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলেছিলেন, "হে সুমাইয়ার পুত্র! তুমি তোমার পথেই যাও। এখন দুনিয়াও তোমার সাথে নেই আর আখিরাতের সাফল্যও তুমি অর্জন করতে পার নি।"

আবূ বকর ইব্ন আবূদ দুনয়া হিশাম.....আবদুর রহমান ইব্ন সাঈদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, 'একদিন শাসনকর্তা যিয়াদ কূফার জনগণকে তাঁর দরবারে হাযির হবার নির্দেশ দিলেন। লোকজনের উপস্থিতিতে মসজিদ, উঠান-আঙ্গিনা এবং রাজ-প্রাসাদ সব ভর্তি হয়ে গেল। তার উদ্দেশ্য ছিল এই বিশাল সমাবেশে তিনি হযরত আলী (রা)-এর সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দিবেন। বর্ণনাকারী আবদুর রহমান বলেন, আমি কতক আনসারী সাহাবীর সাথে ঐ সমাবেশে উপস্থিত ছিলাম। এই ঘটনায় জনসাধারণ খুব অস্বস্তিতে ছিল।

বর্ণনাকারী বলেছেন যে, হঠাৎ আমার তন্দ্রা ও ঘুম ভাব সৃষ্টি হয়। তখন ঐ তন্দ্রা অবস্থায় আমি দেখতে পাই যে, দীর্ঘ ঘাড় বিশিষ্ট কি যেন সামনে এগিয়ে আসছে। সেটির ঘাড় ছিল উটের ঘাড়ের ন্যায়। সেটির চোখের ভ্রু ছিল লম্বা লম্বা এবং নীচের ঠোঁট ছিল ঝুলন্ত। আমি বললাম, 'তুমি কি?' সেটি বলল, দীর্ঘ ঘাড় বিশিষ্ট বকরী রাখাল, আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে ঐ রাজ কার্যালয়ের প্রশাসকের প্রতি। এরপর আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়।" অস্থির হয়ে আমি জেগে উঠি। আমার সাথীদেরকে বলি যে, আমি যা দেখেছি আপনারা কি তা দেখেছেন? তারা বললেন, "না, আমরা তো কিছু দেখি নি।" আমি আমার স্বপ্নের কথা তাদেরকে জানালাম। অতঃপর রাজপ্রাসাদ থেকে জনৈক ব্যক্তি বের হয়ে ঘোষণা দিল যে, শাসনকর্তা যিয়াদ আপনাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'আপনারা আজকের মত চলে যান আমি খুব ব্যস্ত আছি।' মূলত তিনি তখন প্লেগের বেদনায় জর্জরিত ছিলেন।

ইব্ন আবূদ দুনয়া বর্ণনা করেছেন যে, কূফার শাসনকর্তা পদে নিয়োগ লাভের পর যিয়াদ ঐ অঞ্চলে সবচাইতে বেশি ইবাদতকারী ব্যক্তি সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছিলেন। তাকে জানান হয়েছিল যে, আবূ মুগীরা হিমইয়ারী নামের এক ব্যক্তি হলেন এই অঞ্চলের মধ্যে সবচাইতে বেশি ইবাদতকারী ব্যক্তি। যিয়াদের নির্দেশে ঐ ব্যক্তিকে তার নিকট উপস্থিত করা হয়। যিয়াদ তাঁকে বললেন, 'আজ থেকে তুমি ঘর হতে বের হবে না। ঘরের মধ্যেই থাকবে। যত ধন-সম্পদ চাও আমি তোমাকে দেব।' উত্তরে আবূ মুগীরা হিমইয়ারী বলেছিলেন যে, আপনি যদি আমাকে সমগ্র পৃথিবীর রাজত্বও দেন তবুও আমি জামায়াতে নামায আদায় করার জন্যে বাইরে আসা ছাড়তে পারব না।' যিয়াদ বলেছিল, তবে তুমি শুধু জামা'আতে আসবে। কিন্তু কারো সাথে কোন কথা বলতে পারবে না। উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে, 'সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের বারণ করার দায়িত্ব তো আমি ছাড়তে পারব না।' এবার ক্ষেপে গিয়ে যিয়াদ তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেন এবং তাঁকে হত্যা করা হয়।

যিয়াদের মৃত্যুর সময় তাঁর ছেলে বলেছিল, বাপ ! আমি আপনার জন্যে ৬০টি কাপড় প্রস্তুত করে রেখেছি। ওগুলো দিয়ে আমি আপনার কাফনের ব্যবস্থা করব। তখন যিয়াদ বলেছিলেন, 'হে প্রিয় বৎস! এখন তোমার বাবা এমন এক অবস্থার সম্মুখীন যে, তার পরিধানে যে পোশাক আছে তার চাইতে ভাল পোশাক হবে অথবা অবিলম্বে সব পোশাক তার থেকে খুলে নেয়া হবে।'

সা'সা'আ ইব্ন নাজিয়া (রা)

এই হিজরী সনে অর্থাৎ ৫৩ হিজরী সনে যাঁরা ইন্তিকাল করেন তাঁদের অন্যতম হলেন হযরত সা'সা'আ ইব্ন নাজিয়া ইব্ন আফ্ফান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সুফিয়ান ইব্ন মাশাজি ইব্ন দারিম (রা)। তিনি জাহিলী যুগে এবং ইসলামী যুগেও নেতৃস্থানীয় লোক ছিলেন। কথিত আছে যে, জাহিলী যুগে তিনি ৩৬০টি মেয়ে শিশুকে জীবন্ত কবর দেয়া থেকে রক্ষা করেছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর হাতে প্রাণে বেঁচে যাওয়া শিশুর সংখ্যা ৪০০ জন। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, ৬৯ জন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বলেছিলেন, لك اَجْـرٌ اِذْ مَـنَّ اللهُ عَـلَـيْـكَ بِـالاسْـلَام - 'মহান আল্লাহ্ যখন অনুগ্রহ করে তোমাকে ইসলামে দীক্ষিত করেছেন তখন ঐ শিশুগুলোকে রক্ষার সওয়াবও তুমি পাবে।' এও বর্ণিত আছে যে, তিনিই সর্বপ্রথম জীবন্ত কবরস্থিত শিশুকে প্রাণে রক্ষা করেন। তাঁর সর্বপ্রথম জীবন্ত কবরস্থিত শিশুকে প্রাণে বাঁচানোর ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, একদিন তার দু'টো উট পালিয়ে গিয়েছিল। তিনি উট দু'টোর খোঁজে পথে বের হলেন। তিনি বলেছেন যে, রাতের বেলা আমি পথ অতিক্রম করছিলাম। হঠাৎ দেখি এক ঝলক আগুন। সেটি একবার জ্বলছিল আবার নিভে যাচ্ছিল। ফলে আমি ঠিকমত ঐ আগুনের কাছে যেতে পারছিলাম না। লক্ষ্যস্থল চিহ্নিত করতে পারছিলাম না। তখন আমি বললাম, 'হে আল্লাহ্ ! আমি আপনার নামে মানত করছি যে, আপনি যদি আমাকে ঐ আগুনের নিকট পৌঁছে দেন, তবে আমি সেখানকার লোকদের মধ্যে কোন অবিচার দুঃখ ও জুলুম দেখতে পেলে তা দূর করব।" তারপর আমি সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম। সেখানে দেখলাম, এক বৃদ্ধ লোক আগুন জ্বালাচ্ছে। তার পাশে কতক মহিলা বসে আছে। আমি বললাম, কি ব্যাপার? ওরা বলল, মহিলাটি আজ তিনদিন যাবত সে আমাদের ব্যতিব্যস্ত রেখেছে। সে বাচ্চা প্রসব করতে যাচ্ছে বাচ্চা প্রসবের ব্যথায় ভুগছে অথচ বাচ্চা প্রসব হচ্ছে না। বাড়ির মালিক বৃদ্ধ লোকটি আমাকে বলল, "তোমার ব্যাপারটি কি? কেন এসেছ এখানে?" আমি বললাম, "আমার দু'টো উট পালিয়ে গিয়েছে, আমি ওগুলোর খোঁজ করছি।" সে বলল, 'ওহ ! উট দু'টো তো আমি পেয়েছি। ওগুলো আমার উটের পালের মধ্যে আছে।' এরপর আমি ওখানে অবতরণ করলাম। আমি সেখানে অবস্থান নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলাম যে, মহিলারা বলছে ঐ মহিলাটি বাচ্চা প্রসব করেছে। সংবাদ শুনে বৃদ্ধ লোকটি বলল, যদি বাচ্চাটি ছেলে হয় তবে তোমরা বাচ্চা নিয়ে গৃহে প্রবেশ করবে। আর যদি বাচ্চাটি মেয়ে হয় তবে তার কান্নার শব্দ আমার কানে আসার আগেই তাকে কবরস্থিত করে ফেলবে।'

আমি বললাম, 'আল্লাহ্ আপনাকে বাচ্চা দান করেছেন। ঐ বাচ্চার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ্র উপর, আপনি সেটিকে হত্যা করবেন কেন?' সে বলল, 'ঐ কন্যা সন্তানের আমার কোন প্রয়োজন নাই।' আমি বললাম, তবে আমি আপনাকে মুক্তিপণ দিয়ে আপনার হাত থেকে তাকে রক্ষা করব এবং সে আপনারই নিকট থাকবে যতদিন স্বেচ্ছায় চলে না যায় কিংবা মৃত্যুবরণ না করে।' বৃদ্ধ লোকটি বলল, 'মুক্তিপণ হিসেবে কি দেবে?' আমি বললাম, 'আমার উট দু'টোর একটি আমি আপনাকে দিয়ে দেব।' সে বলল, 'না, তাতে হবে না।' আমি বললাম, 'তাহলে উট দু'টোই দিয়ে দেব।' সে বলল, 'না, তাতেও হবে না। যদি তোমার সাথে থাকা উটটিও দিয়ে দাও তবে আমি রাযী হব। কারণ, তোমার এই উটটিকে খুব সুন্দর ও নওজোয়ান দেখতে পাচ্ছি।' আমি বললাম, 'তবে তা-ই হবে কিন্তু আমাকে আমার বাড়ি পৌঁছে দিতে হবে।' সে বলল, 'তবে তা-ই হবে।'

ওদের ওখান থেকে বের হবার পর আমি উপলব্ধি করলাম যে, আমি যে কাজটি করেছি এটি আল্লাহ্‌র দয়ায় ও অনুগ্রহে করেছি। এটি নিশ্চয়ই ভাল কাজ করেছি। বিশেষ দয়ায় মহান আল্লাহ্ আমাকে দিয়ে এমন কাজ করিয়েছেন। তখন থেকে আমি আল্লাহ্‌র নামে শপথ করেছি যে, এই বাচ্চাটিকে যেমন আমি রক্ষা করেছি, ভবিষ্যতে এরকম জীবন্ত কবরস্থিত করার যত শিশু আমি পাব তার সবগুলোকে আমি রক্ষা করব। তিনি বলেন, ইসলাম প্রকাশিত হবার পূর্ব পর্যন্ত আমি এরকম ৯৬টি শিশুকে প্রাণে রক্ষা করেছি। পরে মহান আল্লাহ্ কুরআন অবতীর্ণ করলেন এবং মুসলমানদের জন্য শিশু জীবন্ত কবরাস্থিত করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন।

জাবালা ইব্‌ন আয়হাম গাস্‌সানী

এই হিজরী সনে অর্থাৎ ৫৩ হিজরী সনে মৃত্যুবরণকারীদের একজন হল জাবালা ইব্‌ন আয়হাম গাস্‌সানী। সে আরব খ্রিস্টানদের রাজা ছিল। তার বংশ পরিচয় হল জাবালা ইব্‌ন আয়হাম ইব্‌ন জাবালা ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন আবূ শিমার। আবূ শিমারের নাম হল মুনযির ইব্‌ন হারিছ। হারিছ হল দু'নাক-ফুলের অধিকারিণী মারিয়ার পুত্র এবং সে হল হারিছ ইব্‌ন ছালাবা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন জাফনা। জাফনা-এর নাম হল কা'ব-আবূ আমীর ইব্‌ন হারিছা ইব্‌ন ইমরুল কায়স। মারিয়া-এর পরিচয় হল– মারিয়া বিন্‌ত আরকাম ইব্‌ন ছা'লাবা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন জাফনা। তার বংশ পরিচয় সম্পর্কে ভিন্ন অভিমতও রয়েছে। তাঁর উপনাম হল জাবালা আবূ মুনযির গাসসানী জাফানী। সে ছিল গাস্‌সান গোত্রের রাজা। গাস্‌সান গোত্র হল হিরাক্লিয়াসের শাসনামলের আরব খ্রিস্টানদের গোত্র। ওরা হল আওস ও খাযরাজ সম্প্রদায়ভুক্ত আনসারী মুসলমানদের চাচার বংশধর। জাবালা ছিলেন গাস্‌সান সম্প্রদায়ের শেষ রাজা।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইসলামের দাওয়াত দিয়ে তার নিকট একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। চিঠির বাহক ছিলেন শুজা' ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব (রা)। দাওয়াত পেয়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁর ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি চিঠির মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অবহিত করেন।

ইব্‌ন আসাকির বলেছেন যে, সে কখনো ইসলাম গ্রহণ করে নি। ওয়াকিদী এবং সাঈদ ইব্‌ন আবদুল আযীযও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, জাবালা ইব্‌ন আয়হাম কখনো ইসলাম গ্রহণ করে নি। কিন্তু ওয়াকিদী বলেছেন যে, হযরত উমর (রা)-এর শাসনামলে জাবালা ইব্‌ন আয়হাম রোমান সেনাদলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইয়ারমুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং পরবর্তীতে হযরত উমর (রা)-এর শাসনামলেই সে ইসলামে দীক্ষিত হয়।

ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, জাবালা ইব্‌ন আয়হাম একদিন মুযায়না গোত্রের এক লোকের চাদর মাড়িয়ে দিয়েছিল। ঘটনাটি ঘটেছিল দামেশক নগরীতে। ঐ লোকটি চাদর মাড়ানোর কারণে ক্ষিপ্ত হয়ে জাবালার মুখে থাপ্পড় মারে। জাবালা-এর সাথীগণ লোকটিকে ধরে এনে হযরত আবূ উবায়দা (রা)-এর দরবারে সোপর্দ করে এবং বলে যে, এই লোক জাবালার মুখে থাপ্পড় মেরেছে। আবূ উবায়দা তাঁর রায় ঘোষণা করে বললেন যে, 'লোকটির অপরাধের দণ্ড হিসেবে জাবালা লোকটিকে থাপ্পড় মারবে।' ওরা বলল, 'কেন শুধু থাপ্পড় মারবে? ওকে হত্যা করা হবে না কেন?' আবূ উবায়দা (রা) বললেন, 'না, হত্যা করা হবে না।' ওরা বলল, 'অন্তত যে হাতে সে গাস্‌সান রাজা জাবালাকে থাপ্পড় মেরেছে ঐ হাতও কর্তন করা হবে না?' আবূ উবায়দা (রা) বললেন, 'না, তার হাতও কর্তন করা হবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা সমান প্রতিশোধ গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন।' জাবালা বলল, 'আপনারা কি মনে করেন আমার মুখমণ্ডলকে আমি মদীনার এক কোন থেকে আসা একজন মুযানী লোকের মুখমণ্ডলের সমানরূপে মেনে নেব? উহ, কত মন্দ ও নিকৃষ্ট দীন এটি !' এরপর সে পুনরায় খ্রিস্টধর্মে ফিরে যায় এবং তার পরিবার-পরিজন নিয়ে রোমান এলাকায় চলে যায়। এই ঘটনা হযরত উমর (রা)-এর নিকট পৌঁছে। বিষয়টি শুনে তিনি মর্মাহত হন। তিনি হযরত হাস্সান (রা)-কে ডেকে বললেন, 'তোমার বন্ধু জাবালা তো ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে গিয়েছে।' এই দুঃসংবাদ শুনে হযরত হাস্সান (রা) "ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন" পাঠ করলেন। এরপর বললেন, 'সে কেন ইসলাম ত্যাগ করল?' হযরত উমর (রা) বললেন, 'জনৈক মুযানী লোক তাকে থাপ্পড় মেরেছে বলে।' হযরত হাস্সান (রা) উত্তেজনা বশত বলে ফেললেন, 'তবে তো সে ঠিকই করেছে।' হযরত হাস্সানের কথা শুনে খলীফা উমর (রা) উঠে গিয়ে হযরত হাস্সান (রা)-কে চাবুক দ্বারা অঘাত করলেন। ওয়াকিদী এটা বর্ণনা করেছেন মা'মার (রা) থেকে। আর অন্যরা বর্ণনা করেছেন যুহরী থেকে ইব্ন আব্বাস সূত্রে এবং একদল সাহাবী থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। এটিই প্রসিদ্ধ বর্ণনা।

ইবনুল কালবী উল্লেখ করেছেন যে, জাবালা-এর ইসলাম গ্রহণের সংবাদ শুনে হযরত উমর (রা) ভীষণ খুশি হয়েছিলেন। লোক পাঠিয়ে তিনি জাবালাকে মদীনায় আগমনের আমন্ত্রণ জানালেন। অপর বর্ণনায় আছে যে, জাবালা নিজে মদীনা প্রবেশের জন্য খলীফা উমর (রা)-এর অনুমতি চেয়েছিল। হযরত উমর (রা) তাকে অনুমতি দিয়েছিলেন। জাবালা তার গোত্রের বহু লোক সাথে নিয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। কারো মতে তাদের সংখ্যা ছিল ১৫০ জন আবার কারো মতে ৫০০ জন। এদিকে হযরত উমর (রা)-এর পক্ষ থেকে তাকে স্বাগত জানানোর জন্য উপহার-উপঢৌকনসহ লোক পাঠানো হয়েছিল। মদীনা থেকে কয়েক মাইল দূরে খলীফার প্রতিনিধি দলের সাথে জাবালা-এর কাফেলার সাক্ষাত হয়। খলীফার পাঠানো উপহার-উপঢৌকন সেখানে তার নিকট হস্তান্তর করা হয়। তার মদীনা প্রবেশের দিনটি একটি স্মরণীয় দিন বটে। মদীনায় প্রবেশের সময় তার ঘোড়াগুলোর গলায় ছিল স্বর্ণ ও রূপার মালা। তার মাথায় ছিল মণি-মুক্তা খচিত রাজ মুকুট। তার নানী মারিয়া-এর নাক ফুল দু'টোও তার মুকুটে জড়ানো ছিল। মদীনার নারী-পুরুষ রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিল তাকে দেখার জন্য। সে হযরত উমর (রা)-কে সালাম দেয়ার পর হযরত উমর (রা) তাকে মদীনায় স্বাগত জানান এবং তার নিকটে বসার ব্যবস্থা করেন। একই বছর সে হযরত উমর (রা)-এর সাথে হজ্জ পালন করে।

হজ্জ পালন কালে তাওয়াফ করার সময় তার চাদর পড়ে যায় জনৈক ফারাযী ব্যক্তির পায়ের নীচে এবং চাদরটি তার দেহ থেকে খুলে পড়ে যায়। প্রতিশোধ হিসেবে সে বানূ ফাযারা-এর ঐ লোককে থাপ্পড় মারে তাতে তার নাক ফেটে যায়। কেউ কেউ বলেছেন যে, জাবালা ঐ লোকটির চোখ উপড়ে ফেলেছিল। ক্ষতিগ্রস্ত লোকটি ফাযারী গোত্রের একদল লোক নিয়ে হযরত উমর (রা)-এর নিকট জাবালা-এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। খলীফা উমর (রা) জাবালাকে তলব করেন। সে উপস্থিত হয়ে ঘটনা স্বীকার করে। হযরত উমর (রা) তখন দণ্ড ঘোষণা করে বললেন, 'আমি ঐ লোককে তোমার থেকে সমান সমান প্রতিশোধ নিতে দিব।'

জাবালা বলল, 'হায় তা কেমন করে হবে, সে হল একজন সাধারণ মানুষ আর আমি হলাম রাজা।' খলীফা বললেন, 'ইসলাম তো তোমাকে ও ওকে এক কাতারে শামিল করে দিয়েছে;

শুধুমাত্র তাকওয়া ও আল্লাহ্ভীতি ব্যতীত তার উপর তোমার অন্য কোন মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব নেই।' জাবালা বলল, 'আমি তো মনে করেছিলাম জাহিলী যুগে আমার যে সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব ছিল ইসলাম গ্রহণের পর আমার সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব আরো বৃদ্ধি পাবে।' খলীফা বললেন, 'তোমার সেই মনোভাব ত্যাগ কর। তুমি যদি ঐ লোককে সন্তুষ্ট করতে না পার আমি তোমার থেকে তাকে প্রতিশোধ আদায় করে দেব।' সে বলল, 'তাহলে আমি পুনরায় খ্রিস্টধর্মে ফিরে যাব।' খলীফা বললেন, 'ইসলাম ত্যাগ করে খ্রিস্টধর্মে ফিরে গেলে আমি তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেব।' এই কঠিন পরিস্থিতি দেখে জাবালা বলল, 'আমাকে সময় দিন। আজ রাতে আমি ভেবে দেখব, আমি কি সিদ্ধান্ত নিতে পারি।' সে খলীফার সম্মুখ থেকে চলে গেল। রাত গভীর হবার পর সে তার গোত্রীয় লোকজন ও অনুগতদেরকে নিয়ে পালিয়ে যায় এবং সিরিয়া অতিক্রম করে রোমান অঞ্চলে চলে যায়। সে কনস্ট্যান্টিনোপল শহরে গিয়ে হিরাক্লিয়াসের সাথে সাক্ষাত করে। হিরাক্লিয়াস তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানায়। সে জাবালা-এর নামে অনেকগুলো শহর বরাদ্দ করে দেয়। তার জন্যে প্রচুর খাদ্য-দ্রব্য ও রাষ্ট্রীয় ভাতা মঞ্জুর করে। তাকে তার একান্ত উপদেষ্টা নিয়োগ করে। তারপর জাবালা বহু দিন সেখানে অবস্থান করে।

পরে এক সময়ে হযরত উমর (রা) রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট একটি চিঠি লিখেন। চিঠিটি নিয়ে গিয়েছিল জুছামা ইব্ন মুসহিক কিনানী নামের এক ব্যক্তি। উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর চিঠি পাওয়ার পর সে পত্র বাহক জুছামাকে বলল, তোমার চাচাত ভাই জাবালা এর সাথে সাক্ষাত করেছ কি? জুছামা বললেন, না, সাক্ষাত করি নি। হিরাক্লিয়াস বললেন, যাও, তার সাথে দেখা করে আস। জুছামা জাবালা-এর সাথে দেখা করলেন। তার সাথে সাক্ষাতের পর তার উচ্চ মার্গের খাবার-দাবার, আমোদ-ফূর্তির উপায়-উপকরণ, জামা-কাপড়ের বাহারী রূপ এবং ইসলাম ত্যাগের বিনিময়ে প্রাপ্ত দালান-প্রাসাদের যা যা দেখলেন তার বর্ণনা দিলেন। জুছামা আরো উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তাকে পুনরায় ইসলামে ফিরে আসার এবং সিরিয়ায় বসবাস করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। সে বলেছিল, 'একবার ইসলাম ত্যাগ করার পর পুনরায় তাতে ফিরে গেলে তা কি গ্রহণযোগ্য হবে?' জুছামা বলেছিলেন, হ্যাঁ, তা গ্রহণযোগ্য হবে বৈকি। ইতিপূর্বে আশ'আছ ইব্ন কায়স ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে তরবারী হাতে যুদ্ধ করেছিল। পরবর্তীতে সে যখন সত্যের দিকে ফিরে আসে তখন তার এই ফিরে আসা ও পুনঃ ইসলামে দীক্ষিত হওয়া মেনে নেয়া হয়। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তার বোন উম্মু ফারওয়াকে তার নিকট বিয়ে দেন। জুছামা বললেন, অতঃপর তিনি খাবার-দাবারের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তা সেরে নেন। এরপর মদ নিয়ে আসা হয়। তিনি মদপানে অস্বীকৃতি জানান। কিন্তু জাবালা প্রচুর পরিমাণে মদ পান করে। মদপানে সে মাতাল হয়ে যায়। সে তার গায়িকাদের গান গাওয়ার নির্দেশ দেয়। ওরা বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে হযরত হাস্সানের রচিত একটা প্রশংসা সঙ্গীত গাইতে শুরু করে। ঐ সঙ্গীতে হযরত হাস্সান (রা) তার চাচাত বংশধর গাস্সানী লোকদের এবং নরপশু জাবালার পিতার প্রশংসা করেছিলেন। ঐ কবিতাটি এই ঃ

لِلّٰهِ دَرُّ عِصَابَةٍ نَادَمْتُهُمْ يَوْمًا ـ بِجِلَّقٍ فِيْ الزَّمَانِ الْاَوَّلِ

এটি এক বিস্ময়কর ঘটনা যে, পূর্ব যুগে একদিন আমি ওদেরকে লাঞ্ছিত করেছিলাম।

اَوْلَادُ جُفْنَةَ حَوْلَ قَبْرِ اَبِيْهِمْ
قَبْرُ ابْنِ مَارِيَةَ الْكَرِيْمِ الْمُفْضِلِ

'ওরা জাফানা-এর বংশধর। ওদের পিতৃপুরুষের কবরের পাশে আছে মারিয়ার পুত্রের কবর। মারিয়া পুত্র অত্যন্ত সম্মানিত ও শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি ছিলেন।'

يَسْقُونَ مَنْ وَرَدَ الْبَرِيْصَ عَلَيْهِمْ

بُرَدَى يُصَفَّقُ بِالرَّحِيْقِ السَّلْسَلِ

'ওদের নিকট যারা মেহমান হয় ওরা তাদেরকে ঘি-মিশ্রিত দুধ পরিবেশন করে। ওদের শরীরে চাদর জড়ানো থাকে এবং তারা খাঁটি মদ পান করায়।'

بِيْضُ الْوُجُوْهِ كَرِيْمَةٌ أَحْسَابُهُمْ ـ شُمُّ الْأُنُوفِ مِنَ الطِّرَازِ الْأَوَّلِ

'ওদের মুখমণ্ডল ফর্সা, আলোকোজ্জ্বল। ওদের বংশ পরিচয় উঁচু স্তরের। তারা উঁচু উঁচু নাক বিশিষ্ট প্রথম সারির মানুষ।'

يَغْشُوْنَ حَتَّى مَا تَهِرُّ كِلَابُهُمْ ـ لَايَسْأَلُوْنَ عَنِ السَّوَادِ الْمُقْبِلِ

'ওরা প্রচুর দান-খয়রাত করে। এমনকি ওদের কুকুরগুলো অপরিচিত মানুষ দেখলে ঘেউ ঘেউ করে না। আর আগত মেহমান অতিথির তারা কখনো পরিচয় জানতে চায় না।'

জুছামা বলেন, গায়িকাদের এই সঙ্গীত জাবালা বেশ ভালভাবে উপভোগ করে এবং এটি তার ভাল লাগে। তারপর সে বলল, 'এটি তো আমাদের পক্ষে ও আমাদের রাজত্বের পক্ষে হাস্‌সান (রা)-এর রচিত কবিতা।' এরপর সে আমাকে হযরত হাস্‌সান (রা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। আমি বললাম, আমি তো তাঁকে দুর্বল ও বৃদ্ধ দেখে এসেছি। এরপর সে গায়িকাদেরকে বলল, আমাকে আরো মজার মজার গান শোনাও। তারা গাইতে শুরু করল ঃ

لِمَنِ الدِّيَارُ أَوْ حَشَتْ بِمَغَانِ ـ بَيْنَ أَعْلَا يَرْمُوكَ فَالصَّمَّانِ

'ইয়ারমুক ও সাম্মানের মধ্যবর্তী মাগান অঞ্চলে ঘর-বাড়িগুলো তো এখন বিধ্বস্ত প্রায়। জনমানবহীন।'

فَالْقَرِيَّاتُ مِنْ بِلَامِسَ فَدَارِ ـ يَا فَكَاءِ لِقُصُورِ الدَّوَانِي

'বিলামিস, দারিয়া এবং সাকা জনপদগুলো এখন বিধ্বস্ত ও অনাবাদী।'

فَقَفَا جَاسِمٍ فَأَوْدِيَةُ الصُّفْرِ ـ مَغْنَى قَبَائِلَ وَهِمَانِ

'জাসিম ও সফর উপত্যকা, সবগুলো এখন জনমানবহীন, ধূ-ধূ প্রান্তর।'

تِلْكَ دَارُ الْعَزِيْزِ بَعْدَ أَنِيْسٍ ـ وَصُلُوكٍ عَظِيْمَةِ الْأَرْكَانِ

'এটি হল রাজা-বাদশাহ ও সম্ভ্রান্ত মানুষের বাসস্থান। মানুষের কোলাহল-জনসমাগম ও জৌলুসের পর দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে সেটির এই পরিণতি। বিশাল বিশাল খুঁটি ও স্তম্ভ বিশিষ্ট এই রাজপ্রাসাদগুলো।'

صَلَوَاتُ الْمَسِيْحِ فِيْ ذَالِكَ الدَّيْرِ ـ دُعَاءِ الْقِسِّيْسِ وَ الرُّهْبَانِ

'এগুলোতে নিয়মিত মসীহ-এর উপাসনা করা হত। পাদ্রী ও ধর্মযাজকদের দু'আ-মুনাজাতে প্রাণবন্ত ছিল এগুলো।'

ذَالِكَ مَغْنَى لِآلِ جُفْنَةَ فِيْ الدَّهْرِ ـ مَحَاهُ تَعَاقُبُ الْأَزْمَانِ

'যুগ যুগ ধরে এগুলো জাফনা বংশের বাসস্থান ছিল। যুগের পরিবর্তন ও যুগ পরিক্রমায় গৌরব-ঐতিহ্যের সকল চিহ্ন মুছে গিয়েছে।'

قَدْ أَرَانِيْ هُنَاكَ حَقَّ مَكِيْنٍ ـ عِنْدَ ذِي التَّاجِ مَجْلِسِيْ وَمَكَانِيْ

'সত্য আমাকে সেখানে খুঁজে পেয়েছে। মুকুট পরিহিত সম্রাটের পাশে ছিল আমার স্থান ও আসন।'

ثُكِلَتْ أُمُّهُمْ وَقَدْ ثَكِلْتُهُمْ – يَوْمَ حَلُّوا بِحَارِثِ الْجَوْلَانِي

'ওরা ধ্বংস হয়েছে। আমি তাদেরকে ধ্বংসশীল মনে করেছি। যেদিন তারা হারিছ হাওলানীর নিকট অবতরণ করেছে।'

وَقَدْ دَنَا الْفِصْحُ فَالْوَلَائِدُ يَنْظِمْنَ – سِرَاعًا أَكِلَّةَ الْمَرْجَانِ

'অবশ্য মুক্তির সময় নিকটবর্তী হয়েছে। কুমারী মেয়েরা মণি-মুক্তার মালা গাঁথতে শুরু করেছে।'

এরপর জাবালা বলল, এটিও তো ফারি'আহ-এর পুত্র হাস্সানের কবিতা। আমাদের বংশীয় ঐতিহ্য, রাজত্ব ও দামেশ্ক আমাদের ঘর-বাড়ি ও রাজ-প্রাসাদের বর্ণনায় সে এটি রচনা করেছে। এরপর সে কিছুক্ষণ চুপ থাকে। তারপর গায়িকাদেরকে বলল, তোমরা আমাকে একটু কাঁদাও। অতঃপর তারা বাদ্যযন্ত্র ফেলে দিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করে,

تَنَصَّرَتِ الْأَشْرَافُ مِنْ عَارِ لَطْمَةٍ – وَمَا كَانَ فِيهَا لَوْ صَبَرْتَ لَهَا ضَرَرٌ

'একটি থাপ্পড়ের লজ্জায় লজ্জিত হয়ে এই সম্ভ্রান্ত লোক খ্রিস্টধর্মে ফিরে এসেছে। অথচ ঐ ধর্মে (ইসলামে) অবিচল থাকলে কোন ক্ষতি হত না।'

تَكَنَّفَنِي فِيهَا اللَّجَاجُ وَنَخْوَةٌ – وَبِعْتُ بِهَا الْعَيْنَ الصَّحِيحَةَ بِالْعَوَرِ

'দম্ভ ও অহংকার তখন আমাকে ঘিরে রেখেছিল। আমি কানা চোখের বিনিময়ে ভাল চোখ বিক্রি করে দিয়েছি।'

فَيَا لَيْتَ أُمِّيْ لَمْ تَلِدْنِي وَلَيْتَنِي – رَجَعْتُ إِلَى الْقَوْلِ الَّذِي قَالَهُ عُمَرُ

'আহ! আমার মাতা যদি আমাকে জন্ম না দিত। আহ ! আমি যদি হযরত উমর (রা)-এর দেয়া প্রস্তাব গ্রহণ করতাম। ঐ কথায় ফিরে যেতাম!'

وَيَا لَيْتَنِي أَرْعَى الْمَخَاضَ بِقَفْرَةٍ –
وَكُنْتُ أَسِيرًا فِي رَبِيعَةَ أَوْ مُضَرَ

'হায়, আমি যদি বিস্তৃত বেলাভূমিতে আমার উট চড়াতাম, আর আমি নিজে রাবী'আ কিংবা মুদার গোত্রে চলাফেরা করতাম!'

وَيَا لَيْتَ لِي بِالشَّامِ أَدْنَى مَعِيشَةٍ – أُجَالِسُ قَوْمِي ذَاهِبَ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ

'হায়, আমি যদি সিরিয়ায় অবস্থান করে সাধারণ জীবন-যাপন করতাম আর চোখ-কান বন্ধ রেখে আমার নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের সাথে মিলে মিশে জীবন কাটাতাম!'

أَدِينُ بِمَا دَانُوا بِهِ مِنْ شَرِيعَةٍ – وَقَدْ يَصْبِرُ الْعَوْدُ الْكَبِيرُ عَلَى الدَّبَرِ

'হায়, আমি যদি সেই দীন ও শরীয়ত মেনে চলতাম! আমার স্বগোত্রীয় লোকজন যা মেনে চলেছে। প্রচণ্ড ঝড়ে বড় বড় ডাল পালাগুলো তো ধৈর্যধারণ করে টিকে থাকে।'

বর্ণনাকারী জুছামা বলেন, এরপর জাবালা হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করে। কেঁদে কেঁদে তার চোখের পানিতে দাঁড়ি ভিজে যায়। আমিও তার সাথে কেঁদেছি। এরপর সে ৫০০ হিরাক্লীয় স্বর্ণ-মুদ্রা আনার নির্দেশ দেয়। সে আমাকে বলে যে, এটি গ্রহণ কর এবং হাস্সানকে পৌঁছিয়ে দিও। আবার সে ৫০০ স্বর্ণ-মুদ্রা আনার নির্দেশ দেয়। এবং আমাকে বলল, 'নাও, এটি তোমার।' আমি বললাম, 'স্বর্ণ মুদ্রার আমার কোন প্রয়োজন নেই। আমি তোমার কিছুই নেব না কারণ তুমি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে গিয়েছ।' বর্ণিত আছে যে, সে ঐ ৫০০ স্বর্ণ মুদ্রা হাস্সানের

মুদ্রার সাথে যোগ করে মোট ১০০০ স্বর্ণ মুদ্রা হাস্‌সান (রা)-এর নিকট পাঠায়। তারপর সে বলল, খলীফা উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) ও অন্য মুসলমানদেরকে আমার সালাম দিও। জুছামা বলেন, খলীফার নিকট এসে আমি জাবালার বিস্তারিত অবস্থান তাঁকে জানাই। খলীফা বললেন, তুমি নিজে দেখেছ যে, সে মদ পান করছে? আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি নিজে দেখেছি। খলীফা বললেন, 'আল্লাহ্ তাকে দূরে নিক্ষেপ করুক। সে স্থায়ী শান্তির বিনিময়ে ক্ষণস্থায়ী সুখ ক্রয় করেছে। তার এই ব্যবসায় সে লাভবান হবে না।' এরপর খলীফা জিজ্ঞেস করলেন, 'সে হাস্‌সান (রা)-এর জন্য কি পাঠিয়েছে?' আমি বললাম, '৫০০ হিরাক্লীয় স্বর্ণ-মুদ্রা।' খলীফা হযরত হাস্‌সান (রা)-কে ডেকে এনে স্বর্ণ মুদ্রাগুলো দিয়ে দিলেন। ঐ স্বর্ণ মুদ্রা গ্রহণ করে হাস্‌সান নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করলেন ঃ

إِنَّ ابْنَ جَفْنَةَ مِنْ بَقِيَّةِ مَعْشَرٍ — لَمْ يَغْرِهِمْ آبَاؤُهُمْ بِاللُّوْمِ

'জাফনার পুত্র, সে তো এমন এক গোত্রের অবশিষ্ট বংশধর যাদের পিতৃপুরুষগণ কখনো তাদেরকে গাল-মন্দ ও সমালোচনা দ্বারা কলুষিত করে নি।'

لَمْ يَنْسَنِيْ بِالشَّامِ اِذْهُوَ رَبُّهَا — كَلاَّ وَلاَ مُنْتَصِرًا بِالرُّوْمِ

'সে যখন সিরিয়ায় রাজা ছিল তখনও সে আমাকে ভুলে নি। রোমে অবস্থানকালেও সে আমাকে সাহায্য করতে ভুলে নি। কখনও ভুলবে না।'

يُعْطِيْ الْجَزِيْلَ وَلاَ يَرَاهُ عِنْدَهُ — اِلاَّ كَبَعْضِ عَطِيَّةِ الْمَحْرُوْمِ

'সে তো প্রচুর দান-খয়রাত করে। সে প্রত্যেক ব্যক্তিকে এত বেশি দান করে, যেন সে কপর্দকহীন ও সুবিধা বঞ্চিত ব্যক্তিকে দান করছে।'

وَاَتَيْتُهُ يَوْمًا فَقَرَّبَ مَجْلِسِيْ — وَسَقَاقُوْ اَنِّيْ مِنَ الْمَذْمُوْمِ

'আমি একদিন তার নিকট গিয়েছিলাম। সে আমাকে তার কাছাকাছি বসিয়েছে এবং আমাকে তৃপ্তি সহকারে পান করিয়েছে মন্দ পানীয়।'

এরপর এই হিজরী সনে অর্থাৎ ৫৩ হিজরী সনে আমীর মু'আবিয়া (রা) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস্'আদা ফাযারীকে রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট দূতরূপে প্রেরণ করেছিলেন। সেখানে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস্'আদা-এর সাথে জাবালা ইব্‌ন আয়হামের সাক্ষাত হয়। জাবালা-এর পার্থিব বিলাসিতা, ধন-সম্পদ, স্বর্ণ-রৌপ্য, গাড়ি-ঘোড়া ও চাকর-সেবকের প্রাচুর্য আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস'আদ স্বচক্ষে দেখতে পান। জাবালা তাকে বলেছিল, 'আমি যদি নিশ্চিত হতাম যে, আমীর মু'আবিয়া আমাদের পৈত্রিক বসতভূমি "বাছীনা" আমাকে ফিরিয়ে দিবেন এবং তার সাথে দামেশ্‌কের আরো ২০ টি গ্রাম, আমার অনুসারীদের জন্যে রাষ্ট্রীয় ভাতা এবং আমাদেরকে আকর্ষণীয় উপহার দিবেন তাহলে আমি সিরিয়া ফিরে যেতাম।' আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস'আদা জাবালা-এর কথাটি আমীর মু'আবিয়াকে জানালেন। আমীর মু'আবিয়া (রা) বললেন, 'ঠিক আছে। আমি তাকে তার সবই দিব। এই বিষয়ে তিনি একটি চিঠি লিখে বাহকের মাধ্যমে জাবালার নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু বাহক তার নিকট পৌঁছার আগেই ঐ নাফরমানের মৃত্যু হয়ে যায়। আল্লাহ্ তার পরিণতি মন্দ থেকে মন্দতর করে দেন। এই জাতীয় অধিকাংশ তথ্য আল্লামা আবূ কারাজ ইবনুল জাওযী তাঁর "আল মুনতাযাম" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি জাবালার মৃত্যু সন ৫৩ হিজরী বলে মন্তব্য করেছেন। অবশ্য হাফিজ ইব্‌ন আসাকির তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত আকারে জাবালা-এর জীবনী বর্ণনা করেছেন। শেষে তিনি এই মন্তব্য করেছেন যে, আমার নিকট তথ্য পৌঁছেছে যে, ৪০ হিজরীর পর আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর শাসনামলে রোমান অঞ্চলে জাবালার মৃত্যু হয়।

হিজরী ৫৪ সন

এই হিজরী সনে মুহাম্মদ ইব্ন মালিক রোমান এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেন। মা'ন ইব্ন ইয়াযীদ সুলামী সাইফা যুদ্ধ পরিচালনা করেন। এই হিজরী সনে আমীর মু'আবিয়া (রা) মদীনার শাসনকর্তার পদ থেকে সাঈদ ইবনুল 'আসকে বরখাস্ত করেন এবং মারওয়ান ইব্ন হাকামকে ঐ পদে পুনঃনিয়োগ দেন। তিনি মারওয়ানকে লিখিত নির্দেশ দেন যেন সাঈদ ইবনুল 'আসের ঘড়-বাড়ি ভেঙ্গে চুরমার করে দেন। এবং হিজায অঞ্চলে সাঈদ ইবনুল 'আসের ভাল ভাল যত সম্পদ সব দখল করে নেন। নির্দেশ মুতাবিক সাঈদ (রা)-এর বাড়ি ভেঙ্গে ফেলার জন্যে মারওয়ান এলেন। সাঈদ (রা) বললেন, 'আপনি তো তা করতে পারবেন না।' মারওয়ান বললেন, 'এ যে, আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর নির্দেশ। তিনি এ বিষয়ে লিখিত নির্দেশ দিয়েছেন। বস্তুত তিনি যদি আপনাকে আমার ঘর ভাঙ্গার নির্দেশ দিতেন তাহলে আপনিও তা পালন করতেন। সাঈদ ইবনুল 'আস একটি চিঠি বের করে দেখালেন। তিনি মদীনার শাসনকর্তা পদে থাকা অবস্থায় মু'আবিয়া (রা) তাকে এই চিঠি লিখেছিলেন। তাতে মারওয়ানের ঘর-বাড়ি ভেঙ্গে ফেলা ও তার মালামাল ক্রোক করার নির্দেশ দিল। সাঈদ (রা) বললেন, অনেক যুক্তি তর্কের পর তিনি মু'আবিয়া (রা)-কে এ নির্দেশ থেকে বিরত রাখেন। সাঈদ (রা)-এর নিকট অনুরূপ নির্দেশ সম্বলিত চিঠি দেখে মারওয়ান নিজে সাঈদ ইবনুল 'আসের ঘর-বাড়ি ভাঙ্গা থেকে বিরত থাকলেন এবং মু'আবিয়া (রা)-কে অনবরত বুঝাতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত আমীর মু'আবিয়া (রা) তা মেনে নেন এবং সাঈদ ইবনুল আসকে তার ঘর-বাড়িতে থাকার অনুমতি দেন। তাঁর ধন-সম্পদ যথাস্থানে বহাল রাখেন।

এই হিজরী সনে আমীর মু'আবিয়া (রা) সামূরাহ ইব্ন জুনদুব (রা)-কে বসরার শাসনকর্তা পদ থেকে বরখাস্ত করেন। শাসনকর্তা যিয়াদ তাঁকে ঐ পদে নিয়োগ দিয়েছিলেন। আমীর মু'আবিয়া (রা) ছয়মাস পর্যন্ত সামূরা (রা)-কে ঐ পদে বহাল রেখেছিলেন। পরে তাঁকে অপসারণ করেন। ঐ পদে তিনি নিয়োগ দেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন গায়লানকে। ইব্ন জারীর ও অন্যরা সামূরা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, শাসনকর্তার পদ থেকে অপসারিত হবার পর তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা মু'আবিয়ার প্রতি লা'নত বর্ষণ করুন। আমি মু'আবিয়ার প্রতি যত আনুগত্য করেছি যদি আল্লাহ্‌র প্রতি তেমন আনুগত্য করতাম তবে আল্লাহ্ তা'আলা কখনও আমাকে আযাব দিতেন না। অবশ্য এটি সামূরাহ ইব্ন জুনদুব (রা)-এর কথা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত নয়।

এই হিজরী সনে আমীর মু'আবিয়া (রা) আবদুল্লাহ্ ইব্ন খালিদ ইব্ন উসায়দকে কূফার শাসনকর্তা পদে বহাল রাখেন। ঐ পদে তাঁকে নিয়োগ দিয়েছিলেন যিয়াদ। আমীর মু'আবিয়া (রা) সেটি অনুমোদন করেন। এই হিজরী সনে উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ আমীর মু'আবিয়া (রা) নিকট উপস্থিত হয়। তিনি তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করেন এবং তার পিতার শাসনাধীন এলাকাগুলো সম্পর্কে জানতে চান। তারপর আমীর মু'আবিয়া (রা) উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদকে রোমানদের শাসনকর্তা পদে নিয়োগ দেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৫ বছর। সে তার নির্ধারিত রাজ্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে এবং সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে সেখানে গিয়ে পৌঁছে।

সে মা ওয়ারা আন নাহর অতিক্রম করে বুখারার পার্বত্য অঞ্চলের দিকে যাত্রা করে। বুখারার দু'টো প্রদেশ রামিস এবং বীকান্দ-এর অর্ধাংশ জয় করে নেয়। সেখানে সে তুর্কীদের মুখোমুখি হয়। ওদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড যুদ্ধ চালায়। সে ওদেরকে দ্রুত শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। এত দ্রুত ওদেরকে পরাজিত করে যে, ওদের রাণী পালানোর সময় পায়ের মোজা পরিধান করার সময়ও পায় নি। একটি মোজা পরিধান করে আরেকটি রেখে পালিয়ে যায়। মুসলিম সৈন্যগণ ঐ মোজা উদ্ধার করে এবং সেটিতে সংযুক্ত মণি-মুক্তার মূল্য ধার্য করে ৫ লক্ষ দিরহাম। তারা অন্যান্য মালামালও দখল করে প্রচুর পরিমাণে। উবায়দুল্লাহ্ শাসনকর্তা হিসাবে দু'বছর খোরাসানে অবস্থান করে। এই বছর হজ্জ পরিচালনা করেন মদীনার শাসনকর্তা মারওয়ান ইব্ন হাকাম। তখন কূফার শাসনকর্তা ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন খালিদ ইব্ন উসায়দ। কেউ কেউ বলেছেন যে, তখন কূফার শাসনকর্তা ছিলেন দাহ্হাক ইব্ন কায়স। বসরার শাসনকর্তা ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন গায়লান।

হিজরী ৫৪ সনে যাঁরা ইন্তিকাল করেন

উসামা ইব্ন যায়দ ইব্ন হারিছা কালবী (রা)

হিজরী ৫৪ সনে শীর্ষস্থানীয় যে সকল লোক ইন্তিকাল করেন, তাঁদের অন্যতম হলেন হযরত উসামা ইব্ন যায়দ ইব্ন হারিছা আবূ মুহাম্মদ মাদানী কালবী (রা)। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আযাদকৃত ক্রীতদাস। তাঁর পিতাও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আযাদকৃত ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি এবং তাঁর পিতা দু'জনেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রিয়তম ছিলেন। তাঁর মাতা উম্মু আয়মান ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ক্রীতদাসী ও তাঁর পরিচর্যাকারিণী। তাঁর পিতা শহীদ হবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে সেনাপতি নিযুক্ত করেন। তাতে কেউ কেউ কানাঘুষা করছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্পষ্ট বলে দিয়েছিলেন যে,

اِنْ تَطْعَنُوْا فِىْ اِمَارَتِهِ فَقَدْ طَعَنْتُمْ فِىْ اِمْرَةِ اَبِيْهِ مِنْ قَبْلِهِ وَاَيْمُ اللهِ اِنْ كَانَ لَخَلِيْقًا بِالْاِمَارَةِ وَاِنْ كَانَ لَمِنْ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَىَّ بَعْدَهُ

'তোমরা যদি তাঁর সেনাপতিত্ব নিয়ে বিরূপ সমালোচনা কর তবে ইতিপূর্বে তোমরা তাঁর পিতার সেনাপতি নিয়েও বিরূপ সমালোচনা করেছিলে। আল্লাহ্র কসম! উসামা সেনাপতিত্ব করার পরিপূর্ণভাবে যোগ্য এবং তাঁর পিতার পর সে-ই আমার অন্যতম প্রিয় মানুষ।'

সহীহ বুখারীতে উসামা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন যে, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাসান (রা)-কে তার এক উরুতে আর উসামাকে অন্য উরুতে বসাতেন আর বলতেন,

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُحِبُّهُمَا فَاَحِبَّهُمَا ـ

'হে আল্লাহ্! আমি এই দু'জনকে ভালবাসি, সুতরাং আপনিও ওদের দু'জনকে ভালবাসুন।'

বস্তুত উসামা ইব্ন যায়দ (রা) অনেক সম্মানের অধিকারী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন ইন্তিকাল করেন তখন উসামা (রা)-এর বয়স ছিল ১৯ বছর। তাঁর সাথে সাক্ষাত হলে হযরত উমর (রা) বলতেন, اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا الْاَمِيْرُ 'হে সেনাপতি! আপনার প্রতি সালাম।' আবূ উমর ইব্ন আবদুল বার বিশুদ্ধ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, এই হিজরী সনে অর্থাৎ ৫৪ হিজরী সনে তাঁর ওফাত হয়। কেউ কেউ বলেছেন যে, ৫৮ হিজরী সনে কিংবা ৫৯ সনে, আবার কেউ বলেছেন, হযরত উসমান (রা) নিহত হবার পর তাঁর ওফাত হয়। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ছাওবান ইব্ন মুজাদ্দিদ (রা)

ছাওবান ইব্ন মুজাদ্দিদ (রা) ৫৪ হিজরীতে ইন্তিকালকারীদের একজন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুক্ত করা ক্রীতদাস ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর "ক্রীতদাস ও সেবকদের" অধ্যায়ে তাঁর জীবনী উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি মূলত আরব বংশের লোক। ঘটনাক্রমে তিনি বন্দী হয়ে ক্রীতদাসে পরিণত হন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে ক্রয় করেন এবং মুক্ত করে দেন। এরপর থেকে বাড়িতে-সফরে সার্বক্ষণিকভাবে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে থাকতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তিকালের পর তিনি রামাল্লাতে বসবাস করতে থাকেন। পরে সেখান থেকে হিম্স চলে যান, ওখানে একটি বাড়ি তৈরী করেন এবং সেখানে বসবাস করেন। অবশেষে এই হিজরী অর্থাৎ ৫৪ হিজরী সনে তিনি সেখানে ইন্তিকাল করেন। এটি বিশুদ্ধ অভিমত। কেউ কেউ বলেছেন যে, ৪৪ হিজরী সনে তাঁর ওফাত হয়েছে। বস্তুত এটি ভুল তথ্য। আবার কেউ বলেছেন যে, তিনি মারা গেছেন মিশরে, তাও ঠিক নয়। বরং তিনি হিম্সে মারা গিয়েছিলেন।

জুবায়র ইব্ন মুতইম (রা)

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি ৫০ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেছেন।

হারিছ ইব্ন রিব্ঈ (রা)

৫৪ হিজরী সনে যাঁদের ইন্তিকাল হয় তাঁদের একজন হলেন হারিছ ইব্ন রিব্ঈ আবূ কাতাদা আনসারী (রা)। ওয়াকিদী বলেছেন যে, তাঁর নাম হল নু'মান ইব্ন রিব্ঈ। কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর নাম ছিল আমর ইব্ন রিব্ঈ। তিনি হলেন আবূ কাতাদা আনসারী সুলামী মাদানী। মুসলমানদের অন্যতম দক্ষ ঘোড় সওয়ার। উহুদ ও পরবর্তী যুদ্ধগুলোতে তিনি অংশ নিয়েছিলেন। "যূল কারাছ" যুদ্ধে তিনি সাফল্যজনক ঐতিহাসিক ভূমিকা রাখেন। ঐ যুদ্ধের বর্ণনায় আমরা সেটি উল্লেখ করেছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেদিন বলেছিলেন,

خَيْرُ فُرْسَانِنَا الْيَوْمَ أَبُوْ قَتَادَةَ وَخَيْرُ رَجَّالَتِنَا سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ —

'আজ আমাদের শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী যোদ্ধা হল— আবূ কাতাদা আর শ্রেষ্ঠ পদাতিক যোদ্ধা হল— সালাম ইব্ন আকওয়া।'

আবূ আহমদ হাকিম উল্লেখ করেছেন যে, আবূ কাতাদা (রা) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এই অভিমত প্রসিদ্ধ নয়। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেছেন, "আমার চাইতে উত্তম যে ব্যক্তি সেই আবূ কাতাদা আনসারী (রা) আমাকে জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আম্মার (রা)-কে বলেছিলেন, تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ 'একটি বিদ্রোহী গোষ্ঠি তোমাকে হত্যা করবে।'

ওয়াকিদী ও অন্যরা বলেছেন যে, ৫৪ হিজরী সনে মদীনায় আবূ কাতাদা (রা)-এর ইন্তিকাল হয়। তখন তাঁর বয়স ছিল ৭০ বছর। হায়ছাম ইব্ন "আদী ও অন্যান্যরা মনে করেন যে, ৩৮ হিজরী সনে কূফাতে তাঁর ইন্তিকাল হয়েছে এবং হযরত আলী (রা) তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন। এই বর্ণনা নিতান্তই অপ্রসিদ্ধ।

হাকীম ইব্ন হিযাম

৫৪ হিজরী সনে যাঁরা ইন্তিকাল করেন তাঁদের একজন হলেন হাকীম ইব্ন হিযাম। তাঁর বংশ পরিচয় হল হাকীম ইব্ন হিযাম ইব্ন খুওয়াইলিদ ইব্ন আসাদ ইব্ন আবদুল উয্যা, ইব্ন কুসাই ইব্ন কিলাব আল কুরায়শী আল আসাদী আল মক্কী। তাঁর মাতা হলেন ফাখতা বিন্ত যুহায়র ইব্ন হারিছ ইব্ন আসাদ ইব্ন আবদুল উয্যা। তাঁর ফুফু হলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহধর্মিণী উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা বিন্ত খুওয়াইলিদ (রা)। হযরত খাদীজা (রা) ইব্রাহীম (রা) ব্যতীত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অন্য সকল সন্তান-সন্ততির মাতা। হাতির বছরের তের বছর পূর্বে কা'বা গৃহের অভ্যন্তরে হাকীম ইব্ন হিযাম জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মা কা'বা গৃহ যিয়ারতে এসে গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। আর ঠিক তখনই তাঁর প্রসব বেদনা শুরু হয়। অবশেষে কা'বা গৃহের অভ্যন্তরে একটি কাপড়ের উপর তিনি হাকীম ইব্ন হিযামকে প্রসব করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি হাকীমের ছিল প্রচণ্ড ভালবাসা। যে সময়ে, হাশিম গোত্র ও আবদুল মুত্তালিব গোত্র গিরিসংকটে অবরুদ্ধ জীবন কাটাচ্ছিল। কেউ তাদের সাথে বেচাকেনা ও বিয়ে-শাদী করছিল না তখন হাকীম ইব্ন হিযাম সিরিয়া থেকে আসা ব্যবসায়ী কাফেলার সকল খাদ্যদ্রব্য ও জামা-কাপড় কিনে বাহনে করে নিয়ে গিয়ে বাহনকে প্রহার করতেন, যাতে সেগুলো মালামালসহ গিরিসংকটে গিয়ে প্রবেশ করত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও হযরত খাদীজা (রা)-এর প্রতি আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধার আকর্ষণে তিনি তা-ই করতেন।

হাকীম ইব্ন হিযাম (রা) যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)-কে ক্রয় করেছিলেন। তারপর উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা (রা) যায়দকে তাঁর নিকট থেকে কিনে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দান করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে মুক্ত করে দেন। এই হাকীম ইব্ন হিযাম রাজা যী ইয়াযন-এর রাজ-পোশাক ক্রয় করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে উপহার দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেটি পরিধান করেছিলেন। হাকীম বলেন, এ পোশাকে তাঁকে বড়ই সুন্দর ও চমৎকার দেখাচ্ছিল। এতদসত্ত্বেও তিনি মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন নি। মক্কা বিজয়ের দিনে সকল পুত্র-কন্যাসহ তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইমাম বুখারী (রা) প্রমুখ বলেছেন যে, তিনি জাহিলী যুগে ৬০ বছর কাটিয়েছেন, আর ইসলামী যুগে ৬০ বছর বয়স কাটিয়েছেন। তিনি ছিলেন কুরাইশ বংশের অন্যতম নেতা, অভিজাত এবং কুলজী শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। দান-সাদকা, পরোপকার ও দাস-মুক্তিতে তিনি ছিলেন উদার। ইসলাম গ্রহণ করার পর তাঁর জাহিলী যুগের ভাল কাজগুলোর পরিণাম সম্পর্কে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ 'তোমার অতীতের ভাল কাজের ফলশ্রুতিতে তুমি ইসলাম গ্রহণ করতে পেরেছ।' হাকীম ইব্ন হিযাম মুশরিক দলে শামিল হয়ে বদর যুদ্ধে এসেছিলেন। ঘটনাক্রমে তিনি বদর কূপের কাছাকাছি চলে আসেন। আর তখনই হযরত হামযা (রা) তরবারির আঘাতে তাকে হত্যা করতে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ এক খণ্ড মেঘ এসে হযরত হামযা (রা)-এর দৃষ্টি থেকে হাকীমকে আড়াল করে ফেলে। এজন্যে যখনই তিনি কঠোর কসম করতেন, তখন বলতেন, সেই মহান সত্তার কসম ! যিনি আমাকে বদর দিবসে রক্ষা করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে মুজাহিদদের নিয়ে অভিযানে বের হলেন। তাঁরা "মাররুয যাহরান" এসে পৌঁছেন। এদিকে মুশরিক পক্ষে আবূ সুফিয়ান ও হাকীম ইব্ন হিযাম গোপনে মুসলমানদের অবস্থান জানার জন্যে বেরিয়ে আসে। তাদের দু'জনের সাথে হযরত আব্বাস (রা)-এর সাক্ষাত হয়। তিনি আবূ সুফিয়ানকে ধরে পেলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে তাঁর জন্যে নিরাপত্তা মঞ্জুর করে নেন। ঐ রাতেই বাধ্য হয়ে আবূ সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করেন। ঐ রাত শেষে ভোরের বেলা হাকীম ইব্ন হিযাম ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে হুনায়নের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধ বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে ১০০টি উট প্রদান করেন। তিনি আরো চাইলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে তাও দিলেন। তারপর বললেন-

يَا حَكِيْمُ اِنَّ هذِهِ الْمَالَ حُلْوَةٌ خَفِرَةٌ ـ وَاَنَّه' مَنْ اَخَذَه' سَخَاوَةِ بُوْرِكَ لَه' فِيْهِ ـ وَمَنْ اَخَذَه' بِاِسْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَه' فِيْهِ وكَانَ كَالَّذِىْ يَاْكُلُ وَلاَ يُشْبَعَ ـ

'হে হাকীম! এই ধন-সম্পদ মিষ্টি ও চমৎকার। তবে যে ব্যক্তি দানশীলতার মনোভাব নিয়ে এটি গ্রহণ করবে, তার জন্যে তাতে বরকত দেয়া হবে। আর যে এটি লোভ-লালসার মনোভাব নিয়ে গ্রহণ করবে তার জন্যে তাতে বরকত দেয়া হবে না। সে হবে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে খায় আর খায় কিন্তু তৃপ্ত হয় না।'

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একথা শুনে হাকীম (রা) বললেন, 'যেই মহান সত্তা আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, তাঁর কসম ! এই যে, আপনার নিকট চাইলাম, এরপর থেকে আমি আর কারো কাছে কিছু চাইব না। কারো দান গ্রহণ করব না। বস্তুত এরপর থেকে তিনি কারো দান গ্রহণ করেন নি। হযরত আবূ বকর (রা) তাঁর শাসনামলে হাকীম (রা)-কে উপহার দিতে চেয়েছিলেন, তিনি নেন নি। উমর (রা)-ও তাঁর শাসনামলে তাঁকে উপহার দিতে চেয়েছিলেন, তিনি নেন নি। তিনি উপহার দেয়ার প্রস্তাব করেছিলেন তা সত্ত্বেও হাকীম নেন নি। এই বিষয়ে উমর (রা) মুসলমানদেরকে সাক্ষী রেখেছিলেন। কারো দান ও উপহার না নিয়েও হযরত হাকীম (রা) বেশ সচ্ছল ও ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অন্যদেরকে দান-খয়রাত করতেন এবং ঋণ প্রদান করতেন।

হযরত যুবায়র (রা) যেদিন মারা যান সেদিন তাঁর নিকট হাকীম (রা)-এর এক লক্ষ দিরহাম পাওনা ছিল। তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন রাফাদাহ্ এবং দারুন নাদওয়া গৃহটি তাঁর মালিকানায় ছিল। পরবর্তীতে সেটি আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট এক লক্ষ দিরহামে বিক্রি করে দেন। কেউ বলেছেন, ৪০ হাজার দীনারে বিক্রি করেছেন। তখন ইব্ন যুবায়র (রা) বলেছিলেন, 'আপনি কুরাইশ বংশের ঐতিহ্য বিক্রি করে ফেললেন?' উত্তরে হাকীম (রা) বললেন, 'ভাতিজা ! ঐসব কৃত্রিম ঐতিহ্য ও গৌরবের দিন শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন ঐতিহ্য ও গৌরব হল তাকওয়া ও আল্লাহ্ভীতির মধ্যে। ভাতিজা! জাহিলী যুগে মাত্র এক বোতল মদ নিয়ে আমি ওটি ক্রয় করেছিলাম। এখন সেটির বিক্রয় মূল্য দিয়ে আমি জান্নাত ক্রয় করব। আমি তোমাকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি বিক্রয় মূল্য আল্লাহ্র পথে দান করে দিলাম।' বস্তুত এই গৃহ কুরাইশদের নিকট ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতার প্রতীক ছিল। ৪০ বছর বয়সী না হওয়া পর্যন্ত কেউ ঐ গৃহে প্রবেশ করতে পারত না, সেটির সদস্য হতে পারত না।

ব্যতিক্রম ছিলেন হাকীম ইব্ন হিযাম। মাত্র ১৫ বছর বয়সে তিনি সেটিতে প্রবেশ করেন সেটির সদস্য হন। এই তথ্য উল্লেখ করেছেন যুবায়র ইব্ন বাক্কার।

যুবায়র উল্লেখ করেছেন যে, এক বছর হাকীম ইব্ন হিযাম হজ্জ করতে গিয়েছিলেন। তিনি কুরবানীর জন্যে ১০০ টি উট ও ১০০০ টি বকরী মালা পড়িয়ে সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সাথে আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করেছিল ১০০ যুবক ক্রীতদাস। তাদের সকলের গলায় রূপার মালা ঝুলানো ছিল এবং তাতে লেখা ছিল যে, এরা সকলে হাকীম ইব্ন হিযামের পক্ষ থেকে আল্লাহ্র নামে মুক্ত করা ক্রীতদাস। তিনি ওদেরকে মুক্ত করে দিলেন এবং ঐসব উট ও বকরী 'হাদী' হিসাবে আল্লাহ্র নামে কুরবানী করলেন। বিশুদ্ধ অভিমত অনুযায়ী এই হিজরী সনে অর্থাৎ ৫৪ হিজরী সনে হাকীম ইব্ন হিযাম (রা) ইন্তিকাল করেন। কেউ কেউ অন্য কোন সনে তার ইন্তিকালের কথা বলেছেন। ইন্তিকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ১২০ বছর।

হুওয়াইতিব ইব্ন আবদুল উয্যা আমিরী (রা)

৫৪ হিজরী সনে যাঁরা ইন্তিকাল করেন তাঁদের একজন হলেন হুওয়াইতিব ইব্ন আবদুল উযযা আমিরী (রা)। তিনি উঁচু পর্যায়ের সাহাবী ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন মক্কা বিজয়ের বছর। তিনি সুদীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। এজন্যে খলীফা উমর (রা) তাঁকে হারাম শরীফের সীমানা স্তম্ভ সংস্কার কমিটির সদস্য মনোনীত করেছিলেন। বদরের যুদ্ধে তিনি মুশরিকদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি স্বচক্ষে সেদিন আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে ফেরেশ্তাদের দেখেছিলেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির ঘটনায় তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং সন্ধি সম্পাদনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। উমরাতুল-কাযা আদায়ের সময়ে মুসলমানগণ মক্কা পৌঁছে উমরাহ পালন শেষ করার পর হুওয়াইতিব ও সুহায়ল দু'জনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মক্কা থেকে বেরিয়ে যাবার নির্দেশ দেন। উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত বিলাল (রা)-কে নির্দেশ দেন যেন সূর্যাস্তের পূর্বে সকল মুসলমান মক্কার বাইরে চলে যায়।

হুওয়াইতিব বলেন, এই সব ঘটনায় ইসলামকে আমি গুরুত্ব দিয়েছি তবে আমার তখনও ইসলাম গ্রহণ করার বিষয়ে আল্লাহ্র ইচ্ছাই প্রাধান্য পেয়েছে। মক্কা বিজয় অভিযানকালে মুসলমানদের ভয়ে আমি খুব ভীত হয়ে পড়ি এবং পালিয়ে থাকার চেষ্টা করি। হঠাৎ আবূ যার (রা)-এর সাথে আমার সাক্ষাত হয়। জাহিলী যুগে তিনি আমার বন্ধু ছিলেন। তিনি বললেন, 'হুওয়াইতিব! তোমার কি হয়েছে?' আমি বললাম, 'আমি তো ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছি।' তিনি বললেন, ভয় পেও না। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ (সা) খুব ভাল মানুষ এবং অন্যদের সাথে মিলে মিশে থাকার মানুষ। আমি তোমার আশ্রয় দাতা। তুমি আমার সাথে এস। আমি তাঁর সাথে গেলাম। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হলাম। তিনি তখন বাত্হা অঞ্চলে ছিলেন। তাঁর সাথে ছিলেন আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)। আবূ যার (রা) ইতিপূর্বে আমাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন আমি যেন বলি,

'اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ' –

'হে নবী ! আপনার প্রতি সালাম, আপনার উপর আল্লাহ্র রহমত ও বরকত নাযিল হোক।' সেখানে পৌঁছে আমি যখন তাঁকে সালাম দিলাম, তিনি বললেন, "কে, হুওয়াইতিব?" আমি বললাম, 'হ্যাঁ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং আপনি আল্লাহ্র

রাসূল।' তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَاكَ 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তায়ালার যিনি তোমাকে সৎপথ দেখিয়েছেন।' তিনি এতে খুব খুশি হলেন। তিনি আমার নিকট কিছু অর্থ-কড়ি স্বর্ণ চাইলেন। আমি তাঁকে ৪০ হাজার দিরহাম ঋণ দিলাম। আমি তাঁর সাথে হুনায়নের যুদ্ধে এবং তায়িফের যুদ্ধে অংশ নিই। হুনায়নের যুদ্ধের গনীমত তথা যুদ্ধলব্ধ মালামাল থেকে তিনি আমাকে ১০০ টি উট প্রদান করেন।

এরপর হুওয়াইতিব মদীনায় আগমন করেন এবং সেখানে বসবাস করতে থাকেন। সেখানে তাঁর একটি বাড়ি ছিল। মারওয়ান ইব্ন হাকাম যখন মদীনার শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেন তখন হুওয়াইতিব (রা), হাকীম ইব্ন হিযাম (রা), মাখ্রামা ইব্ন নাওফাল (রা) প্রমুখ তাঁর নিকট আসেন। তাঁকে সালাম দেন এবং তাঁর সাথে আলাপ চারিতায় বসেন। এরপর তাঁরা চলে যান। অন্য একদিন হুওয়াইতিব (রা) একা মারওয়ানের সাথে সাক্ষাত করেন। মারওয়ান তাঁকে তাঁর বয়স জিজ্ঞেস করেন। তিনি বয়সের কথা বলেন। পরে মারওয়ান বলেন, 'হে শায়খ ও বয়স্ক মুরব্বী, আপনি ইসলাম গ্রহণে বিলম্ব করলেন কেন? অথচ অল্প বয়সী লোকেরা আপনার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং অনেক অগ্রগতি লাভ করেছে।' হুওয়াইতিব (রা) বললেন, 'আল্লাহ্ই একমাত্র সহায়স্থল। আমি একাধিকবার ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। কিন্তু প্রতিবারই আপনার পিতা আমাকে বাধা দিয়েছেন। তিনি বলতেন যে, তুমি কি তোমার মর্যাদা বিসর্জন দেবে? একটা নতুন ধর্মের অনুসরণ করতে গিয়ে পিতৃপুরুষের ধর্ম ছেড়ে দিবে? তুমি নেতৃত্ব ছেড়ে দিয়ে অনুসারীর কাতারে নেমে যাবে?' একথা শুনে মারওয়ান চুপ মেরে গেলেন এবং তার পূর্ব বক্তব্যের জন্যে লজ্জিত হলেন। এরপর হুওয়াইতিব (রা) বললেন, 'হযরত উসমান ইসলাম গ্রহণ করার পর আপনার পিতার পক্ষ থেকে কী আচরণের মুখোমুখি হয়েছিলেন, হযরত উসমান (রা) কি তা আপনাকে জানান নি?' এতে মারওয়ানের দুঃখ ও লজ্জা আরো বেড়ে গেল। হযরত উসমান (রা)-এর দাফনের সময়ে যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন হযরত হুওয়াইতিব (রা) তাঁদের অন্যতম ছিলেন।

হুওয়াইতিবের মক্কার বাড়িটি আমীর মু'আবিয়া (রা) ৪০ হাজার দীনারে (স্বর্ণ মুদ্রায়) ক্রয় করেছিলেন। এই মূল্যকে সাধারণ মানুষ অনেক বেশি সম্পদ মনে করেছিল। তখন হুওয়াইতিব বলেছিলেন '৫ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের জন্য এই সম্পদ তেমন বেশি কিছু তো নয়।'

ইমাম শাফিঈ (রা) বলেছেন যে, হুওয়াইতিব (রা) একজন উন্নত মনের মুসলমান ছিলেন। জাহিলী যুগে তিনি কুরাইশ বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তি ছিলেন। ওয়াকিদী বলেছেন, হুওয়াইতিব (রা) ইসলাম-পূর্ব যুগে ৬০ বছর এবং ইসলামী যুগে ৬০ বছর বয়স পেয়েছেন। এই হিজরী সনে অর্থাৎ ৫৪ হিজরী সনে ১২০ বছর বয়সে মদীনায় তিনি ইন্তিকাল করেন। অন্যরা বলেছেন যে, তাঁর ইন্তিকাল হয়েছে সিরিয়ায়। কর্মচারী নিয়োগ বিষয়ে তাঁর বর্ণিত একটি হাদীস রয়েছে। হাদীসটি ইমাম বুখারী, মুসলিম ও নাসাঈ (র) সাইব ইব্ন ইয়াযীদ হতে আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'দী সূত্রে হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি "আযীয" বা সুদৃঢ় হাদীস। কারণ সেটির সনদে ৪ জন সাহাবীর সমাবেশ ঘটেছে। আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

মা'বাদ ইব্ন ইয়ারবূ' ইব্ন আনবাছা (রা)

৫৪ হিজরী সনে যাদের ওফাত হয়েছে তাঁদের একজন হলেন, মা'বাদ ইব্ন ইয়ারবূ ইব্ন আনকাছা ইব্ন আমীর ইব্ন মাখযূম (রা)। তিনি মক্কা বিজয়ের সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।

তিনি হুনায়নের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। ঐ যুদ্ধে প্রাপ্ত মালামাল থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে ৫০ টি উট প্রদান করেছিলেন। তাঁর নাম ছিল সারম বা আসরাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর নাম রাখলেন মা'বাদ। হারাম শরীফের সীমানা স্তম্ভ সংস্কারের জন্যে হযরত উমর (রা) যে কমিটি করেছিলেন, তিনি সেই কমিটির সদস্য ছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। হযরত উমর (রা) এই বিপদে সমবেদনা জানানোর জন্যে সশরীরে তাঁর বাড়িতে এসেছিলেন। ইমাম বুখারী (র) এই তথ্য উদ্ধৃত করেছেন। ওয়াকিদী, খালীফা প্রমুখ বলেছেন যে, ৫৪ হিজরী সনে মদীনাতে তাঁর ওফাত হয়। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি মারা গিয়েছিলেন মক্কাতে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১২০ বছর। কেউ কেউ বলেছেন, বয়স আরো বেশি হয়েছিল।

মুর্‌রা ইব্‌ন শারাহীল হামাদানী (রা)

৫৪ হিজরী সনে যাঁদের ওফাত হয়েছে তাঁদের একজন হলেন মুররা ইব্‌ন শারাহীল হামাদানী (রা)। তাঁকে মুররা আল তাইয়েব এবং মুররা আল খায়রও বলা হত। তিনি আবূ বকর (রা), উমর (রা), আলী (রা) এবং ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি দিনে-রাতে মিলিয়ে ১০০০ রাক'আত নামায আদায় করতেন। বৃদ্ধ হয়ে যাবার পর আদায় করতেন দৈনিক ৪০০ রাক'আত। কথিত আছে যে, সিজদা করতে করতে মাটি তার কপাল ক্ষয় করে ফেলেছিল। তাঁর মৃত্যুর পর কেউ কেউ তাঁকে স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তাঁর কপালের ঐ ক্ষতস্থানটি জ্যোর্তিময় হয়ে রয়েছে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, আপনি এখন কোথায় অবস্থান করছেন? তিনি বলেছিলেন, 'আমি এমন এক স্থানে বসবাস করছি যেখানকার অধিবাসীগণ স্থানান্তরিত হয় না, মারাও যায় না।'

নু'আয়মান ইব্‌ন আমর (রা)

৫৪ হিজরী সনে যাঁরা ইন্তিকাল করেন তাঁদের অন্যতম হলেন নু'আয়মান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন রিফা'আ ইব্‌ন হুর (রা)। তিনি বদরের যুদ্ধ ও পরবর্তী যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণ করেছেন। কথিত আছে যে, তিনি প্রচুর পানীয় পান করতেন। এ অবস্থা দেখে জনৈক ব্যক্তি বলেছিল, তার উপর আল্লাহ্‌র লা'নত, সে কত বেশি পানীয় পান করে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন, 'ওর প্রতি লা'নত দিও না, কারণ সে আল্লাহ্‌কে এবং তাঁর রাসূলকে ভালবাসে।'

সাওদা বিনত যাম'আ (রা)

৫৪ হিজরী সনে যাঁরা ইন্তিকাল করেন তাঁদের অন্যতম হলেন উম্মুল মু'মিনীন, প্রিয়নবী (সা)-এর সহধর্মিণী হযরত সাওদা বিন্‌ত যাম'আ কুরায়শী আমেরী (রা)। হযরত খাদীজা (রা)-এর ইন্‌তিকালের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বিয়ে করেন। ইতিপূর্বে তিনি সাকরান ইব্‌ন আমর-এর স্ত্রী ছিলেন। সাকরান হলেন সুহায়ল ইব্‌ন আমরের ভাই। হযরত সাওদা (রা) বৃদ্ধ হয়ে যাবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে তালাক দিয়ে দেয়ার চিন্তা করেছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, তালাক দিয়েই ফেলেছিলেন। তারপর তিনি তাঁকে স্ত্রী হিসেবে রাখার জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অনুরোধ করেন এবং এটাও বলেন যে, তাঁর প্রাপ্য পালাটি তিনি হযরত

আয়েশা (রা)-এর জন্যে ছেড়ে দিবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর এই অনুরোধ রক্ষা করেন। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তায়ালা নাযিল করলেন

وَاِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ ـ وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ـ

'কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীর দুর্ব্যবহার ও উপেক্ষার আশংকা করে তবে তারা আপোষ নিস্পত্তি করতে চাইলে তাদের কোন দোষ নেই এবং আপোষ-নিষ্পত্তিই শ্রেয়। মানুষ লোভ হেতু স্বভাবত কৃপণ, যদি তোমরা সৎকর্ম পরায়ণ হও ও মুত্তাকী হও তবে তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার খবর রাখেন।' (সূরা-৪, নিসা ঃ ১২৮)।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা (রা) খুবই ইবাদতকারিণী ও পরহেযগার মহিলা ছিলেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন যে, হযরত সাওদা (রা) ব্যতীত অন্য কোন মহিলার প্রতি আমার এত বেশি আন্তরিকতা ছিল না। অবশ্য তাঁর মধ্যে তেমন গুণও ছিল বটে, যদিও তাঁর মধ্যে তেজও ছিল বটে। ইবনুল জাওযী বলেছেন যে, ৫৪ হিজরী সনে হযরত সাওদা (রা)-এর ওফাত হয়। ইব্ন আবূ খায়সামা বলেছেন, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর খিলাফতের শেষ দিকে তাঁর ইন্তিকাল হয়।

হিজরী ৫৫ সন

এই হিজরী সনে আমীর মু'আবিয়া (রা) বসরার শাসনকর্তার পদ থেকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন গায়লানকে বরখাস্ত করেন এবং ঐ পদে উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদকে নিয়োগ করেন। তাঁকে বরখাস্তের কারণ এই ছিল যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন গায়লান একদিন খুত্‌বা দিচ্ছিলেন। তখন বানূ দাব্‌বাহ গোত্রের এক লোক তাঁর প্রতি কংকর ছুঁড়ে মারে। তিনি কংকর নিক্ষেপকারীর হাত কেটে ফেলার নির্দেশ দেন। এতে তার গোত্রীয় লোকজন আবদুল্লাহ-এর নিকট আসে এবং বলে যে, তার এ জাতীয় অপরাধের কারণে আপনি তার হাত কেটে দিয়েছেন। এ সংবাদ আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট গিয়ে পৌঁছলে তিনি তার ব্যাপারে এবং গোত্রের ব্যাপারে এমন ব্যবস্থা নিবেন, যা তিনি হুজর ইব্‌ন 'আদী (রা)-এর বিষয়ে নিয়েছিলেন। তাই আপনি একটি চিঠি লিখে দেন যে, সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়া সত্ত্বেও তার হাত কেটে দেয়া হয়েছে। শাসনকর্তা আবদুল্লাহ্ তা লিখে দেন। তারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে কিছুক্ষণ তাদের কাছে রাখে। তারপর আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর কাছে এসে অভিযোগ করেন, আপনার নিযুক্ত শাসক আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন গায়লান সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়া সত্ত্বেও আমাদের এই লোকের হাত কেটে ফেলেছেন। এখন আপনি তার কিসাস বা বদলা নিয়ে দিন। আমীর মু'আবিয়া (রা) বললেন,'আমার নিযুক্ত শাসনকর্তা থেকে তো কিসাস নেয়া যাবে না, তবে দিয়াত বা রক্তপণ দেয়া যাবে।' তারপর তিনি ওদেরকে দিয়াত বা রক্তপণ প্রদান করেন এবং ইব্‌ন গায়লানকে ওখান থেকে বরখাস্ত করলেন। এরপর তিনি তাদেরকে বললেন,'তোমরা কাকে শাসনকর্তা রূপে পেতে চাও তা জানাও।' তারা কয়েকজনের নাম প্রস্তাব করল। কিন্তু আমীর মু'আবিয়া (রা) ওদেরকে পছন্দ করলেন না। তিনি বললেন, বরং আমার ভাতিজা উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদকে আমি তোমাদের শাসনকর্তা নিয়োগ করব। বস্তুত তিনি উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদকে সেখানকার শাসনকর্তা নিয়োগ করলেন। উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ তখন আসলাম ইব্‌ন ফুরা'আকে খোরাসানে তাঁর স্থলাভিষিক্ত শাসনকর্তা নিয়োগ করলেন। তিনি কোন যুদ্ধও করেন নি, কোন দেশ জয়ও করেন নি। তিনি বসরার কাযী পদে নিয়োগ দেন যুরারা ইব্‌ন আওফাকে। পরবর্তীতে তাঁকে অপসারণ করে ইব্‌ন আযীনাকে ঐ পদে নিয়োগ করেন। সেখানকার পুলিশ প্রধানরূপে নিযুক্ত করেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হুসায়নকে। এই বছর হজ্জ পরিচালনা করেন মদীনার শাসনকর্তা মারওয়ান ইব্‌ন হাকাম। এই বছরই আমীর মু'আবিয়া (রা) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন উসায়দকে কূফার শাসনকর্তা পদ থেকে অপসারণ করে তাঁর স্থলে দাহ্‌হাক ইব্‌ন কায়স (রা)-কে নিয়োগ করেন।

হিজরী ৫৫ সনে যাঁদের ওফাত হয়

আরকাম ইব্‌ন আবূ আরকাম (রা)

তাঁর বংশ পরিচয় হল, আরকাম ইব্‌ন আবূ আরকাম আব্‌দ মানাফ ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার ইব্‌ন মাখযূম (রা)। তিনি প্রথম ধাপে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম।

কথিত আছে যে, ইসলাম গ্রহণে তিনি ৭ম ব্যক্তি। তাঁর বাড়ি ছিল মুসলমানদের জন্যে সুরক্ষিত দুর্গ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে এবং কুরাইশী মুসলমানগণ সেখানে এসে আশ্রয় নিতেন। তাঁর বাড়িটি ছিল সাফা পর্বতের কাছাকাছি। পরবর্তী যুগে বাড়িটি খলীফা মাহদীর অধিকারে আসে। তিনি সেটি তার স্ত্রী খায়যুরানকে উপহার দেন। খায়যুরান ছিলেন মূসা আল্‌হাদী এবং হারুন-আল-রশীদের মাতা। রাণী খায়যুরান বাড়িটি পুনঃনির্মাণ ও সুসজ্জিত করেন। পরে এটি তাঁর বাস গৃহরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে। অবশ্য আরো পরে অন্য লোক সেটির মালিকানা লাভ করে।

হযরত আরকাম (রা) বদরের যুদ্ধসহ পরবর্তী যুদ্ধগুলোতে অংশ নেন। হিজরী ৫৫ সনে মদীনায় ইন্তিকাল করেন। হযরত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন, তিনি সেই ওসীয়ত করে গিয়েছিলেন। বস্তুত হযরত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) তাঁর জানাযার নামাযে ইমামতি করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৮০ বছর অতিক্রম করেছিল।

সাহবান ইব্‌ন যুফার ইব্‌ন ইয়াস (রা)

৫৫ হিজরী সনে যাঁরা ইন্তিকাল করেন তাঁদের একজন হলেন সাহবান (রা) ইব্‌ন যুফার ইব্‌ন ইয়াস ইব্‌ন আব্‌দ শাম্‌স ইব্‌ন আজব বাহিলী ওয়াইলী। তাঁর ভাষার বিশুদ্ধতা ছিল প্রবাদতুল্য। বলা হত, 'সংশ্লিষ্ট বক্তা কী সাহবান ওয়াইল থেকেও ভাল বক্তা?' ওয়াইল-এর বংশ পরিচয় হল ওয়াইল ইব্‌ন মা'আদ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আ'সার ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন গায়লান ইব্‌ন মুদার ইব্‌ন লিযার। বাহিলা হল মালিক ইব্‌ন আসারের স্ত্রী। তাঁর পুত্র সাহবান তাঁর নামেই পরিচিত। তাই বাহিলা বলা হয়। সে হল বিনত সা'ব ইব্‌ন সা'দ আল আশীরা।

ইব্‌ন আসাকির বলেছেন, সাহবান বেশি পরিচিত ছিলেন সাহবান ওয়াইল নামে। আমার নিকট বর্ণনা এসেছে যে, একবার তিনি কোন এক বিষয়ে প্রতিনিধি হয়ে আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর নিকটে গিয়েছিলেন। তিনি আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর সাথে আলাপচারিতায় মেতে উঠেছিলেন। মু'আবিয়া (রা) বললেন, "আপনি কি শায়খ?" সাহবান বললেন,"হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র কসম! তা ছাড়াও আরো কিছু।" ইব্‌ন আসাকির এর বেশি বর্ণনা করেন নি। ইবনুল জাওযী তাঁর "আল মুন্‌তাযাম" গ্রন্থে সাহবানের বংশ তালিকা উল্লেখ করেছেন, যেমনটি আমরা উপরে উল্লেখ করেছি। এরপর তিনি বলেছেন যে, সাহবান ছিলেন একজন বিশুদ্ধভাষী পারদর্শী বক্তা। তাঁর ভাষার সৌকর্য প্রবাদ তুল্য। একদিন তিনি আমীর মুআবিয়া (রা)-এর নিকট গিয়েছিলেন। মু'আবিয়া (রা)-এর দরবারে তখন বিভিন্ন গোত্রের স্বনাম ধন্য বাগ্মী ও বক্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে ঢুকতে দেখে সবাই ধরে নিল যে, কথায় তো তাঁর সাথে কুলানো যাবে না, তাই তারা সকলে বেরিয়ে গেল। তখন সাহবান বললেন,

لَقَدْ عَلِمَ الْحَيُّ الْيَمَانُونَ أَنَّنِي ـ إِذَا قُلْتُ أَمَّا ـ

'ইয়ামানী গোত্রগুলো অবগত আছে যে, বক্তৃতায় সূচনায় আমি যদি শুধু أَمَّا بَعْدُ (আম্মাবাদ– তারপর সমাচার এই) বলি তবে বুঝা যায় যে, আমি একজন পারদর্শী বক্তা।'

মু'আবিয়া (রা) বললেন,'তবে বক্তৃতা শুরু করুন।' সাহবান বলতে লাগলেন, أُنْظُرُوا إِلَيَّ عَصًى تُقِيمُ مِنْ أَوْدِي 'আমার জন্যে একটি লাঠি নিয়ে আসুন। ঐ লাঠি বাঁকা হয়ে যাওয়া লোকদেরকে সোজা করে দেবে।' উপস্থিত লোকজন বলল, 'আপনি তো আমীরুল

মু'মিনীন মু'আবিয়া (রা)-এর সম্মুখে আছেন, আপনি লাঠি দিয়ে কি করবেন?' তিনি বললেন,'মূসা (আ) তাঁর প্রতিপালকের সাথে কথা বলার সময় লাঠি দিয়ে যা করতেন আমিও তা করব।' তিনি লাঠি হাতে নিলেন এবং জোহরের সময় থেকে বক্তৃতা দেয়া ও আলোচনা শুরু করলেন। এ অবস্থায় আসরের সময় নিকটবর্তী হল, কিন্তু তিনি একটি কাশিও দেন নি, হাঁচিও দেন নি। বক্তৃতার মাঝে থামেনও নি আর মাঝে নতুন বিষয়ের অবতারণাও করেন নি। তিনি বক্তৃতা শেষ করলেন। কিন্তু এই একটি বিষয়ের বহু কথা তখনও অবশিষ্ট ছিল। এ পর্যায়ে মু'আবিয়া (রা) বললেন,'নামায।' সাহ্বান বললেন,'সালাত তো আপনার সম্মুখেই রয়েছে। আমরা কি আল্লাহ্র প্রশংসা, তাঁর গুণগান, ওয়াজ নসীহত এবং অঙ্গীকার-প্রতিশ্রুতির আলোচনায় নিয়োজিত নই?

এবার মু'আবিয়া (রা) বললেন, 'আপনি কি আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ বক্তা?' তিনি বললেন, 'হায় ! আমি কি শুধু আরবের শ্রেষ্ঠ বক্তা? আমি বরং জিন-ইনসান সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বক্তা।' মু'আবিয়া (রা) বললেন,'তা বটে, আপনি তা-ই।'

সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা)

তাঁর নাম মালিক ইব্ন উহায়ব ইব্ন আব্দ মানাফ ইব্ন যুহ্বা ইব্ন কিলাব। আবূ ইসহাক কুরায়শী যুহরী। তিনি আশারা-মুবাশ্শারা বা জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজনের একজন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর ওফাতের পূর্ব পর্যন্ত যে ছয়জন উপদেষ্টার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন তিনি সেই ছয়জনের অন্যতম। ইসলামের সূচনা যুগেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তাঁর বয়স ১৭ বছর। বিশুদ্ধ সনদে তাঁর থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, আমি যেদিন ইসলাম গ্রহণ করেছি সেদিন অন্য কেউ ইসলাম গ্রহণ করে নি। আমি সাতদিন কাটিয়েছি, ৭ম দিন পর্যন্ত আমি ছিলাম ইসলাম গ্রহণকারী তৃতীয় ব্যক্তি। তিনি কূফা নগরী সংস্কার ও উন্নতি বিধান করেন এবং সেখান থেকে অনারব অমুসলিম লোকদেরকে বিতাড়িত করেন। তিনি এমন এক মহান সাহাবী ছিলেন যাঁর দু'আ আল্লাহ্র দরবারে কবূল হত। তিনি হিজরত করেছেন। বদর ও পরবর্তী যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনিই সর্বপ্রথম আল্লাহ্র পথে কাফিরদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করেন। হযরত সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) দক্ষ ঘোড় সওয়ার এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অন্যতম সাহসী সেনাপতি ছিলেন।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর যুগেও তিনি উচ্চ পদস্থ এবং সম্মানযোগ্য ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হয়েছিলেন। হযরত উমর (রা)-এর যুগেও তিনি উচ্চ পদ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। হযরত উমর (রা) তাঁকে কূফার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি মাদাইন বিজয়ী সেনাপতি। জালূলার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তাঁর সম্মুখে। তিনি ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় ও মান্যবর নেতা। কোন অযোগ্যতা ও বিশ্বাস ভঙ্গের জন্যে নয় বরং খলীফা উমর (রা)-এর নিকট পরিজ্ঞাত বিশেষ কৌশলের কারণে তিনি হযরত সা'দ (রা)-কে শাসনকর্তার পদ হতে অপসারণ করেছিলেন। অবশ্য তিনি তাঁর ছয় উপদেষ্টার মধ্যে হযরত সা'দ (রা)-কে অন্তর্ভুক্ত রেখেছিলেন। পরবর্তীতে তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা) তাঁকে শাসনকর্তা পদে নিয়োগ দেন। এক পর্যায়ে তিনি তাঁকে ঐ পদ হতে অপসারণ করেন। হুমায়দী সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না সূত্রে আমর ইব্ন দীনার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, হযরত আলী (রা)-ও

মু'আবিয়া (রা)-এর পক্ষে হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) এবং আমর ইবনুল 'আস যেদিন মীমাংসার জন্যে দুমাতুল জানদালে মিলিত হয়েছিলেন, সেদিন সেখানে সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) এবং ইব্ন উমর (রা) উপস্থিত ছিলেন।

সহীহ্ মুসলিম গ্রন্থে আছে যে, তাঁর পুত্র উমার একাদন তার নিকট এল। তিনি তখন তার উট বহর নিয়ে লোকালয় থেকে দূরে একাকী দিন কাটাচ্ছিলেন। তাঁর পুত্র বলল,'লোকজন শাসন-ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত আর আপনি এখানে বসে আছেন?' উত্তরে তিনি বললেন, 'হে বৎস! আমি তো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ তা'আলা নির্লোভ, পরিচয় বিমুখ ও মুত্তাকী বান্দাকে ভালবাসেন।'

ইব্ন আসাকির বলেছেন যে, কতক জ্ঞানীজন উল্লেখ করেছেন, সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাসের ভাতিজা হাশিম ইব্ন উত্‌বা ইব্ন আবী ওয়াক্কাস তার নিকট এলেন এবং বললেন,'চাচা, এখানে এক লক্ষ তরবারি (সমর বিশারদ লোক) আছে তারা মনে করছে যে, আপনিই এ দায়িত্বের জন্যে উপযুক্ত লোক।' তিনি উত্তরে বললেন,'এই লক্ষ তরবারি (সমর বিশারদ) থেকে আমি মাত্র একটি তরবারি (সমর বিশারদ) চাই যাকে দিয়ে মু'মিনকে আঘাত করলে মু'মিনের কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু কাফিরকে আঘাত করলে তাকে কাটা যাবে।'

আবদুর রায্‌যাক ইব্ন জুরায়জ থেকে তিনি যাকারিয়া ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) একবার আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত হলেন। তিনি তাঁর নিকট অবস্থান করেছিলেন রমযানের পুরো এক মাস। এই পুরো মাসে তিনি নামায কসর করেছেন এবং রোযা ছেড়েছেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, হযরত সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন এবং তিনি যত অনুরোধ করেছেন, আমীর মু'আবিয়া (রা) তার সবগুলো রক্ষা করেছেন।

আবূ ই'য়ালা যুহায়র.....কায়স ইব্ন আবী হাযিম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) বলেছেন,'আমি সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যে মুশরিকদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করেছি। আমার পূর্বে কারো জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর পিতা-মাতা উভয়কে উৎসর্গ করার কথা বলেন নি। আমি শুনেছি তিনি বলেছিলেন, ارم فداك ابي وامي 'তুমি তীর নিক্ষেপ করতেই থাক, আমার পিতা-মাতা তোমার জন্যে উৎসর্গ হোন।'

ইমাম আহমদ (র) ইয়াযীদ ইব্ন হারূন.....কায়স থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি সা'দ ইব্ন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, 'আল্লাহ্র কসম ! আমিই সেই আরব ব্যক্তি যে সর্বপ্রথম আল্লাহ্র পথে তীর নিক্ষেপ করেছে।' আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে যুদ্ধ অভিযানে ছিলাম। বৃক্ষের পাতা ছাড়া আমাদের কোন খাদ্য ছিল না। এমন অবস্থা হয়েছিল যে, আমাদের সাথীগণ বকরীর মলের ন্যায় বড়ি বড়ি মলত্যাগ করত। তাতে কোন তারল্য ছিল না। আর এখন এমন পরিস্থিতি হয়েছে যে, বানূ আসাদ গোত্রের লোকেরা আমাকে দীন সম্পর্কে দোষারোপ করে। যদি তাই হয় তাহলে আমি ব্যর্থ আমার সকল আমল নিরর্থক।' শু'বা, ওয়াকী' এবং অন্য একাধিক লোক এটি ইসমাঈল ইব্ন খালিদ থেকে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ (র) ইব্ন সা'দ.....সা'দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহুদ যুদ্ধের দিবসে আমার জন্যে তাঁর পিতা-মাতা উভয়কে উৎসর্গ করার কথা

বলেছেন। এই হাদীস ইমাম আহমদ (র) গুনদুর.....ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন সাঈদ আনসারী থেকে বর্ণনা করেছেন। লায়ছ ও অন্যরা এটি ইয়াহ্‌য়া অনসারী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। একাধিক বর্ণনাকারী এটি সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব সূত্রে হযরত সা'দ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ এটি আমির ইব্‌ন সা'দ সূত্রে তার পিতা সা'দ থেকে বর্ণনা করেছেন। কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বলেছেন, 'আমার পিতা-মাতা তোমার জন্যে উৎসর্গ হোন।' এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বলেছেন اِرْمِ وَاَنْتَ الْغُلاَمُ الْحَزَوَّرُ 'তীর নিক্ষেপ করতেই থাক, তুমি তো শক্তিমান যুবক।'

সাঈদ বলেছেন, সা'দ ছিলেন তীর নিক্ষেপে দক্ষ ও অভিজ্ঞ। আ'মাশ আবূ খালিদ সূত্রে জারির ইব্‌ন সামূরা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আল্লাহ্‌র পথে সর্বপ্রথম তীর নিক্ষেপ করেছেন সা'দ (রা)। ইমাম আহমদ (র) ওয়াকী'.....আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন শাদ্দাদ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি হযরত আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি, 'সা'দ ইব্‌ন মালিক ব্যতীত অন্য কারো জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর পিতা-মাতাকে উৎসর্গ করতে বলেছেন বলে আমি শুনি নি। আমি উহুদ যুদ্ধের দিবসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি اِرْمِ سَعْدُ فِدَاكَ اُمِّىْ وَاَبِىْ 'হে সা'দ! তুমি তীর নিক্ষেপ করতেই থাক, আমার মাতা-পিতা তোমার জন্যে উৎসর্গ হোন।' ইমাম বুখারী (র) আবী নুয়ায়ম সূত্রে মিস'আরের মাধ্যমে সা'দ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। শু'বা এটি বর্ণনা করেছেন সা'দ ইব্‌ন ইবরাহীম থেকে। সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না ও অন্যরা এটি বর্ণনা করেছেন ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন সাঈদ আনসারী (রা) সূত্রে সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব-এর মাধ্যমে আলী ইব্‌ন আবী তালিবের বরাতে।

আবদুর রায্‌যাক মা'মার আইয়ূব থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আয়েশা বিন্‌ত সা'দ (রা)-কে বলতে শুনেছেন, 'আমি সেই মুহাজির ব্যক্তির কন্যা যাঁর জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর পিতা-মাতা উভয়কে উৎসর্গ করার কথা বলেছিলেন।' ওয়াকিদী যথাক্রমে উবায়দা ইব্‌ন নাবিল, আয়েশা বিন্‌ত সা'দ, তাঁর পিতা সা'দ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, 'উহুদ যুদ্ধের দিনে আমি অনবরত তীর নিক্ষেপ করে যাচ্ছিলাম। আর গৌর বর্ণের সুন্দর চেহারার এক লোক আমার তীর কুড়িয়ে আমাকে ফেরত দিচ্ছিল আর আমি পুনরায় ঐ তীর কাফিরদেরকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ছিলাম। আমি কিন্তু লোকটিকে চিনতে পারছিলাম না। পরে আমি বুঝেছি যে, ঐ লোক ছিলেন মূলত ফেরেশ্‌তা।

ইমাম আহমদ (র) সুলায়মান ইব্‌ন দাঊদ হাশেমী.....সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছিলেন, 'আমি উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ডান দিকে ও বাম দিকে দু'জন লোক দেখেছি। তাঁরা তাঁর পক্ষে যুদ্ধ করছিল, প্রচণ্ড যুদ্ধ। আমি ওদেরকে পূর্বেও কোন দিন দেখি নি, পরেও কোন দিন দেখি নি।'

ওয়াকিদী উল্লেখ করেছেন যে, ইসহাক ইব্‌ন আবী আবদিল্লাহ্.....সা'দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, 'আমি বদর যুদ্ধের দিন দু'জন লোককে দেখেছি তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষে যুদ্ধ করছিল। একজন তাঁর ডান দিকে অপরজন তাঁর বাম দিকে। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখছিলাম যে, তিনি আনন্দের সাথে একবার এর দিকে আরেকবার ওর দিকে তাকাচ্ছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে যে সাহায্য করেছেন, তাতে তিনি পরম আনন্দ উপভোগ করছিলেন।

সুফিয়ান আবূ ইসহাক.....আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, 'বদর যুদ্ধে আমাদের ভাগে গনীমতের যে অংশটুকু এসেছিল তাতে আমি, সা'দ এবং আম্মার (রা) শরীক ছিলাম। ইতিমধ্যে সা'দ দু'জন কাফির বন্দী লোক নিয়ে এলেন। আমি এবং আম্মার কাউকে বন্দী করতে পারি নি। আ'মাশ ইব্রাহীম ইব্ন আলকামা সূত্রে ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি বদর যুদ্ধে সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা)-কে দেখেছি, তিনি শত্রু পক্ষের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি যেন পদাতিক যোদ্ধার বিরুদ্ধে অশ্বারোহী যোদ্ধা। মালিক বর্ণনা করেছেন, ইয়াহয়া ইব্ন সাঈদ থেকে তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমীরকে বলতে শুনেছেন, 'হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন, একরাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে রাত্রিযাপন করছিলেন। তখন তিনি বললেন, 'আহ ! এ সময়ে যদি কোন ভাল মানুষ আমাকে পাহারা দিত তবে খুব ভাল হত।' হযরত আয়েশা (রা) বলেন, হঠাৎ আমরা অস্ত্রের শব্দ শুনতে পেলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, ওখানে কে? আগন্তুক বলল, 'আমি সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আপনাকে পাহারা দিব।' হযরত আয়েশা (রা) বললেন, এবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিশ্চিত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। আমি তাঁর নাক ডাকার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। ইমাম বুখারী ও মুসলিম এই হাদীস উদ্ধৃত করেছেন ইয়াহয়া ইব্ন সাঈদ থেকে। অপর বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই ঘটনায় হযরত সা'দ (রা)-এর জন্যে দু'আ করেছিলেন, তারপর ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

ইমাম আহমদ (র) কুতায়বা.....আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইবনুল আ'স (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন أوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ مِنْ هٰذَا الْبَابِ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ '(এখন) এই দরজা দিয়ে সর্বপ্রথম এমন একজন লোক প্রবেশ করবে, যে জান্নাতের অধিকারী।' তারপর সে দরজা দিয়ে সর্বপ্রথম প্রবেশ করলেন, হযরত সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা)।

আবূ ইয়া'লা, মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না.....ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, 'আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরজায় বসা ছিলাম। তিনি বললেন, يَدْخُلُ عَلَيْكُمْ مِنْ هٰذَا الْبَابِ رَجُلٌ مِنَ الْجَنَّةِ 'এই দরজা দিয়ে তোমাদের নিকট একজন জান্নাতী মানুষ প্রবেশ করবে।' তখন আমাদের সকলেই ধারণা করেছিলাম যে, নবী পরিবারের কেউ ঐ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবেন। কিন্তু না, আমরা দেখলাম যে, ঐ দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেন, হযরত সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা)।

হারমালা ইব্ন ওয়াহব.....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, 'আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট বসাছিলাম। তিনি বলে উঠলেন, يَطْلُعُ الْآنَ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ 'এখনই তোমাদের নিকট একজন লোক উপস্থিত হবে, যে জান্নাতের অধিকারী।' তখন উপস্থিত হলেন হযরত সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)। পরের দিন ভোরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঐ কথা বললেন। সেদিনও যথা নিয়মে হযরত সা'দ (রা) প্রবেশ করলেন। তার পরের দিন ভোরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাই বললেন। সেদিনও পূর্বের ন্যায় হযরত সা'দ (রা) প্রবেশ করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মজলিস শেষে উঠে যাবার পর আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইবনুল 'আস (রা) উঠে এসে বললেন, আমি আমার পিতার সাথে রাগ করেছি আর কসম করে বলেছি যে, তিন দিন তাঁর নিকট যাব না। আপনি যদি আমাকে আশ্রয়

দেন যাতে আমি আমার কসম পালন করতে পারি তবে খুব ভাল হয়। বর্ণনাকারী আনাস (রা) বলেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমরের কথায় হযরত সা'দ (রা) রাযী হলেন। আবদুল্লাহ্ (রা) হযরত সা'দ (রা)-এর বাড়ি একরাত কাটালেন। তিনি দেখলেন যে, ফজর পর্যন্ত সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) শোয়া থেকে উঠেন নি। তবে তিনি এতটুকু করেছেন যে, বিছানায় গিয়ে আল্লাহ্‌র যিকর ও আল্লাহু আকবর পাঠ করেছেন। ফজরের সময় ফজরের নামায আদায় করেছেন। ফরয নামায আদায়ের পর তিনি খুব ভালভাবে ওযূ করেছেন এবং রোযা না রেখে ভোর করেছেন। অর্থাৎ সেদিন তিনি রোযা রাখেন নি।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) বলেছেন, 'আমি এক নাগাড়ে তিন দিন তিন রাত তাঁকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি। আমি দেখেছি যে, এই তিন দিনে এর অতিরিক্ত কোন আমল তিনি করেন নি। তবে আমি দেখেছি যে, তিনি ভাল ছাড়া কোন মন্দ কথা বলেন নি। তিন রাত শেষ হবার পর আমি যখন তাঁর এই আমলকে নিতান্ত তুচ্ছ ও স্বল্প হিসেবে সাব্যস্ত করতে যাচ্ছিলাম তখন আমি তাঁকে বললাম, মূলত আমার এবং আমার বাব্বার মধ্যে কোন মনোমালিন্য ও রাগারাগি হয় নি। একে একে তিনদিন তিন মজলিসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন বললেন,"তোমাদের নিকট এখন একজন জান্নাতী লোক প্রবেশ করবে এবং তিনদিনই সে সময়ে আপনি প্রবেশ করলেন, তখন আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমি আপনার সান্নিধ্যে থাকব, আপনার দৈনন্দিন আমলগুলো দেখব এবং আমিও অনুরূপ আমল করব, যাতে আপনি যে মর্যাদা ও সম্মান লাভ করেছেন আমিও তা অর্জন করতে পারি। কিন্তু আমি তো আপনাকে খুব বেশি আমল করতে দেখলাম না। তাহলে বলুন তো কিসের ভিত্তিতে আপনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঘোষিত ঐ মর্যাদা লাভ করলেন?'

হযরত সা'দ (রা) বললেন, 'মূলত আমার আমল তুমি যা দেখেছ তার বেশি কিছু নয়।' আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, 'এরপর আমি বিদায় নিতে যাচ্ছিলাম। তিনি আমাকে ডাকলেন এবং বললেন, 'আমার আমল তা-ই তুমি যা দেখেছ তবে একটু ব্যতিক্রম এই যে, আমি কোন মুসলমানের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করি না, কারো অকল্যাণ কামনা করি না এবং কারো সাথে মন্দ কথা বলি না। হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) বললেন, 'হ্যাঁ, এটিই, এটিই আপনাকে ঐ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। আর আমি তেমনটি করতে পারি না।' সালিহ্ মিয্যী এটি বর্ণনা করেছেন, আমর ইব্ন দীনার..... সালিমের পিতা সূত্রে। সেটিও আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর বর্ণনার অনুরূপ।

সহীহ্ মুসলিমে সুফিয়ান.....সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত আছে,

وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ — مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ —

'যারা তাঁদের প্রতিপালককে প্রাতে ও সন্ধ্যায় তাঁর সন্তুষ্টি লাভার্থে ডাকে, তাদেরকে আপনি বিতাড়িত করবেন না। তাঁদের কর্মের জবাবদিহিতার দায়িত্ব আপনার নয় এবং আপনার কর্মের জবাবদিহিতার দায়িত্বও তাঁদের নয় যে, আপনি তাদের বিতাড়িত করবেন। করলে আপনি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। (সূরা ৬, আনআম ঃ ৫২) এই আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, ছয়জন লোককে উপলক্ষ করে এই আয়াত নাযিল হয়েছে। আমি এবং ইব্ন মাসউদ (রা) ঐ ছয়জনের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।

অপর এক বর্ণনায় আছে হযরত সা'দ (রা) বলেছেন যে,

وَاِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ـ

'তবে তারা যদি অর্থাৎ পিতামাতা যদি তোমার উপর বল প্রয়োগ করে, আমার সাথে এমন কিছু শরীক করতে, যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তুমি তাদেরকে মেনে নেবে না। আমারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তারপর আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব তোমরা কি করছিলে।' (সূরা–২৯, আনকাবূত ৩ ঃ ৮)

এই আয়াত নাযিল হয়েছে আমাকে উপলক্ষ করে। ঘটনা এই ছিল যে, হযরত সা'দ (রা) ইসলাম গ্রহণ করার পর তার সাথে অভিমান করে তাঁর মাতা পানাহার ছেড়ে দেয়। ঈমানে অবিচল হযরত সা'দ (রা) তখন তাঁর মাকে বলেছিলেন, ' মা, তুমি শুনে রেখ, আল্লাহ্র কসম ! তোমার যদি ১০০ টি প্রাণ থাকে আর আমার প্রতি অভিমানবশত পানাহার ত্যাগের ফলে একে একে তোমার ১০০ টি প্রাণ বেরিয়ে যায় তবুও আমি আমার এই দীন-ধর্ম ত্যাগ করব না। তুমি চাইলে খাও। নতুবা না খাও।' এই প্রেক্ষিতে উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়।

দশজন লোকের জান্নাতী হবার সুসংবাদ বিষয়ক হাদীসটি সহীহ্ গ্রন্থে সাঈদ ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে। হেরা গুহার ঘটনা বিষয়ক হাদীসটিতে হযরত সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-এর নাম উল্লেখ আছে জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজনের মধ্যে। এটি সুহায়ল ....আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

হুশায়ম প্রমুখ মুজালিছ.....জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে ছিলাম। তখন দেখতে পেলাম যে, হযরত সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) আমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, هَذَا خَالِىْ فَلْيُرِنِىْ اِمْرُؤٌ خَالَهُ 'ইনি আমার মামা। আমার মামার মত মামা আর কেউ দেখাক তো।' এটি উদ্ধৃত করেছেন ইমাম তিরমিযী (র)।

তাবরানী হুসায়ন ইব্ন ইসহাক তুসতারী......হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, 'একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে ছিলাম। হঠাৎ সেখানে হযরত সা'দ (রা) উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, 'ইনি আমার মামা।'

সহীহ্ গ্রন্থে উদ্ধৃত আছে যে, মালিক ও অন্যরা যুহ্রী সূত্রে আমীর ইব্ন সা'দের মাধ্যমে তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত সা'দ (রা)-এর শরীরের ব্যথা তীব্রতর হবার প্রেক্ষাপটে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে দেখতে এসেছিলেন। সেটি ছিল বিদায় হজ্জের বছর। হযরত সা'দ (রা) বলেছিলেন,'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো বিত্তশালী মানুষ, আমার একমাত্র মেয়ে ছাড়া আমার কোন ওয়ারিস নেই, আমি কি আমার সম্পদের ২/৩ অংশ সাদকা করে দিব?' রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, 'না, তা করবে না।' আমি বললাম, 'তাহলে কি ১/২ অংশ সাদকা করব? ইয়া রাসূলাল্লাহ্!' তিনি বললেন, 'না তাও নয়।' আমি বললাম,'তবে ১/৩ অংশ?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, ১/৩ অংশ সাদকা করতে পারেন, ১/৩ অংশই যথেষ্ট বেশি।' আপনার ওয়ারিসদেরকে দরিদ্র লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয় তেমন রেখে যাওয়ার চাইতে সচ্ছল ও অভাবমুক্ত রেখে যাওয়া আপনার জন্যে অধিকতর কল্যাণকর। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে আপনি যা-ই ব্যয় করবেন তাতে আপনি সওয়াব পাবেন। এমনকি আপনার স্ত্রীর মুখে একটি

লোকমা তুলে দিলে তাতেও আপনি সওয়াব পাবেন।' আমি বললাম, ' ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) ! আমার সাথীগণ মদীনায় চলে যাবে। আমি কি হজ্জ করতে এসে মক্কাতেই মারা যাব?' রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, 'আপনি যদি বেঁচে থাকেন এবং ঐ সময়ে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যে কাজ করতে থাকেন। তবে তাতে আপনার মর্যাদা অধিক হারে উন্নত হবে। সম্ভবত আপনি দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকবেন এবং আপনার মাধ্যমে একদল লোক উপকৃত হবে এবং অপর একদল ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন,

اَللّٰهُمَّ اَمْضِ لِاَصْحَابِىْ هِجْرَتَهُمْ

وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلٰى اَعْقَابِهِمْ لٰكِنَّ الْبَاءِسَ سَعْدُ بْنِ خَوْلَةَ -

'হে আল্লাহ্ ! আপনি আমার সাহাবীদের হিজরত পূর্ণ করে দিন। ওদেরকে পেছনের দিকে ফিরিয়ে দিবেন না। তবে দুঃখ হয় সা'দ ইব্ন খাওলার জন্যে।' হযরত সা'দ ইব্ন খাওলা (রা) মদীনায় হিজরত করেছিলেন। পরবর্তীতে বিদায় হজ্জের সময় মক্কায় এসে ইন্তিকাল করেন। এজন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর জন্য দুঃখ ও শোক প্রকাশ করেন।

ইমাম আহমদ (র) ইয়াহ্য়া ইব্ন সাঈদ.....আয়েশা বিন্ত সা'দ সূত্রে হযরত সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। ঐ বর্ণনায় আছে যে, তিনি বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর কপালে হাত রেখেছিলেন এবং স্বহস্তে তাঁর মুখমণ্ডল, বুক এবং পেট মাসেহ করে দিয়েছিলেন। আর বলেছিলেন,

اَللّٰهُمَّ اشْفِ سَعْدًا وَاَتِمَّ لَهُ هِجْرَتَهُ' —

'হে আল্লাহ্ সা'দকে সুস্থ করে দিন এবং তার হিজরত পূর্ণ করে দিন।' হযরত সা'দ (রা) বলেন, 'তখন থেকে এখন পর্যন্ত আমার অনবরত মনে হচ্ছে যে, আমি আমার কলিজায় তাঁর হাতের শীতল স্পর্শ অনুভব করছি।' ইব্ন ওয়াহব মূসা ইব্ন আলী ইব্ন রিবাহ্ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত সা'দ (রা)-কে তাঁর অসুস্থতার সময় দেখতে গিয়েছিলেন। তিনি তখন এই দু'আ করেছিলেন,

اَللّٰهُمَّ اَذْهِبْ عَنِ الْبَاْسِ اِلَهِ النَّاسِ مَلِكَ النَّاسِ — اَنْتَ الشَّافِىْ لاَ شَافِىَ لَه' اِلاَّ اَنْتَ — بِسْمِ اللهِ اَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْئٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ حَسَدٍ وَعَيْنٍ — اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ قَلْبَه' وَجِسْمَه' وَاَكْشِفْ سَقَمَه' وَاَجِبْ دَعْوَتَه' —

'হে আল্লাহ্ ! তার দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিন, হে মানুষের উপাস্য, মাবূদ! হে মানুষের অধিপতি! আপনি মুক্তিদাতা, আপনি ব্যতীত তাকে রোগ থেকে মুক্তি দেয়ার কেউ নেই। আল্লাহ্র নামে আমি তোমাকে ফুঁক দিচ্ছি কুদৃষ্টি ও হিংসাসহ তোমাকে কষ্ট দানকারী সব কিছু থেকে। হে আল্লাহ্! আপনি ওর দেহ ও মন ভাল করে দিন। তার রোগ দূর করে দিন এবং তার দু'আ কবূল করুন।'

ইবন ওয়াহব আমর বাকর ইব্ন আশাজ্জ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, হযরত সা'দ (রা)-এর উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বক্তব্য 'সম্ভবত আপনি আরো কিছু সময় বেঁচে থাকবেন এবং আপনার মাধ্যমে একদল উপকৃত হবে আর অপরদল ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' এর ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছিলাম আমীর ইব্ন সা'দের নিকট। উত্তরে আমীর বললেন যে, পরবর্তী

সময়ে হযরত সা'দ (রা) ইরাকে গভর্নর পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তখন ধর্মত্যাগী মুরতাদ হবার কারণে তিনি একদল লোককে হত্যা করেছিলেন, ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। অপর একদল লোককে তিনি তাওবা করতে বলেছিলেন। ওরা ভণ্ড নবী মুসায়লামা কায্যাবের অনুসারী ছিল। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তারা তাওবা করেছিল। ফলে তাঁর মাধ্যমে তারা উপকৃত হল।

ইমাম আহমদ (র) আবূ মুগীরা ...... আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে বসা ছিলাম। তিনি আমাদেরকে খুব উপদেশ দিলেন এবং মন নরম হয়ে যায় এমন কথাবার্তা বললেন। হযরত সা'দ (রা) কেঁদে ফেললেন। তিনি খুব কাঁদলেন আর বললেন, 'হায় ! আমি যদি মরে যেতাম।' তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন

يَا سَعْدُ اِنْ كُنْتَ لِلْجَنَّةِ خُلِقْتَ فَمَا طَالَ عُمَرُكَ وحَسُنَ مِنْ عَمَلِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ ـ

'হে সা'দ আপনাকে যদি জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করা হয়ে থাকে তাহলে আপনার আয়ু যত বৃদ্ধি হবে এবং আপনার আমল যত ভাল হবে তা আপনার জন্যে তত বেশি কল্যাণকর হবে।'

মূসা ইব্ন উক্বা .... সা'দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

اَللَّهُمَّ سَدِّدْ سَهْمَهُ وَاَجِبْ رَمْيَتَهُ، وَاَجِبْ دَعْوَتَهُ ـ

'হে আল্লাহ্ ! সা'দ-এর তীরকে লক্ষ্যস্থল পৌঁছিয়ে দিবেন এবং তাঁর দু'আ কবূল করবেন।' সাইয়ার ইব্ন বাশীর কায়স সূত্রে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি হযরত সা'দ সম্বন্ধে বলেছিলেন,

اَللَّهُمَّ سَدِّدْ سَهْمَهُ وَاَجِبْ دَعْوَتَهُ، وَحَبِّبْهُ، اِلَى عِبَادِكَ ـ

'হে আল্লাহ্! তাঁর তীর লক্ষ্যভেদী করে দিন, তাঁর দু'আ কবূল করুন এবং তাঁকে আপনার বান্দাদের নিকট প্রিয় ও ভালবাসার পাত্র বানিয়ে দিন।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর হাদীসে এসেছে অপর বর্ণনায় মুহাম্মদ আইদ দামেশ্কী ....মিকদাম ও অন্যদের থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত সা'দ (রা) বলেছিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আল্লাহ্র নিকট দু'আ করুন তিনি যেন আপনার দু'আ কবূল করেন।' উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, 'বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত হালাল ও পবিত্র খাদ্য খাবে না ততক্ষণ আল্লাহ্ ঐ বান্দার দু'আ কবূল করবেন না।' এবার তিনি বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) ! আল্লাহ্র নিকট দু'আ করুন তিনি যেন আমাকে সর্বদা হালাল ও পবিত্র খাবার গ্রহণের ব্যবস্থা করে দেন।' রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর জন্যে সেই দু'আ করলেন। বর্ণনাকারীগণ বলেছেন যে, হযরত সা'দের ক্ষেতে যদি বাইরে থেকে কোন শস্য ছড়া এসে পড়ত, তিনি সেটি গ্রহণ করতেন না বরং যেখান থেকে এসেছে সেখানে ফিরিয়ে দিতেন। ফলে তিনি পরিণত হয়েছিলেন দু'আ কবূলযোগ্য এক বিশেষ ব্যক্তিতে। তিনি দু'আ করলে সেটি কবূল হত।

এ প্রসঙ্গে একটি প্রসিদ্ধ বর্ণনা এই যে, সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে আবদুল মালিক ইব্ন উমায়র সূত্রে জাবির ইব্ন সালামা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, কূফার অধিবাসীগণ হযরত সা'দ (রা)-এর বিরুদ্ধে খলীফা উমর (রা)-এর নিকট অভিযোগ দায়ের করেছিল। তারা তাঁর সকল কাজেই তাঁকে দোষারোপ করেছিল। এমনকি তারা বলেছিল যে, হযরত সা'দ (রা) ভালভাবে

নামাযই আদায় করতে জানেন না। হযরত সা'দ (রা) বললেন, 'ওদেরকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তরীকায় নামায আদায়ে তো আমি কমতি করি না। প্রথম দু'রাকা'আত লম্বা করি আর শেষ দু'রাকা'আত সংক্ষিপ্ত করি।' হযরত উমর (রা) বললেন, 'এটি হল আপনার সম্পর্কে সন্দেহ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি করার একটি অপকৌশল।' খলীফা উমার (রা) গোপনে কূফার মহল্লায় মহল্লায় লোক পাঠিয়ে দিলেন এই অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ের জন্যে। তারা যে কোন মসজিদে গিয়ে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছিল আর উত্তরে সবাই তাঁর সম্পর্কে ভাল মন্তব্য করছিল। তদন্তকারী লোকজন এক পর্যায়ে বানূ আবাস গোত্রের একটি মসজিদে উপস্থিত হল। সেখানে আবূ সা'দা উসামা ইব্ন কাতাদা নামের একজন লোক দাঁড়িয়ে বলল, "হযরত সা'দ কোন সেনা অভিযানের সাথে যান না, বণ্টনযোগ্য মালামাল সমানভাবে বণ্টন করেন না এবং জনগণের মধ্যে ন্যায় বিচার করেন না।" তার এই কথা হযরত সা'দ (রা)-এর কানে এল। তখন তিনি বললেন, 'ইয়া আল্লাহ্! ঐ লোকটি যদি নিজের নাম জাহির করার জন্যে এবং নিজেকে খ্যাতিমান করে তোলার জন্যে আমার সম্পর্কে এমন মিথ্যা কথা বলে থাকে, তবে আপনি তার আয়ু দীর্ঘ করে দিন। দারিদ্র্যকে তার নিত্য সঙ্গী করে দিন, চোখ অন্ধ করে দিন এবং তাকে ফিতনা-ফাসাদ ও অশান্তিতে নিক্ষেপ করুন।' বর্ণনাকারী বলেন, পরবর্তীতে আমি ঐ লোকটিকে দেখেছি খুব বৃদ্ধ, বহু দিন বেঁচে থাকার কারণে তার ভ্রুগুলো চোখের উপর ঝুলে পড়েছিল। সে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকত আর কুমারী মেয়েদের প্রতি চোখের ইশারা করত। তার এই অবস্থার কারণ জানতে চাইলে সে বলত, আমি ফিতনাগ্রস্ত এক বৃদ্ধ মানুষ। আমার ব্যাপারে হযরত সা'দ (রা)-এর বদদু'আ কার্যকর হয়েছে। একটি অসমর্থিত সনদে বর্ণিত আছে যে, ঐ লোকটি মুখতার ইব্ন আবূ উবায়দ (রা)-এর সময় পর্যন্ত জীবিত ছিল এবং মুখতার ইব্ন আবূ উবায়েদের সময়ে সংঘটিত ফিত্না ও বিশৃঙ্খলায় জড়িয়ে সে নিহত হয়েছে।

তাবারানী ইউসুফ কাযী.....সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একদিন যাবরা নামে হযরত সা'দের একটি ক্রীতদাসী ঘর থেকে বের হল। তার গায়ে ছিল একটি নতুন জামা। হঠাৎ বাতাস প্রবাহে তার জামা খুলে যায়। অসতর্কতার শাস্তি স্বরূপ হযরত উমর (রা) তাকে বেত্রাঘাত করেন। হযরত সা'দ (রা) হযরত উমর (রা)-কে বিরত রাখতে এগিয়ে এলেন, হযরত উমর (রা)-এর বেত্রাঘাত হযরত সা'দ (রা)-এর গায়ে গিয়েও লাগে। হযরত সা'দ (রা) তখন হযরত উমর (রা)-এর বিরুদ্ধে বদদু'আ করতে যাচ্ছিলেন। তখনই হযরত উমর (রা) চাবুকটি হযরত সা'দ (রা)-এর হাতে দিয়ে বলেন, 'এই নিন চাবুক। চাবুকে আঘাত করে আপনি আমার থেকে প্রতিশোধ নিন। তবুও বদদু'আ করবেন না।' তখন হযরত সা'দ (রা) খলীফা উমর (রা)-কে ক্ষমা করে দিলেন।

আরো কথিত আছে যে, একবার হযরত সা'দ (রা) এবং হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়েছিল। হযরত সা'দ ইব্ন মাসউদের বিরুদ্ধে বদদু'আ করতে উদ্যত হলেন, তাতে ইব্ন মাসঊদ (রা) খুব ভয় পেয়ে গেলেন এবং তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেলেন।

সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না (র) বলেছেন, কাদেসিয়া যুদ্ধের দিনে হযরত সা'দ (রা) সেনাপতির দায়িত্বরত ছিলেন। যুদ্ধের ময়দানে তিনি আহত ছিলেন। ফলে বিজয়ের দিনে তিনি যুদ্ধে অংশ নিতে পারেন নি। তাঁর এই অনুপস্থিতির দিকে কটাক্ষ করে বুজায়লা গোত্রের এক লোক নিম্নের শ্লোকটি উচ্চারণ করেছিল ঃ

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللهَ اَظْهَرَ دِيْنَهُ ـ وَسَعْدٌ بِبَابِ الْقَادِسِيَّةِ مُعْصَمُ ـ

'তুমি কি দেখছ না, আল্লাহ্ তা'আলা তো তাঁর দীনকে বিজয়ী করেছেন। আর সা'দ তখনো কাদেসিয়ার প্রবেশদ্বারে স্থির হয়ে বসে আছেন।'

فَاَبْنَا وَقَدْ اَيْمَتْ نِسَاءٌ كَثِيْرَةٌ ـ وَنِسْوَةُ سَعْدٍ لَيْسَ فِيْهِنَّ اَيِّمُ ـ

'আমরা যুদ্ধ ময়দান থেকে ফিরে এসেছি এ অবস্থায় যে, অনেক মহিলা বিধবা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সা'দের (রা) স্ত্রীদের মধ্যে কেউই বিধবা হয় নি।'

এই মিথ্যা ও নিন্দনীয় অপবাদের কথা শুনে হযরত সা'দ (রা) বললেন, 'হে আল্লাহ্ ! আপনি তার হাত ও জিহ্বা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন।' অতঃপর একটি অজ্ঞাত তীর এসে তাকে আঘাত করে। তাতে সে বোবা হয়ে যায় এবং তার হাত দু'টো শুকিয়ে যায়। যিয়াদ বুকাই এবং সায়ফ ইব্ন উমার ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। এরপর হযরত সা'দ বাইরে বেরিয়ে এলেন এবং জনগণকে তাঁর পিঠের ক্ষতস্থান দেখালেন যাতে তাঁর অভিযানে অনুপস্থিত থাকার কারণ তারা জানতে পারে।

হুশায়ম উল্লেখ করেছেন, আবূ বালহ সূত্রে মুস'আব ইব্ন সা'দ (রা) থেকে যে, এক লোক হযরত আলী (রা) সম্পর্কে অশ্লীল মন্তব্য করেছিল। হযরত সা'দ (রা) তাকে নিষেধ করেছিলেন কিন্তু সে বিরত থাকে নি। তখন হযরত সা'দ (রা) বললেন, ঐ অপকর্ম না ছাড়লে আমি কিন্তু তোমার প্রতি বদদু'আ করব। তবুও সে তা ছাড়ে নি। হযরত সা'দ (রা) তার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট বদদু'আ করলেন। একটি উন্মাদ উট এসে তাকে দলিত-মথিত করে কামড়ে মেরে ফেলল।

অন্য এক বর্ণনায় আমীর ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত অছে যে, হযরত সা'দ (রা) দেখলেন যে, একদল লোক এক ব্যক্তিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। দু'জনের ফাঁক দিয়ে মাথা ঢুকিয়ে তিনি দেখতে পেলেন যে, ঐ লোক হযরত আলী (রা), তালহা (রা) ও যুবায়র (রা)-কে গালি দিচ্ছে। তিনি তাকে বারণ করলেন। সে বিরত থাকল না। তিনি সতর্ক করে দিয়ে বললেন যে, আমি কিন্তু তোর জন্যে বদদু'আ করে দিব। সে বলল, বাহ্! আপনি দেখছি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন, যেন আপনি নবী।' হযরত সা'দ (রা) ফিরে এলেন। তিনি এক লোকের বাড়িতে প্রবেশ করলেন। তারপর ওযূ করলেন। দু'রাক'আত নামায আদায় করলেন। তারপর দু'হাত তুলে বললেন, 'হে আল্লাহ্! আপনি যদি জেনে থাকেন যে, এই লোক এমন কতক ব্যক্তিকে গালি দিচ্ছে যাঁদের ভাল মানুষ হওয়াটা বহু আগেই আপনার পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে এবং তাঁদেরকে গালি দিয়ে সে আপনাকে অসন্তুষ্ট করেছে, তাহলে আপনি তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করুন যাতে তার পরিণতি দেখে অন্যরা শিক্ষা লাভ করে।'

বর্ণনাকারী বলেন যে, তারপর এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে একটি উন্মাদ বুখ্তী উট বের হল। উটটি হন হন করে ছুটে চলল। কেউই সেটিকে রুখতে পারছিল না। মানুষের ভীড় ঠেলে সেটি গিয়ে পৌঁছল ঐ লোকটির নিকট। তারপর তাকে পায়ের নীচে ফেলে দুমড়ে-মুচড়ে মেরে ফেলল। বর্ণনাকারী বলেন, আমি লোকজনকে দেখেছি যে, তারপর তারা সকলে হযরত সা'দ (রা)-কে দ্রুত খুঁজে বের করল এবং বলল, 'হে আবূ ইসহাক ! মহান আল্লাহ্ আপনার দু'আ কবূল করেছেন।' এই হাদীসটি হাম্মাদ ইব্ন সালামা..... সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

আবূ বকর ইব্‌ন আবিদ দুনয়া....আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফের ক্রীতদাসী মীনা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন যে, জনৈক মহিলা লুকিয়ে হযরত সা'দ (রা)-কে পর্যবেক্ষণ করত। হযরত সা'দ (রা) তাকে এ কাজ থেকে নিষেধ করেছিলেন। সে বিরত থাকে নি। একদিন ঐ মহিলা লুকিয়ে তাকে দেখছিল। তখন তিনি ওযূ করছিলেন। তিনি বললেন, 'তোমার মুখমণ্ডল বিকৃত হয়ে যাক।' অবিলম্বে তার মুখমণ্ডল তার ঘাড়ের দিকে ঘুরে গেল।

কাছীর আল নূরী আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুদায়ল থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন যে, হযরত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলেন। আমীর মু'আবিয়া (রা) তাঁকে বললেন, 'আপনি আমাদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করছেন না কেন?' উত্তরে হযরত সা'দ (রা) বললেন, 'আমার উপর প্রচণ্ড ঝড় প্রবাহিত হয়েছিল, তাতে চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল। তখন আমি বললাম, "আখ-আখ"। এরপর আমি আমার সওয়ারী বসিয়ে দিলাম। এক পর্যায়ে ঝড় থেমে গেল। চারিদিক ফর্সা হয়ে গেল। আমি পথ চিনতে পারলাম। আমি আমার গন্তব্য পথে যাত্রা করলাম।' হযরত মু'আবিয়া (রা) বললেন, 'কুরআন মজীদে "আখ-আখ" বলতে কোন শব্দ নেই। বরং আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

وَاِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا فَاِنْ بَغَتْ اِحْدٰهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِىْ تَبْغِىْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ ـ

'মু'মিনদের দু'দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাঁদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে, তারপর তাঁদের একদল অপর দলকে আক্রমণ করলে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। (সূরা ৪৯, হুজুরাত ঃ ৯)। ওহে সা'দ! আপনি তো এখন ন্যায়পন্থি দলের বিপক্ষে বিদ্রোহী দলের পক্ষেও নেই। আবার বিদ্রোহী দলের পক্ষে ন্যায় পন্থিদের বিপক্ষেও নেই। হযরত সা'দ (রা) বললেন, 'আমি সেই মানুষটির বিরুদ্ধে কখনো অস্ত্রধারণ করতে পারব না যাঁর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন

اَنْتَ مِنِّىْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسٰى غَيْرَ اَنَّهُ لَا نَبِىَّ بَعْدِىْ ـ

'তুমি আমার নিকট মূসা (আ)-এর নিকট হারূনের ন্যায়। তবে ব্যতিক্রম হল আমার পরে কোন নবী নেই।' মু'আবিয়া (রা) বললেন, 'রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই বাণীটি তাঁর মুখ থেকে আপনার সাথে আর কোন ব্যক্তি শুনেনি?' হযরত সা'দ বললেন, 'অমুক অমুক এবং উম্মু সালামা (রা) শুনেছেন।' হযরত মু'আবিয়া (রা) বললেন, 'রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখ থেকে আমি যদি এই হাদীসটি শুনতাম তাহলে আমি আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতাম না।'

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে যে, হযরত মু'আবিয়া (রা) এবং হযরত সা'দ (রা)-এর মধ্যে এই আলাপ অনুষ্ঠিত হয়েছিল মদীনাতে। হজ্জ উপলক্ষে মু'আবিয়া (রা) তখন মদীনায় গিয়েছিলেন। অতপর তাঁরা দু'জনে হযরত উম্মু সালামা (রা)-এর নিকটে গমন করেন এবং এই হাদীস সম্পর্কে তার নিকট জানতে চান। তিনি তাদের নিকট এই হাদীস হুবহু তেমনটি বর্ণনা করলেন। যেমন হযরত সা'দ (রা) বর্ণনা করেছিলেন। মু'আবিয়া (রা) বললেন, 'আজকের দিবসের পূর্বে যদি আমি এই হাদীসটি শুনতাম, তাহলে আমি হযরত আলী (রা)-এর গোলাম হয়ে থাকতাম। ততদিন পর্যন্ত আমি তার ক্রীতদাস হিসেবে থাকতাম, যতদিন না আমার কিংবা তাঁর মৃত্যু হত।' অবশ্য এর সনদে দুর্বলতা আছে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

হযরত সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি এক ব্যক্তিকে হযরত আলী (রা) ও হযরত খালিদ (রা) সম্পর্কে সমালোচনা করতে শুনেছিলেন। তিনি বললেন, 'এই লোক মূলত আমাদের দীনের-ধর্মের গভীরে পৌঁছতে পারে নি।'

মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন বলেছেন, একরাতে হযরত সা'দ (রা) তাঁর ৯ জন ক্রীতদাসীর সাথে মিলিত হয়েছিলেন। ১০ম ক্রীতদাসীর নিকট যাওয়ার পর তিনি ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ফলে ঐ ক্রীতদাসী তাঁর ঘুম ভাঙ্গাতে লজ্জাবোধ করে।

হযরত সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-এর ভাল ভাল কথাগুলোর একটি হল এই যে, তিনি তার পুত্র মুস'আবকে বলেছিলেন, 'বৎস ! তুমি যখন কিছু চাইবে তখন অল্পে তুষ্ট হবার মনোভাব নিয়ে চাইবে। কারণ যার মধ্যে অল্পে তুষ্ট হবার মনোভাব নেই প্রচুর ধন-সম্পদও তাকে পরিতৃপ্ত করতে পারে না।'

হাম্মাদ ইব্ন সালামা সিমাক ইব্ন হারব সূত্রে মুস'আব ইব্ন সা'দ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমার পিতার অন্তিমকালে তাঁর মাথা ছিল আমার কোলে। আমি তখন কেঁদে উঠলাম। বাবা বললেন, 'বৎস! কাঁদছ কেন? আল্লাহ্র কসম! মহান আল্লাহ্ আমাকে কখনো আযাব দিবেন না, আর আমি তো জান্নাতের অধিবাসী। মহান আল্লাহ্ নিজ নিজ ভাল কাজের অনুপাতে ঈমানদারদেরকে প্রতিদান দিবেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র জন্য আমল কর, আর ভাল কাজের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিদান দিবেন। তবে কাফিরদেরকে ভাল কাজের অনুপাতে শাস্তি কমিয়ে দিবেন। তাদের ভাল কাজ সব শেষ হয়ে গেলে তিনি বলবেন, এবার তোমরা যাও, যাদের জন্যে কাজ করেছিলে তাদের নিকট সওয়াব ও প্রতিদান চাও।

যুহরী (র) বলেছেন যে, হযরত সা'দ (রা)-এর মৃত্যু যখন সন্নিকটে তখন তিনি তাঁর পুরাতন জুব্বাটি আনতে বললেন। তারপর বললেন, 'তোমরা এই জুব্বা দ্বারা আমাকে কাফন পরাবে। কারণ এই জুব্বা পরিধান করে আমি বদর দিবসে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি। আজকের এই দিনে ব্যবহার করার জন্যে আমি এতদিন যাবৎ এটি লুকিয়ে রেখেছিলাম।'

হযরত সা'দ (রা)-এর ওফাত হয় মদীনার বাইরে আল-আকীক নামক স্থানে। মানুষের কাঁধে করে তাঁর মরদেহ মদীনায় নিয়ে আসা হয়। মারওয়ান তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যে সকল সহধর্মিণী তখন জীবিত ছিলেন, তাঁরা হযরত সা'দ (রা)-এর জানাযায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়। অধিকাংশ ইতিহাসবিদের মতে তাঁর ওফাত হয়েছিল এই হিজরী সনে অর্থাৎ ৫৫ হিজরী সনে। বিশুদ্ধ অভিমত অনুসারে তখন তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছরের অধিক।

আলী ইব্ন মাদীনী বলেছেন, আশারা-ই-মুবাশ্শারা তথা জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজনের মধ্যে হযরত সা'দ (রা) সবার শেষে ইন্তিকাল করেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, হযরত সা'দ (রা) হলেন সবার শেষে ওফাত প্রাপ্ত মুহাজির। হায়ছাম ইব্ন 'আদী বলেছেন যে, হযরত সা'দ (রা) ইন্তিকাল করেছেন ৫০ হিজরী সনে। আবূ মা'শার এবং আবূ নাঈম মুগীছ ইব্ন মুহাররির বলেছেন যে, হযরত সা'দ (রা)-এর ওফাত হয়েছে ৫৮ হিজরী সনে। মুগীছ এও উল্লেখ করেছেন যে, ৫৮ হিজরী সনে হযরত হাসান ইব্ন আলী (রা), হযরত আয়েশা (রা) এবং হযরত উম্মু সালামা (রা) ইন্তিকাল করেন। তবে বিশুদ্ধ অভিমত হল ৫৫ হিজরী সনে হযরত সা'দ (রা) ইন্তিকাল করেছেন। ইতিহাসবিদদের অভিমত যে, হযরত সা'দ (রা) খর্বকায়, মযবুত দেহ, শক্ত

হাত এবং লোমশ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কাল খেযাব ব্যবহার করতেন। তাঁর রেখে যাওয়া সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ২,৫০,০০০ (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) দিরহাম।

ফুদালা ইব্ন উবায়দ আনসারী আওসী (রা)

৫৫ হিজরী সনে যাঁরা ইন্তিকাল করেন তাঁদের একজন হলেন হযরত ফুদালা ইব্ন উবায়দ আনসারী আওসী (রা)। তিনি সর্বপ্রথম উহুদের যুদ্ধে অংশ নেন। বাইয়াতুর রিদওয়ান অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত ছিলেন। তিনি সিরিয়া গমন করেছিলেন। মু'আবিয়া (রা)-এর শাসনামলে আবুদ দার্দা (রা)-এর পর তিনি দামেশ্কের বিচারক ও কাযী নিযুক্ত হয়েছিলেন। আবূ উবায়দা বলেছেন যে, ফুদালা ইব্ন উবায়দ মারা গিয়েছেন ৫৩ হিজরী সনে। কেউ কেউ বলেছেন, ৬৭ হিজরী সনে। ইবনুল জাওযী তাঁর "আল-মুনতাযাম" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, এই হিজরী সনে অর্থাৎ ৫৫ হিজরী সনে ফুদালা (রা) ইন্তিকাল করেছেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

কুছাম ইব্ন আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা)

কুছাম ইব্ন আব্বাস (রা)-এর চেহারা প্রিয়নবী (সা)-এর চেহারার সাথে অধিকতর সা'দৃশ্যপূর্ণ ছিল। হযরত আলী (রা)-এর শাসনামলে কুছাম ইব্ন আব্বাস (রা)-কে মদীনার প্রশাসক নিয়োগ করা হয়েছিল। তিনি সমরকন্দের বিজয় অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং সেখানে শহীদ হয়েছিলেন।

কা'ব ইব্ন আমর আবূ য়ুসর (রা)

তিনি আনসারী সাহাবী। সুলাবী হিসেবেও তিনি পরিচিত। বাই'আতুল আকাবাতে তিনি উপস্থিত ছিলেন। তিনি বদর যুদ্ধেও অংশ নিয়েছিলেন। সেদিন তিনি হযরত আব্বাস (রা)-কে বন্দী করে ফেলেন। পরবর্তী সকল অভিযানে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে অংশ নেন।

আবূ হাতিম ও অন্যরা বলেছেন যে, ৫০ হিজরী সনে হযরত কা'ব ইব্ন আমর ইন্তিকাল করেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, তিনি হলেন বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদের মধ্যে সবার শেষে ওফাতপ্রাপ্ত সাহাবী।

হিজরী ৫৬ সন

এই হিজরী সনও আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর শাসনকালের অন্তর্ভুক্ত। এই হিজরী সনে জুনাদা ইব্‌ন আবী উমাইয়া রোমান শহরগুলো আক্রমণ করেন। কেউ কেউ বলেছেন, এই আক্রমণ পরিচালনা করেন আবদুর রহমান ইব্‌ন মাসঊদ। কেউ কেউ বলেছেন যে, এই বছর ইয়াযীদ ইব্‌ন সামুরাহ নৌ অভিযান পরিচালনা করেন। আর স্থল যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন ইয়ায ইব্‌ন হারিছ।

এই বছর রজব মাসে আমীর মু'আবিয়া (রা) উমরাহ আদায় করেন। এই হিজরী সনে হজ্জে নেতৃত্ব দেন ওয়ালীদ ইব্‌ন উত্‌বা ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান। এই সনে আমীর মু'আবিয়া (রা) হযরত উসমান (রা)-এর পুত্র সাঈদকে খোরাসানের প্রশাসক নিযুক্ত করেন। আর উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদকে ঐ পদ থেকে অপসারিত করেন। সাঈদ খোরাসানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। সেখানে তিনি সমরকন্দের 'সাগা'দ' নামকস্থানে তুর্কীদের মুখোমুখি হলেন। উভয় পক্ষে যুদ্ধ হল। বহু তুর্কী সৈনিককে তাঁরা হত্যা করলেন। মুসলিম সৈনিকদের মধ্যে থেকেও কতক লোক শহীদ হলেন। কারো কারো মতে কুসাম ইব্‌ন আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব ঐ যুদ্ধে শহীদ হন।

ইব্‌ন জারীর উল্লেখ করেছেন যে, সাঈদ ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান তাঁকে খোরাসানের শাসনকর্তা পদে নিয়োগ দানের জন্যে আমীর মু'আবিয়া (রা)-কে অনুরোধ করেছিলেন। আমীর মু'আবিয়া (রা) বললেন, 'ওখানে তো উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ কর্মরত আছে।' সাঈদ বললেন, 'আমার পিতা উসমান (রা) আপনার জন্যে অনেক কিছু করেছেন। তিনি আপনার এত উপকার করেছেন, যার ফলে আপনি আজ সর্বোচ্চ আসনে আসীন হয়েছেন। আপনি তো আমার পিতার ঐ অনুগ্রহ ও কল্যাণ সাধনের শোকরিয়া করেন নি, তাঁর অবদানের প্রতিদান দেন নি, আপনি বরং আপনার পুত্র ইয়াযীদের প্রতি ঝুঁকে পড়লেন এবং তার জন্যে বায়'আত ও শপথ নিয়ে নিলেন। আল্লাহ্‌র কসম ! আমি তো পিতৃপক্ষের বিচারে, মাতৃপক্ষের বিচারে এবং ব্যক্তিগত প্রেক্ষাপটে তার চাইতে অনেক যোগ্য ও উত্তম।

আমীর মু'আবিয়া (রা) তাঁকে বললেন, 'আমার প্রতি তোমার পিতার অনুগ্রহ ও কল্যাণ সাধনের বিনিময় ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ সম্পর্কে আমি বলছি যে, তিনি অবশ্যই কৃতজ্ঞতা পাওয়ার যোগ্য। আর ঐ কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আমি তার খুনের বিচার দাবী করেছি, যার ফলে তাঁর হত্যা রহস্য উন্মোচিত হয়েছে। আমি ঐ বিষয়ে কোন কমতি করেছি বলে মনে করি না। আর ইয়াযীদের পিতা ও তোমার পিতা সম্পর্কে আমি বলছি যে, আল্লাহ্‌র কসম ! তোমার পিতা আমার চাইতে অনেক অনেক ভাল ছিলেন। এবং তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। আর ইয়াযীদের মায়ের তুলনায় তোমার মায়ের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে আমি বলছি যে, ঐ শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কারণ কুরায়শ বংশের একজন মহিলা কালব গোত্রের একজন মহিলার চাইতে শ্রেষ্ঠ বটে। তবে ইয়াযীদের চাইতে তোমার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বক্তব্য হল, সাঈদ ইব্‌ন উসমানের ন্যায় লোকজন যদি দামেশকের প্রান্তর ভর্তি হয়ে যায় তবুও আমার নিকট সবচাইতে ভাল ও প্রিয় বিবেচিত হবে ইয়াযীদ।'

এরপর ইয়াযীদ তার পিতা আমীর মু'আবিয়া (রা)-কে বলল, 'আমীরুল মু'মিনীন! সাঈদ তো আপনার চাচাত ভাই। তার ভাল-মন্দ দেখার দায়িত্ব আপনারই বেশি। সে আমার বিষয় নিয়ে আপনাকে দোষারোপ করছে। আপনিও তাকে দোষ সৃষ্টি হয় এমন কাজে নিয়োজিত করে দিন। তারপর আমীর মু'আবিয়া (রা) সাঈদ ইব্ন উসমান (রা)-কে খোরাসানে যুদ্ধের দায়িত্ব দিলেন। তিনি সমরকন্দ এলেন। সাগাদের তুর্কীগণ তাঁর পথ রোধ করে। তিনি যুদ্ধ করেন। ওরা পরাজিত হয়। তিনি ওদেরকে ওদের শহরে অবরুদ্ধ করে রাখেন। শেষ পর্যন্ত ওরা সন্ধি স্থাপন করে। তারা ৫০ জন যুবককে মুসলমানদের হাতে যিম্মী করে রাখে। ওরা সকলে ছিল সে দেশের নেতৃস্থানীয় লোকদের সন্তান। তিনি তিরমিয নগরে অবস্থান করছিলেন। কিন্তু তুর্কীগণ তাদের প্রতিশ্রুতি পালন করে নি। সাঈদ ইব্ন উসমান (রা) ঐ যুবকদেরকে মদীনায় নিয়ে আসেন।

এই বছর অর্থাৎ ৫৬ হিজরী সনে আমীর মু'আবিয়া (রা) তাঁর পুত্র ইয়াযীদকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে জনগণ থেকে বায়'আত গ্রহণ করেন। অবশ্য মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) জীবিত থাকা অবস্থায় তিনি একবার এই উদ্যোগ নিয়েছিলেন কিন্তু তখন তা সফল হয়নি। এই প্রসঙ্গে ইব্ন জারীর..... শাবী থেকে বর্ণনা করেছেন, মুগীরা ইব্ন শুবা (রা) আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করতে এসেছিলেন। তখন মুগীরা (রা)-এর বার্ধক্য ও দুর্বলতার প্রেক্ষিতে আমীর মু'আবিয়া (রা) তাঁকে কূফার শাসনকর্তার পদ থেকে অব্যাহতি দেন এবং ঐ পদে সাঈদ ইবনুল 'আসকে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেন। এই সংবাদ শুনে মুগীরা অপমানবোধ করলেন। তিনি ইয়াযীদের নিকট গেলেন এবং তাকে পরামর্শ দিলেন যে, সে যেন তার পিতাকে অনুরোধ করে যাতে তিনি তাঁকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করেন। ইয়াযীদ তার পিতাকে অনুরোধ করে। পিতা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাকে এই পরামর্শ কে দিয়েছে?' সে বলল, 'মুগীরা দিয়েছেন।'

মুগীরার এই উদ্যোগ আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর ভাল লেগে যায়। ফলে তিনি মুগীরাকে পুনরায় তার পদে বহাল করেন এবং তাকে ইয়াযীদের বিষয়ে কার্যকরী প্রচেষ্টা চালানোর নির্দেশ দেন। মুগীরা চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে ইয়াযীদের উত্তরাধিকার বিষয়ে আমীর মু'আবিয়া (রা) যিয়াদের পরামর্শ চাইলেন। ইয়াযীদের বালখিল্যতা, খেলাধুলা ও শিকারের প্রতি তার দুর্নিবার আকর্ষণের কথা যিয়াদের জানা ছিল। তাই তিনি এটি সঙ্গত মনে করেন নি। মু'আবিয়া (রা)-কে এই কাজ থেকে বিরত রাখার জন্যে তিনি উবায়দ ইব্ন কা'ব ইব্ন নুমায়রীকে মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট পাঠান। উবায়দ ইব্ন কাব ছিল যিয়াদের অন্যতম বুদ্ধিমান বন্ধু। সে দামেশ্কের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। প্রথমে তার সাথে ইয়াযীদের দেখা হয়ে যায়। উভয়ের মধ্যে কথাবার্তা হয়। সে ইয়াযীদকে উত্তরাধিকারী দাবী করতে বারণ করে। সে ইয়াযীদকে বুঝাতে চেষ্টা করে যে, উত্তরাধিকারীত্ব দাবী করার চাইতে দাবী না করা তার জন্যে লাভজনক হবে। এই কথায় ইয়াযীদ তার দাবী ছেড়ে দেয়। উবায়দ ইব্ন কা'ব গিয়ে আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর সাথে দেখা করে। তারা দু'জনে আপাতত ঐ প্রচেষ্টা স্থগিত রাখার ব্যাপারে এক মত হন।

যিয়াদ মারা যাবার পর এই হিজরী সনে অর্থাৎ ৫৬ হিজরী সনে আমীর মু'আবিয়া (রা) পূর্ব প্রস্তাব বাস্তবায়ন এবং ইয়াযীদের পক্ষে বায়'আত গ্রহণের চেষ্টা শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর পুত্র ইয়াযীদের পক্ষে বায়'আত আদায় করেন এবং তার পক্ষে বায়'আত করার জন্যে

সারা দেশে নির্দেশ পাঠান। সমগ্র রাজ্যে লোকজন ইয়াযীদের পক্ষে বায়'আত প্রদান করে। তবে আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর (রা), আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা), ইমাম হুসায়ন ইব্ন আলী (রা), আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) বায়'আত প্রদান থেকে বিরত থাকেন। এক পর্যায়ে উমরাহ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে আমীর মু'আবিয়া (রা) মক্কা আগমন করেন। ফেরত যাবার পথে তিনি মদীনা উপস্থিত হন এবং ঐ পাঁচজনের সবাইকে ডেকে আনেন। তিনি তাঁদেরকে বায়'আত না করার ব্যাপারে শাসিয়ে দেন, হুমকি ধমকি দেন। তাঁরা আমীর মু'আবিয়া-এর কথায় প্রতিবাদ করেন। তবে সবচাইতে কঠিন ভাষায় প্রতিবাদ করেন হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর সিদ্দীক (রা)। আর নম্র ভাষা ব্যবহার করেছিলেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)। তাঁরা পাঁচজন মিম্বরের পাশে বসা ছিলেন এমন সময় আমীর মু'আবিয়া (রা) একটি ভাষণ দিলেন এবং ইয়াযীদের পক্ষে বায়'আত করার আহ্বান জানালেন। এ সময়ে উল্লেখিত পাঁচজন নিজেরা বায়'আত করেন নি আবার বায়আতে বাধাও দেন নি। হতে হতে পূর্ণ রাজ্যে ইয়াযীদের পরবর্তী খলীফা হিসেবে বায়'আত গ্রহণ শেষ হয় এবং সারা দেশ থেকে শুভেচ্ছা প্রতিনিধি দল ইয়াযীদের নিকট আসতে থাকে। আগত দলে অন্যান্যদের মধ্যে আহনাফ ইব্ন কায়সও ছিলেন।

আমীর মু'আবিয়া (রা) আহনাফ ইব্ন কায়সকে ইয়াযীদের সাথে একান্তে আলাপ করার জন্যে নির্দেশ দিলেন। দু'জনে আলাপে মিলিত হল। পরে আহনাফ বেরিয়ে এলেন। মু'আবিয়া (রা) বললেন, তোমার ভাতিজাকে কেমন দেখতে পেলে?' উত্তরে আহনাফ বললেন,'মিথ্যা বলতে গেলে আল্লাহ্র শাস্তির ভয় আছে আর সত্য বললে আপনার রোষানলে পতিত হবার ভয় আছে। বরং তার দিবা-রাত্রির কর্ম সম্পর্কে, তার ভেতর ও বাহির সম্পর্কে, তার প্রবেশ পথ ও বেরুনোর পথ সম্পর্কে, আপনি সব চাইতে বেশি অবগত আছেন। আর আপনি যা করতে চাচ্ছেন তাও আপনি ভাল জানেন। তবে আমাদের কর্তব্য হল সর্বোচ্চ পদাসীন ব্যক্তির আনুগত্য করা আর আপনার দায়িত্ব হল জন সাধারণের কল্যাণ সাধন করা।'

এদিকে আমীর মু'আবিয়া (রা) যখন ইমাম হাসান (রা)-এর সাথে আপোষ-মীমাংসা করেন তখন এই শর্তে মীমাংসা হয় যে, আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর পরে খলীফা হবেন ইমাম হাসান (রা)। ইতিমধ্যে ইমাম হাসান (রা)-এর মৃত্যু হওয়ায় আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট ইয়াযীদের বিষয়টি আরো শক্তিশালী হয়ে উঠে। তিনি মনে করতে থাকেন যে, ইয়াযীদই সিংহাসনে আরোহণের যোগ্য ব্যক্তি। এটি হয়েছে পুত্রের প্রতি পিতার মাত্রাতিরিক্ত স্নেহের কারণে এবং বিশেষত পার্থিব ব্যাপারে ইয়াযীদের যোগ্যতা ও বিচক্ষণতার কারণে। তাছাড়া তার রাজপুত্র হওয়া, যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী হওয়া এবং রাজকার্যে সুশৃঙ্খল কর্ম তৎপরতার কারণে। আমীর মু'আবিয়া (রা) মনে করতেন যে, সাহাবীদের মধ্যে কেউই এত যোগ্যতা সম্পন্ন নন। এজন্যে তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর সাথে আলাপ করার সময় বলেছিলেন, 'আমি আশংকা করছি যে, আমি প্রজা সাধারণকে রাখালবিহীন বকরী পালের ন্যায় ছেড়ে না যাই।' ইব্ন উমর (রা) বলেছিলেন, 'যদি সবাই তার হাতে বায়'আত করে, তবে আমিও করব বটে যদিও সে কানকাটা ক্রীতদাস হয়।'

ইয়াযীদকে পরবর্তী খলীফা মনোনীত করায় যারা আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর সমালোচনা করেছিলেন, তাঁদের অন্যতম হলেন, সাঈদ ইব্ন উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)। তিনি ইয়াযীদের পরিবর্তে তাকে খলীফা মনোনয়নের দাবী করেছিলেন। সাঈদ তাঁর বক্তব্যে এও

বলেছিলেন যে, আমার পিতা সব সময় আপনার কল্যাণব্রতী ছিলেন, যার ফলে আপনি সম্মান ও মর্যাদার সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। এখন আপনি আপনার পুত্রকে আমার উপর প্রাধান্য দিচ্ছেন অথচ আমি পিতা-মাতার দৃষ্টিকোণ থেকে এবং ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে তার চাইতে অনেক উত্তম। উত্তরে আমীর মু'আবিয়া (রা) তাঁকে বললেন, 'আমার প্রতি তোমার পিতার অনুগ্রহ ও অবদান অনস্বীকার্য। ইয়াযীদের পিতার চাইতে তোমার পিতার শ্রেষ্ঠত্ব তাও সত্য। তোমার মাতা হলেন কুরায়শ বংশীয় মহিলা, আর তার মাতা হল কালবী বংশীয়। এই বিচারে তোমার মাতা তার মাতার চাইতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ব্যক্তিগত বিচারে তুমি তার চাইতে উত্তম হবার যে কথাটি তুমি বলেছ, সে বিষয়ে আমার বক্তব্য হল, তোমার মত হাজার মানুষে যদি দামেশ্‌কের প্রান্তর ভর্তি হয়ে যায় তবুও তোমাদের সকলের চাইতে ইয়াযীদই হবে আমার নিকট অধিক প্রিয় ও উত্তম।'

আমরা আমীর মু'আবিয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেছি যে, একদিন তিনি খুত্‌বায় বলেছিলেন-

اَللّٰهُمَّ ان كنت تعلم الى وليته لانى فيما اراه اهل لذكن فاتجم له ما وليته وان كنت وليته لانى احبه فلا انتم له ما وليته ـ

'হে আল্লাহ্! ইয়াযীদকে আমি যে পদের জন্যে মনোনীত করেছি আপনি যদি মনে করেন যে, সে ঐ পদের জন্যে উপযুক্ত, তাহলে এই মনোনয়নে পূর্ণতা দান করুন। আর যদি আপনি তাকে অযোগ্য মনে করেন এবং এটা মনে করেন যে, শুধু পিতৃস্নেহে বিভোর হয়ে আমি তাকে এই পদে মনোনয়ন দিয়েছি তবে তাতে পূর্ণতা দিবেন না।'

হাফিজ ইব্‌ন আসাকির উল্লেখ করেছেন যে, একরাতে আমীর মু'আবিয়া (রা) তাঁর উপদেষ্টাদের সাথে এক পরামর্শ সভায় মিলিত হলেন। তিনি তাদেরকে এমন একজন মহিলার বর্ণনা দিতে বললেন, যার পুত্র হবে সাহসী ও নেতৃত্বের গুণাবলী সম্পন্ন। তারা এমন মহিলার বর্ণনা দিল যাদের প্রসব করা সন্তানদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী থাকবে। আমীর মু'আবিয়া (রা) বললেন, 'ঐ রকম একজন মহিলার খোঁজ পাওয়া গেলে তো ভালই হত।' তার উপদেষ্টা পরিষদের জনৈক সদস্য বলল, 'আমীরুল মু'মিনীন! আমার নিকট ঐ গুণে গুণবতী একজন মহিলার খোঁজ আছে।' আমীর মু'আবিয়া (রা) বললেন, 'কে সে?' সে বলল, 'আমীরুল মু'মিনীন ! সে হল আমার কন্যা।' তারপর আমীর মু'আবিয়া (রা) তাকে বিয়ে করেন এবং ঐ মহিলার পেটে ইয়াযীদের জন্ম হয়। ফলে একজন মেধাবী, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ নেতা হিসাবে ইয়াযীদ জন্মগ্রহণ করে।

এরপর আমীর মু'আবিয়া (রা) অন্য এক মহিলাকে বিয়ে করেন। ঐ স্ত্রীর গর্ভে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। এদিকে আমীর মু'আবিয়া (রা) ইয়াযীদের মাতাকে অবজ্ঞা করেন। ফলে সে ঘরের একপাশে বসবাস করত। একদিন আমীর মু'আবিয়া (রা) পর্যবেক্ষণে বের হলেন। তাঁর সাথে ছিল দ্বিতীয় স্ত্রী। হঠাৎ তিনি দেখলেন যে, ইয়াযীদের মাতা তাঁর চুল আঁচড়ে দিচ্ছিল। তা দেখে মু'আবিয়া (রা)-এর দ্বিতীয় স্ত্রী ঘৃণা ভরে বলেছিল 'তাকে এবং সে যার চুল আঁচড়াচ্ছে তাকে আল্লাহ্ লাঞ্ছিত করুন।' একথা শুনে মু'আবিয়া (রা) বললেন, 'তা কেন? আল্লাহ্‌র কসম ! ওর ছেলে তোমার ছেলে অপেক্ষা অনেক সাহসী ও বুদ্ধিমান। তুমি চাইলে আমি তা প্রমাণ করে দেব।' এরপর তিনি দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে জন্ম নেয়া ছেলেকে ডাকলেন।

তাকে বললেন, 'আমীরুল মু'মিনীন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, তুমি তার নিকট যা চাইবে তিনি তা-ই দেবেন, এবার তুমি তোমার আকাঙ্ক্ষার কথা তাঁকে জানাও, তোমার কাম্য বস্তু তার নিকট চাও।' ছেলেটি বলল, 'আমি আমীরুল মু'মিনীনের নিকট আবেদন করছি, তিনি যেন আমাকে শিকার করার জন্যে কতগুলো কুকুর এবং ঘোড়া দেন। আর কতক মানুষ দেন যারা শিকারকার্যে আমায় সহযোগিতা করবে।' মু'আবিয়া (রা) বললেন, 'তোমাকে ওগুলো সরবরাহ করার জন্য আমি নির্দেশ দিলাম।' এরপর তিনি ইয়াযীদকে ডাকলেন। তার ভাইকে যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন তাকেও সেই প্রস্তাব দিলেন। ইয়াযীদ বলল,'এই মুহূর্তে যদি আমীরুল মু'মিনীন আমাকে এই "চাওয়া" থেকে রেহাই দেন তাহলে ভাল হয়।' মু'আবিয়া (রা) বললেন, 'এখনই চাইতে হবে। এখনই তোমার চাহিদার কথা জানাতে হবে।' ইয়াযীদ বলল, 'আমীরুল মু'মিনীন ! আল্লাহ্ আপনার হায়াত দারাজ করুন। আমি চাই যে, আপনার পর আমি সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হব। কারণ আমি জানতে পেরেছি যে, ন্যায়পরায়ণতার সাথে প্রজা সাধারণের উপর একদিনের শাসন পরিচালনা ৫০০ বছরের ইবাদতের চাইতে উত্তম।' মু'আবিয়া (রা) বললেন, 'আমি তোমার আবেদন মঞ্জুর করলাম।' এরপর তিনি তার দ্বিতীয় স্ত্রীকে বললেন, 'কেমন দেখলে?' তখন সে আপন পুত্রের উপর ইয়াযীদের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা উপলব্ধি করল।

ইবনুল জাওযী উল্লেখ করেছেন যে, উবাদা ইব্ন উবাদা ইব্ন সামিতের স্ত্রী উম্মু হারাম বিনত মিলহান এই হিজরী সনে অর্থাৎ ৫৬ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। কিন্তু বিশুদ্ধ অভিমত হল উম্মু হারাম (রা) ইন্তিকাল করেন, হযরত উসমান (রা)-এর শাসনামলে ২৭ হিজরী সনে। উম্মু হারাম ও তার স্বামী উবাদা (রা) দু'জনই হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর সাথে ছিলেন, যখন হযরত মু'আবিয়া (রা) সাইপ্রাস আক্রমণ করেন। ঐ সময়ে উম্মু হারামের খচ্চর তাঁকে পদদলিত করে এবং তিনি সেখানে ইন্তিকাল করেন। তার কবর রয়েছে সেই সাইপ্রাস অঞ্চলে।

ইবনুল জাওযী যে উল্লেখ করেছেন ৫৬ হিজরী সনে উম্মু হারাম ইন্তিকাল করেছেন, তার এমন বক্তব্য আশ্চর্যজনক বটে। কারণ ইবনুল জাওযী হযরত উম্মু হারামের জীবনী উল্লেখ করতে গিয়ে তাঁর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বর্ণিত হাদীসটি এনেছেন। সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে উল্লেখিত ঐ হাদীস আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন উম্ম হারাম (রা)-এর গৃহে দিবা নিদ্রায় মগ্ন হয়েছিলেন। তখন তিনি স্বপ্ন দেখলেন যে, তাঁর উম্মতের একদল লোক আল্লাহ্র পথে জিহাদ করতে গিয়ে বিজয়ী রাজা-মহারাজার মত উত্তাল সমুদ্রের মাঝখানে চলে গিয়েছে। উম্মু হারাম (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে অনুরোধ করলেন, তাঁকে ঐ মুজাহিদ দলে অন্তর্ভুক্ত করার জন্যে তিনি যেন আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উম্মু হারামের ঐ দলে অন্তর্ভুক্তির জন্যে আল্লাহ্র নিকট দু'আ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবার ঘুমিয়ে পড়লেন এবং একই স্বপ্ন দেখলেন। উম্মু হারাম বললেন, 'আমাকে ঐ দলে অন্তর্ভুক্ত করার জন্যে আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করুন।' রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, 'না, এই দলের অন্তর্ভুক্ত নও, তুমি বরং প্রথম নৌ-অভিযাত্রী দলের অন্তর্ভুক্ত।' এই প্রথম নৌ অভিযাত্রী হল সেই দল যারা নৌ অভিযানের মাধ্যমে সাইপ্রাস জয় করেছে। উম্মু হারাম (রা) ঐ দলে শামিল ছিলেন এবং বাহনের পদদলনে নিহত হয়েছিলেন। এই অভিযান পরিচালিত হয়েছিল ২৭ হিজরী সনে। পরবর্তী নৌ-অভিযানে যাঁরা

রোমান শহরগুলো জয় করেছেন, উম্মু হারাম (রা) তাঁদের সাথে ছিলেন না। পরবর্তী অভিযান পরিচালিত হয়েছিল ৫১ হিজরী সনে। ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়া এবং আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) ঐ দলে শামিল ছিলেন। ঐ অভিযানে হযরত আবূ আইয়ূব (রা) ইন্তিকাল করেন এবং কনষ্ট্যান্টিনোপলের প্রাচীরের নিকটে তাঁকে দাফন করা হয়। সেখানে তাঁর কবর রয়েছে। দালাইলুন নুবুওয়াহ প্রসঙ্গে আমরা বিষয়টি প্রমাণসহ উল্লেখ করেছি।

হিজরী ৫৭ সন

এই হিজরী সনে আবদুল্লাহ্ ইব্ন কায়স রোমান নগরগুলোতে অভিযান পরিচালনা করেন। ওয়াকিদী বলেছেন, এই হিজরী সনের শাওয়াল মাসে আমীর মু'আবিয়া (রা) মারওয়ান ইব্ন হাকামকে মদীনার শাসনকর্তার পদ থেকে অপসারণ করেন এবং ওয়ালীদ ইব্ন উত্বা ইব্ন আবূ সুফিয়ানকে ঐ পদে নিয়োগ দেন। এই বছর হজ্জ সম্পাদন করেন ওয়ালীদ ইব্ন উত্বা। কারণ তিনি ছিলেন মদীনার শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত। কূফার শাসনকর্তার পদে ছিলেন দাহ্হাক ইব্ন কায়স। বসরায় উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ। খোরাসানে শাসনকর্তার পদে ছিলেন, সাঈদ ইব্ন উসমান (রা)।

ইবনুল জাওযী (র) বলেছেন যে, এই হিজরী সনে অর্থাৎ ৫৭ হিজরী সনে উসমান ইব্ন হুনায়ফ আনসারী আওসী (রা) ইন্তিকাল করেন। তিনি ছিলেন উবাদা ইব্ন হুনায়ফ ও সাহ্ল ইব্ন হুনায়ফের ভাই। খলীফা উমর (রা) তাঁকে ইরাকের খাজনা সংগ্রহের জন্যে পাঠিয়েছিলেন। হযরত উমর (রা) তাকে কূফার শাসনকর্তার পদে নিয়োগ করেছিলেন। হযরত তালহা ও যুবায়র (রা) যখন হযরত আয়েশা (রা)-এর সমর্থনে কূফা আসেন এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন কায়স সরকারী কার্যালয় তাদের হাতে ছেড়ে দিতে অস্বীকৃতি জানান, তখন তাঁর দাঁড়ী, চোখের ভ্রু ও পলক উপড়ে ফেলা হয়। তার সমগ্র মুখমণ্ডল বিকৃত করা হয়। পরবর্তীতে যখন হযরত আলী (রা) এলেন এবং শহর তাঁর হাতে ছেড়ে দিলেন তখন তিনি বললেন, 'আমীরুল মু'মিনীন! আমি আপনাকে যখন ছেড়ে এসেছিলাম তখন আমি ছিলাম দাড়িওয়ালা লোক আর এখন আপনার সাথে যখন মিলিত হলাম তখন আমি দাড়ি-গোফ বিহীন যুবক।' তার কথা শুনে হযরত আলী মুচকি হাসলেন এবং বললেন, 'আল্লাহ্র নিকট তুমি-এর পুরস্কার পাবে।'

মুসনাদ ও সুনান গ্রন্থে উসমান ইব্ন হুনায়ফের এক অন্ধ ব্যক্তি সম্পর্কিত একটি হাদীস রয়েছে। এক অন্ধ লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে আবেদন করেছিল। তিনি যেন আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করেন। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তার দৃষ্টি ফিরিয়ে দিলেন। ইমাম নাসাঈ (র) তাঁর অন্য একটি হাদীসও উদ্ধৃত করেছেন। ইবনুল জাওযী ব্যতীত অন্য কেউ উসমান ইব্ন হুনায়ফের মৃত্যু তারিখ উল্লেখ করেছেন বলে আমার জানা নেই।

হিজরী ৫৮ সন

এই হিজরী সনে মালিক ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ খাছ'আমী রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। ওয়াকিদী বলেছেন যে, কারো কারো মতে এই হিজরী সনে ইয়াযীদ ইব্‌ন শাজারা নৌ অভিযান পরিচালনা করেন। কারো কারো মতে নৌ-অভিযান এবং রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন জুনাদা ইব্‌ন আবূ উমাইয়া। আবার কেউ বলেছেন যে, এই বছর রোমান এলাকা আক্রমণে নেতৃত্ব দিয়েছেন আমর ইব্‌ন ইয়াযীদ জুহানী।

আবূ মা'শার এবং ওয়াকিদী বলেছেন যে, এই বছর হজ্জ পরিচালনা করেন ওয়ালীদ ইব্‌ন উত্‌বা ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান। এই বছর আমীর মু'আবিয়া (রা) আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন আবূ রাবী'আ ছাকাফীকে কূফার শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করেন। আবদুর রহমান হলেন উম্মু হাকামের পুত্র। আর উম্মু হাকাম হল আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর বোন। তিনি দাহ্‌হাক ইব্‌ন কায়সকে কূফার শাসনকর্তার পদ থেকে অপসারণ করেন। আবদুর রহমান ইব্‌ন উম্মু হাকাম শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত হবার পর যায়দা ইব্‌ন কুদামাকে তার পুলিশ প্রধান পদে নিয়োগ দেন। তার শাসনামলে খারিজিগণ প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই ঘটনায় হাইয়ান ইব্‌ন দুবয়ান সুলামী খারিজিদের নেতৃত্ব দেন। আবদুর রহমান তাদের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। তারা সকল খারিজিকে হত্যা করে। এরপর তিনি কূফাবাসীদের সাথে খুবই দুর্ব্যবহার শুরু করেন। ওরা তাঁকে কূফা থেকে বের করে দেয়। আবদুর রহমান তাঁর মামা আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট ফিরে আসেন। তাঁকে সকল ঘটনা অবহিত করেন। তিনি বললেন, 'তাহলে তোমাকে মিসরের শাসনকর্তা পদে নিযুক্ত করব। সেটি তোমার জন্যে ভাল হবে।' তারপর তাঁকে মিসরের শাসনকর্তারূপে নিয়োগ দেন।

আবদুর রহমান নতুন পদে যোগদানের জন্যে মিসরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। মিসর থেকে দুই মাইল দূরে তাঁর সাথে সাক্ষাত হয় মু'আবিয়া ইব্‌ন খুদায়জের। মু'আবিয়া ইব্‌ন খুদায়জ বললেন, 'আপনাকে আমরা মিসরে প্রবেশ করতে দেব না এবং সেখানে কোন মন্দ আচরণের সুযোগ দেব না। কূফায় আমাদের ভাইদের সাথে আপনার মন্দ আচরণের কথা আমাদের জানা আছে।' আবদুর রহমান আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট ফিরে আসেন। এদিকে মু'আবিয়া ইব্‌ন খুদায়জ ও আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট উপস্থিত হন। সেখানে আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর বোন এবং আবদুর রহমানের মাতা উম্মু হাকাম উপস্থিত ছিলেন। এই সেই আবদুর রহমান যাঁকে কূফাবাসীগণও তাড়িয়ে দিয়েছিল, মিসরবাসীগণও তাড়িয়ে দিয়েছিল। আমীর মু'আবিয়া (রা) মু'আবিয়া ইব্‌ন খুদায়জকে দেখে বললেন, বাহ্, বাহ্, এই যে, মু'আবিয়া ইব্‌ন খুদায়জ।

উম্মু হাকাম মু'আবিয়া ইব্‌ন খুদায়জকে শাসিয়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি ভাল কাজ কর নি। আমার প্রতিশোধের কথা শোনার চাইতে তা দেখাই তোমার জন্যে কল্যাণকর।' মু'আবিয়া ইব্‌ন খুদায়জ উত্তরে বললেন, 'হে উম্মু হাকাম! ধীরে চলুন, থামুন। আল্লাহ্‌র কসম ! আপনি তো একজন লোককে বিয়ে করেছেন তাতে বংশ মর্যাদা বজায় রাখেননি। একটি ছেলে প্রসব করেছেন, তা ভাল ছেলে প্রসব করেন নি। আপনি মনে করেছেন যে, আপনার পাপাচারী

ছেলেকে আমাদের উপর শাসনকর্তা নিযুক্ত করবেন আর সে আমাদের ভাই কূফাবাসীদের সাথে যে মন্দ ও কলুষিত আচরণ করেছে আমাদের সাথেও সেই আচরণ করবে। আল্লাহ্ তা পছন্দ করবেন না। যদি সে আমাদের রাজ্যে যায়, তবে আমরা তাকে এমন প্রহার করবে যে, তার মাথা মাটিতে নুইয়ে পড়বে। সিংহাসনে আসীন আমীরুল মু'মিনীন আমাদের কাজ পছন্দ না করলেও আমরা তাকে তাই করব। অর্থাৎ আমীর মু'আবিয়া (রা) যদি আমাদের এই কাজ পছন্দ নাও করেন তাও আবদুর রহমানকে আমরা মেরে তাড়িয়ে দেব-ই। এবার আমীর মু'আবিয়া (রা) তাঁর বোন উম্মু হাকামের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যথেষ্ট হয়েছে।'

এক আজব ঘটনা

ইবনুল জাওযী তাঁর "আল মুনতাযাম" গ্রন্থে নিজ সনদে এই ঘটনা উল্লেখ করেছেন। বানূ আযরা গোত্রের এক যুবকের মধ্যে আবদুর রহমান ইব্ন উম্মু হাকামের মধ্যে এই ঘটনা ঘটেছিল।

একদিন আমীর মু'আবিয়া (রা) খাবার সামনে নিয়ে বসা ছিলেন। হঠাৎ বানূ আযরা গোত্রের এক যুবক তার সম্মুখে এসে হাযির হয়। সে তাঁর সম্মুখে নিজের স্ত্রী সু'আদের বিরহ ব্যথা সম্বলিত এক প্রেমগীতি আবৃত্তি করে। আমীর মু'আবিয়া (রা) তাকে আরো কাছে টেনে নিলেন এবং তার বক্তব্য শুনতে চাইলেন। সে বলল, 'আমীরুল মু'মিনীন! আমি আমার চাচাত বোনকে বিয়ে করেছিলাম। তখন আমার প্রচুর উট ও বকরী-সম্পদ ছিল। আমার স্ত্রীর মনোরঞ্জন ও সুখের জন্য আমি আমার ঐ সম্পদ ব্যয় করি। আমার সম্পদ কমে যাওয়ার পর আমার শ্বশুর আমার প্রতি নারাজ হয়ে যান এবং আপনার নিযুক্ত কূফার শাসক আবদুর রহমান ইব্ন উম্মু হাকামের নিকট আমার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। ইতিমধ্যে আমার স্ত্রীর রূপ ও সৌন্দর্যের কথা সে অবগত হয়। তারপর সে আমাকে লোহার শিকলে আবদ্ধ করে ফেলে এবং আমি যেন আমার স্ত্রীকে তালাক দিই তার জন্যে বাধ্য করে। আমি স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিই। ইদ্দত শেষ হবার পর আপনার শাসক ইব্ন উম্মু হাকাম ঐ মহিলাকে দশ হাজার দিরহাম প্রদান করে এবং তাকে বিয়ে করে। হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি হলেন অসহায়ের সহায়, মজলুমের আশ্রয়, দুঃখী মানুষের দুঃখ নিবারণকারী, এখন আমার জন্যে কি কিছু করবেন?' এই বলে সে কেঁদে ফেলে এবং নিম্নের পংক্তিমালা উচ্চারণ করে–

فِى الْقَلْبِ مِنِّىْ نَارٌ ـ وَالنَّارُ فِيْهَا شَرَارُ

'এখন আমার অন্তরে শুধু আগুন আর আগুন। ঐ আগুন হল স্ফুলিঙ্গময়।'

وَالْجِسْمُ مِنِّىْ نَحِيْلٌ ـ وَاللَّوْنُ فِيْهِ اصْفِرَارُ

'আমার দেহ এখন দুর্বল ও ক্ষীণ। আমার দেহের রং এখন হলুদ-পীতবর্ণ।'

وَالْعَيْنُ تَبْكِىْ بِشَجْوٍ ـ فَدَمْعُهَا مِدْرَارُ

'বেদনার কশাঘাতে আমার চক্ষু কাঁদছে। আমার অশ্রু প্রবাহ এখন স্রোত বেগে প্রবাহিত হচ্ছে।'

وَالْحُبُّ دَاءٌ عَسِيْرٌ ـ فِيْهِ الطَّبِيْبُ يُحَارُ

'প্রেম-ভালবাসা এক দুরারোগ্য ব্যধি। তা সারাতে গিয়ে ডাক্তারও হতভম্ব হয়ে যায়।'

حُمِّلْتُ فِيْهِ عَظِيْمًا ـ فَمَا عَلَيْهِ اصْطِبَارُ

'এই বিরহ ব্যথায় আমি অনেক ধৈর্যধারণ করেছি, এখন আমার আর ধৈর্যধারণের সামর্থ্য নেই।'

فَلَيْسَ لَيْلِى بِلَيْلٍ ــ وَلاَ نَهَارِى نَهَارُ

'এখন আমার রাত রাত নয় আর দিনও দিন নয়।'

যুবকের আবেগ ও বিরহগাথা শুনে আমীর মু'আবিয়া (রা) তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়েন এবং ঐ অপকর্মের জন্যে গাল-মন্দ করে ইবন উম্মু হাকামকে চিঠি লিখেন। তিনি লিখিত নির্দেশ দেন, যেন সে ঐ মহিলাকে এক বাক্যে তালাক দিয়ে দেয়।

আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর চিঠি পেয়ে ঐ মহিলার প্রতি তার আকর্ষণ আরো বেড়ে যায় এবং সে বলে যে, আমি এতেও রাযী আছি যে, আমীর মু'আবিয়া আমাকে এক বছর ঐ মহিলার সাথে থাকতে দিবেন এবং তারপর আমাকে তরবারী দ্বারা হত্যা করবেন। সে বারবার ওকে তালাক দেয়ার জন্যে নিজের মনের সাথে বোঝাপড়া করছিল। কিন্তু তার মন তাতে সমর্থন দিচ্ছিল না। এদিকে পত্রবাহক বারবার তাকে নির্দেশ পালনের তাগিদ দিচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত সে মহিলাটিকে তালাক দিয়ে প্রতিনিধি দলের সাথে আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট পাঠিয়ে দিল।

সে এসে আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর সম্মুখে দণ্ডায়মান হল। আমীর মু'আবিয়া নয়ন জুড়ানো চমৎকার এক রমণীকে দেখতে পেলেন। তিনি তার সাথে কথা বললেন, হায়! ঐ রমণী তো অন্যতম বিশুদ্ধভাষী, মিষ্টভাষী ও শ্রেষ্ঠ রূপবতী। আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর ঐ মহিলাকে ভাল লেগেছিল। তিনি তাঁর চাচাত ভাই ও প্রাক্তন স্বামীকে বললেন, 'হে বেদুইন লোক! এই মহিলার বিনিময়ে তুমি কি চাও? কত চাও, কেমন আকর্ষণীয় বস্তু চাও?' লোকটি বলল, 'হ্যাঁ, চাইব বটে, তবে আমার মাথা ও দেহ এক সাথে থাকা পর্যন্ত নয়। দু'টো অঙ্গ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার পর তা নেব বটে।' এ কথা বলে সে নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করল—

لاَ تَجْعَلْنِى وَالْأَمْثَالُ تُضْرَبُ بِىْ
كَالْمُسْتَغِيْثُ مِنَ الرَّمْضَاءِ مِنَ النَّارِ

'আমার এমন পরিণতি যেন না হয় যে, আমাকে প্রবাদ বাক্যে পরিণত হতে হবে। যেমন কেউ বিপদ থেকে পালাতে গিয়ে আরো বড় বিপদের সম্মুখিন হয়।'

أُرَدِّدُ سُعَادَ عَلَى حَيْرَانِ مُكْتَسِبِ
يُمْسِى وَيُصْبِحُ فِى هَمٍّ وَتَذْكَارِ

'আমি তো হয়রান-পেরেশান ও দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সু'আদকে খুঁজে ফিরছি। আমার দিন-রজনী কাটে তার বিরহ ব্যথায় আর তার স্মরণে।'

قَدْ سَقَّهُ قَلَقٌ مَا مِثْلُهُ قَلَقٌ ــ وَاَسْعَرَ الْقَلْبَ مِنْهُ اَىُّ اسْعَارِ

'আমি তো এমন এক ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছি তুলনাহীন দুঃখ যাকে রুগ্ন ও দুর্বল ক্ষীণকায় করে তুলেছে। যার অন্তরে জ্বলছে ব্যথার শিখাময় আগুন।'

وَاللهِ وَاللهِ لاَ اَنْسَى مَحَبَّتَهَا ــ حَتَّى اَغِيْبَ فِى رَمْسِى وَاَحْجَارِى

'আল্লাহ্! আল্লাহ্র কসম, আমি তার ভালবাসা ভুলতে পারব না। যতক্ষণ না কবরের মাটি ও পাথরের মধ্যে অদৃশ্য হই।'

كَيْفَ السُّلُوْمُ وَقَدْ هَامَ الْفُؤَادُ بِهَا
وَاَصْبَحَ الْقَلْبُ عَنْهَا غَيْرُ صَبَارٍ

'আহ ! কেমন করে আমি তাকে ভুলব, আমার সমগ্র হৃদয় জুড়ে তো তার উপলব্ধি। তার জন্যে তো আমার অন্তর ধৈর্যচ্যুত হয়ে পড়েছে।'

এবার মু'আবিয়া (রা) বললেন, 'তবে আমি মহিলাটিকে ইখতিয়ার দেব সে আমি, তুমি ও ইব্ন উম্মু হাকাম এই তিনজনের যে কোন একজনকে জীবনসঙ্গী হিসাবে বেছে নেবে।' এবার মহিলাটি নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করল-

هَذَا وَاِنْ اَصْبَحَ فِىْ اِطَارٍ — وَكَانَ فِىْ نَقْصٍ مِنَ الْيَسَارِ

'এই লোক যদিও সে রুগ্ন ও দুর্বল হয়ে গিয়েছে, যদিও সে দরিদ্র ও সম্পদহীন হয়ে গিয়েছে'

اَحَبُّ عِنْدِىْ مِنْ اَبِىْ وَجَارِىْ — وَصَاحِبِ الدِّرْهَمِ وَ الدِّيْنَارِ

'তবুও সে আমার প্রিয়তম মানুষ। সে আমার পিতা, আমার আশ্রয়দাতা এবং কাড়ি কাড়ি স্বর্ণ-রূপার মালিকের চাইতে আমার নিকট অধিক প্রিয়।' اَخْشَى اِنْ غَدَرْتُ حَرَّ النَّارِ 'তবে বিশ্বাসঘাতকতা করলে আগুনে জ্বলতে হবে। সেই ভয়ও আমার রয়েছে।'

বর্ণনাকারী বলেন, মহিলাটির কথা শুনে আমীর মু'আবিয়া হেসে উঠলেন এবং ঐ যুবককে দশ হাজার রৌপ্য, মুদ্রা এবং একটি সওয়ারী উপহার দিলেন। আর মহিলাটির ইদ্দত শেষ হবার পর তাকে ঐ যুবকের সাথে বিয়ে দিয়ে তার হাতে সোপর্দ করে দিলেন। অবশ্য এখানে আমরা দীর্ঘ হবার আশঙ্কায় কতক কবিতা ছেড়ে দিয়েছি।

এই হিজরী সনে উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ এবং খারেজী সম্প্রদায়ের মধ্যে দীর্ঘ সংঘর্ষ বিদ্যমান থাকে। সে অনেক খারেজীকে হত্যা করে এবং অন্যদেরকে বন্দী করে ফেলে। তার পিতা যিয়াদের মত সেও খারেজীদের প্রতি ছিল কঠোর এবং খড়গহস্ত। মহান আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

হিজরী ৫৮ সনে যাঁদের ওফাত হয়

সাঈদ ইবনুল 'আস ইব্ন উমাইয়া ইব্ন আব্দ শাম্স ইব্ন আব্দ মানাফ কুরায়শী উমাবী

এই হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। তার পিতা বদর দিবসে কাফির অবস্থায় নিহত হয়। হযরত আলী (রা) তাকে হত্যা করেন। হযরত সাঈদ লালিত-পালিত হয়েছিলেন হযরত উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-এর নিকট। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের সময় সাঈদ (রা)-এর বয়স ছিল নয় বছর। তিনি নেতৃস্থানীয় মুসলমান এবং দানশীল ব্যক্তিরূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তার নানা সাঈদ ইবনুল 'আস ওরফে আবূ আজনিহাহ্ শীর্ষস্থানীয় কুরাইশ নেতা ছিলেন। তার উপাধি ছিল যু-তাজ বা মুকুটধারী ব্যক্তি। কারণ তিনি যখন পাগড়ি পরিধান করতেন তখন তাঁর সম্মানার্থে অন্য কেউ পাগড়ি পরিধান করত না।

হযরত সাঈদ (রা) দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা)-এর শাসনামলে সুওয়াদ অঞ্চলের প্রশাসক ছিলেন। হযরত উসমান (রা) তাঁকে কুরআনের কপি লেখকদের দলভুক্ত করেছিলেন। এটি করেছিলেন তাঁর ভাষাগত দক্ষতার কারণে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র দাড়ির সাথে তার

দাড়ির মিল ছিল সর্বাধিক। কুরআন মজীদ প্রকাশ, কুরআন শিক্ষা প্রদান এবং কুরআন লেখার জন্যে মনোনীত ১২ সদস্যের কমিটিতে তিনি ছিলেন অন্যতম সদস্য। ঐ কমিটিতে হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) এবং হযরত যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা)-ও ছিলেন।

হযরত উসমান (রা) তার শাসনামলে ওয়ালীদ ইব্‌ন উকবাকে কূফার শাসনকর্তার পদ থেকে অপসারিত করে সাঈদ ইবনুল 'আসকে ঐ পদে নিয়োগ করেন। তিনি তখন তাবারস্থান ও জুরজান প্রদেশ জয় করেন। আজরবাইজানের জনগণ সমঝোতা চুক্তি ভঙ্গ করলে তিনি ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং সেই প্রদেশ জয় করেন।

হযরত উসমান (রা)-এর ইন্‌তিকালের পর হযরত আলী (রা) ও হযরত আয়েশা (রা) এবং আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর মধ্যে যে বিবাদ সৃষ্টি হয় তিনি তার সংস্পর্শ থেকে নিজেকে দূরে রাখেন। তিনি জামাল যুদ্ধেও অংশ নেন নি। সিফ্‌ফীন যুদ্ধেও অংশ নেন নি। অবশেষে আমীর মু'আবিয়া (রা) নিজের পক্ষে যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সুসংহত করে নেন, তখন তিনি তার নিকট প্রতিনিধিরূপে আসেন। মু'আবিয়া তার সমালোচনা করেন। সাঈদ ইবনুল 'আস ওযর পেশ করেন। দীর্ঘ বক্তব্যের পর আমীর মু'আবিয়া (রা) ঐ ওযর গ্রহণ করেন। তিনি তাকে দু'বার মদীনার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন এবং দু'বারই মারওয়ান ইব্‌ন হাকামকে তাঁর পদে নিয়োগ দিয়ে তাঁকে বরখাস্ত করেন।

সাঈদ ইবনুল 'আস (র) হযরত আলী (রা)-কে মন্দ বলতেন না। মারওয়ান হযরত আলী (রা)-কে মন্দ বলত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে, উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা) থেকে, উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) থেকে এবং হযরত অয়েশা (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। অন্য দিকে তাঁর দু'পুত্র আমর ও আবূ সাঈদ সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার, উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (রা) প্রমুখ তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। অবশ্য সিহাহ্ সিত্তাহ ও মুসনাদ গ্রন্থে তাঁর কোন হাদীস নেই।

তিনি একজন সৎ ও ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। প্রতি জুম'আ পরে তিনি তার বন্ধু-বান্ধবদেরকে দাওয়াত দিয়ে খাবার খাওয়াতেন। জামা-কাপড় প্রদান করতেন এবং বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্যে অন্যান্য উপহার ও কল্যাণকর বস্তু প্রদান করতেন। তিনি টাকার থলি বেঁধে রাখতেন এবং জুম'আবারে মসজিদে উপস্থিত গরীব-দুঃখী মুসল্লীদের সেগুলো বিলি করে দিতেন।

ইব্‌ন আসাকির বলেছেন যে, সাঈদ ইবনুল 'আসের দামেশ্‌কে একটি বাড়ি ছিল। সেটি দার-ই-জুনাঈম এবং হাম্মাম-ই-নাঈম নামে পরিচিত ছিল। সেটির অবস্থান ছিল দীমাম-এর পাশে। পরবর্তীতে তিনি মদীনায় ফিরে আসেন এবং সেখানেই ইন্তিকাল করেন। তিনি একজন দানশীল, সম্ভ্রান্ত ও প্রশংসাযোগ্য লোক ছিলেন। এরপর ইব্‌ন আসাকির ইয়াকূব ইব্‌ন সুফ্‌য়ান সূত্রে বর্ণিত সাঈদ ইবনুল 'আসের একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। সেটি এই, আবূ সাঈদ জু'ফী.... সাঈদ ইবনুল 'আস থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন-

خِيَارُكُمْ فِى الاِسْلاَمِ خِيَارُكُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ ـ

'তোমাদের মধ্যে জাহেলী যুগে যারা ভাল ছিল (ইসলাম গ্রহণের পর) ইসলামী যুগেও তারা ভাল।' অন্যদিকে যুবায়র ইব্‌ন বাক্‌কার..... সাঈদ সূত্রে ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একদিন এক মহিলা একটি চাদর নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন যে, আমি মানত করেছি এই চাদরটি দান করব আরবের অন্যতম সম্মানিত ব্যক্তিকে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, 'তাহলে চাদরটি এই বালককে দিয়ে দাও।' অর্থাৎ সাঈদ ইবনুল

'আসকে। সাঈদ ইবনুল 'আস তখন ওখানে দাঁড়ানো ছিলেন। এজন্যে জামা-কাপড়কে "সাঈদিয়্যাস" বলা হয়। তার সম্বন্ধে কবি ফারাযদাক বলেছেন-

تَرَى الْغُرَّ الْجَحَاجِحَ مِنْ قُرَيْشٍ ـ اِذَا مَا الْخَطْبُ الْحَدَثَانُ عَلَا ـ

'যুবক শ্রেণীর মধ্যে সাঈদ ইবনুল আসের বক্তৃতা যখন বলিষ্ঠ কণ্ঠে উচ্চারিত হয় তখন তুমি কুরায়শের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে দেখবে যে,'

قِيَامًا يَنْظُرُوْنَ اِلَىٰ سَعِيْدٍ ـ كَاَنَّهُمْ يَرَوْنَ بِهِ هِلَالًا ـ

'তারা দণ্ডায়মান অবস্থায় স্থির তাকিয়ে আছে সাঈদের দিকে। তারা যেন তাকে দেখে নতুন চাঁদ দেখছে।'

বর্ণিত আছে যে, হযরত উসমান (রা) তাঁর শাসনামলে মুগীরা (রা)-কে কূফার শাসনকর্তার পদ থেকে অপসারিত করে সাঈদ ইবনুল 'আস (রা)-কে ঐ পদে নিয়োগ করেছিলেন। এরপর সাঈদকে বরখাস্ত করে ওয়ালীদ ইব্‌ন উত্‌বাকে নিয়োগ দেন। পরবর্তীতে আবার ওয়ালীদকে বরখাস্ত করে সাঈদকে নিয়োগ দেন। তারপর কিছু দিন তিনি ঐ পদে বহাল থাকেন। কিন্তু কূফাবাসীদের ব্যাপারে তাঁর কর্ম তৎপরতা সন্তোষজনক ছিল না। তারা তাকে পসন্দ করত না। এক পর্যায়ে মালিক ইব্‌ন হারিছ ওরফে আশ্‌তার নাখঈ একদল লোক নিয়ে খলীফা উসমান (রা)-এর নিকট আসে এবং সাঈদকে কূফা থেকে প্রত্যাহার করার আবেদন করে। হযরত উসমান (রা) তাদের আবেদনে সাড়া দিলেন না। সাঈদ অবশ্য তখন মদীনায় খলীফার নিকট অবস্থান করছিলেন। তিনি সাঈদকে কূফা পাঠালেন।

এদিকে তার আগেই আশ্‌তার কূফা চলে আসে। সে কূফাবাসীদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দেয় এবং সাঈদকে কূফা প্রবেশে বাধাদানের জন্যে প্ররোচিত করে। আশ্‌তার নিজে একদল লোক নিয়ে সাঈদকে বাধা দানের জন্যে পথে বের হয়। রা'ছা এর পথে কূফা প্রবেশের মুখে তারা আযীব নামক স্থানে সাঈদের গতিরোধ করে। তারা তাঁকে প্রচণ্ডভাবে বাধা দেয়। শেষ পর্যন্ত সাঈদ খলীফার নিকট মদীনায় ফিরে আসতে বাধ্য হন। এদিকে আশ্‌তার নাখঈ হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-কে নামায পড়ানো এবং সীমান্ত পাহারার দায়িত্ব দিল। আর হুযায়ফাকে দায়িত্ব দিল যুদ্ধলব্ধ মালামাল সংরক্ষণ ও বণ্টনের। কূফাবাসীগণ এটি সমর্থন করল এবং এটি অনুমোদনের জন্যে তারা খলীফার নিকট লোক পাঠাল। খলীফা এটি অনুমোদন করেন এবং তাতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। কিন্তু খলীফা উসমান (রা) মূলত প্রশাসনিককার্যে এই প্রথম দুর্বলতা দেখালেন। সাঈদ ইবনুল 'আসকে তিনি মদীনায় রেখে দিলেন। অবশেষে হযরত উসমান (রা) যখন স্বগৃহে অবরুদ্ধ হলেন তখন সাঈদ ইবনুল 'আস তার পক্ষে ছিলেন। পরবর্তীতে হযরত আয়েশা (রা) যখন তালহা ও যুবায়র (রা)-কে সাথে নিয়ে হযরত উসমান (রা)-এর খুনীদের বিচারের দাবীতে মদীনা যাত্রা করলেন তখন হযরত সাঈদ তাঁদের সাথে যোগ দিলেন। এরপর সাঈদ ও মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) এবং অন্য কতক লোক ঐ দল ছেড়ে চলে গেলেন। তারপর সাঈদ ইবনুল 'আস তায়িফ গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। সকল যুদ্ধের সমাপ্তি না ঘটা পর্যন্ত তিনি সেখানেই ছিলেন।

আমীর মু'আবিয়া (রা) ক্ষমতা সুসংহত করার পর ৪৯ হিজরী সনে তিনি মারওয়ানকে বরখাস্ত করার পর সাঈদ ইবনুল 'আসকে মদীনার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। তিনি ৭ দিন ঐ পদে দায়িত্ব পালন করেন এবং মারওয়ান এই ৭ দিন পদচ্যুত অবস্থায় থাকে। ৭ দিন পর পুনরায় মারওয়ানকে ঐ পদে নিয়োগ দেয়া হয়।

আবদুল মালিক ইব্‌ন উমায়র কাবীসা ইব্‌ন জাবির সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যিয়াদ একটি কাজ দিয়ে আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট আমাকে পাঠিয়েছিল। নির্ধারিত কাজ শেষ হবার পর আমি বললাম, 'আমীরুল মু'মিনীন! আপনার পর খলীফার পদে কে বসবেন?' তিনি কিছুক্ষণ চুপ রইলেন। তারপর বললেন, 'কয়েকজনের মধ্যে যে কোন একজনের হাতে যাবে খিলাফতের দায়িত্ব। হয়ত কুরায়শের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সাঈদ ইবনুল 'আসের হাতে যাবে অথবা আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন দানশীল কুরায়শী যুবক,আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমিরের হাতে। অথবা নেতৃত্ব গুণসম্পন্ন অভিযাত কুরায়শ বংশীয় ব্যক্তিত্ব ইমাম হাসান ইব্‌ন আলী (রা)-এর হাতে অথবা আল্লাহ্‌র কিতাবের পাঠক, দীনের,ফকীহ্, আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষায় কঠোর মারওয়ান ইব্‌ন হাকামের হাতে অথবা ফকীহ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা)-এর হাতে অথবা হিংস্রতা ও শৃগালের ধূর্ততাসম্পন্ন ব্যক্তি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের হাতে।'

আমরা বর্ণনা করেছি যে, একদিন মদীনার এক রাস্তায় চলার সময় তিনি পানি চাইলেন। একটি গৃহ থেকে পানি এনে তাঁকে পান করতে দেয়া হল। তিনি ঐ পানি পান করলেন। কয়েক দিন পর তিনি দেখতে পেলেন যে, ঐ গৃহের মালিক গৃহটি বিক্রি করার ঘোষণা দিচ্ছে। তিনি বললেন, 'সে গৃহ বিক্রি করছে কেন?' লোকজন বলল, 'তার প্রায় চার হাজার দীনার ঋণ আছে। ঋণ পরিশোধের জন্য গৃহ বিক্রি করতে চাচ্ছে।' তিনি তার ঋণ দাতাকে লোক পাঠিয়ে বলে দিলেন যে, ওর কাছে পাওনা ঋণের টাকা আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবে। আর গৃহের মালিককে সংবাদ দিলেন যে, তুমি নির্বিঘ্নে তোমার গৃহ ব্যবহার কর।'

সাঈদ ইবনুল 'আসের মজলিসে বসত এমন একজন কিরাআত বিশেষজ্ঞ লোক একবার অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং প্রচণ্ড দুঃখের সম্মুখীন হয়। তার স্ত্রী বলল, 'আমাদের শাসনকর্তা তো দানশীল হিসেবে পরিচিত। আপনি যদি আমাদের দুঃখ-দারিদ্রের কথা তাকে জানান, তিনি হয়ত আমাদেরকে কিছুটা সাহায্য-সহযোগিতা করবেন।' লোকটি বলল, 'হায়! আমার মুখে কালি দিও না।' স্ত্রী কিন্তু নাছোড়বান্দা, বারবার কথাটি বলছিল। তাই লোকটি শাসনকর্তা সাঈদের নিকট এল। তাঁর নিকট বসল। দরবারে উপস্থিত সকল লোক চলে যাবার পরও সে ওখানে বসে থাকে। সাঈদ ইবনুল 'আস তাকে বললেন, 'আমার তো মনে হয় আপনি কোন প্রয়োজনে বসে আছেন?' লোকটি কিছুই বলল না। সাঈদ তাঁর খাদেমদেরকে বললেন, 'তোমরা এখান থেকে সরে যাও।' এরপর তিনি লোকটিকে বললেন, 'এখন তো আমি ও আপনি ব্যতীত কেউ নেই। আপনার প্রয়োজনের কথা বলুন।' লোকটি তবুও কিছু বলল না। সাঈদ ইবনুল 'আস এবার বাতি নিভিয়ে দিলেন এবং বললেন, 'আল্লাহ্ আপনাকে দয়া করুন। আপনি তো এখন আমার চেহারা দেখতে পাচ্ছেন না। সুতরাং আপনার প্রয়োজনের কথা বলুন।' এবার সে বলল, 'মহান আল্লাহ্ শাসনকর্তার মঙ্গল করুন। আমরা অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। একথা আপনাকে জানাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তা বলতে লজ্জা পাচ্ছিলাম।' সাঈদ বললেন, 'আপনি কাল সকালে অমুক কর্মচারীর সাথে দেখা করবেন।' ভোরে সে নির্দিষ্ট কর্মচারীর সাথে দেখা করে। কর্মচারী তাকে বলল, শাসনকর্তা আপনার জন্যে কিছু জিনিস বরাদ্দ করেছেন, ওগুলো বহন করে নেয়ার জন্যে আপনি লোক নিয়ে আসুন। সে বলল, 'মালামাল বহন করার কোন লোক আমার নিকট নেই।' একথা বলে লোকটি তার স্ত্রীর নিকট ফিরে গেল এবং স্ত্রীকে গালমন্দ করে বলল, 'তুমি আমাকে আমীরের নিকট মুখ বিক্রি করার জন্যে পাঠিয়েছিলে। তিনি আমাকে এমন দ্রব্য-সামগ্রী দিয়েছেন যা বহন করে আনার জন্যে লোক দরকার। আমার মনে হয় আটা ও খাদ্য-দ্রব্যই বরাদ্দ করেছেন। অন্য মালপত্র হলে

তা আনার জন্যে অতিরিক্ত লোকের প্রয়োজন হত না। এমনিতেই আমাকে দিয়ে দিতেন।' স্ত্রী বলল, 'যাই দিয়ে থাকুন, নিয়ে আসুন। তাতে আমাদের খাবারের ব্যবস্থা হবে।'

লোকটি উক্ত কর্মচারীর নিকট ফিরে গেল। কর্মচারী বলল, বরাদ্দকৃত মালামাল বহন করার জন্যে আপনার কোন লোক নেই এটা আমি আমীর সাঈদকে জানিয়েছি। তারপর তিনি এই তিনজন সুদানী লোক আপনার জন্যে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তারা আপনার মালামাল বাড়ি পৌঁছিয়ে দিবে। ওদেরকে সাথে নিয়ে লোকটি যাত্রা করল। বাড়ি গিয়ে দেখল তিনজন মুটের প্রত্যেকের মাথায় দশ হাজার দিরহাম করে মুদ্রা পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। লোকটি ওদেরকে বলল, 'তবে এগুলো এখানে রাখ এবং তোমরা চলে যাও।' তারা বলল, 'বস্তুত আমীর আমাদেরকে আপনার জন্যে বরাদ্দ করে দিয়েছেন। কারণ তিনি যে খাদেমের মাধ্যমে কারো নিকট উপহার প্রদান করেন, উপহারের সাথে ঐ খাদেমও তাকে দিয়ে দেন।' বর্ণনাকারী বলেন, এরপর ঐ ব্যক্তির অবস্থা ভাল হয়ে যায়।

ইবন আসাকির উল্লেখ করেছেন যে, যিয়াদ ইব্ন আবূ সুফিয়ান সাঈদ ইবনুল 'আসের মেয়েকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়ে সাঈদের নিকট প্রচুর মালামাল, উপহার সামগ্রী ও একটি চিঠি দিয়ে লোক পাঠিয়েছিলেন। তার মেয়েটির নাম ছিল উম্মু উসমান। তার স্ত্রী আমিনা বিন্ত জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ বাজালীর গর্ভে মেয়েটির জন্ম হয়। উপহার সামগ্রী, মালপত্র ও চিঠি তার হস্তগত হবার পর তিনি চিঠিটি পাঠ করেন। তারপর উপহার সামগ্রীগুলো তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে বিলিয়ে দেন। এরপর যিয়াদ ইব্ন আবূ সুফিয়ানের নিকট এভাবে চিঠির উত্তর লিখেন "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন- كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى - 'বস্তুত মানুষ তো সীমালংঘন করেই থাকে। কারণ সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে। (সূরা ঃ আলাক ঃ ৬-৭)

আমরা আরো বর্ণনা করেছি যে, সাঈদ ইবনুল 'আস হযরত ফাতিমার গর্ভে জন্ম নেয়া হযরত আলী (রা)-এর কন্যা উম্মু কুলছুমকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। উম্মু কুলছুম (রা) এক সময় হযরত উমর (রা)-এর সহধর্মিণী ছিলেন। উম্মু কুলছুম ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করতে রাযী হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ভাইদের সাথে পরামর্শ করার পর এটি পছন্দ করেন নি। অবশ্য এক বর্ণনায় আছে যে, ইমাম হুসায়ন (রা) তা সমর্থন করেন নি, আর ইমাম হাসান (রা) সমর্থন করেছিলেন।

উম্মু কুলছুম (রা) নিজ উদ্যোগে বিয়ের যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন এবং নিজ পুত্র যায়দ ইব্ন উমর (রা)-কে বিবাহকার্য সম্পাদনের নির্দেশ দিলেন। এদিকে সাঈদ ইবনুল 'আস দেন-মোহর বাবদ এক লক্ষ দিরহাম উম্মু কুলছুমের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। অপর বর্ণনায় দেন-মোহর বাবদ দুই লক্ষ দিরহাম প্রদান করেন। স্ত্রীকে তুলে নেয়ার জন্যে সাঈদের সাথীগণ সাঈদের সাথে উপস্থিত হয়। কিন্তু যায়দ বলে দেন যে, আমি আমার মা ফাতিমাকে[১] ঘর থেকে বের করে দিতে রাযী নই। একথা শুনে সাঈদ ইবনুল 'আস উম্মু কুলছুমকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত ত্যাগ করেন এবং দেন-মোহররূপে পাঠানো রৌপ্য মুদ্রা তাকে দিয়ে চলে যান।

ইব্ন সাঈদ এবং আবদুল আ'লা ইব্ন হাম্মাদ বলেছেন যে, এক আরব বেদুইন সাঈদ ইবনুল 'আসের নিকট সাহায্য চেয়েছিল। তিনি তাকে পাঁচশত দেয়ার জন্যে কর্মচারীকে নিয়োগ দিলেন। কর্মচারী বলল, পাঁচশত দিরহাম দিব নাকি পাঁচশত দীনার দিব? উত্তরে তিনি

---

১. উম্মু কুলছুমের স্থলে এরূপই মুদ্রিত রয়েছে।

বললেন, আমি তো মূলত পাঁচশত দিরহাম দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলাম। তোমার অন্তরে যখন পাঁচশত দীনারের কথা জেগেছে তখন তাকে পাঁচশত দীনারই দাও। পাঁচশত দীনার গ্রহণ করার পর আরব বেদুইন বসে বসে কাঁদতে থাকে। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কাঁদছ কেন? তুমি তো দান-দক্ষিণা পেয়েছ।' সে বলল, হ্যাঁ, আল্লাহ্র কসম ! আমি আমার দান-দক্ষিণা গ্রহণ করেছি তবে মাটির বিষয় চিন্তা করে কাঁদছি যে, আপনার ন্যায় মহৎ মানুষকে মাটি কেমন করে গ্রাস করবে?

আবদুল হাম্দ ইব্ন জা'ফর বলেছেন, এক লোক চারজনের রক্তপণের দায় মাথায় নিয়ে উপস্থিত হয় এবং তা আদায়ের জন্যে মদীনাবাসীদের সাহায্য কামনা করে। তাকে বলা হল, তুমি হাসান ইব্ন আলী (রা)-এর নিকট যাও। কিংবা তুমি যাও আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফরের নিকট কিংবা সাঈদ ইবনুল 'আসের নিকট কিংবা আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাসের নিকট। লোকটি মসজিদের দিকে গেল। সেখানে তার সাক্ষাত হল সাঈদ ইবনুল 'আসের সাথে। তিনি মসজিদে প্রবেশ করছিলেন। লোকটি জিজ্ঞেস করল, ইনি কে? উত্তর দেয়া হল যে, ইনি সাঈদ ইবনুল আস। সে তার নিকট গিয়ে কি উদ্দেশ্যে এসেছে তা তাঁকে জানাল। তিনি তাকে তখন কিছুই বললেন না। অবশেষে তিনি মসজিদ থেকে বাড়ি ফিরে গেলেন এবং লোকটিকে বললেন, 'তোমার সাথে আর কে কে এটি বহন করে নিয়ে যাবে তাদেরকে নিয়ে এস।' বেদুইন লোকটি বলল, 'আল্লাহ্ আপনাকে দয়া করুন, আমি তো খেজুর চাই নি, আমি চেয়েছি মাল, অর্থ, কড়ি।' সাঈদ বললেন, 'হ্যাঁ আমি তা বুঝেছি। এগুলো বহন করবে কে, তাকে নিয়ে এস।' তারপর তিনি চল্লিশ হাজার দিরহাম দিয়ে দিলেন। লোকটি খুশি মনে চলে গেল। অন্য কারো নিকট আর সাহায্য প্রার্থনা করে নি। তার পুনঃ সাহায্য চাওয়ার প্রয়োজন হয় নি।

সাঈদ ইবনুল 'আস তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন,'বৎস! কেউ না চাইতে তাকে দান করার মত সৎকর্মের প্রতিদান আল্লাহ্র নিকট রয়েছেই। তবে মুখে বিনয়ের শব্দ আর রক্তিম চেহারা নিয়ে কেউ যদি তোমার নিকট কিছু চায় কিংবা তুমি দিবে কি দিবে না এমন সংশয়যুক্ত মন নিয়ে যদি তোমার নিকট হাত পাতে তাহলে সেই লোককে যদি তোমার সকল মালও দিয়ে দাও তবুও তার উপযুক্ত বিনিময় হবে না।'

সাঈদ ইবনুল 'আস (রা) বলেছেন আমার বন্ধুর প্রতি আমার তিনটি কর্তব্য রয়েছে। আমার নিকট এলে আমি তাকে সাদরে বরণ করে নিব। সে আমার নিকট বসলে আমি তার স্বাচ্ছন্দ্যে বসার ব্যবস্থা করব। সে যখন কথা বলবে আমি তখন একান্ত মনোযোগে তার কথা শুনব।' তিনি আরো বলেছেন,'হে বৎস, কোন ভদ্র মানুষের সাথে কৌতুক কর না তাহলে সে তোমার প্রতি ঘৃণা পোষণ করবে। আর নিম্নস্তরের লোকের সাথেও কৌতুক করো না, তাহলে সে তোমার সাথে বেয়াদবী করার দুঃসাহস দেখাবে।'

সাঈদ ইবনুল 'আস একদিন খুত্বায় বললেন, 'মহান আল্লাহ্ যাকে ভাল জীবিকা দিয়েছেন সে যেন অন্যতম সৎ মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। কারণ সে মারা যাবার সময় তার সম্পদ দু'প্রকারের মানুষের যে কোন এক প্রকারের জন্যে রেখে যাবে। হয়ত ভাল মানুষের জন্যে রেখে যাবে, এতে তার সঞ্চিত সম্পদ দ্বারা পরবর্তী লোকটি পুণ্য অর্জন করবে। অথচ যে সঞ্চয় করল সে বঞ্চিত হল। উত্তরাধিকারী ভাল মানুষটি কিন্তু সম্পদ ব্যয়ের মাধ্যমে কল্যাণ অর্জনে একটুও কমতি করবে না। অথবা মূল ব্যক্তি সম্পদ ছেড়ে যাবে মন্দ মানুষের জন্য।

ফলে সে সব সম্পদ নষ্ট করে ফেলবে। একটুও অবশিষ্ট রাখবে না।' এ প্রসঙ্গে আবূ মু'আবিয়া বলেছেন যে, আবূ উসমান খুব সূক্ষ্ম কথা বলেছেন।

আসমাঈ হাকীম ইব্ন কায়স র্বণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, 'সাঈদ ইবনুল 'আস বলেছেন দু'টো ক্ষেত্রে আমি বিনয় প্রদর্শন ও বিলম্বিত করতে লজ্জাবোধ করি না। প্রথমত, মুর্খ ও অজ্ঞ ব্যক্তির সাথে কথা বলার সময়। দ্বিতীয়ত, আমার ব্যক্তিগত বিষয়ে আবেদন-নিবেদন করার সময়।'

একদিন জনৈক ইবাদতকারিণী মহিলা তাঁর নিকট উপস্থিত হন। তখন তিনি কূফার শাসনকর্তা পদে অধিষ্ঠিত। তিনি মহিলাটিকে যথেষ্ট সম্মান ও সমাদর করলেন। মহিলাটি তাঁর জন্যে দু'আ করে বললেন, মহান আল্লাহ্ যেন কোন অযোগ্য লোকের প্রতি আপনাকে মুখাপেক্ষী না করেন। আপনি যেন চিরদিন সম্মানিত মানুষদেরকে সম্মান ও দয়া দেখিয়ে যেতে পারেন। আর কোন সম্মানিত মানুষ যখন তার সম্মান হারিয়ে ফেলেন, তখন আপনার মাধ্যমে যেন তিনি তার হারানো সম্মান ফিরে পান।

সাঈদ ইবনুল 'আসের ছেলে-মেয়ে মিলিয়ে মোট ১০ জন সন্তান-সন্ততি ছিল। তাঁর একজন স্ত্রীর পরিচয় হল উম্মুল বানীন বিন্ত হাকীম ইব্ন আবূ 'আস। সে ছিল মারওয়ান ইব্ন হাকামের বোন। হযরত সাঈদ (রা) যখন মৃত্যু শয্যায়, তখন তিনি তার ছেলেদেরকে কাছে ডাকলেন। তাদেরকে বললেন, আমার মৃত্যুর পর আমার বন্ধু-বান্ধবেরা যেন শুধু আমার চেহারাকেই চোখের আড়ালে পায়। অন্যথায় আমি যেমন তাদের সাথে সুসম্পর্ক রেখেছি তোমরাও তা-ই করবে। আমি ওদেরকে যেমন উপহার-উপঢৌকন দিয়েছি তোমরাও দিবে। ওদের যেন কোন সময় কিছু চাওয়ার কষ্টটুকু ভোগ করতে না হয়। কারণ কেউ যখন তার প্রয়োজনীয় বস্তুর জন্যে প্রার্থনা জানায়, তখন প্রত্যাখ্যাত হবার আশংকায় তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অস্থির হয়ে ওঠে তার ঘাড়ের রগ কেঁপে উঠে। আল্লাহ্র কসম ! কোন অভাবগ্রস্ত মানুষ যদি তার বিছানায় গড়াগড়ি খেয়ে তার অভাবের কথা তোমাদেরকে জানায় তবে তোমরা তাকে কিছু দিয়ে তার প্রতি যতটুকু অনুগ্রহ দেখাবে, তোমাদের প্রতি তার অনুকম্পা তার চাইতে বেশি হয়ে যাবে।' এরপর তিনি তাদেরকে অনেক ওসীয়ত করেন।

এর একটি হল তাঁর গৃহীত ঋণ ও প্রতিশ্রুতি যেন তারা পরিশোধ ও পালন করে। সমশ্রেণীর লোক ব্যতীত অন্যের সাথে যেন বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ না হয়। নিজেদের মধ্যে যে বয়োজ্যেষ্ঠ তাকে যেন নেতৃত্বের আসনে বসায়। তাঁর পুত্র আমর ইব্ন সাঈদ আল আসদাক তাঁর এসব ওসীয়ত রক্ষা করার দায়িত্ব নেয়। তাঁর ওফাতের পর তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়।

এরপর তাঁর পুত্র আমর আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর সাথে দেখা করে এবং পিতার মৃত্যুর সংবাদ তাঁকে জানায়। তাঁর মৃত্যুতে মু'আবিয়া (রা) গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেন এবং তিনি কোন ঋণ রেখে গিয়েছেন কিনা তা জানতে চান। আমর বললেন, 'হ্যাঁ, ঋণ রেখে গিয়েছেন।' 'কি পরিমাণ ঋণ' আমীর মু'আবিয়া জিজ্ঞেস করলেন। আমর বললেন, 'তিন লক্ষ দিরহাম।' অপর বর্ণনায় আছে ত্রিশ লক্ষ দিরহাম। মু'আবিয়া (রা) বললেন, সেটি শোধ করার দায়িত্ব এখন আমি নিয়ে নিলাম।' আমর ইব্ন সাঈদ বলল, 'আমীরুল মু'মিনীন! বাবা তো এ মর্মে ওসীয়ত করে গিয়েছিলেন যে, তাঁর জমি বিক্রির মূল্য ব্যতীত অন্য কোন খাত থেকে যেন আমরা ঋণের টাকা শোধ না করি। তার ওসীয়ত রক্ষায় আমীর মু'আবিয়া (রা) তাঁর ত্যাজ্য

সম্পত্তি থেকে এই পরিমাণ জমি ক্রয় করলেন যার মূল্য দ্বারা ঋণ শোধ করা যায়। ঐ মূল্য আমরকে হস্তান্তর করে মদীনায় গিয়ে ঋণদাতাদের ঋণ পরিশোধ করে দিতে বললেন। আমর মদীনায় ফিরে গেলেন এবং তার বাবার ঋণ শোধ করতে শুরু করলেন। সবার ঋণ শোধ করে দিলেন। কেউ অবশিষ্ট রইল না।

যারা ঋণের টাকা দাবী করেছিল, তাদের মধ্যে এক যুবকও ছিল। সে একটি চামড়ার টুকরা এনে তাতে লেখা ২০,০০০ দিরহাম দাবী করে। আমর তাকে বললেন, তুমি কোন্ সূত্রে আমার বাবার নিকট এই পাওনা দাবী করছ? সে বলল, 'একদিন আপনার বাবা একাকী হাঁটছিলেন। তখন আমি তাঁর সাথে হাঁটতে আগ্রহী হলাম। আমি তাঁর সাথে হাঁটছিলাম। এক পর্যায়ে তিনি তাঁর গৃহে এসে পৌছেন এবং বলেন যে, আমাকে এক টুকরা চামড়া যোগাড় করে দাও। আমি গেলাম কসাইদের নিকট এবং এই চামড়া খণ্ড এনে তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলাম। তিনি আমাকে এই পরিমাণ প্রদানের জন্যে চামড়ায় লিখে দেন। সাথে সাথে এই ওযরও পেশ করেন যে, আজ আমার নিকট কোন টাকা-পয়সা নেই। আমর ঐ যুবককে চামড়ায় উল্লেখিত পরিমাণ দিরহাম দিয়ে দিলেন বরং আরো অনেক অতিরিক্ত দান করলেন।

বর্ণিত আছে যে, আমীর মু'আবিয়া (রা) একদিন আমর ইব্ন সাঈদকে বলেছিলেন, 'তোমার মত সন্তান যে রেখে যায় সে মরেও অমর।' এরপর আমীর মু'আবিয়া (রা) বললেন, 'মহান আল্লাহ্ আবূ উসমানকে যেন দয়া করেন।' তারপর বললেন, 'আমার চাইতে বড় যে ছিল সেও মারা গেল আমার চাইতে যে ছোট ছিল সেও মারা গেল।' এরপর তিনি জনৈক কবির রচিত নিম্নের পংক্তিমালা আবৃত্তি করেন।

اِذَا سَـارَ مِـنْ دُوْنِ امْـرِئٍ وَاَمَـامِـهِ ـ وَ اَوْحَـشَ مِـنْ اِخْـوَانِـهِ فَـهُـوَ سَـائِـرُ ـ

'যখন কোন মানুষের পেছনে অবস্থানকারীগণ চলতে থাকে আর সম্মুখের অবস্থানও চলতে থাকে, তখন সে নিজেও পথ চলতে বাধ্য হয়।'

হযরত সাঈদ ইবনুল 'আসের মৃত্যু হয় এই হিজরী সনে অর্থাৎ ৫৮ হিজরী সনে। কেউ কেউ বলেছেন, তার এক বছর পূর্বে। আবার কেউ বলেছেন, এক বছর পরে তিনি মারা গিয়েছেন। আবার কেউ বলেছেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমিরের মৃত্যুর এক সপ্তাহ পূর্বে সাঈদ ইবনুল 'আসের মৃত্যু হয়।

শাদ্দাদ ইব্ন আওস ইব্ন ছাবিত (রা)

৫৮ হিজরী সনে যারা ইন্তিকাল করেন তাঁদের একজন হলেন শাদ্দাদ ইব্ন আওস ইব্ন ছাবিত ইব্ন মুনযির ইব্ন হারাম (রা)। তাঁর উপনাম আবূ ইয়ালা আনসারী খাযরাজী। তিনি একজন উঁচু স্তরের সাহাবী ছিলেন। তিনি হযরত হাস্সান-এর (রা) ভাতিজা ছিলেন। ইব্ন মান্দা মূসা ইব্ন উকবাহ থেকে উল্লেখ করেছেন যে, হযরত শাদ্দাদ (রা) বদর যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। তারপর ইব্ন মান্দা মন্তব্য করেছেন যে, মূসা ইব্ন উকবা-এর এই তথ্য সঠিক নয়।

হযরত শাদ্দাদ ইব্ন আওস (রা) অত্যন্ত ইবাদতপ্রেমী লোক ছিলেন। তিনি যখন শয়ন করতেন তখন বিছানার সাথে ঝুলে থাকতেন এবং সাপের ন্যায় বিছানায় গড়াগড়ি দিতেন আর বলতেন, 'হায় আল্লাহ্ ! জাহান্নামের ভয় তো আমাকে অস্থির করে রেখেছে।' তারপর উঠে নামাযে দাঁড়াতেন।

উবাদা ইব্ন সামিত (রা) বলেছেন যে, সকল লোককে একই সাথে ইল্ম ও হিল্ম অর্থাৎ জ্ঞান ও ধৈর্য দেয়া হয়েছে শাদ্দাদ ইব্ন আওস (রা) তাঁদের অন্যতম। তিনি ফিলিস্তীন ও বায়তুল মুকাদ্দাস এলাকায় বসবাস করতেন। ৫৮ হিজরী সনে ৭৫ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। কেউ কেউ বলেছেন, তার ইন্তিকাল হয়েছে ৬৪ হিজরী সনে। আবার কেউ বলেছেন, ৪১ হিজরী সনে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমীর (রা)

৫৮ হিজরী সনে যাঁদের ওফাত হয় তাদের অন্যতম হলেন হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমীর (রা)। তাঁর বংশ পরিচয় হল আবদুল্লাহ্ ইন আমীর ইব্ন কুরায়য ইব্ন রাবী'আ ইব্ন হাবীব ইব্ন আব্দ শাম্স ইব্ন আব্দ মানাফ ইব্ন কুসাই কুরায়শী আবশামী। তিনি হযরত উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-এর মামাতো ভাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবদ্দশায় তাঁর জন্ম হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজেই তাঁর মুখে নিজের লালা মুবারক দিয়ে দেন। তখন শিশু আবদুল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র লালা স্বাচ্ছন্দ্যে গিলে ফেললেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, 'এই শিশু তো সব সময় পিপাসাহীন পরিতৃপ্ত থাকবে।' বস্তুত হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমীর (রা) যেখানেই যেতেন সেখানেই পানি উৎসারিত হত। তিনি একজন ভদ্র, দানশীল, প্রশংসনীয় ও ভাল লোক ছিলেন।

তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা) আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-কে বসরার শাসনকর্তার পদ হতে অপসারণ করে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমীর (রা)-কে ঐ পদে নিয়োগ করেন এবং উসমান ইব্ন আবূ 'আসের পর তাঁকে পারস্য অঞ্চলের প্রশাসকের দায়িত্ব দেয়া হয়। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৫ বছর। তিনি সমগ্র খোরাসান রাজ্য জয় করেন এবং পারস্যের পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ, সিজিস্থান, কিরমান ও গজনীর শহর-নগরগুলো দখল করেন। পারস্য সম্রাট তাঁর শাসনামলেই নিহত হয়। ঐ পারস্য সম্রাটের নাম ছিল ইয়ায্দগিরদ। এ সকল দেশ ও রাজ্য বিজয়ের শোকরিয়া হিসেবে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমীর (রা) সেখান থেকে হজ্জের ইহ্রাম বাঁধেন। কেউ কেউ বলেছেন, উমরাহ্র ইহরাম বেঁধেছিলেন। তা ছাড়া শোকরিয়া হিসেবে তিনি মদীনার অধিবাসীদেরকে প্রচুর ধন-সম্পদ উপহার দিয়েছিলেন। বসরায় সর্বপ্রথম তিনিই রেশম জাতীয় পোশাক পরিধান করেন। মহান আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

তিনি সর্বপ্রথম আরাফাতের ময়দানে পানির কূপ খনন করেন এবং ওখানে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। হযরত উসমান (রা) হত্যার সময়কাল পর্যন্ত তিনি বসরার শাসনকর্তার পদে বহাল ছিলেন। হযরত উসমান (রা) নিহত হবার পর বায়তুলমালের অর্থ-সম্পদ নিয়ে তিনি হযরত তাল্হা ও যুবায়র (রা)-এর সাথে মিলিত হন এবং তাঁদের সাথে উষ্ট্রের যুদ্ধে অংশ নেন। এরপর তিনি দামেশ্ক চলে যান। তিনি সিফ্ফীনের যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন বলে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। হযরত হাসান (রা)-এর সাথে আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর আমীর মু'আবিয়া (রা) তাঁকে বসরার শাসনকর্তা পদে পুনঃনিয়োগ দেন। ৫৮ হিজরী সনে তাঁর প্রিয় আরাফাত অঞ্চলে তিনি ইন্তিকাল করেন এবং হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা)-এর নিকট ওসীয়তের বিষয়গুলো বলে যান। তাঁর বরাতে একটি হাদীস বর্ণিত আছে। তবে প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থগুলোতে তাঁর হাদীস নেই।

মুস'আব যুবায়রী তার পিতা সূত্রে হানযালা ইব্ন কায়সের মাধ্যমে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমীর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ - 'যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষায় নিহত হয় সে শহীদ।' আমীর মু'আবিয়া (রা) তাঁর কন্যা হিন্দা ছিল পরমা সুন্দরী মহিলা। আবদুল্লাহ্ (রা)-এর প্রতি পরম ভালবাসার আকর্ষণে হিনদা একনিষ্ঠভাবে তাঁর সেবা করত। একদিন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমীর (রা) আয়নায় নিজের মুখ ও হিন্দার মুখের উজ্জ্বলতা ও সৌন্দর্য দেখতে পেলেন। তিনি নিজের দাড়ির শুভ্রতা ও বার্ধক্য অবলোকন করলেন। আর তখনই তিনি তাঁর যুবতী স্ত্রী হিন্দাকে তালাক দিয়ে তাঁর পিতার নিকট পাঠিয়ে দিলেন এবং একজন সুদর্শন গৌরবর্ণ যুবকের সাথে তাকে বিয়ে দেবার জন্যে অনুরোধ করলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমীর এই হিজরী সনে অর্থাৎ ৫৮ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। অবশ্য কারো কারো মতে তিনি ইন্তিকাল করেছেন ৫৯ হিজরী সনে।

আবদুর রহমান ইব্ন আবু বকর (রা)

৫৮ হিজরী সনে যাঁরা ইন্তিকাল করেন, তাঁদের একজন হলেন, হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর (রা)। তিনি প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর (রা)-এর জ্যেষ্ঠ সন্তান। এটি বলেছেন, যুবায়র ইব্ন বাক্কার। তিনি আরো বলেছেন যে, হযরত আবদুর রহমান (রা) একজন মিষ্টভাষী ও কৌতুকপ্রিয় লোক ছিলেন। তাঁর মা হলেন উম্মু রূমান (রা)। হযরত আয়েশা (রা) ও আবদুর রহমান সহোদর ভাই বোন। তিনি কিন্তু বদর ও উহুদ যুদ্ধে মুশরিকদের পক্ষ নিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন এবং আপন পিতা হযরত আবূ বকর (রা)-কে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। ঐ সময় যুদ্ধের ময়দানে আবূ বকর (রা) তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "আবূ বকর (রা) আপনার দ্বারা আমাদেরকে উপকৃত হবার সুযোগ দিন।"

পরবর্তীতে হুদাইবিয়ার সন্ধির মেয়াদে আবদুর রহমান (রা) ইসলাম গ্রহণ করলেন। তিনি মক্কা বিজয়ের পূর্বে মদীনায় হিজরত করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) খায়বারের আয় থেকে তাঁকে প্রতি বছর ৪০ ওয়াসাক করে খাদ্য শস্য প্রদান করতেন। তিনি শীর্ষস্থানীয় মুসলমানদের একজন ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের সময় তিনি তাঁর পাশে উপস্থিত হয়েছিলেন। তখন হযরত আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাথা নিজের বুকের সাথে ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। আবদুর রহমান (রা)-এর সাথে একটি তাজা মিসওয়াক ছিল। হযরত আয়েশা (রা) ঐ মিসওয়াক নিয়ে কামড়িয়ে সেটিকে নরম করে ফেললেন এবং সেটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দিলেন। ঐ মিসওয়াক দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) খুব সুন্দর ও যত্নের সাথে মিসওয়াক করলেন। তারপর বললেন, اَللّٰهُمَّ الرَّفِيْقَ الْاَعْلٰى 'হে আল্লাহ্! শ্রেষ্ঠ বন্ধু।' এরপর তাঁর ওফাত হয়। এ প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা (রা) বলেন, এই অন্তিম মুহূর্তে আল্লাহ্ তা'আলা আমার লালা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর লালার সাথে একত্রিত করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার বুকে ঠেস দেয়া অবস্থায় ইন্তিকাল করেছেন। তিনি আমার জন্যে বরাদ্দকৃত দিবসে আমার গৃহে ইন্তিকাল করেছেন। আমি এ বিষয়ে কারো প্রতি জুলুম করি নি।'

হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর (রা) ইয়ামামার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি সেদিন সাতজন শত্রু সৈন্য হত্যা করেছিলেন। মাহ্কাম ইব্ন তোফায়লকে তিনিই হত্যা

করেছিলেন। মাহকাম ছিল ভণ্ড নবী মুসায়লামার বন্ধু এবং সহযোগী। সে একটি প্রাচীরের ফাঁকে দাঁড়িয়ে ছিল। আবদুর রহমান (রা) তাকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করলেন। মাহকাম তীর বিদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। ঐ ফাঁক দিয়ে মুসলমানগণ দুর্গের ভিতর ঢুকে পড়েন এবং ভণ্ড নবী মুসায়লামাকে ধরে এনে হত্যা করেন। আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর (রা) সিরিয়া বিজয় অভিযানেও অংশ নিয়েছিলেন। সমসাময়িক মুসলমানদের মধ্যে তিনি অন্যতম ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও নেতৃস্থানীয় লোক হিসেবে গণ্য হতেন।

সিরিয়ান আরবদের রাজা জূদীর কন্যা লায়লাকে তিনি উপহার হিসেবে পেয়েছিলেন। খলীফা উমর (রা)-এর নির্দেশে খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ ঐ রাজকন্যাকে হযরত আবদুর রহমান (রা)-এর হাতে উপহার হিসেবে তুলে দেন। এ বিষয়টি আমরা অবিলম্বে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করব।

আবদুর রায্‌যাক....সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন যে, আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। বস্তুত তিনি কোন দিন মিথ্যা কথা বলেছেন এমনটি আমার জানা নেই। তিনি তাঁর নিজের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

ইয়াযীদের খলীফা মনোনয়ন বিষয়ে বায়'আত করার নির্দেশ যখন মদীনায় আসে। অর্থাৎ মদীনার অধিবাসীদেরকে যখন ইয়াযীদের খলীফারূপে স্বীকৃতি দানের বায়'আত করার নির্দেশ দেয়া হয়, তখন আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর (রা) মারওয়ান ইব্‌ন হাকাম (রা)-কে বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আপনারা তো খিলাফতের বিষয়টিকে রোমান রাজতন্ত্র কিংবা পারসিক রাজতন্ত্রের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছেন। উত্তরে মারওয়ান বলল, 'চুপ থাকেন, আপনার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেছেন—

وَالَّذِىْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا أَتَعِدَانِنِىْ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُوْنُ مِنْ قَبْلِىْ وَهُمَا يَسْتَغِيْثَانِ اللهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَيَقُوْلُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ ـ

'আর এমন লোক আছে যে, তার মাতা পিতাকে বলে, আফসোস! তোমাদের জন্যে। তোমরা কি আমাকে এই ভয় দেখাতে চাও যে, আমি পুনরুত্থিত হব, যদিও আমার পূর্বে বহু পুরুষ গত হয়েছে। তখন তার মাতা-পিতা আল্লাহ্‌র নিকট ফরিয়াদ করে বলে 'দুর্ভোগ তোমার জন্যে। বিশ্বাস স্থাপন কর। আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য। কিন্তু সে বলে, 'এ তো অতীত কালের উপকথা ব্যতীত কিছুই নয়।' (সূরা ঃ আহ্‌কাফ- ১৭)

তখন হযরত আয়েশা (রা) বললেন, 'মারওয়ানের বক্তব্য ঠিক নয়। কারণ আমার ব্যক্তিগত পবিত্রতা বিষয়ক আয়াত ব্যতীত আমাদের পরিবার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা কোন আয়াত নাযিল করেন নি।' এও বর্ণিত আছে যে, মারওয়ানের উপরোক্ত মন্তব্যের প্রেক্ষিতে হযরত আয়েশা (রা) তাকে তিরস্কার করে এবং তার ও তার পিতার বিরূপ সমালোচনা করে তাকে শাসিয়ে দিয়েছিলেন। অবশ্য তার ও তার পিতার মানহানি হয় এমন কথা হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন বলে যে বর্ণনা আছে, তা বিশুদ্ধ নয়।

যুবাইর ইব্‌ন বাককার বলেছেন যে, ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ তাঁর পিতা থেকে তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, ইয়াযীদের পক্ষে বায়'আত করতে হযরত

আবদুর রহমান (রা) যখন অস্বীকার করলেন তখন আমীর মু'আবিয়া (রা) আবদুর রহমান (রা)-এর নিকট এক লক্ষ দিরহাম পাঠিয়েছিলেন। হযরত আবদুর রহমান (রা) ঐ দিরহাম ফেরত দিলেন এবং সেটি নিতে অস্বীকৃতি জানালেন। তিনি বললেন, 'আমি কি দুনিয়ার বিনিময়ে আমার দীন বিক্রি করব?' তিনি তখন মক্কায় চলে গেলেন এবং সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়।

আবূ যুর'আ দামেশ্‌কী আবূ মুসহির মবলিক থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর (রা) ঘুমিয়ে ছিলেন। আর ঐ ঘুমের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। আবূ মুস'আব এটি মালিক সূত্রে ইয়াহয়া ইব্‌ন সাঈদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। ঐ বর্ণনায় এতটুকু অতিরিক্ত আছে যে, সহোদর ভাই হযরত আবদুর রহমান (রা) ইন্তিকাল করার পর হযরত আয়েশা (রা) ভাইয়ের পক্ষে কতক ক্রীতদাস মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

ছাওরী (র) এটি ইয়াহয়া ইব্‌ন সাঈদ সূত্রে কাসিম থেকে বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনায় এও আছে যে, মক্কা থেকে ছয় মাইলের দূরত্বে, কারো কারো মতে বারো মাইল দূরে অবস্থিত হাবশা নামক স্থানে হযরত আবদুর রহমান (রা)-এর ইন্তিকাল হয়। তারপর লোকজন তার খাট কাঁধে নিয়ে তাঁকে বহন করে মক্কার উঁচু অঞ্চলে নিয়ে যায় এবং সেখানে দাফন করে। হযরত আয়েশা (রা) মক্কায় আগমন করার পর তাঁর কবর যিয়ারত করেন এবং বলেন, 'ওহ, আল্লাহ্‌র কসম! আপনার মৃত্যুর সময় আমি উপস্থিত থাকলে আপনি যেখানে মারা গিয়েছিলেন ওখান থেকে আপনাকে স্থানান্তরিত করতাম না।' এরপর তিনি মুতাম্মিম ইব্‌ন নুওয়াইরা-এর কবিতাটি আবৃত্তি করলেন। মুতাম্মিম তার ভাই মালিকের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে এই কবিতা রচনা করেছিল -

وَكُنَّا كَنَدْمَانَيْ جَذِيْمَةَ بُرْهَةً
مِنَ الدَّهْرِ حَتَّى قِيْلَ لَنْ يَتَصَدَّعَا

'যুগের পর যুগ আমরা একান্ত সহচররূপে ছিলাম। আমাদেরকে দেখে লোকে বলত যে, এ দু'জন আর কখনো পৃথক হবে না।'

فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَأَنِّيْ وَمَالِكًا
لِطُوْلِ اجْتِمَاعٍ لَمْ نَبِتْ لَيْلَةً مَعًا

'তারপর আমরা যখন পৃথক হয়ে গেলাম তখন দীর্ঘকাল একত্রিত থাকার পরও এমন হয়ে গেলাম যেন আমি আর মালিক কোন সময় একত্রে রাত কাটাই নি।' ইমাম তিরমিযী ও অন্যরা এটি বর্ণনা করেছেন।

ইব্‌ন সা'দ উল্লেখ করেছেন যে, একবার হযরত ইব্‌ন উমর (রা) আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর (রা)-এর কবরের উপর একটি তাঁবু দেখতে পেলেন। বস্তুত হযরত আয়েশা (রা) এটি নির্মাণ করে গিয়েছিলেন। হযরত আয়েশা (রা) ওখান থেকে চলে যাবার পর এটি হযরত ইব্‌ন উমর (রা)-এর নজরে পড়ে। তিনি এই তাঁবু খুলে ফেলার নির্দেশ দেন এবং বলেন, 'তাঁর নেক আমলই তাঁকে ছায়া দিবে।'

অধিকাংশ উলামা-ই-কিরামের মতে এই হিজরী সনে অর্থাৎ ৫৮ হিজরী সনে তাঁর ওফাত হয়। কেউ কেউ বলেছেন, ৫৩ হিজরী সনে তাঁর ওফাত হয়েছে। ইতিহাসবিদ ওয়াকিদী এবং তাঁর লেখক মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ, আবূ উবায়ছ প্রমুখ এই মন্তব্য করেছেন। অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন যে, ৫৪ হিজরী সনে তার ওফাত হয়। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।

সিরিয়ান আরবদের রাজা জূদীর কন্যা লায়লার সাথে হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর (রা)-এর ঘটনা

যুবায়র ইব্ন বাক্কার বলেছেন, মুহাম্মদ ইব্ন দাহ-হাক তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ব্যবসার উদ্দেশ্যে হযরত আবদুর রহমান (রা) একবার সিরিয়ায় এসেছিলেন। তখন ছিল প্রাক-জাহেলী যুগ। এই যাত্রায় তিনি সিরিয়া এসে জূদীর কন্যা লায়লাকে এক শাহী বিছানায় অবস্থানরত দেখতে পেলেন। তার চারপাশে চাকর-বাকর ও দাস-দাসীগণ, লায়লাকে তাঁর পছন্দ হয়ে যায়। ইব্ন আসাকির বলেন, হযরত আবদুর রহমান (রা) লায়লাকে দেখতে পেয়েছিলেন বসরাতে। তারপর লায়লা সম্পর্কে তিনি নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করেন-

تَذَكَّرْتُ لَيْلَى وَالسَّمَاوَةُ دُوْنَهَا ـ

فَمَالِ ابْنَةِ الْجُوْدِىْ لَيْلَى وَمَالِيَا ـ

'লায়লার কথা আমি স্মরণ করছি। তার চারিদিকে উন্মুক্ত আকাশ। জূদীর কন্যা লায়লা আর আমার মধ্যে কিসের সম্পর্ক? আমার কি হল যে, আমি তার জন্যে উথলা হয়ে পড়েছি।'

وَاَنّى تَعَاطِىْ قَلْبُهُ حَارِثِيَّةِ ـ

تُوْمِنُ بِا الْبَصْرِىْ اَوْ تَحُلُّ جَوَابِيَا ـ

'ওর সাথে আমার হৃদয় দেয়া-নেয়া হয়েছে। সে নিরাপদে বসরায় বসবাস করছে অথবা হাওয়ারীতে অবতরণ করবে।'

اَنّى نِبَلاَ قِيْهَا بَلى وَلَعَلَّهَا ـ اَنَّ النَّاس حَجُّوْا قَابِلاً اَنْ تُوَافِيَا

'ওর সাথে সাক্ষাত করার জন্যে আমি সদা প্রস্তুত। সম্ভবত সেও আমার সাথে সাক্ষাত করতে চায়। মানুষ তো প্রতিশ্রুতি পূরণের পূর্বে দলীল দাবী করে।'

বর্ণনাকারী বলেন, তারপর দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা) তাঁর শাসনামলে সিরিয়ায় সেনা অভিযান পরিচালনা করেন। তখন তিনি সেনাপতিকে বলে দিয়েছিলেন যে, তুমি যদি যুদ্ধের মাধ্যমে জূদী কন্যা লায়লাকে হস্তগত করতে পার তবে তাকে হযরত আবদুর রহমান (রা)-এর নিকট হস্তান্তর করবে। সেনাপতি শক্তি প্রয়োগে লায়লাকে হস্তগত করে এবং তাকে হযরত আবদুর রহমান (রা)-এর নিকট হস্তান্তর করে। লায়লাকে তিনি খুব ভালবাসতে থাকেন। অন্যা স্ত্রীদের উপর প্রাধান্য দিতে থাকেন। তাতে তার অন্য স্ত্রীগণ হযরত আয়েশা (রা)-এর দরবারে এসে অভিযোগ করলেন। এতে হযরত আয়েশা (রা) তাঁকে ভর্ৎসনা করলেন। উত্তরে হযরত আবদুর রহমান (রা) বললেন, 'আমি তার প্রতি এত আসক্ত হয়েছি এজন্যে যে, আমি যেন তার দাঁত যেন ডালিমের রসে ভর্তি দেখতে পাই।'

এক পর্যায়ে লায়লার মুখে রোগ সৃষ্টি হল। তাতে তার দাঁত ঝড়ে পড়ল। তার রূপ সৌন্দর্য সব বিনষ্ট হয়ে গেল। এবার হযরত আবদুর রহমান (রা) তার প্রতি অবিচার শুরু করলেন। সে গিয়ে হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট অভিযোগ করে। তিনি বললেন, 'ওহে আবদুর রহমান! তুমি যখন লায়লাকে ভালবেসেছ তখন সীমাতিরিক্ত ভালবেসেছ, আবার যখন তাকে ঘৃণা করেছ তখন ঘৃণায় সীমা লংঘন করেছ। এখন তুমি হয়ত তার প্রতি ন্যায় বিচার করবে নতুবা তাকে তার পিতৃ গৃহে পাঠিয়ে দিবে।'

যুবায়রী আবদুল্লাহ্ ইব্ন নাফি' .... উরওয়া থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন যে, উমার ইব্ন খাত্তাব (রা) যখন দামেশ্‌ক জয় করেন, তখন জূদীর কন্যা লায়লাকে উপহার হিসাবে হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর (রা)-এর নিকট হস্তান্তর করেছিলেন। সে ছিল দামেশেকর রাজকন্যা। অর্থাৎ দামেশ্‌ক অঞ্চলে বসবাসকারী আরবদের রাজা জূদীর কন্যা। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা)

৫৮ হিজরী সনে যাঁরা ইন্তিকাল করেন, তাঁদের একজন হলেন হযরত উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব কুরায়শী হাশেমী (রা)। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচাত ভাই। তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর চেয়ে এক বছরের ছোট। হযরত উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) একজন ভদ্র, সুদর্শন ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁর পিতার ন্যায় গৌরবর্ণের লোক ছিলেন।

আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আবদুল্লাহ্ উবায়দুল্লাহ্, (রা) এবং আরো বালককে এক সারিতে দাঁড় করাতেন এবং বলতেন, 'যে দৌঁড়ে সবার আগে আমার নিকট পৌঁছতে পারবে সে এই এই পুরস্কার পাবে।' ফলে তারা সকলে দৌঁড় দিত এবং তাঁর বুকে পিঠে ঝাঁপিয়ে পড়ত। তিনি ওদেরকে চুমো খেতেন, বুকে জড়িয়ে ধরতেন।

হযরত আলী (রা) তাঁর শাসনামলে উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-কে ইয়ামানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। হযরত উবায়দুল্লাহ্ (রা) ৩৬ ও ৩৭ হিজরী সনে নিজে ইমাম হয়ে হজ্জ পরিচালনা করেন। ৩৮ হিজরী সনে তিনি এবং মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট থেকে দায়িত্ব প্রাপ্ত ইয়াযীদ ইব্ন সামূরা রাহাবী দু'জনে হজ্জ পরিচালনা নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হন। এরপর উভয়ে এই মর্মে সমঝোতায় উপনীত হন যে, শায়বা ইব্ন উসমান হাজাবী হজ্ব পরিচালনা করবেন। এই ভিত্তিতে শায়বা ইব্ন উসমান হাজাবী এই বছর হজ্জ পরিচালনা করেন।

পরবর্তীতে আমীর মু'আবিয়া (রা) যখন নিজের ক্ষমতা সুসংহত করেন তখন বুসর ইব্ন আবূ আরতাতকে উবায়দুল্লাহ্ (রা)-এর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেন। সে উবায়দুল্লাহ্ (রা)-এর দু'টো ছেলেকে খুন করে ফেলে। তখন ইয়ামানে দারুণ অরাজকতা বিরাজ করছিল। তার কিছুটা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।

হযরত উবায়দুল্লাহ্ এবং আবদুল্লাহ্ (রা) দু'জন মদীনায় বসবাস করছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ্ (রা জ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রণী ছিলেন। আর উবায়দুল্লাহ্ (রা) দান-দক্ষিণায় অগ্রণী ছিলেন। বর্ণিত আছে যে, উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) একদিন সফরকালে তাঁর এক ক্রীতদাসসহ জনৈক আরব বেদুইনের তাঁবুতে গিয়ে উঠেন। বেদুইন লোকটি তাঁকে দেখে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানায় এবং সম্মান দেখায়। সে তাঁর জ্যেতির্ময় চেহারা দেখে অভিভূত হয়ে পড়ে। সে তার স্ত্রীকে বলে, 'আফসোস ! মেহমানের আপ্যায়ানের জন্যে তোমার নিকট কি আছে?' সে বলল, 'আমার কাছে কিছুই নেই। তবে একটা ছোট্ট বকরী আছে যার দুধ পান করে তোমার ছোট মেয়েটি বেঁচে আছে।' বেদুইন বলল, 'সেটিই এখন জবাই করতে হবে।' স্ত্রী বলল, 'তাহলে কি তুমি দুধের অভাবে তোমার মেয়েটিকে মেরে ফেলবে?' সে বলল, 'যদি তা হয় হবে।' সে ছুরি নিয়ে বকরীটি জবাই করে। চামড়া খুলতে শুরু করে আর এই পংক্তিমালা আবৃত্তি করে-

يَا جَارَتِي لَا تُوقِظِي الْبُنَيَّةَ - إِنْ تُوقِظِيهَا تَنْتَحِبُ عَلَيْهِ
وَتَنْزِعُ الشَّفْرَةَ مِنْ يَدِهِ -

'হে আমার জীবন সঙ্গিনী ! মেয়েটিকে ঘুম থেকে উঠাবে না। সে যদি ঘুম থেকে জেগে উঠে এই বাবার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং তার হাত থেকে ছুরি কেড়ে নিবে।'

এরপর সে খাদ্য তৈরী করে হযরত উবায়দুল্লাহ্ (রা) ও তাঁর খাদেমের সম্মুখে উপস্থিত করে এবং তাঁদেরকে রাতের খাবার খাওয়ায়। এদিকে বেদুইন ও তার স্ত্রী বকরী সম্পর্কে যে আলাপটা করেছিল হযরত উবায়দুল্লাহ্ (রা) তা শুনেছিলেন। বেদুইনের তাঁবু ত্যাগ করার সময় তিনি তাঁর খাদেমকে বললেন, 'তোমার সাথে দিরহাম-দীনার কি পরিমাণ আছে?' সে বলল, 'আমার সাথে ৫০০ দীনার বা স্বর্ণমুদ্রা রয়েছে! আপনার পথ খরচা শেষে এটি অবশিষ্ট রয়েছে।' তিনি বললেন, 'ঐ ৫০০ দীনার সবটুকু এই আরব বেদুইনকে দিয়ে দাও।' খাদেম বলল, 'সুবহানাল্লাহ্! আপনি ওকে ৫০০ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে দিবেন, অথচ সে আপনার জন্যে পাঁচ দিরহাম মূল্যের একটি বকরী জবাই করেছে।' উবায়দুল্লাহ্ (রা) বললেন, 'আল্লাহ্র কসম! সে আমাদের চাইতে অধিক দানশীল। কারণ আমরা আমাদের মালিকানাধীন সম্পদের একটা অংশ দান করছি, অথচ সে তার মালিকানাধীন সম্পদের সবটুকু আমাদেরকে দান করে দিয়েছে। সে নিজের এবং তার বাচ্চার ক্ষুধা ও প্রয়োজনীয়তার উপর আমাদের ক্ষুধাকে প্রাধান্য দিয়েছে।'

এই ঘটনা আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর কানে গিয়ে পৌঁছে। তিনি তখন বলেন, 'শাবাশ, কোন্ বীজ থেকে তার জন্ম হল আর কোন্ কাজে সে সম্পৃক্ত হল।'

খলীফা ইব্ন খায়য়াত বলেছেন যে, হযরত উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) ৫৮ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। অন্যরা বলেছেন যে, ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়া (রা)-এর শাসনামলে তাঁর ইন্তিকাল হয়েছে। অবূ উবায়দ কাসিম ইব্ন সাল্লাম বলেছেন ৮৭ হিজরী সনে তাঁর ওফাত হয় এবং তিনি মদীনায় ইন্তিকাল করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, ইয়ামানে তার ইন্তিকাল হয়েছে। তার বর্ণিত একটি হাদীস রয়েছে।

ইমাম আহমদ (র) হুশায়ম.....উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, উমায়মাহ কিংবা রুমায়সা নামের এক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে এসে তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করছিল। তার অভিযোগ ছিল যে, তার স্বামী তার প্রতি ভাল আচরণ করে না। এর অল্পক্ষণ পর ঐ মহিলার স্বামী সেখানে উপস্থিত হয়। সে দাবী করে যে, তার স্ত্রী যা বলেছে তা সর্বৈব মিথ্যা। তার মধ্যে সত্যের লেশমাত্র নেই। সে বরং আমাকে ছেড়ে তার পূর্ব স্বামীর নিকট চলে যেতে চাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, لَيْسَ لَكِ ذَالِكِ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ رَجُلٌ غَيْرُهُ 'না, তোমার জন্যে তা বৈধ হবে না যতক্ষণ না অন্য একলোক তোমার মধু আস্বাদন করবে।' ইমাম নাসাঈ আলী ইব্ন হুজরাহ সূত্রে হুশায়ম থেকে এটি বর্ণনা করেছেন।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা বিন্ত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)

এই হিজরী সনে যাঁরা ইন্তিকাল করেছেন, তাঁদের অন্যতম হলেন হযরত আয়েশা বিন্ত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহধর্মিণী। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর

সর্বাধিক প্রিয় স্ত্রী। সপ্ত আকাশের উপর থেকে তাঁর পবিত্রতা ও নির্দোষিতার ঘোষণা নাযিল হয়েছে। তাঁর মাতা হলেন, উম্মু রুমান বিন্‌ত আমীর ইব্‌ন উওয়াইমির কিনানী। হযরত আয়েশার (রা)-এর উপনাম উম্মু আবদুল্লাহ্। বর্ণিত আছে যে, হযরত আয়েশা (রা)-এর ভাগ্নে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়ের (রা)-এর সাথে সম্পর্কিত করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর নাম দিয়েছেন উম্মু আবদিল্লাহ্। কেউ কেউ বলেছেন যে, হযরত আয়েশার গর্ভে একটি অসম্পূর্ণ মৃত বাচ্চা জন্ম গ্রহণ করেছিল। সেটির নাম রাখা হয়েছিল আবদুল্লাহ্। সেই সূত্রে তার উপনাম উম্মু আবদুল্লাহ্ বা আবদুল্লাহ্ এর মাতা। হযরত আয়েশা (রা) ব্যতীত রাসূলুল্লাহ্ (সা) অন্য কোন কুমারী মেয়ে বিয়ে করেন নি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর স্ত্রীর লেপে আবৃত থাকা অবস্থায় তাঁর প্রতি ওহী নাযিল হয়েছে তেমন ঘটনা হযরত আয়েশা (রা) ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রীর ক্ষেত্রে ঘটে নি। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অন্য কোন স্ত্রী তাঁর নিকট হযরত আয়েশা (রা)-এর চাইতে বেশি প্রিয় ছিলেন না। হিজরতের পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় অবস্থানকালে হযরত খাদীজা (রা)-এর ইন্‌তিকালের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বিয়ে করেন। ফেরেশ্‌তা হযরত আয়েশা (রা)-কে রেশমী কাপড়ে জড়ানো অবস্থায় দু'বার কি তিনবার স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখিয়েছিলেন। তখন ফেরেশ্‌তা বলেছিলেন, ইনি আপনার স্ত্রী। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, 'তার মুখ দেখাও।' রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, 'মুখ দেখে আমি চিনতে পারলাম যে, তুমি আয়েশা।' তখন আমি বললাম, এটি যদি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়ে থাকে তবে তিনি তা বাস্তবায়ন করে দিবেন।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট হযরত আয়েশা (রা)-কে বিয়ে করার জন্যে প্রস্তাব দেন। আবূ বকর (রা) বললেন, 'ওকে বিয়ে করা কি আপনার জন্যে বৈধ হবে?' রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, 'হ্যাঁ, বৈধ হবে।' আবূ বকর (রা) বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আপনি যে আমার ভাই।'

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, 'হ্যাঁ, ভাই বটে, আর তা হল ইসলাম ও ধর্মীয় ভাই, প্রকৃতপক্ষে ওকে বিয়ে করা আমার জন্যে হালাল ও বৈধ।' অতপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বিয়ে করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে বিয়ে হবার পর হযরত আয়েশা (রা) সাবালিকা হন। সীরাত গ্রন্থের প্রথম দিকে আমরা বিষয়টি উল্লেখ করেছি।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে হযরত আয়েশা (রা)-এর বিয়ে অনুষ্ঠিত হয় হিজরতের দুই বছর পূর্বে। কেউ কেউ বলেছেন, দেড় বছর পূর্বে। আবার কেউ বলেছেন, তিন বছর পূর্বে। তখন হযরত আয়েশা (রা)-এর বয়স ছিল ছয় বছর। বদরের যুদ্ধের সময় হযরত আয়েশার বয়স যখন ৯ বছর তখন তাঁদের বাসর হয়। এটি ছিল ২য় হিজরীর শাওয়াল মাসের ঘটনা।

মিথ্যা অপবাদদানকারীগণ যখন হযরত আয়েশা (রা) সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছিল, তাতে মহান আল্লাহ্ ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন এবং ওদের অপবাদ মিথ্যা করে হযরত আয়েশা (রা)-এর সতীত্ব ও পবিত্রতা বিষয়ে কুরআনের ১০টি আয়াত নাযিল করেন। যুগ যুগ ধরে ঐ আয়াতগুলো পঠিত হচ্ছে। ইতিপূর্বে আমরা এই ঘটনায় বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করেছি। মুরায়সী যুদ্ধের আলোচনায় আমরা এই আয়াতগুলোর তাফসীর ও ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছি। তাছাড়া তাফসীর গ্রন্থে আমরা এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেছি। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্‌র।

এ বিষয়ে সকল উলামা-ই-কিরাম একমত যে, হযরত আয়েশা (রা)-এর সতীত্বের পক্ষে মহান আল্লাহ্ আয়াত নাযিল করার পর কেউ যদি তাঁকে অপবাদ দেয় তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। তবে অন্যান্য উম্মুল মু'মিনীন অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অন্যান্য স্ত্রীদেরকে যদি কেউ ব্যভিচারের অপবাদ দেয় সে কাফির হবে কি না এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। বিশুদ্ধ অভিমত হল যদি কেউ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যে কোন স্ত্রীকে ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ দিলে সে কাফির হয়ে যাবে। কারণ যাঁকে অপবাদ দেয়া হবে তিনি তো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহধর্মিণী। হযরত আয়েশা (রা)-কে অপবাদ দেয়ায় মহান আল্লাহ্ ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন এ কারণে যে, হযরত আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রী। সুতরাং মানহানি গুরুতর অপরাধ এবং আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির কারণ, এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সকল স্ত্রী সমান।

হযরত আয়েশা (রা)-এর অসংখ্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি এই যে, অন্যান্য স্ত্রীগণ যেখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পালায় একদিন কাছে পেতেন, সেখানে হযরত আয়েশা (রা) তাঁকে দু'দিন কাছে পেতেন। একদিন তাঁর নিজের অংশ হিসেবে আর অন্যদিন হযরত সাওদা (রা)-এর অংশের দিনটি। হযরত সাওদা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সন্তুষ্টির জন্যে নিজের দিবসটি হযরত আয়েশা (রা)-কে দান করেছিলেন। আরেকটি বৈশিষ্ট্য এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইন্তিকাল করেছেন হযরত আয়েশা (রা)-এর কক্ষে, আয়েশা (রা)-এর জন্যে নির্ধারিত দিবসে এবং হযরত আয়েশা (রা)-এর বুক ও গলার মাঝে মাথা রেখে। দুনিয়া থেকে বিদায়ের মুহূর্তে হযরত আয়েশা (রা)-এর লালা ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর লালা একত্রিত হয়েছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখে মিসওয়াকের মাধ্যমে। হযরত আয়েশা (রা)-এর ঘরেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দাফন করা হয়েছে।

ইমাম আহমদ (র) ওয়াকী'..... হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, انَّه' لَيَهُوْنُ عَلَيَّ أنِّىْ رَاَيْتُ بِيَاضِ كَفُّ عَائِشَةَ فِىْ الْجَنَّةَ 'জান্নাতে আয়েশার হাতের উজ্জ্বলতা দেখার কারণে মৃত্যুর কষ্ট আমার জন্যে সহজ হয়ে গিয়েছে।' ইমাম আহমদ (র) একা এই হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। এটি হল হযরত আয়েশা (রা)-এর প্রতি প্রিয়নবী (সা)-এর প্রচণ্ড মহব্বতের বহিঃপ্রকাশ যে, সম্মুখে হযরত আয়েশা (রা)-এর হাতের শুভ্রতা দেখার কারণে দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ তাঁর জন্যে সহজ মনে হয়েছে।

হযরত আয়েশা (রা)-এর আরো একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রীদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানবতী। এও বলা যায় যে, তিনি সমগ্র নারী সমাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানবতী ছিলেন।

আল্লামা যুহ্রী বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অন্যান্য সকল স্ত্রীর জ্ঞান একত্রিত করে একদিকে রাখা হলে বরং পৃথিবীর সকল মহিলার জ্ঞান একত্রিত করে একদিকে রাখা হলে আর হযরত আয়েশা (রা)-এর জ্ঞান অপরদিকে রাখা হলে হযরত আয়েশার জ্ঞান শ্রেষ্ঠ হবে।

আতা ইব্ন আবূ রাবাহ্ বলেছেন যে, হযরত আয়েশা (রা) ছিলেন সমগ্র মানব জাতির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানবতী মহিলা এবং অন্যতম বিচক্ষণ-বুদ্ধিমতী নারী।

উরওয়া (র) বলেছেন, ধর্মীয় বিচার-বুদ্ধি, চিকিৎসা শাস্ত্র এবং কাব্য রচনা ও আবৃত্তিতে হযরত আয়েশা (রা)-এর চাইতে শ্রেষ্ঠ আমি কাউকে দেখি নি। তাছাড়া হযরত আবূ হুরায়রা (রা) ব্যতীত হাদীস বর্ণনায় অন্য কোন নারী কিংবা পুরুষ হযরত আয়েশা (রা)-এর সমকক্ষ হতে পারেন নি।

আবূ মূসা আশ'আরী (রা) বলেছেন, আমরা রাসূলুলাহ (সা)-এর সাহাবীগণ কোন হাদীস সম্পর্কে সমস্যায় পড়লে হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট তার সমাধান খুঁজে পেতাম। ইমাম তিরমিযী এটি উদ্ধৃত করেছেন। আবূ দুহা মাসরূক থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন যে, আমি শীর্ষস্থানীয় ও বয়স্ক সাহাবীদেরকে দেখেছি যে, তারা ফারায়েয ও উত্তরাধিকার বিষয়ে হযরত আয়েশা (রা) থেকে জেনে নিতেন।

অবশ্য অধিকাংশ আলিম ও ফিকহ্‌বিদ যে হাদীসটি উৎসাহ বর্ণনা করেন যে,

خُذُوْا شَطْرَ دِيْنَكُمْ عَنْ هٰذِهِ الْحُمَيْرَاءِ -

'তোমাদের দীনের অর্ধেক জ্ঞান এই রক্তিম রমণী থেকে অর্থাৎ আয়েশা থেকে গ্রহণ কর।' বস্তুত এই হাদীসের কোন ভিত্তি নেই এবং ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ কোন গ্রন্থে এটির অস্তিত্ব নেই। আমি আমার শায়খ আবূ হাজ্জাজ মিয্‌যীকে এই হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, উত্তরে তিনি বললেন, 'এটির কোন ভিত্তি নেই।'

উল্লেখ্য যে, মহিলাদের মধ্যে হযরত আয়েশা (রা)-এর শিষ্যদের চাইতে অধিক জ্ঞানী কেউ নেই। তার শিষ্যদের মধ্যে আছেন আমরাহ বিন্‌ত আবদুর রহমান, হাফসা বিন্‌ত সীরীন এবং আয়েশা বিন্‌ত তালহা প্রমুখ মহিলা। বহু মাসআলায় হযরত আয়েশা (রা) অন্যা সাহাবীদের থেকে ভিন্ন মত পোষণ করতেন এবং বহু হাদীসের ব্যাখ্যায় তাঁর গৃহীত অভিমত মাসআলা ও ব্যাখ্যাগুলো অনেক ইমাম আলাদাভাবে গ্রন্থাবদ্ধ করেছেন।

শা'বী (রা) বলেছেন যে, মাসরূক যখন হযরত আয়েশা (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন তখন বলতেন 'আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন সিদ্দীকা বিন্‌ত সিদ্দীক, রাসূলুলাহ (সা)-এর প্রিয়তমা, সপ্তম আকাশের উপর থেকে পবিত্রতার ঘোষণা প্রাপ্ত হযরত আয়েশা (রা)।

সহীহ্ বুখারীতে বর্ণিত আছে আবূ উসমান নাহ্‌দী আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুলাহ (সা)-কে বলেছিলাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কোন্ লোক আপনার সর্বাধিক প্রিয়?' তিনি বললেন, আয়েশা।' আমি বললাম, 'পুরুষের মধ্যে?' তিনি বললেন, 'তাঁর পিতা' অর্থাৎ হযরত আবূ বকর (রা)।

সহীহ্ বুখারীতে আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুলাহ (সা) বলেছেন-

كَمَّلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيْرًا وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ اِلاَّ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَخَدِيْجَةُ بِنْتُ خُوَلِدٍ وَاسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ ـ وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلَى سَائِرْ الطَّعَامِ ـ

'পুরুষদের মধ্যে অনেকেই কামালিয়াত ও পূর্ণতা অর্জন করেছেন, কিন্তু মহিলাদের মধ্যে কামালিয়াত অর্জন করেছেন মাত্র ইমরানের কন্যা মারয়াম এবং খুওয়াইলিদের কন্যা খাদীজা (রা) এবং ফিরআওনের স্ত্রী আসিয়া। আর সকল নারীর উপর আয়েশা (রা)-এর সম্মান তেমন, যেমন সকল খাদ্যের উপর ছারীদ তথা "রুটি-গোশতের" শ্রেষ্ঠত্ব।

যে সকল উলামা-ই-কিরাম হযরত আয়েশা (রা)-কে হযরত খাদীজা (রা)-এর চাইতে শ্রেষ্ঠ মনে করেন তাঁরা এই হাদীস দ্বারাই প্রমাণ উপস্থাপন করেন। তাঁরা বলেন যে, হাদীসে বর্ণিত "সকল মহিলা" এর মধ্যে উপরোক্ত তিনজনও অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। ইমাম বুখারী (র) উদ্ধৃত আরেকটি হাদীস এই অভিমত সমর্থন করে। ইমাম বুখারী (র) ইসমাঈল ইব্‌ন খলীল....

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, হযরত খাদীজা (রা)-এর বোন হালা একদিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তার কণ্ঠস্বর শুনে রাসূলুলাহ (সা)-এর মনে হযরত খাদীজা (রা)-এর অনুমতি প্রার্থনার স্মৃতি জেগে উঠে। তিনি বিচলিত হয়ে উঠলেন এবং বললেন, 'হায় আল্লাহ্! এযে হালা এসেছে।' হযরত আয়েশা (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এ অবস্থা দেখে আমি ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ি এবং বলি, আপনি তো সেই কুরায়শী বৃদ্ধার কথাই স্মরণ করে যাচ্ছেন, যাঁর গাল দু'টো ছিল লাল, যিনি বহুদিন আগে এই দুনিয়া ছেড়ে চলে গিয়েছেন। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর চাইতে উত্তম স্ত্রী আপনাকে দান করেছেন।' ইমাম বুখারী এরূপই উদ্ধৃত করেছেন।

অবশ্য এ প্রসঙ্গে কোন কোন বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এ বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে وَاللهِ مَا اَبْدَلَنِىْ خَيْرًا مِنْهَا 'আল্লাহ্র কসম! তার চাইতে ভাল স্ত্রী আল্লাহ্ আমাকে দেন নি।' ঐ বর্ণনা মোটেই বিশুদ্ধ নয়। হযরত খাদীজা (রা)-এর ইন্তিকালের আলোচনায় আমরা ঐ দীর্ঘ হাদীস উদ্ধৃত করেছি। এবং হযরত খাদীজা (রা) হযরত আয়েশা (রা)-এর চাইতে শ্রেষ্ঠ যাঁরা এ অভিমতের অনুসারী তাদের দলীল-প্রমাণও আমরা সেখানে উল্লেখ করেছি। সেগুলো পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নেই।

ইমাম বুখারী (র) হযরত আয়েশা (রা)-এর একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন যে, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন يَا عَائِشَةُ هٰذَا جِبْرِيْلُ يُقْرِئُكِ السَّلَامَ 'হে আয়েশা! এই যে, জিবরাঈল, তিনি তোমাকে সালাম জানাচ্ছেন।' আয়েশা (রা) বলেন, তখন আমি বলেছিলাম, 'وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ তাঁর প্রতি সালাম এবং আল্লাহ্র রহমত ও বরকত। আপনি যা দেখেন আমি তো তা দেখিনা।'

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, লোকজন হযরত আয়েশা (রা)-এর জন্যে নির্ধারিত দিবসে তাদের উপহার-উপঢৌকন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্যে নিয়ে আসত। এই প্রেক্ষিতে সকল উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামার ঘরে সমবেত হয়ে তাকে অনুরোধ জানান তিনি যেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলে দেন মানুষকে এই নির্দেশ দিতে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখানেই থাকেন সেখানেই তারা যেন হাদিয়া তোহ্ফা প্রেরণ করে। উম্মু সালামা (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার নিকট আসার পর আমি তাঁকে এই কথা জানালাম। তিনি আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এরপর ঐ মহিলাগণ আবার উম্মু সালামার ঘরে সমবেত হয়ে তাদের দাবীর কথা উল্লেখ করেন। উম্মু সালামা (রা) তাদের বক্তব্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জানালেন। তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এরপর তিনি যখন সকল স্ত্রীর সাথে মিলিত হবার পর হযরত উম্মু সালামার নিকট এলেন, উম্মু সালামা (রা) তাঁদের বক্তব্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জানালেন। উত্তরে তিনি বললেন, 'হে উম্মু সালামা! হযরত আয়েশা (রা)-এর ব্যাপারে তোমরা আমাকে কষ্ট দিও না। কারণ আল্লাহ্র কসম! হযরত আয়েশা (রা) ব্যতীত অন্য কারো লেপের নীচে থাকা অবস্থায় আমার নিকট ওহী আসে নি।'

এও উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রীগণ একবার হযরত ফাতিমা (রা)-কে দূতিয়ালি করার জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট পাঠান। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বললেন, 'আপনার স্ত্রীগণ তো আবূ বকর ইব্ন আবূ কুহাফার মেয়ের ব্যাপারে ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বনের দাবী তুলেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, 'প্রিয় কন্যা! আমি যাঁকে ভালবাসি তুমি

কি তাঁকে ভালবাস না?' হযরত ফাতিমা (রা) বললেন, 'হ্যাঁ তা-তো অবশ্যই। আমি তো তাঁকে ভালবাসিই।' রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, 'তাহলে তুমি আবূ বকরের এই মেয়েকে ভালবেসে যাও।'

এরপর তাঁরা মধ্যস্থতাকারীরূপে যায়নাব বিন্‌ত জাহাশকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট প্রেরণ করলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট গমন করলেন। সেখানে হযরত আয়েশা (রা) উপস্থিত ছিলেন। হযরত যায়নাব (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে কথা বললেন এবং হযরত আয়েশা (রা)-কে দোষারোপ করলেন। হযরত আয়েশা ক্ষেপে উঠলেন। তিনি পাল্টা জবাব দিলেন। এমন তীব্রভাবে যায়নাব (রা)-এর কথার উত্তর দিলেন যে, হযরত যায়নাব (রা) চুপ হয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকিয়ে তাকিয়ে হযরত আয়েশা (রা)-কে দেখছিলেন এবং বলছিলেন, "এ যে আবূ বকরের মেয়ে।"

আমরা উল্লেখ করেছি যে, উষ্ট্রের যুদ্ধের প্রাক্কালে হযরত আম্মার লোকজনকে তালহা ও যুবায়র (রা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আহ্বান জানাচ্ছিলেন এবং তিনি ও হাসান (রা) কূফার মিম্বরের উপর আরোহণ করেছিলেন। তখন হযরত আম্মার (রা) শুনতে পেলেন যে, একলোক হযরত আয়েশা (রা)-কে মন্দ বলছে। তখনই ঐ ব্যক্তিকে ধমক দিয়ে হযরত আম্মার (রা) বললেন, 'চুপ কর চুপ কর কথা বন্ধ কর।' ঘৃণিত ব্যক্তি কোথাকার! আল্লাহ্র কসম! তুমি যাকে মন্দ বলছ, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহধর্মিণী দুনিয়াতে ও আখিরাতেও। তবে মহান আল্লাহ্ তোমাদেরকে পরীক্ষা করছেন, তোমরা হযরত আলী (রা)-এর আনুগত্য করবে না কি হযরত আয়েশা (রা)-এর আনুগত্য করবে।'

ইমাম আহমদ (র) মু'আবিয়া ইব্‌ন আমর..... হযরত আয়েশা (রা)-এর দারোয়ান যাকওয়ান থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রা)-এর অন্তিমকালে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) তার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। যাকওয়ান বলেন ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর প্রবেশের অনুমতি নেয়ার জন্যে আমি হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট যাই। সেখানে তাঁর ভাতিজা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্দুর রহমান ছিলেন। আমি বললাম, ইব্‌ন আব্বাস (রা) আপনার সাথে দেখা করতে এসেছেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান হযরত আয়েশা (রা)-এর প্রতি ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস আপনার সাথে দেখা করতে চাচ্ছেন।' বস্তুতঃ হযরত আয়েশা (রা) তখন মৃত্যু পথযাত্রী। তিনি বললেন, 'না, থাক, সাক্ষাতের দরকার নেই।' আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান বললেন, 'আম্মাবাদ। আপনার বাধ্য পুত্র ইব্‌ন আব্বাস (রা) আপনাকে সালাম জানাচ্ছেন এবং আপনাকে বিদায় জানাচ্ছেন।' হযরত আয়েশা (রা) বললেন, 'তুমি চাইলে তাকে ভেতরে আসার অনুমতি দিতে পার।' বর্ণনাকারী বলেন, তারপর আমি তাকে ভিতরে নিয়ে এলাম। পাশে বসে ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, 'আপনি সুসংবাদ নিন।' আয়েশা (রা) বললেন, 'কেন? কিসের সুসংবাদ?' ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, 'এজন্যে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও আপনার প্রিয়জনদের সাথে মিলিত হবার জন্যে আপনার শুধু প্রাণটা বের হবার অপেক্ষা। আপনি তো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সবচাইতে প্রিয় স্ত্রী ছিলেন। ভাল মানুষ ব্যতীত কাউকে তো রাসূলুল্লাহ্ (সা) ভালবাসতেন না। আবওয়া অভিযানের রাতে আপনার গলার মালা হারিয়ে গেল। সকাল হল অথচ কারো নিকট পানি ছিল না। এই প্রেক্ষাপটে আল্লাহ্ তা'আলা তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল করলেন। সুতরাং উম্মত তায়াম্মুমের বিধান পেল আপনার উসিলায়। উম্মত এই সুযোগ অর্জন করল আপনার কারণে। মহান আল্লাহ্ সাত

আসমানের উপর থেকে আপনার সতীত্ব ও পবিত্রতা ঘোষণা সম্বলিত আয়াত নাযিল করলেন। রূহ-আল-আমীন হযরত জিবরাঈল (আ) ঐ আয়াতগুলো নিয়ে এলেন। ফলে দুনিয়ার সকল মসজিদে মসজিদে দিনে-রাতে ঐ আয়াতগুলো পঠিত হচ্ছে।'

এ পর্যায়ে হযরত আয়েশা (রা) বললেন, 'ইব্‌ন আব্বাস ! এবার থাম। আল্লাহ্‌র কসম ! আমি এত প্রশংসা চাই না, আমি চাই বিস্মৃতির গভীরে তলিয়ে যেতে, স্মৃতি থেকে মুছে যেতে।'

বস্তুত হযরত আয়েশা (রা)-এর প্রশংসা ও মর্যাদা বিষয়ক হাদীস প্রচুর। এই হিজরী সনে অর্থাৎ ৫৮ হিজরী সনে তাঁর ওফাত হয়। কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর ইন্তিকাল হয়েছে ৫৭ হিজরী সনে। আবার কেউ বলেছেন ৫৬ হিজরী সনে। প্রসিদ্ধ অভিমত এই যে, তাঁর ইন্তিকাল হয়েছে রমযান মাসে। কেউ বলেছেন, শাওয়াল মাসে। সর্বাধিক প্রসিদ্ধ অভিমত হল রামাদান মাসের ১৭ তারিখ মঙ্গলবারে তার ইন্তিকাল হয়। তিনি ওসীয়ত করে গিয়েছিলেন যে, রাতের বেলা জান্নাতুল বাকীতে যেন তাঁকে দাফন করা হয়। বিতর নামাযের পর হযরত আবূ হুরায়রা (রা) তাঁর জানাযার নামায আদায় করেন। তাঁর কবরে নেমেছিলেন পাঁচজন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা), উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (রা), তাঁরা হযরত আয়েশা (রা)-এর বোন আসমার পুত্র। কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ। তাঁরা দু'জন হযরত আয়েশা (রা)-এর ভাই মুহাম্মদের পুত্র। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর (রা)। ইন্‌তিকালের সময় হযরত আয়েশা (রা)-এর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্‌তিকালের সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৮ বছর। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হিজরতের সময় তাঁর বয়স ছিল ৮/৯ বছর। মহান আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি, তাঁর পিতার প্রতি এবং সকল সাহাবীর প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

৫৯ হিজরীর সূচনা

ওয়াকিদী বলেন, এ বছর আমর ইব্‌ন মুর্‌রা আল জুহানী রোম দেশের স্থলভাগে শীত যাপন করেন তবে কোন নৌ-অভিযান সংঘটিত হয় নি। অন্যরা বলেন, এ বছর তিনি জানাদা ইব্‌ন আবূ উমায়্যার বিরুদ্ধে নৌ-অভিযান পরিচালনা করেন। এ বছরই হযরত মু'আবিয়া (রা) ইব্‌ন উম্মে হাকামকে কূফাবাসীর সাথে দূর্ব্যবহারের কারণে কূফার গভর্নর পদ থেকে অপসারণ করেন এবং নু'মান ইব্‌ন বশীরকে (নতুন) গভর্নর নিয়োগ করেন। এ ছাড়া এ বছর হযরত মু'আবিয়া (রা) সায়ীদ ইব্‌ন উছ্‌মান ইব্‌ন আফ্‌ফানকে অপসারিত করে আবদুর রহমান ইব্‌ন যিয়াদকে খোরাসানের গভর্নর নিয়োগ করেন। ফলে একই সময়ে উবায়দুল্লাহ্ বসরার তার ভাই এই আবদুর রহমান খোরাসানের এবং আব্বাদ (ইব্‌ন যিয়াদ) সিজিস্তানের গভর্নর হয়। আর ইয়াযীদের শাসনামল পর্যন্ত আব্দুর রহমান খোরাসানের গভর্নর ছিল।

হযরত হুসায়নের (রা) শাহাদাতের পর সে যখন তার কাছে আগমন করে তখন ইয়াযীদ তাকে জিজ্ঞাসা করে, কী পরিমাণ অর্থ তুমি সাথে নিয়ে এসেছ? তখন সে বলল, দুই কোটি দিরহাম। ইয়াযীদ তখন বলল, তুমি যদি চাও তাহলে আমরা তোমার থেকে হিসাব গ্রহণ করব, আর যদি তুমি চাও তাহলে তোমাকে তা প্রদান করে তোমার পদ থেকে তোমাকে অপসারিত করব। তবে তার জন্য শর্ত হল তোমাকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর (রা)-কে পাঁচ লক্ষ দিরহাম প্রদান করতে হবে। তখন সে বলল, ঠিক আছে। আপনি আমাকে তা প্রদান করুন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফরকে আমি আপনার উল্লেখিত পরিমাণ এবং তার সাথে এর সমপরিমাণ (অতিরিক্ত) অর্থ প্রদান করব। তখন ইয়াযীদ তাকে অপসারণ করে অন্যকে গভর্নর নিয়োগ করল এবং দশ লক্ষ দিরহামসহ আবদুর রহমান ইব্‌ন যিয়াদকে এই বলে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফরের কাছে পাঠাল যে, সে তাকে বলবে, পাঁচ লক্ষ দিরহাম হল আমীরুল মু'মিনীনের পক্ষ থেকে আর পাঁচ লক্ষ আমার পক্ষ থেকে।

এ বছরই উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ বসরা ও (তৎকালীণ) ইরাকের নেতৃস্থানীয় ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের এক প্রতিনিধি দল নিয়ে হযরত মু'আবিয়ার কাছে আগমন করে। এ সময় হযরত মু'আবিয়ার সাথে সাক্ষাৎকালে সে তার নিজের কাছে তাদের নৈকট্য ও মর্যাদার ক্রমানুসারে তাদের সাক্ষাতের জন্য হযরত মু'আবিয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে। এভাবে সর্বশেষে যাকে যে তার সাক্ষাতে প্রবেশ করায় তিনি হলেন আহনাফ ইব্‌ন কায়স। উল্লেখ্য যে উবায়দুল্লাহ্ তাঁকে তেমন সম্মান করত না। কিন্তু হযরত মু'আবিয়া যখন আহ্‌নাফকে দেখলেন তখন তিনি তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন এবং তাকে সসম্মানে নিজের সাথে (নিজের আসনে) বসিয়ে উচ্চমর্যাদা প্রদান করলেন। এরপর সকলে কথাবার্তা বলল এবং উবায়দুল্লাহ্‌র প্রশংসা করল কিন্তু আহ্‌নাফ চুপ থাকলেন। তখন হযরত মু'আবিয়া তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবূ বাহ্‌র ! আপনার কী হয়েছে? আপনি কোন কথা বলছেন না কেন? এ কথার উত্তরে তিনি বললেন, আমি যদি বলি তাহলে অন্যদের বিরোধিতা করা হবে। আহনাফের এ কথার পর হযরত মু'আবিয়া বললেন, ঠিক আছে তোমরা সকলে এখন যাও। আমি উবায়দুল্লাহ্‌কে তোমাদের গভর্নর পদ থেকে অপসারিত করলাম। তোমরা তোমাদের পছন্দনীয় একজনকে খুঁজে বের কর।

এরপর এরা কয়েকদিন যাবৎ বনূ উমায়্যার নেতৃস্থানীয় ও সম্ভ্রান্তদের কাছে ধর্ণা দিতে লাগল আর প্রত্যেককে তাদের গভর্নর হওয়ার জন্য অনুরোধ করতে লাগল। কিন্তু কেউই তাদের এই অনুরোধে সাড়া দিল না। পরবর্তীতে হযরত মু'আবিয়া তাদেরকে সমবেত করে বললেন, তোমরা কাকে মনোনীত করলে? তখন তারা একেকজন একেক মত ব্যক্ত করল, আর আহনাফ কোন মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকলেন। হযরত মু'আবিয়া তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার কী হয়েছে? আপনি কিছু বলছেন না কেন? তখন তিনি বললেন, আমীরুল মু'মিনীন ! আপনি যদি এমন কাউকে মনোনীত করেন, যে আপনার পরিবারভুক্ত নয় তাহলে সে ক্ষেত্রে আপনার রায়ই শ্রেয়তর। (তার এ কথার পর) হযরত মু'আবিয়া বললেন, তাঁকেই আমি পুনরায় তোমাদের গভর্নর নিযুক্ত করলাম। ইব্ন জারীর বলেন, এ সময় আহনাফ বলেন, আমীরুল মু'মিনীন ! যদি আপনি আপনার পরিবারভুক্ত কাউকে আমাদের গভর্নর নিয়োগ করেন তাহলে সে ক্ষেত্রে আমরা কাউকেই উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদের সমকক্ষ গণ্য করি না। আর যদি অন্য কাউকে নিয়োগ করেন তাহলে আপনার সিদ্ধান্তই যথেষ্ট। এরপর হযরত মু'আবিয়া উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদকে আহনাফের সাথে সদাচারের নির্দেশ দিলেন। আর আহনাফের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ এবং তাঁকে দূরে সরিয়ে রাখার সিদ্ধান্তকে কুৎসিত আখ্যা দিলেন। এ ঘটনার পর থেকে আহনাফ উবায়দুল্লাহ্র ঘনিষ্ঠ সহচরে পরিণত হন। পরবর্তীকালে যখন রাজনৈতিক ফিত্না (গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা) সৃষ্টি হয় তখন একমাত্র আহনাফ ইব্ন কায়স ব্যতীত আর কেউই গভর্নর উবায়দুল্লাহ্র প্রতি বিশ্বস্ত থাকে নি। আল্লাহ্ অধিক জ্ঞাত।

যিয়াদ পুত্রদ্বয় উবায়দুল্লাহ্ ও আব্বাদের সাথে ইয়াযীদ ইব্ন রবী'আ ইব্ন মুফাররান হিময়ারীর ঘটনা

আবূ উবায়দা মা'মর ইব্ন মুছান্না থেকে ইব্ন জারীর ও অন্যরা উল্লেখ করেছেন, এই ব্যক্তি একজন কবি ছিল এবং সিজিস্তানে সে আব্বাদ ইব্ন যিয়াদের সহচর ছিল। কিন্তু তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যস্ত হওয়ায় আব্বাদ তার ব্যাপারে উদাসীন হয়ে পড়ে। আর ঘটনাক্রমে সে সময় পশুখাদ্যের সংকট দেখা দেয়। তখন ইব্ন মুফাররান আব্বাদের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে তার নিন্দায় কবিতা রচনা করে —

الا ليت اللحى كانت حشيشا
فنعلفها خيول المسلمينا

'হায় ! দাড়ি যদি তৃণ-ঘাস হত, তাহলে বেশ হত। মুসলমানদের অশ্বপালকে আমরা তা খাওয়াতে পারতাম।'

উল্লেখ্য যে, আব্বাদ ইব্ন যিয়াদ অতি বিশাল দাড়ির অধিকারী ছিল, তার কাছে যখন এ কবিতা পৌঁছল তখন সে ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে তলব করল। কিন্তু শাস্তির ভয়ে সে পলায়ন করল। আব্বাদের কুৎসা গেয়ে সে আরো অনেক কবিতা রচনা করে, যার একাংশ–

اذاودى معاوية بن حرب ۞ فبشر شعب قعبد انصداع

'মু'আবিয়া ইব্ন হারব্ যখন গত হবেন তখন তুমি তোমার যবনিকাপাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর।'

فاشهد ان امك لم تباشر اباسفيان واضعة القناع

'আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তোমার 'দাদীমা' ঘোমটা খুলে আবূ সুফিয়ানের সাথে শোয় নি।'

ولكن كان امرا فيه لبس ۞ على خوف شديد و ارتياع

'কিন্তু ভীষণ ভয়ভীতি আর আতঙ্ককালে তা ছিল এক সংশয়যুক্ত বিষয়। সে আরও বলে,

الا ابلغ معاوية بن حرب مغلغلة من الرجل اليماني

'নির্ভীক ইয়ামানী পুরুষের পক্ষ থেকে মু'আবিয়া ইব্ন হার্বকে ভালভাবে পৌঁছে দাও।'

اتغضب ان يقال ابوك عف ۞ وترضى ان يقال ابوك زاني

'তোমার পিতা সচ্চরিত্র বললে কি তুমি ক্রুদ্ধ হও আর 'তোমার পিতা ব্যভিচারী' বললে তুষ্ট?'

فاشهد ان رحمك من زيادة ۞ كرحم الفيل من ولد الاتان

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যিয়াদের সাথে তোমার আত্মীয়তা তেমনি অসম্ভব, যেমন অসম্ভব গাধী-শাবকের সাথে হাতীর আত্মীয়তা।

আব্বাদ ইব্ন যিয়াদের কাছে যখন এই কবিতা পঙ্‌ক্তিগুলো পৌঁছল তখন সে তা তার ভাই উবায়দুল্লাহ্‌র কাছে লিখে পাঠাল। আর উবায়দুল্লাহ্ তখন হযরত মু'আবিয়ার সাহচর্যে অবস্থান করছিল। তখন উবায়দুল্লাহ্ হযরত মু'আবিয়াকে পঙ্‌ক্তিগুলো শুনিয়ে তাকে হত্যা করার অনুমতি চাইল। কিন্তু হযরত মু'আবিয়া বললেন, তাকে হত্যা করো না। তাকে শায়েস্তা কর, কিন্তু জানে মেরো না। এরপর বসরায় ফিরে উবায়দুল্লাহ্ তাকে হাযির করল। ইতিমধ্যেই সে উবায়দুল্লাহ্‌র শ্বশুর মুনযির ইব্ন জারূদের আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। মুনযিরের কন্যা বাহরিয়্যা তখন উবায়দুল্লাহ্‌র স্ত্রী। মুনযির তাকে নিজ গৃহে আশ্রয় দিয়েছিল আর জারূদ তাকে রক্ষার উদ্দেশ্যে উবায়দুল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত করল। কিন্তু উবায়দুল্লাহ্ মুনযিরের গৃহে সিপাহী পাঠিয়ে ইব্ন মুফাররনকে পাকড়াও করে আনাল। এরপর যখন উবায়দুল্লাহ্ তাকে তার সামনে দাঁড় করাল, তখন মুনযির বলল, আমি তাকে আশ্রয় দিয়েছি। এ কথার উত্তরে উবায়দুল্লাহ্ বলল, সে আপনার ও আপনার পিতার গুণ গেয়ে বেড়ায় তাই আপনি তার প্রতি প্রসন্ন। কিন্তু সে তো আমার ও আমার পিতার কুৎসা গেয়ে বেড়ায় অথচ তা সত্ত্বেও আপনি তাকে আমার বিরুদ্ধে আশ্রয় দিচ্ছেন? এরপর উবায়দুল্লাহ্‌র নির্দেশে তাকে জোলাপ সেবন করিয়ে গাধার পিঠে সওয়ার করে দেয়া হল। আর তার লোকেরা তাকে নিয়ে বাজারে বাজারে ঘুরতে লাগল আর সে লোক সম্মুখে অবিরাম পায়খানা করতে চলল। এরপর তাকে উবায়দুল্লাহ্‌র নির্দেশে তার ভাই আব্বাদের কাছে সিজিস্তানে নির্বাসিত করা হল। এ সময় উবায়দুল্লাহ্‌কে কটাক্ষ করে ইব্ন মুফার্‌রন বলল,

يغسل الماء ما صنعت وقول ۞ راسخ منك في العظام البوالي

'আমার সাথে তুমি যা করেছ পানি তা ধুয়ে সাফ করে দিবে কিন্তু আমার নিন্দা কথা (তোমার মৃত্যুর পরও) তোমার জীর্ণ হাড়ে গেঁথে থাকবে।' উবায়দুল্লাহ্ যখন ইব্ন মুফাররনকে সিজিস্তানে নির্বাসনের হুকুম দিলেন তখন ইয়ামানীরা তার জন্য হযরত মু'আবিয়ার কাছে সুপারিশ করল এবং এই আশঙ্কা প্রকাশ করল যে, হত্যা করার উদ্দেশ্যেই উবায়দুল্লাহ্ তাকে নিজ ভাইয়ের কাছে পাঠিয়েছে। তখন লোক পাঠিয়ে হযরত মু'আবিয়া ইব্ন মুফাররনকে তার কাছে হাযির করলেন। এরপর সে যখন হযরত মু'আবিয়ার সামনে দাঁড়াল তখন কেঁদে ফেলল এবং তার কাছে তার সাথে ইব্ন যিয়াদের আচরণের অভিযোগ করল। তখন মু'আবিয়া (রা)

তাকে বললেন, তুমিও তো তার নিন্দা করেছ। তুমি কি তার কুৎসা গেয়ে অমুক অমুক কবিতা রচনা কর নি? তখন সে অস্বীকার করে বলল, এ সবের কোন কিছুই সে রচনা করে নি। এ সবের রচয়িতা মারওয়ানের ভাই আবদুর রহমান ইব্‌ন হাকাম। এরপর সে এগুলো আমার নামের সাথেও জুড়ে দিয়েছে। এ কথা শুনে হযরত মু'আবিয়া আবদুর রহমান ইব্‌ন হাকামের প্রতি রুষ্ট হলেন এবং উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ তার প্রতি প্রসন্ন না হওয়া পর্যন্ত তার সরকারি ভাতা বন্ধ রাখলেন। এ সময় ইব্‌ন মুফাররন তার বাহনকে সম্বোধন করে পথে হযরত মু'আবিয়া (রা) সম্বন্ধে যা বলেছিল তা আবৃত্তি করল,

عدس ما لعباد عليك إمارة ۞ نجوت وهذا تحملين طليق

'আদাস তোমার উপর আব্বাদের আর কোন কর্তৃত্ব নেই, তুমি নিষ্কৃতি লাভ করেছ আর তোমার এই আরোহীও মুক্ত।

لعمرى لقد نجاك من هوة الردى ۞ امام وحبل للانام وثيق

'আমার জীবনকালের শপথ ! তোমাকে ধ্বংস গহ্বর থেকে উদ্ধার করেছে সকলের সুদৃঢ় অবলম্বন এক মহান নেতা।'

ساشكر ما اولت من حسن نعمة ۞ ومثلى بشكر المنعمين حقيق

'যে সদাচার ও অনুগ্রহ লাভ করেছি তার শোকর আদায় করে যাব, আর আমার মত ব্যক্তি সদাচারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপযুক্ত।

এরপর হযরত মু'আবিয়া বললেন, যদি তুমি আমাদের নিন্দা করতে তাহলে আমাদের পক্ষ থেকে তোমাকে কোন কষ্ট বা শাস্তি ভোগ করতে হত না। আমরা তার (নিন্দা কাব্যের) পিছু নিতাম না। তখন সে বলল, আমীরুল মু'মিনীন! আমার সাথে সে এমন জঘন্য আচরণ করেছে যা বিনা অন্যায় অপরাধে কোন মুসলমান অন্য মুসলমানের সাথে করে নি। তিনি বললেন, তুমি কি অমুক অমুক নিন্দা কথা বল নি? আমরা তোমার অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছি। আমাদের সাথে যদি তুমি এই আচরণ করতে তাহলে যা কিছু ঘটেছে তার কিছুই ঘটত না। সুতরাং এখন থেকে লক্ষ্য রেখো, কাকে সম্বোধন করছ আর কার সাদৃশ্য গ্রহণ করছ। কেননা সকলেই নিন্দা কুৎসা সহ্য করে না। আর সকলের সাথে সর্বোত্তম আচরণ কর। ভেবে চিন্তে দেখ বসবাসের জন্য কোন অঞ্চল তোমার কাছে অধিক পছন্দনীয়। আমরা তোমাকে সেখানে পাঠিয়ে দিব। তখন সে 'মাউসিল' শহর নির্বাচন করলে হযরত মু'আবিয়া তাকে সেখানে পাঠিয়ে দিলেন। কিছুদিন পর সে বসরায় আগমন করে সেখানে অবস্থানের জন্য উবায়দুল্লাহ্‌র অনুমতি প্রার্থনা করলে সে তাকে অনুমতি প্রদান করল। এরপর আবদুর রহমান উবায়দুল্লাহ্‌র কাছে গিয়ে তাকে সন্তুষ্ট করল, এরপর তাকে আবৃত্তি করে শোনাল–

لانت زيادة فى ال حرب ۞ احب الى من احدى بناتى

'আপনি অবশ্যই হর্‌ব পরিবারের সুবৃদ্ধি, আমার যে কোন আঙ্গুলের চেয়ে প্রিয় -

اراك اخا وعما و ابن عم ۞ فلا ادرى بغيب ماترانى

'আপনাকে আমি যুগপৎ ভ্রাতা, পিতৃব্য ও পিতৃব্যপুত্র গণ্য করি, জানি না আমার অগোচরে আপনি আমাকে কী গণ্য করেন?'

তখন উবায়দুল্লাহ্ তাকে বলল, 'আল্লাহ্‌র শপথ ! তুমি দেখছি কু-কবি।' এরপর সে তার প্রতি প্রসন্ন হল এবং তার স্থগিত ভাতা পুনরায় চালু করে দিল।

আবূ মা'শার ও ওয়াকিদী বলেন, এ বছর উসমান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবূ সুফিয়ান লোকদের নিয়ে হজ্জ পরিচালনা করেন। এ সময় মদীনার গভর্নর ওয়ালীদ ইব্ন উত্বা ইব্ন আবূ সুফিয়ান, কূফার গভর্নর নু'মান ইব্ন বশীর এবং কাযী শুরাযহ, বসরার গভর্নর উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ, সিজিস্তানের গভর্নর আব্বাদ ইব্ন যিয়াদ আর উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদের পক্ষ থেকে কিরমানের প্রশাসক শারীক ইব্ন আলআওয়ার আল হারিছী।

এ বছর যে সকল বিশিষ্টজন মৃত্যুবরণ করেন

ইব্ন জাওযী বলেন, এ বছর হযরত উসামা ইব্ন যায়দ (রা) ইন্তিকাল করেন। অবশ্য বিশুদ্ধমত হল, যেমন পূর্বে বিগত হয়েছে- তিনি এর পূর্বেই ইন্তিকাল করেন।

কবি হুতাইয়াহ্

তার নাম জিরওয়াল ইব্ন মালিক ইব্ন জিরওয়াল ইব্ন মালিক ইব্ন জুওয়াইয়া ইব্ন মাখযূম ইব্ন কুতায়আ ইব্ন ঈসা ইব্ন মুলায়কা[১]। সে বিশিষ্ট কবি। খর্বাকৃতি হওয়ায় তাকে 'হুতাইআ' উপাধি দেয়া হয়[১]। সে জাহেলী যুগ পেয়েছিল আর ইসলাম গ্রহণ করেছিল হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফত কালে। সে ছিল অতি নিন্দুক কবি। বলা হয় সে তার মা, বাবা, চাচা, মামা, স্ত্রী এমনকি নিজের নিন্দায়ও কুৎসা কাব্য রচনা করেছে। মায়ের নিন্দায় তার কুৎসা কাব্যের একাংশ—

فـنـحـى فـاقـعـدى[২] عـن بـعـيـدا ﴿ اراح اللـه مـنـك الـعـالـمـيـن

'আমার থেকে দূরে গিয়ে বস। তোমার থেকে আল্লাহ্ জগতবাসীকে পরিত্রাণ দিন।'

اعـزبـالا[৩] اذا اسـتـودعـت سـرا ﴿ وكـانـونـا عـلـى الـمـتـحـدثـيـن

'তোমাকে কোন গোপন কথা বলা হলে চালুনির ন্যায় তুমি তা ফাঁস করে দাও, আর মানুষের কথা শুনে কুটনিপনা করে বেড়াও।'

جـزاك اللـه شـرا مـن عـجـوز ﴿ لـقـاك الـعـقـوق مـن الـبـنـيـن

'বৃদ্ধাবস্থায় আল্লাহ্ তোমাকে নিকৃষ্ট প্রতিদান দিন এবং সন্তান সন্ততির অবাধ্যতার সম্মুখীন করুন।'

নিজ পিতা, পিতৃব্য ও মাতুলের নিন্দায় তার কাব্যের একাংশ -

---

১. আল ইসাবা গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৩৭৮ পৃষ্ঠায় তার পুরা নাম জিরওয়াল বিন আউস বিন মালিক বিন হাইওয়া বিন মাখযুম বিন গালিব কতায়আ বিন আবস আল-আবাসী রয়েছে। দ্রঃ আল আগানী ২/১৫৭ ; তাবাকাত ইব্ন সালাম ৯৩ পৃঃ 'কাব্য ও কবি' ২৩৮ পৃঃ

১. আল আগানী গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ১৫৭ পৃষ্ঠায় এবং আল ইসাবা গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৩৭৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে, তাকে হুতাইয়া উপাধি দেয়ার কারণ, একবার সে ভর মজলিসে বাতকর্ম করলে তাকে জিজ্ঞাসা করা হল এটা কী ? তখন সে বলল, এটা হুতাইআ। তখন থেকে তার উপাধি-নাম হুতাইআ। আর হুতাইআ শব্দটি 'হাতআ' শব্দের ক্ষুদ্রতাজ্ঞাপক রূপ, যার অর্থ একটি ক্ষুদ্র বাতকর্ম বা পাদ - তাজুল আরূস।

২. মুবাররাদের আল কামিল গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৩৫৪ পৃষ্ঠায়, ফাওয়াতুল ওফায়াত গ্রন্থের ১ম খন্ডের ২৭৬ পৃষ্ঠায় এবং আল আগানী গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ১৬৩ পৃষ্ঠায় ভিন্ন ধাতুমূল থেকে নির্গত অভিন্ন অর্থবোধক শব্দ রয়েছে।

৩. শব্দটির অর্থ কুটনা, কারও মতে অলস কারও মতে যার থেকে কথা গোপন করা হয়। আবার কারও মতে চালুনি।

لحاك الله ثم لحاك حقا ✽ ابا ولحاك من عم وخال

'নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ্ তোমাকে পিতা, পিতৃব্য ও মাতুল ভাগ্যে অভিশপ্ত করেছেন।

فنعم الشيخ انت لدى المخازى ✽ وبئس الشيخ انت لدى المعالى

'তাই অপদস্থতায় ও হীনকর্মে তুমি কত পারঙ্গম, আর মহত্ব ও উদারতায় তুমি কত নিকৃষ্ট।

নিজের কুৎসায় তার রচিত কাব্যের একাংশ[৪]—

ابت شفتاى اليوم ان تتكلما ✽ بشر فما ادرى لمن انا قائلة ؟

'আজ আমার ওষ্ঠদ্বয় কোন মন্দ কথায় সবাক হতে চায় না, জানি না আমি আজ কাকে তা বলব।

ارى لى وجها شوه الله خلقه[৫] ✽ فقبح من وجه وقبح حامله

'নিজের এমন চেহারা দেখতে পাচ্ছি, যার গঠন আল্লাহ্ বিকৃত করেছেন। নিপাত যাক এমন চেহারা, নিপাত যাক তার বহনকারী।'

লোকেরা তার বিরুদ্ধে হযরত উমর (রা)-এর কাছে নালিশ করলে তিনি তাকে ধরে এনে আটকে রাখেন। এর মূল কারণ ছিল, যিবিরকান ইব্ন বদর (রা) হযরত উমর (রা)-এর কাছে অভিযোগ দায়ের করেন যে, এই বলে হুতাইআ তার নিন্দা করেছে-

دع المكارم لا ترحل لبغيتها ✽ واقعد فانك انت الطاعم الكاسى

'মহত্ত্ব লাভের আশা ছেড়ে দাও, তার খোঁজে বের হয়ো না। ঘরে বসে (আরাম করতে) থাক। কেননা তুমি তো (অন্যের বোঝা) খেয়ে পরেই তুষ্ট।'

এ কবিতা শুনে হযরত উমর (রা) যিবিরকান (রা) কে বললেন, 'আমার তো মনে হয় না সে তোমার কোন নিন্দা করেছে। তুমি কি খাদ্য বস্ত্রের সংস্থানকারী হতে চাও না?' যিবিরকান বললেন, 'আমীরুল মু'মিনীন ! এর চেয়ে তীব্র নিন্দা আর হয় না।' তার এ কথার পর হযরত উমর হাস্সান (রা)-এর কাছে লোক পাঠিয়ে তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তিনি বললেন, 'আমীরুল মু'মিনীন ! সে তার নিন্দা করে নি; বরং সে তার উপর মলত্যাগ করেছে।' তখন হযরত উমর তাকে আটকে রেখে বললেন, 'হে খবীছ্ ! অবশ্যই আমি তোকে মুসলমানদের মানহানি করা থেকে বিরত রাখব। এরপর হযরত আমর ইবনুল 'আসের সুপারিশে তিনি তাকে মুক্ত করে দেন। তবে আর কারো নিন্দা না করার ব্যাপারে তার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন এবং তাকে তওবা করান।

বর্ণিত আছে যে, হযরত উমর তার জিহ্বা কেটে দিতে চাইলেন কিন্তু লোকদের সুপারিশে তিনি তাকে ছেড়ে দেন। যুবায়র ইব্ন বাক্কার বলেন, আমাকে মুহাম্মদ ইব্ন যাহ্হাক ইব্ন উসমান আল হারামী বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুস'আব থেকে, তিনি আমাকে বর্ণনা করেছেন, রাবী'আ ইব্ন উসমান থেকে, তিনি যায়দ ইব্ন আসলাম থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি বলেন, আমর ইবনুল 'আস ও অন্যদের সুপারিশে হযরত উমর (রা) হুতাইয়াহকে বন্দীখানা থেকে বের করার নির্দেশ দেন। তাকে যখন বের করে আনা হয় আমি তখন সেখানে উপস্থিত, তখন সে বলতে লাগল—

৪. মুবাররাদের আল-কামিল গ্রন্থে এবং ফারওয়াতুল ওফায়াত গ্রন্থে রয়েছে, একদা সে কোন হাউযের পানিতে উঁকি দিয়ে নিজের কুৎসিত চেহারা দেখতে পায়। তখন সে এই পঙ্ক্তি আবৃত্তি করে।

৫. আল কামিল ও ফাওয়াতুল ওফায়াত গ্রন্থে ভিন্ন ধাতুমূল নির্গত প্রায় সমার্থক শব্দ বিদ্যমান।

ماذا تقول لأفراخ بذى مرخ ﴿ زغب[2] الحواصل لا ماء ولا شجر

'তৃণ-পানিশূন্য 'যূ মারাখে' অবস্থানকারী কচি কোমল শিশুদের আপনি কী উত্তর দিবেন?'

غادرت كاسبهم فى قعر مظلمة ﴿ فارحم هداك مليك الناس ياعمر

'তাদের ভরণপোষণকারীকে আপনি অন্ধকার গহ্বরে আটকে রেখেছেন, হে উমর ! মানব প্রভু আপনাকে সুমতি দান করুন।'

انت الإمام الذى من بعد صاحبه ﴿ القى اليك مقاليد النهى

'নিজ সঙ্গীর পর আপনিই যোগ্য নেতা, যাঁর হাতে মানবকুল কর্তৃত্বের চাবিকাঠি অর্পণ করেছে।'

لم يؤثروك بها اذ قدموك لها ﴿ لكن لانفسهم كانت بك الأثر

'এর জন্য আপনাকে অগ্রবর্তী করে তারা নিজেদের উপর আপনাকে প্রাধান্য দেয় নি, আসলে আপনার (সাহচর্যের) কারণে তাদের মাঝে মহত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে।'

فامنن على صبية بلرمل مسكنهم ﴿ بين الأباطح يغشاهم بها القدر

'সুতরাং আপনি মরুবাসী শিশুদের প্রতি অনুগ্রহ করুন, যাদের আবাস পাথুরে ভূমি, যেখানে তারা ভাগ্যের আশ্রয়ে।'

نفسى فداؤك كم بينى وبينهم ﴿ من عرض وادية يعمى بها الخبر

'আমার প্রাণ আপনার জন্য উৎসর্গীত হোক, আমার এবং তাদের মাঝে এমন (বিশাল) উপত্যকার ব্যবধান যেখানে সংবাদ পথ হারায়।'

বর্ণনাকারী বলেন, হুতাইয়াহ যখন 'যূ মারাখে' অবস্থানরত কচি কোমল শিশুদের আপনি কি উত্তর দিবেন আবৃত্তি করল, তখন হযরত উমর (রা) কেঁদে ফেললেন। তা দেখে আমর ইবনুল 'আস (রা) বললেন, হুতাইআকে মুক্ত করে দিয়ে ক্রন্দনকারী ব্যক্তির চেয়ে ন্যায়পরায়ণ কোন ব্যক্তিকে আসমান ছায়া দেয় নি এবং যমীন তার ভার বহন করেনি,

এরপর বর্ণনাকারীগণ উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তার জিহ্বা কেটে দিতে চাইলেন যাতে সে আর কারো নিন্দা (উচ্চারণ) করতে না পারে। এই উদ্দেশ্যে যখন তাকে চেয়ারে বসিয়ে ক্ষুর আনা হল তখন লোকেরা বলল, আমীরুল মু'মিনীন ! (তাকে ছেড়ে দিন) সে আর এ কাজ করবে না। এ সময় তারা ইঙ্গিতে বলল, বল আমি আর এ কাজ করব না। তখন উমর (রা) তাকে বললেন, যাও দ্রুত সরে পড়। সে যখন ফিরে চলল তখন হযরত উমর তাকে ডেকে বললেন, 'হুতাইআ শুনে যাও।' তখন সে ফিরে আসলে তিনি তাকে বললেন, 'আমি যেন তোমাকে এক কুরায়শী যুবকের একান্ত সাহচর্যে দেখতে পাচ্ছি, সে তোমাকে একটি গদি ভাঁজ করে এবং আরেকটি গদি বিছিয়ে দিয়ে বলল, হুতাইআ ! তুমি আমাদেরকে গেয়ে শোনাও। আর তখন তুমি তাকে মুসলমানদের কুৎসা গেয়ে শোনাতে শুরু করে দিলে।'

আসলাম বলেন, (হযরত উমর (রা)-এর মৃত্যুর পর) একদিন আমি হুতাইআকে উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমরের আসরে দেখতে পেলাম, সে তাকে একটি গদি ভাঁজ করে এবং আরেকটি বিছিয়ে

---

১. 'যূ মারাখ' ইয়াকূত বলেন, এটা ফাদাক ও ওয়াবিশিয়্যার মধ্যবর্তী একটি বৃক্ষবহুল স্থান। কোন কোন বর্ণনায় 'যূআমার' উল্লেখ রয়েছে, আর সেটা বনূ গাতফানের বসতিস্থল নজদের একটি অঞ্চল।

২. মুবাররিদের আল-কামিল গ্রন্থে زغب -এর পরিবর্তে حمر (লাল) শব্দটি বিদ্যমান।

দিয়ে বলল, হুতাইয়া তুমি আমাদেরকে গেয়ে শোনাও। তখন হুতাইয়া গাইতে শুরু করল। আমি তখন তাকে বললাম, হুতাইআ ! উমর (রা)-এর সেদিনের সেই কথা কি তোমার স্মরণ আছে? যেদিন তিনি তোমাকে যা বলার বলেছিলেন। (আমার এ কথায়) সে শঙ্কিত হয়ে বলল, 'ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহ্ রহম করুন। তিনি জীবিত থাকলে আর আমাদের এসব করা হত না।' এরপর আমি উবায়দুল্লাহ্কে বললাম, তোমার পিতাকে আমি এমন এমন কথা বলতে শুনেছি - তাহলে তুমিই ছিলে সেই ব্যক্তি।

যুবাইর বলেন, আমাকে মুহাম্মাদ ইব্ন য়াহ্হাক তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, একবার উমর (রা) হুতাইআকে বললেন, 'তুমি কাব্যচর্চা ছেড়ে দাও।' তখন সে বলল, 'আমি তা করতে অক্ষম।' তিনি বললেন, 'কেন?' সে বলল, 'তা হল আমার পোষ্য-পরিজনের জীবিকার উৎস এবং জিহ্বার দূরারোগ্য ব্যাধি।' তিনি বললেন, 'তাহলে অন্তত বিনাশী প্রশংসা কাব্য ত্যাগ কর।' সে বলল, 'তা কী? আমীরুল মু'মিনীন !' তিনি বললেন, 'তা হল তোমার এ কথা যে অমুক গোত্র অমুক গোত্রের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, উত্তম। প্রশংসা কর তবে কাউকে কারো চেয়ে উত্তম বল না।' সে তখন বলল, 'আমীরুল মু'মিনীন ! আপনার কাব্যজ্ঞান (দেখছি) আমার চেয়ে অধিক।' তার অন্যতম প্রসিদ্ধ ও উৎকৃষ্ট প্রশংসা কাব্যের একাংশ—

اقلوا عليهم لا ابا لابيكم ۞ من اللوم اوشروا المكان الذى سدوا

'তোমাদের পিতা পিতৃহীন হোন, তাদের ভর্ৎসনা হ্রাস কর কিংবা তারা যে শূন্যস্থান পূর্ণ করেছে তা পূর্ণ করে দেখাও।'

اولئك قومى اذا بنوا احسنوا البنا ۞ وان عاهدوا اوفوا وان عقدوا شدوا

'ওরা আমার স্বগোত্র যখন তারা নির্মাণ করে তখন নিপুণভাবে নির্মাণ করে আর যদি তারা অঙ্গীকার করে তাহলে তা পূর্ণ করে, যদি চুক্তি করে তাহলে তা অটুট রাখে

وان كانت النعماء فيهم جزوابها ۞ وان انعموا لا كدروها ولا كدوا

'অনুগ্রহপ্রাপ্ত হলে তারা তার উপযুক্ত প্রতিদান দিয়ে থাকে, আর নিজেরা অনুগ্রহ করলে তাকে কোন প্রকারে কলুষিত বা ক্লিষ্ট করে না।'

কথিত আছে, অন্তিম মুহূর্তে হুতাইআকে বলা হল, ওসীয়ত করে যাও। তখন সে বলল, আমি তোমাদেরকে কাব্যচর্চার ওসীয়ত করছি, এরপর সে আবৃত্তি করল,

الشعر صعب وطويل سلمه ۞ اذا ارتقى فيه الذى لا يعلمه

'কব্যচর্চা কঠিন বিষয় এবং অজ্ঞ ব্যক্তির জন্য কাব্যসোপান আরোহনকালে সুদীর্ঘ

زلت به الى الحضيض قدمه ۞ والشر لا يستطيعه من يظلمه

'তাতে তার পদস্খলন ঘটে এবং সে (অতল) গহ্বরে পতিত হয়, আর কাব্যের প্রতি সে অনাচার করে সে কাব্য রচনায় সক্ষম হয় না।'

اراد ان يعربه فاعجمه

'কবিতাকে সে সবাক (বাঙ্ময়) করতে গিয়ে নির্বাক (অর্থহীন) করে দেয়।'

আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী 'আল মুনিতাজামে' বলেন, কবি হুতাইআ এ বছর মৃত্যুবরণ করে। এ ছাড়া এ বছরে তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমীর ইব্ন কুরায়যের মৃত্যুর কথাও উল্লেখ করেছেন যেমন পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন মালিক ইব্ন কাশাব

তাঁর পূর্ণ নাম জুনদুব ইব্ন নায়লা ইব্ন রাফি' আল আযদী। তাঁর উপনাম আবূ মুহাম্মাদ। তিনি বানূ আবদুল মুত্তালিবের মিত্র এবং ইব্ন বুহায়না নামে সুপরিচিত। আর বুহায়না হল তার মা, যি'আরাত্-এর কন্যা। আর আরাত-এর পূর্ণ নাম হল হারিছ ইব্ন মুত্তালিব ইব্ন আব্দ মানাফ। তিনি বেশ পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দীর্ঘ সাহচর্য লাভ করেন। তিনি দুনিয়া বিমুখ এবং নামায রোযার পাবন্দ ছিলেন। তিনি 'সাওমে দাহ্র' বা বিরামহীন রোযা রাখতেন। ইব্ন সা'দ বর্ণনা করেন, তিনি মদীনা থেকে তিরিশ মাইল দূরবর্তী বাত্ন-রীম নামক স্থানে বাস করতেন। মারওয়ানের দ্বিতীয়বার (মদীনার) গভর্নর থাকাকালে (৫৪-৫৮) হিজরীর মধ্যবর্তী সময়ে তিনি ইন্তিকাল করেন। আশ্চর্যের বিষয় হল, ইবনুল জাওযী এই মুহাম্মাদ ইব্ন সা'দের বর্ণনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, অথচ তিনিই এ বছর (৫৯ হিজরীতে) তাঁর মৃত্যুর উল্লেখ করেছেন। সঠিক বিষয় আল্লাহ্ ভাল জানেন।

কায়স ইব্ন সা'দ ইব্ন উবাদা খাযরাজী (রা)

পিতার ন্যায় তিনিও একজন বিশিষ্ট সাহাবী, সহীহায়ন অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিম শরীফে 'জানাযার জন্য উঠে দাঁড়ান' শিরোনামে তাঁর বর্ণিত একটি হাদীস রয়েছে। এ ছাড়া মুসনাদে 'আশুরার রোযা' প্রসঙ্গে একটি 'রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁদের গৃহে গোসল দেয়া প্রসঙ্গে' একটি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গে আরো কয়েকটি হাদীস রয়েছে। দশ বছর একাধারে তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমত করেছেন। বুখারী শরীফে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কায়স ইব্ন সা'দ নবী (সা)-এর জন্য এমন (অপরিহার্য) ছিলেন যেমন হয়ে থাকে সিপাহী প্রধান রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য। কোন কোন গয্ওয়াতে তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঝাণ্ডাবাহী ছিলেন। এ ছাড়া তিনি তাঁকে যাকাত উসূলের দায়িত্বেও নিয়োজিত করেছেন। নবী (সা) যখন তিনশত মুহাজির ও আনসার সাহাবীর সমভিব্যহারে আবূ উবায়দা ইব্ন জার্‌রাহকে পাঠালেন, আর পথিমধ্যে তারা নিদারুণ অনাহার ও কষ্টে নিপতিত হলেন, সে সময় কায়স ইব্ন সা'দ (রা) তাঁদের আহার-আপ্যায়নের জন্য তাঁর নয়টি উট জবাই করলেন। আর অবশেষে তাঁরা সমুদ্রতীরে সেই বিশালকায় সামুদ্রিক প্রাণীর (মাছ) সন্ধান পেয়ে তা খাওয়া শুরু করেন এবং তাঁদের অনাহার সংকট কেটে যায়। এমনকি একমাস যাবৎ তা খেতে খেতে তাঁরা সকলে মোটাসোটা হয়ে যান।

কায়স ইব্ন সা'দ (রা) ছিলেন বীর মহানুভব প্রশংসাভাজন ও মান্যবর সেনাপতি। হযরত আলী (রা) তাঁকে মিশরের নায়িব নিযুক্ত করেন। এ সময় তিনি তাঁর চতুরতা, কুট-কৌশল ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতা দ্বারা হযরত মু'আবিয়া ও আমর ইবনুল 'আসের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন। আর হযরত মু'আবিয়া তাঁর বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন রাজনৈতিক কৌশল প্রয়োগ করতে থাকেন এবং অবশেষে হযরত আলী (রা) তাঁকে অপসারণ করে মুহাম্মাদ ইব্ন আবূ বকরকে মিশরের নতুন গভর্নর নিয়োগ করেন; তখন মু'আবিয়া (রা) তাঁকে 'লঘুতর' গণ্য করেন এবং পর্যায়ক্রমে তাঁর থেকে গোটা মিশরের কর্তৃত্ব নিয়ে নেন, যেমন আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

এরপর কায়স (রা) হযরত আলীর সাহচর্যে অবস্থান করেন এবং তাঁর পক্ষে সিফ্ফীন ও নাহরাওয়ানের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। হযরত আলী (রা) শাহাদাতের পূর্ব পর্যন্ত তিনি তাঁর

সাহচর্যেই ছিলেন। তাঁর শাহাদাতের পর তিনি মদীনায় গমন করেন। পরবর্তীতে যখন হযরত মু'আবিয়ার শাসন কর্তৃত্বের অনুকূলে (প্রায় সকলের) ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তিনি ইতিপূর্বে বায়'আতকারী তাঁর সঙ্গীদের ন্যায় বায়'আত করার উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে আসেন। ইব্ন উয়ায়নার সূত্রে আব্দুর রায্যাক বলেন, কায়স ইব্ন সা'দ হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর কাছে আগমন করলে তিনি তাঁকে বললেন, হে কায়স ! অন্যদের সাথে তুমিও (আজ) আমাকে বাধ্যবাধকতার দায়ে আটকে ফেলেছ। আল্লাহ্র কসম ! আমি কামনা করতাম যে, এইদিনে তুমি আমার কাছে আসার পূর্বেই যেন আমার বেদনাদায়ক খাবার আয়ত্তে তুমি এসে পড়। তখন কায়স বললেন, আল্লাহ্র কসম ! এই স্থানে দাঁড়িয়ে তোমাকে এই সম্ভাষণে সম্ভাষিত করাকে আমিও অপছন্দ করতাম। মু'আবিয়া (রা) বললেন, কেন? ও ! আর তুমি তো এক ইহুদী যাভাক ছাড়া আর কিছু? তখন কায়স বললেন, হে মু'আবিয়া ! তুমি তো ছিলে জাহিলিয়াতের এক মূর্তি। অনিচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছ আর স্বেচ্ছায় তা থেকে বেরিয়ে এসেছ। তখন মু'আবিয়া (রা) বললেন, আল্লাহ্ তুমি (তাকে) ক্ষমা কর। (কায়স ! এখন) আমি তোমার সাহায্য চাই। তখন কায়স ইব্ন সা'দ বললেন, তুমি চাইলে আমি তোমাকে অনেক সাহায্য করব।

মূসা ইব্ন উক্বা বলেন, একবার এক বৃদ্ধা কায়স ইব্ন সা'দকে তার অভাবের কথা জানিয়ে বললেন, আমার বাড়িতে ইঁদুরের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। এ কথা শুনে কায়স বললেন, অভাব বুঝাতে কি চমৎকার ইঙ্গিত ! রুটি গোশত এবং ঘি-খেজুরে তার ঘর ভরে দাও। অন্য একজন বর্ণনাকারী বলেন, হযরত কায়স যেখানেই যেতেন তাঁর সাথে (খাবারপূর্ণ) একটি বড়সড় পাত্র থাকত আর এক ঘোষক ঘোষণা করত- ভাই সকল ! গোশত ও ছারীদ নিয়ে যান। তাঁর পূর্বে তাঁর পিতা ও পিতামহও এমন করতেন।

উরওয়া ইব্ন যুবায়র বলেন, (একবার) কায়স ইব্ন সা'দ নব্বই হাজার দিরহামে তাঁর একখণ্ড ভূমি হযরত মু'আবিয়ার কাছে বিক্রি করলেন। এরপর (তার মূল্য নিয়ে) তিনি মদীনায় আগমন করলে তাঁর ঘোষক ঘোষণা করল, যার করয গ্রহণের প্রয়োজন আছে সে যেন আসে। এরপর তিনি পঞ্চাশ হাজার দিরহাম করয দিলেন, আর অবশিষ্ট চল্লিশ হাজার বিলিয়ে দিলেন। এর কিছুদিন পর তিনি অসুস্থ হলেন, কিন্তু পূর্বের তুলনায় এবার তার দর্শনার্থীর সংখ্যা কম হল। তখন তিনি তার স্ত্রীকে, যিনি ছিলেন হযরত আবূ বকরের ভগ্নী, কুরায়বা বিন্ত আবূ আতিক, বললেন, এবারের অসুস্থতায় দেখছি আমার দর্শনার্থী বেশ কম। আমার মনে হয় লোকজনের কাছে আমার ঋণের প্রাপ্য অর্থের কারণেই এমন হয়েছে। এরপর তিনি তাঁর ঋণ গ্রহীতাদের প্রত্যেককে পূর্ব লিখিত ঋণপত্র মারফত প্রাপ্য ঋণ মওকুফের কথা অবহিত করলেন। কোন কোন বর্ণনাকারী বলেন, তিনি তাঁর ঘোষককে নির্দেশ দিলে সে এই মর্মে ঘোষণা দিল যে, কায়স ইব্ন সা'দের সকল ঋণগ্রহীতা তাদের ঋণের দায় থেকে মুক্ত। এ ঘোষণার পর সন্ধ্যা হতে না হতেই দর্শনার্থীদের ভীড়ে তাদে পদাঘাতে তাঁর বাড়ির দরজার চৌকাঠ ভেঙ্গে গেল। তিনি দু'আ করতেন, হে আল্লাহ্! আমাকে অর্থ-সম্পদ দান করুন এবং মহৎ ও কল্যাণ কর্মের তাওফীক দান করুন। কেননা অর্থ-সম্পদ ব্যতীত মহৎকর্ম সম্ভব নয়।

সুফিয়ান ছাওরী বলেন, একবার এক ব্যক্তি কায়স ইব্ন সা'দ (রা) থেকে তিরিশ হাজার দিরহাম করয নিল। এরপর যখন সে তার করয পরিশোধ করতে আসল তখন কায়স তাকে বললেন, আমরা কাউকে কিছু দিয়ে তা আর ফিরিয়ে নিই না। হায়ছাম ইব্ন 'আদী বলেন,

একবার কা'বা চত্বরে তিন ব্যক্তি তাদের সময়ের শ্রেষ্ঠ বদান্য কে, এই ব্যাপারে বিবাদে লিপ্ত হল। একজন বলল, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর। অন্যজন বলল, কায়স ইব্ন সা'দ। আর তৃতীয়জন দাবী করল, উরাবা ইব্ন আওসী। এরপর তারা এ বিষয়ে এমন ঘোরতর বাদানুবাদে লিপ্ত হল যে, কা'বা চত্বরে উচ্চস্বর কোলাহলের সৃষ্টি হল। তখন এক ব্যক্তি তাদেরকে বলল, (এত বিবাদের কী প্রয়োজন) তোমাদের মধ্যে যে যার পক্ষে দাবী করছে, সে তার কাছে গিয়ে দেখুক তাকে কী দেয়, আর সে চাক্ষুষভাবে দেখে ফয়সালা করুক। তখন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফরের শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার তাঁর কাছে গিয়ে দেখল, তিনি নিজের একখণ্ড ভূমির তদারকির উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই সওয়ারের রেকাবীতে (পা দানি) পা রেখেছেন। লোকটি তাঁকে বলল, হে রাসূলুল্লাহ্র পিতৃব্য পুত্র। আমি একজন পথাশ্রয়ী মুসাফির যার পাথেয় ফুরিয়ে গেছে। এ কথা শুনে তৎক্ষণাৎ তিনি রেকাবী থেকে পা বের করে তাকে বললেন, তুমি এই রেকাবীতে পা রেখে এই বাহনে উঠে বস, সবকিছুসহ তা তোমার, আর এই থলেতে যা আছে নিয়ে নাও আর তরবারিটির অমর্যাদা করে তার ব্যাপারে প্রতারিত হয়ো না। কেননা তা শেরে খোদা হযরত আলী (রা)-এর তরবারি। এরপর লোকটি বিশাল এক উটনীতে আরোহন করে তার সঙ্গীদের কাছে ফিরে দেখল তার থলেতে চার হাজার স্বর্ণমুদ্রা, কয়েকটি মূল্যবান রেশমী চাদর এবং অন্যান্য সামগ্রী রয়েছে যার মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান ছিল হযরত আলীর (রা) তরবারিখানি।

এদিকে কায়স ইব্ন সা'দের শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার তাঁর কাছে গিয়ে তাকে ঘুমন্ত পেল। তখন তার বাঁদী লোকটিকে জিজ্ঞাসা করল, তাঁর কাছে আপনার কী প্রয়োজন? তখন সে বলল, আমি পথাশ্রয়ী এক মুসাফির, যার পাথেয় ফুরিয়ে গেছে। এ কথা শুনে বাঁদী বলল, তাহলে অবশ্য তাকে চেয়ে আপনার প্রয়োজন মেটানো সহজতর। এই নিন, এই থলেতে সাতশ দীনার আছে। আজ এই গৃহে এ ছাড়া কোন অর্থ নেই। আর আপনি আমাদের উটরক্ষকের কাছে উটের বাগানে গিয়ে সেখান থেকে একটি উটনী এবং একজন গোলাম বেছে নিন। আপনার যাত্রা কল্যাণময় হোক। এরপর কায়স ইব্ন সা'দ ঘুম থেকে জাগলে বাঁদী তাঁকে আগন্তুকের সাথে তার কৃত আচরণ অবহিত করল। তখন তিনি অত্যন্ত প্রীত হয়ে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাকে আযাদ করে দিলেন এবং বললেন, কেন তুমি আমাকে ঘুম থেকে জাগালে না? তাহলে আমি তাকে এমন পরিমাণ দিতে পারতাম যা তার বাকী জীবনের জন্য যথেষ্ট হত।

এরপর উরাবা আওসীর শ্রেষ্ঠ দাবীদার তাঁর কাছে গিয়ে দেখল-তিনি নামাযের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয়ে তাঁর দুই গোলামের কাঁধে ভর দিয়ে (মসজিদের দিকে) চলেছেন। উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বেই তিনি তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছিলেন। আগন্তুক তাকে সম্বোধন করে বলল, হে উরাবা ! (আমি কিছু বলতে চাই)। তখন তিনি বললেন, বল। সে বলল, আমি এক সহায়-সম্বলহীন পথাশ্রয়ী মুসাফির। এ কথা শুনে তিনি তাঁর গোলাম দু'জনকে ছেড়ে দিয়ে ডান হাত দিয়ে বাম হাতে আঘাত করে তুড়ি দিলেন, তারপর বললেন, হায় আফসোস ! (যখন তুমি প্রার্থী হয়ে এসেছ তখন) এমন অবস্থায় আমি সকাল-সন্ধ্যা যাপন করি নি যে, প্রাপ্যসমূহ আমার কোন অর্থ-সম্পদ অবশিষ্ট রেখেছে। তবে অন্তত এই গোলাম দু'টি তুমি নিয়ে যাও। প্রার্থী লোকটি তখন বলল, তা আমি করতে পারব না। তার এ কথা শুনে উরাবা বললেন, যদি তুমি তাদেরকে গ্রহণ না কর তাহলে তারা আযাদ। এখন ইচ্ছা করলে তুমি তাদেরকে নিয়ে যেতে পার। ইচ্ছা করলে আযাদ রেখে যেতে পার। এ কথা বলে তিনি দেয়াল হাতড়াতে

লাগলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন লোকটি গোলাম দু'টি নিয়ে তার অন্য দুই সঙ্গীর সাথে এসে মিলিত হল। অবশেষে সকলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে, ইব্ন জা'ফর বিপুল পরিমাণ অর্থ দান করেছেন। আর তাঁর জন্য এটা অভাবনীয় কিছু নয়। তবে তাঁর দানকৃত সবকিছুর মধ্যে তরবারিটিই শ্রেষ্ঠ দান। তদ্রূপ কায়স ইব্ন সা'দও বিশিষ্ট দানবীর রূপে নিজেকে প্রমাণিত করেছেন। তাঁর অজ্ঞাতসারে বাঁদী নির্দ্বিধায় তাঁর অর্থ-সম্পদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং তিনি তার এই কাজে প্রীত হয়ে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাকে আযাদ করে দিয়েছেন। তবে এ ব্যাপারে সকলেই একমত হলেন যে (সার্বিক অবস্থা বিবেচনায়) উরাবা ইব্ন আওসীই শ্রেষ্ঠতর দানবীর। কেননা তিনি তাঁর সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছেন, আর এটা হল স্বল্পাধিকারীর কষ্টার্জিত দান।

সুফিয়ান ছাওরী বর্ণনা করেছেন আমর থেকে, তিনি আবূ সালিহ থেকে তিনি বলেন, হযরত সা'দ ইব্ন উবাদা (রা) তাঁর সমুদয় অর্থ-সম্পদ তাঁর সন্তান-সন্ততিদের মাঝে বণ্টন করে শামে গমন করেন এবং সেখানে গিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর একজন সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তখন হযরত আবূ বকর ও উমর (রা) কায়স ইব্ন সা'দের কাছে এসে বললেন, তোমার পিতা তো তাঁর সমুদয় অর্থসম্পদ বণ্টন করে ফেলেছেন কিন্তু মাতৃগর্ভে থাকায় (হয়ত) এই নবজাতকের কথা খেয়াল করেন নি। এখন তোমাদের বণ্টনে তাকেও শরীক করে নাও। এ কথা শুনে কায়স বললেন, তিনি যে বণ্টন করে গেছেন তা আমি পরিবর্তন করতে পারব না তবে আমার (প্রাপ্য) অংশ তার। আর আব্দুর রায্যাক মা'মার থেকে, তিনি আইয়ূব থেকে, তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন থেকে তা উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া আব্দুর রায্যাক ইব্ন জুরায়জ থেকে, তিনি আতা থেকে তা উল্লেখ করেছেন। ইব্ন আবূ খায়ছামা বলেন, আমাদেরকে আবূ নায়ীম বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন, আমাদেরকে মিস্‌সার বর্ণনা করেছেন মা'বদ ইব্ন খালিদ থেকে, তিনি বলেন, কায়স ইব্ন সা'দ সবসময় এভাবে তাঁর তর্জনী উঠিয়ে রাখতেন অর্থাৎ দু'আ করতেন। হিশাম ইব্ন আম্মার বলেন, আমাদেরকে জাররাহ ইব্ন মালীহ বর্ণনা করেছেন, তিনি আবূ রাফি' বর্ণনা করেছেন কায়স ইব্ন সা'দ থেকে, তিনি বলেন, যদি না আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনতাম– المكر و الخديعة فى النار 'অর্থাৎ ধোঁকা প্রতারণা এবং চক্রান্ত ষড়যন্ত্রের পরিণাম হল জাহান্নাম'– তাহলে আমি হতাম এই উম্মতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কূট কৌশলী।

ইমাম যুহরী বলেন, খিলাফত সংক্রান্ত ফিত্না ও বিশৃঙ্খলার সময় আরবের শ্রেষ্ঠতম কূটকৌশলী ছিলেন পাঁচজন, মু'আবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান, আমর ইবনুল 'আস, মুগীরা ইব্ন শু'বা, কায়স ইব্ন সা'দ এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন বুদায়ল। এঁদের শেষ দু'জন হযরত আলীর সাথে ছিলেন। আর মুগীরা নিঃসঙ্গ অবস্থায় তাইফে ছিলেন। অবশেষে যখন দুই প্রতিদ্বন্দ্বী (হযরত আলী ও মু'আবিয়া) শাসক হলেন তখন তিনি মু'আবিয়া (রা)-এর পক্ষ নিলেন। আর ইতিপূর্বে এ আলোচনা বিগত হয়েছে যে, মুহাম্মাদ ইব্ন আবূ হুযায়ফা মিশরের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে আমর ইবনুল 'আস এর পরে হযরত উসমান (রা)-এর নায়িব আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ সারহকে বহিষ্কার করে। এরপর হযরত আলী কিছুকাল তাকে স্বপদে বহাল রাখেন তারপর তাকে অপসারিত করে কায়স ইব্ন সা'দকে তার স্থলবর্তী করেন। এ সময় সেখানে আগমন করে কায়স উত্তমরূপে শাসনকার্য পরিচালনা করেন এবং সেখানে কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। আর এটা হল ছত্রিশতম হিজরীর ঘটনা।

মিশরে হযরত কায়সের কর্তৃত্ব নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি হযরত মু'আবিয়া ও আমর ইবনুল 'আসের উপর চাপ সৃষ্টি করে। তখন তাঁরা দু'জন তাঁকে হযরত আলীর বিরুদ্ধে তাঁদের পক্ষ অবলম্বন করতে বললেন। কিন্তু কায়স তা থেকে বিরত থাকলেন। তবে বাহ্যিকভাবে তাঁদের দু'জনের প্রতি কল্যাণকামিতা ও সুসম্পর্ক প্রকাশ করলেন। যদিও প্রকৃতপক্ষে মূলত তিনি হযরত আলীরই সমর্থক ছিলেন। এদিকে হযরত আলীর কাছে তাঁর এ বাহ্যিক অবস্থা পৌঁছলে তিনি তাঁকে অপসারিত করে আশ্তার আন্নাখয়ীকে মিশরাভিমুখে পাঠালেন, কিন্তু মিশরে পৌঁছার পূর্বেই 'রামলা' নামক স্থানে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। এরপর হযরত আলী (রা) তাঁর স্থলে মুহাম্মাদ ইব্ন আবূ বকরকে পাঠালেন। ফলে তাঁর বিষয়টি সামাল দেয়া হযরত মু'আবিয়া ও আমরের জন্য বেশ সহজ হয়ে গেল। অব্যাহত রাজনৈতিক কৌশলের মাধ্যমে তাঁরা তাঁর থেকে গোটা মিশরের কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নেন। এরপর মুহাম্মাদ ইব্ন আবূ বকর নিহত হলে তাঁর মরদেহ মৃত গাধার দেহের সাথে একত্রে পুড়িয়ে ফেলা হয়। এ ঘটনার পর কায়স্ মদীনায় গমন করেন এবং সেখান থেকে ইরাকে হযরত আলী (রা)-এর কাছে যান। এরপর থেকে তিনি হযরত আলী (রা)-এর (রা) যুদ্ধসমূহে তাঁর সাথে সাথে ছিলেন। আর হযরত আলী নিহত হলে হযরত হাসান (রা) যখন হযরত মু'আবিয়ার (রা) বিরুদ্ধে লড়াইয়ে রওয়ানা হন তখন তিনি তাঁর ফৌজের অগ্রবর্তী দলে ছিলেন। কিন্তু শেষমেষ যখন (যুদ্ধের পরিবর্তে) হযরত হাসান (সন্ধির ভিত্তিতে) হযরত মু'আবিয়ার হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন তখন এটা তাঁর মনঃপুত না হয়ে তাঁকে মর্মাহত করে। ফলে তখন তিনি হযরত মু'আবিয়ার আনুগত্য ও বায়'আত থেকে বিরত থাকেন এবং সেখান থেকে মদীনায় চলে যান।

কিছুদিন পর আনসারদের এক প্রতিনিধি দলের সাথে হযরত মু'আবিয়ার কাছে আগমন করেন। এ সময় উভয়ের মাঝে অত্যন্ত রূঢ় কথাবার্তা ও তীব্র ভর্ৎসনা বিনিময়ের পর তিনি তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। এরপর অবশ্য হযরত মু'আবিয়া তাঁকে বিশেষ সম্মান ও সমাদর করেন। মদীনা থেকে আগত এই প্রতিনিধি দলের সাথে যে সময় তিনি হযরত মু'আবিয়ার কাছে অবস্থান করছিলেন ঠিক সে সময়ে হযরত মু'আবিয়ার কাছে রোম সম্রাটের এক পত্র পৌঁছে। তাতে ছিল, 'আমার কাছে আরবের দীর্ঘতম ব্যক্তির পায়জামা পাঠিয়ে দিন।' তখন সা'দকে মু'আবিয়া বললেন, আমি তো দেখতে পাচ্ছি তোমার পায়জামাই আমাদের প্রয়োজন হবে। উল্লেখ্য যে, কায়স ইব্ন সা'দ ছিলেন অত্যন্ত দীর্ঘদেহী। সাধারণ দীর্ঘকায় ব্যক্তির উচ্চতা তাঁর বুক পর্যন্তও পৌঁছত না। হযরত মু'আবিয়ার কথা শুনে কায়স (রা) তৎক্ষণাৎ উঠে আড়ালে গিয়ে তাঁর পায়জামা খুলে হযরত মু'আবিয়াকে দিলেন। তখন হযরত মু'আবিয়া তাঁকে বললেন, তুমি তোমার মনযিলে গিয়ে এটা আমাদের কাছে পাঠলেই চলত। কায়স তখন আবৃত্তি করলেন-

اردت بها كى يعلم الناس انها ۞ سراويل قيس والوفود شهود

'তা দ্বারা আমি চেয়েছি প্রতিনিধিদলের সাক্ষ্য দ্বারা লোকেরা জানতে পারে এটা কায়সের পায়জামা।'

وان يقولوا غاب قيس وهذه ۞ سراويل عارى سمر وشهدوا

'আর তারা যেন না বলে কায়স চলে গেল আর এটা ছামূদ জাতির পরিত্যক্ত পায়জামা।'

وانى من الحى اليمانى لسيد ۞ وما الناس الا سيد ومسود

'আর আমি ইয়ামানী গোত্রের নেতা, আর মানুষের কেউ নেতা আর কেউ কেউ নেতৃত্বাধীন।

فكرهم بمثلى ان مثلى عليهم
شديد وخلق فى الرجال مديد

'আমার ন্যায় লোক দিয়ে তাদেরকে বেকায়দায় ফেলুন। কেননা আমার মত লোক তাদের জন্য প্রবল, আর লোকদের মাঝে আমার দেহাকৃতি দীর্ঘ।'

وفضلنى فى الناس اصل ووالسر ﴾ وباع به اعلو الرجال مريد

'মানুষের মাঝে আমাকে শ্রেষ্ঠ করেছে আমার বংশ কৌলিন্য ও মহান এক পিতা এবং সুবিস্তৃত বাহু (কীর্তি) যা দ্বারা আমি উচ্চতায় সকলকে ছাড়িয়ে যাই।'

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর হযরত মু'আবিয়া সেই রোমক প্রতিনিধি দলের সবচেয়ে দীর্ঘকায় ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলে সে তা (কায়সের পায়জামা) তাঁর নাক বরাবর ধরল। তখন তার নিচের অংশ মাটিতে গিয়ে ঠেকল। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, রোম সম্রাট হযরত মু'আবিয়ার কাছে এই বলে তার সৈন্যবাহিনীর দু'জন সদস্যকে পাঠালেন যে, তাদের একজন রোমকদের মাঝে সবচেয়ে শক্তিশালী আর অন্যজন সবচেয়ে দীর্ঘকায়। তিনি লিখলেন, 'খোঁজ নিয়ে দেখুন, আপনার লোকদের মাঝে এদের চেয়ে শক্তিশালী এবং দীর্ঘ কেউ আছে কি না। যদি আপনাদের মাঝে এমন লোক থাকে তাহলে আমি আপনার কাছে এত সংখ্যক বন্দী ফেরত পাঠাব এবং তার সাথে উপহার-উপঢৌকন। আর যদি আপনাদের মাঝে তাদের চেয়ে শক্তিশালী ও দীর্ঘকায় কেউ না থাকে তাহ'লে আপনাকে আমার সাথে তিন বছর সন্ধি ও যুদ্ধ বিরতি বজায় রাখতে হবে।' পত্রে উল্লেখিত দুই ব্যক্তি যখন হযরত মু'আবিয়ার সামনে উপস্থিত হল তখন তিনি বললেন, আমাদের মাঝে কে এই শক্তিমানের মোকাবিলার উপযুক্ত? তখন উপস্থিত লোকেরা বলল, এর মোকাবিলা করা কেবল মুহাম্মাদ ইব্ন হানাফিয়া কিংবা আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের পক্ষেই সম্ভব। তখন মুহাম্মাদ ইব্ন হানাফিয়াকে তলব করা হল। আর তিনি হলেন হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিবের ছেলে।

তারপর সকলে সমবেত হলে হযরত মু'আবিয়া মুহাম্মাদ ইব্ন হানাফিয়্যাকে বললেন, তুমি কি জান কী ব্যাপারে আমরা তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি? তিনি বললেন, না। তখন তিনি তাঁকে রোমক লোকটির প্রচণ্ড শক্তিমত্তার কথা এবং তার সাথে মোকাবিলার কথা তাঁকে বললেন, এ কথা শোনার পর ইব্ন হানাফিয়্যা তাঁর রোমক প্রতিপক্ষকে বললেন, হয় তুমি প্রথমে আমার মুখোমুখি বসে আমাকে তোমার হাত দিবে অথবা আমি তোমার মুখোমুখি বসে তোমাকে আমার হাত দিব। এরপর আমাদের মাঝে যে-ই তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে তার স্থান থেকে উঠিয়ে দাঁড় করাতে পারবে সেই বিজয়ী হবে, অন্যথায় সে পরাজিত গণ্য হবে। এরপর তিনি তাকে বললেন, এখন তুমি কোনটি চাও? তুমি প্রথমে বসবে না আমি? তখন রোমক লোকটি তাঁকে বলল, তুমিই বরং প্রথমে বস। তখন মুহাম্মাদ ইব্ন হানাফিয়্যা বসে রোমককে তার হাত দিলেন। কিন্তু সে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে সর্বাত্মক চেষ্টা করেও ইব্ন হানাফিয়্যাকে স্থানচ্যুত করতে কিংবা দাঁড় করানোর জন্য তাঁকে নড়াতে সক্ষম হল না এবং তার আর কোন উপায়ও দেখল না। সুতরাং শর্ত অনুযায়ী রোমক লোকটি পরাজয় মেনে নিল এবং তার সাথে আগত রোমক প্রতিনিধি দলের সদস্যরাও বুঝতে পারল যে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী পরাস্ত হয়েছে।

এরপর মুহাম্মদ দাঁড়িয়ে তাঁর প্রতিপক্ষকে বললেন, এবার তুমি আমার মুখোমুখি হয়ে বস। তখন সে বসে তাঁকে তার হাত দিল। এবার ইব্‌ন হানাফিয়্যা কিন্তু তাকে কোন বিলম্বের অবকাশ না দিয়েই দাঁড় করিয়ে ফেললেন এবং তাকে হাত দিয়ে শূন্যে উঠিয়ে আছড়ে ফেললেন। ইব্‌ন হানাফিয়্যার এই শক্তিমত্তা দর্শনে হযরত মু'আবিয়া (রা) অত্যন্ত প্রীত হলেন। এরপর হযরত কায়স ইব্‌ন সা'দ-এর দর্শনে হযরত মু'আবিয়া (রা) অত্যন্ত প্রীত হলেন। এবার হযরত কায়স ইব্‌ন সা'দের প্রতিদ্বন্দ্বিতার পালা আসল। তখন তিনি আড়ালে উঠে গিয়ে তার পায়জামা খুলে এসে তাঁর প্রতিপক্ষ দীর্ঘকায় রোমক লোকটিকে দিলেন। লোকটি যখন তা পরিধান করল তখন পায়জামার উপরের অংশ তার বুক পর্যন্ত পৌঁছল আর নীচের অংশ মাটি স্পর্শ করল। তখন রোমক লোকটি নিজের পরাজয় মেনে নিল।

এ ঘটনার পর রোমসম্রাট তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন। আর আনসারগণ লোকদের উপস্থিতরি আড়ালে পায়জামা খোলায় কায়সকে (রা) ভর্ৎসনা করলেন। তখন তিনি তাঁর কৈফিয়ত দিয়ে উল্লেখিত কবিতা আবৃত্তি করলেন। আর বললেন, এটা তিনি করেছেন যাতে তা রোমকদের বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণরূপে সাব্যস্ত হয় এবং তা তাদের প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করে দেয়। হুমায়দি সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না থেকে তিনি আমর ইব্‌ন দীনার থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত কায়স ইব্‌ন সা'দ (রা) ছিলেন অতিকায় ও বিশালদেহী পুরুষ। আর তাঁর মাথা ছিল ক্ষুদ্রকায় এবং চিবুকে ছিল সামান্য দাড়ি। তিনি যখন উঁচু গাধার পিঠে আরোহণ করতেন তখন তাঁর পা দু'টি মাটি হেঁচড়ে যেত। ওয়াকিদী, খলিফা ইব্‌ন খয়্যাত এবং একাধিক ঐতিহাসিক বলেন, হযরত মু'আবিয়ার খিলাফতকালের শেষ দিকে তিনি মদীনায় ইন্তিকাল করেন। তবে ইব্‌ন জাওযী এ বছরেই তাঁর ওফাতের কথা উল্লেখ করেছেন। আর এ ক্ষেত্রে আমরা তাঁরই অনুসরণ করেছি।

মা'কাল ইব্‌ন ইয়াসার আল মুযানী (রা)

ইনি বিশিষ্ট সাহাবী। হুদায়বিয়ায় উপস্থিত ছিলেন। সে সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন গাছের নীচে সকলের বায়'আত গ্রহণ করছিলেন তখন তিনিই তাঁর মুখমণ্ডল থেকে আড়াল সৃষ্টিকারী শাখাসমূহ উঠিয়ে ধরেছিলেন। গাছটি ছিল বাবলা জাতীয়। যার কথা কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে-

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ـ

'মু'মিনরা যখন বৃক্ষতলে আপনার নিকট বায়আত গ্রহণ করল তখন আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন।' (সূরা আল ফাত্‌হ ঃ ১৮)।

হযরত উমর (রা) তাঁকে বসরার আমীর নিযুক্ত করেন। তখন মা'কাল (রা) সেখানে নহর খনন করান। তাঁর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ায় এটা 'নহরে মা'কাল' নামে পরিচিত। সেখানে তাঁর একটি বাড়িও রয়েছে। হাসান বসরী (র) বলেন, হযরত মা'কাল ইব্‌ন ইয়াসারের মৃত্যু শয্যায় উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ তাঁকে দেখতে আসল। তখন তিনি তাঁকে বললেন, আমি তোমাকে একটি হাদীস বর্ণনা করছি, যা আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে শুনেছি। আমি যদি এই (অন্তিম) অবস্থায় না হতাম তাহলে তোমাকে তা বর্ণনা করতাম না। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি—

من استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة لم يجد ريح الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة مائة عام -

'আল্লাহ্ যাকে অধীনস্থদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পণ করলেন, কিন্তু সে তাদের প্রতি কল্যাণকামিতা (দায়িত্ব পালন) পূর্ণ করল না, সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। অথচ একশত বছরের (পথ চলার) দূরত্ব থেকে তার সুঘ্রাণ পাওয়া যায়।'

আরও যাঁরা এ বছর মৃত্যুবরণ করেন তাঁদের অন্যতম হলেন–

আবূ হুরায়রা আদ্‌দাওসী (রা)

জাহেলী যুগে এবং ইসলামী যুগে তাঁর ও তাঁর পিতার নামের ব্যাপারে একাধিক বক্তব্যভিত্তিক মতভিন্নতা ব্যক্ত করা হয়েছে।[১] আমাদের রচিত আত্ তাকমীল গ্রন্থে এর অধিকাংশ আমরা বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। তদ্রূপ ইব্‌ন আসাকির ও তাঁর 'তারীখে' তা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। আর এ ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধতম মত হল তাঁর নাম আবদুর রহমান ইব্‌ন সাখ্‌র। তিনি 'আযদ' এর শাখাগোত্র দাওস এর সদস্য। বলা হয় জাহেলী যুগে তার নাম ছিল আবদ্-শামস। কারো মতে আবদ্ নাহ্‌ম। আবার কারো মতে আবদ্ গানাম্। তাঁর উপনাম আবুল আসওয়াদ। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নাম রাখেন- আবদুল্লাহ্, মতান্তরে আব্দুর রহমান এবং তাঁর উপনাম দেন আবূ হুরায়রা। তাঁর থেকেই বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, (একবার আমি) একটি বুনো বিড়াল দেখতে পেয়ে তার ছানাগুলো নিয়ে আসি। (তা দেখতে পেয়ে) আমার আব্বা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, এগুলো কী? তখন আমি তাকে ব্যাপারটি জানালে তিনি বললেন, তা হলে তুমি 'আবূ হুরায়রা' (অর্থাৎ বিড়ালছানা ওয়ালা)। তবে সহীহ্ বুখারীতে এসেছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে 'আবূ হির' বলে সম্বোধন করেছেন এবং এও এসেছে যে, তিনি তাঁকে 'আবূ হুরায়রা' সম্বোধন করেছেন।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন কালবী এবং তিবরানী বলেন, তাঁর মায়ের নাম মাইমূনা বিন্‌ত সাফীহ ইব্‌ন হারিছ[২] ইব্‌ন আবূ সা'ব ইব্‌ন সা'দ ছা'লাবা। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মুসলমান অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বহু সংখ্যক উৎকৃষ্ট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি হাফিজে-হাদীস সাহাবীগণের অন্যতম। তিনি হযরত আবূ বকর, উমর উবাই ইব্‌ন কা'ব, উসামা ইব্‌ন যায়দ, নাযরা ইব্‌ন আবূ নাযরাহ, ফযল ইব্‌ন আব্বাস, কা'ব আল আহবার এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) থেকে হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। তদ্রূপ তাঁর থেকেও বহু সংখ্যক আহলে ইল্‌ম হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। আত তাকমীল গ্রন্থে বর্ণক্রম অনুসারে সুবিন্যস্ত ভাবে আমরা তাদের উল্লেখ করেছি যেমন আমাদের শাইখ তাঁর 'তাহ্‌যীবে' উল্লেখ করেছেন।

ইমাম বুখারী বলেন, প্রায় আটশত বা তারও অধিক সংখ্যক আহলে ইল্‌ম সাহাবী, তাবেয়ী ও অন্যরা তার উদ্ধৃতিতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আমর ইব্‌ন আলী আল ফাল্লাস বলেন, তিনি (আবূ হুরায়রা) পবিত্র মদীনায় বাস করতেন। আর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন খায়বার

---

১. বিশদ বিবরণের জন্য দেখুন আল ইসাবা ৪/২০২, আল ইসতিয়াব ৪/২০২, তাবাকাত ইব্‌ন সা'দ ৪/৩২৫, সফ্‌ওয়াতস সফওয়া ১/৬৮৫, উসদুল গা'বা ৫/৩১৫।

২. ইব্‌ন সা'দ হারিছ বিন শা'বী বিন আবূ সা'ব বিন হানিয়্যা রয়েছে।

বিজয়ের বছর। ওয়াকিদী বলেন, যুল হুলাইফাতে তাঁর একটি বাড়ি ছিল। আর অন্যেরা বলেন, তার গায়ের রঙ ছিল বাদামী এবং উভয় কাঁধের মাঝে বেশ দূরত্ব ছিল। এছাড়া তাঁর শরীরে দু'টি বড় আঁচিল বা উদ্ভিন্ন অংশ ছিল। তাঁর সামনের দাঁত দু'টি ছিল দীর্ঘ ও বক্র। আবূ দাঊদ তয়ালিসী এবং একাধিক বর্ণনাকারী আবূ খালদা অর্থাৎ খালিদ ইব্ন দিনার থেকে তিনি আবুল আলিয়া থেকে তিনি আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেন- তিনি অর্থাৎ আবূ হুরাইরাহ বলেন, আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করলাম, তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোন গোত্রের লোক? আমি নিবেদন করলাম, দাওস গোত্রের। তিনি কপালে হাত রেখে বললেন, আমি মনে করতাম না দাওস গোত্রের কারও মাঝে কোন কল্যাণ ও সুবোধ আছে।

ইমাম যুহরী, সায়ীদ থেকে তিনি আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে খায়বার অভিযানে শরীক ছিলাম। আর আব্দুর রায্যাক সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনাহ থেকে তিনি ইসমাঈল থেকে তিনি কায়স থেকে বর্ণনা করেন, তিনি-কায়স বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন, খয়বার অভিযানে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর আমি আগমন করেছিলাম। আর ইয়াকূব ইব্ন সুফিয়ান বলেন, আমাদেরকে সায়ীদ ইব্ন মারয়াম তিনি বলেন, আমাদেরকে দারাওয়ারদী বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাকে খায়ছামা ইরাফ ইব্ন মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন, আর তিনি তাঁর পিতা থেকে আর তিনি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, (খায়বার অভিযানকালে) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বের হলেন এবং সাব্বা ইব্ন আরফাতাকে পবিত্র মদীনায় তাঁর স্থলবর্তী নিয়োগ করলেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আর আমি যখন পবিত্র মদীনায় আগমন করলাম, তখন সকলেই (খয়বারের উদ্দেশ্যে পবিত্র মদীনা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ছিলেন, ফলে আমি সাব্বা- এর পিছনে ফজরের নামায পড়লাম। প্রথম রাক'আতে তিনি সূরা মারয়াম আর দ্বিতীয় রা'আকাতে সূরা মুতাফ্ফিফীন পড়লেন। আবূ হুরায়রা বলেন, তখন আমি মনে মনে বললাম, অমুক ব্যক্তির ধ্বংস তাহলে অনিবার্য- আমার এ কথার লক্ষ্যস্থল ছিল আয্দ গোত্রের এক ব্যক্তি যার দু'টি পরিমাপ ছিল যার একটি দ্বারা সে নিজের জন্য পূর্ণ করে মেপে নিত আর অন্যটি দ্বারা সে লোকদেরকে মাপে কম দিত।'

বুখারী শরীফে এসেছে, যেদিন সকালে তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাতে যান, তার পূর্বের রাত্রে তাঁর এক গোলাম হারিয়ে যায়। তিনি আবৃত্তি করতে লাগলেন—

يا ليلة من طولها وعنائك ﴿ على انها زمن دارة الكفر نجة

'হায় ! দীর্ঘ ও যন্ত্রণাদায়ক রাত্রি ! ....

এরপর তিনি যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হলেন, তিনি তাঁকে বললেন, এই যে তোমার গোলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ্র ওয়াস্তে সে আযাদ। ইসলাম গ্রহণের পর আবূ হুরায়রা (রা) সর্বক্ষণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্যে অবস্থান করতেন। পবিত্র মদীনায় অবস্থানকালে কিংবা সফরকালে কোন অবস্থাতেই তিনি তাঁর সঙ্গ ছাড়তেন না। তাঁর থেকে হাদীস শ্রবণ এবং তার তত্ত্বজ্ঞান লাভের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত আগ্রহী। কোনমতে ক্ষুধা নিবারণ করে তিনি সব সময় তাঁর সাথে থাকতেন।

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, একবার তিনি কাতানের রুমালে নাকের ময়লা পরিষ্কার করে বললেন, বাহ বাহ ! আবূ হুরায়রা আজ কাতানের রুমালে নাক পরিষ্কার করছে— অথচ আমার অবস্থা এমন ছিল যে, ক্ষুধার তাড়নায় (ভারসাম্য হারিয়ে) আমি মিম্বর ও হুজরাসমূহের মধ্যবর্তী স্থানে পড়ে যেতাম। তখন কোন অতিক্রমকারী আমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলত, এর মস্তিষ্ক বিকৃতি রয়েছে। অথচ প্রকৃত ব্যাপার হল ক্ষুধা ছাড়া আমাদের আর কোন রোগ ছিল না। ঐ আল্লাহ্‌র কসম ! যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, ক্ষুধার তাড়নায় আমি আমার যকৃৎ মাটিতে চেপে ধরতাম। আর কখনও বা পেটে পাথর বাঁধতাম। কখনও কাউকে একটি আয়াত জিজ্ঞাসা করতাম অথচ সে সম্পর্কে আমি তার চেয়ে অধিক অবগত। আসলে আমার উদ্দেশ্য হত হয়াতোবা তিনি আমাকে তার গৃহ পর্যন্ত অনুসরণ করতে বলবেন এবং কিছু খাওয়াবেন। এরপর তিনি সুফ্‌ফাবাসীগণকে দুধ পান করানো বিষয়ক হাদীসটি উল্লেখ করেন। যেমন আমরা 'দালাইলুন নুবুওয়াহ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছি।

ইমাম আহমদ বলেন, আমাদেরকে আব্দুর রহমান বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন আমাদেরকে ইকরিমা ইব্‌ন আমীর বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাকে আবূ কাছীর অর্থাৎ ইয়াযীদ ইব্‌ন আব্দুর রহমান ইব্‌ন উয়াইনা সুহাইমী যিনি অন্ধ ছিলেন- বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন আমাকে আবূ হুরাইরাহ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম ! আল্লাহ্ এমন কোন মু'মিন বান্দা পয়দা করেন নি যে আমাকে না দেখেও শুধু আমার কথা শুনে আমাকে ভালবাসবে না। তখন আমি বললাম, হে আবূ হুরায়রা ! এ ব্যাপারে আপনার কী (প্রমাণ) জানা আছে? তিনি বললেন, আমার আম্মা মুশরিক ছিলেন। আমি তাকে ইসলামের দাওয়াত দিতাম। কিন্তু তিনি তা অস্বীকার করতেন। একদিন আমি যখন তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দিলাম তিনি আমাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ব্যাপারে অপ্রিয় কটু কথা শুনিয়ে দিলেন। আমি কাঁদতে কাঁদতে নবীজীর খিদমতে হাযির হয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি আমার আম্মাকে ইসলামের দাওয়াত দিতাম আর তিনি তা অস্বীকার করতেন। আজ যখন আমি তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দিলাম, তখন তিনি আপনার শানে আমাকে কটু কথা শুনিয়ে দিলেন। আপনি আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করুন যেন তিনি আবূ হুরায়রার আম্মাকে হিদায়েত দান করেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্ ! আপনি আবূ হুরায়রার আম্মাকে হিদায়েত দান করুন। তিনি (আবূ হুরায়রা) বলেন, আমি তাঁকে আল্লাহ্‌র রাসূলের দু'আর সুসংবাদ দেওয়ার জন্য দৌঁড়তে দৌঁড়তে বের হলাম। বাড়ির দরজায় পৌঁছে দেখলাম তা বন্ধ। আর তখন আমি পদধ্বনি শুনতে পেলাম এবং আমার আম্মা (ভেতর থেকে) বললেন, আবূ হুরায়রা যেভাবে আছ সেভাবেই থাকো। এরপর তিনি তাঁর জামা পরে ওড়না মাথায় দেওয়ার পূর্বেই আমাকে দরজা খুলে দিয়ে বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনও মাবূদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি খুশিতে কাঁদতে কাঁদতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ফিরে আসলাম যেমন ইতিপূর্বে দুঃখে কেঁদেছিলাম। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহ্ আপনার দু'আ কবূল করছেন। আবূ হুরায়রার আম্মাকে আল্লাহ্ হিদায়েত দান করেছেন। এরপর আমি আরও বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করুন যেন তিনি আমাকে এবং আমার আম্মাকে তাঁর মু'মিন বান্দাগণের প্রিয়পাত্র বানান। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্ ! আপনার এই বান্দা ও তাঁর আম্মাকে আপনি আপনার মু'মিন বান্দাগণের প্রিয়পাত্র বানান এবং তাঁদেরকেও তাঁদের (দু'জনের) প্রিয়পাত্র বানান। আবূ

হুরায়রা বলেন, তাই আল্লাহ্ এমন কোন মু'মিন বান্দা পয়দা করেন নি যে আমার কথা শুনবে, যদিও সে আমাকে অথবা আমার আম্মাকে দেখে নি, অথচ আমাকে মহব্বত করবে না।[১] আম্মার থেকে ইকরিমার বর্ণিত হাদীস থেকে ইমাম মুসলিম এরূপ রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন। আর এই হাদীসখানি 'দালাইলুন্ নুবুওয়াহ' গ্রন্থের।

এভাবে আবূ হুরায়রা সকলের প্রিয়পাত্র। আর এভাবে আল্লাহ্ তাঁকে সুখ্যাতি দান করেছেন, যে তাঁর নির্ধারণ অনুযায়ী আবূ হুরায়রার রেওয়ায়েত থেকে সকল এলাকায় শত-সহস্র মসজিদে জুম'আর দিন খুৎবার শুরুতে সকল মানুষের উপস্থিতিতে ইমাম মিম্বরে থাকা অবস্থায় এই হাদীসের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়। আর এটা মহাজ্ঞানী মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্র নির্ধারণ এবং তাঁর প্রতি মানুষের ভালবাসার প্রকাশ। হিশাম ইব্ন আম্মার বলেন, আমাদেরকে সায়ীদ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে আবদুল হামিদ ইব্ন জা'ফর বর্ণনা করেছেন, তিনি মাকবুরী থেকে, তিনি নাযরীদের মাওলা সালিম থেকে, তিনি আবূ হুরায়রাকে বলতে শুনেছেন- আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি– 'মুহাম্মাদ একজন মানুষ, অন্যান্য মানুষের ন্যায় আমি (মুহাম্মাদও) রাগান্বিত হই। আমি আপনার কাছে একটি প্রতিশ্রুতির আবেদন করছি, কিছুতেই আপনি তা ভঙ্গ করবেন না। যে কোন মুসলমানকে আমি যে কষ্ট দিয়েছি কিংবা গালি দিয়েছি কিংবা আঘাত করেছি তাকে আপনি তার জন্য কিয়ামতের দিন আপনার নৈকট্য লাভের মাধ্যম করে দিন।

আবূ হুরায়রা বলেন, একবার আমাকে প্রহার করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চাবুক উঠালেন, আর আমার কাছে তা দ্বারা আমাকে তাঁর প্রহার করা লাল উটের পাল থেকে অধিক প্রিয় ছিল। এর কারণ ছিল আমি প্রত্যাশা করি যে, আমি একজন মূ'মিন এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দু'আ অবশ্যই মাকবূল। ইবনে আবি যিব সায়ীদ মাকবুরী থেকে আর তিনি আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (আবূ হুরায়রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি আপনার থেকে বহু হাদীস শ্রবণ করি কিন্তু তা ভুলে যাই। তখন তিনি বললেন, 'তোমার চাদর বিছিয়ে দাও।' আমি তা বিছিয়ে দিলাম। তারপর তিনি বললেন, 'এবার তুমি তা গায়ে জড়িয়ে নাও।' আমি তা গায়ে জড়িয়ে নিলাম। এরপর আমি কোন হাদীস ভুলি নি[২] –বুখারী।

ইমাম আহমদ বলেন, আমাদেরকে সুফিয়ান বর্ণনা করেছেন তিনি যুহরী থেকে, তিনি আব্দুর রহমান আল আরজ থেকে, তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রাকে বলতে শুনেছি, তোমরা বলে বেড়াও আবূ হুরায়রা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বহু হাদীস বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ই আমাদের প্রতিশ্রুতি মীমাংসাস্থলে থাকবেন। আসলে আমি ছিলাম (পরিবার-পরিজনহীন) নিঃস্ব ব্যক্তি। কোনমতে ক্ষুধা নিবারণ করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে থাকতাম। আর মুহাজিরগণকে ব্যস্ত রাখত বাজারের ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি। আর

---

১. ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ্তে সাহবায়ে কিরামের ফযীলত প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, হাদীস নং ৩৫ অধ্যায় নং ১৫৮ পৃষ্ঠা নং ১৯৩৮। এছাড়া ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদেও উল্লেখ করেছেন। ২য় খণ্ড পৃঃ নং ৩২০।

২. ইমাম বুখারী কিতাবুল ইল্ম-এর ৪২ নং অধ্যায়ে এবং কিতাবুল মান্যকিব-এর ২৮ নং অধ্যায়ে তা উল্লেখ করেছেন। হাদীস নং ৩৬৪৮ ফাতহুল বারী ষষ্ঠ খণ্ড ৬৩৩ পৃঃ দ্রঃ। ইমাম তিরমিযী তাঁর মানাকিব অধ্যায়ে হাদীসখানি উল্লেখ করেছেন। হাদীস নং ৩৮৩৫ ৫ম খণ্ড ৬৮৪ পৃঃ।

আনসারগণ তাদের ক্ষেত-খামার ও পশুপালের তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত থাকতেন। একদিন আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এক মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। হঠাৎ তিনি বললেন, 'আমি আমার কথা শেষ করা পর্যন্ত যে তাঁর চাদর বিছিয়ে রাখবে, এরপর তা গায়ে জড়িয়ে নেবে, সে আমার থেকে শোনা তার কোনও কথা কিছুতেই ভুলবে না।' তখন আমি আমার গায়ের চাদর বিছিয়ে দিলাম।

অবশেষে যখন তিনি তাঁর কথা শেষ করলেন। তখন আমি তা আমার গায়ে জড়িয়ে নিলাম। শপথ ঐ সত্তার যাঁর কুদরতী হাতে আমার প্রাণ, এরপর তাঁর থেকে শোনা কোনও কথা আমি ভুলিনি।[1] ইব্‌ন ওয়াহাব উইনুস থেকে তিনি যুহ্‌রী থেকে, তিনি সায়ীদ বিন মুসয়্যাব থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা থেকে, তিনি তা বর্ণনা করেছেন, আর তাঁর থেকে এর আরও একাধিক বর্ণনাসূত্র রয়েছে। অবশ্য একথাও বলা হয়েছে এবিষয়টি বিশেষভাবে ঐ কথার সাথে সম্পৃক্ত, তিনি এর কিছু ভুলেন নি। আর তার প্রমাণ হল যে, তিনি কোন কোন হাদীসে বিস্মৃত হয়েছেন, যা স্পষ্টরূপে "সহীহ্" গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। যেমন তিনি لا عدوى ولا طيرة হাদীসখানি তাঁর "لايورد مرض على مصح" হাদীসের সাথে বিস্মৃত হয়েছেন। আবার বলা হয়েছে, বিষয়টি ঐ কথা এবং অন্যান্য কথা সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, আর আল্লাহ্ই অধিক জানেন।

দারাওয়ারদী আমর বিন আবূ আমর থেকে তিনি সায়ীদ মাকবুরী থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন (একবার আমি আরয করলাম) " ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! কিয়ামতের দিন আপনার শাফা'আতের দ্বারা সর্বাধিক সৌভাগ্য লাভ করবে কোন ব্যক্তি? তিনি বললেন, হে আবূ হুরায়রা ! মানুষের (অবস্থা জানার) প্রতি তোমার আগ্রহ দেখে আমি ধারণা করেছিলাম যে, এই হাদীস সম্পর্কে তোমার পূর্বে কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করবে না। আমার শাফা'আত দ্বারা কেয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি সর্বাধিক সৌভাগ্য লাভ করবে, যে খাঁটি মনে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলবে"। আমর বিন আবূ আমরের হাদীস থেকে ইমাম বুখারী এই হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। ইব্‌ন আবূ যিব সায়ীদ মাকবুরী থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন-"আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে দু'টি পাত্র সংরক্ষণ করেছি, তার একটি আমি লোকদের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছি, আর অন্যটি যদি ছড়াতাম তাহলে আমার এই কণ্ঠনালী দ্বিখণ্ডিত হয়ে যেত"। ইমাম বুখারী ইব্‌ন আবূ যিবের হাদীস থেকে তা বর্ণনা করেছেন। আর একাধিক রাবী আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন, আর এই পাত্র যা তিনি প্রকাশ করতেন না। তাহলো ফিতনা অর্থাৎ গোলযোগ-বিশৃংখলা এবং যুদ্ধ-বিগ্রহসমূহ এবং লোকদের মাঝে সংঘটিত হত লড়াই-বিবাদ ইত্যাদি। আর যা সংঘটিতব্য তা ঘটার পূর্বেই যদি তিনি তা অবহিত করতেন, তাহলে বহু মানুষ তাঁকে অবিশ্বাস করতেন,যদি আমি তোমাদেরকে বলতাম যে তোমরা তোমাদের ইমামকে (নেতা) হত্যা করবে এবং নিজেদের মাঝে একে অন্যের বিরুদ্ধে তরবারি দিয়ে লড়াই করবে. তাহলে কিছুতেই তোমরা আমাকে বিশ্বাস করতে না।

প্রবৃত্তির অনুসারী বিদ'আতপন্থী ও দুষ্কর্মপরায়ণ অনেক গোষ্ঠী কখনও কখনও এই হাদীসকে (যুক্তিরূপে) অবলম্বন করে এবং তাকে আবূ হুরায়রা (রা)-এর না-বলা এই জওয়াবের

---

১. মুসনাদে আহমাদ ৩/২৪০-

দিকে সম্পৃক্ত করে এবং তারা এই বিশ্বাস পোষণ করে তারা যে অবস্থায় রয়েছে তা আবূ হুরায়রা (রা)-এর না বলা এই জওয়াবে বিদ্যমান ছিল। আর সকল ভ্রান্তপন্থীই তাদের কথার স্ববিরোধিতা সত্ত্বেও এই দাবী করে, আসলে এরা সকলেই মিথ্যাচারী। আর আবূ হুরায়রা যদি এ বিষয়ে অবহিত না করে থাকেন, তাহলে এরপর কে তা শিক্ষা দিয়েছে?

যেমন তিনি ও অন্যান্য সাহাবাগণ জানিয়েছেন, যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি এবং গোলযোগ-বিশৃংখলা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ অধ্যায়ে আলোচনা করব। হাম্মাদ বিন যাইদ বলেন, আমাদেরকে আমর বিন উবাইদ আল আনসারী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে মারওয়ান বিন হাকামের কাতিব আবূ জুআয়জিআহ্ বর্ণনা করেছেন যে, মারওয়ান আবূ হুরায়রাকে ডেকে তার সিংহাসনের পিছনে বসাল এরপর মারওয়ান প্রশ্ন করতে থাকল,আর আমি তার হয়ে লিখতে থাকলাম এবং বছরের শেষের দিকে তাকে পুনরায় ডেকে পর্দার আড়ালে বসাল আর সেই কিতাব সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে লাগল। পরে দেখা গেল, তিনি কোন প্রকার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটান নি এবং কোন কিছু অগ্র-পশ্চাত করেন নি। আবূ বকর বিন আয়্যাশ ও অন্যান্য অনেকেই আমাশ থেকে, তিনি আবূ সালিহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন যে; তিনি (আবূ সালিহ্) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) ছিলেন প্রখরতম স্মৃতিশক্তির অধিকারী সাহাবী। তবে তিনি তাদের শ্রেষ্ঠতম ছিলেন না। ইমাম শাফে'য়ীর উদ্ধৃতি দিয়ে রাবী'অ বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) তাঁর যুগে হাদীস বর্ণনাকারী রাবীগণের মাঝে প্রখরতম স্মৃতিশক্তির অধিকারী ব্যক্তি।

আবুল কাসিম বাগাবী বলেন, আমাদেরকে আবূ খাইছামাহ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে ওয়ালিদ বিন মুসলিম বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে সায়ীদ বিন আবদুল আযীয মাকহুল থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, কোন এক রাত্রে লোকেরা হযরত মু'আবিয়ার এক তাঁবুতে একত্র হল। তখন সেখানে আবূ হুরায়রা (রা) দাঁড়িয়ে সকাল পর্যন্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করলেন।

সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ মা'মার থেকে, তিনি ওয়াহব বিন মুনাব্বিহ থেকে, তিনি তাঁর ভাই হুমাম বিন মুনাব্বিহ থেকে, তিনি (হুমাম) বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি, 'রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কোন সাহাবী তাঁর থেকে আমার চেয়ে অধিক হাদীস বর্ণনা করে নি। একমাত্র আবদুল্লাহ্ বিন আমর ব্যতীত। আর তাঁর কারণ, তিনি লিখতেন কিন্তু আমি লিখতাম না। 'আবূ যার'আ দিমেশকী বলেন, আমাকে মুহাম্মদ বিন যার'আ রু'আইনী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে মারওয়ান বিন মুহাম্মদ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে সায়ীদ বিন আবদুল আযীয, তিনি ইসমাঈল বিন আবদুল্লাহ্ থেকে, তিনি সাইব বিন ইয়াযীদ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (সাইব) বলেন, আমি উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে আবূ হুরায়রাকে লক্ষ্য করে বলতে শুনেছি, অবশ্যই তোমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে হাদীস বর্ণনা ছাড়তে হবে। অন্যথায় তোমাকে দাওস গোত্রের আবাসভূমিতে পাঠিয়ে দিব এবং তিনি (কা'ব আল আহবার) (রা) বলেছিলেন, অবশ্যই তুমি প্রথম থেকে হাদীস বর্ণনা ছাড়বে অন্যথায় তোমাকে বাঁদরদের আবাসভূমিতে পৌঁছে দেব। আবূ যার'আ বলেন, আর আমি আবূ মুসহিরকে সায়ীদ বিন আবদুল আযীয থেকে এরূপ বর্ণনা করতে শুনেছি। তবে তিনি তার সনদ বা সূত্র উল্লেখ করেন নি।

আর হযরত উমর (রা)-এর অবস্থানের ব্যাখ্যা হল, তিনি ঐ সকল হাদীসের ব্যাপারে শঙ্কিত ছিলেন, যেগুলো মানুষ অস্থানে প্রয়োগ করে এবং অবকাশমূলক হাদীসসমূহের বিরুদ্ধে সমালোচনায় কথা বলে। এছাড়া কোন ব্যক্তি যখন অধিক হাদীস বর্ণনা করে, তখন প্রায়শই তার হাদীসসমুহে ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে এবং লোকেরা তাঁর থেকে তা বয়ে বেড়ায় কিংবা এ জাতীয় কিছু। বর্ণিত আছে যে, এরপর হযরত উমর তাঁকে হাদীস বর্ণনার অনুমতি প্রদান করেন।

মুসাদ্দাদ বলেন, আমাদেরকে খালিদ আত্-তিহান বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে ইয়াহ্ইয়া বিন আবদুল্লাহ্ তাঁর পিতা থেকে তিনি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন উমরের কাছে আমার হাদীস অর্থাৎ বর্ণনার আধিক্যের কথা পৌঁছলে তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, অমুকের গৃহে যেদিন আমরা রাসুলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে ছিলাম সেদিন কি তুমি আমাদের সাথে ছিলে? তিনি (আবূ হুরায়রা) বলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ। আর আমি বুঝতে পেরেছি কেন আপনি আমাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন, তিনি বললেন-কেন আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি? আমি বললাম, সেদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন—

مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ـ

"ইচ্ছাকৃতভাবে যে আমার নামে মিথ্যা বলবে, সে যেন জাহান্নামে তার টাাই ঠিক করে নেয়।"

এরপর উমর বললেন, তাহলে (কোন অসুবিধা নেই) তুমি যাও, হাদীস বর্ণনা কর। ইমাম আহমদ বলেন, আমাদেরকে আফ্ফান বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে আব্দুল ওয়াহিদ অর্থাৎ ইব্ন যিয়াদ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে আসিম বিন কুলাইব বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাকে আমার আব্বা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রাকে বলতে শুনেছি— আর তিনি এই বলে তাঁর হাদীস শুরু করতেন-আল্লাহ্র সত্যবাদী ও সত্যায়িত রাসূল বলেছেন[১]—,

"ইচ্ছাকৃতভাবে যে আমার নামে মিথ্যা বলবে সে যেন জাহান্নামে তার ঠাঁই করে নেয়"। আর তিনি অন্যসূত্রে তাঁর থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইব্ন ওয়াহব বলেন, আমাকে ইয়াহ্ইয়া বিন আইয়ূব মুহাম্মদ বিন 'আজলান থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা বলতেন, আমি (এখন) এমন সব হাদীস বর্ণনা করি, যদি আমি উমরেরকালে (বা উমরের কাছে) সে ব্যাপারে মুখ খুলতাম, তাহলে তিনি আমার মাথা ফাটিয়ে দিতেন।

সালিহ বিন আবুল আখযার সুরহী থেকে, তিনি আবূ সালামা থেকে বলেন, আমি (আবূ সালামা) আবূ হুরায়রাকে বলতে শুনেছি-উমরের ওফাত পর্যন্ত আমরা "রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন"-একথা বলতে পারতাম না। মুহাম্মদ বিন ইয়াহ্ইয়া আযযুহলী বলেন, আমাদেরকে আবদুর রাজ্জাক মা'মার থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি যুহরী থেকে, তিনি (যুহরী)বলেন, উমর (রা) বলেছেন—

আমলের বিষয় ব্যতীত রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে যথাসম্ভব কম হাদীস বর্ণনা কর। তিনি বলেন, তারপর আবূ হুরায়রা বলেন, উমরের জীবদ্দশায় কি আমি তোমাদেরকে এই সবল

---

১. مَنْ كَذَبَ عَلَى عَامِدًا مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ـ

হাদীস বর্ণনা করতাম? শপথ আল্লাহ্‌র ! তাহলে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, কেননা উমর বলতেন তোমরা কুরআনে মনোনিবেশ কর। কেননা, কুরআন আল্লাহ্‌র বাণী এজন্য যখন তিনি আবূ মূসা (রা)-কে ইরাকে পাঠালেন তখন তাঁকে বললেন, তুমি এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছ, যাদের মসজিদসমূহে মৌমাছির গুঞ্জন রয়েছে। তাদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দিও, হাদীসে মশগুল করো না। আর এ ব্যাপারে আমি তোমার অংশীদার। এটা উমর (রা) থেকে সুবিদিত।

ইমাম আহমদ বলেন, আমাদেরকে হাশিম বর্ণনা করেছেন, তিনি ইয়ালা বিন 'আতা থেকে, তিনি ওয়ালীদ বিন আবদুর রহমান থেকে, তিনি ইব্‌ন উমর থেকে যে, তিনি (ইব্‌ন উমর) একবার আবূ হুরায়রাকে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন, আর তিনি হাদীস বর্ণনা করছিলেন—

من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراطا فأن شهد دفنها فله قيراطان القيراطاعظم من احد ـ

"জানাযার অনুসরণ করে যে জানাযার নামায আদায় করল সে এক ক্বীরাত পরিমাণ নেকী পাবে, আর যদি সে দাফনে শরীক হয় তাহলে তার নেকীর পরিমাণ হবে দুই ক্বীরাত, আর এক ক্বীরাত হল- উহুদ পাহাড়ের চেয়ে বৃহত্তর।[১]" তখন ইব্‌ন উমর তাঁকে বললেন, আবূ হির ! ভেবে দেখ তুমি রাসূলুলাহ (সা) থেকে কী হাদীস বর্ণনা করছ। তখন আবূ হুরায়রা তাঁকে নিয়ে উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)-এর কাছে গিয়ে তাকে বললেন, হে উম্মুল মু'মিনীন ! আল্লাহ্‌র দোহাই, বলুন তো আপনি কি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন—

من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراطا فأن شهد دفنها فله قيراطان القيراطاعظم من احد ـ

"যে ব্যক্তি জানাযার অনুসরণ করে, তারপর জানাযার নামায পড়ে সে এক ক্বীরাত নেকী লাভ করে আর যে তার দাফনে শরীক হয়, সে দুই ক্বীরাত নেকী লাভ করে।" তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্‌ সাক্ষী- হ্যাঁ। তখন আবূ হুরায়রা (রা) বললেন, উপত্যকার ভূমি চাষাবাদ এবং বাজারের ক্রয়-বিক্রয় আমাকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাহচর্য থেকে ব্যস্ত রাখত না। আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর এমন কোন কথার প্রত্যাশায় থাকতাম যা তিনি আমাকে শিক্ষা দিবেন কিংবা এমন কোন খাবারের, যা তিনি আমাকে খাওয়াবেন। তখন ইব্‌ন উমর তাঁকে বললেন, হে আবূ হির ! আমাদের মাঝে তুমিই রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সর্বাধিক সাহচর্যপ্রাপ্ত এবং তাঁর হাদীস সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত"[২]

ওয়াকিদী বলেন, আমাকে আবদুল্লাহ্‌ বিন নাফে' তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (রাফে') বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) জানাযার অগ্রভাগে হাঁটছিলেন আর তাঁর জন্য রহমত কামনা করছিলেন, এসময় তিনি বলছিলেন, এই ব্যক্তি মুসলমানদের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূলের হাদীসের অন্যতম সংরক্ষক ছিলেন[৩]। বর্ণিত আছে যে, হযরত আয়েশা (রা) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত

১.- من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراطا فأن شهد دفنها فله قيراطان القيراطاعظم من احد

২. মুসনাদে আহমাদ ৫ম খণ্ড ২৭৬ পৃঃ দ্রঃ-

৩.তাবাকাতে ইব্‌ন সা'দ-৪/৩৪০

বহু হাদীসের (বিকল্প) ব্যাখ্যা করেছেন এবং কোন কোন হাদীসের ক্ষেত্রে তাকে বিভ্রান্তগ্রস্ত বলেছেন।

সহীহ বুখারীতে এসেছে, তিনি তাঁর হাদীস বর্ণনার অর্থাৎ একই সময়ে অধিক হাদীস বর্ণনার সমালোচনা করেছেন। আবুল কাসিম বাগাবী বলেন, আমাদেরকে বিশর বিন ওয়ালিদ আল কিনদী বর্ণনা করেছেন- তিনি বলেন, আমাদেরকে ইসহাক বিন সা'দ বর্ণনা করেছন, আর তিনি সায়ীদ থেকে যে, আয়েশা (রা) (একবার) আবূ হুরায়রা (রা)-কে বললেন, হে আবূ হুরায়রা ! আপনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বড় বেশি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি আবূ হুরায়রা বললেন, আল্লাহ্র শপথ ! সুরমাদানি আর খেযাব আমাকে আল্লাহ্র রাসূল থেকে বিরত রাখত না, কিন্তু আমার মনে হয় আমি যে অধিক হাদীস বর্ণনা করেছি তা থেকে আপনাকে তা (ঐ বিষয়টি) ব্যস্ত রেখেছে। তিনি বললেন, সম্ভবত তা-ই হবে।

আবূ 'ইয়ালা বলেন, আমাদেরকে ইবরাহীম শামী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের হাম্মাদ বিন সালামা বর্ণনা করেছেন, তিনি সালিম থেকে, তিনি আবূ 'রাফি থেকে- কুরাইশের এক ব্যক্তি আবূ হুরায়রা (রা)-এর কাছে জোড়াপোশাক (সেট) পরিধান করে গর্বিতচালে এসে বলল, হে আবূ হুরায়রা ! আপনিতো রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বহু হাদীস বর্ণনা করেন, আপনি তাঁকে আমার এই পোশাকের ব্যাপারে কিছু বলতে শুনেছেন[১]। তিনি বললেন, আল্লাহ্র শপথ ! তোমরা আমাদেরকে কষ্ট দাও। আল্লাহ্ যদি আহলে কিতাব থেকে এই অঙ্গীকার না নিতেন—

لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ-

তোমরা তা মানুষের নিকট স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে এবং তা গোপন করবে না। (আল-ইমরান ঃ ১৮৭)। তাহলে তোমাদেরকে কোন কিছুই বর্ণনা করতাম না। আমি আবুল কাসিম (সা)-কে বলতে শুনেছি—

ان رجلا فمن كان قبلكم بينما هو يتبختر فى حلة ان خسف الله به الارض فهو يتجلجل فيه حتى تقوم الساعة-

"তোমাদের পূর্ববর্তী এক সম্প্রদায়ের কোন এক ব্যক্তি তার জোড়াপোশাকে গর্বভরে হাঁটছিল, এমন সময় মহান আল্লাহ্ তাকে ভূ-গর্ভে ধসিয়ে দিলেন। আর কিয়ামত পর্যন্ত সে অভ্যন্তরে (গভীর) প্রবেশ করতে থাকবে"। আল্লাহ্র শপথ ! আমি জানি না সম্ভবত সে তোমার গোত্রভুক্ত কিংবা গোষ্ঠীভুক্ত ছিল। সন্দেহের কারণে আবূ ইয়ালা কিংবা বলেছেন, মুহাম্মদ বিন সা'দ বলেন, আমাদেরকে মুহাম্মদ বিন উমর বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে কাছীর বিন যাইদ বর্ণনা করেছেন, তিনি ওয়ালিদ বিন রবাহ্ থেকে, তিনি (ওয়ালীদ) বলেন, আমি আবূ হুরায়রাকে মারওয়ানের উদ্দেশ্যে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্র কসম ! তুমিতো ওলী নও, ওলী অন্য কেউ। কাজেই তা ত্যাগ কর-অর্থাৎ যখন লোকেরা হযরত হাসান (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে দাফন করতে চেয়েছিল- আর তুমি অনধিকার চর্চা করছ। আসলে তুমি তোমার এ আচরণ দ্বারা অনুপস্থিত একজন অর্থাৎ

১. বুখারী শরীফ, কিতাবুল লিবাস ৫নং পরিচ্ছেদ, কিতাবু আহাদীসুল আম্বিয়া ৫৪নং পরিচ্ছেদ, মুসলিম শরীফ কিতাবুল লিবাস ৪৯নং পরিচ্ছেদ।

মু'আবিয়াকে সন্তুষ্ট করতে চাও। ওয়ালীদ বলেন, তখন মারওয়ান ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে বলল, হে আবূ হুরায়রা ! সকলে বলে, তুমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনেক বেশি হাদীস বর্ণনা করেছ। অথচ নবী (সা)-এর ওফাতের পর কিছুদিন পূর্বে (পবিত্র মদীনায়) আগমন করেছ। তখন আবূ হুরায়রা (রা) বললেন, হ্যাঁ, সপ্তম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) খায়বারে অবস্থানকালে আমি এসেছি। আর তখন আমার বয়স তিরিশের চেয়ে কয়েক বছর বেশি এরপর ওফাত পর্যন্ত আমি তাঁর সাথে ছিলাম। তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণেরও গৃহে গৃহে তাঁর খিদমতে আমি তাঁর সাহচার্য লাভ করেছি। আল্লাহ্র শপথ ! তখন আমি অল্প হাদীস বর্ণনাকারী ছিলাম। তাঁর পিছনে নামায পড়লাম। তাঁর সাথে হজ্জ ও জিহাদ করতাম। আল্লাহ্র শপথ ! আমি ছিলাম তাঁর হাদীস সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত ব্যক্তি। আল্লাহ্র শপথ ! কুরাইশগণ ও আনসারগণের এক সম্প্রদায় তাঁর সাহচার্য ও তাঁর কাছে হিজরত দ্বারা আমার অগ্রবর্তী হয়েছে। তারাও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে আমার সার্বক্ষণিক অবস্থানের কথা জানতো, তাই আমাকে তাঁর হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত। এঁদের মধ্যে উত্তম– উসমান, আলী, তালহা, যুবাইর প্রমুখ রয়েছেন। আল্লাহ্র কসম ! তাই পবিত্র মদীনার কোন হাদীস এবং এমন কোন ব্যক্তি যিনি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসেন এবং এমন ব্যক্তি, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে যাঁর বিশেষ মর্যাদা রয়েছে এবং তাঁর সকল সাহাবী- আমার অজ্ঞাত নয়।

আবূ বকর (রা) সেই ছাওর গুহায় এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁর সহচর ছিলেন। হিজরতের সময় তাঁর সাথে বাস করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে মদীনা তায়্যিবাহ থেকে বের করে এনেছিলেন। মারওয়ানের পিতা হাকাম বিন 'আসের দিকে ইঙ্গিত করে আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আবদুল মালিক এবং এর সদৃশদের সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন,তাহলে আমার কাছে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও প্রয়োজনীয় কথা পাবেন। রাবী বলেন, আল্লাহ্র কসম ! এরপর থেকে মারওয়ান সবসময় আবূ হুরায়রা (রা) থেকে পিছিয়ে থাকত এবং তাঁকে এড়িয়ে চলত এবং তাঁকে ও তাঁর জওয়াবকে ভয় করত।

এক রিওয়ায়েতে আছে যে, একবার আবূ হুরায়রা (রা) মারওয়ানকে বলেন, আমি স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং স্বেচ্ছায় হিজরত (স্বদেশ ত্যাগ) করেছি এবং আল্লাহ্র রাসূলকে গভীরভাবে ভালবেসেছি। অথচ তোমরা আল্লাহ্র রাসূলের স্বদেশবাসী এবং তাঁর দাওয়াতের স্থল হয়ে এই দাঈকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করেছ এবং তাঁকে ও তাঁর সাহাবাগণকে কষ্ট দিয়েছ। আর তোমাদের ইসলাম গ্রহণ থেকে তোমাদের অপ্রিয় সময়কাল পর্যন্ত বিলম্বিত হয়েছে। তখন মারওয়ান তাঁকে (আবূ হুরায়রাকে) উদ্দেশ্য করে তাঁর কথার জন্য অনুতপ্ত হল এবং তাঁকে এড়িয়ে গেল। ইব্ন আবূ খাইছমা বলেন, আমাদেরকে হারূন বিন মারূফ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন আমাদেরকে মুহাম্মদ বিন সালামা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে উমর কিংবা উসমান বিন উরওয়াহ্ থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমার পিতা যুবাইর আমাকে বলেন, আমাকে এই ইয়ামানী ব্যক্তির (অর্থাৎ আবূ হুরাইরার) কাছে নিয়ে চল। কেননা, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে অত্যধিক হাদীস বর্ণনা করে থাকেন। উরওয়াহ্ বলেন, তখন আমি তাকে তাঁর কাছে নিয়ে গেলাম। এরপর হাদীস বর্ণনা করতে শুরু করলেন, আর যুবাইর বলতে লাগলেন,- صدق- كذب صدق- كذب উরওয়াহ বলেন, আমি বললাম, আব্বাজান ! আপনার একথার صدق-

(كذب) তাৎপর্য কী? তিনি বললেন, বৎস ! সে যে এসকল হাদীস রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে শুনেছে এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহে নিশ্চিত। তবে তার কোনটিকে সে যথাযথভাবে উপস্থাপন করেছে কোনটিকে করে নাই।

আলী বিন মাদীনী বলেন, তিনি ওয়াহব বিন জারীর, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি মুহাম্মদ বিন ইসহাক থেকে, তিনি মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম থেকে তিনি আবুল ইয়াসার বিন আবূ আমীর বলেন, একবার আমি তাল্হা বিন উবাইদুল্লাহ্র কাছে ছিলাম। এক ব্যক্তি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে বলল, হে আবূ মুহাম্মদ ! আমরা জানিনা এই ইয়ামানী ব্যক্তি কি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর (হাদীসের) ব্যাপারে আপনাদের চেয়ে অধিক অবগত না কি? তিনি যা শোনেন নি কিংবা রাসূলুল্লাহ্ (সা) যা বলেন নি, তিনি তাঁর নামে তা বলে বেড়ান। তালহা বলেন, আল্লাহ্র শপথ ! আমরা নিঃসন্দেহ যে, তিনি রাসূল (সা) থেকে এমন কথা শুনেছেন যা আমরা শুনি নি এবং এমন বিষয় জেনেছেন যা আমরা জানি নি। আমরা রাসূল (সা)-এর কাছে আসতাম দিনের দুই প্রান্তে (সকাল-সন্ধ্যায়)। এরপর ফিরে যেতাম। আর তিনি ছিলেন স্বজন-পরিজন ও সহায়- সম্পদহীন এবং নিঃস্ব ব্যক্তি তাঁর (সার্বক্ষণিক) অবস্থান ছিল রাসূল (সা)-এর সাথে। তিনি (রাসূলুল্লাহ্) যেখানে যেতেন তাঁর সাথে তিনিও সেখানে যেতেন। কাজেই, কোন সন্দেহ নেই যে, তিনি এমন বিষয় জেনেছেন যা আমরা জানি না। এবং এমন কথা শুনেছেন যা আমরা শুনি নি[১]।

ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসখানি প্রায় এরকমভাবেই রেওয়ায়েত করেছেন। শু'বা বলেন, আশ'আছ বিন সুলাইম থেকে তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি বলেন, একবার আমি আবূ আইয়ূবকে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনলাম। তখন তাঁকে বলা হল, আপনি নিজে আল্লাহ্র রাসূলের সাহাবী হয়ে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ! তখন তিনি বললেন, আবূ হুরায়রা (রা) এমন অনেক কথা শুনেছেন যা আমরা শুনি নাই। যে বিষয়ে তাঁর থেকে হাদীস রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে শুনি নাই সে বিষয়ে তাঁর থেকে হাদীস বর্ণণা করা আমার কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে হাদীস বর্ণনা করা থেকে অধিক পছন্দনীয়।

ইমাম মুসলিম (বিন হাজ্জাজ) বলেন, আমাদেরকে আবদুল্লাহ্ বিন আবদুর রাহমান দারিমী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে মারওয়ান দামেশ্কী বর্ণনা করেছেন লাইছ বিন সা'দ থেকে, তিনি বলেন, আমাকে বুকাইর বিন আশাজ্জ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন আমাদেরকে বিশর বিন সায়ীদ বলেন-তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং হাদীস (বর্ণনা করা) থেকে আত্মরক্ষা কর। আল্লাহ্র কসম ! আমরা আবূ হুরায়রার মজলিসে থাকতাম আর তিনি আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন এবং কা'ব-আহবার থেকেও হাদীস বর্ণনা করতেন এরপর তিনি উঠে যেতেন। এরপর আমি আমাদের কোন কোন শ্রোতাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস কা'বের সূত্রে এবং কা'বের হাদীস রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সূত্রে বর্ণনা করতে শুনেছি। কোন রিওয়ায়েতে কা'বের বক্তব্যকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নামে এবং রাসূলুল্লাহ্-এর বক্তব্যকে কা'বের নামে বর্ণনা করত। কাজেই আল্লাহ্কে ভয় কর এবং হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন

---

১. তিরমিযী শরীফ- কিতাবুল মানাকিব-হাদীস নং ৩৮৩৭ ৫ম খণ্ড-৬৮৪ পৃঃ দ্রঃ। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি حسن غريب (হাসান গরীব) মুহাম্মদ বিন ইসহাক-এর সূত্র ছাড়া এ হাদীসের আর কোন সনদ আমাদের জানা নেই।

কর। ইয়াযীদ বিন হারূন বলেন, আমি শু'বাকে বলতে শুনেছি, আবূ হুরায়রা হাদীস বর্ণনায় তদলীসের শিকার হতেন- রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে শ্রুত এবং ক'াব (রা) থেকে শ্রুত হাদীসের মাঝে বর্ণনাকালে তিনি পার্থক্য করতে পারতেন না। ইব্ন আসাকির বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। আর 'শুবা মূলত এর দ্বারা তাঁর এই হাদীসের দিকে ইঙ্গিত করেছেন مَنْ صَبَحَ جُنُبًا فلا صيام له - "জুনুবী বা নাপাক অবস্থায় যার সকাল হয়,তার কোন সাওম বা রোযা নেই।" কেননা, এ ব্যাপারে যখন তিনি বির্তকের সম্মুখীন হলেন, তখন বললেন, জনৈক ব্যক্তি আমাকে কথাটি বলেছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে আমি তা শুনি নি।

শারীক, মুগীরা থেকে তিনি ইবরাহীম থেকে বলেন, তিনি (ইবরাহীম) বলেন, আমাদের সাহাবীগণ আবূ হুরায়রা-এর কোন কোন হাদীস ছেড়ে দিতেন। আ'মাশ ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তারা আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীস গ্রহণ করতেন না। ছাওরী মানসূর থেকে তিনি ইবরাহীম থেকে বলেন, তারা আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীসে বিবৃতবোধ করতেন তাই তাঁর বর্ণিত সকল হাদীস গ্রহণ করতেন না। তবে জান্নাত-জাহান্নামের বর্ণনা কিংবা কোন নেক আমলের উৎসাহবোধক কিংবা কুরআনে বর্ণিত কোন পাপের নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত হাদীসকে তারা এর ব্যতিক্রম গণ্য করতেন। অবশ্য ইব্ন আসাকির আবূ হুরায়রার পক্ষালম্বন করে ইবরাহীম নাখয়ী-এর বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কূফাবাসী হাদীস বিশারদগণের একদল ইবরাহীম নাখয়ীর অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন,তবে অধিকাংশ মুহাদ্দিস-এর অবস্থানরে বিপরীত।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর মাঝে বিরাট মাত্রায় সত্যবাদিতা, স্মৃতিশক্তির প্রখরতা, ধার্মিকতা, দুনিয়া বিমুখতা এবং নেক আমলের প্রবণতা বিদ্যমান ছিল। হাম্মাদ বিন যাইদ (বলেন) আব্বাস জারীরী থেকে তিনি আবূ উসমান নাহ্দী থেকে, তিনি বলেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) নিজে রাত্রের এক তৃতীয়াংশ তাঁর স্ত্রী এক তৃতীয়াংশ এবং কন্যা এক তৃতীয়াংশ ব্যাপী ইবাদত বন্দেগী করতেন। এ নামায পড়তেন। তারপর একে জাগিয়ে দিতেন, তারপর এ (দ্বিতীয়জন) আবার একে (তৃতীয়জনকে) জাগিয়ে দিতেন[১]। বুখারী ও মুসলিম শরীফে তাঁর থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- "আমার খলীল (সা) আমাকে ওসীয়ত করেছেন, প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখার, চাশতের দু'রাকা'আত নামায পড়ার এবং ঘুমানোর পূর্বেই বিতর নামায আদায় করার"। ইব্ন জুরাইজ তাঁর বর্ণনাকারীর সূত্রে বলেন-তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন, আমি আমার রাত্রিকে তিন অংশে ভাগ করে নিয়েছি। এক অংশ কুরআন তিলাওয়াতের জন্য, এক অংশ ঘুমানোর জন্য এবং এক অংশ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস স্মরণ (মুখস্থ) করার জন্য। মুহাম্মদ বিন সা'দ বলেন, আমাদেরকে মুসলিম বিন ইবরাহীম বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে আবূ আইয়ূব বর্ণনা করেছেন-তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা ভাড়ারঘরে, গৃহাভ্যন্তরে, কক্ষাভ্যন্তরে এবং বাড়িতে প্রবেশের সময় তিনি এ সবকটি স্থানে নামায আদায় করতেন। ইকরামাহ বলেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) প্রতি রাতে বার হাজার তাসবীহ পাঠ করতেন। তিনি বলতেন, আমি আমার 'দিয়ত' পরিমাণ তাসবীহ পাঠ করি।

---

১. সিফাতুস সফওয়া গ্রন্থে আবূ উসমান নাহ্দী থেকে বর্ণিত আছে- তিনি নিজে তাঁর স্ত্রী এবং তাঁর খাদিম তিনভাগ করে পালাক্রমে রাত্রি জাগরণ করতেন। এ নামায পড়তেন তারপর একে জাগিয়ে দিতেন, তারপর সে নামায পড়ে আবার একে (তৃতীয়জন) জাগিয়ে দিতেন-১/৬৯২ পৃঃ।

ইয়ালা বিন 'আতা থেকে হাশিম বলেন, তিনি মাইমূন বিন আবূ মাইসারাহ থেকে, তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) প্রতিদিন দু'বার দু'টি চিৎকার করতেন, দিবসের শুরুতে চিৎকার করে বলতেন-রাত গত হয়েছে, দিন উপস্থিত হয়েছে এবং ফির'আওন সম্প্রদায়কে জাহান্নামের সামনে সমুপস্থিত করা হয়েছে, আবার সন্ধ্যাকালে চিৎকার করে বলতেন, দিন গত হয়েছে এবং রাত উপস্থিত হয়েছে আর ফির'আওন সম্প্রদায়কে জাহান্নামের সামনে সমুপস্থিত করা হয়েছে। যেই একথা বলার সময় তাঁর কণ্ঠস্বর শুনত সেই জাহান্নাম থেকে আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ চাইত। আবদুল্লাহ্ বিন মুবারক বলেন, আমাদেরকে মূসা বিন উবাইদাহ্ যিয়াদ বিন ছাওবান থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (আবূ হুরায়রা)বলেন- কোন পাপাসক্ত ব্যক্তিকে কোন নি'আমতের কারণে ঈর্ষা করো না। কেননা, তার পশ্চাতে তার এক দ্রুতগামী অনুসরণকারী রয়েছে সে হল জাহান্নাম "যখনই তা স্তিমিত হবে তখন আমি তাদের জন্যে অগ্নিশিখা বৃদ্ধি করে দিব।" ইব্‌ন লাহী'আহ আবূ ইউনুস থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন যে,একবার তিনি নামাযের ইমামতী করলেন। যখন সালাম ফিরালেন, তখন উচ্চস্বরে বললেন, সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহ্‌র যিনি দীনকে সরল সঠিক করেছেন এবং আবূ হুরায়রাকে ইমাম বানিয়েছেন অথচ সে ছিল গয্‌ওয়ান কন্যার পেটভাতা মজুর, যার কাজ ছিল পায়ে হেঁটে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করা।

ইবরাহীম বিন ইসহাক হারবী বলেন, আমাদেরকে আফ্‌ফান বর্ণনা করেছেন, তিন বলেন, আমাদেরকে সুলাইম বিন হায়্যান বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছিলাম, তিনি (আবূ হুরায়রা) বলেছেন-আমি ইয়াতিম অবস্থায় লালিত পালিত হয়েছি এবং নিঃস্ব অবস্থায় হিজরত করেছি আর আমি ছিলাম গয্‌ওয়ান কন্যার পেট-ভাতা মজুর, যার কাজ ছিল পায়ে হেঁটে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করা। যখন তারা আরোহণ করত তখন আমি তাদের বাহন হাকিয়ে নিতাম আর যখন অবতরণ করত, তখন তাদের জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করতাম। কাজেই প্রশংসা ঐ আল্লাহ্‌র যিনি দীনকে সরল সঠিক করেছেন এবং আবূ হুরায়রাকে ইমাম ও নেতা বানিয়েছেন। তারপর বলেন, হে মুসলমানগণ ! আল্লাহ্‌র শপথ ! আমি তাদের মজুর ছিলাম শুকনো রুটির টুকরোর বিনিময়ে যার কাজ ছিল ধুলিধূসর অন্ধকার রাত্রে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করা। এরপর আল্লাহ্ আবার তাকে আমার স্ত্রী করলেন এবং তারা যখন আরোহণ করত আমিও তখন আরোহণ করতাম, তারা যখন সেবা গ্রহণ করত আমিও তখন সেবা গ্রহণ করতাম এবং তারা যখন অবতরণ করত আমিও তখন অবতরণ করতাম।

ইবরাহীম বিন ইয়াকূব জুরজানী বলেন, আমাদেরকে হিলাল বিন আবদুর রহমান হানাফী বর্ণনা করেছেন- তিনি বলেন, তিনি 'আতা বিন মায়মূনা থেকে তিনি আবূ সালামা থেকে, তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রা)-এবং আবূ যর (রা) বলেছেন, ইল্‌মের একটি অধ্যায় শিক্ষা করা আমাদের কাছে হাজার রাকআত নফল নামায থেকে উত্তম এবং ইল্‌মের একটি অধ্যায়ে শিক্ষা দেওয়া আমাদের কাছে একশ রাকাঅত নফল নামায থেকে উত্তম। আমরা সে অনুযায়ী আমল করি বা না করি । তাঁরা দু'জনে বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি-"ইলম তলবের অবস্থায় যদি তালিবে ইলমের মৃত্যু এসে যায়, তবে সে শহীদ হয়ে মৃত্যুবরণ করল।" এই সূত্রে এ হাদীস غـريـب।

একাধিক বর্ণনাকারী আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি তাঁর সিজদায় ব্যভিচার করা থেকে চুরি করা থেকে, কুফরী করা থেকে কিংবা কোন কবীরা গোনাহ্ করা থেকে মহান আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করতেন। যখন তাঁকে প্রশ্ন করা হল, আপনি কি এসবের আশঙ্কা করেন? তখন তিনি বলেন, ইবলীস বেঁচে থাকতে আমাকে তার নিশ্চয়তা দিবে কিসে? আর অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী যেভাবে ইচ্ছা তার পরিবর্তন ঘটান।

একবার তাঁর কন্যা তাঁকে বলেন, আব্বাজান! অন্যদের মেয়েরা আমাকে লজ্জা দিয়ে বলে, তোমার পিতা কেন তোমাকে স্বর্ণালঙ্কার পরতে দেয় না। তখন তিনি বললেন, বাছা ! তুমি তাদেরকে বলে দিও, আমার পিতা আমার ব্যাপারে (জাহান্নামের) অগ্নিশিখার উত্তাপ ভয় করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, (একবার) আমি উমর বিন খাত্তাবের সাক্ষাতে এসে দাঁড়িয়ে রইলাম। তিনি তখন তাসবীহ পাঠ করছিলেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর তিনি উঠে দাঁড়ালেন, তখন আমি তাঁর নিকট গিয়ে বললাম, আমাকে কিতাবুল্লাহ্‌র কয়েকটি আয়াত শিখিয়ে দিন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমার উদ্দেশ্য ছিল কিছু খাবার- তখন তিনি আমাকে সূরা আল-ইমরানের কয়েকটি আয়াত শিখিয়ে দিলেন, এরপর যখন তিনি তাঁর গৃহে পৌঁছলেন তখন আমাকে দরজার সামনে রেখে ভেতরে প্রবেশ করলেন। আমি ভাবলাম, তিনি মনে হয় কাপড় পরিবর্তন করছেন। এরপর হয়ত আমার জন্য খাবারের ব্যবস্থা করবেন, কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পরও আমি কোন সাড়া পেলাম না এবং যখন দীর্ঘক্ষণ অতিবাহিত হল, তখন আমি সেখান থেকে প্রস্থান করলাম। এরপর হাঁটতে হাঁটতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাক্ষাৎ পেলাম। আমার সাথে কথা বলার পর তিনি বললেন, আবূ হুরায়রা ! আজ রাতে তোমার মুখের গন্ধ অত্যন্ত তীব্র? তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! অবশ্যই (আপনি ঠিক বলেছেন) আমি আজ রোযা রেখেছিলাম। কিন্তু এখনও ইফতার করি নি, আর ইফতার করার মত কিছু নেইও। তিনি বললেন, চল তাহলে, তখন আমি তাঁর সাথে চললাম। অবশেষে যখন তিনি তাঁর গৃহে পৌঁছলেন তখন তাঁর এক কৃষ্ণকায় বাঁদীকে ডেকে বললেন, আমাদের কাছে সেই পাত্রটি নিয়ে আস। তখন সে আমাদের কাছে একটি পাত্র নিয়ে আসল যাতে সামান্য উচ্ছিষ্ট খাবার বাকী ছিল। আমার মনে হয় তা ছিল যব-ছাতু যা খাওয়া হয়েছিল আর পাত্রের চারপাশে কিছু অংশ অর্থাৎ সামান্য কিছু অবশিষ্ট ছিল। তখন আমি বিসমিল্লাহ্ বলে তা খুঁজে খুঁজে খেতে শুরু করলাম, এমনকি তৃপ্ত হয়ে গেলাম।

তিবরানী বলেন, আমাদেরকে ইসহাক বিন ইবরাহীম (রা) বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন, আমাদেরকে আবদুর রায্‌যাক বর্ণনা করেছেন, তিনি মা'মার থেকে তিনি আইয়ূব থেকে, তিনি মুহাম্মদ বিন সীরিন থেকে যে, আবূ হুরায়রা (রা) তাঁর মেয়েকে বলেছিলেন, স্বর্ণালঙ্কার পরিধান করো না। আমি তোমার ব্যাপারে অগ্নিশিখার উত্তাপের আশঙ্কা করি। এই বর্ণনাটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমদ বলেন, আমাদেরকে হাজ্জাজ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে শু'বা বর্ণনা করেছেন, সাম্মাক বিন হার্‌ব থেকে, তিনি বলেন এ আবর্জনা তোমাদের দুনিয়া আখিরাত বরবাদকারী-অর্থাৎ কুপ্রবৃত্তিসমূহ, বস্তুসমূহ ও আহার্য বস্তুসমূহ। তিবরানী ইব্‌ন সীরিন থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, প্রশাসকের দায়িত্ব প্রদানের জন্য হযরত উমর (রা) তাঁকে ডেকে পাঠালেন। কিন্তু তিনি তাঁর হয়ে প্রশাসকের দায়িত্ব পালনে অস্বীকৃতি জানালেন। তখন

উমর (রা) বললেন, তুমিই দায়িত্ব পালন অপছন্দ করছ অথচ, তোমার থেকে উত্তম ব্যক্তি এ দায়িত্ব পালন করছেন। কিংবা তিনি বলেছেন, অথচ তোমার চেয়ে উত্তমজন এই দায়িত্ব চেয়ে নিয়েছেন। তিনি (আবূ হুরায়রা) বললেন তিনি কে? উমর (রা) বললেন, তিনি হলেন ইউসুফ আলাইহিস সালাম।

তখন আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ইউসুফ হলেন নবীর ছেলে নবী, আর আমি আবূ হুরায়রা বিন উমাইমা (রা)। তাই আমি দু'টি বা তিনটি বিপদের আশঙ্কা করি। না জেনে বলব এবং বিনা প্রজ্ঞায় (সহনশীলতায়) ফয়সালা করব। তখন আমার পশ্চাতে আঘাত করা হবে, মাল ছিনিয়ে নেওয়া হবে এবং আমাকে গালমন্দ করা হবে। সায়ীদ বিন আবূ হিন্দ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বলেন, যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বললেন, "তুমি কি আমার কাছে এই সকল গনীমত থেকে চাইবে না, যা থেকে তোমার সাথীরা চেয়েছে। আমি তাঁকে বললাম-আমি চাই ! আল্লাহ্ আপনাকে যে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন আপনি আমাকে তা থেকে শিক্ষা দিবেন। তিনি বলেন, তিনি (রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার পিঠ (গা) থেকে চাদর (সাদা-কাল ডোরা কাটা) টেনে নিয়ে আমার ও তাঁর মাঝে এমনভাবে বিছালাম যে, আমি তাঁর উপর বিচরণরত উকুন দেখতে পাচ্ছিলাম। এরপর তিনি আমাকে (হাদীস) বর্ণনা করলেন, তারপর যখন তাঁর বর্ণনা পূর্ণ করলেন। তখন বলেন, এবার তা (চাদর) তোমার গায়ে ভালভাবে জড়িয়ে নাও। এরপর তিনি আমাকে যা কিছু বর্ণনা করেছিলেন আমি তার একটি বর্ণও বিস্মৃত হই নি।

আবূ উসমান নাহ্‌দী বলেন, আবূ হুরায়রাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কীভাবে রোযা রাখেন। তিনি বললেন, আমি মাসের শুরুতে তিন দিন রোযা রাখি। আর যদি কোন ঘটনা ঘটে (এবং রোযা রাখতে না পারি) তাহলেও আমি আমার মাসের সওয়াব পাব। হাম্মাদ বিন সালামা ছাবিত থেকে, তিনি আবূ উসমান নাহ্‌দী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একবার আবূ হুরায়রা (রা) সফরে ছিলেন, তাঁর সাথে একদল লোক ছিল। এরপর তারা যখন একস্থানে অবতরণ করে দস্তরখানা বিছাল, তখন তারা তাদের সাথে খাওয়ার জন্য তাঁর কাছে লোক পাঠাল। তিনি বলে পাঠালেন, আমি রোযা রেখেছি। এরপর যখন তারা তাদের খাবার শেষ করার উপক্রম হল, তখন তিনি এসে খাওয়া শুরু করলেন। তখন লোকেরা তাদের প্রেরিত ব্যক্তির দিকে তাকাতে লাগল যাকে তারা তাঁর কাছে পাঠিয়েছিল। তখন সে তাদের উদ্দেশ্যে বলল, তোমরা দেখছি আমার দিকে তাকাচ্ছ, আল্লাহ্‌র কসম ! তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, তিনি রোযা রেখেছেন। তখন আবূ হুরায়রা বলেন, সে সত্য বলেছে। আসলে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি-এক মাসের রোযা হল সবরের রোযা, আর প্রতি মাসের রোযা হল সাওমে দাহর। আর আমি (এই) মাসের শুরুতে তিন দিন রোযা রেখেছি। আল্লাহ্ প্রদত্ত অবকাশে আমি রোযাদার নই। তবে সওয়াব বহুগুণ বৃদ্ধির হিসেবে আমি রোযাদার[১]।

ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে আবদুল মালিক বিন আমর বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে ইসমাঈল বর্ণনা করেছেন আবদুল মুতাওয়াক্কিল থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ও তাঁর কয়েকজন সঙ্গী যখন রোযা রাখতেন, তখন মসজিদে অবস্থান করতেন এবং বলতেন, আমরা আমাদের রোযাকে পবিত্র রাখছি। ইমাম

১. অর্থাৎ রোযা না রেখেও আমি এই দিনগুলোর রোযার সওয়াব পাই।

আহমদ বলেন, আমাদেরকে আবূ উবাইদা আল হাদ্দাদ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে ফারহাদ সাবখি বর্ণনা করে বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) কা'বা ঘর তাওয়াফ করা অবস্থায় বলতেন- আমার এই পেট আমার সর্বনাশ ডেকে আনে, আমি যদি তাকে ক্ষুধার্ত রাখি তাহলে দুর্বল করে দেয়। ইমাম আহমদ ইকরামা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন যে, আবূ হুরায়রা বলেছেন, আমি প্রতিদিন আল্লাহ্র কাছে বার হাজার বার তওবা ও ইসতিগফার করি। আর তা হল আমার দিয়ত পরিমাণ। আবদুল্লাহ্ বিন আহমদ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর বার হাজার গিরাযুক্ত একটি সুতা ছিল, প্রতিদিন ঘুমের আগে তিনি তা দিয়ে তাসবীহ পাঠ করতেন। অন্য রেওয়ায়েতে আছে এক হাজার গিরা তা দ্বারা তাসবীহ পাঠ পূর্ণ না করে তিনি ঘুমাতেন না। আর পূর্বেরটির তুলনায় এটি বিশুদ্ধতর রেওয়ায়েত।

যখন তাঁর মৃত্যু উপস্থিত হল, তখন তিনি কেঁদে ফেললেন। এসময় তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি উত্তর দিলেন, আমি তোমাদের এই দুনিয়ার বিচ্ছেদে কাঁদছি না। আমি আমার সফরের দূরত্ব ও পাথেয়ের স্বল্পতার কথা ভেবে কাঁদছি। জান্নাতের উচ্চতা ও জাহান্নামের গভীরতা আমার সামনে সমুপস্থিত। জানি না, তাদের কোন্‌টির দিকে আমাকে নিয়ে যাওয়া হবে। কুতাইবা বিন সায়ীদ (র) বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে ফারাজ বিন ফুযালা বর্ণনা করেছেন তিনি আবূ সায়ীদ থেকে তিনি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে তিনি (আবূ হুরায়রা) বলেন, যখন তোমরা তোমাদের মসজিদসমূহ নকশা ও কারুকার্যখচিত করবে এবং কুরআনসমূহকে অলঙ্কার খচিত করবে, তখন তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য। তিবরানী মা'মার থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) সম্পর্কে আমার কাছে পৌঁছেছে যে, কোন জানাযা যখন তাঁকে অতিক্রম করে যেত, তখন তিনি বলতেন, সন্ধ্যাকালে তোমরা (তুমি) গমন কর, আমরা সন্ধ্যাকালে আসছি অথবা প্রভাতকালে তোমরা গমন কর আমরা সন্ধ্যাকালে আসছি, মর্মস্পর্শী উপদেশ এবং দ্রুতগামী উপলব্ধি। প্রথমজন বিদায় নিচ্ছে আর শেষজন থেকে যাচ্ছে। অথচ তার কোন বোধ ও উপলব্ধি নেই।

হাফেজ আবূ বকর বিন মালিক বলেন, আমাদেরকে আবদুল্লাহ্ বিন আহমদ বিন হাম্বল বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাকে আবূ বকর লাইছ বিন খালিদ বাজালী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে আবদুল মু'মিন বিন আবদুল্লাহ্ সা'দুসী বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন, আমি আবূ ইয়াযীদ মাদীনীকে বলতে শুনেছি, আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মিম্বরে তাঁর দাঁড়ানোর স্থানের একধাপ নীচে দাঁড়ালেন, তারপর বলেন, আসন্ন অনিষ্টের কারণে আরবদের দুর্ভোগ ঘনিয়ে এসেছে, তাদের দুর্ভোগ ঘনিয়ে এসেছে নাবালকদের শাসনের কারণে। যারা প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে তাদের শাসন পরিচালনা করবে এবং ক্রোধবশত (নিরাপরাধ) মানুষ হত্যা করবে।

ইমাম আহমদ বলেন, আমাদেরকে আলী বিন ছাবিত বর্ণনা করেছেন, তিনি উসামা বিন যাইদ থেকে, তিনি ইব্ন আব্বাসের মাওলা আবূ যিয়াদ থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা থেকে, তিনি বলেন, আমার কাছে পনেরটি খেজুর ছিল, তার পাঁচটি পরবর্তী ইফতারের জন্য রেখে দিলাম। আহমদ বলেন, আমাদেরকে আবদুল মালিক বিন আমর বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে ইসমাঈল (অর্থাৎ) আবদী বর্ণনা করেছেন, তিনি আবুল মুতাওয়াক্কিল থেকে যে,

আবূ হুরায়রা (রা) এক হাবশী বাঁদী ছিল একদিন সে তাঁর কাজদ্বারা তাদেরকে কষ্ট দিল। তিনি তাকে মারার জন্য চাবুক উঠালেন। তারপর বলেন, কাল কিয়ামতের দিন কিসাস বা প্রতিবিধানের ব্যবস্থা না থাকত তাহলে আমি তা দ্বারা তোমাকে প্রহার করতাম। কিন্তু, এখন আমি উপযুক্ত মুল্য প্রদানকারীর কাছে তোমাকে বিক্রি করে দিব। আমি তার খুব মুখাপেক্ষী। যাও আল্লাহ্র ওয়াস্তে তুমি আযাদ।

হাম্মাদ বিন সালামা বর্ণনা করেছেন আইয়ূব থেকে, তিনি ইয়াহ্ইয়া বিন আবূ কাছীর থেকে, তিনি আবূ সালামা থেকে যে (একবার) আবূ হুরায়রা (রা) অসুস্থ হলে আমি তাঁকে দেখতে গেলাম, সাক্ষাৎ লাভের পর বললাম, হে আল্লাহ্ ! আবূ হুরায়রাকে আরোগ্য দান করুন। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্ ! আপনি তা ফিরিয়ে দিবেন না। তারপর তিনি বলেন, হে আবূ সালামা ! এমন এক যুগ অত্যাসন্ন, যখন মানুষের কাছে মৃত্যু লাল স্বর্ণের চেয়ে অধিক প্রিয় হবে। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, যখন তোমরা ছয়টি বিষয় দেখতে পাবে, তখন যদি তোমাদের কারও প্রাণ তার হাতে আবদ্ধ হয়ে থাকে, তবে যেন তাকে মুক্ত করে দেয়। এজন্যই আমি মৃত্যু কামনা করি, আমার আশঙ্কা হয় যে, সেগুলো আমার নাগাল পেয়ে যাবে। (সেগুলো হল) ১. যখন নির্বোধরা শাসন কর্তৃত্ব লাভ করবে এবং ২. হুকুম-ফয়সালা বিক্রি হবে ৩. রক্তপাত সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে ৪. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে এবং ৫. পাইক-পেয়াদা/সিপাহীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং ৬. এমন প্রজন্মের উদ্ভব হবে যারা কুরআনকে বাঁশীরূপে গ্রহণ করবে।

ইব্ন ওয়াহব বলেন, আমাদেরকে আমর বিন হারিছ বর্ণনা করেছেন, তিনি ইয়াযীদ বিন যিয়াদ কুরাযী থেকে -যে, তাকে ছালামা বিন আবূ মালিক কুরাযী বর্ণনা করেছেন যে, (একবার) আবূ হুরায়রা (রা) দুই বোঝা জ্বালানী কাঠ বহন করে বাজারে আনলেন, তখন তিনি মারওয়ান বিন হাকামের পক্ষ থেকে প্রশাসক এবং বলেন হে আবূ মালিকের ছেলে ! আমীরের জন্য পথ ছেড়ে দাঁড়াও। তখন আমি বললাম, আল্লাহ্ আপনাকে রহম করুন। এতটুকুই যথেষ্ট। এরপর তিনি বলেন, আমীরের পথ ছেড়ে দাঁড়াও, তার উপরে বোঝা রয়েছে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) ছিলেন বহু সদগুণ, সুকীর্তি, সৎবাক্য ও বহু সদুপদেশের অধিকারী। তিনি খায়বারের বছর ইসলাম গ্রহণ করেন। যেমন আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। এরপর থেকে সবসময় তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে ছিলেন। কখনও তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করেন নি। তবে শুধুমাত্র ঐ সময় যখন নবী (সা) আলা বিন হাযরমীর সাথে তাঁকে বাহরাইনে পাঠিয়েছিলেন। এসময় তিনি আমাকে তাঁর ব্যাপারে ওসীয়ত করেছিলাম। আর আলা তাঁকে তার অগ্রগামী ঘোষক নির্ধারণ করেছিলেন, আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলেছিলেন, হে আমীর !

হযরত উমর (রা) তাঁর খিলাফতকালে তাঁকে সেখানকার (বাহ্রাইনের) গভর্নর নিয়োগ করেছিলেন এবং সকল সরকারী কর্মচারীগণের সাথে তাঁকেও শপথ করান। আবদুর রায্যাক বলেন, আমাদেরকে মা'মার বর্ণনা করেছেন, তিনি আইয়ূব থেকে, তিনি ইব্ন সীরিন থেকে যে, উমর (রা) আবূ হুরায়রাকে বাহরাইনের গভর্নর নিয়োগ করলেন, এরপর তিনি সেখান থেকে দশ হাজার (দিরহাম) নিয়ে আসলেন। তখন উমর (রা) তাঁকে বলেন, হে আল্লাহ্র দুশমন ও

আল্লাহ্‌র কিতাবের দুশমন ! তুমি এই অর্থ কুক্ষিগত করেছ? আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি আল্লাহ্‌র শত্রু নই বরং আমি তার শত্রু যে তাঁদের (আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র কিতাবের) সাথে শত্রুতা করে। উমর (রা) বলেন, তাহলে এই অর্থ তুমি কোথায় পেলে? আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমার অশ্বপাল বাচ্চা দিয়েছে এবং আমার ভূমির আয় ও দাস-দাসী ছিল এবং একের পর এক হাদিয়া ও বখশিশ লাভ করেছি। এরপর যাচাই করে দেখা গেল তাঁর কথা সঠিক। এরপর যখন উমর (রা) তাঁকে গভর্নর নিয়োগের জন্য আহবান করেছিলেন তখন তিনি তাঁর গভর্নর হতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন।

উমর (রা) তাঁকে বলেন, তুমি কি এই দায়িত্ব গ্রহণ অপছন্দ করছ, অথচ তোমার চেয়ে উত্তম তিনি যিনি তাতে আগ্রহ করেছেন। ইউসুফ আলাইহিস সালাম তা চেয়েছেন, তিনি বলেন, ইউসুফ (আ) হলেন নবী, তদুপরি তাঁর পিতা নবী, পিতামহ নবী প্রপিতামহও নবী। আর আমি হলাম উমায়্যার ছেলে আবূ হুরায়রা। আর আমি তিনটি ও দু'টি বিষয়ের আশঙ্কা করি। উমর (রা) বলেন, কেন তুমি পাঁচ বললে না? তিনি বলেন, আমি আশঙ্কা করি যে, জানা ছাড়া বলব, প্রজ্ঞা ও সহনশীলতা ছাড়া ফয়সালা করব কিংবা আমার পিঠে আঘাত করা হবে এবং আমার সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া হবে এবং আমাকে গালমন্দ করা হবে। অন্য বর্ণনা মতে হযরত উমর প্রথমবার গভর্নরের দায়িত্ব পালনকালে তাঁকে বার হাজার (দিরহাম) জরিমানা করেন। একারণে তিনি দ্বিতীয়বার এ দায়িত্ব গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন।

আবদুর রায্‌যাক বলেন, তিনি মা'মার থেকে, আর তিনি মুহাম্মদ বিন যিয়াদ থেকে তিনি বলেন, হযরত মু'আবিয়া আবূ হুরায়রাকে পবিত্র মদীনার প্রশাসক করে পাঠান। এরপর তিনি যখন তাঁর প্রতি অপ্রসন্ন হলেন তখন তাঁকে অপসারিত করে মারওয়ান বিন হাকামকে নিয়োগ করেন। এরপর যখন আবূ হুরায়রা (রা) মারওয়ানের সাক্ষাতে আসলেন, তখন মারওয়ানের দ্বাররক্ষীরা তাঁকে ফিরিয়ে দিল। কিছুকাল পর মারওয়ান অপসারিত হল এবং আবূ হুরায়রা (রা) পুনরায় প্রশাসক হলেন। তখন তিনি তাঁর মাওলা দ্বাররক্ষীকে বলে রাখলেন-কোন সাক্ষাৎ প্রার্থীকে ফিরিয়ে দিও না, তবে মারওয়ানকে বাধা দিও। এরপর যখন মারওয়ান তাঁর সাক্ষাতে আসল, তখন সেই দ্বাররক্ষী গোলাম তাঁকে বুকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল এবং বহু কষ্টে সে ভিতরে প্রবেশে সক্ষম হল। এরপর ভেতরে প্রবেশ করে সে আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলল, আপনার দ্বাররক্ষী আমাকে আপনার সাক্ষাতে বাধা দিয়েছে। তখন আবূ হুরায়রা তাঁকে বলেন, তা থেকে ক্রুদ্ধ না হওয়া তোমার অতি কর্তব্য। প্রসিদ্ধ বর্ণনামতে মারওয়ানই আবূ হুরায়রা (রা)-কে পবিত্র মদীনার প্রশাসনে নায়েব বা স্থলবর্তীরূপে চাইত। কিন্তু সে ক্ষেত্রে সে মু'আবিয়া (রা)-এর পক্ষ থেকে অনুমতিপ্রাপ্ত হয়ে থাকবে। আল্লাহ্ অধিক অবগত।

হাম্মাদ বিন সালামা বলেন-ছাবিত থেকে তিনি আবূ রাফি' থেকে কখনও কখনও মারওয়ান আবূ হুরায়রা (রা)-কে পবিত্র মদীনায় (অস্থায়ী) প্রশাসক নিয়োগ করত। তিনি গাধায় আরোহণ করে বের হতেন এবং পথে কারও সাক্ষাৎ পেলে বলতেন, আমীর যাচ্ছেন, পথ করে দাও। আমীর থাকা অবস্থায় তিনি ক্রীড়ারত গ্রাম্য আরব বালকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে যেতেন। আর তারা কিছু অনুভব করার পূর্বেই তিনি তাদের মাঝে হয়ে যেতেন এবং তাদেরকে হাসানোর জন্য পাগলের ন্যায় দু'পা আছড়াতেন। তখন বালকেরা ভয় পাওয়ার ভান করে এদিক সেদিক আশ্রয় নিত এবং সকলে হেসে লুটোপুটি খেত। আবূ

রাফি' বলেন, তখনও আবূ হুরায়রা (রা) আমাকে রাতের খাবারে ডেকে নিয়েছেন। তাঁর খাওয়ার সময় বলতেন, গোশতের টুকরাগুলো আমীরের জন্য ছেড়ে দাও। আবূ রাফি' বলেন, আমি তাকিয়ে দেখতাম সেখানে তেল মিশ্রিত ছারীদ ছাড়া কিছু নেই (আসলে তিনি পরিহাস করতেন)।

ইব্‌ন ওয়াহব বলেন, ইয়াযীদ বিন যিয়াদ কুরাযী থেকে আমর বিন হারিছ বর্ণনা করেছেন যে, ছা'লাবা বিন আবূ মালিক বর্ণনা করেছেন- মারওয়ানের স্থলবর্তী প্রশাসক থাকা অবস্থায় একবার আবূ হুরায়রা (রা) জ্বালানী কাঠের বোঝা বহন করে বাজারে প্রবেশ করলেন এবং বলেন, আমীরের জন্য পথ ছেড়ে দাও ! হে আবূ মালিকের ছেলে ! আমি বললাম, মহান আল্লাহ্ আপনার সংশোধন করুন। কেন আপনি এই কষ্ট করছেন। তিনি বলেন, আমীরের পথ ছেড়ে দাও তাঁর উপর বোঝা রয়েছে। আর এটা বর্ণিত হয়েছে। একাধিক সূত্রে এর সদৃশ বর্ণনা পাওয়া যায়। মারওয়ানের কাতিব আবূ জুআইজিআ বলেন, একবার মারওয়ান আবূ হুরায়রা (রা)-এর কাছে একশ দীনার পাঠাল। পরদিন সকালে সে এই বলে লোক পাঠাল, আমার ভুল হয়েছে, আসলে আমি সেটা অন্য একজনের কাছে পাঠাতে চেয়েছিলাম। তখন আবূ হুরায়রা (রা) বলে পাঠালেন, আমি সেটা ব্যয় করে ফেলেছি। যখন আমার ভাতা আসবে তখন তা থেকে নিয়ে নিও। আসলে তিনি তা দান করে ছিলেন, আর মারওয়ান তাঁকে পরীক্ষা করতে চেয়েছিল।

ইমাম আহমদ (র) বলেন আমাদেরকে আবদুল আ'লা বিন আবদুল জব্বার বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাম্মাদ বিন সালামা বর্ণনা করেছেন ইয়াহ্ইয়া বিন সায়ীদ বিন মুসায়্যিব থেকে, তিনি বলেন, মু'আবিয়া যখন আবূ হুরায়রাকে দিতেন তখন তিনি নিরব থাকতেন, আর যখন বিরত থাকতেন তখন তিনি কথা বলতেন। একাধিক বর্ণনাকারী আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, একবার তাঁর কাছে এক যুবক এসে বলল, হে আবূ হুরায়রা! আমি আজ রোযা রেখেছিলাম এরপর যখন আমার আব্বার সাক্ষাতে গেলাম তখন তিনি আমার জন্য রুটি ও উটের গোশ্‌ত নিয়ে আসলেন আর আমি ভুলক্রমে তা থেকে খেয়ে ফেলেছি। তিনি বলেন, কোন অসুবিধা নেই, এই (বিশেষ) খাবার আল্লাহ্ তোমাকে খাইয়েছেন। এরপর সে বলল, তারপর আমার স্ত্রীর গৃহে প্রবেশ করেছিলাম। তখন সে আমার জন্য উটের দুধ নিয়ে আসল, তখন আমি ভুলক্রমে তা পান করে ফেলেছি। তিনি (আবূ হুরায়রা) বলেন, কোন অসুবিধা নেই। সে বলল, এরপর আমি ঘুমিয়েছি এবং ঘুম থেকে জেগে আবার (ভুলক্রমে) পানি পান করেছি কোন বর্ণনায় সহবাস করেছি। তখন আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, ভাতিজা ! তুমি রোযার সীমা অতিক্রম করনি (অর্থাৎ তোমার রোযা ভাঙ্গে নি)।

একাধিক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন, আবূ হুরায়রা (রা) যখন জানাযা দেখতেন তখন বলতেন, তোমরা সন্ধ্যাকালে যাচ্ছ আমরা আগামী সকালে আসছি। অথবা তোমরা সকালে যাচ্ছ আমরা সন্ধ্যাকালে আসছি। একাধিক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন যে, যখন তাঁর মৃত্যু উপস্থিত হল, তখন তিনি কেঁদে ফেললেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন. পাথেয়ের স্বল্পতা ও নাজাতের কঠিনতার কারণে। আমি এক দুর্গম গিরিপথে রয়েছি, এরপর হয় জান্নাতে নয় জাহান্নামে, জানি না আমার শেষ গন্তব্য কোথায়? মালিক বর্ণনা করেছেন, সায়ীদ বিন আবূ সায়ীদ মাকবূরী থেকে যে, তিনি বলেন, মৃত্যুশয্যায় মারওয়ান

আবূ হুরায়রা (রা)-কে দেখতে এসে বলল, হে আবূ হুরায়রা ! আমি আপনার সাক্ষাৎ ভালবাসি কাজেই আপনিও আমার সাক্ষাৎ ভালবাসুন। বর্ণনাকারী বলেন, মারওয়ান যাওয়ার অল্পক্ষণের মধ্যেই আবূ হুরায়রা (রা) ইন্তিকাল করেন।

ইয়াকূব বিন সুফিয়ান দাহিম থেকে তিনি ওয়ালীদ বিন জাবির থেকে, তিনি উমায়ের বিন হানি থেকে, তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন, হে আল্লাহ্! ষাটতম হিজরী সন যেন আমার নাগাল না পায়। তিনি বলেন, তাই তিনি সে বছর কিংবা তার একবছর পূর্বে ইন্তিকাল করেন। ওয়াকিদী এমনই বলেছেন যে, তিনি ৭৮ বছর বয়সে উনষাট হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। ওয়াকিদী আরও বলেন, তিনি ঊনষাঁ হিজরীতে রমযান মাসে আয়েশা (রা)-এর এবং শাওয়ালে উম্মে সালামা (রা)-এর জানাযার নামায পড়ান। তারপর সে বছরই তাঁদের দু'জনার পর ইন্তিকাল করেন। যদিও তিনি (ওয়াকিদী) এমনই বলেছেন, কিন্তু সঠিক হল উম্মে সালামা (রা) আবূ হুরায়রা (রা)-এর পরে ইন্তিকাল করেন। আর একাধিক ঐতিহাসিকের মত হল— তিনি আবূ হুরায়রা (রা) উনষাট হিজরীতে ইনতিকাল করেন। আর কারো মতে, আটান্ন হিজরীতে আবার কারো মতে সাতান্ন হিজরীতে। তবে প্রসিদ্ধ মত হল, উনষাট হিজরী। ঐতিহাসিকগণ বলেন, পবিত্র মদীনার তৎকালীন নায়েব ওয়ালীদ বিন উত্বাহ বিন আবূ সুফিয়ান তাঁর জানাযার নামায পড়ান। এসময় আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর আবূ সায়ীদ এবং অন্যান্য সাহাবা ও তাবেয়ীগণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁর জানাযার নামায হয়েছিল আসরের সময়। আর তাঁর ওফাত হয়েছিল আকীক অঞ্চলে তাঁর নিজ গৃহে। সেখান থেকে তাঁকে পবিত্র মদীনায় বহন করে আনা হয়। তারপর জানাযার নামাযের পর তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়। মহান আল্লাহ্ তাঁকে রহম করুন এবং তাঁর প্রতি রাযী-খুশি থাকুন।

ওয়ালীদ বিন উত্বা মু'আবিয়া (রা)-এর বরাবর আবূ হুরায়রা (রা)-এর ওফাতের বিষয়ে লিখলেন। তখন মু'আবিয়া (রা) তাঁর কাছে লিখে পাঠালেন, "তার উত্তরসূরীদের খোঁজখবর নাও এবং তাদের প্রতি সদাচার কর। তাদের খরচের জন্য দশ হাজার দিরহাম পৌঁছে দাও, তাদেরকে উত্তম আশ্রয়দান কর এবং তাদের হিতসাধন কর। কেননা, তিনি উসমানের অন্যতম সাহায্যকারী ছিলেন এবং পবিত্র মদীনায় তাঁর সাথে ছিলেন। মহান আল্লাহ্ তাঁদের উভয়কে রহম করুন।

৬০ হিজরী

এ বছরেই মালিক বিন আবদুল্লাহ্ কর্তৃক (তৎকালীন) সুরিয়্যাহ (শহর) আক্রমণ সংঘটিত হয়েছেল। ওয়াকিদী বলেন, এ বছরেই জুনাদা বিন আবূ উমায়্যা রোডস[১]-এ প্রবেশ করেন এবং এ বছরেই মু'আবিয়া (রা) দামেশ্‌কে উবায়দুল্লাহ্ বিন যিয়াদের সাহচর্যে আগত প্রতিনিধি দল থেকে ইয়াযীদের খিলাফতের সপক্ষে বায়'আত গ্রহণ করেন। এ বছরেই হযরত মু'আবিয়া (রা) শেষবারের মত অসুস্থ হন এবং রজব মাসে ইনতিকাল করেন। যেমনটি আমরা অচিরেই বর্ণনা করব।

আবূ মুখান্নাফের সূত্রে ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেছেন, আমাকে আবদুল মালিক বিন নাওফাল বিন মুসাহিক বিন আবদুল্লাহ্ মাখরামাহ আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, মু'আবিয়া (রা) যখন অন্তিম শয্যায় তখন তাঁর ছেলে ইয়াযীদকে ডেকে বলেন, হে বৎস ! আমি আমার প্রস্থান পরবর্তী সকল পরিস্থিতির ব্যবস্থা তোমার অনুকূলে করেছি[২], সকল উপায়-উপকরণ তোমার জন্য প্রস্তুত করেছি, সকল পরাক্রমশালীকে বশীভূত করেছি[৩] এবং আরবের গ্রীবাসমূহকে তোমার অনুকূলে অবনমিত করেছি। চার ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউ এই ব্যাপারে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হবে এই আশঙ্কা আমি করি না।

১. হুসায়ন বিন আলী ২.আবদুল্লাহ্ বিন উমর, ৩. আবদুল্লাহ্ বিন যুবাইর এবং ৪. আবদুর রহমান বিন আবূ বকর। যদিও ওয়াকিদী এমনই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বিশুদ্ধ মত হল যে, আবদুর রহমান বিন আবূ বকর হযরত মু'আবিয়ার দুই বছর পূর্বে ইন্তিকাল করেন, যেমন আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। ইব্‌ন উমর (রা) হলেন, নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি তাঁকে ইবাদত বন্দেগী মশগুল রেখেছে। যখন তিনি ছাড়া আর কেউ বায়'আত করতে বাকি থাকবে না। তখন তিনিও তোমার হাতে বায়'আত করে ফেলবেন আর হুসাইন, তাঁর পেছনে ইরাকবাসী লেগে রয়েছে, তারা তাঁকে তোমার বিরুদ্ধে খিলাফতের দাবীদার না করে ছাড়বে না। যদি তিনি তোমার বিরুদ্ধে লড়াই করেন আর তুমি তাঁকে আয়ত্তে পাও তাহলে তাঁর প্রতি সদাচার করো। কেননা, তাঁর রয়েছে নিকট-আত্মীয়তা এবং (সদাচার লাভের) বিরাট অধিকার। আর ইব্‌ন আবূ বকর এমন ব্যক্তি যিনি তাঁর সঙ্গীদেরকে কিছু করতে দেখলে তাঁর অনুরূপ করবেন। নারী ও আনন্দ বিনোদন ব্যতীত তাঁর অন্য কোন বিষয়ে আগ্রহ নেই। আর যে তোমার জন্য সিংহের ন্যায় ওঁত পেতে থাকবে ও শৃগালের ন্যায় কৌশল অবলম্বন করবে এবং কোন সুযোগ পেলেই আক্রমণ করে বসবে সে হল- আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইর। যদি সে তোমার বিরুদ্ধাচরণ করে, তারপর তুমি তাকে বাগে পাও, তাহলে তাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।

---

১. বর্তমানে গ্রীস অধিকৃত পার্বত্য দ্বীপ।

২. এখানে বিদ্যমান الرحلة والرجل এর পরিবর্তে তাবারীতে (৬/১৭৯) الرحلة والترحال আল কামিল-এ (৪/৬) الشدة والترحال এবং ইব্‌ন আ'ছমে রয়েছে الجد والترحال পূর্বাপর অর্থের সাথে সামঞ্জস্য থাকার অনুবাদে তাবারীতে বিদ্যমান শব্দদ্বয়কেই চয়ন করা হল। -অনুবাদক

৩. এখানে বিদ্যমান الأعزاء শব্দের পরিবর্তে তাবারী ও কামিল গ্রন্থে الأعداء (শত্রুগণ) শব্দ বিদ্যমান রয়েছে এবং ফুতূহ ইব্‌ন আ'ছামে-এ স্থলে ঈষৎ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে বক্তব্যটি উল্লেখিত হয়েছে। দ্রঃ আল ফুতূহ ৪/২৫৯।

একাধিক বর্ণনাকারী বলেন, মু'আবিয়া (রা)-এর অন্তিম মুহূর্তে ইয়াযীদ শিকারে[১] বের হয়েছিল। তাই মু'আবিয়া (রা) দামেশ্‌কের পুলিশ প্রধান যাহ্‌হাক ইব্‌ন কায়স ফিহিরী ও মুসলিম ইব্‌ন উক্‌বাকে ডেকে পাঠালেন এবং তাদেরকে ওসীয়ত করে বলেন, তারা যেন ইয়াযীদকে তার সালাম পৌঁছে হিজাযবাসীর সাথে ভাল আচরণ করতে বলে। আর ইরাকবাসী যদি প্রতিদিন তাদের একজন গভর্নরকে অপসারণ এবং নতুন একজনকে নিয়োগ করতে বলে তাহলে সে যেন তা-ই করে। কেননা, একজন গভর্নরকে অপসারণ করা এক লক্ষ তরবারির মোকাবিলা করার চেয়ে প্রিয়তর। তদ্রূপ শামবাসীদের সাথেও যেন সে ভাল আচরণ করে এবং তাদেরকে তার 'আনসার' সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করে এবং তাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করে। আর তিন ব্যক্তি ব্যতীত কুরাইশের কারো পক্ষ থেকে আমি তার কোন বিপদের আশঙ্কা করি না। হুসাইন ইব্‌ন উমর এবং ইব্‌ন যুবাইর (এখানে) তিনি আব্দুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকরকে উল্লেখ করেন নি। আর এটিই বিশুদ্ধতর মত। আর ইব্‌ন উমর তিনি ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল। আর হুসাইন তিনি তো নরম ব্যক্তি। আমার ধারণা তাঁর বিষয়টি আল্লাহ্ তোমাকে ঐ সকল লোক দ্বারাই সমাধান করে দিবেন, যারা তাঁর পিতাকে হত্যা করেছে এবং তাঁর ভ্রাতাকে নিঃসহায় করেছে। তাঁর রয়েছে নিকট আত্মীয়তা এবং বিরাট (প্রাপ্য) অধিকার এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নৈকট্য। আমার ধারণা, ইরাকবাসী তাঁকে তোমার বিরুদ্ধে প্ররোচিত না করে ছাড়বে না। যদি তুমি তাঁকে আয়ত্তে পাও, তবে ছেড়ে দিও। কেননা, আমি যদি সাক্ষাৎ পেতাম তবে তাঁকে ছেড়ে দিতাম।

ইব্‌ন যুবাইর, সে যেমন চতুর তেমনি কৌশলী। যদি সে তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করবে। আর যদি সে সন্ধির প্রস্তাব দেয় তাহলে তা গ্রহণ করবে আর নিজ সম্প্রদায়ের রক্তপাত থেকে যথাসম্ভব সংযম অবলম্বন করবে[২]। এ বছর রজব মাসের শুরুতে হযরত মু'আবিয়া (রা) ইন্তিকাল করেন। হিশাম ইব্‌ন কালবী বলেন, বলা হয় যে তিনি মধ্য-রজবে ইন্তিকাল করেন। এটা ওয়াকিদীর মত। কারো মতে বৃহস্পতিবার ২২ শে রজব হল তাঁর মৃত্যুকাল -এটা মাদায়িনীর মত। ইব্‌ন জারীর বলেন, ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে একমত যে, তিনি এ বছরের রজব মাসে ইন্তিকাল করেন। তাঁর একচ্ছত্র শাসন-কর্তৃত্বের সূচনা হয়েছিল একচল্লিশ হিজরীর জুমাদাল উলা মাস থেকে যখন আজরুহ[৩] নামক স্থানে হযরত হাসান ইব্‌ন আলী তাঁর হাতে বায়'আত করেন। কাজেই তাঁর সর্বমোট শাসনকাল উনিশ বছর তিন মাস। শামে তিনি প্রায় বিশ বছর নায়েব ছিলেন। অবশ্য এ ক্ষেত্রে ভিন্নমত রয়েছে। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল তিয়াত্তর বছর, কারো মতে পঁচাত্তর বছর, আবার কারো মতে আটাত্তর বছর। অন্য একমতে পঁচাশি বছর[৪]। অবশিষ্ট আলোচনা তার জীবনী পর্যালোচনার শেষ দিকে আসছে।

---

১. الأخبار الطوال গ্রন্থের ২২৬ পৃঃ রয়েছে, যে সময় ইয়াযীদ বিন মু'আবিয়া দামেশ্‌কে অনুপস্থিত ছিল। তার বিলম্ব দেখে মু'আবিয়া তার ওসীয়তনামা যাহ্‌হাক এবং মুসলিম বিন উকবার কাছে অর্পণ করেছিলেন। এরপর ইয়াযীদ ফিরে আসে। তিনি পুনরায় তাকে তা পড়ে শোনান, তারপর মারা যান। আল-ইমামা ওসাস্ সিয়াসাহ গ্রন্থে (১/২০৩) রয়েছে যে, ইয়াযীদ তার পিতার মৃত্যুর পর দামেশ্‌কে ফিরে আসে।

২. আত্‌তাবারী ওসীয়ত অধ্যায় ৬/১৭৯-১৮০ আল কামিল ৪/৫-৬ আল আখবারুত তিওয়াল ২২৬ ফুতূহ ইব্‌ন আ'ছম ৪/২৫৬ এর পরবর্তী অংশ আলবায়ান ও আত্‌তাবয়ীন ২/১০৭

৩. মূলত শব্দটি আজরুহ, মুদ্রণ ভুলে এখানে আজরুজ হয়েছে। আল মুনজিদ ফিল আলাম ৩৩ পৃঃ দ্রঃ- (অনুবাদক)

৪. তার জীবনকাল ও খিলাফতকাল নিয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। দেখুন- তাবারী ৬/১৮০-১৮১ আল কামিল ৪/৬-৭ : আল ইসাবা ৩/৪৩৩-৪৩৪ : আল ইসতিয়াব ৩/৩৯৮ ; উসদুল গাবা ৪/৩৮৬।

আবূস্ সাকান যাকারিয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া বলেন, আমাকে আমার পিতার চাচা যুহার ইব্ন হুসাইন তাঁর দাদা হুমাইদ ইব্ন মুনহাব থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, হিন্দ বিন্তে উত্বাহ্, ফাকীহ ইব্ন মুগীরাহ মাখযুমীর স্ত্রী ছিলেন। আর ফাকীহ ছিলেন কুরাইশের অন্যতম নেতৃস্থানীয় বীরপুরুষ। অতিথি আপ্যায়নের জন্য তার একখানা ঘর ছিল যেখানে লোকজন বিনা অনুমতিতে আসা যাওয়া করত। একদিন সেই ঘর খালি দেখে ফাকীহ ও তার স্ত্রী দ্বিপ্রহরকালে সেখানে শুয়ে বিশ্রাম করছিল। এরপর ফাকীহ তার কোন প্রয়োজনে বের হলে তার কাছে আসা যাওয়াকারী এক ব্যক্তি সেখানে আগমন করল। এরপর সেই ঘরে প্রবেশ করে যখন সে হিন্দকে দেখতে পেল, তখন সে দৌঁড়ে পালাল। আর ফাকীহ তাকে সেই ঘর থেকে বের হওয়ার সময় দেখতে পেল। এরপর সে হিন্দের কাছে এসে তাকে শায়িত পেয়ে পা দিয়ে আঘাত করে জিজ্ঞাসা করল, কে এই ব্যক্তি, যে তোমার কাছে ছিল? সে বলল, আমি তো কাউকে দেখি নি এবং তুমি জাগানোর পূর্বে আমি ঘুম থেকেও জাগি নি। তখন ফাকীহ বলল, তুমি তোমার পিতৃগৃহে চলে যাও। এরপর থেকে লোকেরা তার ব্যাপারে কানাঘুষা শুরু করল। তখন তার পিতা তাকে বলেন, বাছা ! লোকেরা তোমার ব্যাপারে খুব বেশি কানাঘুষা করছে। আমাকে তোমার ব্যাপারটি খুলে বল। যদি তোমার স্বামীর অভিযোগ তোমার ব্যাপারে সত্য হয়ে থাকে, তাহলে তাকে গুপ্তহত্যা করে শেষ করে দিই। তাহলে তোমার ব্যাপারে লোকদের কানাঘুষাও শেষ হয়ে যাবে। আর যদি সে মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে তাহলে তাকে ইয়ামানের এক গণকের ফয়সালার শরণাপন্ন করব।

হিন্দ জাহেলী প্রথা অনুযায়ী তার পিতার কাছে শপথ করে বলল, তার স্বামী তাকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে। উত্বা ইব্ন রাবি'আ ফকীহকে বলেন, হে লোক ! তুমি আমার মেয়ের চরিত্রে জঘন্য অপবাদ কালিমা লেপন করেছ, যা পানি দিয়ে ধোয়া যায় না। আর তুমি আরবদের মাঝে আমাদেরকে হেয় ও অপদস্থ করে ছেড়েছ। যদি তুমি আমার নিকটবংশীয় না হতে তাহলে তোমাকে হত্যা করতাম। কিন্তু, এখন আমি তোমাকে ইয়ামানের গণকের ফয়সালার দারস্থ করব। তুমি আমাকে কোন একজন ইয়ামানী গণকের ফয়সালায় নিয়ে চল। তখন ফকীহ তার নিকটাত্মীয় বানু মাখযুমের একটি দলের সাথে এবং উত্বা তার নিকটাত্মীয় বানু আবদে মানাফের একটি দলের সাথে তার কন্যা হিন্দ ও তার কতিপয় সহচরী নিয়ে ইয়ামানের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। এরপর যখন তারা ইয়ামানের নিকটবর্তী হয়, তখন পরামর্শ করে বলল, আমরা আগামীকাল গণকের কাছে যাব।

হিন্দ যখন এ কথা শুনল, তখন তার অবস্থা পরিবর্তিত হল এবং তার চেহারা বিবর্ণ হল এবং সে কাঁদতে শুরু করল। তার পিতা তাকে বলল, বাছা ! আমি তোমার অবস্থার পরিবর্তন এবং ক্রন্দনের আধিক্য দেখতে পাচ্ছি। আমার তো মনে হয় নিশ্চয় এটা তোমার ঘৃণ্য কোন বিষয় এবং মন্দ কোন কাজ সংঘটিত করার কারণে। আমাদের ইয়ামানে যাত্রার বিষয়টি লোকদের মাঝে রটনা হওয়ার পূর্বেই কেন তুমি এমন করলে না? হিন্দ বলল, আব্বা ! আমার এই অবস্থা আমার দ্বারা কোন অপকর্ম সংঘটিত হওয়ার কারণে নয়। আল্লাহ্র শপথ ! আমি নিরপরাধ, নির্দোষ। কিন্তু আপনি আমার যে বিষণ্ণতা ও অবস্থার পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছেন, তার কারণ হল- আমি ভাবছি আপনারা এই গণকের কাছে আমাকে নিয়ে যাবেন আর সে- তো একজন মানুষ। তারও ভুল হতে পারে। আমি আশঙ্কা করছি, হয়ত সে আমার ব্যাপারে এমন কোন ভুল করে বসবে যার কলঙ্ক আমাকে আজীবন বয়ে বেড়াতে হবে। কিংবা আমাকে এমন

কোন কলঙ্কচিহ্নে চিহ্নিত করবে যা আমাকে গোটা আরবের নিন্দা ভর্ৎসনার পাত্রী বানাবে। তখন তার পিতা তাকে বলল, এ ব্যাপারে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। কেননা, তোমার ব্যাপারে কথা বলার পূর্বেই আমি তাকে যাচাই ও পরীক্ষা করে নেব। যদি সে আমার এই পরীক্ষায় ভুল করে, তাহলে আর তাকে তোমার বিষয়ে কথা বলার সুযোগ দিব না।

এরপর সে (উত্‌বা) তার অশ্বশাবকে আরোহণরত অবস্থায় তার সঙ্গীদের থেকে একাকী হল এবং একটি টিলার আড়ালে চলে গেল। এরপর সে তার অশ্বশাবক থেকে নামল। এরপর তাকে উদ্দেশ্য করে মুখ দিয়ে শিসের ন্যায় শব্দ করল। সেই অশ্বশাবক তার পুরুষাঙ্গ বের করল। উত্‌বা একটি গমের দানা নিয়ে তার পুরুষাঙ্গের ছিদ্রে প্রবেশ করিয়ে দিল এবং একটি ফিতা দিয়ে তার অগ্রভাগ ভালভাবে বেঁধে দিল। এরপর মুখ দিয়ে শিস দিলে তা পূর্বাবস্থায় ফিরে গেল। এরপর যখন উত্‌বা সাথীদের কাছে ফিরে আসল, তখন তারা ভাবল সে তার কোন (প্রাকৃতিক) প্রয়োজন পূরণে গিয়েছিল। যখন তারা সকলে উক্ত গণকের কাছে আসল সে তখন তাদেরকে সসম্মানে আপ্যায়ন করল এবং তাদের জন্য উট জবাই করল। উত্‌বা তাকে বলল, একটি ব্যাপারে আমরা তোমার দ্বারস্থ হয়েছি। কিন্তু সে ব্যাপারে কথা বলার আগে তোমাকে বলতে হবে আমি তোমার থেকে কী গোপন করেছি? একটি জিনিস আমি তোমার থেকে গোপন করেছি। এখন তুমি বল দেখি তা কী? সে ব্যাপারে আমাদেরকে অবহিত কর।

গণক বলল, 'এক ছিদ্রে এক দানা।' উত্‌বা বলল, আরো স্পষ্ট করে বল। সে বলল, অশ্বশাবকের পুরুষাঙ্গের ছিদ্রে গমের দানা। এরপর উত্‌বা বলল, তুমি সঠিক বলেছ। এখন আমরা যে উদ্দেশ্যে এসেছি তা শুরু কর। এই নারীদের বিষয়ে তোমার মত ব্যক্ত কর। সে তাদেরকে তার পিছনে বসাল এবং তার অজ্ঞাতসারে হিন্দও তাদের সাথে ছিল। এরপর সে তাদের একেক জনের নিকটবর্তী হতে লাগল এবং তার কাঁধে আঘাত করে তার সতীত্বের সাক্ষ্য দিয়ে বলতে লাগল, তুমি উঠে যাও। অবশেষে সে হিন্দের নিকটবর্তী হয়ে তার কাঁধে আঘাত করে বলল, উঠে যাও, তুমি তো সতী ও চরিত্রবতী। তোমার গর্ভে এক বাদশাহ্ জন্ম হবে যাঁর নাম মু'আবিয়া। তখন ফকীহ ঝাঁপ দিয়ে গিয়ে তার হাত ধরল। কিন্তু হিন্দ তার থেকে হাত সজোরে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, তুমি আমার থেকে দূর হও। আল্লাহ্‌র কসম ! তোমার সাথে আমার আর কোন সম্পর্ক নেই। আল্লাহ্‌র শপথ ! আমি সর্বান্তকরণে কামনা করি এই বাদশাহ অন্য কারও ঔরসজাত হবে। এরপর তাকে মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান বিবাহ করেন এবং তার ঔরসে হিন্দ এই মু'আবিয়ার জন্ম দেন। এক বর্ণনা মতে, হিন্দ-এর পিতা উত্‌বা ফকীহকে এ কথা বলেছিল। আল্লাহ্ অধিক জানেন।

হযরত মু'আবিয়ার জীবন চরিত এবং তাঁর শাসনকালের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

তাঁর বংশানুক্রমিক পূর্ণ পরিচয়- হল মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান সখর ইব্‌ন হারব ইব্‌ন উমায়্যা ইব্‌ন আব্‌দ শাম্‌স ইব্‌ন আব্‌দ মাসাফ ইব্‌ন কুসাই আল কুরায়শী আল আমাবী। তাঁর উপনাম আবূ আব্দুর রহমান। তিনি মু'মিনগণের মাতুল এবং রাসূলের ওহী লেখক। তাঁর মা হিন্দ বিনতে উত্‌বা ইব্‌ন রাবী'আ ইব্‌ন আব্‌দ শামস। হযরত মু'আবিয়া (রা) পবিত্র মক্কা বিজয়ের বছর ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। কিন্তু আমি আমার পিতার নিকট তা গোপন রেখেছিলাম। তারপর তিনি বিষয়টি জানতে পেরে আমাকে বলেন, এই দেখ, তোমার ভাই ইয়াযীদ আর সে তো তোমার

চেয়ে উত্তম অথচ সে তার নিজ সম্প্রদায়ের ধর্মানুসারী। তখন আমি তাকে বললাম, আমি আমার মনকে মানাতে চেষ্টার ত্রুটি করি নি।

মু'আবিয়া বলেন, উমরাতুল-কাযার সময় যখন পবিত্র মক্কায় আমার সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাৎ হয়, তখন আমি তাঁর প্রতি বিশ্বাসী। এরপর যখন পবিত্র মক্কা বিজয়ের বছর তিনি পবিত্র মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন আমি তাঁর কাছে এসে আমার ইসলাম প্রকাশ করলাম। এ সময়ে তিনি আমাকে স্বাগত জানালেন। আমি তাঁর সামনে ওহী লিখেছি। ওয়াকিদী বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হুনাইনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং তিনি তাঁকে এসময় একশত উট এবং চল্লিশ উকিয়া স্বর্ণ প্রদান করেন, যা ওজন করেন হযরত বিলাল (রা) এবং তিনি ইয়ামামা অভিযানে শরীক হন। কোন কোন ঐতিহাসিক দাবী করেন, তিনিই মুসাইলামাকে হত্যা করেন। ইব্ন আসাকির তা বর্ণনা করেন। হতে পারে তার হত্যায় মু'আবিয়ার আংশিক ভূমিকা ছিল। তবে তাকে বর্শাঘাত করেছিল ওয়াহ্শী আর আবূ দু'জানাহ সাম্মাক ইব্ন খারশাহ তরবারি নিয়ে তার উপর চড়াও হয়েছিলেন।

হযরত মু'আবিয়ার পিতা আবূ সুফিয়ান ছিলেন কুরাইশের অন্যতম প্রধান নেতা। বদর যুদ্ধের পর তিনি একচ্ছত্র নেতৃত্বাধিকারী হন। এরপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে একজন মুসলমানে পরিণত হন। ইয়ারমুক যুদ্ধের দিন এবং তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ে তাঁর অনেক সম্মানজনক অবস্থান এবং প্রশংসনীয় কীর্তি ছিল। আর মু'আবিয়া (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহচর্য লাভ করে তাঁর সামনে অন্যান্য কাতিবগণের সাথে ওহী লিখেছেন এবং তাঁর থেকে বহু হাদীস রিওয়ায়েত করেছেন যা বুখারী, মুসলিম এবং অন্যান্য সুনান ও মুসনাদ গ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে। এছাড়া উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ী তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ বকর ইব্ন আবুদ দুনয়া বলেন, মু'আবিয়া লম্বা, ফর্সা ও সুন্দর, হাসার সময় তার উপরের ঠোঁট উল্টে যেত আর তিনি খেযাব ব্যবহার করতেন। আমাকে মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াযীদ আযদী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে আবূ মুসহির বর্ণনা করেছেন, তিনি সায়ীদ ইব্ন আবদুল আযীয থেকে তিনি আবূ আব্দ রাব্ব থেকে, তিনি বলেন, আমি মু'আবিয়াকে দেখেছি তাঁর দাড়ি সোনালী রঙে রঞ্জিত করে রাখতেন, যেন তা স্বর্ণ। অন্যরা বলেন, তিনি ছিলেন লম্বা ও ফর্সা। তাঁর মাথায় দু'পাশের চুল ঝরে টাক পড়ে ছিল। তাঁর মাথার (অবশিষ্ট) চুল এবং দাড়ি ছিল সাদা, তাতে তিনি মেহেদী ইত্যাদির খেযাব লাগাতেন। শেষ বয়সে তিনি তাঁর মুখমণ্ডলে শ্বেত আক্রান্ত হন। তাই তিনি তাঁর মুখমণ্ডল আবৃত করে রাখতেন এবং বলতেন, ঐ বান্দাকে আল্লাহ্ রহম করুন, যে আমার আরোগ্যের জন্য দু'আ করেছে। আমি আমার শরীরে সুন্দরতম ও প্রকাশ্য অংশে আক্রান্ত হয়েছি। ইয়াযীদের ব্যাপারে আমি যদি প্রবৃত্তির অনুসরণ না করতাম, তাহলেই আমি ঠিক করতাম। তিনি ছিলেন বিচক্ষণ, সহনশীল, ভাবগম্ভীর, মহানুভব, ন্যায়পরায়ণ, বীরবিক্রম এবং (লোকজনের মাঝে) নেতৃস্থানীয়।

সালিহ ইব্ন কায়সান থেকে মাদায়িনী বলেন, দূরদর্শী কোন আরব শৈশবে মু'আবিয়া (রা)-কে দেখে মন্তব্য করেছিল, আমার মনে হয় এই বালক তার গোত্রের নেতৃত্ব দিবে। এ কথা শুনে তার মা হিন্দ বলল, সে যদি শুধু তার গোত্রের নেতৃত্ব দেয় তাহলে যেন সে না বাঁচে। শাফেয়ী বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন, হিন্দকে আমি পবিত্র মক্কায় দেখেছি। তার চেহারা যেন চাঁদের টুকরা আর নিতম্ব অতি বিশাল। তার সাথে ছিল ক্রীড়ারত এক শিশু।

তখন সেখান দিয়ে এক ব্যক্তি অতিক্রমকালে শিশুটির দিকে তাকিয়ে বলল! এমন এক বালককে আমি দেখছি, বেঁচে থাকলে সে তাঁর গোত্রের নেতৃত্ব দিবে। তখন হিন্দ বলল, যদি সে শুধুমাত্র তাঁর গোত্রের নেতৃত্ব দান করে তাহলে আল্লাহ্ তার মৃত্যু দান করুন। আর সে হল মু'আবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান। মুহাম্মাদ ইব্ন সা'দ বলেন, আমাদেরকে আলী ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ ইউসুফ অবহিত করে বলেছেন, বালক অবস্থায় একবার আবূ সুফিয়ান (রা) মু'আবিয়ার দিকে তাকিয়ে তাঁর স্ত্রী হিন্দকে বললেন, আমার এই ছেলে বিশাল মাথার অধিকারী, সে তাঁর গোত্রের নেতৃত্বের উপযুক্ত। তখন হিন্দ বলেন, শুধু তাঁর গোত্র ! যদি সে গোটা আরবের নেতৃত্ব দিতে না পারে তাহলে যেন আমি তার সন্তানহারা মা হই। তার শৈশবে তাকে কোলে নিয়ে হিন্দ আবৃত্তি করতেন—

ان بنى حنق كريم ﴿ محبب فى اهله حليم

আমার এই সন্তান সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত, স্বজনদের প্রিয়পাত্র এবং বিচক্ষণ, সহনশীল।

ليس بفاحش ولا لئيم ﴿ ولا ضحور ولا سئوم

সে অশ্লীলভাষী কিংবা ইতর নয়, নয় সে অধৈর্য, নয় অস্থিরচিত্ত-বিরক্ত।

صخر بنى فهر به زعيم ﴿ لا يخلف الظن ولا يخيم

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর যখন উমর (রা) ইয়াযীদ ইব্ন আবূ সুফিয়ানকে শামের প্রশাসক নিয়োগ করলেন, তখন মু'আবিয়া তার কাছে আসলেন, এসময় আবূ সুফিয়ান হিন্দকে বলেন, দেখ কেমনভাবে তোমার ছেলে আমার ছেলের অধীন হয়েছে। তখন সে বলল, যদি আরবদের মাঝে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, তখন আপনি জানতে পারবেন, আমার ছেলের তুলনায় আপনার ছেলে কোন্ অবস্থানে থাকে। এরপর যখন ইয়াযীদ ইব্ন আবূ সুফইয়ানের মৃত্যু হল এবং শামের দূত উমর (রা)-এর কাছে তার মৃত্যু সংবাদ নিয়ে আসল তখন তিনি দূতকে ইয়াযীদের স্থলে তার ভাই মু'আবিয়াকে শামের প্রশাসক নিয়োগের ফরমান দিয়ে শামে ফেরত পাঠালেন। এরপর আবূ সুফিয়ানকে তার ছেলে ইয়াযীদের মৃত্যুতে সান্ত্বনা প্রদান করলেন। তখন তিনি আবূ সুফিয়ান বলেন, আমীরুল মু'মিনীন ! তার স্থলে আপনি কাকে নিয়োগ করেছেন? তিনি বলেন, তার ভাই মু'আবিয়াকে। তখন আবূ সুফিয়ান বললেন, আমীরুল মু'মিনীন ! আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেছেন। হিন্দ তাঁর ছেলে মু'আবিয়ার কাছে প্রেরিত পত্রে লেখেন, বাছা ! আল্লাহ্র শপথ ! খুব কম সম্ভ্রান্ত অভিজাত নারীই তোমার মত সন্তানের জন্ম দেয়। আর ঐ ব্যক্তি যেহেতু এই (শাসন) বিষয়ে তোমাকে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, তাই তুমি তোমার প্রিয় অপ্রিয় সকল বিষয়ে তাঁর আনুগত্য করো। আর তার পিতা তাকে বলেছিলেন, বৎস ! এই মুহাজির গোষ্ঠী আমাদের (ঈমান-ইসলামে) আমাদের অগ্রবর্তী আর আমরা পশ্চাৎবর্তী। তাদের অগ্রবর্তীতা তাদেরকে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূলের কাছে উচ্চ মর্যাদায় অগ্রবর্তী করেছে। আর আমাদের বিলম্ব আমাদেরকে পিছিয়ে দিয়েছে। তাই তাঁরা হয়েছেন নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বাধিকারী। আমরা তাদের অনুগামী অনুসারী। তাঁরা তোমাকে তাদের এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। কাজেই তাদের বিরোধিতা করো না। তুমি এক নির্ধারিত লক্ষ্যপানে ধাবমান প্রতিদ্বন্দ্বীতার সম্মুখীন। যদি তুমি সেই লক্ষ্যে উপনীত হতে পার, তাহলে তোমার অধস্তনকে তার উত্তরসূরী করতে পারবে। এরপর দেখা যায়, মু'আবিয়া (রা) হযরত উমর ও উসমান (রা)-এর পূর্ণ খিলাফতকাল শামের প্রশাসক ছিলেন।

২৭ হিজরী সনে (বর্তমান গ্রীসের) সাইপ্রাস দ্বীপ জয় করেন। তাঁর আমলে এবং তাঁর পরে মুসলমানগণ সেখানে প্রায় ষাট বছর (স্বাধীনভাবে) বসবাস করেছে। তাঁর শাসনকালে জিহাদ ও বিজয়সমূহ অপ্রতিহত গতিতে অব্যাহত ছিল। এরপর যখন হযরত আলী (রা)-এর সাথে তাঁর বিরোধ দেখা দিল (এবং মুসলমানগণ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়ল) সে সময় আর কোন বিজয়ই সংঘটিত হয় নি। না তার হাতে, না হযরত আলী (রা)-এর হাতে। এদিকে এই সুযোগে রোম সম্রাট হযরত মু'আবিয়াকে শায়েস্তা করার ফন্দি আঁটল। ইতিপূর্বে মু'আবিয়া (রা) তাকে তার সেনাবাহিনীকে পর্যুদস্ত ও বিতাড়িত করে তাকে ভীত ও অপদস্ত করে ছেড়েছিলেন। তাই সে যখন মু'আবিয়া (রা)-কে হযরত আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যস্ত দেখল, তখন সে মু'আবিয়া (রা)-কে পরাজিত করার অভিলাষে বিশাল বাহিনী নিয়ে সীমান্তের নিকট পৌঁছে গেল। তখন মু'আবিয়া (রা) তাকে লিখে পাঠালেন, আল্লাহ্‌র শপথ! হে অভিশপ্ত! যদি তুমি ক্ষান্ত না হও এবং তোমার দেশে ফিরে না যাও তাহলে অবশ্যই আমি এবং আমার চাচাত ভাই (আলী) তোমার বিরুদ্ধে সন্ধি করব এবং তোমাকে তোমার দেশ ছাড়া করব, প্রশস্ত দুনিয়াকে তোমার জন্য সংকীর্ণ করে ফেলব।" তখন রোম সম্রাট সঙ্কিত হয়ে বিরত হল এবং সন্ধি প্রার্থনা করে দূত প্রেরণ করল।

এরপর 'তাহকীম' বিষয়ে যা সংঘটিত হয়েছিল তাতো হয়েছিলই। তদ্রূপ তারপর থেকে হযরত হাসান ইব্‌ন আলীর সাথে তাঁর সন্ধিকাল পর্যন্ত যা কিছু সংঘটিত হয়েছিল তা ইতিপূর্বে বিগত হয়েছে। এরপর মু'আবিয়া (রা)-এর শাসন কর্তৃত্বের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হল এবং প্রজা সাধারণ একচল্লিশ হিজরী সনে তাঁর হাতে বাই'আতের ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছল। যেমনটি ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। এরপর থেকে এই বছরে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই দীর্ঘসময় তিনি একচ্ছত্র শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী (শাসক) ছিলেন। (তিনি যখন মারা যান) তখন শত্রু দেশসমূহে জিহাদ অব্যাহত ছিল, আল্লাহ্‌র কালেমা বুলন্দ ছিল এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তাঁর কাছে গনীমতসমূহ আসত। মুসলমানেরা তাঁর থেকে স্বস্তি, ন্যায়পরায়ণতা, ক্ষমা ও মার্জনা লাভ করত।

ইকরিমা ইব্‌ন আম্মারের সূত্রে মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, তিনি বর্ণনা করেছেন আবূ যুমাইল, সাম্মাক ইব্‌ন ওয়ালীদ থেকে তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে তিনি বলেন, (একবার) আবূ সুফিয়ান (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে তিনটি বিষয় দান করুন। তিনি (নবী (সা)) বলেন, হ্যাঁ ঠিক আছে (দান করব)। আবূ সুফিয়ান (রা) বললেন, যুদ্ধের সময় আমাকে সেনাপতি নিয়োগ করবেন, যাতে আমি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যেরূপ লড়াই করতাম কাফিরদের বিরুদ্ধেও তদ্রূপ লড়াই করতে পারি। তিনি বললেন, ঠিক আছে। এরপর আবূ সুফিয়ান বলেন, মু'আবিয়াকে আপনার ওহী লিখক বানাবেন। তিনি (নবী সা) বললেন, ঠিক আছে। এরপর তিনি তৃতীয় বিষয়টি উল্লেখ করলেন, আর তা হল-তিনি চেয়েছিলেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তার অপর কন্যা আযযা বিনতে আবূ সুফইয়ানের বিবাহ দিতে। এ ব্যাপারে তিনি তাঁর বোন উম্মে হাবীবার সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। তখন নবী (সা) তাঁকে বললেন, 'তা আমার জন্য হালাল হবে না।'[১] এ

---

১. সহীহ্ মুসলিম, সাহাবায়ে কিরামের ফযীলত অধ্যায়, ৪০ নং পরিচ্ছেদ, ১৬৮ নং হাদীস। মুসলিম শরীফের শব্দ হল- তিনি বললেন, আমার গৃহে আরবের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী নারী উম্মে হাবীবা বিনতে আবূ সুফইয়ান রয়েছেন,

বিষয়ে স্বতন্ত্র একখণ্ডে আলোচনা করেছি। সেখানে আমরা ইমামদের (হাদীস বিশারদ) মতামত এবং ইমাম মুসলিম (র)-এর পক্ষে তাদের কৈফিয়ত উল্লেখ করেছি। আর সকল প্রশংসা আল্লাহ্র প্রাপ্য। আর এ হাদীস উল্লেখ দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য একথা সাব্যস্ত করা যে মু'আবিয়া (রা) নবী (সা)-এর অন্যতম ওহী লিখক ছিলেন।

ইমাম আহমদ, ইমাম মুসলিম এবং হাকিম তাঁর মুসতাদরাক গ্রন্থে আবূ আওয়ানা আল ওয়াযযাহ ইবন আবদুল্লাহ্ য়াশকুরীর সূত্রে তিনি আবূ হামযা ইমরান ইবন আবূ 'আতা থেকে তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন. তিনি (ইব্ন আব্বাস) বলেন, একবার আমি বালকদের সাথে খেলছিলাম। তখন হঠাৎ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে উপস্থিত হলেন। তখন আমি ভাবলাম নিশ্চয় তিনি আমার কাছে এসেছেন। তখন আমি এক দরজার আড়ালে আত্মগোপন করলাম। তিনি আমার কাছে এসে আমাকে একটি বা দু'টি মৃদু ধাক্কা দিলেন।[১] তারপর বললেন, যাও, আমার কথা বলে মু'আবিয়াকে ডেকে আন। উল্লেখ্য যে, তিনি ওহী লিখক ছিলেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, তখন আমি গিয়ে তাঁকে ডাকলাম। তখন আমাকে বলা হল, সে খাচ্ছে। আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে বললাম, সে খাচ্ছে। এ কথা শুনে তিনি বললেন, আবার যাও, তাঁকে ডেকে আন। আমি দ্বিতীয়বার তাঁকে ডাকতে আসলাম। এবারও আমাকে বলা হল, সে খাচ্ছে। তখন গিয়ে তাঁকে অবহিত করলাম। তৃতীয়বার তিনি বলেন, আল্লাহ্ তাঁকে তৃপ্ত না করুন।

রাবী বলেন, এরপর আর কখনও তিনি তৃপ্ত হন নি।[২] মু'আবিয়া (রা) এই দু'আ দ্বারা দুনিয়া ও আখিরাতে উপকৃত হয়েছেন। দুনিয়ার উপকার হল, তিনি যখন শামের গভর্নর হন, তখন দিনে সাতবার আহার গ্রহণ করতেন, প্রচুর পরিমাণ গোশতপূর্ণ পাত্র পেঁয়াজসহ তাঁর কাছে আনা হত এবং তিনি তা (যথেষ্ট পরিমাণ) খেতেন। দিনের মধ্যে সাতবারই তিনি গোশ্ত সহযোগে খেতেন। এছাড়া প্রচুর পরিমাণ মিষ্টান্ন দ্রব্য এবং ফলমূল খেতে পারতেন এবং বলতেন, আল্লাহ্র কসম ! (এতে) আমি তৃপ্ত হই না, ক্লান্ত হয়ে পড়ি। আর এটা এমন নি'আমত পাকস্থলী যার আকাঙ্খা সকল রাজা-বাদশাহ করে থাকে। আর আখিরাতের উপকারের বিষয়টি হল ইমাম মুসলিম এই হাদীসের পর আরেকটি হাদীস উল্লেখ করেছেন যা ইমাম বুখারী এবং অন্যান্য মুহাদ্দিস একাধিক সাহাবা থেকে একাধিক সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- হে আল্লাহ্ ! আমি তো একজন মানুষ। তাই আপনার যে বান্দাকেই আমি কটু কথা বলেছি কিংবা আঘাত করেছি কিংবা বদদু'আ করেছি

আমি তাঁকে আপনার সাথে বিবাহ দিব। এই হাদীসখানি সাদৃশ্যগত দিক থেকে হাদীসে মশহুর। তার কারণ আবূ সুফইয়ান (রা) ইসলাম গ্রহণ করেছেন পবিত্র মক্কা বিজয়ের দিন অষ্টম হিজরীতে, যে ব্যাপারে কোন দ্বিধা বা দ্বিমত নেই। অথচ নবী (সা) উম্মে হাবীবা (রা)-কে বিবাহ করেছেন তার বেশ পূর্বে তিনি তাঁকে ষষ্ঠ কিংবা সপ্তম হিজরীতে বিবাহ করেছেন - অবশ্য তাঁর বিবাহের স্থান নিয়ে মতভেদ রয়েছে -ইব্ন সা'দ বলেন, হাবশায় থাকা অবস্থায় নাজ্জাশী তাঁকে নবী (সা)-এর সাথে বিবাহ দেন এবং খালিদ বিন সায়ীদ বিন 'আস তাঁকে নবী (সা)-এর কাছে নিয়ে আসেন। আর অন্যরা বলেন, হাবশা থেকে পবিত্র মদীনায় আগমনের পর তাঁর বিবাহ হয়। অধিকাংশের মত হল, হাবশায়। আর এখানে আমরা যা সাব্যস্ত করলাম অর্থাৎ আবূ সুফইয়ান তাঁর কন্যা আযযাকে তাঁর সাথে বিবাহ দিতে চেয়েছেন এটাই অগ্রাধিকারযোগ্য।

১. মুসলিম শরীফে 'মৃদু ধাক্কা দিলেন' - তিনি আমার উভয় কাঁধের মধ্যস্থলে হাত প্রসারিত করে (মৃদু) আঘাত করলেন- রয়েছে।

২. মুসনাদে আহমাদ ১/২৯১ ; ৩৩৫। মুসলিম শরীফ পরিচ্ছেদ নং ২৫ হাদীস নং ৯৬ পৃঃ নং ২০১০

অথচ সে তার উপযুক্ত নয় তার জন্য আপনি তাকে পাপমোচনকারী এবং কিয়ামতের দিন আপনার নৈকট্যের মাধ্যম করুন।[১]

প্রথম হাদীসখানির সাথে এই হাদীস উল্লেখ করে এ দু'য়ের সংযোগ থেকে ইমাম মুসলিম হযরত মু'আবিয়ার ফযীলত সাব্যস্ত করেছেন। এ ছাড়া তার অনুকূলে তিনি আর কোন হাদীস উল্লেখ করেন নি। মুসায়্যাব ইব্ন ওয়াযিহ বর্ণনা করেন আবূ ইসহাক ফাযারী থেকে, তিনি আবদুল মালিক ইব্ন আবূ সুলাইমান থেকে, তিনি আতা ইব্ন আবূ রবাহ থেকে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে যে, তিনি (ইব্ন আব্বাস) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার কাছে (একবার) জিবরীল (আ) এসে বলেন, হে মুহাম্মদ ! মু'আবিয়াকে সালাম পৌঁছে দেবেন এবং তাঁর সাথে উত্তম আচরণ করবেন। কেননা তিনি আল্লাহর কিতাব ও তাঁর ওহীর ব্যাপারে আমানতদার (বিশ্বস্ত); অতি উত্তম আমানতদার। ইব্ন আসাকির তা আবদুল মালিক ইব্ন আবূ সুলাইমান থেকে ভিন্নসূত্রে উল্লেখ করেছেন। এরপর তিনি পুনরায় তা হযরত আলী ও জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্‌র রেওয়ায়েত থেকে উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মু'আবিয়া (রা)-কে ওহীর কাতিব বানানোর ব্যাপারে জিবরীল (আ)-এর পরামর্শ চাইলেন, তিনি বলেন, আপনি তাঁকে কাতিব নিয়োগ করুন, কেননা সে বিশ্বস্ত। কিন্তু হযরত আলী ও জাবিরের সূত্রসমূহে 'অস্পষ্টতা' রয়েছে। এরপর তিনি অন্যদের উদ্ধৃতি দিয়ে এ বিষয়ে হযরত আলী (রা) সম্পর্কেও বহু 'অদ্ভুত ও অভিনব' হাদীসের অবতারণা করেছেন। আবূ আওয়ানা বর্ণনা করেন সুলাইমান থেকে, তিনি আমর ইব্ন মুররাহ থেকে, তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন হারিছ থেকে, যুহাইর ইব্ন আকমার আয্ যুবাইদী থেকে তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর থেকে- তিনি বলেন, মু'আবিয়া (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পক্ষে ওহী লিখতেন।

আবুল কাসিম তিবরানী বলেন, আমাদেরকে আহমদ ইব্ন মুহাম্মাদ সাইদালানী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে সাররী বর্ণনা করেন আসিম থেকে, তিনি বলেন, আমাদেরকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াহইয়া ইব্ন আবূ কাছীর তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি হিশাম ইব্ন উরওয়া থেকে তিনি আয়েশা (রা) থেকে, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মে হাবীবার কাছে অবস্থানের দিনে কোন এক আগন্তুক দরজায় করাঘাত করল। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা দেখ কে এই আগন্তুক? তারা বলেন, মু'আবিয়া। তিনি বলেন, তাঁকে ভেতরে নিয়ে আস। তিনি ভেতরে প্রবেশ করলেন আর এ সময় তাঁর লেখার কলম তাঁর কানের উপর রাখা ছিল। এ দেখে নবী করীম (সা) বলেন, মু'আবিয়া, তোমার কানের উপর এই কলমের কী ব্যাপার? তিনি বলেন, এটা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের জন্য প্রস্তুতকৃত, নিবেদিত কলম। তখন নবী করীম (সা) বলেন, তোমার নবীর পক্ষ থেকে আল্লাহ্ তোমাকে সর্বোত্তম বিনিময় দান করুন। আল্লাহর কসম ! আল্লাহ্‌র ওহীর দ্বারাই আমি তোমাকে কাতিব নির্ধারণ করেছি। ক্ষুদ্র বৃহৎ কোন কর্মই আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওহী ব্যতীত করি না। বলতো দেখি, আল্লাহ্ যদি তোমাকে খিলাফতের পোশাক পরিধান করান। (হযরত মু'আবিয়ার বোন) উম্মে হাবীবা (রা) গিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

---

১. ইমাম মুসলিম আনাস বিন মালিকের সূত্রে হাদীসখানি বর্ণনা করেছেন। পরিচ্ছেদ নং ২৫ হাদীস নং ৯৫ পৃঃ ২০০৯।

সালাম এর সামনে বসে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আল্লাহ্ কি তাঁকে এই পোশাক পরিধান করাবেন? তিনি বললেন, হ্যা, তবে তাতে বহু ফিৎনা ফাসাদ-বিবাদ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি তাঁর জন্য দু'আ করুন। নবী করীম (সা) বলেন, হে আল্লাহ্ ! আপনি তাঁকে হিদায়েত দান করুন এবং এর ধ্বংস ও ভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করুন এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তাকে ক্ষমা করুন। তিবরানী বলেন, এই হাদীসটি সারবী এককভাবে আসিম থেকে, তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন কাছীর থেকে, তিনি হিশাম থেকে বর্ণনা করেছেন। এরপর ইব্‌ন আসাকির বহু জাল হাদীস উল্লেখ করেছেন। আশ্চর্যের বিষয় হল, তাঁর প্রখর স্মৃতিশক্তি এবং বিস্তৃত অবগতি সত্ত্বেও এই সকল হাদীসের অগ্রহণযোগ্যতা এবং রাবীদের দুর্বলতার ব্যাপারে তিনি কীভাবে অসতর্ক থাকলেন। আল্লাহ্ই সঠিক বস্তুর তৌফিকদাতা।

ইতিপূর্বে আমরা হযরত আবূ হুরায়রা (রা), আনাস এবং ওয়াছিলা ইব্‌ন আসকার সূত্রে হাদীসে মারফুরূপে বর্ণনা করেছি- 'আমানত রক্ষক তিনজন, জিবরীল, আমি এবং মু'আবিয়া।' এই রেওয়ায়েতটি সব সূত্র অনুযায়ী বিশুদ্ধ নয়। আর ইব্‌ন আব্বাসের সূত্রে বর্ণনা করেছি, 'আমানত রক্ষক কলম, লাওহ (ফলক), ইসরাফীল, মীকাঈল, জিবরীল, আমি ও মু'আবিয়া।' এই হাদীসটি পূর্বেরটির চেয়ে অধিক অগ্রহণযোগ্য এবং সনদ বিবেচনায় দুর্বলতর।

ইমাম আহমদ বলেন, আব্দুর রহমান ইব্‌ন মাহ্‌দী আমাদেরকে বর্ণনা করেন, তিনি মু'আবিয়া ইব্‌ন সালিহ থেকে, তিনি ইউনুস ইব্‌ন সাইফ থেকে, তিনি হারিছ ইব্‌ন যিয়াদ থেকে, তিনি আবূ রিহ্‌ম থেকে, তিনি ইরবায ইব্‌ন সারিয়া আসসুলামী থেকে, তিনি বলেন, রমযান মাসে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে আমাদেরকে সাহরীর জন্য ডাকতে শুনেছি- বরকতপূর্ণ খাবারের দিকে আস। এরপর তাঁকে বলতে শুনেছি, হে আল্লাহ্! মু'আবিয়াকে কিতাবের জ্ঞান দান করুন, হিশাব শিক্ষা দিন এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন।[১] ইমাম আহমদ একাই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর ইব্‌ন জারীর মাহ্‌দীর হাদীস থেকে তা বর্ণনা করেছেন। তদ্রূপ আসাদ ইব্‌ন মূসা ও বিশর ইব্‌ন সারি এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালিহ থেকে তার সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেন। আর বিশর ইব্‌ন সারির রেওয়াতে এই অংশও বিদ্যমান এবং তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করান। আর ইব্‌ন 'আদী ও অন্যরা উসমান ইব্‌ন আবদুর রহমান জুমাহীর থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি 'আতা থেকে, তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'হে আল্লাহ্ ! আপনি মু'আবিয়াকে কিতাবের জ্ঞান দান করুন, হিসাব শিক্ষা দিন এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন।'

মুহাম্মাদ ইব্‌ন সা'দ বলেন, আমাদেরকে সুলাইমান ইব্‌ন হারব এবং আল হুসাইন ইব্‌ন মূসা আল আশয়াব বর্ণনা করেন, তারা দু'জন বলেন, আমাদেরকে আবূ হিলাল মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে জাবালাহ ইব্‌ন আতিয়্যা বর্ণনা করেন, মাসলামা ইব্‌ন মাখলাদ থেকে। আশয়াব বলেন, আবূ হেলাল বলেন- অথবা এক ব্যক্তি সে মাসলামা ইব্‌ন মাখলাদ থেকে এবং সুলাইমান ইব্‌ন হারব বলেন- অথবা মাসলামা তাকে জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছে যে, সে মু'আবিয়া (রা)-কে খেতে দেখে আমর ইব্‌ন

---

১. মুসনাদে আহমাদ ৪র্থ খণ্ড ১২৭ পৃঃ দ্রঃ

'আসকে বলল, তোমার এই চাচাতো ভাই অক্ষম। সে বলল, তোমাকে আমি এ কথা বলছি। আমি তো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, হে আল্লাহ ! আপনি তাঁকে কিতাব শিক্ষা দিন, দেশে কর্তৃত্ব দান করুন এবং আযাব থেকে রক্ষা করুন। একাধিক তাবেয়ী এ হাদীস 'মুরসাল' রূপে বর্ণনা করেন। এদের মধ্যে যুহরী, উরওয়া ইব্ন রুওয়াইম, জারীর ইবন উসমান আররহবী, ইউনুস ইব্ন মায়সারা ইব্ন হালবাস অন্যতম।

তিবরানী বলেন, আমাদেরকে আবূ যার'আ এবং আহমদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হামযা আদ্ দামেশ্কী আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, তাঁরা দু'জনে বলেন, আমাদেরকে আবূ মুসহির বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে সায়ীদ ইব্ন আবদুল আযীম বর্ণনা করেন, রাবী'আ ইব্ন ইয়াযীদ থেকে, তিনি আব্দুর রহমান ইব্ন আবূ উমাইয়া আল যুমানী থেকে- আর তিনি সাহাবী ছিলেন- যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মু'আবিয়া (রা) সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ্ ! আপনি তাঁকে কিতাবের জ্ঞান দান করুন, হিসাব শিক্ষা দিন এবং আযাব থেকে রক্ষা করুন।' ইবন আসাকির বলেন, এটা 'গরীব' হাদীস। এই সনদে বর্ণিত সংরক্ষিত হাদীসখানি হল ইরবায (রা)-এর হাদীস যা পূর্বে বিগত হয়েছে। তারপর তিবরানীর সূত্রে আবূ যার'আহ থেকে, তিনি আবূ মুসাহির থেকে, তিনি সায়ীদ থেকে, তিনি রাবী'আহ থেকে, তিনি আব্দুর রহমান ইব্ন আবূ উমাইরাহ আল মুযানী থেকে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মু'আবিয়ার (রা) উদ্দেশ্যে বলতে শুনেছি, হে আল্লাহ্ ! আপনি তাঁকে হিদায়েতকারী এবং হিদায়েতপ্রাপ্ত বানান এবং তাঁর মাধ্যমে (অন্যকে) হিদায়েত দান করুন। ইমাম আহমদ বলেন, আমাদেরকে আলী ইব্ন বাহ্র বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে সায়ীদ ইব্ন আবদুল আযীয বর্ণনা করেন, তিনি রাবী'আ ইব্ন ইয়াযীদ থেকে, তিনি আবদুর রহমান ইব্ন আব আমীরা থেকে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যে, তিনি মু'আবিয়ার (রা) উল্লেখ করে বলেন, 'হে আল্লাহ্ ! আপনি তাঁকে হিদায়েতকারী এবং হিদায়েতপ্রাপ্ত বানান এবং তাঁর দ্বারা অন্যকে হিদায়েত করুন।'[১]

এভাবেই ইমাম তিরমিযী মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া থেকে, তিনি মুসাইর থেকে, তিনি সায়ীদ ইবন আবদুল আযীয থেকে হাদীসখানি বর্ণনা করেন এবং বলেন, তা 'হাসান, গরীব।' উমর ইব্ন আবদুল ওয়াহিদ এবং মুহাম্মাদ ইব্ন সুলাইমান আল হাররানী তা বর্ণনা করেন। যেমনভাবে ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম এবং আবূ মুসাইর তা সায়ীদ থেকে, তিনি রাবী'আ ইব্ন ইয়াযীদ থেকে, তিনি আব্দুর রহমান ইব্ন আবূ উমাইরা থেকে বর্ণনা করেন। আর মুহাম্মাদ ইব্ন মুসাফ্ফা তা বর্ণনা করেন মারওয়ান ইব্ন মুহাম্মাদ তাতারী থেকে, তিনি সায়ীদ ইব্ন আবদুল আযীয থেকে, তিনি রাবী'আ ইব্ন ইয়াযীদ থেকে, তিনি আবূ ইদরীস থেকে, তিনি আবূ উমাইয়া থেকে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মু'আবিয়া (রা)-এর জন্য দু'আ করে বলেন, 'হে আল্লাহ্ ! আপনি তাঁকে জ্ঞান শিক্ষা দিন এবং তাঁকে হিদায়েতকারী ও হিদায়েতপ্রাপ্ত করুন। তাঁকে হিদায়েত করুন এবং তাঁর দ্বারা অন্যদেরকে হিদায়েত করুন।' সালামা বিনি শাবীব, সফ্ওয়ান ইব্ন সালিহ, ঈসা ইব্ন হিলাল এবং আবুল আযহার মারওয়ান তাতারী থেকে তা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তারা তার সূত্রে আবূ ইদরীসের কথা উল্লেখ করেন

---

১. মুসনাদে আহমাদ ৪/২১৬ : ৩৬৫, তিরমিযী শরীফ, ৫/৬৮৭ হাদীস নং ৩৮৪২।

নি। আর তিবরানী তা বর্ণনা করেন আব্দান ইব্ন আহমদ থেকে, তিনি আলী ইব্ন সাহ্ল রমলী থেকে, তিনি ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম থেকে, তিনি হালবাস থেকে, তিনি আবদুল আযীয থেকে, তিনি ইউনুস ইব্ন মায়সারা ইব্ন হালবাস থেকে, তিনি আবদুর রহমান ইব্ন আবূ উমাইরা আল-মুযানী থেকে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে, মু'আবিয়া (রা) কথা উল্লেখ করে বলতে শুনেছেন, 'হে আল্লাহ্ ! আপনি তাঁকে হিদায়েতকারী এবং হিদায়েতপ্রাপ্ত করুন এবং তাকে হিদায়েত দান করুন।' ইব্ন আসাকির বলেন, জামাতের বক্তব্যই সঠিক। আর ইব্ন আসাকির এই হাদীসখানি গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেছেন এবং তার ব্যাপারে দীর্ঘ, উত্তম, উপভোগ্য, উৎকৃষ্ট ও উপকারী আলোচনা করেন এবং এর চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন। আল্লাহ তাঁকে রহম করুন। এমন কতকস্থানে অন্যান্য হাদীস সংরক্ষকও সমালোচকদের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

ইমাম তিরমিযী বলেন, আমাদেরকে মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ নুফাইলী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে আমর ইবন ওয়াকিদ বর্ণনা করেন, তিনি ইউনুস ইবন হালবাস থেকে, তিনি আবূ ইদরীস খাওলানী থেকে, তিনি বলেন, হযরত উমর (রা) যখন উমাইর ইব্ন সা'দকে অপসারণ করে মু'আবিয়া (রা)-কে শামের গভর্নর নিয়োগ করেন, তখন লোকেরা বলল, উমর (রা) উমায়েরকে অপসারণ করে মু'আবিয়াকে নিয়োগ করেন। উমর বলেন, তোমরা মু'আবিয়া সম্পর্কে ভাল কথা ছাড়া অন্যকিছু বলো না। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'হে আল্লাহ্ ! আপনি তাঁর দ্বারা লোকদেরকে হিদায়েত করুন।'[১] ইমাম তিরমিযী একাই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন এবং তাকে 'গরীব' বলেছেন। আর এর রাবী আমর ইব্ন ওয়াকিদ 'যয়ীফ।' উমায়ের ইব্ন সা'দ আনসারীর মুসনাদে 'আসহাবে আতরাফ' এভাবেই তা উল্লেখ করেন। আর আমার মতে এটা উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর রেওয়ায়েত থেকে হওয়া উচিত। আর সঠিক হবে- উমর (রা) বলেন, তোমরা মু'আবিয়া সম্পর্কে ভাল ছাড়া মন্দ কিছু বলো না। যাতে তা থেকে প্রশাসক নিয়োগে তাঁর অজুহাত হয়। আর এই মতকে যে বিষয়টি দৃঢ় করে তা হল যে হিশাম ইব্ন আম্মার বলেন, আমাদেরকে ইব্ন আবুস্ সাইব আর তিনি হলেন, আবদুল আযীয ইব্ন ওয়ালিদ ইবন সুলাইমান- বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে উল্লেখ করতে শুনেছি যে, যখন উমর ইব্ন খাত্তাব মু'আবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ানকে শামের প্রশাসক নিয়োগ করলেন, তখন লোকেরা বলাবলি করল, তিনি এক অল্পবয়সীকে (প্রশাসক) নিয়োগ করেছেন। তিনি বলেন, তাঁকে গভর্নর নিয়োগ করায় তোমরা আমার সমালোচনা করছ! অথচ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি- হে আল্লাহ্ ! আপনি তাঁকে হিদায়েতকারী এবং হিদায়েতপ্রাপ্ত বানান। তাঁর দ্বারা (অন্যদেরকে) হিদায়েত করুন।' এখানে বর্ণিত অংশটি বিচ্ছিন্ন, তার পূর্ববর্তী অংশ তাকে দৃঢ় করে।

তিবরানী বলেন, আমাদেরকে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন উসমান ইব্ন সালিহ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে নয়ীম ইব্ন হাম্মাদ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে মুহাম্মাদ ইব্ন শুআইব ইব্ন সাবুর বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে মারওয়ান ইব্ন জানাহ্ বর্ণনা

১. তিরমিযী শরীফ ৫/৬৮৭ হাদীস নংঃ ৩৮৪৩, তাতে রয়েছে উমর (রা) উমায়েরকে হিম্মাস থেকে অপসারণ করেছিলেন।

করেন, তিনি ইউনুস ইব্ন মায়সারাহ্ ইব্ন হালবাস থেকে, তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন বিশ্‌র থেকে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন একটি বিষয়ে হযরত আবূ বকর ও উমরের পরামর্শ চেয়ে বলেন, তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও। তাঁরা দু'জন বলেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল অধিক অবগত। তিনি বলেন, মু'আবিয়াকে ডেকে আন। আবূ বকর ও উমর (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল এবং কুরাইশদের (নেতৃস্থানীয়) দু'ব্যক্তির মাঝে কি এমন কিছুর অভাব রয়েছে যা তাঁদের বিষয়কে নিপুণ ও নিখুঁত করবে। ফলে, আল্লাহ্‌র রাসূল কুরাইশদের এক 'বালককে' ডেকে পাঠালেন। একথা শুনেও তিনি বলেন, তোমরা মু'আবিয়াকে ডেকে আন। তারপর যখন তিনি এসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এসে দাঁড়ালেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তাঁকে তোমরা তোমাদের বিষয়ে উপস্থিত রেখো এবং সাক্ষী বানাও। কেননা, সে শক্তিমান ও বিশ্বস্ত। কেউ কেউ তা নায়ীম থেকে বর্ণনা করেছেন এবং এই অংশ অতিরিক্ত উল্লেখ করেছেন- 'আর তোমরা তাঁকে তোমাদের বিষয়ের দায়িত্ব প্রদান কর।' এরপর ইব্ন আসাকির, হযরত মু'আবিয়ার ফযীলত সংক্রান্ত নিশ্চিতভাবে বহু জাল হাদীস উল্লেখ করেছেন। আমরা তা বর্জন করেছি এবং জাল ও অগ্রহণযোগ্য হাদীসসমূহের পরিবর্তে আমরা যে সকল বিশুদ্ধ, উৎকৃষ্ট ও গ্রহণযোগ্য হাদীস বর্ণনা করেছি, তাই আমাদের কাছে যথেষ্ট মনে হয়েছে। এরপর ইব্ন আসাকির বলেন, হযরত মু'আবিয়ার ফযীলত সংক্রান্ত হাদীসসমূহের মধ্যে হযরত ইব্ন আব্বাসের সূত্রে বর্ণিত আবূ জামরার হাদীসখানিই বিশুদ্ধতম। তিনি ইসলাম গ্রহণের পর থেকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাতিব (ওহী লিখক) ছিলেন। ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ্‌তে হাদীসখানি বর্ণনা করেন। এরপরের স্থানে রয়েছে ইরবায (রা)-এর বর্ণিত হাদীসখানি- 'হে আল্লাহ্ ! আপনি মু'আবিয়াকে কিতাবের জ্ঞান শিক্ষা দিন।' তারপর ইব্ন আবূ উমাইয়ার হাদীস- হে আল্লাহ্ ! আপনি তাঁকে হিদায়েতকারী এবং হিদায়েতপ্রাপ্ত করুন।

আমার বক্তব্য হল, কিতাবুল মানাকিবে[১] ইমাম বুখারী হযরত মু'আবিয়া ইব্ন আবূ সুফইয়ানের আলোচনা প্রসঙ্গে হাদীস উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে আল হাসান ইব্ন বিশ্‌র বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে আল মু'আফী, উসমান ইব্ন আসওয়াদ থেকে, তিনি ইব্ন মুলাইকা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, ইশার পর মু'আবিয়া (রা) এক রাক'আত বিতর পড়লেন। এ সময় তাঁর কাছে ইব্ন আব্বাস (রা)-এর এক গোলাম[২] ছিল। সে ফিরে এসে ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলল, ইশার পর মু'আবিয়া এক রাক'আত বিতর পড়েছেন। তিনি বলেন, তাঁর ব্যাপারে মাথা ঘামিয়ো না। তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহচর্য পেয়েছেন। এরপর ইমাম বুখারী (র) বলেন, আমাদেরকে ইব্ন আবূ মারইয়াম বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে নাফে' ইব্ন উমর বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে ইব্ন আবূ মুলাইকা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, (একবার) ইব্ন আব্বাসকে বলা হল, আমীরুল মু'মিনীন, মু'আবিয়ার ব্যাপারে কি আপনার কোন বক্তব্য আছে? কেননা, তিনি সবসময় এক রাক'আত বিতর পড়েন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, তিনি ঠিকই করেন, তিনি একজন ফকীহ্।

---

১. বুখারী শরীফ, পরিচ্ছেদ নং ২৮ হাদীস নং ৩৭৬৪-৩৭৬৫, ফাতহুল বারী ৭/১০৪

২. তিনি হলেন কুরাইব - মুহাম্মাদ বিন নাসর মারওয়াযী কিতাবুল বিতরে তা উল্লেখ করেছেন।

আমাদেরকে আমর ইব্ন আব্বাস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে জা'ফর বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে শু'বা বর্ণনা করেছেন আবূ তায়্যাহ থেকে, তিনি বলেন, আমি ইমরান ইবন আব্বানকে[1] হযরত মু'আবিয়ার সূত্রে বলতে শুনেছি- তোমরা এ নামায পড় যা আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দীর্ঘ সাহচর্যে থেকেও তাঁকে পড়তে দেখি নি। তিনি তো তা থেকে নিষেধ করেছেন- অর্থাৎ আসরের পরবর্তী দুই রাক'আত। এরপর[2] ইমাম বুখারী হিন্দ ইব্ন উত্বা ইব্ন রাবী'আর কথা উল্লেখ করে বলেন, আমাদেরকে আবদান বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউনুস বর্ণনা করেন যুহরী থেকে, তিনি বলেন, আমাকে উরওয়া বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেন, (একবার) আবূ সুফইয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনত উত্বা রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! পৃথিবীর বুকে এমন কোন তাবুবাসী ছিল না, যাদের অপদস্থতা আমারকাছে আপনার গৃহবাসীর অপদস্থতার চেয়ে অধিক প্রিয় ছিল। (তারপর আজ পৃথিবীর বুকে এমন কোন তাঁবুবাসী নেই যাদের মর্যাদা লাভ করা আপনার গৃহবাসীর মর্যাদা লাভের চেয়ে আমার কাছে অধিক প্রিয়)[3]। তখন তিনি বলেন, 'ঐ সত্তার! শপথ যাঁর কুদরতী হাতে আমার প্রাণ।' তখন হিন্দ বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আবূ সুফিয়ান খুব হিসেবী লোক। তাই আমি যদি তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর মাল থেকে নিয়ে আপনার পোষ্যদের খাওয়াই তাহলে কি কোন অসুবিধা আছে? নবী করীম (সা) বলেন, না ! ন্যায়সঙ্গত ছাড়া তা করা যাবে না। আর তার এই কথা وَ اَيْضًا وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ আর আমিও শপথ করি ঐ সত্তার যার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ। -এর অর্থ হল যে, তিনি কামনা করতেন যেন হিন্দ তার স্বজন এবং প্রত্যেক কাফির যেন তাদের কুফরীর অবস্থায় অপদস্থ হয়। এরপর যখন তারা মুসলমান হল তখন তিনি চাইতেন যেন তারা সম্মান ও মর্যাদা লাভ করে। এরপর আল্লাহ্ পাক তাদেরকে অর্থাৎ তার স্বজনদের মর্যাদাবান করলেন।

ইমাম আহমদ বলেন, আমাদেরকে রূহ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে আবূ আমিয়া আমর ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সায়ীদ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমার দাদাকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে আবূ হুরায়রার পর মু'আবিয়া (রা) ওযূর পাত্র নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুসরণ করেন। আর (এসময়) আবূ হুরায়রা (রা) অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। একদিন তিনি যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ওযূ করাচ্ছিলেন, তিনি ওযূ করা অবস্থায় একবার বা দু'বার মাথা উঠালেন এবং বলেন, হে মু'আবিয়া ! যদি তুমি কোন শাসন কর্তৃত্ব লাভ কর, তাহলে আল্লাহ্কে ভয় করো এবং ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করো। মু'আবিয়া বলেন, এরপর থেকে আমি সবসময় ধারণা করে এসেছি যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই কথার কারণে আমি অবশ্যই কোন শাসন কর্তৃত্ব দ্বারা পরীক্ষার সম্মুখীন হব এবং অবশেষে আমি এই পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছি।[4] ইমাম আহমদ একাকী এই রেওয়ায়েতটি উল্লেখ করেছেন। আর আবূ বকর ইব্ন আবুদ দুনয়া

---

১. এই গ্রন্থের পূর্ব মুদ্রণে এ স্থলে 'আব্বান থেকে হামদান' রয়েছে।

২. ফাতহুল বারী ৭/১৪১ হাদীস নং ৩৮২৫ (কিতাবু-মানাকিবুল আনসার)।

৩. বন্ধনীভুক্ত অংশটুকু ইমাম বুখারী সংযুক্ত অতিরিক্ত অংশ।

৪. মুসনাদে আহমাদ ৪/১০১

আবূ ইসহাক হামাযানী থেকে, তিনি সায়ীদ ইব্ন যানবুর ইব্ন ছাবিত থেকে, তিনি আমর ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সায়ীদ থেকে তা বর্ণনা করেন এবং ইব্ন মান্দাহ তা বর্ণনা করেন বিশর ইব্ন হাকামের হাদীস থেকে, তিনি আমর ইব্ন ইয়াহ্ইয়া থেকে। আবূ ইয়া'লা বলেন, আমাদেরকে সুওয়াইদ ইব্ন সায়ীদ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে আমর ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সায়ীদ বর্ণনা করেন, তিনি তাঁর দাদা থেকে, তিনি মু'আবিয়া (রা) থেকে, তিনি বলেন, একবার আমি ওযূর পানি নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুসরণ করলাম। তারপর যখন তিনি ওযূ করলেন, তখন আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, হে মু'আবিয়া ! যদি তুমি কোন শাসন কর্তৃত্ব লাভ কর, তাহলে আল্লাহ্কে ভয় করো এবং খোদাভীরুতা অবলম্বন করো। এরপর থেকে আমি সব সময় ধারণা করে এসেছি যে, আমি কোন শাসনকার্য দ্বারা পরীক্ষার সম্মুখীন হব। অবশেষে আমি এই শাসনকর্তৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। গালিব কাত্তান হাসান থেকে তা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, খুৎবা প্রদানকালে আমি মু'আবিয়া (রা)-কে বলতে শুনেছি, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওযূর পানি ঢেলে দিলাম। তখন তিনি আমার দিকে মাথা উঠিয়ে বলেন, মনে রেখো, একসময় তুমি আমার উম্মতের শাসন কর্তৃত্ব লাভ করবে। তুমি যখন এই দায়িত্ব গ্রহণ করবে, তখন তাদের সদাচারীগণের সমাদর করো এবং দুরাচারীদের ক্ষমা করো। মু'আবিয়া বলেন, সেই থেকে আমি প্রত্যাশায় ছিলাম এবং অবশেষে আমি আমার বর্তমান অবস্থানে উপনীত হয়েছি।

বায়হাকী হাকেম থেকে, ইসমাঈল ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন মুহাজির পর্যন্ত তাঁর সূত্রে, আর তিনি আবদুল মালিক ইব্ন উমাইর থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, (একবার) মু'আবিয়া (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথা ছাড়া অন্য কিছু আমাকে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে নি- 'যদি তুমি শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী হও, তাহলে সদাচারী হয়ো।' বায়হাকী বলেন, এই ইসমাঈল ইব্ন ইবরাহীম[1] 'যয়ীফ রাবী।' তবে হাদীসখানির একাধিক 'শাহিদ[2] (সমর্থক রেওয়ায়েত)' বিদ্যমান। আর ইব্ন আসাকির নায়ীম ইব্ন হাম্মাদ থেকে বর্ণিত তাঁর সূত্রে বর্ণনা করেছেন (হাম্মাদ বলেন) আমাদেরকে মুহাম্মাদ ইব্ন হারব বর্ণনা করেন, আবূ বকর ইব্ন আবূ মারয়াম থেকে, তিনি বলেন, আমাদেরকে মুহাম্মাদ ইব্ন যিয়াদ বর্ণনা করেন, আউফ ইব্ন মালিক আল আশজায়ী থেকে, তিনি বলেন, একবার আমি ইউহান্না নামক গির্জায় ঘুমিয়ে ছিলাম। তখন অবশ্য তা মুসলমানদের মসজিদে রূপান্তরিত হয়েছিল। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে দেখতে পেলাম আমার সামনে এক সিংহ হাঁটছে। আমি আমার অস্ত্রের দিকে ঝাঁপ দিলাম। সিংহটি বলে উঠল, থাম! আমি তোমার কাছে প্রেরিত হয়েছি এমন এক পত্রযোগে যা তুমি (একজনকে) পৌঁছে দিবে। আমি বললাম, তোমাকে কে পাঠিয়েছে? সে বলল, আমাকে স্বয়ং আল্লাহ্ পাঠিয়েছেন মু'আবিয়াকে তাঁর সালাম পৌঁছানোর জন্য এবং তাঁকে এ কথা জানানোর জন্য যে তিনি জান্নাতী। তখন আমি তাকে বললাম, 'মু'আবিয়া কে? সে বলল, মু'আবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান'- তিবরানী তা বর্ণনা করেন আবূ ইয়াযীদ আল কুরাতীসী থেকে, তিনি আল মুআল্লা

---

১. ইসমাঈল বিন ইবরাহীম বিন মুহাজির আল বাজালী আলকূফী। গুরুতর ধরনের ভুলের শিকার হতেন। একাধিকজন তাকে 'যয়ীফ' গণ্য করেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে কথা রয়েছে উকায়লী তাকে 'যয়ীফদের' অন্তর্ভুক্ত করেছেন আল কাবীর ১/৭৩. তদ্রূপ ইব্ন হায়য্যান ১/১২২।

২. দালাইলুল বায়হাকী ৬/৪৪৬।

ইব্ন ওয়ালীদ ফাকায়ী থেকে, তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন হাবীর খাওলানী থেকে, তিনি আবূ বকর ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইবন আবূ মারয়াম আল গাসসানী থেকে, আর এতে বেশ দুর্বলতা রয়েছে এবং এটা অত্যন্ত অদ্ভূত, সম্ভবত এর সবটুকুই কোন স্বপ্নের বিবরণ। আর সে ক্ষেত্রে- হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল- অংশটুকু 'প্রবিষ্ট' যা ইব্ন আবূ মারয়াম সংরক্ষণ করেন নি।

মুহাম্মাদ ইব্ন আইয বলেন, ওয়ালীদ থেকে, তিনি ইব্ন লাহীআ থেকে, তিনি ইউনুস থেকে, তিনি যুহরী থেকে, তিনি বলেন, উমর (রা) জাবীয়ায় আগমন করলেন। তিনি শুরাহবিল (রা)-কে অপসারণ করলেন এবং আমর ইবনুল 'আস (রা)-কে মিশর অভিমুখে যাত্রার নির্দেশ দিলেন এবং শামকে দুই প্রশাসকের দায়িত্বে বণ্টন করে দিলেন। একজন হলেন আবূ উবাইদা আর অপর জন ইয়াযীদ। তারপর যখন আবূ উবাইদা মৃত্যুবরণ করলেন, তখন তাঁর স্থলে আযায ইব্ন গানামকে নিয়োগ করলেন। তারপর ইয়াযীদ মৃত্যুমুখে পতিত হলে তাঁর স্থলে মু'আবিয়াকে প্রশাসক নিয়োগ করলেন। এরপর উমর ইয়াযীদের মৃত্যু সংবাদে আবূ সুফিয়ানকে অবহিত করে বলেন, ইয়াযীদ ইব্ন আবূ সুফইয়ানের মৃত্যুশোকে ধৈর্যধারণের সওয়াব আল্লাহ্র কাছে সঞ্চিত রাখুন। তিনি বলেন, তাঁর স্থলে কাকে নিয়োগ করেছেন? উমর বলেন, মুআবিয়াকে। তিনি (আবূ সুফিয়ান) বলেন, আমীরুল মু'মিনীন ! আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেছেন। হযরত উমর (রা)-এর শাহাদাতকাল পর্যন্ত হযরত মু'আবিয়া এবং উমাইর ইব্ন সা'দ শামের গভর্নর ছিলেন।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক বলেন, আমওয়াসের মহামারীতে (প্লেগ) হযরত আবূ উবায়দা ইন্তিকাল করেন এবং তিনি হযরত মু'আযকে তাঁর স্থলবর্তী নিয়োগ করেন। এরপর হযরত মু'আয ইন্তিকাল করলে তার স্থলে ইয়াযীদ ইব্ন আবূ সুফিয়ানকে নিয়োগ করেন। এরপর ইয়াযীদ মৃত্যুমুখে পতিত হলে তার ভাই মু'আবিয়াকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে যান। এরপর উমর তাঁকে বহাল রাখেন এবং আমর ইবনুল 'আসকে ফিলিস্তীন ও জর্ডানের প্রশাসক নিয়োগ করেন। আর মু'আবিয়াকে দামেশ্ক বা'আলাবাক্ক এবং বালকা'র এবং সা'দ ইব্ন আমীর ইব্ন জুযায়মকে হিম্স-এর শাসনভার অর্পণ করেন। এরপর তিনি পরবর্তীতে সমগ্র শাম এলাকা মু'আবিয়ার শাসনাধীন করেন। এরপর হযরত উসমান (রা) তাঁকে পুনরায় শামের গভর্নর নিয়োগ করেন। ইসমাঈল ইব্ন উমায়্যা বলেন, উমর মু'আবিয়া (রা)-কে শামের একক কর্তৃত্ব অর্পণ করেন এবং তাঁর জন্য মাসিক আশি দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) ভাতা নির্ধারণ করেন। তবে সঠিক হল হযরত মু'আবিয়াকে সমগ্র শামের কর্তৃত্ব দান করেন হযরত উসমান ইব্ন আফ্‌ফান (রা)। আর হযরত উমর (রা) মূলত তাঁকে এর কয়েকটি অঞ্চলের শাসনভার প্রদান করেছিলেন। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে -ইয়াযীদ ইব্ন আবূ সুফইয়ানের সৎ মা হিন্দকে যখন তাঁর মৃত্যুতে সান্ত্বনা দেওয়া হল, তখন তাকে বলা হল যে তিনি (উমর) ইয়াযীদের স্থলে মু'আবিয়াকে আমীর নিয়োগ করেছেন। তিনি হিন্দ বলেন, মু'আবিয়ার মত ব্যক্তিকে কি কারো স্থলবর্তী করা শোভা পায়। আল্লাহ্র শপথ ! যদি সমগ্র আরববাসী একসাথে সমবেত হয় তারপর তাদের মাঝে তাঁকে আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত করা হয়, তাহলে সে তাদের যে কোন পার্শ্ব দিয়ে ইচ্ছা বের হতে সক্ষম। অন্যরা বলেন, হযরত উমরের কাছে মু'আবিয়ার (রা) কথা আলোচিত হল। তিনি বলেন, কুরাইশের তরুণ বীর এবং সর্দার ছেলের কথা আর বলো না। সে তো এমন লোক যে ক্রুদ্ধ হয়েও হাসে, আর তাকে সন্তুষ্ট না করে তার থেকে কিছু পাওয়া সম্ভব নয় এবং যার পায়ে লুটিয়ে পড়া ছাড়া মাথার শিরস্ত্রাণ নেওয়া সম্ভব নয়। ইব্ন আবুদ দুন্য়া বলেন, আমাকে

মুহাম্মাদ ইব্‌ন কুদামা আল জাওহারী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাকে আবদুল আযীয ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া তাঁর জনৈক শায়খের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) যখন শামে আগমন করলেন, তখন এক বিশাল লোকসমাবেশ নিয়ে হযরত তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। যখন তিনি উমর (রা)-এর নিকটে আসলেন তখন তিনি তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমিই কি এই বিশাল জনসমাবেশের ব্যবস্থা করেছো? তিনি বলেন, জ্বি হ্যাঁ, আমীরুল মু'মিনীন। উমর (রা) বলেন, এই হল তোমার অবস্থা। তদুপরি আমার কাছে এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, প্রয়োজন প্রার্থীদের তোমার সাক্ষাতের জন্য দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়।

মু'আবিয়া বলেন, এ বিষয়ে আপনার কাছে যা পৌঁছেছে তা অসত্য নয়। তিনি বলেন, কেন তুমি এটা কর? আমি তো তোমাকে হিজায পর্যন্ত খালি পায়ে হেঁটে যাওয়ার নির্দেশ দিতে চেয়েছিলাম। তিনি বলেন, আমীরুল মু'মিনীন ! আমরা এমন এক ভূখণ্ডে অবস্থান করছি, যেখানে শত্রুদের বহু গুপ্তচর ঘোরাফেরা করে। তাই শাসকের এমন শক্তি ও প্রতিপত্তির প্রকাশ আমাদের জন্য অপরিহার্য যা ইসলাম ও মুসলমানদের শক্তির প্রকাশ এবং শত্রুদের ভীতির কারণ। এখন আপনি যদি অনুমতি দেন, তাহলে আমি তা অব্যাহত রাখব, আর যদি নিষেধ করেন, তাহলে ক্ষান্ত হব। উমর তাঁকে বলেন, মু'আবিয়া ! যখনই আমি তোমাকে কোন বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছি তখনই তুমি আমাকে গুরুতর সংকটে পতিত করেছ। যদি তোমার বক্তব্য সঠিক হয়ে থাকে তাহলে, (তোমার সিদ্ধান্ত) তা বিজ্ঞজনের সিদ্ধান্ত আর যদি তা অসত্য হয়ে থাকে তাহলে তা কথার যাদু। বা শিল্পীর ধোঁকা। তিনি বলেন, আমীরুল মু'মিনীন ! আপনি আমাকে যা ইচ্ছা নির্দেশ করুন। উমর (রা) বলেন, আমি তোমাকে আদেশও করব না নিষেধও করব না। জনৈক ব্যক্তি বলল, আমীরুল মু'মিনীন ! আপনি তাঁকে যে স্থানে অবতরণ করিয়েছিলেন তা থেকে তাঁর প্রত্যাবর্তন কি সুন্দর ! তিনি বলেন, তাঁর অবতরণ ও প্রত্যাবর্তনের কুশলতার জন্যই তো আমরা তাঁকে যে দায়িত্ব আরোপ করার তা করেছি। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে হযরত উমর (রা) যখন শামে আগমন করলেন তখন বিশাল জনসমাবেশ সহকারে হযরত মু'আবিয়া তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে বের হলেন। কিন্তু গাধায় আরোহী অবস্থায় তিনি ও আবদুর রহমান ইব্‌ন 'আউফ (রা) অজ্ঞাতসারে তাঁকে অতিক্রম করে গেলেন। তাঁকে বলা হল আপনি আমীরুল মু'মিনীনকে অতিক্রম করে এসেছেন। তিনি ফিরে গেলেন, তারপর যখন উমর (রা)-কে দেখতে পেলেন, তখন গাধা থেকে নেমে পায়ে হেঁটে তাঁর কাছে আসলেন এবং তাঁকে ঐ সকল কথা বলতে লাগলেন যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। আব্দুর রহমান ইব্‌ন 'আউফ বলেন, আমীরুল মু'মিনীন ! আপনি তাঁকে যে বিষয়ে অবতরণ করিয়েছেন তা থেকে তাঁর প্রত্যাবর্তন কি সুন্দর ! তিনি বলেন, সে কারণে আমরা তাঁকে যে দায়িত্বভার অর্পণ করার তা করেছি।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক (র) কিতাবুয যুহদে বলেন, আমাদেরকে মুহাম্মাদ ইব্‌ন যি'ব বর্ণনা করেন, মুসলিম ইব্‌ন জুনদুব থেকে, তিনি উমর (রা)-এর গোলাম আসলাম থেকে, তিনি বলেন, (একবার) আমাদের কাছে মু'আবিয়া আসলেন, আর তখন তিনি ছিলেন উজ্জ্বল ফর্সাদেহী ও তরতাজা শরীরের অধিকারী সুপুরুষ। এরপর তিনি উমরের সাথে হজ্জে বের

১. আল ইসতিয়াব গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ৩৯৭ পৃষ্ঠায় ঈষৎ পরিবর্তন করে বক্তব্য উমর (রা) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। এখানে মূল কিতাবে উল্লেখিত বক্তব্যের পরিবর্তে তারই অনুবাদ করা হল। –অনুবাদক।

হলেন। এসময় হযরত উমর (রা) তাঁর দিকে তাকিয়ে অবাক হতেন। তারপর মু'আবিয়া (রা)-এর পিঠে তাঁর হাত রাখতেন এরপর তাঁকে বিশেষভাবে (জুতার ফিতা থেকে উঠানোর ন্যায়) উঠিয়ে বিস্ময় প্রকাশক ধ্বনি করতেন এবং বলতেন, তাহলে আমরা ভাগ্যবান মানুষ। দুনিয়া-আখিরাত উভয়টির কল্যাণ আমাদের ভাগে জুটেছে। মু'আবিয়া (রা) বলেন, আমীরুল মু'মিনীন ! আমি আপনাকে বিষয়টি খুলে বলছি। আসলে আমরা (আমি) এমন ভূখণ্ডে বাস করি যেখানে (উর্বর শস্যক্ষেত্র) প্রাচুর্য, (হাম্মামখানা) বিলাসিতা ও কামনা বাসনার আধিক্য বিদ্যমান।

তখন উমর (রা) বলেন, আমিই তোমাকে বলছি শোন, তুমি তো সর্বোৎকৃষ্ট খাবার খেয়ে তোমার শরীরকে কোমল কর। আর পূর্বাহ্ন পর্যন্ত আরামে ঘুমাও। এদিকে প্রয়োজনগ্রস্তরা তোমার সাক্ষাতে অপেক্ষমান। তিনি বলেন, আমীরুল মু'মিনীন ! আমাকে শিখিয়ে দিন আমি আপনার নির্দেশ পালন করব। আসলাম বলেন, আমরা যখন 'যু-তুআ' নামক স্থানে পৌঁছলাম তখন মু'আবিয়া একজোড়া কাপড় বের করে পরিধান করলেন। উমর তা থেকে সুগন্ধির ন্যায় সুঘ্রাণ পেয়ে বলেন, তোমাদের কাউকে দেখা যায় সামান্য পাথেয় নিয়ে হজ্জে রওনা হয়েছে। এরপর যখন আল্লাহ্র সবচেয়ে সম্মানিত শহরে পৌঁছার উপক্রম হয়েছে তখন এমন কাপড়ের জোড়া বের করে পরিধান করেছে যেন তা সুগন্ধিতে ডুবানো ছিল। এ কথা শুনে মু'আবিয়া বলেন, আমীরুল মু'মিনীন ! আমার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর লোকদের সাথে সাক্ষাতের জন্যই আমি তা পরিধান করেছি। আল্লাহ্র কসম ! এখানে এবং শামে আপনার কথার কষ্ট আমার নাগাল পেয়েছে। আর আল্লাহ্ জানেন যে, আমি তাতে লজ্জিত। এরপর মু'আবিয়া তাঁর কাপড় জোড়া খুলে ইহরামের কাপড়দ্বয় পরলেন।

আবূ বকর ইব্ন আবুদ দুন্য়া বলেন, আমাকে আমার পিতা বর্ণনা করেন, হিশাম ইব্ন মুহাম্মাদ থেকে, তিনি আবূ আবদুর রহমান আল মাদানী থেকে, তিনি বলেন, উমর (রা) যখন মু'আবিয়া (রা)কে দেখতেন, তখন বলতেন, এ হল আরবের কিস্‌রা।[১] এভাবেই মাদাইনী উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি (উমর) তা বলেছেন। আমর ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সায়ীদ আল আমাবী তাঁর দাদার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, তিনি বলেছেন, (একবার) সবুজ এক জোড়া পোশাক পরে মু'আবিয়া (রা) হযরত উমর (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন, তখন সাহাবাগণ সে পোশাকের দিকে (কিছুটা অন্যভাবে) তাকালেন। তা দেখে হযরত উমর দোর্‌রা নিয়ে তাঁর দিকে অগ্রসর হলেন এবং তাঁকে তা দিয়ে প্রহার করতে শুরু করলেন, আর মু'আবিয়া বলতে লাগলেন, আমীরুল মু'মিনীন ! আমার ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় করুন। উমর (রা) তাঁর উপবেশন স্থলে ফিরে আসলেন, এরপর লোকেরা বলল, আমীরুল মু'মিনীন ! আপনার তাঁকে প্রহারের উদ্দেশ্য কি? আপনার সম্প্রদায়ের মাঝে কি তাঁর মত কেউ নেই? তিনি বলেন, আল্লাহ্র শপথ ! তাঁর মাঝে আমি ভাল ছাড়া মন্দ কিছু দেখি নি এবং আমার কাছে ভাল ছাড়া মন্দ কিছু পৌঁছে নি। যদি আমার কাছে ভিন্ন কিছু পৌঁছত, তাহলে তোমরা তাঁর প্রতি আমার ভিন্ন আচরণ দেখতে পেতে। এরপর তিনি হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে বলেন, কিন্তু আমি তাঁকে দেখলাম। তাই তার অহংকার দূর করতে চাইলাম।

---

১. ইব্ন আবদুল বার-এর রেওয়ায়েতে আছে যে হযরত উমর (রা) মুআবিয়া (রা)-এর ব্যাপারে এ কথা তখন বলেছিলেন, যখন তাঁর শামে আগমনকালে মুআবিয়া (রা) এক বিশাল জনসমাবেশসহ তার সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন।

আবূ দাঊদ বলেন, আমাদেরকে সুলাইমান ইব্‌ন আবদুর রহমান দিমাশকী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হামযাহ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে ইব্‌ন আবূ মারইয়াম বর্ণনা করেন যে, তাঁকে কাসিম ইব্‌ন মুখায়মারা জানিয়েছেন যে, আবূ মারইয়াম আযদী তাঁকে অবহিত করেন, তিনি বলেন, (একবার) আমি মু'আবিয়া (রা)-এর সাক্ষাতে প্রবেশ করলাম তখন তিনি বলেন, হে অমুকের পিতা ! তোমাকে পেয়ে আমরা কী সৌভাগ্যবান ! আমি বললাম, আমি আপনাকে আমার শোনা একটি হাদীস বর্ণনা করব। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, "যাকে আল্লাহ্ মুসলমানগণের বিষয়ে কোন কর্তৃত্ব দান করেন, আর এরপর সে তাদের প্রয়োজন ও অভাব-অনটন পূরণ করা থেকে নিজেকে আড়াল করে রাখবে আল্লাহ্ও তার প্রয়োজন ও অভাব-অনটন পূরণ করা থেকে নিজেকে আড়াল করে রাখবেন।" তিনি বলেন, এই হাদীস শোনার পর মু'আবিয়া (রা) মানুষের প্রয়োজনাদি পূরণের জন্য এক ব্যক্তিকে নিয়োগ করেন।[১] ইমাম তিরমিযী ও অন্যরা তা বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ বলেন, আমাদেরকে মারওয়ান ইব্‌ন মু'আবিয়া আল ফাযারী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাবীব ইব্‌ন শহীদ আবূ মুজালি থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, (একবার) হযরত মু'আবিয়া লোকসমাবেশে বের হলেন, সকলে তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে গেল, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি চাইব যে লোকেরা দাঁড়িয়ে তাকে সম্মান প্রদর্শন করবে, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা নির্ধারিত করে নেয়।[২] অন্য রেওয়ায়েতে আছে (একবার) মু'আবিয়া বের হয়ে ইব্‌ন আমীর এবং ইব্‌নুয যুবাইর-এর কাছে আসলেন। ইব্‌ন আমীর তাঁর সম্মানার্থে উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু ইব্‌নুয যুবাইর দাড়ালেন না। মু'আবিয়া (রা) ইব্‌ন আমীরকে বলেন, বসে পড় ! কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি চাইবে লোকেরা দাঁড়িয়ে তাকে সম্মান প্রদর্শন করবে, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা নির্ধারিত করে নেয়।"

হাবীব ইব্‌ন শাহীদের হাদীস থেকে ইমাম আবূ দাঊদ ও তিরমিযী (র) তা বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিনমিযী বলেন, এ হাদীস 'হাসান' স্তরের। আবূ দাঊদ বর্ণনা করেন ছাওরীর হাদীস থেকে, তিনি বর্ণনা করেন ছাওর ইব্‌ন ইয়াযীদ থেকে, তিনি রাশিদ ইব্‌ন সা'দ আল মাকবুরী আল-হিম্‌মাসী থেকে, তিনি মু'আবিয়া (রা) থেকে, তিনি বলেন, রাসূল (সা) ইরশাদ করেন, তুমি যদি মানুষের গোপন বিষয়াদির) পেছনে লেগে থাক, তবে তাদেরকে নষ্ট করে ফেলবে বা নষ্ট করার উপক্রম করবে।" তিনি (রাশিদ) বলেন, এটা এক মূল্যবান কথা, যা মু'আবিয়া শুনেছেন এবং তা দ্বারা আল্লাহ্ তাঁর উপকার করেছেন। (ইমাম আহমদ একাকী এই হাদীস বর্ণনা করেন) অর্থাৎ তিনি ছিলেন সুন্দর জীবন চরিত্রের অধিকারী ক্ষমাসুন্দর, উদার এবং অন্যের দোষ ত্রুটি গোপনকারী। আল্লাহ্ তাঁকে রহম করুন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে ইমাম যুহরীর হাদীস যা হুমাইদ ইব্‌ন আবদুর রহমান থেকে হযরত মু'আবিয়ার বরাত দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, "আল্লাহ্ যার কল্যাণ চান তাকে ধর্মজ্ঞান দান করেন, আর আমি শুধু বণ্টনকারী প্রদান করেন আল্লাহ্ উম্মতের একটি দল সব সময় সত্যপন্থী থাকবে, যারা তাদের সাথে অসহযোগিতা করবে এবং

---

১. সুনানে আবূ দাঊদ কিতাবুল খারাজ ৩/১৩৫ হাদীস নং ২৯৪৮।
২. মুসনাদে আহমাদ ৪/৯১।

তাদের বিরোধিতা করবে তারা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এমনকি মহান আল্লাহ্‌র চূড়ান্ত নির্দেশ এসে যাবে আর তখনও তারা (সত্যপন্থী) বিজয়ী। অন্য এক রেওয়ায়েতে এসেছে, "আর তখনও তারা সেই (বিজয়ী) অবস্থায় থাকবে।" একবার মু'আবিয়া (রা) এই হাদীস দ্বারা খুৎবা দিলেন। তারপর বলেন, এই যে এখানে মালিক ইব্‌ন ইউখামির মাআয থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, "শামবাসীরাই তাদের বিরোধীদের বিরুদ্ধে সাহায্যপ্রাপ্ত।" উল্লেখ্য যে, এ সময় এরা সবাই শামে ছিলেন এবং এর মাধ্যমে মু'আবিয়া (রা) শামবাসীকে ইরাকবাসীদের মোকাবিলায় উৎসাহিত করছিলেন। এই হাদীস দ্বারা মু'আবিয়া (রা) ইরাকবাসীর বিরুদ্ধে শামবাসীর পক্ষে যুদ্ধ করার প্রমাণ পেশ করতেন। লাইছ ইব্‌নসা'দ বলেন, হযরত মু'আবিয়া উনিশ হিজরীতে উমর (রা)-এর শাসনকালে কায়সারিয়্যা[1] শহর জয় করেন। অন্যেরা বলেন, তিনি পঁচিশ সাতাশ কিংবা আটাশ হিজরীতে হযরত উসমান (রা)-এর শাসনকালে সাইপ্রাস জয় করেন।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, কনস্ট্যান্টিনোপল-প্রণালীর অভিযান তাঁর শাসনকালে ৩২ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। সে সময় তিনিই ছিলেন মুসলিম বিশ্বের শাসনকর্তা। হযরত উসমান (রা) সমগ্র শামের কর্তৃত্ব দান করেন। কারো মতে, অবশ্য হযরত উমর (রা)। তবে প্রথমটিই সঠিক। আবুদ দারদা এরপর মু'আবিয়া (রা) ফুযালা ইব্‌ন উবাইদকে কাযী নিয়োগ করেন। এরপর হযরত উসমান (রা)-এর হত্যাকে কেন্দ্র করে রায় ও ইজতিহাদের ভিত্তিতে তাঁর এবং হযরত আলী (রা)-এর মাঝে যা ঘটার তা ঘটল এবং তাদের দু'জনের নেতৃত্বে ব্যাপক যুদ্ধ সংঘটিত হল, যেমন ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি। আর এ সময় হযরত আলী (রা)-ই ছিলেন সত্য ও সঠিক পন্থী। আর অধিকাংশ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উলামায়ে কেরামের মতে হযরত মু'আবিয়া ছিলেন নিরুপায়। এই যুদ্ধে বিবাদমান উভয় পক্ষের অনুকূলেই সহীহ হাদীসসমূহ ইসলামের সাক্ষ্য দিয়েছে। যেমন, সহীহ হাদীসে এসেছে "ধর্মত্যাগী একটি দল মুসলমানদের সর্বোত্তম একটি দলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে তখন সত্যের নিকটতর দলটি তাদেরকে নিধন (হত্যা) করবে[2]।"

এই ধর্মত্যাগী দলটি ছিল 'খাওয়ারীজগণ' আর হযরত আলী ও তাঁর অনুসারীগণ তাদেরকে হত্যা করে। এরপর হযরত আলী (রা) শহীদ হওয়ার পর একচল্লিশ হিজরীতে মু'আবিয়া (রা) মুসলমানদের শাসন কর্তৃত্বের একক অধিকারী হন। তিনি প্রতি বছর দু'বার রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করতেন, একবার শীতকালে আর একবার গ্রীষ্মকালে। আর তাঁর নির্দেশে তাঁর গোত্রের একজন লোকদেরকে নিয়ে হজ্জ করত। তিনি নিজে পঞ্চাশ হিজরীতে হজ্জে গমন করেন, তার ছেলে ইয়াযীদ হজ্জ করে একান্ন হিজরীতে এবং এ বছরই কিংবা তার পরের বছর তিনি তাকে রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানে পাঠান। এসময় তাঁর সাথে বহুসংখ্যক বিশিষ্ট সাহাবাও এই অভিযানে শরীক হন এবং কনসট্যান্টিনোপল অবরোধ করেন। সহীহ বুখারীতে এসেছে- মুসলমানগণের সর্বপ্রথম সেনাদল যারা কনসট্যান্টিনোপল আক্রমণ করবে

১. বর্তমান তুরস্কের অন্তর্গত এক শহর।
২. আবূ সায়ীদের সূত্রে ইমাম মুসলিম হাদীসখানি উল্লেখ করেছেন, যাকাত প্রসঙ্গে পরিচ্ছেদ নং (৪৭) হাদীস নং (১৫০-১৫১) তাতে হাদীসের ভাষ্য ঈষৎ পরিবর্তন বিদ্যমান। আর আবূ আহমাদের সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়েতে রয়েছে-তাদেরকে সত্যের নিকটতর দলটি হত্যা করবে।২/৭৪৬ হাদীস নং (১৫৩)।

তারা মাগফিরাতপ্রাপ্ত।" ওয়াকী' আ'মাশ থেকে, তিনি আবূ সালিহ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (আবূ সালিহ) বলেন, হুদী গায়ক (হযরত উসমানের খিলাফতকালে) উসমানের উল্লেখ করার পর আবৃত্তি করত—

انّ الامير بعده علىٌّ ﴿ وفى الزبير خلفٌ مرضى

অর্থ, তাঁর পর আমীর হলেন আলী। যুবাইর হলেন সন্তোষভাজন স্থলবর্তী। তখন কা'ব বলল, সে বরং ধূসর বর্ণ খচ্চরের আরোহী অর্থাৎ মু'আবিয়া। সে বলল, আবূ ঈসহাক আপনি একথা বলছেন অথচ এখানে আলী যুবাইর এবং মুহাম্মাদ (সা)-এর অন্য সাথীরা রয়েছেন।

اولُ جيش يغزو القسطنطينية مغفورٌ

তিনি বলেন, তুমি তার অধিকারী। সাইফ বদর ইব্‌ন খলিল থেকে, তিনি উসমান ইব্‌ন আতিয়্যা আল আসাদী থেকে, তিনি বনী আসাদের জনৈক ব্যক্তি থেকে তা বর্ণনা করেন। সে বলেছে, হযরত উসমানের খিলাফতকালে হুদী গায়ককে "তারপর আমীর হলেন আলী, আর যুবাইর হলেন সন্তোষভাজন স্থলবর্তী। একথা আবৃত্তি করতে শোনার পর থেকে মু'আবিয়া (রা)-এর আকাঙ্খী ছিলেন। তখন কা'ব বলেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। বরং ধূসর খচ্চরের আরোহী অর্থাৎ মু'আবিয়া। এরপর যখন মু'আবিয়া (রা) সে ব্যাপারে তাকে বলেন, তখন তিনি বলেন, আপনিই তারপরে আমীর ! কিন্তু, আল্লাহ্‌র শপথ ! আমার এই হাদীসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন না করে তা আপনার নাগাল পাবে না। তখন বিষয়টি হযরত মু'আবিয়ার মনে রেখাপাত করল।

ইব্‌ন আবূ দুনয়া বলেন, আমাদেরকে মুহাম্মাদ ইব্‌ন আববাদ মাক্কী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে সুফিয়ান ইব্‌ন উয়াইনা বর্ণনা করেছেন, তিনি আবূ হারূন থেকে, তিনি বলেন, উমর (রা) বলেছেন, আমার পর তোমরা বিচ্ছিন্ন হওয়ার ব্যাপারে সাবধান থেকো। যদি তোমরা তা করো তাহলে শামে মু'আবিয়া রয়েছে। আর যদি তোমাদেরকে তোমাদের নিজস্ব মতের সোপর্দ করা হয়। তাহলে অচিরেই তোমরা জানতে পারবে, কিভাবে সে তেমাদের পদ দিয়ে তা কুক্ষিগত করে। অন্য একটি সূত্রে ওয়াকিদী উমর (রা) থেকে তা বর্ণনা করেন। আর ইব্‌ন আসাকির আমীর শা'বী থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রা) যখন সিফ্‌ফীনের যুদ্ধের পূর্বে জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল-বাজালীকে হযরত মু'আবিয়ার কাছে পাঠালেন-আর এটা ছিল যখন আলী (রা) শামে অভিযানের উদ্দেশ্যে সৈন্য সমবেত করে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিলেন-তখন তিনি তাঁর সাথে হযরত মু'আবিয়ার বরাবর একটি পত্রও প্রেরণ করেন, এতে তিনি উল্লেখ করেন যে (বর্তমান পরিস্থিতি) তাঁর জন্য তাঁর বাই'আত ওয়াজিব হয়ে পড়েছে। কেননা, ইতিমধ্যেই মুহাজির আনসারগণ তাঁর বাই'আত গ্রহণ করেছেন। এরপর তিনি লেখেন, আর যদি তুমি বাই'আত না কর, তাহলে আমি আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করে তোমার বিরুদ্ধে লড়াই করব। আর উসমানের হত্যাকারীদের ব্যাপারে তুমি অনেক বেশি কিছু বলেছো। সকলে যে বিষয়ে (কর্তৃত্বে) প্রবেশ করেছে তুমিও তাতে প্রবেশ কর। তারপর তোমার কর্তৃত্বাধীন লোকদের আমার কর্তৃত্বে সমর্পণ কর। আমি তোমাকে এবং তাদেরকে কিতাবুল্লাহ্‌র বিধানে পরিচালিত করব। এরপর দীর্ঘ বক্তব্য রয়েছে যার অধিকাংশ আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। মু'আবিয়া (রা) তাঁর লোকদের তা পাঠ করে শোনালেন এবং জারীর (রা) দাঁড়িয়ে লোকদের উদ্দেশ্যে তার বক্তব্য তুলে ধরলেন এবং তাঁর বক্তব্যে মু'আবিয়া (রা)-কে শ্রবণ ও আনুগত্যের নির্দেশ দিলেন, বিরোধিতা ও হঠকারিতা থেকে তাঁকে সতর্ক করলেন

এবং লোকদের মাঝে বিভেদ-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা থেকে এবং তাদেরকে একে অন্যের বিরুদ্ধে তরবারি ধারণে বাধ্য করা থেকে নিষেধ করলেন[১]। মু'আবিয়া বলেন, তুমি অপেক্ষা কর যাতে আমি শামবাসীর মত গ্রহণ করতে পারি। এরপর হযরত মু'আবিয়া জনৈক ঘোষককে নির্দেশ দিলেন, সে লোকদের মাঝে ঘোষণা করল ! সালাতের সময় হয়ে গেছে ! এরপর যখন লোকজন সমবেত হল তখন মু'আবিয়া (রা) মিম্বরে আরোহণ করে খুৎবা দিলেন, তিনি বলেন, সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহ্র যিনি মৌলিক পাঁচ বিধানকে ইসলামের স্তম্ভ করেছেন এবং শরয়ী আকীদা ও তরীকাসমূহকে ঈমানের চিহ্ন ও প্রমাণ করেছেন। আর সুন্নাতের দ্বারা ঐ পবিত্র ভূখণ্ডে ইসলামের প্রদীপ প্রোজ্জ্বল[২] করেছেন, মহান আল্লাহ্ নবীগণের ও ওলীগণের ক্ষেত্র বানিয়েছেন। তারপর শামবাসীকে সেখানে অবতরণ করিয়েছেন এবং তাদের জন্য তাকে মনোনীত করেন। কেননা, তাঁর সুরক্ষিত জ্ঞানে একথা লিপিবদ্ধ ছিল যে এরা এই ভূখণ্ডে প্রিয়জনগণের এবং তাঁর নির্দেশপালনকারী দীন ও দীনের মর্যাদা রক্ষায় লড়াইকারীদের অনুগত ও হিতাকাঙ্ক্ষী।

তারপর তাদেরকে এই উম্মতের জন্য করেছেন ভিত্তি ও অবলম্বন এবং কল্যাণকর্মে মহাজন[৩]। তাদের দ্বারা আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারীদের প্রতিহত করবেন এবং মু'মিনগণের মাঝে সৌহার্দ-সম্প্রীতি বজায় রাখবেন। মুসলমানগণের মাঝে যে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে এবং নৈকট্য ও ঐক্যের পর যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে তার সংশোধনের জন্য আমরা আল্লাহ্রই সাহায্য প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ্ ! এমন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন যারা ঘুমন্তকে জাগ্রত করে, নিরাপদকে শঙ্কিত করে, যারা আমাদের রক্ত প্রবাহিত করতে চায় এবং আমাদের পথসমূহকে ভীতিপ্রদ করতে চায়। আর আল্লাহ্ জানেন, আমরা তাদেরকে শাস্তি দিতে চাই না এবং তাদেরকে বেআব্রু করতে চাই না। তবে সর্ব প্রশংসিত আল্লাহ্ আমাদেরকে মর্যাদার যে পরিধেয় পরিয়েছেন, স্বেচ্ছায় আমরা তা খুলব না। যতদিন শব্দ প্রতিধ্বনিত হবে এবং শিশির পতিত হবে এবং হিদায়েত পরিজ্ঞাত হবে। আমরা ভাল ভাবেই জেনেছি যে, আমাদের প্রতি অবিচার ও ঈর্ষা তাদেরকে আমাদের বিরোধিতায় প্ররোচিত করেছে। তাদের বিরুদ্ধে আমরা আল্লাহ্রই সাহায্য প্রার্থনা করছি। হে লোক সকল! তোমরা নিশ্চিতভাবে জান যে, আমি আমীরুল মু'মিনীন ! উমর ইবনুল খাত্তাবের নিয়োগকৃত স্থলবর্তী এবং আমীরুল মু'মিনীন ! উসমান ইব্ন আফ্ফানের স্থলবর্তী। তোমরা এও জানো যে, আমি তোমাদের কোন ব্যক্তিকে অনিষ্টে বা অপদস্থতায় ফেলি নি। আমি উসমানের ওলী ও তাঁর চাচাতো ভাই। আল্লাহ্ তার কিতাবে বলেছেন—

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا

অর্থঃ আর কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধিকারীকে তো আমি তা প্রতিকারের অধিকার দিয়েছি। (সূরা ইসরা-৩৩)। আর তোমরা তো জানো যে, তিনি অন্যায়ভাবে নিহত হয়েছেন, উসমান হত্যার ব্যাপারে আমি চাই তোমরা আমাকে তোমাদের মনের কথা জানাও।"

---

১. জারীর ইব্ন আবদুল্লাহর খুৎবা দ্রঃ ফুতূহ ইবনুল আ'ছাম ২/৩৭৯-৩৮০

২. ইবন আ'ছমে প্রদীপের অর্থবোধক ভিন্ন শব্দ রয়েছে।

২. ইবনুল আ'ছামে রয়েছে তারপর এই নিরাপদ শহরের জন্য সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা এবং তার পন্থাসমূহের জন্য চিহ্নসমূহ নির্ধারণ করেছেন।

তখন সকল শামবাসী একযোগে বলে উঠল, অবশ্যই আমরা তাঁর রক্তের বদলা চাই। তারাসে ব্যাপারেও তাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে তাঁর হাতে নতুন বাই'আত করল এবং তাঁকে এ বিষয়ের নিশ্চয়তা দিল যে, এ ক্ষেত্রে তাদের জানমাল উৎসর্গ করবে, হয় তারা তাঁর প্রতিশোধ গ্রহণ কিংবা তার পূর্বেই মহান আল্লাহ্ তাদের প্রাণসমূহ নিঃশেষ করবেন। এরপর জারীর যখন মু'আবিয়া (রা)-এর প্রতি শামবাসীর এইরূপ আনুগত্য প্রত্যক্ষ করল, তাকে তা শঙ্কিত ও বিস্মিত করল। এরপর মু'আবিয়া জারীরকে বলেন, আলী যদি আমাকে মিশর ও শামের প্রশাসক নিয়োগ করেন তাহলে আমি তাঁর হাতে এই শর্তে বাই'আত করব যে, তাঁর পরবর্তী খলীফা হব আমি। জারীর বলেন, তুমি আলীর কাছে তোমার মনের ইচ্ছার কথা লিখ, আমিও তোমার সাথে লিখব। এরপর যখন হযরত আলীর কাছে পত্র পৌঁছল তিনি বলেন এটা প্রতারণা। আমি মদীনায় থাকা কালে মুগীরা ইব্‌ন শু'বা আমাকে অনুরোধ করেছিল, যেন আমি মু'আবিয়াকে শামের গভর্নর করি। কিন্তু আমি তা অস্বীকার করেছি —

وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّيْنَ عَضُدًا

'আর আমি বিভ্রান্তদের সাহায্য গ্রহণ করার নই (সূরা কাফ ঃ ৫১)।'

এরপর তিনি জারীরকে তাঁর কাছে আগমনের নির্দেশ দিয়ে পত্র লিখলেন। তার আগমনের পূর্বেই যুদ্ধের উদ্দেশ্যে হযরত আলীর নেতৃত্বে সৈন্যদল সমবেত হয়েছিল। এদিকে মু'আবিয়া (রা) আমর ইবনুল 'আস (রা)-এর কাছে পত্র প্রেরণ করলেন। হযরত উসমান (রা) নিহত হওয়ার সময় তিনি ফিলিস্তীনে একাকী অবস্থান করছিলেন। উসমান (রা) তাঁকে মিশরের গভর্নর পদ থেকে অপসারণ করার পর তিনি এখানে স্বেচ্ছা নির্বাসনে ছিলেন। হযরত মু'আবিয়া তাঁর বিষয়সমূহে তাঁর পরামর্শ চেয়ে তাঁকে শামে আহবান করলেন। তিনি তাঁর কাছে আগমন করলেন এবং হযরত আলীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ঐক্যবদ্ধ হলেন। মু'আবিয়া (রা) যখন শাম ও মিশরের কর্তৃত্ব চেয়ে হযরত আলীর কাছে পত্র প্রেরণ করেন তখন এ ব্যাপারে উক্‌বা ইব্‌ন আবি মুআয়ত কথা বলেন।[১] তখন তিনি এ ব্যাপারে মু'আবিয়াকে (রা) ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করে এবং কয়েকটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে লিখেন—

---

১. মূল গ্রন্থে এরূপই বিদ্যমান। তবে সঠিক হল ওয়ালীদ ইব্‌ন উকবা ইব্‌ন আবি মুআয়ত। আর তাঁর এই কাব্যাংশ ঐ কবিতার অংশ যা তিনি মু'আবিয়া (রা) ও তাঁর ভাই উত্‌বা ইব্‌ন আবূ সুফইয়ানকে উদ্দেশ্য করে রচনা করেন। যাতে তিনি মু'আবিয়া (রা)-এর অবস্থানের প্রতি ইঙ্গিত করেন এবং উত্‌বাকে উৎসাহিত করেন। যার একাংশ হল-

أعتبة حرك من اخيك ولا تكن — فول الهوينا ان اراد مواتيا —

وانك قد أشبهت صخرا ومن يكن — شبيها له يصبح على الناس عاليا

অর্থ ঃ হে উত্‌বা! তোমার ভাইকে লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ কর, আর সন্ধিকারীর সন্ধি থেকে দূরে রাখ। তুমি তো 'প্রবাদ পুরুষ' সখরের সাদৃশ্য লাভ করেছো। আর সে তার সদৃশ হবে যে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবে। অপর এক কাব্যে মু'আবিয়া (রা)-কে উৎসাহ দিয়ে বলেন,

فو الله ما هذه بأمل أن مضى النهار ولم يثار بعثمان ثائر أيقتل عبد

القوم سير قومه ولم تقتلوه ليت أمل عاقى

অর্থ ঃ আল্লাহর শপথ ! হিন্দ তোমার মা নয়। যদি দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও উসমান হত্যার বদলা নেয়া না হয়। গোত্রপতিকে হত্যা করে গোত্রের গোলাম অথচ তোমরা তাকে হত্যা কর নি। হায় ! তোমার মা যদি বন্ধ্যা হত তাহলেই ভাল হত। -আল-ইসতিয়াব ৩/৬৩৬-ফুতূহ ইবনুল আ'ছাম-২/৩৯৫।

معاوی ان الشام شامك فاعتصم بشامك لا تدخل عليه الأفاعيا

মু'আবিয়া : শাম তোমার সৌন্দর্য তিলক। তাকে রক্ষা করে খাল কেটে কুমির ডেকে এনো না।

فإن عليا ناظر ما تجيبه

فاهد له حربا يشيب النواصيا

আলী তোমার উত্তরের প্রতীক্ষারত তাকে তুমি এমন যুদ্ধের পথ দেখাও, যা যোদ্ধাকে বার্ধক্যগ্রস্ত করে ফেলে।

وهام عليها بالقتال والقنا ۞ ولا تد سخشوش الذراعين وانيا

এবং তার চারপাশে আক্রমণ ও বর্শাঘাত নিয়ে চক্কর দেয়-আর তুমি আহত কিংবা দুর্বল হয়ো না।

والا فسلّم ان فى الامن راحة ۞ لمن لا يريد الحرب فاختر معاويا

অন্যথায় আত্মসমর্পণ কর, কেননা যে যুদ্ধ চায় না অযুদ্ধে তার স্বস্তি, মু'আবিয়া তুমি যে কোনটি বেছে নাও।

وان كتابا يا ابن حرب كتبته ۞ على طمع جان عليك الدواهيا

হে হারবের ছেলে ! এক পত্র আমি লিখেছি এমন আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে যা তোমার উপর বহু আপদ টেনে আনবে।

سألت عليا فيه مالا تناله ۞ ولو نلته لو يبق الا لياليا

তাতে আমি আলীর কাছে চেয়েছি যা তুমি হয়ত পাবে না আর যদি পাও তাহলেও তো স্বল্পকাল বাকী থাকবে।

الى ان ترى منه الذى ليس بعدها ۞ بقاء فلا تكثر الأمانى

তাঁর পক্ষ থেকে ঐ চূড়ান্ত আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত যার পর আর [illegible] নেই ; কাজেই আশা-আকাঙ্ক্ষায় বিভোর হয়ো না।

ومثل على تغتره بخدعة ۞ وقد كان ماخربت بانيا

আর আলীর ন্যায় ব্যক্তিকে তুমি ধোঁকা দ্বারা প্রতারিত করছ। ইতিপূর্বে তুমি যা ধ্বংস করেছো তিনি তা গড়েছেন।

ولو نشبت وظفاره فيك مرة ۞ فرألك ابن هند بعد ماكنت فاريا

একবার যদি তিনি তোমাকে বাগে পান তাহলে হে হিন্দের ছেলে ! তুমি ফেঁড়ে ফেলার পর তিনি তোমাকে ফেঁড়ে ফেলবেন।

একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে যে, আবূ মুসলিম খাওলানী এবং তাঁর সাথে একদল লোক হযরত মু'আবিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করলেন, তারপর তাঁকে বলেন, আপনি আলীর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ! আপনি কি তাঁর সমকক্ষ? তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ ! আমি জানি, তিনি আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং উত্তম এবং খিলাফতের অধিক উপযুক্ত। কিন্তু তোমরা কি জানো না যে, উসমান অন্যায়ভাবে নিহত হয়েছেন আর আমি তাঁর চাচাত ভাই ! তাঁর বিষয়টি আমার দায়িত্বে ন্যস্ত এবং তাঁর হত্যার বদলা চাই। কাজেই তোমরা তাঁকে বল, তিনি উসমান হত্যাকারীদের আমার হাতে তুলে দিন, তাহলে আমি আমার শাসন কর্তৃত্ব তাঁর হাতে তুলে দেব। তখন তারা হযরত আলীর কাছে এসে এ ব্যাপারে কথা বলেন, কিন্তু তিনি কাউকে তাদের হাতে তুলে দিলেন না। ফলে শামবাসীরা হযরত মু'আবিয়ার পক্ষে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিল।

আমর ইবন শাম্মার থেকে বর্ণিত আছে, জাবের জু'অফী থেকে, তিনি আমের শা'বী এবং আবূ জা'ফর আল বাকির থেকে, তিনি বলেন, আলী (রা) এই মর্মে তাঁর পক্ষ থেকে একজন সতর্ককারী পাঠালেন যে, আলী (রা) ইরাকবাসীদের সাথে নিয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হচ্ছেন মু'আবিয়ার (রা) জন্য তোমাদের আনুগত্য যাচাই করে দেখার উদ্দেশ্যে। এই ব্যক্তি যখন আগমন করল তখন মু'আবিয়ার (রা) নির্দেশে লোকদের মাঝে ঘোষণা দিয়ে সকলকে মসজিদে সমবেত হওয়ার আহবান জানান হল। এরপর যখন মানুষের ভিড়ে মসজিদ পূর্ণ হয়ে গেল, তখন তিনি মিম্বরে আরোহণ করে তাঁর খুৎবায় বলেন, আলী (রা) ইরাকবাসীদের নিয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হচ্ছেন। এখন তোমাদের সিদ্ধান্ত কী?

তখন উপস্থিত সকলে নিজ নিজ বুক চাপড়াল, কেউ কোন কথা বলল না। এমনকি তাঁর দিকে চোখ উঠিয়ে তাকাল না। তখন যুল কালা'অ নামে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল ! আমীরুল মু'মিনীন ! সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব আপনার। আমাদের দায়িত্ব নির্দেশ পালন। তারপর মু'আবিয়া (রা) লোকদের মাঝে ঘোষণা করলেন, তিন দিনের মাঝে তোমরা তোমাদের সেনা ছাউনিতে বেরিয়ে পড়। আর যে এরপর পিছিয়ে পড়বে সে নিজেকে দায়মুক্ত করে নিল, বিপন্ন করল।

এরপর তারা সকলেই সেই সেনা ছাউনিতে সমবেত হল। এরপর সেই ব্যক্তি (দূত) ফিরে গিয়ে আলী (রা)-কে পরিস্থিতি অবহিত করল। আলী (রা)-এর নির্দেশে জনৈক ঘোষক সকলকে মসজিদে সমবেত হওয়ার আহবান জানিয়ে ঘোষণা দিল- তারপর লোকজন সমবেত হলে আলী (রা) মিম্বরে আরোহণ করে বলেন, মু'আবিয়া তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য শামবাসীদের সমবেত করেছেন, এখন তোমাদের সিদ্ধান্ত কী? একেক দল একেক কথা বলল এবং তাদের কথাসমূহ তালগোল পাকিয়ে গেল এবং আলী (রা) তাদের কোন বক্তব্যই সঠিকভাবে বুঝতে পারলেন না। তিনি মিম্বর থেকে নামতে নামতে বললেন, 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন' আল্লাহ্‌র শপথ : কলিজা ভক্ষণকারিণীর (হিন্দ) ছেলেই সফল হল। এরপর উভয় পক্ষের মাঝে সিফ্‌ফীনে যা ঘটার ঘটেছিল। যেমন আমরা তেত্রিশ হিজরীর আলোচনায় বিশদভাবে উল্লেখ করেছি।

আবূ বকর ইবন দুরাইদ বলেন, আমাদেরকে আবূ হাতিম বর্ণনা করেছেন, তিনি আবূ উবায়দা থেকে, তিনি বলেন, মু'আবিয়া বলেছেন, সিফ্‌ফীন যুদ্ধের দিন রেকাবিতে পা রাখামাত্র পরাজয় মেনে নেওয়ার উপক্রম হয়েছিলাম, কিন্তু, ইবনুল আত্নাবার কথা আমাকে তা থেকে বিরত রেখেছিল। সে বলছে-

أبت لى عفتى وابى بلائى ﴿ وأخذى الحمد بالثمن الربيح

আমার চারিত্রিক শুচিতা ও প্রচেষ্টা এবং লাভজনক মূল্যে প্রশংসা গ্রহণ অস্বীকার করেছে।

و الرهى على المكروه نفسى ﴿ وضربى هامة الباطل المشيح

এবং যুদ্ধ-বিপদে নিজেকে বাধ্য করা এবং আমা কর্তৃক অপ্রতিহত বীরের খুলি উড়িয়ে দেওয়া

وقولى كلها جشأت و جاشت ﴿ مكانك تحمى او اقريحى

এবং যখনই আমার মন শঙ্কিত বা বিক্ষিপ্ত হয় তখন আমার তাকে একথা বলা স্বস্থানে অবিচল থাক, তাহলে প্রশংসিত হবে কিংবা চিরশান্তি পাবে।

বাইহাকী ইমাম আহমাদের উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছেন, খলীফা হলেন, আবূ বকর, উমর, উসমান ও আলী। তাঁকে প্রশ্ন করা হল তাহলে মু'আবিয়া? তিনি বলেন, হযরত আলীর সময়ে কেউই খিলাফতের ব্যাপারে তাঁর চেয়ে অধিক হকদার বা উপযুক্ত ছিলেন না। আর মু'আবিয়াকে আল্লাহ্ রহম করুন। আলী ইব্ন মাদানী (র) বলেন, আমি সুফিয়ান ইব্ন উইয়াইনাকে বলতে শুনেছি- হযরত আলীর মাঝে এমন একটি 'বিষয়'ও ছিল না, যা খিলাফতের অনুপযুক্ত করতে পারে, তদ্রূপ মু'আবিয়ার (রা) মাঝে এমন একটি গুণও ছিল না যা দ্বারা তিনি আলীর প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারেন।

কাযী শুরাইককে প্রশ্ন করা হল, মু'আবিয়া কি বিচক্ষণ ছিলেন? তিনি বলেন, যিনি সত্য বুঝেন নি এবং আলীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন,তিনি কি বিচক্ষণ? ইব্ন আসাকির তা বর্ণনা করেছেন। সুফিয়ান ছাওরী বলেন, (তিনি) হাবীব থেকে, তিনি সায়ীদ ইব্ন জুবাইর থেকে, তিনি ইব্ন আব্বাস থেকে যে, তিনি যখন আরাফার দিন সন্ধ্যায় তালবিয়া পাঠ করা সম্পর্কে মু'আবিয়ার আলোচনা করলেন তখন তার ব্যাপারে কঠোর কথা বলেন এবং যখন জানতে পারলেন যে হযরত আলী (রা)ও আরাফার দিন সন্ধ্যায় তালবিয়া পাঠ করেছেন। তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন। আবূ বকর ইব্ন আবুদ-দুন্য়া বলেন, আমাকে আব্বাদ ইব্ন মূসা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে আলী ইব্ন ছাবিত আল জাযরী বর্ণনা করেছেন, সায়ীদ ইব্ন আবূ আরূবা থেকে, তিনি উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) থেকে তিনি বলেন, (একবার) আমি স্বপ্নযোগে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখতে পেলাম, আবূ বকর, উমর তাঁর পাশে বসে আছেন। তখন আমি তাঁকে সালাম করে সেখানে বসে গেলাম। আমি বসে আছি এমন সময় অকস্মাৎ আলী ও মু'আবিয়ার আবির্ভাব হল। এরপর তাদের দু'জনকে আমার চোখের সামনে একটি ঘরে প্রবেশ করিয়ে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল। এরপর কিছুক্ষণ হতে না হতেই আলী (রা) বলতে বলতে বের হলেন, শপথ কা'বার রবের ! আমার অনুকূলে ফয়সালা করা হয়েছে। এরপর কিছুক্ষণ হতে না হতেই একথা বলতে বলতে মু'আবিয়া বের হলেন, শপথ কা'বার রবের ! আমাকে মাফ করে দেওয়া হয়েছে।

ইব্ন আসাকির আবূ যার'আ আররাযী থেকে বর্ণনা করেন যে, (একবার) এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, আমি মু'আবিয়াকে অপছন্দ করি। তিনি তাকে বলেন, কেন? লোকটি বলল, কেননা, তিনি আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। আবূ যার'আ তাকে বলেন, (হে নির্বোধ!) তোমার সর্বনাশ হোক ! শুনে রাখ মু'আবিয়ার প্রতিপালক দয়াময়, আর তাঁর প্রতিপক্ষ মহৎ হৃদয়। কাজেই তাদের দু'জনের মাঝে তোমার অনুপ্রবেশের কী প্রয়োজন? মহান আল্লাহ্ তাদের উভয়ের প্রতি প্রসন্ন থাকুন। হযরত আলী ও মু'আবিয়ার বিবাদ সম্পর্কে ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বলকে জিজ্ঞাসা করা হল, তিনি এই আয়াত পড়লেন-

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ـ

অর্থঃ সেই উম্মত (লোকেরা) অতীত হয়েছে, তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের আর তোমরা যা অর্জন করেছো তা তোমাদের। আর তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না। (আল-বাকারা-১৩৪)। একাধিক সালফে সালেহীন এরূপই মন্তব্য করেছেন।

আওযায়ী বলেন, হযরত আলী ও উসমানের মাঝের ঘটনা সম্বন্ধে হাসান বসরীকে প্রশ্ন করা হল, তিনি বলেন, ইসলামে এরও অগ্রবর্তীতা ছিল, এরও ছিল। তদ্রূপ এর যেমন আত্মীয়তার

নৈকট্য ছিল, এরও ছিল। এরপর এ পরীক্ষিত হলেন আর এ অব্যাহতি পেলেন। আর যখন তাঁকে হযরত আলী ও মু'আবিয়ার মধ্যবর্তী বিবাদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হল, তখন তিনি বলেন, এর আত্মীয়তার নৈকট্য ছিল, এরও ছিল। তবে এর ইসলামের অগ্রবর্তীতা ছিল , এর ছিল না। তারপর দু'জনে পরীক্ষায় পতিত হলেন" কুলছূম ইব্ন জাওশান বলেন, আবূ উমর নায্র হাসান বসরীকে জিজ্ঞাসা করলেন, আবূ বকর (রা) শ্রেষ্ঠ না কি আলী (রা)? তিনি বলেন, সুবহানাল্লাহ্ ! তাঁরা বরাবর নয়। আলীর এমন কতিপয় পুণ্যময় অগ্রবর্তীতা রয়েছে যা আবূ বকরেরও রয়েছে, আর আলীর এমন কতিপয় 'ঘটনা' রয়েছে যা আবূ বকরের নেই। আবূ বকরই উত্তম। এরপর জিজ্ঞাসা করলেন, উমর (রা) উত্তম নাকি আলী (রা)? তিনি আবূ বকরের ক্ষেত্রে তাঁর কথার পুনরাবৃত্তি করে বলেন, উমর উত্তম। এরপর প্রশ্ন করলেন, উসমান (রা) উত্তম নাকি আলী (রা)? তিনি তাঁর পূর্বের কথাই বললেন। তারপর বলেন, উসমান (রা) উত্তম। তারপর প্রশ্নকারী বলেন, আলী (রা) উত্তম নাকি মু'আবিয়া (রা)। তিনি বলেন, সুবহানাল্লাহ্ ! তাঁরা বরাবর নয়। আলীর এমন কতিপয় পুণ্যময় অগ্রবর্তীতা রয়েছে যাতে মু'আবিয়ার কোন অংশ নেই আর আলী (রা)-এর এমন কিছু ঘটনা রয়েছে যাতে তাঁর সাথে মু'আবিয়া (রা) শরীক আছেন। কাজেই আলী (রা) মু'আবিয়া (রা) থেকে উত্তম।

হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি চারটি বিষয়কে মু'আবিয়ার (রা) জন্য আপত্তিকর মনে করতেন। ১. হযরত আলীর বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই করা। ২. হাজার ইব্ন 'আদীকে হত্যা করা। ৩. যিয়াদ ইব্ন আবীহকে তাঁর পিতার ঔরসভুক্ত করে নেওয়া। ৪. নিজ ছেলে ইয়াযীদের অনুকূলে তাঁর বাই'আত গ্রহণ করা।

জারীর ইব্ন আবদুল হামিদ মুগীরা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত মু'আবিয়ার কাছে যখন হযরত আলীর শাহাদতের সংবাদ পৌঁছল তিনি কাঁদতে লাগলেন। তাঁর স্ত্রী তাকে বলেন, তাঁর মৃত্যুশোকে আপনি কাঁদছেন অথচ আপনি তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন ! তিনি বলেন, তোমার সর্বনাশ হোক ! তুমি জানো না মানুষ কি পরিমাণ ধর্মীয় তত্ত্বজ্ঞান, সাধারণ জ্ঞান এবং মানবীয় গুণ হারাল। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, তাঁর স্ত্রী তাঁকে বলেন, গতকাল আপনি তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করলেন, আর আজ তাঁর শোকে কাঁদছেন? আমাদের জানামতে চল্লিশ হিজরীর রমযান মাসে হযরত আলী (রা) শহীদ হন। একারণেই লাইছ ইব্ন সা'দ বলেন, ইলিয়াতে মু'আবিয়া (রা)-এর অনুকূলে "ঐক্যের বাই'আত" গৃহীত হয় চল্লিশ হিজরীর রমযান মাসে, যখন শামবাসীর কাছে আলী (রা)-এর শহীদ হওয়ার সংবাদ পৌঁছে। কিন্তু, তিনি কূফায় প্রবেশ করেন একচল্লিশ হিজরীর রবীউল আওয়াল মাসে হযরত হাসান (রা)-এর সাথে সন্ধি করার পর। আর এটাই হল, 'ঐক্যেও বছর' আর তা (ঐক্যের বাই'আত) সংঘটিত হয়েছিল আদরাজ নামক স্থানে। কারো কারো মতে, আন্বারের একপ্রান্তে ইরাকের পল্লী অঞ্চলের এক বসতি এলাকায়। এরপর ষাট হিজরীতে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত একচ্ছত্র কর্তৃত্বের সাথে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন। কেউ কেউ বলেন, মু'আবিয়ার (রা)-এর আংটিতে 'প্রত্যেক আমলের সওয়াব বিদ্যমান' এই নকশা খোদিত ছিল। আর কারো মতে, তা ছিল আল্লাহ্র সাহায্য ব্যতীত কারো কোন সামর্থ্য নেই' ।

ইয়াকুব ইব্ন সুফিয়ান বলেন, আমাদেরকে আবূ বকর ইব্ন আবূ শাইবা সায়ীদ ইব্ন মানসূর বর্ণনা করেছেন, তারা বলেন, আমাদেরকে আবূ মু'আবিয়া বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে আ'মাশ বর্ণনা করেছেন, তিনি আমর ইব্ন মুররা থেকে, তিনি সায়ীদ

ইবন সুওয়াইদ থেকে. তিনি বলেন, (একবার) মু'আবিয়া (রা) কূফার বাইরে নাখিলা নামক স্থানে পূর্বাহ্নকালে আমাদেরকে জুমু'আর নামায পড়ালেন। তারপর আমাদেরকে খুৎবা দিয়ে বলেন, তোমরা সালাত আদায় করবে, সাওম পালন করবে, হজ্জ করবে এবং যাকাত প্রদান করবে, এজন্য আমি তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করি নি। আমার জানা ছিল তোমরা তা কর। কিন্তু আমি তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলাম তোমাদের শাসন কর্তৃত্ব লাভের জন্য। আর তোমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও আল্লাহ্ আমাকে তা দান করেছেন।" মুহাম্মাদ ইব্ন সা'দ তা বর্ণনা করেছেন, ইয়ালা ইব্ন উবায়দ থেকে,আর তিনি আ'মাশ থেকে। মুহাম্মাদ ইব্ন সা'দ বলেন, আমাদেরকে আসিম বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন আমাদরেকে হাম্মাদ বিন ইয়াযীদ বর্ণনা করেছেন মা'মর থেকে, তিনি যুহরী থেকে যে, মু'আবিয়া (রা) তাঁর শাসনকালের প্রথম দু'বছর হযরত উমরের ন্যায় শাসনকার্য পরিচালনা করেন তাতে কোন ত্রুটি ছিল না। এরপর তিনি তা থেকে দূরে সরে যান। নায়ীম ইব্ন হাম্মাদ বলেন, আমাদেরকে ইব্ন ফুযাইল বর্ণনা করেছেন, আসসারী ইব্ন ইসমাঈল থেকে, তিনি আশ্‌শা'বী বলেন, আমাকে সুফিয়ান ইব্ন লায়ল বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন, হযরত হাসান ইব্ন আলী (রা) যখন কূফা থেকে পবিত্র মদীনায় আগমন করলেন, তখন আমি তাঁকে বললাম হে মু'মিনদেরকে অপছন্দকারী ! তিনি বলেন, একথা বলো না। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি—

لاتذهب الايام الليالى حتى يملك معاوية

"রাতদিন বিগত হবে না যতদিন না মু'আবিয়া শাসন কর্তৃত্ব লাভ করবে।" তখনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম আল্লাহ্র ফয়সালা অবশ্যম্ভাবী। তাই আমার ও তাঁর বিবাদে মুসলমানদের রক্তপাত হোক তা আমি চাই নি। মুজালিদ শা'বী থেকে বলেন, আর তিনি হারিছ আল আ'ওয়ার থেকে, তিনি বলেন, সিফ্ফীন থেকে ফেরার পর হযরত আলী (রা) বলেন, হে লোকসকল ! তোমরা মু'আবিয়ার শাসনকে ঘৃণা করো না। কেননা, যদি তোমরা তাঁকে হারাতে, তাহলে দেখতে পেতে মাথাসমূহ ঘাড় থেকে হানযাল ফলের ন্যায় বিচ্ছিন্ন হয়ে ঝড়ে পড়ছে। ইব্ন আসাকির আবূ দাউদ তায়ালিসী থেকে তাঁর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, আমাদেরকে আইয়ূব ইব্ন জাবির বর্ণনা করেছেন আবূ ইসহাক থেকে তিনি আল-আসওয়াদ ইব্ন ইয়াযীদ থেকে, তিনি বলেন, (একবার) আমি আয়েশা (রা)-কে প্রশ্ন করলাম, পবিত্র মক্কা বিজয়কালে 'ছাড়প্রাপ্ত' একব্যক্তির খিলাফতের দাবীতে রাসূল (সা)-এর ঘনিষ্ঠ সাহাবীদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হওয়ায় আপনি কি আশ্চর্যবোধ করেন না। তিনি বলেন, তাতে আশ্চর্যের কী আছে? এটা হল মহান আল্লাহ্র শাসন কর্তৃত্ব, পুণ্যবান, পাপী সকলকেই তিনি তা দান করে থাকেন। ফিরআউন চারশ' বছর মিশর শাসন করেছে। তদ্রূপ অন্যান্য কাফির রাজা মহারাজাগণ।

যুহরী বলেন, আমাকে কাসিম ইব্ন মুহাম্মাদ বর্ণনা করেছেন, হজ্জের উদ্দেশ্যে মু'আবিয়া (রা) যখন পবিত্র মদীনায় আগমন করলেন, তিনি হযরত আয়েশা (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাঁর সাথে একান্তে কথা বলেন, এ সময় তাঁদের কাছে আবূ উমর যাকওয়ান এবং আয়েশা (রা)-এর গোলাম ব্যতীত আর কেউ ছিল না। হযরত আয়েশা (রা) তাঁকে বলেন, এ বিষয়ে কি আপনি শঙ্কামুক্ত যে, আমি এমন কাউকে লুকিয়ে রাখি নি, যে আমার ভাই মুহাম্মাদকে হত্যার বিনিময়ে আপনাকে হত্যা করবে? তিনি বলেন, আপনি আমাকে সত্যই বলেছেন। তারপর যখন মু'আবিয়া (রা) তাঁর কথা শেষ করলেন তখন হযরত আয়েশা (রা) কালেমা শাহাদাত পাঠ করলেন। এরপর তিনি আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে যে হিদায়েত ও সত্য দীন

দিয়ে পাঠিয়েছেন এবং তাঁর পর তাঁর খলীফাগণ যে বিধান প্রবর্তন করেছেন তা উল্লেখ করলেন, আর মু'আবিয়াকে (রা) তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণের এবং ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বনের নির্দেশ দিলেন। তাঁর এ বিষয়ের বক্তব্যে তিনি তাঁকে কোন অজুহাত পেশ করার সুযোগ দিলেন না। তিনি যখন তাঁর কথা শেষ করলেন,তখন মু'আবিয়া (রা) তাঁকে বলেন, আল্লাহ্র শপথ ! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশ সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞানের অধিকারিণী এবং তদানুযায়ী আমলকারিণী। আমাদের জন্য আপনি হিতাকাঙ্খী স্নেহশীলা এবং মর্মস্পর্শী উপদেশ দানকারিণী। আমাকে আপনি কল্যাণ কাজে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং তার নির্দেশ প্রদান করেছেন। আর আপনি আমাদেরকে শুধু এমন বিষয়েরই নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে নিহিত রয়েছে আমাদের প্রভূত কল্যাণ। আর আপনি অবশ্যই অনুসরণযোগ্য।"

তিনি ও হযরত মু'আবিয়া বহু কথা বলেন, এরপর হযরত মু'আবিয়া যখন উঠে দাঁড়ালেন, তিনি যাকওয়ানের কাঁধে ভর দিয়ে বলেন, আল্লাহ্র শপথ ! রাসূল (সা) ব্যতীত হযরত আয়েশার চেয়ে মর্মস্পর্শী কোন বাগ্মীকে আমি শুনি নি। মুহাম্মাদ ইব্‌ন সা'দ বলেন, আমাদেরকে খালিদ ইব্‌ন মুখাল্লাদ আল-বাজালী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে সুলাইমান ইব্‌ন বিলাল বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে আলকামা ইব্‌ন আবূ আলকামা তাঁর মা থেকে বর্ণনা করেছেন,তিনি বলেন, হযরত মু'আবিয়া (রা) (একবার) পবিত্র মদীনায় আগমন করে হযরত আয়েশার (রা) কাছে এই মর্মে দূত পাঠালেন- আমার কাছে রাসূল (সা)-এর আমবাজানিয়া (জুব্বাবিশেষ) এবং চুল মোবারক পাঠিয়ে দিন। তিনি আমার সাথে তা পাঠিয়ে দিলেন, এরপর আমি যখন তা বহন করে তাঁর কাছে নিয়ে আসলাম,তখন তিনি আমবাজানিয়া নিয়ে তা পরিধান করলেন এবং কয়েকটি চুল নিলেন, তারপর পানি আনিয়ে তা ধুয়ে পান করলেন এবং নিজ শরীরে ঢেলে দিলেন। আসমায়ী হুযালী থেকে, আর তিনি শা'বী থেকে তিনি (শা'বী) বলেন, 'ঐক্যের বছর' যখন হযরত মু'আবিয়া পবিত্র মদীনায় আগমন করলেন তখন সম্ভ্রান্ত কুরাইশদের একটি দল তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল, প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি আপনার সাহায্যকে প্রবল করেছেন এবং তার কর্তৃত্ব বিষয়কে সমুন্নত করেছেন। কিন্তু তিনি তাদের কথার কোন উত্তর দিলেন না।

এরপর যখন তিনি পবিত্র মদীনায় প্রবেশ করলেন, তখন মসজিদে নববীত গিয়ে মিম্বরে আরোহণ করলেন, আল্লাহ্র প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনার পর তিনি বলেন, পর কথা হল, শপথ, আল্লাহ্র শপথ ! আমি যখন তোমাদের শাসনকর্তৃত্ব গ্রহণ করেছি তখন আমার জানা ছিল আমার কর্তৃত্ব গ্রহণ তোমাদের কাছে অপ্রিয় ও নিরানন্দ। আর এ ব্যাপারে তোমাদের মনের কথা আমি জানি। কিন্তু আমি আমার এই তরবারি দ্বারা অতর্কিত আক্রমণে তোমাদের থেকে সুযোগ ছিনিয়ে নিয়েছি। আবূ কুহাফা পুত্রের ন্যায় দায়িত্ব পালনে আমি নিজেকে উদ্বুদ্ধ করেছি। কিন্তু আমি নিজেকে সে দায়িত্বের জন্য উপযুক্ত ও সমর্থ পাই নি।

এরপর আমি নিজের সত্তাকে খাত্তাব পুত্রের বিকল্প নির্ধারণ করতে চেয়েছি কিন্তু সে তখন এ দায়িত্ব থেকে আরো অধিক বিমুখ ও পলায়নোদ্যত হয়েছে। এরপর তাকে উসমানের সমুন্নত ও সমুজ্জ্বল দায়িত্ব পালনে বাধ্য করতে সচেষ্ট হয়েছি। কিন্তু সে তা পালনে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। আসলে এদের দৃষ্টান্ত এরাই। এদের ন্যায় দুরূহ কার্যসম্পাদনে কে-ই বা সক্ষম? আসলে পরবর্তী কারো পক্ষে তাঁদের গুণ ও শ্রেষ্ঠত্বের নাগাল পাওয়া সুদূর পরাহত। আল্লাহ্ তাঁদেরকে রহম করুন এবং তাদের প্রতি প্রসন্ন থাকুন ! তবে আমি এই শাসনকার্য পরিচালনায় আমার জন্য উপকারী একপন্থা অবলম্বন করেছি আর এতে তোমাদেরও তদ্রূপ কল্যাণ রয়েছে।

চলন পদ্ধতি সঠিক হলে এবং আনুগত্য একনিষ্ঠ হলে প্রত্যেকেরই তাতে উত্তম পানাহারের ব্যবস্থা রয়েছে। তোমরা যদি আমাকে তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম নাও পাও তবে আমি তোমাদের জন্য উত্তম (কল্যাণকর) বটে। শপথ আল্লাহ্‌র ! যার কোন তরবারি নেই তার বিরুদ্ধে আমি তরবারি উত্তোলণ করব না। তোমাদের জানা ইতিপূর্বে যা কিছু ঘটেছে তার সবকিছু আমি কানের পশ্চাতে ছুঁড়ে ফেলেছি। আর তোমরা যদি দেখ, আমি তোমাদের সব অধিকার প্রদান করতে পারছি না, তাহলে আংশিক প্রাপ্তিতেই তুষ্ট থেকো। কেননা, সাধ্যের বাইরে কারো কিছু দেওয়ার নেই, আর ঢল যখন আসবে তখন তা মাটির স্পর্শ পাবেই। আর স্বল্প হলেও তা উপকার করবে। আর গোলযোগ বিশৃঙ্খলা থেকে তোমরা বেঁচে থেকো, তার নিকটবর্তী হয়ো না। কেননা, তা জীবনোপকরণ বিনষ্ট করে এবং জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দকে দুর্বিষহতায় পর্যবসিত করে এবং সমূলে বিনাশের কারণ সৃষ্টি করে। আমি আমার ও তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র ক্ষমা প্রার্থনা করছি- 'আসতাগ ফিরুল্লাহ্'। তারপর তিনি মিম্বর থেকে নেমে আসলেন।

আর স্পষ্টতই বোঝা যায় এই খুৎবার সময়কাল ছিল চুয়াল্লিশ বা পঞ্চাশ হিজরীর হজ্জ মৌসুমে, 'ঐক্যের বছর' নয়। লাইছ বলেন, আমাকে আলওয়ান ইব্‌ন সালিহ ইব্‌ন কায়সান বর্ণনা করেছেন, শাসন কর্তৃত্বের দ্বন্দ্ব অবসানের পর হযরত মু'আবিয়া তার প্রথম হজ্জ উপলক্ষে পবিত্র মদীনায় আগমন করেন। হযরত হাসান, হুসায়ন (রা) এবং কুরাইশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এরপর তিনি উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-এর গৃহাভিমুখে রওনা হন। তিনি যখন গৃহ ফটকের নিকটবর্তী হলেন, তখন আয়েশা বিন্‌ত উসমান উচ্চস্বরে তার পিতার মৃত্যুশোকে বিলাপ করতে লাগল, তখন মু'আবিয়া তাঁর সঙ্গীদের বলেন, আপনারা বাড়ি ফিরে যান এই গৃহে আমার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। তারা চলে যাওয়ার পর মু'আবিয়া (রা) ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং আয়েশা বিন্‌ত উসমানকে সান্ত্বনা দিলেন এবং শান্ত হতে বলেন, তিনি তাঁকে বলেন, ভাতিজী ! লোকেরা আমাদের শাসন কর্তৃত্ব মেনে নিয়েছে তাই আমার ক্রোধ সত্ত্বেও তাদের সামনে ধৈর্য প্রদর্শন করেছি। আর তারাও অন্তরে বিদ্বেষ পুষে রেখে আমাদের প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছে। এভাবে আমরা এটার বিনিময়ে ওটা মেনে নিয়েছি আর তারাও ওটার বিনিময়ে এটা মেনে নিয়েছে। এখন যদি আমরা তাদেরকে এমন কিছু দিতে যাই যা তারা আমাদের সাথে বিনিময় করে নি। তাহলে তারা আমাদের অধিকার প্রদানে কার্পণ্য করবে আর আমরাও তাতে প্রাপ্য অধিকার অস্বীকারকারী হয়ে যাব। আর তাদের প্রত্যেকের সাথে তার দল ও গোষ্ঠী রয়েছে এবং সে তার দলের অবস্থান সঠিক গণ্য করে। যদি আমরা তাদের সাথে কৃতপ্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করি তাহলে তারাও আমাদের সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে। তারপরের পরিস্থিতি কি আমাদের অনুকূল হবে না কি প্রতিকূল তা আমরা জানি না। আর তোমরা আমীরুল মু'মিনীন ! উসমানের কন্যা হয়ে আমার কাছে মুসলমানদের বাঁদীতুল্য হওয়ার চেয়ে উত্তম। তোমার পিতার পর আমি তোমার সবচে' হিতাকাঙ্খী অভিভাবক। ইব্‌ন 'আদী 'যয়ীফ রাবী' আলী ইব্‌ন যাইরের সূত্রে আবূ নায্‌রা থেকে, তিনি আবূ সায়ীদ থেকে, আর একটি সূত্র হল মুজালিদ আবুল ওদাক থেকে, আর তিনি আবূ সায়ীদ থেকে (এই সনদের রাবী মুজালিদ যয়ীফ) যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন,

"যখন তোমরা মু'আবিয়াকে আমার মিম্বরে দেখবে তখন তাঁকে হত্যা করো।" এছাড়া আল হাকাম ইব্‌ন জহীরের সূত্রে ইব্‌ন 'আদী এ হাদীস 'মসনাদরূপে' বর্ণনা করেছেন, এভাবে আল

হাকাম, আসিম থেকে, তিনি যার্‌ব থেকে, তিনি ইব্‌ন মাসউদ থেকে, আর এই আল হাকাম ইব্‌ন জহীর-এর হাদীস মুহাদ্দিসগণের মাপকাঠিতে 'বর্জিত' অগ্রহণযোগ্য। এই হাদীস যে জাল এ ব্যাপারে কোন সংশয় নেই। যদি তা সত্য/বিশুদ্ধ হত তাহলে অবশ্যই সাহাবায়ে কেরাম তা করার জন্য ছুটে যেতেন, তৎপর হতেন। কেননা, আল্লাহ্‌র (ও তাঁর রাসূলের) নির্দেশ পালনে তারা কোন নিন্দা ভর্ৎসনার পরওয়া করতেন না। আর আমর ইব্‌ন উবাইদ হাসান বসরী থেকে তা 'মুরসাল' রূপে বর্ণনা করেছেন। আইয়ূব বলেন, এটা জাল হাদীস। আর খতীব বাগদাদী 'অজ্ঞাত সনদে' আবুয্ যুবাইর থেকে, আর তিনি জাবির (রা) থেকে 'মারফূ'' রূপে বর্ণনা করেছেন, "তোমরা যদি মু'আবিয়াকে আমার এই মিম্বরে খুৎবা দিতে দেখ, তাহলে তাঁকে হত্যা করো,কেননা, সে আস্থাভাজন এবং নিরাপদ।"[১] আবূ যার'আ দিমাশকী দাহিম থেকে বলেন, তিনি ওয়ালীদ থেকে, তিনি আওযা'য়ী থেকে, তিনি বলেন, মু'আবিয়া (রা)-এর খিলাফতকালে বেশ কয়েকজন সাহাবী জীবিত ছিলেন, এঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন, হযরত উসামা, সা'দ, জাবির, ইব্‌ন উমর, যায়দ ইব্‌ন ছাবিত, সালামা ইব্‌ন মুখাল্লাদ, আবূ সায়ীদ, রাফি' ইব্‌ন খাদীজ, আবূ উমামা, আনাস ইব্‌ন মালিক প্রমুখ। আমরা যাঁদের নাম উল্লেখ করলাম তাঁরা ছাড়াও আরো বহুজন যাঁরা গুণে ও গণনায় এঁদের (অনেকের) চেয়ে অধিক। এঁরা ছিলেন হেদায়েতের আলোকবর্তিকা, জ্ঞানের আধার। তাঁরা আল্লাহ্‌র কিতাব নাযিল হওয়ার সময় এবং দীনের নতুন বিধান প্রণীত হওয়ার সময় উপস্থিত থেকেছেন। তাঁরা দীন ইসলামের এমন সব বিষয় অবহিত হয়েছেন যা অন্য কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়। কুরআনের ব্যাখ্যা তাঁরা সরাসরি আল্লাহ্‌র রাসূল থেকে গ্রহণ করেছেন। এছাড়া বহু বিশিষ্ট তাবেয়ী তাঁর খিলাফতকাল পেয়েছেন। এদের মাঝে মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামা, আবদুর রহমান ইব্‌ন আসওয়াদ ইব্‌ন আব্‌দ ইয়াগূছ, সায়ীদ ইব্‌ন মুসায়্যাব এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহায়রিম উল্লেখযোগ্য।

আবূ যার'আ দাহীম থেকে ওয়ালীদ থেকে তিনি সায়ীদ ইব্‌ন আযীয থেকে বর্ণনা করে বলেন, হযরত উসমান যখন শহীদ হন, তখন মুসলমানগণের কোন ফৌজ শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিল না। অবশেষে 'ঐক্যের বছর' এল। এরপর মু'আবিয়া (রা) রোমক ভূখণ্ডে ষোলবার অভিযান পরিচালনা করেন। একদল সেনা গ্রীষ্মকালে গমন করত এবং রোমান ভূখণ্ডে শীতযাপন করত অর্থাৎ শীতকাল পর্যন্ত যুদ্ধরত থাকত। তারপর এই দল ফিরে আসত এবং আরেক দল তাদের স্থলবর্তী হত। তিনি যাদেরকে যুদ্ধাভিযানে প্রেরণ করেছিলেন তাদের মধ্যে তাঁর ছেলে ইয়াযীদ। একবার তিনি তাকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সাহাবীর সাহচর্যে অভিযানে প্রেরণ করলেন, এরপর তারা উপসাগর পাড়ি দিয়ে কনসট্যান্টিনোপলের প্রবেশদ্বারে উপনীত হলেন এবং তার অধিবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। এরপর ইয়াযীদ তাদেরকে নিয়ে শামে ফিরলেন। হযরত মু'আবিয়ার (রা) সর্বশেষ ওসীয়ত ছিল, তোমরা রোমকদের টুঁটি চেপে ধর।

ইব্‌ন ওয়াহব ইউনুস থেকে, তিনি যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মু'আবিয়া তাঁর শাসনকালে দু'বার সদলবলে হজ্জ করেন। আর তাঁর শাসনকাল ছিল বিশ বছরের মাত্র

---

১. মূল গ্রন্থে এমনই রয়েছে। তবে মুদ্রিত গ্রন্থের টীকায় রয়েছে সম্ভবত এখানে "তাকে হত্যা করো" এর পরিবর্তে "তাকে গ্রহণ করো" হবে। কেননা, এর পরে বিদ্যমান- কেননা, সে বিশ্বস্ত ও নিরাপদ" এই অর্থের সাথে অধিক সঙ্গতিপূর্ণ।

একমাস কম। আবূ বকর ইব্ন আয়্যাশ বলেন, মু'আবিয়া (রা) লোকজন নিয়ে চুয়াল্লিশ হিজরী এবং পঞ্চাশ হিজরীতে হজ্জ করেন। কারো কারো মতে অবশ্য একান্ন হিজরীতে[১]। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

লাইছ ইব্ন সা'দ বলেন, আমাদেরকে বুকাইর বর্ণনা করেছেন, বিশর ইব্ন সায়ীদ থেকে যে, সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) বলেন, হযরত উসমানের পর এই দরজাওয়ালা অর্থাৎ মু'আবিয়ার চেয়ে কোন ন্যায়বিচারক আমি দেখি নি। আবদুর রায্যাক বলেন, আমাদেরকে মা'মার বর্ণনা করেছেন যুহরী থেকে, তিনি হুমায়াদ ইব্ন আবদুর রহমান থেকে, তিনি বলেন, আমাদেরকে মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (একবার) দূতরূপে হযরত মু'আবিয়ার কাছে আসলেন। তিনি বলেন, তারপর যখন আমি তাঁর সাক্ষাতে প্রবেশ করলাম। রাবী বলেন, আমার ধারণা তিনি বলেন, "তাঁকে সালাম করলাম" তিনি বলেন, হে মিসওয়ার ! শাসকদের বিরুদ্ধে তোমার নিন্দা সমালোচনার কি খবর? তিনি বলেন, আমি বললাম, এ বিষয় থেকে আমাদের অব্যাহতি দিন এবং যে উদ্দেশ্য আমরা এসেছি তার সুব্যবস্থা করুন। তিনি বলেন, তুমি আমাকে তোমার মনের কথা বল। তিনি (মিসওয়ার) বলেন, আমি তার মাঝে সমালোচনা যোগ্য সবকিছু তাঁকে খুলে বললাম। তিনি বলেন, তুমিও তো নিষ্পাপ নও। তোমার কি এমন পাপসমূহ রয়েছে? মহান আল্লাহ্র ক্ষমা না হলে যা তোমার সর্বনাশ করবে বলে তুমি আশঙ্কা কর? তিনি বলেন, আমি বললাম হ্যাঁ, আমার এমন অনেক পাপ রয়েছে যে যদি আল্লাহ্ তা'আলা তা ক্ষমা না করেন, তবে তা আমার সর্বনাশ ডেকে আনবে। মু'আবিয়া বলেন, তাহলে আল্লাহ্র ক্ষমা প্রত্যাশার ক্ষেত্রে কিসে তোমাকে আমার চেয়ে অধিক উপযুক্ত বানাল। আল্লাহ্র কসম ! আমার দায়িত্বে যে প্রজা সংশোধন, দণ্ড প্রয়োগ, মানুষের মাঝে ঐক্য ও সম্প্রীতি স্থাপন, আল্লাহ্র রাহে জিহাদ এবং এমন সব বিশাল ও অসংখ্য বিষয়াদি ও কর্মকাণ্ড ন্যস্ত রয়েছে যা তোমার উল্লেখিত দোষক্রটি ও পাপ থেকে অধিক (সংখ্যক)। আর আমি এমন এক ধর্মের অনুসারী যে ধর্মে মহান আল্লাহ্ পুণ্য কর্মসমূহকে কবূল করেন এর পাপ ও অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দেন। মহান আল্লাহ্ এ ব্যাপারে সাক্ষী যে, আমাকে মহান আল্লাহ্ ও গায়রুল্লাহ্র মাঝে বেছে নেওয়ার ইচ্ছাধিকার দেওয়া হলে আমি যে কারো পরিবর্তে মহান আল্লাহ্কেই বেছে নিতাম। মিসওয়ার বলেন, মু'আবিয়া আমাকে এসকল কথা বলার পর আমি ভেবে দেখলাম, যুক্তিতর্কে তিনি আমাকে পরাস্ত করেছেন। রাবী বলেন, এরপর মিসওয়ার যখনই তাঁর কথা উল্লেখ করতেন তাঁর জন্য দু'আ করতেন। আর শুআইব যুহরী থেকে, তিনি উরওয়া থেকে, তিনি মিসওয়ার থেকে, প্রায় এরূপই একটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন।

ইব্ন দুরাইদ বলেন, আবূ হাতিম থেকে, তিনি আতাবী থেকে, তিনি বলেন, (একবার) মু'আবিয়া (রা) বলেন, হে মানবমণ্ডলী ! আমি তোমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তি নই, তোমাদের মাঝে এমন ব্যক্তি রয়েছেন, যাঁরা আমার চেয়ে উত্তম, যেমন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ও তাঁদের মত গুণীজন। কিন্তু শাসকরূপে সম্ভবত আমিই তোমাদের জন্য অধিক উপকারী ও কল্যাণবাহী এবং তোমাদের শত্রু নিধনে অধিক কার্যকরী। রাবী মুহাম্মাদের সঙ্গীগণ তা বর্ণনা করেছেন ইব্ন সা'দ-এর সূত্রে, আর তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন মাস'আব থেকে,

---

১. একান্ন হিজরীতে সদলবলে হজ্জ করেন ইয়াযীদ ইব্ন মুআবিয়া কেউ কেউ বলেন ইয়াযীদ হজ্জ করে পঞ্চাশ হিজরীতে আর কারো মতে হযরত মুআবিয়া-তাবারী ৬/১৬১দ্রঃ।

তিনি আবূ বকর ইব্‌ন আবূ মারইয়াম থেকে, তিনি মু'আবিয়ার (রা) মাওলা (আযাদকৃত দাস) ছাবিত থেকে, তিনি হযরত মু'আবিয়াকে এরূপ বলতে শুনেছেন। দামেশ্‌কের খতীব হিশাম ইব্‌ন আম্মার বলেন, আমাদেরকে আমর ইব্‌ন ওয়াকিদ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে ইউনুস ইব্‌ন হালবাস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি হযরত মু'আবিয়াকে কোন এক জুমু'আর দিনে দামেশ্‌কের মিম্বরে বলতে শুনেছি, হে মানবমণ্ডলী ! আমার কথা ভালভাবে বুঝে নাও। একই সাথে দুনিয়া ও আখিরাতের বিষয়ে আমার চেয়ে জ্ঞানী কাউকে তোমরা পাবে না। সালাতে তোমরা তোমাদের দিক ও সারি (কাতার) ঠিক রেখো, অন্যথায় মহান আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরসমূহের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে দিবেন। তোমাদের নির্বোধদের নিবৃত্ত কর, অন্যথায় মহান আল্লাহ্ তোমাদের শত্রুদের কর্তৃত্ব দান করবেন। তখন তারা তোমাদেরকে নিকৃষ্টতম শাস্তি ভোগ করাবে। আর সাদকা কর। কেউ যেন একথা না বলে যে আমি স্বল্প আয়ের মানুষ। কেননা, অসচ্ছলের দান সচ্ছল ব্যক্তির দান থেকে উত্তম। আর সতী-সাধ্বী নারীগণের প্রতি অপবাদ আরোপ থেকে আত্মরক্ষা কর। আর কেউ যেন একথা না বলে যে, 'আমি শুনছি' আমার কাছে পৌঁছেছে। তোমাদের কেউ যদি সেই নূহ (আ)-এর কালের কোন নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তাহলেও সে কিয়ামতের দিন সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। আবূ দাউদ ত্বায়ালসী বলেন, আমাদেরকে ইয়াযীদ ইব্‌ন ত্বহ্‌মান আর রক্কাশী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে মুহাম্মাদ ইব্‌ন সীরীন বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- হযরত মু'আবিয়া (রা) যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে (হাদীস) বর্ণনা করতেন। তখন তাঁকে সন্দেহ করা হত না।

আবুল কাসিম আল বাহাবী সুওয়াইদ বিন সায়ীদ থেকে তা বর্ণনা করেন, আর তিনি হাম্মাম ইব্‌ন ইসমাঈল থেকে, তিনি আবূ কুবাইল থেকে, তিনি বলেন, হযরত মু'আবিয়া (তাঁর শাসনকালে) আবূ জায়শ নামক এক ব্যক্তিকে প্রতিদিন পাঠাতেন এবং লোকটি বিভিন্ন লোক সমাবেশে ঘুরে ঘুরে জিজ্ঞাসা করত, কারো কি কোন নবজাতক জন্মগ্রহণ করেছে? কিংবা কোন প্রতিনিধি (দল) কি আগমন করেছে? যখন তাকে এ বিষয়ে অবহিত করা হত, তখন (তাকে রেশন সরবরাহের জন্য) তার নাম রেজিস্টারভুক্ত করে নেওয়া হত। অন্যরা বলেন, হযরত মু'আবিয়া অতি বিনম্র ও কোমল হৃদয় ছিল, শিশুদের (গামছা সদৃশ চাবুক ব্যতীত) তাঁর কোন চাবুক ছিল না। তা দ্বারাই তিনি অপরাধীদের মৃদু প্রহার করতেন। হিশাম ইব্‌ন আম্মার আমর ইব্‌ন ওয়াকিদ থেকে, তিনি ইউনুস ইব্‌ন মায়সারা ইব্‌ন হালবাস থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (ইউনুস) বলেন, দামেশ্‌কের বাজারে আমি মু'আবিয়া (রা)-কে দেখেছি যে, তিনি তাঁর বাহনে এক বালক দাসকে বসিয়েছেন, আর তার পরণে তালিযুক্ত কাপড়। এ অবস্থায় তিনি দামেশ্‌কের বাজারে বাজারে ঘুরছেন। মুহাজিরদের উদ্ধৃতি দিয়ে আ'মাশ বলেন, তিনি বলেন, যদি তোমরা মু'আবিয়া (রা)-কে দেখতে তাহলে বলতে ইনিই হিদায়েতপ্রাপ্ত।

আওআম থেকে হাশিম বর্ণনা করেছেন আর তিনি জাবালা ইব্‌ন সুহাইম থেকে, তিনি ইব্‌ন আমর থেকে, তিনি বলেন, মু'আবিয়ার চেয়ে অধিক নেতৃভাবসম্পন্ন কাউকে আমি দেখি নি। তিনি (জাবালা) বলেন, আমি বললাম, উমরও নয় কি? তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে উমর (রা) তাঁর চেয়ে উত্তম ছিলেন, আর মু'আবিয়া ছিলেন অধিক নেতৃভাবসম্পন্ন। আবূ সুফিয়ান আল-হিয়ারী আওয়াম ইব্‌ন হাওশাব থেকে তা বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, রাসূল (সা)-এর পর আমি হযরত মু'আবিয়ার চেয়ে অধিক নেতৃভাবসম্পন্ন ব্যক্তি দেখি

নি। প্রশ্ন হল, আবূ বকরও নয় কি? তিনি বলেন, আবূ বকর, উমর, উসমান এঁরা প্রত্যেকে তাঁর চেয়ে উত্তম। তবে তিনি অধিক নেতৃভাবসম্পন্ন। আর তিনি ইব্ন উমর (রা) থেকে একাধিক সূত্রে তার অনুরূপ (রেওয়ায়েত) বর্ণনা করেছেন। মা'মার থেকে আবদুর রায্যাক বর্ণনা করেন, আর তিনি হুমাম থেকে, তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, মু'আবিয়া (রা)-এর চেয়ে রাজা-বাদশাদের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ কোন ব্যক্তি আমি দেখি নি। হাম্বল ইব্ন ইসহাক বলেন, আমাদেরকে আবূ নয়ীম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে ইব্ন আবূ উতায়বা পবিত্র মদীনার জনৈক শায়খ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মু'আবিয়া (একবার) বলেছিলেন, আমি হলাম মুসলমানদের প্রথম বাদশাহ[১]।

ইব্ন আবূ খায়ছামা বলেন, আমাদেরকে হারূন ইব্ন মারূফ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে হামযা বর্ণনা করেন, ইব্ন শাওযাব থেকে তিনি বলেন, মু'আবিয়া (রা) বলতেন, আমি হলাম (মুসলমানগণের) প্রথম বাদশাহ এবং শেষ খলীফা। এ ব্যাপারে আমাদের মত হল, সুন্নত বা সঠিক হল, হযরত মু'আবিয়াকে 'বাদশাহ' বলা। হযরত সাফীনা বর্ণিত হাদীসের কারণে তাকে খলীফা বলা হয় না। "আমার পর তিরিশ বছর হল খিলাফতকাল। এরপর তা অনাচার ও ফিৎনা এবং বাদশাহীতে পরিণত হবে।[২]

আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান একদিন হযরত মু'আবিয়ার প্রসঙ্গে আলোচনা করে বলেন, বিচক্ষণতা, সহনশীলতা ও মহানুভবতায় আমি তাঁর মত কাউকে দেখি নি। আর ধীরস্থির এবং কোমল আর দান-দক্ষিণায় উদারহস্ত আমি আর কাউকে দেখি নি। কোন এক বর্ণনায় এসেছে, একবার একব্যক্তি মু'আবিয়া (রা)-কে বেশ কঠিন মন্দ কথা শোনাল। এরপর তাকে বলা হল, ইচ্ছা করলে আপনি তাকে পাকড়াও করতে পারতেন। তিনি বলেন, আমার শাসিত কোন প্রজার অপরাধ ক্ষমা করা থেকে আমার সহনশীলতা সংকীর্ণ হবে, একথায় আমি মহান আল্লাহ্ থেকে লজ্জাবোধ করি। এক বর্ণনায় এসেছে, একবার তাঁকে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, হে আমীরুল মু'মিনীন ! কীসে আপনাকে সহনশীল ও ক্ষমাপ্রবণ করেছে? তিনি বলেন, কারো অপরাধ আমার সহনশীলতা ও ক্ষমার চেয়ে বড় হবে একথায় আমি লজ্জাবোধ করি।

ছাওরী থেকে আসমায়ী বলেন, হযরত মু'আবিয়া (রা) বলেন, এবিষয় থেকে আমি লজ্জাবোধ করি যে, কোন পাপ আমার ক্ষমার চেয়ে বড় হবে কিংবা কোন মূর্খতা আমার সহনশীলতার চেয়ে অধিক হবে কিংবা এমন কোন অনাবৃত বিষয় সৃষ্টি হবে যা আমি আমার আবরণ দ্বারা য আবৃত ও রক্ষা করতে পারব না।

---

১. আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বাকরা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, নবুওয়াতের খিলাফতকাল হল তিরিশ (৩০) বছর। এরপর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা রাজ-ক্ষমতা দান করবেন। অই মু'আবিয়া (রা) বলেন, আমরা বাদশাহী পেয়েই তুষ্ট হলাম। হাদীসখানি দেখুন; সুনানে আবূ দাঊদ (কিতাবুস সুন্নাহ) ৪/২১১; তিরমিযী শরীফ, কিতাবুল ফিতান ৪/৫০৩; মুসনাদে আহমাদ ৪/২৭৩; দালাইলুল বায়হাকী ৬/৩৪২;

২. মুসনাদে আহমাদ ৫/৪৪; ৫/২২০; এবং আবূ দাঊদ হাদীস নং ৪৬৪৬ রয়েছে-নবুওয়াতের খিলাফত হল তিরিশ বছর। তারপর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বাদশাহী দান করবেন। আর সাফীনা থেকে ইয়াকূব ইব্ন সুফিয়ানের সূত্রে রয়েছে, আমার উম্মতের খিলাফত হবে তিরিশ বছর। এরপর বাদাশাহীর পর বাদশাহী হতে থাকবে।

ইমাম শা'বী ও আসমায়ী তার (আসমায়ীর) পিতা থেকে বলেন, হযরত মু'আবিয়া এবং আবূ জাহম নামক এক ব্যক্তির মাঝে দীর্ঘ বাক্য-বিনিময় হল, এসময় আবূ জাহ্‌ম হযরত মু'আবিয়ার প্রতি অসৌজন্যমূলক কিছু কথা বলল, এসময় তিনি মাথা নীচু করে থাকলেন। তারপর মাথা উঠিয়ে বলেন, হে আবূ জাহ্‌ম ! (সুলতান) শাসকের ব্যাপারে সতর্ক থেকো। কেননা, সে অপরিণামদর্শী বালকের ন্যায় ক্রুদ্ধ হয় এবং সিংহের ন্যায় আক্রমণ করে। তার স্বল্পও লোকদের অধিককে কাবু করে। এরপর মু'আবিয়া (রা) আবূ জাহ্‌মকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ প্রদানের নির্দেশ দিলেন, তখন আবূ জাহ্‌ম সেই প্রসঙ্গে তাঁর প্রসংসায় আবৃত্তি করল-

نَمِيْلُ عَلَى جَوَانِبِهِ كَأَنَّا ﴾ نَمِيْلُ اذا نميل عَلَى ابِيْنَا

আমরা যখন তার প্রতি অবিচার করি তখন যেন আমরা আমাদের পিতার প্রতি অবিচার করি।

نقلبه لنخبر حالتيه ﴾ فنخبر منهما كرمًا ولينا

তার উভয় অবস্থা পরখ করার জন্য আমরা তাকে আঘাত করি, তখন আমরা তাঁর কোমলতা ও মহানুভবতার সন্ধান পাই। আ'মাশ বলেন, একবার হযরত হাসান ইব্‌ন আলী (রা) হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর সাথে তাওয়াফ করছিলেন, এসময় হযরত মু'আবিয়া তাঁর সামনে হাঁটছিলেন, তখন হযরত হাসান (রা) বলেন, তাঁর মা হিন্‌দের নিতম্বের সাথে তাঁর নিতম্বের কী সাদৃশ্য? হযরত মু'আবিয়া তাঁর দিকে ফিরে বলেন, তুমি ঠিকই বলেছ, এই যে সাদৃশ্য আবূ সুফিয়ানকেও অবাক করত। মু'আবিয়ার ভাগিনা আবদুর রহমান ইব্‌ন উম্মুল হাকাম তাঁকে বলেন, অমুক ব্যক্তি আমাকে গালমন্দ করে। তিনি তাকে বলেন, তুমি মাথা ঝুঁকিয়ে তার সামনে দিয়ে চলে যাবে, তাহলে তা তোমাকে অতিক্রম করে যাবে।

ইবনুল আরাবী বলেন, এক ব্যক্তি মু'আবিয়াকে বলেন, আপনার চেয়ে ইতর আমি দেখি নি। মু'আবিয়া বলেন, আবশ্যই (ইতর ঐ ব্যক্তি) যে মানুষের সাথে এইভাবে কথা বলে। আবূ বিন আ'লা বলেন, হযরত মু'আবিয়া বলেন, মহানুভবতার পরিবর্তে লাল উটের পালও আমাকে আনন্দিত করে না। এবং তিনি আরও বলেন, তদ্রূপ সহনশীলতার বিনিময়ে বিজয়ের সম্মান আমাকে আনন্দিত করে না। তাদের কেউ বলেন, মু'আবিয়া বলেন, হে বনী উমায়্যা ! বিচক্ষণতা ও সহনশীলতা দ্বারা তোমরা কুরাইশদের সাথে নিজেদের পার্থক্য গড়ে নাও। আল্লাহ্‌র শপথ ! কখনও জাহিলিয়াতে আমার সাথে কোন ব্যক্তির সাক্ষাৎ হত আর সে আমাকে গালমন্দে ভরে দিত আর আমি সহনশীলতায় তাকে ভরে দিতাম। এরপর আমি যখন ফিরতাম তখন সে আমার বন্ধু হয়ে যেত, আমি তার সাহায্য চাইলে সে আমাকে সাহায্য করত। তার সাহচর্য আমি (কারো প্রতি) উত্তেজিত হলে সেও উত্তেজিত হত। সহনশীলতা ও মার্জনা কোন সম্ভ্রান্তের সম্মান হ্রাস করে নি, তা তার মহানুভবতাই বৃদ্ধি করেছে। তিনি আরো বলেন, সহনশীলতার আপদ হল অপছন্দতা। তিনি বলেন, ততক্ষণ তার মূর্খতার উপর সহনশীলতা এবং কামনা বাসনা ও কুপ্রবৃত্তির উপর ধৈর্যশীলতা প্রবল হয়। সহনশীলতার শক্তি ব্যতীত কোন ব্যক্তি এই স্তরে উপনীত হতে পারে না।

আবদুল্লাহ্‌ বিন জুবাইর বলেন, হিন্‌দের ছেলের কৃতিত্ব হল, আমরা সকলে তাঁকে ভয় ও সমীহ করতাম। আর নখর ও থাবার অধিকারী সিংহ সবচেয়ে দুঃসাহসী, তখন তিনিও

আমাদের সামনে ভয় প্রকাশ করতেন। আর আমরা তাঁকে ধোঁকা দিতাম। এমতাবস্থায় একদিন বয়সবিশিষ্ট কোন প্রাণীও তাঁর চেয়ে চতুর নয়। তিনি আমাদের সামনে ধোঁকাগ্রস্ত হওয়ার ভান করতেন। আল্লাহ্র শপথ ! আমি আকাঙ্ক্ষা করতাম এই পাহাড়ে একটি পাথর থাকা পর্যন্ত যেন আমরা তাঁর সাহচর্য লাভ করি। এই বলে তিনি আবূ কুবায়স পাহাড়ের দিকে ইঙ্গিত করেন। একব্যক্তি মু'আবিয়া (রা)-কে জিজ্ঞাসা করল, নেতৃত্বের সবচেয়ে যোগ্য কোন্ ব্যক্তি? তিনি বলেন, দান প্রার্থনাকালে সবচেয়ে বদান্য, সমাবেশ ও বৈঠকে সবচেয়ে সদাচারী এবং মূর্খতার শিকার হলে সবচেয়ে অধিক হলে সহনশীল। আবূ উবাইদা মা'মর বিন মুছান্না বলেন, হযরত মু'আবিয়া প্রায়শই এই পঙ্ক্তিগুলো আবৃত্তি করতেন,

فما قتل السفاهة قتل حلم + يعود به على الجهل الحليم —

সহনশীলতার মত অন্যকিছু নির্বুদ্ধিতাকে নির্মূল করতে পারে না, সহনশীল ব্যক্তি তা দ্বারা মূর্খতার প্রতিকার করে।

فلا تسفه وان ملئت غيظا + على أحد فان الفحش لؤم —

কাজেই ক্রোধে থাকলেও কারো প্রতি মূর্খ আচরণ করো না। কেননা, মূর্খ (অশ্লীল) আচরণ ইতরতার নামান্তর।

ولا تقطع أخا لك عند ذنب + فان الذنب يغفره الكريم —

অপরাধের কারণে ভ্রাতৃ-সম্পর্ক ছিন্ন করো না। কেননা, মহৎ ব্যক্তিই অপরাধ ক্ষমা করে থাকে। 'আল-আহকাম' গ্রন্থে কাযী মা-ওয়ারদী বলেন, বর্ণিত আছে যে, (একবার) হযরত মু'আবিয়ার কাছে কয়েকজন চোর আনা হল, তিনি একে একে তাদের হাত কাটতে লাগলেন, পরিশেষে তাদের একজন বাকী থাকল, সে আবৃত্তি করে উঠল,

يمينى احيى المؤمنين أعيذها

بعفوله ان تلقى فكانا يشينها

আমীরুল মু'মিনীন ! আমার ডান হাতকে আমি আপনার ক্ষমার আশ্রয়ে দিচ্ছি, যেন সে কোন নিন্দনীয় পরিণতির সাক্ষাৎ না পায়।

يدى كانت الحسناء لوتم سترها + ولا تعدم الحياء عيبا يشيرها —

فلا خير فى الدنيا و كانت حبيبة + اذا ما شمالى فارقتها يمينى —

আমার প্রিয় ডান হাত যদি বাম হাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে দুনিয়াতে বেঁচে থেকে কী লাভ? হযরত মু'আবিয়া বলেন, কিভাবে আমি তোমাকে রক্ষা করব, অথচ ইতিমধ্যে তোমার অন্য সঙ্গীদের হাত কেটে ফেলা হয়েছে? এই চোরেরা যা বলল, আপনি তাকে (হাত না কাটাকে) আপনার ঐসকল অপরাধের অন্তর্ভুক্ত করে নিন যা থেকে আপনি তাওবা করেন। তিনি তাকে মুক্ত করে দিলেন। এটা ছিল ইসলামী শাসনের অধীনে প্রথম গুরুদণ্ড মওকুফ। ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মু'আবিয়া (রা) কি দ্বারা লোকদের কাবু করেন তা আমি বুঝতে পেরেছি। লোকেরা যখন উড়ে (সরে) যায় তখন তিনি পতিত হন তথা আগমন করেন। আর তিনি যখন আগমন করেন তখন তারা সরে যায়। অন্য বর্ণনাকারী বলেন, মু'আবিয়া (রা) তাঁর নায়েব যিয়াদের কাছে লিখে পাঠালেন, প্রজাদের সব সময় যদি তাদের সাথে কোমলতা করা হয়, তাহলে তারা অতি উৎফুল্ল ও অবাধ্য হয়ে যাবে, আর যদি সবসময় কঠোরতা

করা হয় তাহলে তারা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হবে। তাই তুমি রূঢ়তা, রুক্ষতা ও কঠোরতার পথ অবলম্বন করবে। আর আমি কোমলতা, প্রজাবৎসলতা ও দয়ার্দ্রতা অবলম্বন করব। যাতে করে কোন ভীতশঙ্কিত আশ্রয়ের পথ খুঁজে পায়।

আবূ মুসহির বলেন, সায়ীদ বিন আবদুল আযীয থেকে তিনি বলেন, মু'আবিয়া (রা) হযরত আয়েশা (রা)-এর পক্ষ থেকে আঠার হাজার দীনার ঋণ পরিশোধ করেন এবং মানুষকে দান সদকা করার ফলে তাঁর দায়িত্বে যে ঋণ ছিল তাও তিনি পরিশোধ করেন। হিশাম বিন উরওয়া তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন- একবার মু'আবিয়া (রা) উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)-এর কাছে একলক্ষ দিরহাম (হাদিয়া) পাঠালেন, তৎক্ষণাৎ তিনি তা সকলের মাঝে বিলিয়ে দিলেন এমনকি একটি দিরহামও অবশিষ্ট রইল না। তার পরিচারিকা তাঁকে বলল, আপনি যদি একটি দিরহাম রেখে দিতেন তাহলে আমরা কিছু গোশত কিনে তা দ্বারা ইফতার করতে পারতাম। তিনি বলেন, তুমি যদি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে তাহলে আমি তা করতাম[১]। আতা বলেন, হযরত আয়েশা (রা)-এর পবিত্র মক্কার অবস্থানকালে হযরত মু'আবিয়া (রা) তাঁর খিদমতে লক্ষ দিরহাম মূল্যের একটি গলার হার পাঠান তখন তিনি তা গ্রহণ করেন। যায়দ ইবনুল হুবাব হুসাইন বিন ওয়াকিদ থেকে বর্ণনা করেছেন, আর তিনি আবদুল্লাহ্ বিন বুরায়দা থেকে। তিনি বলেন, হযরত হাসান বিন আলী (রা) হযরত মু'আবিয়ার কাছে আসলেন, তিনি বলেন, তোমাকে আমি এমন পুরস্কার দিব যা ইতিপূর্বে কেউ দেয় নি। এরপর তিনি তাঁকে চল্লিশ লক্ষ দিরহাম প্রদান করেন।[২]

একবার হযরত হুসাইন (রা) প্রতিনিধিরূপে তাঁর কাছে আসলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাদের দু'জনকে দুইলক্ষ দিরহাম বখ্‌শিশ দিলেন এবং তাঁদেরকে বলেন, আমার পূর্বে কেউ এমন দেয় নি। হুসাইন (রা) বলেন, আর আপনি ইতিপূর্বে আমাদের চেয়ে উত্তম কাউকে দেন নি। ইব্‌ন আবুদ-দুন্‌য়া বলেন, আমাদেরকে ইউসুফ বিন মূসা বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে জারীর বর্ণনা করেছেন মুগীরা থেকে, তিনি বলেন, একবার হযরত হাসান বিন আলী (রা) এবং আবদুল্লাহ্ বিন জা'ফর হযরত মু'আবিয়ার কাছে অর্থ চেয়ে লোক পাঠালেন। তিনি তাদের উভয়ের কাছে একলক্ষ দিরহাম পাঠালেন। এ সংবাদ যখন হযরত আলীর কানে পৌঁছল তিনি তাদের দু'জনকে বলেন, তোমরা কি লজ্জাবোধ কর না? সকাল বেলা আমরা যে ব্যক্তির চোখে বর্শাঘাত করি আর সন্ধ্যা বেলায় তোমরা তার কাছে অর্থ চেয়ে পাঠাও? তারা দু'ইজন বলেন, আসলে আপনি আমাদের বঞ্চিত করেন আর তিনি আমাদের প্রতি বদান্য হয়েছেন।

আসমায়ী বর্ণনা করেছেন, (একবার) হযরত হাসান ও আবদুল্লাহ্ বিন যুবাইর হযরত মু'আবিয়ার কাছে প্রতিনিধিরূপে আসলেন, তিনি হযরত হাসানকে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি স্বাগতম ! এরপর তাকে তিনলক্ষ দিরহাম প্রদানের নির্দেশ দিলেন। আর ইব্‌ন যুবাইরকে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর 'ফুফাত ভাই'কে স্বাগতম ! এরপর তাকে একলক্ষ দিরহাম

১.ত্বাকাতে ইবন সা'দে (৮/৬৬)-বর্ণনাটিকে হিশাম বিন উরওয়ার সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, যিনি বর্ণনা করেন, ইবনুল মুনকাদির থেকে আর তিনি উম্মে যররা থেকে, তাতে রয়েছে, ইবন যুবাইর হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে একলক্ষ দিরহাম পাঠিয়েছিলেন। ইবন হাজার তাঁর আল-ইসাবা গ্রন্থে ইব্‌ন সা'দের (৪ ঃ ৩৬১) উদ্ধৃতিতে তা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সেখানে তিনি উল্লেখ করেন নি, কে এই অর্থ পাঠিয়েছিলেন।

২. আল-ইসাবা গ্রন্থে রেওয়ায়েতটি আল-হাসান বিন শফিকের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আর তাতে রয়েছে চার লক্ষের কথা (১ঃ৩৩০)।

প্রদানের নির্দেশ দিলেন। আবূ মারওয়ান আল-মারওয়ানী বলেন, (একবার) হযরত মু'আবিয়া হাসান বিন আলীর কাছে একলক্ষ দিরহাম পাঠালেন, তিনি তা তাঁর উপস্থিত সঙ্গীদের মাঝে বণ্টন করে দিলেন, তাদের সংখ্যা ছিল দশ। তাই তারা প্রত্যেকে দশ হাজার করে পেলেন। তদ্রূপ আবদুল্লাহ্ বিন জা'ফরের কাছেও একলক্ষ দিরহাম পাঠালেন। তাঁর স্ত্রী ফাতিমা তাঁর থেকে তা চেয়ে বসলেন, তিনি তাকে একলক্ষ দিরহামই প্রদান করলেন। আর মারওয়ান ইবনুল হাকাম-এর কাছে যখন একলক্ষ দিরহাম পাঠালেন, তখন তিনি পঞ্চাশ হাজার দান করলেন, আর পঞ্চাশ হাজার রেখে দিলেন্ একইভাবে ইব্ন উমরের কাছেও একলক্ষ দিরহাম পাঠালেন, তিনি নব্বই হাজার দিরহাম বণ্টন করে দিলেন আর দশ হাজার রেখে দিলেন। মু'আবিয়া (রা) বলেন, তিনি মিতব্যয়ী, মিতব্যয়িতা ভালবাসেন। আর তিনি যখন আবদুল্লাহ্ বিন যুবাইরের কাছে একলক্ষ দিরহাম পাঠালেন, তিনি দূতকে জিজ্ঞাসা করলেন, তা নিয়ে তুমি দিনের বেলায় কেন আসলে? রাত্রে কেন আসলে না? তারপর তার সব নিজের কাছে রেখে দিলেন, তা থেকে কাউকে কিছু দিলেন না। মু'আবিয়া (রা) বলেন, সে অত্যন্ত চতুর ও কৌশলী। কারো আয়ত্তে আসার পূর্বেই সে তাঁর সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে রাখে। ইব্ন দাআ-ব বলেন, আবদুল্লাহ্ বিন জা'ফর প্রতি বছর মু'আবিয়া (রা) থেকে দশলক্ষ দিরহাম পেতেন। এছাড়া তিনি তাঁর আরো শত প্রয়োজন পূর্ণ করতেন। একবছর তিনি যখন তাঁর কাছে আগমন করলেন, তখন তিনি তাকে (উল্লেখিত পরিমাণ) অর্থ প্রদান করলেন এবং প্রয়োজনাদি পূর্ণ করলেন, তবে একটি প্রয়োজন রয়ে গেল।

এদিকে তিনি তাঁর দরবারে থাকা অবস্থায় সিজিস্তানের নেতৃস্থানীয় একব্যক্তি এসে হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর কাছে তাকে সেখানকার শাসনক্ষমতা প্রদানের আবেদন করল এবং সে অঙ্গীকার করল, যে তার এই প্রয়োজন পূরণ করবে, সে তাকে তার নিজের থেকে দশলক্ষ দিরহাম প্রদান করবে। এরপর সে আহনাফ বিন কায়সের সাথে আগত শাম ও ইরাকের নেতৃস্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ ও আমীর উমারাদের কাছে ঘোরাঘুরি করতে লাগল। তারা সকলেই তাকে বলল, তুমি আবদুল্লাহ্ বিন জা'ফরের শরণাপন্ন হও। এই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তার শরণাপন্ন হল, এরপর ইব্ন জা'ফর তার ব্যাপারে হযরত মু'আবিয়ার সাথে কথা বলেন, তখন তিনি তার শততম প্রয়োজনরূপে তা পূর্ণ করে দিলেন এবং কাতিবকে নির্দেশ দিলেন, সে তার অনুকূলে খলীফার ফরমান লিখে দিল। এরপর ইব্ন জা'ফর যখন তা (সেই ফরমান) তার কাছে নিয়ে আসলেন তখন সে তাকে সিজদা করল এবং তার সামনে দশলক্ষ দিরহাম পেশ করলেন। ইব্ন জা'ফর তাকে বলেন, মহান আল্লাহ্কে সিজদা করো, আর তোমার অর্থ তোমার গৃহে নিয়ে যাও। আমরা এমন পরিবারের সদস্য, যারা অনুগ্রহের সওদা করে না। এ সংবাদ যখন মু'আবিয়া (রা)-এর কাছে পৌঁছল তখন তিনি বলেন, ইয়াযীদের একথা বলা আমার কাছে সমগ্র ইরাকের কর ও খাজনা থেকে প্রিয়তর। আসলে মহানুভবতা বনূ হাশিমের মজ্জাগত।

অন্য বর্ণনাকারী বলেন, প্রতিবছর আবদুল্লাহ্ বিন জা'ফর (রা) হযরত মু'আবিয়া (রা) থেকে দশলক্ষ দিরহাম বখ্শিশ পেতেন। একবার তিনি পাঁচলক্ষ দিরহাম ঋণী হয়ে পড়লেন এবং পাওনাদাররা তাকে তাগাদা দিতে লাগল, তিনি তাদের কাছে অবকাশ চাইলেন যাতে হযরত মু'আবিয়ার কাছে আগমন করে তার বাৎসরিক বখ্শিশের কিছু অগ্রিম প্রদান করার কথা

বলতে পারেন। এরপর তিনি তাঁর কাছে পৌঁছলে মু'আবিয়া (রা) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার আগমনের হেতু কী? হে ইব্‌ন জা'ফর ! তিনি বলেন, ঋণের বোঝা, পাওনাদারেরা যার তাগাদা করে চলছে। তিনি বলেন, তার পরিমাণ কত? ইব্‌ন জা'ফর বলেন, পাঁচলক্ষ দিরহাম্‌ তখন তিনি তাঁর পক্ষ থেকে তা পরিশোধ করে বলেন, আপনার নামে দশলক্ষ যথাসময়ে পৌঁছে যাবে। ইব্‌ন সায়ীদ বলেন, আমাদেরকে মূসা বিন ইসমাঈল বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে ইব্‌ন হিলাল ক্বাতাদা থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন, অদ্ভুত হাসান বিন আলীর বিষয়টি ! রূমাকূপের পানির সাথে ইয়ামানী মধু মিশিয়ে পান করলেন আর তাই তাঁর কাল হল। তারপর ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বলেন, হাসান বিন আলীর মৃত্যুতে আল্লাহ্‌ যেন আপনাকে দুঃখিত ও বেদনাহত না করে। ইব্‌ন আব্বাস বলেন, আমীরুল মু'মিনীনকে আল্লাহ্‌ যত দিন জীবিত রাখবেন ততদিন আমাকে তিনি দুঃখিত ও বেদনাহত করবেন না। কাতাদা বলেন, তিনি তাঁকে নগদ দশলক্ষ দিরহাম এবং অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী প্রদান করলেন এবং বলেন, এগুলো আপনি আপনার স্বজন পরিজনদের মাঝে বণ্টন করে দিন।

আবুল হাসান আল মাদায়িনী সালামা বিন মুহারিব থেকে বর্ণনা করে বলেন, হযরত মু'আবিয়াকে প্রশ্ন করা হল, বনূ হাশিম ও আপনাদের মাঝে কারা অধিক সম্ভ্রান্ত? তিনি বলেন, আমাদের মাঝে সম্ভ্রান্ত লোকের সংখ্যা অধিক ছিল। কিন্তু সম্ভ্রান্ততার 'মানে' তারা অগ্রগামী। তাদের মাঝে রয়েছেন হাশিম। সমগ্র বনূ আব্‌দ মানাফের মাঝে তার ন্যায় সম্ভ্রান্ত কেউ নেই। এরপর যখন তার মৃত্যু হল তখন আমরা লোকসংখ্যায় এবং সম্ভ্রান্তজনের সংখ্যায় তাদের চেয়ে অধিক হলাম। আর এসময় তাদের মাঝে ছিলেন আবদুল মুত্তালিব, আর আমাদের মাঝে তার মত কেউ ছিল না। তিনি যখন মারা গেলেন তখনও আমরা লোকসংখ্যায় ও সম্ভ্রান্তজনের সংখ্যায় তাদের চেয়ে অধিক হলাম। এসময় তাদের মাঝে আমাদের ন্যায় কোন সম্ভ্রান্তজন ছিল না। তারপর চক্ষুস্থির হতে না হতেই তারা বলল, আমাদের মাঝে এক নবীর আবির্ভাব হয়েছে। সত্যিই, তাদের মাঝে এমন এক নবীর আবির্ভাব হল, যার মত নবীর কথা কোন কালে কেউ শুনেনি। তিনি হলেন, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আর তাদের এই শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্ভ্রান্ততার নাগাল পাবে কে?

ইব্‌ন আবূ খায়ছামা বর্ণনা করেছেন, মূসা বিন ইসমাঈল থেকে, তিনি হাম্মাদ বিন সালামা থেকে, তিনি ইব্‌ন আলী বিন যায়দ থেকে, তিনি ইউসুফ বিন মাহ্‌রান থেকে, তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে যে, হযরত আমর ইবনুল 'আস হযরত মু'আবিয়া (রা) দেখেছেন যে, তারা তাদের খিলাফতকালে বিভিন্নজনকে যে সকল ক্ষমতা (দায়িত্ব) প্রদান করেছেন, সে ব্যাপারে তাদের হিসাব গ্রহণ করা হচ্ছে, আর মু'আবিয়া (রা)-কে দেখেছেন তাঁর ব্যাপারে দুই ব্যক্তি নিযুক্ত রয়েছেন যারা তাঁর শাসনকালে তাঁর কৃতকর্মের হিসাব গ্রহণ করেছেন, মু'আবিয়া (রা) তাকে বলেন, কী আর তুমি দেখেছ? এর পরে তো মিসরের স্বর্ণমুদ্রার হিসাবও রয়েছে ! ইব্‌ন দুরাইদ বলেন, আবূ হাতিম থেকে, তিনি আতাবী থেকে, তিনি বলেন, (একবার) আমর (রা) হযরত মু'আবিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করলেন, এসময় তাঁর কাছে জনৈক সাহাবীর মৃত্যুতে সান্ত্বনা সম্বলিত একটি পত্র এসে পৌঁছেছিল,তাই হযরত মু'আবিয়া "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিঊন" পড়লেন, তখন আমর ইবনুল 'আস (রা) আবৃত্তি করলেন-

تموت الصالحون وانت حى + وتخطاله المنايا لاتموت -

সৎলোকেরা সব মৃত্যুবরণ করছেন আর আপনি জীবিত - মৃত্যু আপনাকে অতিক্রম করে যাচ্ছে তাই আপনি মৃত্যুবরণ করছেন না।

তখন মু'আবিয়া (রা) আবৃত্তি করলেন-

اترجو ان أفوت وانت حى + فلست بميت حتى تموت -

তুমি কি এই আশায় রয়েছো যে, আমি মৃত্যুবরণ করব আর তুমি চেয়ে দেখবে না। তা হবে না। তুমি মৃত্যুবরণ না করলে আমার মৃত্যু হবে না।

ইবনুস সাম্মাক বলেন, হযরত মু'আবিয়া (রা) বলেন, সকল মানুষকে আমি সন্তুষ্ট করতে পারি তবে ঐ ব্যক্তিকে নয় যে কোন নি'আমত বা দানের কারণে কাউকে হিংসা করে। কেননা, ঐ নি'আমতের বিলুপ্তি ছাড়া অন্য কিছু তাকে তুষ্ট করতে পারে না। যুহরী আবদুল মালিকের সূত্রে বলেন, আর তিনি আবূ বাহ্রিয়্যা থেকে বলেন, হযরত মু'আবিয়া বলেন, মানবিক মহত্ত্ব চারটি বিষয়ে ১. ইসলামে সংযম ও সচ্চরিত্র। ২. অর্থ-সম্পদের সুব্যবস্থাপনা। ৩. ভ্রাতৃবর্গের রক্ষণাবেক্ষণ এবং ৪. প্রতিবেশীদের রক্ষণাবেক্ষণ। আবূ বকর আল-হুযালী বলেন, হযরত মু'আবিয়া (রা) কাব্য চর্চা করতেন। এরপর তিনি যখন খিলাফতের দায়িত্ব লাভ করলেন, তখন তাঁর স্বজনেরা তাঁকে বলল, এখন তো আপনি আপনার চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছে গেছেন, এখন আর কাব্য চর্চা দ্বারা কী করবেন? একদিন তিনি কিঞ্চিৎ স্বস্তি লাভ করে আবৃত্তি করলেন-

حرمت سفاهتى وأرحت حلمى -

وفى على تحملى اعتراض -

নির্বুদ্ধিতাকে কর্তন করেছি এবং বিচক্ষণতাকে স্বস্তি দিয়েছি

على أنى أجيب اذا دعتنى + الى حاجاتها الحرق المراض -

শা'বী থেকে মুগীরা বলেন, সর্বপ্রথম যিনি বসে খুৎবা দেন তিনি হলেন হযরত মু'আবিয়া (রা)। যখন তাঁর শরীরে প্রচুর মেদ জমেছিল এবং তাঁর বিশাল ভুঁড়ি নেমেছিল। তদ্রূপ ইবরাহীমের সূত্রে মুগীরা থেকে বর্ণিত আছে যে তিনি বলেন, সর্বপ্রথম বসে জুমু'আর খুৎবা দেন হযরত মু'আবিয়া (রা)। আবুল মালীহ্ মায়মূন থেকে বলেন, সর্বপ্রথম মিম্বরে বসার প্রচলন ঘটিয়েছেন হযরত মু'আবিয়া (রা) আর বসার জন্য তিনি সকলের অনুমতি গ্রহণ করেছেন। সায়ীদ বিন মুসায়্যাব থেকে কাতাদা বলেন, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন সর্বপ্রথম আযান ইকামতের প্রচলন ঘটান মু'আবিয়া (রা)। আবূ জা'ফর আল-বাকির বলেন, পবিত্র মক্কার প্রবেশ দ্বারসমূহের কোন অর্গল (তালা) ছিল না। সর্বপ্রথম যিনি মক্কায় অর্গলযুক্ত ফটকের ব্যবস্থা করেন তিনি হলেন মু'আবিয়া (রা)। আবুল য়ামান শু'আইব থেকে, তিনি যুহরী থেকে বর্ণনা করেন, এভাবেই সুন্নাহ প্রচলিত হয়ে এসেছে যে, কাফির মুসলমানের আর মুসলমান কাফিরের উত্তরাধিকারী হবে না। প্রথম যে ব্যক্তি মুসলমানকে কাফিরের উত্তরাধিকারী বানান তিনি হলেন মু'আবিয়া (রা)। তারপর বনূ উমায়্যা সে অনুযায়ী ফয়সালা করেছে। অবশেষে হযরত উমর বিন আবদুল আযীয (র) যখন খলীফা হলেন তিনি সুন্নাহ-এর অনুসরণ করলেন। হিশাম হযরত মু'আবিয়া ও তাঁর পরবর্তীতে বনূ উমায়্যার ফয়সালাকৃত সব ফিরিয়ে দিলেন।

ইমাম যুহরী এমত ব্যক্ত করেছেন এভাবে সুন্নাহ প্রচলিত হয়ে এসেছে যে যিম্মির 'দিয়ত'[১] মুসলমানদের দিয়তের মত। হযরত মু'আবিয়া সর্বপ্রথম তাকে অর্ধেক নির্ধারণ করেন আর

১. প্রাণ হত্যার রক্তমূল্য বা ক্ষতিপূরণ যা শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত।

অবশিষ্ট অর্ধেক নিজে গ্রহণ করেন। ইব্‌ন ওয়াহব মালিক থেকে, তিনি যুহরী থেকে, তিনি বলেন, (একবার) আমি সায়ীদ বিন মুসায়্যিবকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বলে, হে যুহরী ভালভাবে শুনে রাখ ! আবূ বকর, উমর, উসমান ও আলীর মহব্বত যার অন্তরে নিয়ে মৃত্যুবরণ করল, রাসূলুল্লাহ্‌র নির্ধারিত দশজনের জন্য জান্নাতের সাক্ষ্য দিল এবং মু'আবিয়ার জন্য আল্লাহ্‌র রহমত কামনা করল, আল্লাহ্ (অবশ্যই) তার হিসাব নিকাশ গ্রহণ করবেন না। সায়ীদ বিন ইয়াকূব তুলকানী বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ বিন মুবারককে বলতে শুনেছি, হযরত মু'আবিয়ার নাকের ধূলাও উমর বিন আবদুল আযীযের চেয়ে উত্তম। মুহাম্মদ বিন ইয়াহ্ইয়া বিন সায়ীদ বলেন, (একবার) ইবনুল মুবারককে মু'আবিয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, তিনি বলেন, এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আমি কী বলব, যিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন سمع الله لمن حمده বলেন তখন তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে ربنا لك الحمد বলেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, হযরত মু'আবিয়া ও উমর বিন আবদুল আযীয এ দু'জনের মধ্যে উত্তম কে? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহচর্যে থাকা অবস্থায় হযরত মু'আবিয়ার নাকের ধূলিও উমর বিন আবদুল আযীযের চেয়ে উত্তম। ইবনুল মুবারকের সূত্রে অন্য কোন বর্ণনাকারী বলেন, হযরত মু'আবিয়া (রা) বলেন, আমাদের কাছে (সময়ে) পরীক্ষা রয়েছে। এরপর যাকে আমরা সেদিকে বাঁকা চোখে তাকাতে দেখব (সাহাবাগণের ব্যাপারে বিরূপ কথার ব্যাপারে) তাকে আমরা অভিযুক্ত করব।

মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ্ বিন আম্মার মাওসিলী ও অন্যরা বলেন, মু'আফী বিন ইমরানকে জিজ্ঞাসা করা হল, কে উত্তম? হযরত মু'আবিয়া নাকি উমর বিন আবদুল আযীয। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে প্রশ্নকারীকে বলেন, তুমি কি একজন সাহাবীকে একজন তাবেয়ীর সমান করতে চাও? হযরত মু'আবিয়া আল্লাহ্‌র রাসূলের সঙ্গী, তাঁর স্ত্রীর ভাই এবং তাঁর বিশ্বস্ত ওহী লিখক। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন, "আমার সঙ্গী-সাথী এবং শ্বশুরকুলের সমালোচনা করো না। তাঁদের যে গালমন্দ করবে তার উপর আল্লাহ্‌র, ফিরিশতাদের এবং সকল মানুষের অভিশাপ আপতিত হবে।" ফযল বিন উতায়বা এমনই বলেছেন। আর আবূ তাওবা আর্‌রবী বিন নাফি' আল-হালাবী বলেন, মু'আবিয়া হলেন, মুহাম্মাদ (সা)-এর সাহাবীগণের (প্রথম) আবরণ, কেউ যখন তা অপসারণ করে তখন সে পরবর্তী আবরণ অপসারণের দুঃসাহস লাভ করে। মাইমূনী বলেন, আহনাফ বিন হাম্বল আমাকে বলেছেন, হে আবুল হাসান ! যখন তুমি কাউকে কোন সাহাবীর সমালোচনা করতে দেখবে, তার ইসলামে খাদ আছে জানবে।

ফযল বিন যিয়াদ বলেন, হযরত মু'আবিয়া ও আমর ইবনুল 'আসের সমালোচনা করে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে আমি আবূ আবদুল্লাহ্‌কে জিজ্ঞাসিত হতে শুনেছি যে, তাকে কি রাফেযী বলা যাবে? তিনি বলেন, মন্দ অভ্যন্তর ও উদ্দেশ্য ব্যতীত সে তাদের দু'জনের প্রতি এই দুঃসাহস দেখায় নি। আর অসৎ উদ্দেশ্য ব্যতীত কেউ কোন সাহাবীর সমালোচনা করে নি। ইবনুল মুবারক বলেন, মুহাম্মাদ বিন মুসলিম থেকে, তিনি ইবরাহীম বিন মায়সারা থেকে তিনি বলেন, হযরত মু'আবিয়ার সমালোচনাকারী এক ব্যক্তি ব্যতীত আমি উমর বিন আবদুল আযীযকে কোন মানুষের গায়ে হাত উঠাতে দেখি নি। ঐ ব্যক্তিকে তিনি কয়েক ঘা চাবুক লাগিয়ে ছিলেন, সাল্‌ফে সালেহীনদের একজন বলেন, যখন আমি শামের এক পাহাড়ে অবস্থান করছিলাম তখন এক (অদৃশ্য) ঘোষককে বলতে শুনলাম- সিদ্দীকের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী হল যিনদীক, ধর্মদ্রোহী (ফাসিক)। উমরের প্রতি বিদ্বেষীর ঠাঁই হল জাহান্নাম। উসমান বিদ্বেষীর প্রতিপক্ষ হলেন রহমান,

আলী বিদ্বেষীর প্রতিপক্ষ হলেন নবী (সা)। আর যে মু'আবিয়ার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে (জাহান্নামের) ফেরেশ্তারা তাকে হেঁচড়ে নিয়ে যাবে। উত্তপ্ত জাহান্নামের দিকে এবং সে নিক্ষিপ্ত হবে উত্তপ্ত অগ্নি গহ্বরে।

জনৈক বর্ণনাকারী বলেন, একবার আমি (স্বপ্নযোগে) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখলাম এসময় তাঁর কাছে আবূ বকর, উমর, উসমান, আলী ও মু'আবিয়া ছিলেন। হঠাৎ এক ব্যক্তি উপস্থিত হল। উমর (রা) বললেন ! ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এ আমাদের সমালোচনা করে। একথা বলে তিনি যেন রাসূলাল্লাহ্ (সা)-কে তাকে ধমক দিতে বলেন। লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি এদের সমালোচনা করি না। কিন্তু এর (মু'আবিয়ার) সমালোচনা করি। তিনি বলেন, তোমার ধ্বংস হোক ! সে কি আমার সাহাবী নয়? তিনি একথা তিনবার বললেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি বর্শা নিলেন এবং মু'আবিয়াকে তা ধরিয়ে দিয়ে বলেন, এটা তার বুকে বিদ্ধ কর। তিনি তা দ্বারা লোকটিকে আঘাত করলেন, আর আমি তৎক্ষণাৎ ঘুম থেকে জাগ্রত্ হলাম। এরপর সকাল-সকাল তার বাড়িতে গিয়ে দেখতে পেলাম, গতরাত্রে লোকটিকে জবাই করে হত্যা করা হয়েছে। আর সে লোকটি হল রাশিদ আল কিন্দী।

ফুযাইল বিন আয়ায থেকে ইব্ন আসাকির বর্ণনা করেন যে, তিনি বলতেন, হযরত মু'আবিয়া (রা) ছিলেন বিশিষ্ট সাহবী এবং বড় আলিম। কিন্তু তিনি দুনিয়ার আসক্তি দ্বারা পরীক্ষিত হয়েছিলেন। আতাবী বলেন, (একবার) হযরত মু'আবিয়াকে বলা হল, আপনার বার্ধক্য ত্বরান্বিত হয়েছে? তিনি বলেন, কীভাবে তা হবে না ? অথচ আরবের এক ব্যক্তি সবসময় আমার মাথার উপর দাঁড়িয়ে আমার উদ্দেশ্যে এমন কথা উচ্চারণ করে যার উত্তর দেওয়া আমার জন্য অপরিহার্য। এরপর আমি যদি সঠিক উত্তর দিই তাহলে কোন প্রশংসা পাই না, কিন্তু যদি ভুল করে বসি তাহলে তার রাষ্ট্র হয়ে যায়।

ইমাম শা'বী ও অন্যরা বলেন, শেষ বয়সে মু'আবিয়ার (রা) সামনের দুই দাঁত পড়ে গিয়েছিল।[১] ইব্ন আসাকির হযরত মু'আবিয়ার আযাদকৃত গোলাম খোঁজা খাদীজের জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে তার উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন, (একবার) মু'আবিয়া (রা) একটি সুন্দরী ও ফর্সা বাঁদী খরিদ করলেন, এরপর আমি তাকে বিবস্ত্র অবস্থায় তাঁর সামনে পেশ করলাম, এ সময় তাঁর হাতে একটি দণ্ড ছিল। তিনি তা দ্বারা তার বিশেষ অঙ্গের প্রতি নির্দেশ করে বলেন, এই সম্ভোগ অঙ্গ যদি আমার হত ! তুমি তাকে ইয়াযীদ বিন মু'আবিয়ার কাছে নিয়ে যাও। তারপর বলেন, না ! তুমি আমার কাছে রাবী'আ বিন আমর আল জুরাশীকে ডেকে আন, উল্লেখ্য যে, ইনি বিশিষ্ট ফকীহ ছিলেন। রাবী'আ যখন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলেন, তখন তিনি তাঁকে বলেন, এই বাঁদীকে বিবস্ত্র অবস্থায় আমার সামনে আনা হয়েছে এবং আমি তার বিশেষ বিশেষ অঙ্গ দেখেছি, এখন আমি তাকে ইয়াযীদের কাছে পাঠাতে চাই। তিনি বললেন, না। আমীরুল মু'মিনীন ! আপনি তা করবেন না। কেননা, সে তার জন্য আর হালাল হবে না। তিনি বলেন, তুমি অতি উত্তম রায় প্রদান করেছ। রাবী বলেন, এরপর তিনি হযরত ফাতিমা (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম আবদুল্লাহ্ বিন মাসআদা আল ফাযারীকে বাঁদীটি দান করেন। আর সে ছিল কৃষ্ণাঙ্গ, তাই তিনি তাকে বলেন, এর মাধ্যমে

---

১. আল বায়ান ওয়াত্ তাবয়ীন গ্রন্থে (৩/২৩৪) জাহিয বলেন, যখন হযরত মু'আবিয়ার সামনের দুই দাঁত পড়ে গেল তখন তিনি তাঁর মুখমণ্ডল পাগড়ি পেঁচিয়ে আবৃত করে বের হতেন এবং বলতেন, আমি যদি পরীক্ষিত হয়ে থাকি, তাহলে আমার পূর্বেও অপরাধীরা শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছে। তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আমি নিরাপদ নই। আমার শরীরের দু'টি অঙ্গ যদি পড়ে গিয়ে থাকে, তাহলে আরও অধিক সংখ্যক তো রয়ে গেছে।

তোমার সন্তানাদিকে ফর্সা করে নাও।' এ ঘটনা হযরত মু'আবিয়ার ধর্মীয় বিচক্ষণতা ও অনুসন্ধিৎসার পরিচায়ক। যেহেতু তিনি কামভাবের সাথে বাঁদীটির দিকে তাকিয়ে ছিলেন। কিন্তু তার ব্যাপারে নিজেকে দুর্বল গণ্য করেন (এবং তাকে গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেন) তাই তিনি নিম্নের আয়াতের কারণে বাঁদীটি তার পুত্র ইয়াযীদকে দান করা থেকে বিরত থেকেছেন। وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ তোমাদের পিতৃপুরুষগণ যে সকল নারীকে বিবাহ করেছেন তোমরা তাদেরকে বিবাহ করো না- (আন্ নিসা-২২)। আর ফকীহ রাবী'আ বিন আমর আল-জুরাশী আদ-দিমাশকী এ ব্যাপারে তাঁর সাথে একমত হয়েছেন।

ইব্ন জারীর উল্লেখ করেন যে, (একবার) আমর ইবনুল 'আস (রা) মিশরীয় প্রতিনিধিদলের সাথে হযরত মু'আবিয়ার কাছে আগমন করলেন, পথিমধ্যে তিনি তাদেরকে বলেন, তোমরা যখন তাঁর সামনে প্রবেশ করবে তখন তাঁকে খলীফা সম্বোধন করে সালাম দিও না। কেননা, তিনি তা পছন্দ করেন না। এরপর আমর যখন তাদের পূর্বে মু'আবিয়া (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন তখন তিনি তার দ্বাররক্ষীকে বলেন, তাদেরকে প্রবেশ করাও আর তিনি তাকে প্রবেশকালে তাদেরকে ভীত ও আতঙ্কিত করতে ইঙ্গিত করলেন এবং বলেন, আমার ধারণা যে, আমর কোন বিষয়ে পূর্বেই তাদেরকে কিছু বলেছে ! এরপর হীন ও শঙ্কিত করার পর দ্বাররক্ষীরা যখন তাদেরকে তাঁর সাক্ষাতে প্রবেশ করাল তখন তাদের একেকজন প্রবেশকালে বলতে লাগল ঃ السلام عليك يا رسول الله "হে আল্লাহ্র রাসূল ! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।" এরপর যখন আমর সেখান থেকে উঠে আসলেন, তখন তাদেরকে ভর্ৎসনা করে বলেন, আল্লাহ্ তোমাদের লাঞ্ছিত করুন, আমি তোমাদের নিষেধ করলাম তাকে খলীফা সম্বোধন করে সালাম করতে, আর তোমরা তাঁকে নবী সম্বোধন করে সালাম করলে।

বর্ণিত আছে, একবার একব্যক্তি হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর কাছে আবেদন করলেন তিনি যেন তাঁর বাড়ি নির্মাণে তাকে বার হাজার কড়ি-কাঠ সরবরাহ করে সহযোগিতা করেন। মু'আবিয়া (রা) তাকে বলেন, তোমার বাড়ি কোথায়? সে বলল, বসরায়। তিনি বলেন, তার পরিধি কতটুকু? সে বলল, ছয় মাইল দৈর্ঘ্য এবং ছয় মাইল প্রস্থ। একথা শুনে হযরত মু'আবিয়া (রা) বলেন, তুমি একথা বলো না আমার বাড়ি বসরায় বরং বলো, বসরা আমার বাড়িতে। বর্ণিত আছে, একবার এক ব্যক্তি তার ছেলে নিয়ে হযরত মু'আবিয়ার দস্তরখানে শরীক হল, তখন তার ছেলে খুব দ্রুত খেতে লাগল। মু'আবিয়া (রা) তাকে লক্ষ্য করতে লাগলেন, আর তার পিতা ইশারায় তাকে নিষেধ করতে চাইল। কিন্তু ছেলেটি তা বুঝতে পারল না। এরপর যখন তারা দু'জন বের হয়ে আসল তখন ছেলেটির বাবা তাকে ভর্ৎসনা করতে লাগল এবং এরপর তাঁর সাক্ষাৎ থেকে তাকে বিছিন্ন করে রাখল। তখন মু'আবিয়া (রা) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় তোমার পেটুক ছেলে? লোকটি বলল, সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তিনি বলেন, আমি তখনই বুঝতে পেরেছিলাম তার এই আহার তাকে অসুস্থ করে ছাড়বে।

একবার আবা (ফতুয়া জাতীয় পরিধেয়) পরিহিত এক ব্যক্তি হযরত মু'আবিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে সম্বোধন করছিল। হযরত মু'আবিয়া তার দিকে তুচ্ছ দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলেন, তখন লোকটি বলল, আমীরুল মু'মিনীন ! আপনি তো আমার পরিধেয় আবা-কে সম্বোধন করছেন না। আপনি তো সম্বোধন করছেন তার পরিধানকারীকে ! হযরত মু'আবিয়া বলেন, সর্বোত্তম হল ঐ ব্যক্তি যে কিছু প্রদত্ত হলে কৃতজ্ঞতা জানায়, পরীক্ষিত হলে ধৈর্যধারণ করে ক্রুদ্ধ হলে ক্রোধ

সংবরণ করে, প্রতিশোধ গ্রহণের সামর্থ্য সত্ত্বেও ক্ষমা করে, প্রতিশ্রুতি দিলে পূর্ণ করে এবং পাপ করলে তওবা করে।". জনৈক মদীনাবাসী মু'আবিয়া বিন আবূ সুফইয়ানের কাছে লিখে পাঠাল[১]–

إذا الرجال ولدت أولادها ﴿ واضطربت من كبر أعضادها –

"পুরুষদের সন্তানেরা যখন জনক হয় আর বার্ধক্যের কারণে বাহুসমূহ নড়বড়ে হয়-

وجعلت أسقامها تعتادها ﴿ فهي زروع قد دنا حصادها –

আর যখন তারা রোগ ব্যাধিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, তখন তারা ঐ শস্যের ন্যায় যার কাটার সময় ঘনিয়ে এসেছে।"

এ কবিতা শুনে হযরত মু'আবিয়া বলেন, সে আমার কাছে আমার মৃত্যু সংবাদ পাঠিয়েছে।

ইব্ন আবুদ-দুন্য়া বলেন, আমাকে হারূন বিন সুফিয়ান আবদুল্লাহ্ আস-সাহ্মী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাকে ছুমামা বিন কুলছুম বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর সর্বশেষ খুৎবা ছিল এই– হে মানবমণ্ডলী ! যে শস্য বপন করেছে তার ফসল কাটার সময় ঘনিয়ে এসেছে। একদিন আমি তোমাদেরকে শাসন করেছি, আমার পর আমার চেয়ে উত্তম কেউ তোমাদেরকে শাসন করবে না। আমার চেয়ে নিকৃষ্ট কেউই তোমাদেরকে শাসন করবে। যেমনিভাবে আমার পূর্বে যারা তোমাদেরকে শাসন করেছে তারা আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন।[২] আর হে যায়েদ ! আমার মৃত্যু ঘনিয়ে আসলে একজন বুদ্ধিমান লোককে আমার গোসলের দায়িত্ব দিবে। কেননা, আল্লাহ্র কাছে বুদ্ধিমানের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। তারপর সে যেন আমাকে ভালভাবে গোসল করায় এবং উচ্চস্বরে তাকবির পড়ে। এরপর জানাযার ঐ রুমাল নিয়ে আসবে যাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ব্যবহৃত একটি কাপড় এবং তাঁর চুল ও নখের কর্তিত অংশ রয়েছে। কর্তিত এই নখ ও চুলসমূহকে আমার নাকে মুখে, কানে ও চোখে দিয়ে দিবে।[৩] আর ঐ কাপড়কে আমার দেহ সংলগ্ন করে দিবে। লেফাফা সংলগ্ন নয়। হে ইয়াযীদ ! পিতামাতার ব্যাপারে আল্লাহ্র নির্দেশ রক্ষা করো। এরপর যখন তোমরা আমাকে আমার কাফনে প্রবেশ করাবে এবং আমার কবরে আমাকে রাখবে, তখন মু'আবিয়াকে পরম দয়াময়ের সাথে ছেড়ে দিও। কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন, যখন মু'আবিয়া (রা)-এর মৃত্যু উপস্থিত হল, তখন তিনি আবৃত্তি করতে লাগলেন-

لعمري لقد عمرت في الدهر برهة ــ ودانت لي الدنيا بوقع البواتر –

শপথ আমার জীবনকালের ! মহাকালের মাঝে আমি এককালের আয়ুষ্কাল পেয়েছি, আর কর্তনকারী তরবারিসমূহের আঘাতে দুনিয়া আমার বশীভূত হয়েছে।

وأعطيت حمر المال والحكم والنهي ــ ولي سلمت كل الملوك الجبابر –

আর আমি লাভ করেছি অঢেল ও মহামূল্যবান ধন-সম্পদ এবং আদেশ-নিষেধের কর্তৃত্ব। সকল পরাক্রমশালী বাদশাহরা আমার সামনে আত্মসমর্পণ করেছে।

---

১. লোকটির নাম যির্র বিন হুবায়শ অথবা আয়মান বিন খুরায়ম-তাবারী ৬ঃ১৮৭-

২. মুরাররিদে আল-কামিল গ্রন্থে রয়েছে- আমার পরে এমন ব্যক্তিই আসবে, যার চেয়ে আমি উত্তম। যেমন আমার পূর্বে এমন ব্যক্তিরাই ছিলে যারা আমার চেয়ে উত্তম আল-কামিল ২/৩৮১।

৩. ইবনুল আ'ছমে (৪/২৬৪)-এ রয়েছে- জেনে রাখ, একদিন আমি নবীজী (সা)-এর সামনে ছিলাম আর তিনি তাঁর নখ কাটছিলেন, তখন আমি তাঁর কর্তিত নখ উঠিয়ে নিলাম এবং তা একটি কাঁচের বোতলে সংরক্ষণ করলাম, আর তা আমার কাছে রয়েছে, এছাড়া আমার কাছে তাঁর কিছু চুলও রয়েছে। আমি যখন মারা যাব আর তোমরা আমাকে গোসল দিয়ে কাফন পরাবে তখন ঐ কর্তিত নখসমূহ কেটে আমার চোখে আর চুলগুলি আমার মুখে ও কানে দিও।

فأضحى الذى قد كان فمايرنى ـ كحكم مضى فى المزمنات الغوابر ـ

আর যা আমার জন্য আনন্দদায়ক ছিল তা হয়ে গেছে এমন শাসন কর্তৃত্বের ন্যায় যা অতীত হয়েছে আদিকালের গর্ভে।

فيا ليتنى ! لم أعن فى الملل ساعة + ولم أسع فى لزّات عيش نواخر ـ

হায় ! যদি আমি সামান্যকালও রাজত্বের প্রতি গুরুত্বারোপ না করতাম এবং জীবনের সজীব ভোগ ও আনন্দের মাঝে না দৌড়াতাম!

وكنت كذى طمريت عاش ببلغة ـ فلم يك جنة زار ضيف المقابر

আর যদি আমি দু'খণ্ড জীর্ণ বস্ত্রের অধিকারী ঐ ব্যক্তির ন্যায় হতাম, যে কৃচ্ছ্রতার জীবনযাপন করে, আর এ অবস্থাতেই সে কবরের সংকীর্ণতার সাক্ষাৎ লাভ করে।

মুহাম্মদ বিন সা'দ বলেন, আমাদেরকে আলী বিন মুহাম্মদ বর্ণনা করেছেন, তিনি মুহাম্মদ বিন হাকাম থেকে, তিনি তাঁর বর্ণনাকারী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত হল, তখন তিনি তাঁর অর্ধেক সম্পদ বাইতুলমালে ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি যেন চেয়েছিলেন তাঁর জন্য (অবশিষ্ট অংশটুকু) রেখে দেওয়া হোক। কেননা, উমর বিন খাত্তাব (রা) তাঁর কর্মচারীদের তা বণ্টন করেন। ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন, শেষ বয়সে তিনি ভীষণ ঠাণ্ডাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এসময় তিনি কোন্নতারী পোশাক পরিধান করতেন, তখন তীব্র গরমে তা তাঁর শ্বাসরোধ করার উপক্রম করত। এসময় তিনি পাখীর পালক দিয়ে পোশাক বানিয়ে নিয়েছিলেন। পরবর্তীতে এ পোশাকও তাঁর কাছে অসহনীয় বোধ হতে লাগল। তখন তিনি (দুনিয়াকে সম্বোধন করে) বলেন, নিবাসরূপে তোমার ধ্বংস হোক ! চল্লিশ বছর তোমাকে শাসন করেছি, শাসন করেছি বিশজন গভর্নর ও বিশজন 'প্রশাসককে' তারপর তোমাতে আমার এই অবস্থা, এই পরিণতি! ধ্বংস হোক দুনিয়া ও দুনিয়ার মোহগ্রস্তরা ! মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, আমাদেরকে আবূ উবায়দা অবহিত করেন আবূ ইয়াকূব আছ্ছাকাফী থেকে, তিনি আবদুল মালিক বিন উমাইর থেকে, তিনি বলেন, হযরত মু'আবিয়া যখন মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হলেন এবং লোকেরা তাঁর মৃত্যুর কথা আলোচনা করতে লাগল। তখন তিনি তাঁর পরিবারের লোকদের বলেন, আমার চোখ ভরে ইছমিদ (সুরমা বিশেষ) লাগিয়ে দাও। আর মাথা ভরে তেল লাগিয়ে দাও। তখন তারা তাঁর কথামত তাঁর মাথা ও মুখমণ্ডল তেলে চুবিয়ে দিল। এরপর তাঁর জন্য আরামদায়ক বসার ব্যবস্থা করল, তিনি বলেন, আমাকে ঠেস দেওয়ার কোন উপকরণ দাও। তারপর তিনি বলেন, সকলকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দাও। তারা যেন দাঁড়ানো অবস্থাতেই আমাকে সালাম করে এবং তাদের কেউ যেন না বসে। তখন একেকজন প্রবেশ করতে লাগল এবং তাকে দাঁড়িয়ে সালাম করতে লাগল, তাঁকে সুরমা ও তেল ব্যবহার করতে দেখে কেউ কেউ বলতে লাগল, আমীরুল মু'মিনীন তো সম্পূর্ণ সুস্থ ! এরপর লোকজন চলে গেলে হযরত মু'আবিয়া (রা) আবৃত্তি করলেন-

وتجلدى للشامتينا اريهم ـ انى لريب الدهر لا اتضعضع

শত্রুদের সামনে অবিচল থাক, আমি তাদেরকে দেখাব যে কালের দুর্যোগে আমি নত হই না।

واذا المنية انشبت اظفارها ـ الغيث كل تميمة لا تنفع

মৃত্যু যখন তার থাবা বিস্তার করে, তখন আমি দেখেছি কোন রক্ষা-কবজ কাজে আসে না।[১]

---

১. ইবনুল আ'ছমে (৪/২৫২) রয়েছে. তাঁর গলায় একটি তাবিজ ছিল এসময় তিনি তা ছুঁড়ে দিলেন এবং এই কবিতা আবৃত্তি করলেন, তবারীতে (৬/১৮১) এবং ইবনুল আছীরের আল-কামিলে (৭/৪) রয়েছে।

তিনি (আবদুল মালিক) বলেন, তাঁর সামনের দুই দাঁত পড়ে গিয়েছিল। এরপর সেদিনই তিনি ইন্তিকাল করেন। মূসা বিন উক্‌বাহ বলেন, মৃত্যুকালে উপস্থিত হলে হযরত মু'আবিয়া বলেন, হায় ! আমি যদি যু-তুওয়াতে অবস্থানকারী কুরাইশের এক ব্যক্তি হতাম এবং খিলাফত ও শাসন কর্তৃত্বের কোন কিছুর দায়িত্ব গ্রহণ না করতাম! আবুস সাইব আল মাখযূমী বলেন, হযরত মু'আবিয়ার মৃত্যুকাল উপস্থিত হলে কবির এই পঙ্‌ক্তিসমূহ আবৃত্তি করলেন-

ان تناقش يكن نقاشك يارب — عذابا لا طوق لى بالعذاب

হে রব ! যদি আপনি চুলচেরা হিসাব গ্রহণ করেন, তাহলে তা এমন শাস্তি হয়ে দাঁড়াবে যা সহ্য করার সামর্থ্য আমার নেই।

او تجاوز تجاوز العفو واصفح — عن رمسئ ذنوبه كالتراب

অথবা ক্ষমা করুন আর এমন পাপীকে মার্জনা করুন, যার গুনাহসমূহ ধুলির ন্যায়।[১]

বর্ণনাকারী বলেন, হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর অন্তিমকাল উপস্থিত হলে তাঁর স্বজনেরা তাকে চুমু খেতে লাগল। তিনি তাদের বলেন, তোমরা কোন শায়খকে চুমু খাচ্ছ, যদি আল্লাহ্ তাঁকে কাল (কিয়ামতের দিন) জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করেন। মুহাম্মাদ বিন সীরীন বলেন, অন্তিম মুহূর্তে হযরত মু'আবিয়া (রা) একবার এক গণ্ডদেশ মাটিতে রাখছিলেন আরেকবার অন্যটি, আর কেঁদে কেঁদে বলছিলেন হে আল্লাহ্ ! আপনার কিতাবে আপনি বলেছেন-

إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

আল্লাহ্ তাঁর সাথে শরীক (সাব্যস্ত) করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। তবে এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। (সূরা আন-নিসা-৪৮)। কাজেই হে আল্লাহ্ ! আপনি আমাকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করে দিন যাঁদের আপনি ক্ষমা করার ইচ্ছা করেন। আতাবী তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, মৃত্যুকালে হযরত মু'আবিয়া এই কবিতা পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করেছিলেন–

هو الموت لا منجا من الموت و الذى — نحاذر بعد الموت أدهى وافظع

"তা হল অমোঘ মৃত্যু তা থেকে কোন নিস্কৃতি নেই, আর মৃত্যুর পর আমরা যার আশঙ্কা করি তা তো আরো বীভৎস ও গুরুতর!"[২]

এরপর তিনি বলেন, হে আল্লাহ্ ! আমার পদচ্যুতি হ্রাস করুন এবং পদস্খলন ক্ষমা করুন। আর আপনার সহনশীলতা দ্বারা তার মূর্খতা উপেক্ষা করুন। যে শুধু আপনাকেই প্রত্যাশা করে। কেননা, সুব্যপ্ত ক্ষমার অধিকারী, আর পাপী ব্যক্তির পাপ থেকে আপনি ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল নেই। ইব্‌ন দুরাইদ আবূ হাতিম থেকে, তিনি আবূ উবায়দা থেকে, তিনি আবূ আমর ইবনুল আ'লা থেকে তা বর্ণনা করেন এবং তদ্রূপ উল্লেখ করেন, আর তিনি এরপর "তারপর তিনি মৃত্যুবরণ করেন"-এই অংশটুকু বৃদ্ধি করেন। অন্য বর্ণনাকারী বলেন, তিনি বেহুঁশ হওয়ার পর চেতনা ফিরে পেয়ে তাঁর আপনজনদের বলেন, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। কেননা, যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে আল্লাহ্ তাকে রক্ষা করেন, আর যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে না, আল্লাহ্ তাকে রক্ষা করেন না। তারপর তিনি ইন্তিকাল করেন।[৩] আল্লাহ্ তাঁকে রহম করুন।

---

১. ইবনুল আছিরের কামিলে-এ (৪/৮) রয়েছে "অথবা ক্ষমা করুন, কেননা আপনি মার্জনাকারী রব। আর ফুতূহ ইবনুল আ'ছম-এ (৪/২৬৪) রয়েছে অথবা ক্ষমা করুন। কেননা, আপনি দয়াময়।

২. ইবনুল আ'ছমে রয়েছে তিনি পাঁচদিন পর শনিবার, রজবের কয়েকদিন গত হলে ইনতিকাল করেন।

৩. ইবনুল আ'ছমে (৪/২৬৪)-এ রয়েছে এভাবে- তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় কর। কেননা, আল্লাহ্ ভীরুতা এক দুর্ভেদ্য ঢাল। সর্বনাশ তার যে আল্লাহকে ভয় করল না অথচ তার শাস্তি ভয়াবহ এবং সাজা যন্ত্রণাদায়ক ......তারপর তিনি পরদিন ইনতিকাল করেন।

আবূ মাখাননাফ আবদুল মালিক বিন নওফাল থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,হযরত মু'আবিয়া (রা) যখন ইন্তিকাল করেন তখন যাহ্হাক বিন কায়স মিম্বরে আরোহণ করে খুৎবা প্রদান করেন। এসময় হযরত মু'আবিয়া (রা) যিনি আরবদের সুউচ্চ গৌরব ও মর্যাদার প্রতীক ছিলেন এবং তাদের সাহায্যস্থল ছিলেন, যার দ্বারা মহান আল্লাহ্ ফিতনা (রাজনৈতিক গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা) নির্মূল করেন এবং যাকে দেশ জয় করিয়েছেন– তিনি ইন্তিকাল করেছেন। আর এই হল তাঁর কাফন। এখন আমরা তাঁকে এই কাফন পরাব এবং তাঁকে তাঁর কবরে প্রবেশ করাব এবং তাঁকে তাঁর আমলের সাথে একাকী ছেড়ে দেব। এরপর রয়েছে বারযাখের ভয়াবহতা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত। তাই তোমাদের মাঝে যে তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে চায় সে যেন প্রথমবারেই এসে যায়। এরপর তিনি মিম্বর থেকে নামলেন এবং ইয়াযীদ বিন মু'আবিয়ার কাছে ডাক-দূত পাঠালেন, তার মাধ্যমে তিনি তাকে তার পিতার মৃত্যু সংবাদ অবহিত করলেন এবং দ্রুত চলে আসার কথা জানালেন[১] -এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই যে, তিনি ষাট হিজরীর রজব মাসে দিমাশকে ইন্তিকাল করেন। একদল বলেন, ষাট হিজরীর রজব মাসের পনের তারিখ বৃহস্পতিবার রাত্রে। কারো মতে, ষাট হিজরীর রজব মাসের বাইশ তারিখ বৃহস্পতিবার রাতে। ইব্‌ন ইসহাক এবং একাধিক ঐতিহাসিকের একই বক্তব্য। আবার কারো মতে, রজব মাসের চারদিন বিগত হওয়ার পর। লাইছ বলেন, সা'দ বিন ইবরাহীম বলেন, রজব মাসের শুরুতে। মুহাম্মদ বিন ইসহাক ও শাফে'য়ী বলেন, তাঁর জানাযার নামায পড়িয়েছেন তাঁর ছেলে ইয়াযীদ। একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত মু'আবিয়া ওসিয়ত করেছিলেন তাঁকে যেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঐ কাপড়ে দাফন করা হয় যা তিনি তাঁকে পরিয়ে দিয়েছিলেন, আর তা তাঁর কাছে এই দিনের জন্য সংরক্ষিত ছিল। এছাড়া তিনি আরোও ওসীয়ত করেছিলেন তাঁর কাছে আল্লাহ্র রাসূলের যে চুল ও কর্তিত নখ ছিল তা তাঁর মুখে, নাকে এবং কানে দিতে।

অন্যদের দাবী হল তাঁর পুত্র ইয়াযীদ (তাঁর মৃত্যুকালে) অনুপস্থিত ছিল। তাই তাঁর দিমাশ্কের মসজিদে জোহরের নামাযের পর যাহ্হাক বিন কায়স তাঁর জানাযার নামায পড়িয়েছিলেন। তারপর তাঁকে দারুল ইমারা যা আল-খাযরাহ নামেও পরিচিত সেখানে দাফন করা হয়। কারও মতে বাবুস সগীর-এর কবরস্থানে। আর এটা অধিকাংশের মত। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল আটাত্তর বছর। কারও মতে তাঁর বয়স আশির অধিক ছিল, আর এ মতটিই প্রসিদ্ধতর। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

তারপর (হযরত মু'আবিয়ার দাফনের পর) যাহ্হাক বিন কায়স একদল ফৌজ নিয়ে ইয়াযীদকে অভ্যর্থনা জানাতে বের হলেন, পূর্বে যেমন উল্লেখিত হয়েছে ইয়াযীদ এ সময় হাওয়ারীন-এ অবস্থান করছিল । এরা যখন ছানীয়াতুল উকাবে পৌঁছলেন তখন ইয়াযীদ ও তাঁর

---

১. তাবারী (৬/১৮৩)-তে ইবনুল আছীর-এর কামিল (৪/৯)-এ এবং ইবনুল আ'ছমের আল-ফুতূহ (৪/২৬৫)-তে রয়েছে হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর অন্তিম অসুস্থতার সময়ে ইয়াযীদ শিকারের উদ্দেশ্যে حواريث الثنية নামক স্থান অভিমুখে বের হয়েছিল। তাই হযরত মু'আবিয়ার মৃত্যুকালে ইয়াযীদ তাঁর কাছে উপস্থিত ছিল না। এরপর তার কাছে পত্র প্রেরণ করা হলে সে আগমন করল, তার পূর্বেই তার পিতাকে দাফন করা হয়েছিল। তখন সে তাঁর কবরে এসে তাঁর জানাযার নামায আদায় করল এবং আবৃত্তি করল- جاء البريد بقرطاس يخب به - فاوجس القلب من قرطاسه فزعا ডাকদূত কাগজের পত্র নিয়ে দ্রুতবেগে উপস্থিত হল। তখন সেই কাগুজে পত্রের কারণে আমার অন্তর এক অভিনব আতঙ্ক অনুভব করল। لودى ابن هند ولودى المجد يتبعه - كنا جميعا فماتا قاطنين معا - হিনদের ছেলের মৃত্যু হয়েছে। আর তার সাথে মৃত্যু হয়েছে মহানুভবতার। তারা যেমন একসাথে ছিল তেমনি একই সাথে তাদের মৃত্যু হল।

অনুগামীদের সাক্ষাৎ পেলেন। ইয়াযীদ তখন একটি খোরাসানী উটের আরোহী ছিল এবং পিতৃশোকের চিহ্ন তার মাঝে সুস্পষ্ট ছিল। তখন লোকেরা তাকে আমীর সম্বোধন করে সালাম করল এবং তার পিতার ব্যাপারে তাকে সান্ত্বনা দিল। তখন ইয়াযীদ নিম্নস্বরে তাদের সালামের উত্তর দিল। এসময় সকলেই চুপ ছিল শুধুমাত্র যাহ্‌হাক বিন কায়স তার সাথে কথা বলছিলেন। এরপর ইয়াযীদ বাবে-তূমা-তে গিয়ে পৌঁছল। লোকেরা ধারণা করল, সে সেখান দিয়ে শহরে প্রবেশ করবে কিন্তু সে তা অতিক্রম করে 'পূর্বদ্বারে' গিয়ে উপনীত হল। তখন বলা হল সে এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। কেননা, এটা বিজয়ী বীর খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা)-এর প্রবেশদ্বার। কিন্তু সে তাও অতিক্রম করে বাবে সগীর আসল। তখন লোকেরা বুঝতে পারল, সে তার পিতার কবরের উদ্দেশ্যে চলেছে। তারপর যখন সে বাবে সগীরে এসে পৌঁছল। তখন পয়ে হেঁটে কবরের কাছে গেল এবং সেখানে প্রবেশ করে (দাফনের পর) তার পিতার জানাযার নামায পড়ল তারপর ফিরে গেল।[১] সে যখন কবরস্থান থেকে বের হল তখন তার জন্য খলীফার বিশেষ বাহন আনা হল এবং সে তাতে আরোহণ করে ফিরল। এরপর ইয়াযীদ শহরে প্রবেশ করল এবং তার নির্দেশে লোকদেরকে মসজিদে সমবেত হওয়ার জন্য ঘোষণা শোনান হল। এরপর সে খাযরাতে প্রবেশ করে গোসল করল এবং সুন্দর পোশাক পরিধান করল। এরপর বের হয়ে মুসলিম বিশ্বের শাসনকর্তারূপে সে তার প্রথম খুৎবা দিল। হামদ ও ছানার পর সে বলল, হে মানবমণ্ডলী ! মু'আবিয়া ছিলেন আল্লাহ্‌র বান্দাদের একজন। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। তারপর তাঁকে নিজের কাছে নিয়ে গেছেন। তিনি তাঁর পরবর্তীদের চেয়ে উত্তম আর পূর্ববর্তীদের চেয়ে পশ্চাদবর্তী। আর আমি আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর পক্ষে সাফাই গাইছি না। কেননা, তিনি তাঁর সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত। যদি তিনি তাঁকে ক্ষমা করেন তাহলে তাঁর নিজ অনুগ্রহে আর যদি তাঁকে শাস্তি প্রদান করেন, তাহলে তাঁর পাপের কারণে। তারপর আমি তোমাদের শাসন কর্তৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। কোন কিছুর অন্বেষণে আমি ব্যথিত নই এবং কোন কিছুর বর্জনে আমি কৈফিয়ত দানকারী নই।[২] আল্লাহ্ যখন কিছু চান তখন তা সংঘটিত হয়। এই খুৎবায় সে তাদেরকে আরও বলেছিল, মু'আবিয়া (রা) তোমাদেরকে নৌযুদ্ধে প্রেরণ করতেন। কিন্তু আমি কোন মুসলমানকে নৌযুদ্ধে প্রেরণ করব না। তদ্রূপ মু'আবিয়া তোমাদেরকে রোমক ভূখণ্ডে শীতযাপন করাতেন। কিন্তু আমি কাউকে রোম ভূখণ্ডে শীতযাপন করাব না। তিনি তোমাদের ভাতা তিনবারে দিতেন আর আমি তা একসাথে প্রদান করব।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর লোকজন তাকেই তাদের যোগ্যতম শাসক গণ্য করা অবস্থায় সেখান থেকে প্রস্থান করল। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ্ বিন আবদুল হাকাম বলেন, আমি ইমাম শাফেয়ীকে বলতে শুনেছি, অন্তিম শয্যায় হযরত মু'আবিয়া (রা) তাঁর ছেলে ইয়াযীদের কাছে দূত প্রেরণ করলেন। তারপর ডাকদূত যখন তার কাছে এসে পৌঁছল, তখন সে এই পঙ্‌ক্তিগুলো আবৃত্তি করতে করতে বাহনে আরোহণ করল-

جاء البريد بقرطاس يخب به ـ فاوجد القلب من وطاسة فزعا[৩]

---

১. ফুতূহ ইবনুল আ'ছমে (৫/২) রয়েছে- হযরত মুআবিয়ার দাফনের তিন দিন পর সে দিমাশকে পৌঁছে।

২. ফুতূহ আবনুল আছমে (৫/৮) রয়েছে হক বা প্রাপ্যে আদায়ে আমি শিথিলতা করব না। আর কোন অন্যায় বাড়াবাড়িতে আমি কৈফিয়ত গ্রহণকারী নই। পিতার মৃত্যুর পর ইয়াযীদেও খুৎবা দেখুন আল-ইকদুল ফরীদ (২/১৪২); (২/২৫০)।

৩. ইবনুল আ'ছমে (৫/৪) يخب به-এর স্থলে (يجب به) রয়েছে।

ডাকদূত কাগজের পত্র নিয়ে দ্রুত আগমন করল,তখন তার পত্র থেকে আমার অন্তরে এক অজানা আশঙ্কা অনুভব করলাম।

[১] قال الخليفة أمسى مثقلا وجا[২]أقلنا لك الويل ماذا فى صحيفت

তখন আমি বললাম, তোমার সর্বনাশ হোক, কী রয়েছে তোমার পত্রে? সে বলল, খলীফা রোগ ভারাক্রান্ত ও ব্যথাক্রান্ত হয়ে অন্তিম শয্যা গ্রহণ করেছেন।

[৩] فمادت الارض او كادت تميدبها ـ كان أغبر من اركانها انقلها[৪]

তখন পৃথিবী আমাদেরকে নিয়ে আনন্দিত হতে লাগল, আর মনে হল 'আগবার' পাহাড় যেন স্থানচ্যুত হয়েছে।

ثم انبعثناالى خصوص مضمرة[৫] ـ نرمى الفجاح بها ما نأتلى سرعا

এরপর আমরা পথ চলার শীর্ণ বাহনে আরোহণ আর তাদের আরোহী হয়ে কোনরূপ অবহেলা না করে দ্রুত পথের পর পথ অতিক্রম করলাম।

لما انتهينا وباب الدار منصفق ـ بصوت رملة رينع القلب فانصرعا

যখন আমরা সেখানে পৌঁছলাম তখন গৃহদ্বার রুদ্ধ ছিল আর 'রমলার' আওয়াজে অন্তর শঙ্কিত ও বিদীর্ণ হল।

[৬] من لا نزانفه توفى على سرف ـ توشد مفاليد نلد النفس أن تنقعا

যার মনপ্রাণ সর্বদা সুউচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থেকেছে, সেই ব্যক্তির কর্তৃত্বসমূহ আজ পতিত হওয়ার উপক্রম হয়েছে।"

أودى لبن هندو اودى المجد يتبعه ـ كانا جميعاخليطا سالمين معا[৭]

হিনদের ছেলে গত হয়েছে আর সাথে গত হয়েছে মর্যাদা ও মহানুভবতা, তারা দু'জনে একই সাথে নিরাপদে একত্রীভূত হয়েছি।

اغر ابلج يستسقى الغمام به ـ لو قارع الناس عن احلامهم فرعا ـ [৮]

তিনি শুভ্রোজ্জ্বল তাঁর দোহাই দিয়ে বৃষ্টি প্রার্থনা করা হয়, মানুষের সাথে যদি তিনি বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন, তাহলে তাদেরকে পরাভূত করতেন।

لا يرفع الناس مااوحى وانجهدوا ـ ان يرقعوه ولا يوهون ما زفعا ـ

---

১. ইবনুল আছীরের আল-কামিলে (৪/৯) এবং আত-তাবারীতে (৬/১৮) এবং ইবনুল আ'ছমে كتابكم রয়েছে।

২. তাবারী ইবনুল আছীর এবং আল-ইকদুল ফারীদ-এ مثبتا وجعا আর ইবনুল আ'ছমে مدنفا وجعا রয়েছে।

৩. তাবারী ইবনুল আছীর এবং ইবনুল আছমে انقلعا -এর পরবর্তীতে انقطعا রয়েছে।

৪. ইবনুল আছীর ও আল-ইকদুল ফরীদে مضمرة এর পরিবর্তে مزممة

৫. ইবনুল আ'ছমে بالمرمات -এর পরিবর্তে بالبيداء শব্দ রয়েছে। আর তাবারীও ইবনুল আছীরে কবিতা পঙ্ক্তিটি নেই।

৬. ইবনুল আছীরে রয়েছে من لم تزل আর ইবনুল আ'ছমে রয়েছে من لا تزال له نفس على شرف

৭. ইবনুল আছীরে রয়েছে كانا جميعافماتا قاطنين معا আর ইবনুল আ'ছমে রয়েছে كانا يكونان دهرا قاطعين معا আর আল-ইকদুল ফরীদে রয়েছে كذاك كنا جميعا قاطنين معا আর তাবারীতে কবিতা পঙ্ক্তিটি নেই।

৮. ইবনুল আ'ছমে রয়েছে لو صارع الناس عن احلامهم صرعا -
বিঃ দ্রঃ- এই পরিবর্তনে অর্থেও তেমন কোন পার্থক্য ঘটে নি।

তিনি যা দুর্বল করে গেছেন লোকেরা শত চেষ্টাতেও তার মেরামত করতে পারবে না আর তিনি যার মেরামত করে গেছেন লোকেরা তা দুর্বল করতে পারবে না।

এই কবিতা প্রসঙ্গে ইমাম শাফেয়ী মন্তব্য করে বলেন, শেষোক্ত কবিতা পঙ্‌ক্তিদ্বয় ইয়াযীদ 'কবি আ'শার' কাব্য থেকে উদ্‌ধৃত করেছে। তারপর তিনি উল্লেখ করেন যে, সে তার পিতার মৃত্যুর পূর্বেই দামেশ্‌কে আগমন করে এবং তিনি তাকে ওসীয়ত করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, ইব্‌ন ইসহাক এবং একাধিক ঐতিহাসিকের এইমত। তবে অধিকাংশের মত হল ইয়াযীদ তার পিতার মৃত্যুর পরই দামেশ্‌কে প্রবেশ করে এবং লোকজন নিয়ে তার কবরে গিয়ে জানাযার নামায আদায় করে। যেমন আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন। আবুল ওয়ার্‌দ আল-আম্বারী হযরত মু'আবিয়ার মৃত্যুশোকে আবৃত্তি করেন-

الا انعى معاوية بن حرب ــ نعاة الحل للشهر الحرام

হায় ! আমি মু'আবিয়া বিন হারবের মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করছি, যেমনভাবে ইহরামমুক্ত ব্যক্তি পবিত্র মাস গত হওয়ায় ঘোষণা করে।

نعاه الناعيات بكل فج ــ خواضع فى الازمة كا السهام

দূরের পথে পথে বিলাপকারিণীর তাঁর মৃত্যু ঘোষণা করছে নতশিরে যেন তারা

فهاتيل النجوم وهن خرس ــ ينحن على معاوية الهمام

ঐ দেখ তারকারা সব নির্বাক, মহান নেতা মু'আবিয়ার শোকে তারা মূহ্যমান। আয়মানও বিন খুরায়ম তার শোকগাথা বর্ণনা করেছেন[১]-

رمى الحدثان نسوة ال حرب ــ بمقدار سمدن له سمودا ــ[২]

কালের আবর্তন হর্‌ব পরিবারের নারীদের এমন 'নির্ধারিত বিষয় দ্বারা' আঘাত করেছে যে, তারা তার সামনে হতভম্ব হতবুদ্ধি।

[৩]فرد شعورهن السود بيضا ــ ورد وجوههن البيض سودا ــ

তা তাদের শুভ্রকেশ কৃষ্ণকায় এবং দীপ্ত মুখমণ্ডলকে মলিন ও বিষাদক্লিষ্ট করেছে।

فانك لو شهدت بكاء هند ــ ورمله ان يصفقن الخدودا ــ[৪]

যদি তুমি হিন্‌দ ও রমলার কান্না দেখতে, যখন তারা শোকাভিভূত হয়ে গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করছিল।

بكيت بكاء معولة قريح ــ اصاب الدهر واحدها الفريدا ــ[৫]

তাহলে তুমি ঐ বেদনাহত বিলাপকারিণী মায়ের ন্যায় কাঁদতে। যার একমাত্র ছেলে কালের গ্রাসে পরিণত হয়েছে।

---

১. আল-কালী রচিত আল-আমালী গ্রন্থে (৩/১১৫) এই কবিতা পঙ্‌ক্তিগুলিকে কবি কুমাইত বিন মারূফ আল-আসাদীর বলে উল্লেখ করা হয়েছে।-

২. ইব্‌ন আসাকির-এ (৩/১৮৯) রয়েছে بامر قد سمدن له سمودا আর এখানে السمود অর্থ দুঃখ বেদনা।

৩. আল-আমালী এবং তারীখে ইবন আসাকির গ্রন্থে خدود هن রয়েছে।

৪. আল আমালীতে রয়েছে اذ تضكان আর ইবনুল আ'ছমে রয়েছে حين يلطمن আর এসকল শব্দের পরিবর্তনে অর্থে তেমন পরিবর্তন হয় না।

৫. আল-আমালীতে রয়েছে معولة حزين আর তারীখে ইবন আসাকিরে معولة ثكولموجعة محزن রয়েছে আর ইবনুল আ'ছমে রয়েছে।

হযরত মু'আবিয়ার স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি

আবদুর রহমান নামে তাঁর এক ছেলে ছিল। তার নাম ধরেই তাকে আবদুর রহমান ডাকা হত। আরেক ছেলে ছিল আবদুল্লাহ্। সে ছিল কম বুদ্ধিসম্পন্ন। এদের মা ছিল ফাখিতা বিন্‌ত কুরাযা বিন আমর বিন নাওফাল বিন আব্‌দ মানাফ। তারপর তার বোন কানওয়াহ বিন্‌ত কুরাযাকেও হযরত মু'আবিয়া বিবাহ্ করেছিলেন যে সাইপ্রাস বিজয়কালে তার সাথে ছিল। এছাড়া তিনি নাইলা বিনত উমারা আল-কালবিয়্যাহকেও বিবাহ করেন। তার সৌন্দর্য তাঁকে মুগ্ধ করে এসময় তিনি মায়সূন বিন্‌ত বাহ্‌দালকে বলেন, যাও, তোমারা চাচাতো বোনকে দেখে আস ! এরপর যখন তাকে দেখে আসল, তখন তিনি তাঁকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, সে বলল, সে তো পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের অধিকারিণী। তবে আমি তার নাভির নীচে একটি তিল দেখতে পেয়েছি। আমার ধারণা তার স্বামী নিহত হবে এবং তার কোলে তার মাথা রাখা হবে। একথা শুনে হযরত মু'আবিয়া তাকে তালাক দিয়ে দিলেন। তারপর তাকে হাবীব বিন মাসলামা আল-ফিহিরী বিবাহ করেন, তারপর বিবাহ করেন আন নু'মান বিন বশীর যিনি পরবর্তীতে নিহত হন এবং তাঁর মাথা তার (স্ত্রীর) কোলে রাখা হয়।

হযরত মু'আবিয়ার সন্তানদের মাঝে ইয়াযীদ সর্বাধিক পরিচিতি ও প্রসিদ্ধি লাভ করে। তার মা হল মায়সূন বিন্‌ত বাহদাল বিন আনীফ বিন দুজালা বিন কুনাফা আল কালবী। সে-ই নাইলাকে দেখে এসে হযরত মু'আবিয়াকে তার সম্পর্কে মন্তব্য করেছিল, সে ছিল বিচক্ষণ এবং তার সৌন্দর্য, নেতৃসুলভতা, বুদ্ধিমত্তা ও ধার্মিকতা ছিল অসাধারণ। একবার সঙ্গে এক খোজা খাদেম সাথে নিয়ে হযরত মু'আবিয়া তার সাথে সাক্ষাৎ করলেন, তখন সে তৎক্ষণাৎ তাঁর আড়ালে গিয়ে বলল, আপনার সাথে এই ব্যক্তি কে? তিনি বলেন, সে তো খোঁজা, তুমি সামনে আস। সে বলল, আল্লাহ্ তার জন্য যা হারাম করেছেন তার অঙ্গহানি তার জন্য তা বৈধ করতে পারে না। একথার পর হযরত মু'আবিয়া তাকে (খোঁজাকে) তার সামনে থেকে সরিয়ে নিলেন। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, সে তাকে বলল, শুধু আপনার অঙ্গীকার করা তার জন্য এ বিষয়কে হালাল (বৈধ) করতে পারে না। যা আল্লাহ্ তার জন্য হারাম করেছেন। একারণেই (হয়তবা) আল্লাহ্ তার গর্ভজাত ছেলে ইয়াযীদকে তার পিতার পর 'খিলাফত' দান করেছিলেন। ইব্‌ন জারীর উল্লেখ করেছেন এই মায়সূনের গর্ভে হযরত মু'আবিয়ার এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেছিল তার নাম ছিল "أَمَةُ رَبِّ الْمَشَارِقِ অর্থাৎ উদয়াচলসমূহের প্রতিপালকের বাঁদী" সে শৈশবেই মৃত্যুবরণ করে।

আর তার গর্ভজাত আরেক কন্যা হল রমলা। হযরত উসমান (রা)-এর ছেলে আমর তাকে বিবাহ করেন। দিমাশকে 'যিকাকুরর রুম্মান' গলি বরাবর আকাবায়ে সামাক-এর নিকট তার বাড়ি ছিল। ইব্‌ন আসাকির তা বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো বলেন, এখনও[1] পর্যন্ত তার একটি প্রসিদ্ধ যাঁতাকল রয়েছে। আর হিন্দ বিন মুসারিয়াও ছিল তারই গর্ভজাত। আবদুল্লাহ্ বিন আমির তাকে বিবাহ করেন। জামে উমারির কাছে খায়রা নামক স্থানে তাকে যখন তার (স্বামীর) একান্ত সাক্ষাতে পাঠানো হল। তখন সে তাকে শারীরিকভাবে পেতে চাইল। কিন্তু,

১. অর্থাৎ আল-বিদায়ার গ্রন্থকার ইবন কাসীর (র)-এর সময়কাল পর্যন্ত।

সে তাকে বাধা দিল এবং কঠিনভাবে অস্বীকার করল। তখন আবদুল্লাহ্ তাকে চপেটাঘাত করল। আর তার আঘাতে সে চিৎকার করে উঠল। এদিকে তার সহচর বাঁদীরা যখন তার চিৎকার শুনতে পেল তখন তারাও উচ্চস্বরে চিৎকার করল। হযরত মু'আবিয়া তাদের চিৎকার শুনে তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার? তারা বলল, আমরা আমাদের সায়্যিদার চিৎকার শুনতে পেয়েছি, তাই আমরা চিৎকার করেছি। তখন তিনি ভেতরে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন তাঁর কন্যা স্বামীর চপেটাঘাতের কারণে কাঁদছে। এ অবস্থা দেখে তিনি ইব্ন আমিরকে বললেন, পোড়া কপাল তোমার ! এর মত মেয়েকে এমন রাতে এভাবে কেউ চপেটাঘাত করে? এরপর তিনি তাকে বলেন, এখন তুমি এখান থেকে (বের হয়ে) যাও। ইব্ন আমির তখন বেরিয়ে আসল আর মু'আবিয়া (রা) তাঁর কন্যার সাথে একাকী থাকলেন, তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বাছা! সে তো তোমার বিধিসম্মত পতি, যাকে আল্লাহ্ তোমার জন্যে হালাল ও বৈধ করেছেন। তুমি কি কবির এই পঙ্ক্তি শোন নি–

من الخفرات البيض اما حرامها ﴿ فصعب واما حلها فذلول —

লজ্জাশীলা সুন্দরী তারা অবৈধ কিছুতে তারা কঠিন, কিন্তু বৈধ 'বিষয়ে' অনুগত।

এরপর হযরত মু'আবিয়া তাঁর কাছ থেকে বের হয়ে এসে তার স্বামীকে বলেন, যাও ! তোমার জন্যে তার আচরণকে কোমল ও উপযোগী করে এসেছি। ইব্ন আমির তার কাছে গিয়ে দেখল, তার স্বভাব ও আচরণ তার অনুকূল। সে তার থেকে তার শারীরিক প্রয়োজন পূরণ করল। আল্লাহ্ তাদের সকলকে রহম করুন।

হযরত মু'আবিয়ার কাযীর দায়িত্বে ছিলেন হযরত উমর (রা)-এর নিয়োগকৃত আবুদ দারদা (রা)। যখন তাঁর মৃত্যু উপস্থিত হল, তিনি মু'আবিয়া (রা)-কে ফুযালা বিন ওয়াদকে কাযী নিয়োগের পরামর্শ দিলেন। তারপর ফুযালার মৃত্যু হলে তিনি আবূ ইদরিস[1] আল খাওলীকে তাঁর কাযী নিয়োগ করেন। তাঁর প্রহরী প্রধান ছিল জনৈক আযাদকৃত দাস যার নাম ছিল মুখতার। কারো মতে মালিক। তার উপনাম ছিল আবুল মাখারিক (সে বনু হিময়েরের মাওলা ছিল) হযরত মু'আবিয়া-ই সর্বপ্রথম প্রহরী ও দেহরক্ষী গ্রহণ করেন। তাঁর প্রধান দ্বাররক্ষী ছিল তার আযাদকৃত গোলাম সা'দ, আর তাঁর সিপাহী প্রধান ছিল কায়স বিন হামযা। তারপর যুমাইল বিন আমর আল উযারী। তারপর আয্যাহ্হাক বিন কায়স আল ফিহ্রী আর তাঁর একান্ত সহকারী ছিল সিরজাওন বিন মানসূর আর রূমী। হযরত মু'আবিয়া হলেন, প্রথম মুসলিম প্রশাসক। যিনি মোহরযুক্ত নথি সংরক্ষণ করেন নথিপত্র সীল মোহর যুক্ত করার বিধি প্রণয়ন করেন।[2]

আরও যারা এবছর অর্থাৎ ষাট হিজরীতে মারা যান বলে উল্লেখ রয়েছে, তাঁদের মধ্যে সফ্ওয়ান ইবনুল মুআত্তাল বিন রুখসাহ বিন আল মুআম্মাল বিন খুযা'আ আবূ আমর অন্যতম।

---

১. আবূ যার'আ আদ দিমাশকী বলেন, ফুযালার পরে আসেন নু'মান বিন বশির আল-আনসারী। তারপর বেলাল বিন আবুদ দারদা আল-আনসারী। তিনি ষাট হিজরীতে হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর মৃত্যু পর্যন্ত স্বপদে বহাল ছিলেন। দেখুন, সিয়ারু আলা মিন নুবালা ২/২৪১ ঃ আল ইসাবা ৩/৫৫৯।

২. তাবারীতে (৬/১৮৪) এবং আল কামিলে ৪/১১ রয়েছে- আর তিনি চিঠি পত্রাদি একত্রে সংরক্ষণ করেন যা ইতিপূর্বে করা হত না। আর দিওয়ানুল খাতাম অনেকটা নথি সংরক্ষণ বিভাগের ন্যায়। দেখুন, আল আওয়াইল ১/১৫৭- এই নথি সংরক্ষণ বিভাগের জন্য হযরত মু'আবিয়া কয়েকজন তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ দিয়েছিলেন, তাদের অন্যতম হলেন আবদুল্লাহ্ বিন মুহসিন আল হিময়ারী। কারো মতে, উবায়দ বিন আওস আল গাস্সানী আত তাবারী ৬/১৮৪: আল কামিল ৪/১১ খলীফা বিন খায়্যাব ২২৮ পৃঃ দ্রঃ।

তাঁর প্রথম যুদ্ধাভিযান হল আল মুরায়সী। এসময় তিনি আস্সাকাতে অবস্থান করছিলেন। তিনিই ঐ ব্যক্তি যাকে উড়িয়ে অপবাদ আরোপকারীরা উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা)-এর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করেছিল। তারপর আল্লাহ্ তাঁদের উভয়কে নির্দোষ ও পবিত্র ঘোষণা করেছিলেন। তিনি ছিলেন মুসলমানগণের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তাঁর ঘুম ছিল অত্যন্ত গভীর। এমনকি, সূর্য উদিত হয়ে গায়ে সূর্যতাপ লাগলেও তাঁর ঘুম ভাঙত না। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বলেছিলেন, যখন তুমি ঘুম থেকে জাগবে তখন নামায পড়ে নিও। হযরত সাফওয়ান ঘাতকদের হাতে শহীদ হন।

আবূ মুসলিম আল খাওলানী

তাঁর নাম আবদ বিন ছুওয়াব আল খাওলানী। ইয়ামানের খাওলান গোত্রের সদস্য। ভণ্ড ও মিথ্যা নবূওয়াতের দাবীদার আল আসওয়াদ আল আনাসী তাঁকে তার রিসালাতের সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে আহ্বান করে বলেছিল, তুমি কি সাক্ষ্য দিয়ে থাক আমি আল্লাহ্র রাসূল? তিনি বলেন, আমি শুনি না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র রাসূল । তখন সে তার অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করে তাঁকে তাতে নিক্ষেপ করল, কিন্তু তা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারল না এবং আল্লাহ্ তাঁকে সেই আগুন থেকে উদ্ধার করলেন। উল্লেখিত কারণে তাঁকে ইবরাহীম খলীলের সাথে তুলনা করা হত। এরপর তিনি যখন হিজরত করে মদীনায় পৌঁছেন তখন দেখতে পান, ইতিমধ্যেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাত হয়েছে। তখন তিনি হযরত আবূ বকর (রা)-এর কাছে আগমন করেন। তিনি তাঁকে তাঁর ও উমরের মাঝখানে বসালেন। হযরত উমর (রা) তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেন, প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি আমাকে মৃত্যুর পূর্বে উম্মতে মুহাম্মাদীর মাঝে এমন ব্যক্তির দর্শন দান করেছেন, যার সাথে হযরত ইবরাহীমের ন্যায় আচরণ করা হয়েছে। এরপর তিনি তার দু'চোখের মাঝে (কপালে) চুমু খেলেন। তাঁর অনেক কারামতের কথা বর্ণিত আছে। আল্লাহ্ তা'আলা অধিক জানেন। এবছরেই আন নু'মান বিন বশীর ইন্তিকাল করেন। কিন্তু, অধিক গ্রহণযোগ্য মত হল এরপর তিনি ইন্তিকাল করেন। যেমনটি ইনশাআল্লাহ্ সামনে আসছে।

ইয়াযীদ বিন মু'আবিয়া এবং তার শাসনকালের ঘটনাবলী

পিতার মৃত্যুর পর ষাট হিজরীর রজব মাসে তার অনুকূলে বায়'আত গৃহীত হয়। তার জন্মকাল ছিল ছাব্বিশ (২৬) হিজরী। সেই হিসেবে বায়'আত কালে তাঁর বয়স ছিল চৌত্রিশ বছর। বিভিন্ন অঞ্চলে সে তার পিতার নিয়োগকৃত সকল প্রশাসক বা নায়েবকে বহাল রাখে তাদের একজনকেও পদচ্যুত করে নি। নিসন্দেহে এটা তার বুদ্ধিমত্তা ও দুরদর্শিতার পরিচায়ক। আল খালবী আবূ মুখান্নাফ লূত বিন আল কূফী থেকে আল আখবারীতে বলেন, ষাট হিজরীর রজব মাসের শুরুর দিকেই ইয়াযীদ খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এসময় পবিত্র মদীনার প্রশাসক আল ওয়ালীদ বিন উত্বা বিন আবূ সুফিয়ান, কূফার প্রশাসক আন নু'মান বিন বশীর, বসরার প্রশাসক উবায়দুল্লাহ্ বিন যিয়াদ, পবিত্র মক্কার প্রশাসক আমর ইবনুল সারিদ ইবনুল 'আস। খিলাফতের দায়িত্বগ্রহণ কালে ইয়াযীদের একমাত্র চিন্তা ছিল ঐ দলের আনুগত্যের-বায়'আত যারা ইয়াযীদের অনুকূলে হযরত মু'আবিয়ার কাছে বায়'আত করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। তাই সে পবিত্র মদীনার প্রশাসক আল ওয়ালিদ বিন উত্বাকে লিখে পাঠাল।[১]

---

১. আল ইনামা ওয়াস সিয়াসাহতে (১/২০৪) ওয়ালীদ বিন উত্বার পরিবর্তে খালিদ ইবনুল হাকাম রয়েছে।

পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে আমীরুল মু'মিনীন ইয়াযীদের পক্ষ থেকে ওয়ালীদ বিন উত্‌বা বরাবর, পর কথা হল, মু'আবিয়া আল্লাহ্‌র একজন বান্দা ছিলেন, আল্লাহ্ তাঁকে খিলাফত দ্বারা সম্মানিত করেছেন এবং অনুগ্রহ করে শাসন কর্তৃত্ব দান করেছেন। তিনি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং নির্ধারিত সময়ে ইন্তিকাল করেন। আল্লাহ্ তাঁকে রহম করুন। তিনি জীবিত অবস্থায় প্রশংসার পাত্র ছিলেন। আর পুণ্যবান ও আল্লাহ্ ভীরু অবস্থায় ইন্তিকাল করেন। ওয়াস্ সালাম ![১]

আর এর সাথে ইঁদুরের কান সদৃশ ছোট এক টুকরো কানতো লিখে পাঠাল, পর কথা হল– বায়'আতের ব্যাপারে হুসায়ন (বিন আলী) আবদুল্লাহ্ বিন উমর এবং আবদুল্লাহ্ বিন যুবায়রকে কঠোর চাপ প্রয়োগ কর এবং বায়'আত না করা পর্যন্ত তাদেরকে কোন রকম অবকাশ দিও না। ওয়াস্ সালাম। এরপর যখন ওয়ালীদ তাঁর কাছে হযরত মু'আবিয়ার মৃত্যুর সংবাদ পৌঁছাল তখন তা তার জন্যে গুরুতর ও অসহনীয় হয়ে দাঁড়াল। তখন সে মারওয়ানকে ডেকে পাঠাল এবং তাকে ইয়াযীদের পত্র পাঠ করে শুনিয়ে 'এই দলের' ব্যাপারে তার পরামর্শ চাইল। সে (মারওয়ান) বলল, আমার মত হল তারা মু'আবিয়া (রা)-এর মৃত্যু সম্পর্কে জানার পূর্বেই তুমি তাদেরকে আহবান কর।[২] যদি তারা প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে তাদের গর্দান উড়িয়ে দাও।

উবায়দুল্লাহ্ তৎক্ষণাৎ আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন উসমান বিন আফ্‌ফানকে হযরত হুসায়ন ও ইব্‌ন যুবায়র-এর কাছে পাঠাল এসময় তারা উভয়ে মসজিদে ছিলেন, সে এসে তাদেরকে বলল, আপনাদের দু'জনকে আমীর আহবান করেছেন, চলুন আমার সাথে। তখন তারা বলেন, তুমি এখন যাও, আমরা তার কাছে আসব। সে তাদেরকে ছেড়ে চলে গেল, হযরত হুসায়ন ইব্‌নুয যুবায়র (রা)-কে বলেন, আমার ধারণা তাদের 'স্বেচ্ছাচারী শাসকের' মৃত্যু হয়েছে। ইব্‌নুয যুবায়র বলেন, আমারও তাই ধারণা[৩] বর্ণনাকারী বলেন তারপর হুসায়ন (রা) উঠে গিয়ে তাঁর আযাদকৃত গোলামদের[৪] সাথে নিয়ে আমীরের দরবারে উপস্থিত হলেন। এরপর তিনি ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে তাঁকে অনুমতি দেওয়া হল। তিনি একাকী প্রবেশ করলেন আর প্রবেশদ্বারের সম্মুখে তাঁর আযাদকৃত গোলামদের বসিয়ে রেখে গেলেন, তোমরা যদি সন্দেহজনক কিছু অনুভব কর তাহলে ভেতরে প্রবেশ করো। ভেতরে প্রবেশ করে তিনি সালাম করে বসলেন। এসময় মারওয়ান সেখানে উপস্থিত ছিল। আল-ওয়ালীদ বিন উত্‌বা তাকে ইয়াযীদের প্রশ্ন ধরিয়ে দিলেন এবং মু'আবিয়া (রা)-এর মৃত্যু সংবাদ অবহিত করলেন, হুসায়ন (রা) ইন্নালিল্লাহ্.....পড়লেন এবং বলেন, আল্লাহ্ মু'আবিয়াকে রহম করুন এবং তোমার প্রতিদানকে বিশাল করুন।

---

১. ফুতূহ ইবন আ'ছাম সামান্য পরিবর্তন ও পরিবর্ধনসহ পত্রটি উল্লেখিত হয়েছে –(৪/১০)

২. তাবারী (৬/১৮৯) এবং ইবনুল আছীরের আল-কামিল (৪/১৪)–তে একথা অতিরিক্ত রয়েছে। কেননা, যদি তারা তার মৃত্যু সংবাদ জানতে পারে তাদের প্রত্যেকে একদিকে অবস্থান গ্রহণ করবে এবং প্রত্যেকে বিরোধিতা করে নিজ নিজ আনুগত্যের দিকে আহবান করবে।

৩. যে বিষয়টি তাদেরকে হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর মৃত্যুর ব্যাপারে সন্দিহান করে তুলেছিল তা হল দূত আবদুল্লাহ্ এমন সময়ে তাদের কাছে এসেছিলেন, যে সময় ওয়ালীদ তার দরবারে বসত না এবং এরাও এসময়ে তার কাছে যেত না। (আত তাবারী)

৪. ফুতূহ ইবনুল আ'ছামে রয়েছে তার সাথে তিরিশ জন ছিল।

এরপর আমির তাঁকে বায়'আতের আহ্বান জানালে তিনি তাকে বলেন আমার মত ব্যক্তি গোপনে বায়'আত করে না। আমার তো মনে হয় না, আমার পক্ষ থেকে এতটুকু কেউ তোমাকে যথেষ্ট মনে করবে। তার চেয়ে বরং লোকজন যখন সমাবেত হবে তখন তুমি তাদের সাথে আমাদেরকে ডেকে নিও তাহলে বিষয়টি এক ও অভিন্ন হবে। ওয়ালীদ তাকে বলল, আর সে আপোষ প্রিয় ছিল-- ঠিক আছে। এখন আপনি যান। পরে লোক সমাবেশে আসবেন। তখন মারওয়ান ওয়ালীদকে বলেন, আমি আল্লাহ্র কসম করে বলছি, এখন বায়'আত না করে সে যদি তোমাকে ছেড়ে যায়, তার ও তোমাদের মাঝে হত্যাযজ্ঞ বৃদ্ধি পাবে। তুমি তাঁকে আটকে রাখ বায়'আত গ্রহণের পূর্বে তাঁকে বের হতে দিও না। অন্যথায় গর্দান উড়িয়ে দাও। হযরত হুসায়ন (রা) দাঁড়িয়ে বলেন, হে নীল নয়নার ছেলে ! তুমি আমাকে হত্যা করবে? আল্লাহ্র শপথ তুমি মিথ্যা বলেছো এবং পাপীর ভাগী হয়েছো। তারপর তিনি নিজ গৃহে ফিরে গেলেন, মারওয়ান ওয়ালীদকে বলল, আল্লাহ্র কসম ! এরপর আর তুমি তাঁর দেখা পাবে না। তখন ওয়ালীদ বলল, মারওয়ান ! সমগ্র দুনিয়া ও তার সবাকিছু পেলেও আমি হুসায়নকে হত্যা করতে চাইব না। সুবহানাল্লাহ্ ! "আমি বায়'আত করব না" শুধু হুসায়নের একথা বলার কারণে আমি তাঁকে হত্যা করব? আল্লাহ্র কসম ! আমার নিশ্চিত ধারণা, যে হুসায়নকে হত্যা করবে কিয়ামতের দিন তার মিযানের (নেকীর) পাল্লা হালকা হবে।

আর ওয়ালীদ আবদুল্লাহ্ বিন যুবায়রের কাছে দূত পাঠাল। তিনি বিরত থাকলেন এবং একদিন এক রাত তাঁর সাথে 'করব, করছি' করলেন, তারপর ইবনুয যুবায়র তাঁর ভাই জা'ফরকে সঙ্গে নিয়ে 'ফুর'-এর পথ ধরে পবিত্র মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন। তখন ওয়ালীদ পশ্চাতে অশ্বারোহী দলকে[১] পাঠাল। কিন্তু, তাদেরকে ফিরাতে সক্ষম হল না। পথচলা অবস্থায় জা'ফর তার ভাই আবদুল্লাহ্কে সুবারা আল-হানযলীর এই কবিতা পংক্তি আবৃত্তি করে শুনাল—

وكـل بـنـى أم سـيـمـسـون لـيـلـة ﴾ ولم يـبـق مـن اعـقـابـهـم غـيـر واحـد

আর তাদের উত্তরসূরী একজন ছাড়া আর কেউ নেই। তখন আবদুল্লাহ্ বললেন, সুবহানাল্লাহ্! এদিকে ইঙ্গিত করে তুমি কি বুঝাতে চেয়েছ? তখন সে বলল, আল্লাহ্র কসম ! তা দ্বারা আমি এমন কিছু উদ্দেশ্য করি নি যা আপনার কাছে অপ্রীতিকর। তখন উবায়দুল্লাহ্ বলল, যদি তা এমনি এমনি তোমার মুখে এসে থাকে তাহলে তা আমার কাছে আরো অধিক অপ্রিয়। বর্ণনাকারী বলেছেন, তিনি তাকে অশুভ লক্ষণরূপে বিবেচনা করলেন। আর ইবনুয যুবায়রকে নিয়ে ব্যস্ত থাকায় ওয়ালীদ হুসায়ন বিন আলীর ব্যাপারে মনোনিবেশ করতে পারল না। আর যখনই সে তাঁর কাছে দূত পাঠাত, তখন তিনি বলতেন, তুমি আরো ভেবে দেখ আমরাও ভেবে দেখি। তারপর স্ত্রী পরিজন ও সন্তানদের একত্র করে শনিবার রাতে এবছরের রজব মাসের আটাশ তারিখে রওনা হয়ে যান।[২] আর এটা ছিল ইবনুয যুবায়রের বের হয়ে যাওয়ার এক রাত পরের ঘটনা। মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া ছাড়া তার স্বজনদের মাঝে কেউ তার পশ্চাতে অবস্থান

---

১. ফুতূহ ইবনুল আ'ছমে (৫/২১) এসেছে- ওয়ালীদ তখন হাবীব বিন কাযরাকে ডেকে তাকে ত্রিশ জন অশ্বারোহী দিয়ে পাঠাল। আল-আখবারুত তিওয়াল-এর (২২৮) পৃষ্ঠায় রয়েছে, তখন সে তার পেছনে হাবীব বিন কুওয়াইনকে ত্রিশজন অশ্বারোহীসহ পাঠালেন।

২. ফুতূহ ইবনুল আ'ছমে (৫/৩৪) আছে- ষাট হিজরীর শাবান মাসের তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর।

করে নি। তিনি তাঁকে বলেছিলেন আল্লাহ্র কসম ! ভাই আমার ! তুমি আমার কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি, আর আমি তোমার একান্ত হিতাকাঙ্ক্ষী। তুমি কোন শহরে প্রবেশ করো না। তার চেয়ে প্রত্যন্ত মরু অঞ্চলে বাস করো। সেখান থেকে লোকদের কাছে দূত পাঠাও। যদি তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে তোমার হাতে বায়'আত করে তাহলে শহরে প্রবেশ করো। আর যদি তুমি একান্তই শহরে বাস করতে চাও তাহলে পবিত্র মক্কায় যাও। সেখানে যদি পরিস্থিতি তোমার অনুকূলে দেখতে পাও, তাহলে ভাল। অন্যথায় সেখান থেকে মরু প্রান্তরে বা পর্বতে আশ্রয় নিও। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্ তোমাকে উত্তম বিনিময় দিন। তুমি পূর্ণ হিতাকাঙ্ক্ষী ও ভ্রাতৃবাৎসল্যের পরিচয় দিয়েছ।

এরপর হযরত হুসায়ন (রা) পবিত্র মক্কা অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন এবং সেখানে তিনি আবদুল্লাহ্ বিন যুবায়রের সাথে মিলিত হলেন। এরপর ওয়ালদী আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রা)-এর কাছে দূত পাঠিয়ে বললেন, ইয়াযীদের আনুগত্যের বায়'আত করুন। তিনি বললেন, সকলে বায়'আত করলে আমিও বায়'আত করব। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠল, আপনি তো চান বিরোধিতায় লিপ্ত হয়ে পরস্পর লড়াই করে তারা শেষ হয়ে যাবে, আর যখন আপনি ছাড়া আর কেউ থাকবে না তখন তারা আপনার কাছে বায়'আত করবে? তখন ইব্ন উমর (রা) বলে উঠলেন, তুমি যা বললে তার কোন কিছুই আমার কাম্য নয়। তবে সকলে যখন বায়'আত করবে এবং আমি ছাড়া কেউ বাকী থাকবে না তখন আমি বায়'আত করব। আর তারা তাঁকে ভয় করত (না)।[১]

ওয়াকিদী বলেন, হযরত মু'আবিয়ার মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা কালে ইব্ন উমর (রা) পবিত্র মদীনায় ছিলেন না। তিনি এবং ইব্ন আব্বাস পবিত্র মক্কায় ছিলেন, সেখান থেকে ফেরার পথে তারা হযরত হুসায়ন ইব্ন যুবাইরের সাক্ষাত পান। তখন তারা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের পশ্চাতে কি (খবর)? তারা বললেন, মু'আবিয়ার মৃত্যু সংবাদ এবং ইয়াযীদের অনুকূলে বায়'আত (তলব)। ইব্ন উমর (রা) তাদের দু'জনকে বললেন, তোমরা দু'জন আল্লাহ্কে ভয় কর এবং মুসলমানদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করো না। এরপর ইব্ন আব্বাস এবং ইব্ন উমর (রা) পবিত্র মদীনায় এসে পৌঁছালেন। তারপর যখন বিভিন্ন শহর থেকে ইয়াযীদের অনুকূলে বায়'আতের নিশ্চিত সংবাদ আসল তখন তিনিও লোকদের সাথে বায়'আত করলেন। আর হযরত হুসায়ন ও ইব্নুয যুবায়র পবিত্র মক্কায় আগমন করার পর সেখানে যখন (প্রশাসকরূপে) আমর বিন সায়ীদুবনুল 'আসকে দেখতে পেলেন, তখন তাঁরা তাকে ভয় পেলেন এবং বললেন, আমরা এই কা'বা গৃহের আশ্রয়ে এসেছি।

এবছরই রমযান মাসে দায়িত্বে অবহেলার কারণে ইয়াযীদ ইব্ন উত্বাকে পবিত্র মদীনার প্রশাসক পদ থেকে অপসারিত করে তার শাসন কর্তৃত্ব পবিত্র মক্কার প্রশাসক[২] আমর বিন সায়ীদুবনুল 'আস-এর দায়িত্বে অর্পণ করে। এরপর সে রমযানে আর কারো মতে যুলকা'দাহ

---

১. বন্ধনীর অংশটুকু তাবারী ও আল-কামিল থেকে সংযোজিত।
২. আল-ইমামাহ ওয়াস সিয়াসাহ গ্রন্থে রয়েছে– (১/২০৫) ইয়াযীদ মদীনার প্রশাসক পদ থেকে খালিদ বিন হাকামকে অপসারণ করে উসমান বিন মুহাম্মদ বিন আবূ সুফিয়ানকে তার শাসনভার অর্পণ করে, আর সে একই সময়ে মদীনা, মক্কা এবং মাওসিলের প্রশাসক হয়।

মাসে মদীনায় আগমন করে। সে ছিল অহংকারী এবং নিজেকে সে পূজনীয় ভাবত। কৌশলে সে আবদুল্লাহ্ বিন যুবায়রেরর শত্রু তার ভাই আমরবনুয যুবায়রকে তার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধে নিয়োজিত করেছিল। আর ইব্নুয যুবায়রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে আমর বিন সায়ীদ পবিত্র মক্কায় একের পর এক যোদ্ধা দল পাঠাতে লাগল।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে, আমর বিন সায়ীদ যখন পবিত্র মক্কায় যোদ্ধাদল প্রেরণ করছিল তখন আবূ শুরায়হ্ আল-খুযায়ী তাকে বলেছিলেন, জনাব আমীর ! আমাকে অনুমতি দিন আমি এমন একটি হাদীস শুনাবো যা রাসূল (সা) ফাত্হে মক্কার দিন সকালে বর্ণনা করেছিলেন। যখন তিনি তা বর্ণনা করেছেন, তখন আমার কর্ণদ্বয় তা শ্রবণ করেছে এবং অন্তর তা সংরক্ষণ করেছে। হামদ ও ছানার পর তিনি বলেছেন-

ان مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس وانه لا يحل القتال فيها لأحد كان قبلي ولم تحل لأحد بعدى ولم تحل لى لما ساعة من نهار ثم قد صارت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمسفليبلغ الشاهد الغائب،

"নিশ্চয়ই মক্কাকে স্বয়ং আল্লাহ্ সম্মানিত করেছেন, মানুষ নয়। আমার পূর্বে তিনি কারো জন্যে সেখানে যুদ্ধ করা হালাল করেন নি এবং আমার পরও কারো জন্য তা হবে না, আর আমার জন্যেও দিনের সামান্য সময়ই তা হালাল হয়েছিল। তারপর তার পবিত্রতা (যুদ্ধবিগ্রহের নিষিদ্ধতা) পূর্বের অবস্থাতে ফিরে এসেছে। সুতরাং তোমাদের উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তিকে পৌঁছিয়ে দেয়।" অন্য রেওয়াতে আছে, "যদি কেউ সেখানে আল্লাহ্র রাসূলের যুদ্ধের কারণ দেখিয়ে অবকাশ সন্ধান করে, তবে তাকে বলো, আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে অনুমতি দিয়েছেন তোমাদেরকে নয়।" তখন আবূ শুরায়হ্কে বলা হল, এরপর সে কী বলল? তিনি বলেন, সে আমাকে বলল, হে আবূ শুরায়হ্! আমরা সে সম্পর্কে তোমার চেয়ে অধিক অবগত। 'হারাম'[১] কোন অবাধ্য নাফারমানকে কোন পলায়নকারী ঘাতককে কিংবা ফাসাদ বিশৃংখলাকারী পলায়নকারীকে আশ্রয় দেয় না।[২]

ওয়াকিদী বলেন, আমর বিন সায়ীদ, আমর ইবনুয যুবায়রকে মদীনার সিপাহী প্রধানের দায়িত্ব প্রদান করেন। তখন সে তাঁর ভাই আবদুল্লাহ্ বিন যুবায়রের সহচর ও আদর্শের অনুসারীদের পিছু নিল এবং তাদেরকে ধরে ভীষণ প্রহার করল এবং প্রতিজ্ঞা করল যে, তার ভাই আবদুল্লাহ্ বিন যুবায়রকে রৌপ্যের হাতকড়া[৩] পরিয়ে খলীফার সামনে উপস্থিত করবে। এসময় সে আল মুনযির

---

১. ইমাম বুখারী কিতাবুল মা'আনিতে সায়ীদ বিন শুরাহবিলের সূত্রে তা উল্লেখ করেছেন হাদীস নং (৪৯২৫) ফাতহুল বারী (৪/২১); কিতাবুল ইলমে উল্লেখ করেছেন। আবদুল্লাহ্ বিন ইউসুফের সূত্রে; আর কিতাবুল হজ্জে উল্লেখ করেছেন কুতায়বার সূত্রে আর ইমাম মুসলিম কিতাবুল হজ্জে কুতায়বা বিন সায়ীদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হাদীস নং (৪৪৬) ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা নং (৯৮৭)। আর ইমাম তিরমিযী তা কিতাবুল হজ্জ-এর শুরুতে কুতায়বার সূত্রে তা বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসটিকে 'হাসান সহীহ' বলেছেন।

২. এখানে আরবীতে উল্লিখিত (خربة) শব্দটি বানান নিয়ে মতভেদ রয়েছে। এর মূল অর্থ উট চুরি। তবে সকল খেয়ানত বা আমানতের অর্থেই ব্যবহৃত হয়। ভাষাবিদ খলীলের মতে শব্দটি (الخارب) শব্দ থেকে নির্গত যার অর্থ বিপর্যয় বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী চোর। আর এখানে তার অর্থ হল দীনের ব্যাপারে ফাসাদ বিশৃংখলা করা।

৩. এখানে মূল আরবীতে (الجامعة) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ হাতকড়া, বেড়ি, আর (جامعة) বলার কারণ তা হাতকে গলার সাথে একত্র করে।

বিন যুবায়র তার ছেলে মুহাম্মদ বিন মুনযির, আবদুর রহমান বিন আল-আসওয়াদ বিন আবদ ইয়াগূছ, উসমান বিন আবদুল্লাহ্ বিন হাকীম বিন হিযাম, খুবায়ব বিন আবদুল্লাহ্ বিন যুবায়র, মুহাম্মদ বিন আম্মার বিন ইয়াসির এবং অনেককে প্রহার করে। এদেরকে প্রত্যেককে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটি এমনকি কাউকে কাউকে ষাটটিও চাবুক মারে। আর আবদুর রহমান বিন উসমান আত্ তায়মী এবং আবদুর রহমান বিন আমর বিন সাহ্ল তার থেকে পালিয়ে একদল লোকের সাথে মক্কায় পলায়ন করে।[১]

এরপর আমর বিন সায়ীদের কাছে যুবায়রের তলবের ব্যাপারে ইয়াযীদের চূড়ান্ত নির্দেশ আসল, এই ফরমান যে, তিনি বায়'আত করলেও তা সহীহ্ হবে না এবং লম্বা টুপির নীচে তার গর্দানে স্বর্ণের অথবা রেপ্যর বেড়ি পরিয়ে আমার কাছে নিয়ে আসবে। তাহলে সেই বেড়ি দেখা যাবে না তবে তার শব্দ শোনা যাবে। আর ইবনুয যুবায়র ইতিপূর্বে মদীনায় আমর বিন সায়ীদের নায়েব আল হারিস বিন খালিদ আল মাখযূমীকে মক্কাবাসীর নামাযে ইমামতি করা থেকে বাধা দিয়েছিল। তখনই আমর ইবনুয যুবায়রের কারণে মক্কায় ঝটিকা আক্রমণকারী সৈন্যদল পাঠানোর প্রতিজ্ঞা করেছিল। তাই সে আমর ইবনুয .যুবায়রের পরামর্শ চাইলো। তাঁর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য কাকে আমরা মক্কায় প্রেরণের উপযুক্ত বিবেচনা করতে পারি।

তখন আমর ইবনুয যুবায়র তাঁকে বলল, আপনি তাঁর কাছে এমন কাউকে পাতে পারবেন না যে তাকে ঘায়েল করার জন্য আমার চেয়ে উপযুক্ত।[২] তখন সে তাঁকে সেই ঝটিকা বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করে দিল এবং উনায়স বিন আমর আল আসলামীকে সাতশ যোদ্ধার এই বাহিনীর অগ্রাধিনায়ক নিযুক্ত করল। ওয়াকিদী বলেন, ইয়াযীদ নিজেই এদের দু'জনকে এ বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করেছিল এবং এই মর্মে আমর বিন সায়ীদের কাছে ফরমান পাঠিয়েছিল।

এরপর উনায়স "জারাফে" তার সৈন্য সমাবেশ করল এসময় মারওয়ান ইবনুল হাকাম আমর বিন সায়ীদকে মক্কা আক্রমণ না করার এবং ইবনুয যুবায়রকে সেখানে ছেড়ে দেওয়ার পরামর্শ দিল। কেননা, তিনি নিহত না হলেও কিছুদিনের মধ্যেই মৃত্যু হবে। তখন তার ভাই আমর ইবনুয যুবায়র বলল, আল্লাহ্র কসম ! অবশ্যই আমরা তাকে আক্রমণ করবই যদি সে কা'বার অভ্যন্তরে থাকে তবুও। এতে যার অনিচ্ছা থাকে থাকুক। তখন মারওয়ান বলল, আল্লাহ্র কসম ! তা আমাকে আনন্দিত করবে। এরপরে উনায়স অগ্রসর হল এবং একনিষ্ঠ সৈন্যদেরকে নিয়ে আমর ইবনুয যুবায়র তার অনুসরণ করলো। (তাদের সংখ্যা ছিল দু'হাজার) এবং 'আব্তাহ্' (মক্কার অদূরে পাথুরে ভূখণ্ড)-তে অবস্থান করল।

---

১. মূল আরবীতে এখানে ভুলবশত (من) অব্যয় ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু তাবারী ও কামিলের বর্ণনায় অব্যয়টিকে শুদ্ধ করে (إلى) উল্লেখ করা হয়েছে।

২. ফুতূহ ইবন আ'ছমে (৫/২৮৪) রয়েছে– আর বনূ উমাইয়ার লোকেরা আমর ইবনুয যুবায়রকে সম্মান প্রদর্শন করত। কেননা, তার মা ছিল খালিদ বিন সায়ীদ ইবনুল 'আসের কন্যা। তাই সে ছিল তাদের বোনের ছেলে।

কারো মতে সে সাফা পাহাড়ের নিকটে তার গৃহ সন্নিকটে অবস্থান নিয়েছিল। আর উনায়স অবস্থান নিল 'যু-তুওয়া-তে। এরপর আমর ইবনুয যুবায়র লোকদের নামাযে ইমামতি করতো আর তার পশ্চাতে তার ভাই আবদুল্লাহ্ বিন যুবায়র নামায পড়তেন। আমর তার ভাইয়ের কাছে এ কথা বলে দূত পাঠাল। খলীফার শপথ পূর্ণ কর এবং গলায় স্বর্ণ বা রৌপ্যের বেড়ি নিয়ে তার কাছে উপস্থিত হও, লোকদের একে অন্যকে হত্যা করার অবস্থা সৃষ্টি করো না। আর আল্লাহ্কে ভয় কর, তুমি এক পবিত্র নগরে রয়েছো। তখন আবদুল্লাহ্ বলে পাঠালেন, তোমার নির্ধারিত স্থান হল মসজিদ।

এরপর আবদুল্লাহ্ বিন যুবায়র, আবদুল্লাহ্ বিন সফওয়ান বিন উমায়্যার নেতৃত্বে এক ঝটিকা বাহিনী প্রেরণ করলেন এবং তারা আমর বিন উনায়স আল আসলামীর বাহিনীর সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হল এবং তাদেরকে অতি নিকৃষ্টভাবে পরাজিত করল। আর আমর ইবনুয যুবায়রের অনুসারীরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। আর সে নিজে ইব্‌ন 'আলকামার গৃহে পলায়ন করল। এসময় তার ভাই উবায়দ বিন যুবায়র তাকে আশ্রয় দিলে আবদুল্লাহ্ বিন যুবায়র তাকে ভর্ৎসনা করে বললেন, তুমি কি এমন এক ব্যক্তিকে আশ্রয় দিচ্ছ যে, মানুষের দায়ে দায়বদ্ধ। এরপর তিনি তাদের সকলকে দ্বারা তাকে প্রহার করালেন যাদেরকে সে মদীনায় প্রহার করেছিল শুধু মুনযিরুবনুয যুবায়র ও তার পুত্র ব্যাতীত। কেননা, তারা আমর থেকে প্রতিশোধ নিতে অস্বীকৃতি জানাল। এরপর তিনি তাকে বন্দী করলেন। একথাও বলা হয় যে, আমর ইবনুয যুবায়র চাবুকাঘাতে মৃত্যুবরণ করেছে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

হযরত হুসায়ন বিন আলী (রা)-এর বৃত্তান্ত খিলাফতের দাবীতে তাঁর মক্কা ত্যাগ এবং শাহাদত লাভ

শুরুতে তাঁর জীবন বৃত্তান্তের কিছুটা আলোচনা করা যাক। এরপর আমরা তাঁর ফযীলতসমূহ ও গুণাগুণ আলোচনা করব। তিনি হলেন হুসায়ন বিন আলী বিন আবদুল মুত্তালিব বিন হিশাম আল কুরায়শী আল হাশেমী। তাঁর উপনাম আবদুল্লাহ্। রাসূল কন্যা ফাতিমাতুয যাহ্‌রা-এর ছেলে কারবালার শহীদ দৌহিত্র। দুনিয়াতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পুষ্পকলি। সহদোর হাসান (রা)-এর পর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। আর হাসান (রা) জন্মগ্রহণ করেন হিজরতের তৃতীয় বছর। কোন কোন বর্ণনা মতে, তাঁদের দু'জনের জন্মকালের ব্যবধান হল একমাসিক(রজঃস্রাব থেকে পবিত্রতার সময়) এবং গর্ভধারণ কাল। চতুর্থ হিজরীর শা'বান মাসের ছয় তারিখে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কাতাদা বলেন, হিজরী সন শুরুর ছয় বছর সাড়ে পাঁচ মাসের মাথায় হুসায়ন (রা) জন্মগ্রহণ করেন।[১] আর চুয়ান্ন বছর সাড়ে ছয় মাস বয়সে একষট্টি হিজরীর মুহাররমের দশ তারিখ আশুরার দিন শুক্রবারে তিনি শাহাদত প্রাপ্ত হন। আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন!

রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি 'তাহ্‌নীক' করেছেন, অর্থাৎ জন্মের পরপর দোয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর থুতনী ঢলে দিয়েছেন এবং মুখে লালা দিয়েছেন, তাঁর জন্য দু'আ করেছেন এবং হুসায়ন নাম রেখেছেন। আর এর পূর্বেই তাঁর পিতা নাম হারব রেখেছিলেন, মতান্তরে জা'ফর। আবার কেউ বলে তিনি সপ্তম দিনে তাঁর নাম রেখেছিলেন এবং আকীকা করেছেন। একদল বর্ণনাকারী ইসরাঈল থেকে, তিনি আবূ ইসহাক থেকে, তিনি হানি বিন হানি থেকে, তিনি আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (আলী (রা) বলেন, শরীরের বুক থেকে মাথা পর্যন্ত অংশে হযরত হাসান ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ আর এর নীচের অংশে হুসায়ন (রা) ছিলেন অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ।[২]

যুবায়র বিন বাক্কার বলেন, আমাকে মুহাম্মদ বিন যাহ্‌হাক আল হিযামী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, হযরত হাসানের মুখাবয়ব রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখাবয়বের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল আর হযরত হুসায়নের দেহাকৃতি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। মুহাম্মদ বিন শিরিন ও তাঁর বোন হাফসা হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন যিয়াদের কাছে ছিলাম, এমন সময় হযরত হুসায়নের মাথা নিয়ে আসা হল। তখন সে একটি দণ্ড তাঁর নাকে ঠেকিয়ে বলতে লাগল, এমন সুগঠিত ও সুন্দর নাসিকা আমি আর দেখি নি। তখন আমি তাকে বললাম, সকলের মাঝে তিনিই ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সবচেয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ দেহাকৃতির অধিকারী। সুফিয়ান বলেন, (একবার) আমি উবায়দুল্লাহ্ বিন যিয়াদকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি হুসায়নকে দেখেছ? সে বলল, হ্যাঁ তাঁকে দেখেছি। সামনের

---

১. আল ইসতিয়াব গ্রন্থে কাতাদা থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, হযরত হুসায়ন হযরত হাসানের একবছর দশমাস পর জন্মগ্রহণ করেন। হিজরী সন শুরুর পাঁচ বছর ছয় মাসের মাথায়। হামিশুল ইসাবা-(১/৩৭৮)।
২. তিরমিযী শরীফ- কিতাবুল মানাকিব হাদীস নং (৩৭৭৯)-৫/৬৬০) মুসনাদে আহ্‌মদ ১/৯০।

কয়েকটি দাঁড়ি ব্যতীত তাঁর সমস্ত চুল-দাড়ি কালো। আর আমি জানি না, তিনি কি খেজাব ব্যবহার করার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সাদৃশ্যের জন্য ঐ স্থানটি ছেড়ে দিয়েছিলেন নাকি ঐ কয়েকটি দাড়ি ছাড়া তাঁর আর কোন চুল-দাড়ি সাদা হয় নি। ইব্‌ন যুবায়র বলেন, আমি উমর বিন 'আতাকে বলতে শুনেছি, আমি হুসায়ন বিন আলীকে খেজাব লাগাতে দেখেছি। আর তাঁর বয়স ছিল ষাট বছর কিন্তু তাঁর চুল-দাড়ি ছিল ঘন কালো। আর দু'টি দুর্বল সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মৃত্যু শয্যায় হযরত ফাতিমা (রা) তাঁর দুই পুত্রকে কিছু দেয়ার আবেদন করেছিলেন– তা সঠিক নয়। নির্ভরযোগ্য কোন হাদীস গ্রন্থে এর অস্তিত্ব নেই। হযরত হুসায়ন (রা) নবী করীম (সা)-কে পাঁচ বছরের মত জীবিত পেয়েছিলেন এবং তিনি তাঁর থেকে কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম বলেন, তিনি (হুসায়ন (রা)) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দর্শন লাভ করেছেন। সালিহ বিন আহমদ বিন হাম্বল তাঁর পিতার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, এটা অদ্ভুত বিষয়। কেননা, হযরত হুসায়নের ব্যাপারে তার একথা বলা যে, তিনি তাবেঈ অধিক যুক্তিসঙ্গত।

এখন আমরা উল্লেখ করব, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদের দু'জনকে কিভাবে ভালবাসাতেন এবং তাঁদের প্রতি স্নেহবাৎসল্য ও মায়া-মমতা প্রকাশ করতেন। আর এ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, হযরত হুসায়ন (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জীবিত পেয়েছেন এবং ওফাত পর্যন্ত তাঁর সাহচর্য লাভ করেছেন এবং মৃত্যুকালে তিনি তাঁর প্রতি প্রসন্ন ছিলেন। তবে এসময় তিনি ছোট ছিলেন। এছাড়া হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাঁকে শ্রদ্ধা সম্মান করতেন। তদ্রূপ হযরত উমর ও উসমান (রা)ও। আর তিনি তাঁর পিতা আলী (রা)-এর সাহচর্য পেয়েছেন এবং তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। পিতার সকল যুদ্ধাভিযানে জামালে, সিফ্‌ফীনে তাঁর সাথে ছিলেন।

মানুষের মাঝে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র ছিলেন। তাঁর পিতার শাহাদতকাল পর্যন্ত তিনি তাঁর অনুগত ছিলেন। তারপর যখন তাঁর ভাইয়ের খিলাফত লাভের সম্ভাবনা দেখা দিল। আর তিনি সন্ধি করতে চাইলেন, তখন তাঁর জন্য বিষয়টি মেনে নেয়া কঠিন হলো এবং তিনি এক্ষেত্রে তাঁর ভাইয়ের সিদ্ধান্তকে সঠিক বলে মেনে নিতে পারলেন না। বরং তিনি তাঁকে শামবাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে উদ্বুদ্ধ করলেন। তখন হযরত হাসান (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম ! আমার ইচ্ছা হয়েছে খিলাফতের এই বিষয় থেকে অবসর হওয়া পর্যন্ত তোমাকে গৃহবন্দী করে রাখি। ভাইয়ের এ অবস্থা দেখে হযরত হুসায়ন (রা) চুপ হলেন এবং মেনে নিলেন। এরপর যখন মু'আবিয়া (রা)-এর খিলাফত সুস্থিত হল তখন হযরত হুসায়ন (রা) তাঁর ভাই হযরত হাসান (রা)-এর সাথে তাঁর কাছে আসা-যাওয়া করতেন। আর হযরত মু'আবিয়াও তাদের দু'জনকে উপযুক্ত অতিবিক্ত সমাদরও করতেন। তাঁদেরকে সুস্বাগতম ও অভিনন্দন জানাতেন এবং প্রচুর হাদিয়া প্রদান করতেন। একদিন তিনি তাঁদের দু'জনকে দুই লক্ষ দিরহাম প্রদান করে বললেন, হিন্দের ছেলের পক্ষ থেকে তোমরা তা গ্রহণ কর। আল্লাহ্‌র কসম ! আমার পূর্বে বা পরে কেউ তোমাদেরকে এমনভাবে দিবে না। তখন হুসায়ন (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম ! আপনি এবং আপনার পূর্বে ও পরে কেউ আমাদের চেয়ে উত্তম কাউকে দিতে পারবে না।

হযরত হাসানের মৃত্যুর পর হযরত হুসায়ন প্রতিবছর তাঁর অনুসারীদের প্রতিনিধি দল নিয়ে হযরত মু'আবিয়ার কাছে যেতেন এবং তাঁর যথাযথ সমাদর ও কদর করতেন এবং হাদিয়া প্রদান করতেন। একান্ন হিজরীতে তিনি ইয়াযীদ বিন মু'আবিয়ার নেতৃত্বে কনসট্যান্টিনোপাল

আক্রমণকারী বাহিনীর সাথে শরীক ছিলেন। আর হযরত মু'আবিয়ার জীবদ্দশায় যখন ইয়াযীদের অনুকূলে বায়'আত গ্রহণ করা হয় তখন হযরত হুসায়ন (রা), ইবনুয যুবায়র (রা), আবদুর রহমান বিন আবূ বকর (রা), ইব্ন উমর (রা) এবং ইব্ন আব্বাস (রা) তা থেকে বিরত থাকেন। এরপর আবদুর রহমান বিন আবূ বকর ইন্তিকাল করেন। আর এ বিষয়ে তিনি তাঁর পূর্ব সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। এরপর যখন ষাট হিজরীতে হযরত মু'আবিয়া (রা) ইন্তিকাল করেন এবং ইয়াযীদের অনুকূলে বায়'আত গৃহীত হয় তখন ইব্ন উমর ও ইব্ন আব্বাস (রা) পরিস্থিতি মেনে বায়'আত করেন। কিন্তু হযরত হুসায়ন ও ইব্ন যুবায়র তাঁদের বিরোধিতার পূর্বস্থলে অটল থাকলেন। এবং (প্রতিকূলতার কারণে) মদীনা থেকে বের হয়ে মক্কায় গিয়ে আশ্রয় নেন।

এরপর লোকজন যখন হযরত মু'আবিয়ার মৃত্যুর সংবাদ এবং ইয়াযীদের খিলাফতের কথা শুনতে পেল তখন তারা দলে দলে তাঁর কাছে আসতে লাগল। আর ইব্ন যুবায়র তিনি কা'বা গৃহের নিকটে তাঁর নামযের স্থানে অবস্থান নিলেন। ফাঁকে ফাঁকে লোকদের সাথে মিশে তিনি হযরত হুসায়নের কাছে আসা-যাওয়া করতে লাগলেন। হযরত হুসায়ন (রা) থাকা অবস্থায় তাঁর মনের সুপ্তবাসনা বাস্তবায়নে তৎপর হওয়ার কোন সুযোগ ছিল না। যেহেতু তিনি জানতেন মানুষ তাঁকে অখণ্ড শ্রদ্ধা করে এবং তাঁর তুলনায় তাঁকে শ্রেষ্ঠতর (এবং খিলাফতের অধিক হকদার) গণ্য করে। তবে তার কারণে মক্কায় ঝটিকা বাহিনী প্রেরিত হল। কিন্তু আল্লাহ্ তাকে দিয়ে তাদেরকে পারজিত করলেন যেমন এই মাত্র বর্ণিত হয়েছে। ফলে ঝটিকা বাহিনীসমূহ পর্যুদস্ত হয়ে মক্কা থেকে পলায়ন করল আর আবদুল্লাহ্ বিন যুবায়র তার ধ্বংস কামনাকারী ইয়াযীদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করলেন এবং তার (বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দানকারী) ভাই প্রহার করলেন এবং অপদস্ত ও বন্দী করে তার পূর্বাচরণের বদলা নিলেন। এ ঘটনার পর থেকে হিজায অঞ্চলে ইব্নুয যুবায়র পূর্বাপেক্ষা অধিক মর্যাদা ও গুরুত্বের অধিকারী হলেন, তিনি সুদূর বিস্তৃত প্রসিদ্ধি ও খ্যাতি লাভ করলেন। অবশ্য এসব সত্ত্বেও মানুষের কাছে তিনি শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্ররূপে হযরত হুসায়নের অবস্থানে অধিষ্ঠিত হতে পারে নি। বরং তখনো পর্যন্ত মানুষের মনের আকর্ষণ ছিল হযরত হুসায়নের প্রতি। কেননা, তিনি হলেন রাসূলের প্রিয় দৌহিত্র, মহান নেতা। যে সময় পৃথিবীর বুকে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। কিন্তু গোটা ইয়াহুদী সাম্রাজ্য তাঁর শত্রু ছিল।

এ সময় ইরাক থেকে তাঁর বহু পত্র আসতে লাগল এ সকল পত্রে ইরাকবাসীরা তাঁকে তাঁদের কাছে আসার আহ্বান জানালো। যখন তাদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছল যে, হযরত মু'আবিয়ার মৃত্যুর পর ইয়াযীদ খলীফা হয়েছে এবং ইয়াযীদের বায়'আত এড়ানোর জন্য হযরত হুসায়ন বিন আলী (রা) মক্কায় আশ্রয় নিয়েছেন। পত্র নিয়ে তাঁর কাছে সর্বপ্রথম আগমন করে আবদুল্লাহ্ বিন সাবা আল হাম্দানী এবং আবদুল্লাহ্ বিন ওয়াল[১] তাদের সাথে একখানি পত্র[২] ছিল যাতে সালামের পর হযরত মু'আবিয়ার মৃত্যুতে অভিনন্দন ছিল। এ বছরের রমযান

---

১. ফুতূহ ইবনুল আ'ছমে (৫/৪৮) রয়েছে আবদুল্লাহ্ বিন মুসলিম বিন আল বাকরী।
২. আত তাবারী (৬/১৯৭) ইবনুল আছীরের কামিল (৪/২০)-এ রয়েছে, শিয়ারা সুলায়মান বিন মুরাদ আল খুযাযির গৃহে সমবেত হল এবং তাদের কয়েকজনের পক্ষ থেকে একটি পত্র লিখল, তারা হল সুলায়মান বিন মুরাদ আল খুযারী আলমুস্যার বিন নুজারা, রিফা'আ বিন শাদ্দাদ, হারিব বিন মুযাহির ও অন্যরা (আল কামিলে মুযাহিরের পরিবর্তে মুতাহ্হার।" উপরোক্ত দুই গ্রন্থে পত্রটি বিদ্যমান এছাড়া ফুতূহ ইবনুল আ'ছমে (৫/৪৬) এবং সাবূ মুখান্নাফের 'হুসায়নের হত্যা' তে পত্রটি রয়েছে।

মাসের দশ তারিখে তারা হযরত হুসায়ন (রা)-এর কাছে আগমন করে। তারপর তার একদল লোক প্রেরণ করে যাদের কায়স[১] বিন মুহসির আয্ যদাইয়্যি, আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ্ ইবনুল কাওয়া আল আরহাবী[২] উমারা বিন আবদুল্লাহ্ আস সালূলী[৩] অন্যতম। আর এদের সাথে হযরত হুসায়ন বরাবর একশত পঞ্চাশটি[৪] পত্র এসেছিল। এরপর তারা হানি বিন সুবায়দী এবং সাঈদ বিন আবদুল্লাহ্ আল হানাফীকে একখানি পত্র দিয়ে প্রেরণ করল। যাতে দ্রুত তাদের অভিমুখে যাত্রা করার আবেদন ছিল। আর শাবিছ বিন্ রিবঈ হাজ্জার বিন আবজার, ইয়াযীদ বিন হারিস, ইয়াযীদ বিন রুওয়াইম, আমর বিন হাজ্জাজ আয্ যুবাইদী এবং মুহাম্মদ বিন উমর[৫] বিন ইয়াহ্ইয়া আত্ তামীমি তাঁর কাছে পত্র লিখলেন- পর কথা হল বাগ-বাগিচাসমূহ[৬] সজীব সবুজ হয়েছে ফল্ফলাদি পরিপক্ক হয়েছে এবং আপনি চাইলে আপনার অনুগত সমবেত ও সংগঠিত এক বাহিনীর কাছে আগমন করতে পারেন। আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক !" এসময় সকল দূত ও প্রতিনিধিগণ তাদের পত্রসমূহ নিয়ে হযরত হুসায়নের কাছে সমবেত হলো এবং ইয়াযীদ ইব্‌ন মু'আবিয়ার পরিবর্তে তারা যাতে তাঁর কাছে বায়'আত করতে পারে এজন্য তাঁকে উদ্বুদ্ধ করতে লাগল এবং তাঁকে তাদের কাছে আগমনের আবেদন জানাল। তাদের পত্রে তারা উল্লেখ করেছিল যে, তারা হযরত মু'আবিয়ার মৃত্যুতে উৎফুল্ল এবং তারা তাঁর সমালোচনা করে এবং তাঁর শাসন কর্তৃত্বের বৈধতার ব্যাপারে (নেতিবাচক) কথা বলে।

এছাড়া তারা আরো উল্লেখ করেছিল যে, এখনো পর্যন্ত কারো হাতে বায়'আত করে নি এবং তারা তাঁর আগমনের অপেক্ষায় রয়েছে। তাই এসময় হযরত হুসায়ন (রা) তাঁর চাচাতো ভাই মুসলিম বিন আকিল বিন আবূ তালিবকে প্রকৃত অবস্থা যাচাই এবং ইরাকবাসীর ঐক্যবদ্ধতা পর্যবেক্ষণের জন্য ইরাকে[৭] পাঠান। আর তাকে তিনি এই নির্দেশ প্রদান করেন যে, যদি সে পরিস্থিতির আনুকূল্যের ব্যাপারে নিশ্চিত হয় এবং ইরাকবাসীদের ঐক্যকে সুদৃঢ় ও সুসংহত পায়, তাহলে যেন তাঁর কাছে দূত প্রেরণ করে-তাহলে তিনি তাঁর স্বজন পরিজন নিয়ে রওনা হবেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণকারীদের তাঁর আয়ত্তে আনার জন্য প্রথমে কূফায় আগমন করবেন। এছাড়া তিনি মুসলিম বিন আকিলের কাছে একটি পত্রও প্রেরণ করেন। তারপর মুসলিম যখন মক্কা থেকে রওনা হয়ে মদীনা অতিক্রম করলেন তখন সেখান থেকে দু'জন পথ প্রদর্শক সাথে নিলেন। এরপর তারা তাকে নিয়ে পরিত্যক্ত ও পথ চিহ্নবিহীন মরু প্রান্তরের পথ ধরল, যার ফলে পানির অভাবে তীব্র পিপাসায় তাদের একজন মৃত্যুবরণ করল।

---

১. আল আখবার আত্ তিওয়াল গ্রন্থে (২২৯) রয়েছে বিশর বিন মুসহির আস্ সয়দাবী।

২. আল আখবার আত্ তিওয়ালে- আবদুর রহমান বিন উবায়দ আর তাবারীতে আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ্ বিন আল কাদান আল আরহাবী- রয়েছে।

৩. এখানে ইবনুল আ'ছম অতিরিক্ত আবদুল্লাহ্ বিন ওয়ালের উল্লেখ করেছেন, আর ইতিপূর্বে বিগত হয়েছে যে, সে হযরত হুসায়নের কাছে প্রথম আগমনকারীদ্বয়ের একজন।

৪. আত্ তাবারীতে রয়েছে তিপ্পান্নটি পত্র, আর আল-আখবারুত্ তিওয়ালে –পঞ্চাশটির মত পত্র।

৫. আত্ তাবারী ও আল কামিলে রয়েছে 'উমায়র' এদু'টি গ্রন্থে একটি নাম অতিরিক্ত রয়েছে আল কামিলে উরওয়া বিন কায়স আর আত্তবারীতে আয্রাহ বিন কায়স্।

৬. এখানে الجنان এর পরিবর্তে আত্ তাবারীতে الجناب এবং ইবনুল আ'ছমে الجنات রয়েছে।

৭. আত্ তাবারীতে রয়েছে- তাকে কায়স বিন মুসহির, উমরাহ বিনর উবায়দ আস্ সূলালী এবং আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ্ বিন আল কাদান আল আরহাবীর সাথে প্রেরণ করেন।

তারা মূলত পথ হারিয়ে ফেলেছিল যার ফলে 'বাতনে খাব্বিতের'[১] আল মাযীক নামক স্থানে এক পথ প্রদর্শক মারা গেল। তখন মুসলিম বিন আকিল এ ঘটনাকে অশুভ মনে করলেন এবং অগ্রসর না হয়ে সেখানেই অবস্থান করলেন ইত্যবসরে অপর পথ প্রদর্শক মৃত্যুবরণ করল। তখন তিনি তার মিশনের বিষয়ে হযরত হুসায়নের পরামর্শ চেয়ে পত্র লিখলেন। তখন তাকে ইরাকে প্রবেশের এবং কূফাবাসীদের প্রকৃত অবস্থা সরেজমিনে যাচাইয়ের জন্য তাঁকে কূফাবাসীদেব সাথে মিলিত হওয়ার কঠোর নির্দেশ দিলেন।

মুসলিম বিন আকিল যখন কূফায় আগমন করলেন তখন তিনি মুসলিম বিন আওসাজা আল আসাদী নামক এক ব্যক্তির গৃহে অবস্থান নিলেন। আর কারোও মতে তিনি আল মুখতার বিন আছ্ছাকাফীর গৃহে অবস্থান করেছিলেন। কোন্‌টি সঠিক তা আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন। কূফাবাসী যখন তার আগমন সংবাদ শুনতে পেল তখন তারা তাঁর কাছে এসে হযরত হুসায়নের শাসন কর্তৃত্বের অনুকূলে বায়'আত করল। এবং তাঁর সামনে শপথ করে বলল, অবশ্যই তারা জান-মাল দিয়ে তাঁকে সাহায্য করবে। এভাবে প্রথমে বার হাজাব কূফাবাসী তাঁর হাতে বায়'আত করে। পরবর্তীতে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে আঠারো হাজারে পৌঁছে তখন মুসলিম বিন আকিল হযরত হুসায়নের নিকটে লিখে পাঠালেন যে, তার অনুকূলে বায়'আত গ্রহণের পথ সুগম হয়েছে এবং সকল পরিস্থিতি সন্তোষজনক। সুতরাং তিনি যেন আগমন করেন। এ সংবাদে হযরত হুসায়ন (রা) প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন এবং কূফার উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে বেরিয়ে পড়লেন। শীঘ্রই আমরা এর আলোচনা করব।

তাদের এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল এমনকি তা কূফার আমীর (প্রশাসক) আন নু'মান বিন বশীরের কাছেও জনৈক ব্যক্তি তাকে এ বিষয়ে অবহিত করল। তখন সে এ বিষয়টি এড়িয়ে যেতে লাগল এবং তার প্রতি কোন গুরুত্বারোপ করল না। কিন্তু সে লোকদের সম্মুখে খুৎবা দিয়ে তাদেরকে মতভিন্নতা ও বিরোধ-বিশৃংখলা থেকে নিষেধ করল এবং ঐক্য ও সুন্নাহ অবলম্বনের নির্দেশ প্রদান করল। আমার বিরুদ্ধে যে লড়াই করবে না আমিও তার বিরুদ্ধে লড়াই করব না। মিথ্যা অপবাদ বা কুধারণার কারণে আমি তোমাদেরকে পাকড়াও করব না। কিন্তু শপথ আল্লাহ্‌ব ! যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যদি তোমরা তোমাদের আমীর বর্জন কর এবং তার বায়'আত প্রত্যাহার কর তবে আমি তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাব যতক্ষণ আমার হাতে আমার তরবারির হাতল অবশিষ্ট থাকে। তখন আবদুল্লাহ্ বিন মুসলিম বিন শু'বা[২] আল হাযরমী নামে এক ব্যক্তি তার কাছে উঠে গিয়ে তাকে বলল, কঠোর শাস্তি প্রদান ছাড়া এ বিষয়ে সংশোধন করা যাবে না। আপনি যে পন্থা অবলম্বন করেছেন তা হল দুর্বলদের পন্থা। তখন নু'মান তাকে বলল, আল্লাহ্‌র আনুগত্যের পরিধিতে থেকে দুর্বল গণ্য হওয়া আমার কাছে তার নাফরমানীতে থেকে শক্তিধরও পরাক্রমশালী হওয়ার চেয়ে প্রিয়তর। তারপর সে মিম্বর থেকে নেমে আসল, তখন ঐ ব্যক্তি ইয়াযীদের কাছে তা জানিয়ে পত্র লিখে পাঠাল। এ ছাড়া উমারা বিন উক্‌বাহ[৩] এবং আমর[৪] বিন সা'দ বিন আবূ

---

১. আল আখবারুত তিওয়ালে রয়েছে بطن الحزيت আর البطن হল উপত্যকার নিম্নাংশ আর এর সংখ্যা অনেক। الحزيت হল সাদা ফুল বিশিষ্ট এক প্রকার উদ্ভিদ। উৎকৃষ্ট চারণ ঘাস রূপে বিবেচিত হয়।

২. আত্ তাবারী ও আল কামিলে শু'বার পরিবর্তে রয়েছে, আর আল আখবারুত্ তিওয়ালে (২৩১ পৃ.) রয়েছে মুসলিম বিন সায়ীদ আল হাযরমী।

৩. সিমতুন নুজূম আল আওয়ালীতে (৩/৫৯) উমরাতুবনুল ওয়ালিদ রয়েছে।

৪. আল-বিদায়া মূল পাণ্ডুলিপি এবং আল কামিলে এরূপই রয়েছে, আর আত্ তাবারীতে রয়েছে উমর আর সেটিই বিশুদ্ধ।

ওয়াক্কাস ও ইয়াযীদের কাছে পত্র লিখল। তখন ইয়াযীদ দূত পাঠিয়ে নু'মানকে কূফার প্রশাসকের পদ থেকে অপসারণ করল এবং বসরার সাথে কূফাকেও উবায়দুল্লাহ্ বিন যিয়াদের শাসন কর্তৃত্বের অধীন করে দিল। আর তা মূলত সংঘটিত হয়েছিল ইয়াযীদ বিন মু'আবিয়ার[১] মাওলা সারজূনের ইশারায়। সে ছিল ইয়াযীদের পরামর্শদাতা। সারজূন তাকে বলেছিল, মু'আবিয়া জীবিত থাকতেন যদি তাহলে কি আপনি তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করতেন? সে বলল, হ্যাঁ। তখন সে বলল, তাহলে আমার পরামর্শ গ্রহণ করুন, আর তা হল কূফার পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার জন্য উবায়দুল্লাহ্ বিন যিয়াদ ছাড়া আর কেউ নেই। তাকেই তার শাসন কর্তৃত্ব অর্পণ করুন। ইয়াযীদ অবশ্য উবায়দুল্লাহ্ বিন যিয়াদকে অপছন্দ করত এবং সে তাকে বসরার গভর্নর পদ থেকেই অপসারণ করতে চাইতো। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের দ্বারা যা চাইলেন তার কারণে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে ইয়াযীদ তাকে বসরা ও কূফার শাসনকর্তৃত্ব প্রদান করল।

অতঃপর ইয়াযীদ ইব্ন যিয়াদকে পত্রযোগে নির্দেশ প্রদান করল, তুমি কূফায় আগমন করে মুসলিম বিন আকিলকে তলব করবে এরপর যদি তাঁকে আয়ত্তে পাও তবে তাঁকে হত্যা করবে কিংবা নির্বাসিত করবে। আর ইয়াযীদ মুসলিম বিন আমর আল বাহিলী থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করে তার সাথে এই পত্র প্রেরণ করেছিল। নির্দেশ পেয়ে ইব্ন যিয়াদ বসরা থেকে কূফাভিমুখে রওনা হয়ে গেল। সে যখন কূফায় প্রবেশ করল তখন কালো পাগড়ীর[২] আড়ালে তার মুখ আবৃত করে প্রবেশ করল। এরপর যখনই সে কোন মানুষের দল অতিক্রম করছিল, তখনই বলছিল, সালামুন আলায়কুম ! তখন তারাও উত্তরে বলছিল, ওয়া আলাইকুমুস সালাম, রাসূলুল্লাহ্ সন্তানকে স্বাগতম। তারা ধারণা করছিল সে হুসায়ন! কেননা, তারা তাঁর আগমনের প্রতীক্ষায় ছিল। এসময় তাকে ঘিরে লোকদের ভীড় বেড়ে গেল। আর সে সতেরজন অশ্বারোহী নিয়ে কূফায় প্রবেশ করেছিল।

তখন ইয়াযীদের পক্ষ থেকে মুসলিম বিন আমর বলল, তোমরা পিছু, হেটে সরে যাও। এ হল আমীর উবায়দুল্লাহ্ বিন যিয়াদ। লোকেরা যখন এই প্রকৃত ব্যাপার জানতে পারল তখন তীব্র মনবেদনা ও বিষণ্ণতা তাদেরকে ছেয়ে ফেলল। তখন উবায়দুল্লাহ্ তার শ্রুত খবর সম্পর্কে নিশ্চিত হল। সে কূফার প্রশাসকের বাসভবনে অবস্থান গ্রহণ করল। তারপর যখন তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হল তখন সে আবূ রিহ্মের মাওলাকে কারো মতে মা'কল নামে তার এক মাওলাকে তিন হাজার দিরহাম দিয়ে পাঠাল হিম্স থেকে আগত এক আগন্তুক বেশে, যে এই বায়'আতের জন্যই আগমন করেছে। তখন সেই মাওলা গিয়ে সন্তর্পণে ও সুকৌশলে ঐ গৃহের অবস্থান জেনে নিল সেখানে লোকেরা মুসলিম বিন আকিলের কাছে বায়'আত করে। এরপর সে সেই গৃহে প্রবেশ করল। আর তা ছিল হানি বিন উরওয়ার গৃহ। যেখানে সে তার প্রথম গৃহ থেকে স্থানান্তরিত হয়েছিল এরপর সে বায়'আত করল এবং তারা তাকে মুসলিম বিন আকিলের সাক্ষাতে নিয়ে গেল।

এরপর সে কয়েকদিন সার্বক্ষণিক তাদের সাথে অবস্থান করে তাদের বিষয়ে রহস্যভেদ প্রকৃত অবস্থা অবগত হল। আর মুসলিম বিন আকিলের নির্দেশে তার সাথে আনা অর্থ আবূ

---

১. আত্ তাবারী ও আল্-কামিলে রয়েছে 'মু'আবিয়ার মাওলা' আর ইবনুল আ'ছমে রয়েছে, তাঁর পিতার গোলাম তার নাম সারজূন।

২. ইবনুল আ'ছমে (৫/৬৫) ধূসর পাগড়ী আর আল আখবারুত্ তিওয়ালে সে মুখের উপর নেকাব টেনে।

ছুমামাহ আল আমীরকে সমর্পণ করল। আর সেই নিয়ে আসা অর্থ সংরক্ষণ করত এবং তা দ্বারা অস্ত্র ক্রয় করত। আর সে ছিল আরবের অন্যতম সাহসী যোদ্ধা। এরপর সেই মাওলা ফিরে এসে উবায়দুল্লাহ্‌কে সেই গৃহ ও গৃহকর্তার কথা অবহিত করল। আর মুসলিম বিন আকিল ইতোমিধ্যে হানি বিন হুমায়দ বিন উরওয়া আল মুরাদীর[১] গৃহে স্থানান্তরিত হয়েছিল।

এরপর শারীক ইবনুল আ'ওয়ার আর সে ছিল সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট আমীরদের একজন। তার কাছে সংবাদ পৌঁছাল যে, উবায়দুল্লাহ্ (তার অসুস্থতায়) তাকে দেখতে আসতে চায়। তখন সে হানি-এর কাছে এই বলে লোক পাঠাল, আপনি মুসলিম বিন আকিলকে পাঠিয়ে দিন তিনি এসে আমার গৃহে অবস্থান করুক যাতে উবায়দুল্লাহ্ আমাকে দেখতে আসলে তিনি তাকে হত্যা করতে পারেন। তখন হানি তাকে তার কাছে পাঠাল। শরীক তাকে বলল, আপনি তাঁবুতে থাকবেন। উবায়দুল্লাহ্ যখন আমার কাছে বসবে তখন আমি পানি চাইব, আর এটাই আমার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি ইঙ্গিত। তখন আপনি এসে তাঁকে হত্যা করবেন। এরপর আমীর উবায়দুল্লাহ্ এসে শরীকের শয্যা পাশে বসল আর এসময় তার কাছে হানি বিন উরওয়া ছিল।[২] আর তার সামনে মাহরান নামে তার এক গোলাম দাঁড়িয়ে থাকল। বসে কতক্ষণ কথাবার্তা বলল, এরপর শরীক বলল, কে আছো আমাকে পানি পান করাও ! তখন মুসলিম উরওয়াকে হত্যা করার সাহস হারিয়ে ফেললো, তখন পানপাত্র নিয়ে এক বাঁদি বেরিয়ে আসল কিন্তু তাঁবুতে মুসলিম বিন আকিলকে দেখতে পেয়ে লজ্জার কারণে সে তিনবার ফিরে গেল।

তারপর তিনি বললেন, তোমরা আমাকে পানি পান করাও ! তাতে আমার প্রাণ যায় যাক। তোমরা কি আমাকে পানি পান থেকে বাঁচিয়ে রাখছো? তখন মাহ্রা ষড়যন্ত্রের বিষয়টি বুঝতে পেরে তার মনিবকে ইঙ্গিত করল। ততক্ষণ সে উঠে দ্রুত বেরিয়ে আসল। সে সময় শরীক তাকে বলল, সম্মানিত আমীর ! আমি আপনার কাছে ওসীয়ত করতে চাই। তখন সে বলল, শীঘ্রই আমি আবার আসছি। তখন তার গোলাম সেখান থেকে বের হয়ে আসল এবং তাকে তার বাহনে আরোহণ করিয়ে দ্রুত হাঁকিয়ে আনলো এবং বলতে লাগল, এরা আপনাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল। তখন ইব্‌ন যিয়াদ বলল, কী বল তুমি? আমিতো তাদের প্রতি কোমল। কেন তারা এমন করবে? এদিকে শরীক মুসলিম বিন আকিলকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাকে হত্যা করতে আপনাকে কিসে বাধা দিল? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একখানি হাদীস যা আমার কাছে পৌঁছেছে যে, তিনি বলেছেন, الايمان ضد القتل لايقتل مؤمن। ঈমান হল (গুপ্ত) হত্যার বিপরীত। কোন মু'মিন কাউকে (গুপ্ত) হত্যা করতে পারে না। আর আপনার গৃহে আমি

---

১. ইবনুল আ'ছমে এবং আল আখবারুত্ তিওয়ালে হানি বিন উরওয়া আল মাযহিজী।

২. বর্ণিত আছে যে, হানি অসুস্থ হয়ে উবায়দুল্লাহ্ বিন যিয়াদের কাছ লোক পাঠাল যে, সে চায় যে, আমীর উবায়দুল্লাহকে দেখতে আসুক (আত্ তাবারী আল কামিল) আর আল আখবারুত্ তিওয়ালের বর্ণনা হল যে, শরীক বিন আওয়ার হানির গৃহে অবস্থান করলে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। আর এ সংবাদ উবায়দুল্লাহ্ বিন যিয়াদের কাছে পৌঁছায় তখন সে দ্রুত মারফত জানাল যে, সে তাকে দেখতে আসবে। (২৩৪ নং পৃ.) আত্ তাবারী ও আল কামিলে রয়েছে হানির অসুস্থতার এক সপ্তাহ পর শরীক অসুস্থ হন তখন উবায়দুল্লাহ্ হানি বিন উরওয়ার গৃহে তাকে দেখতে আসে। আল ইমামা ওস সিয়াসাহ গ্রন্থে রয়েছে শীঘ্রই আমি অসুস্থতার ভান করব আর ইবন যিয়াদের কাছে আমার বিশেষ স্থান রয়েছে, তখন সে আমাকে দেখতে আসবে তখন তার গর্দান উড়িয়ে দিও। (২য় খণ্ড/৫ নং পৃ)।

তাকে হত্যা করতে চাই নি। তখন সে বলল, হায় ! আপনি যদি তাকে হত্যা করতেন তাহলে নির্বিঘ্নে আমীরের বাসভবনে অবস্থান করতে পারতেন এবং তা বসরায় আপনার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট হত। আর আপনি তাকে হত্যা করতেন তাহলে আপনি এক স্বৈরাচারী পাপিষ্ঠকেই হত্যা করতেন। এ ঘটনার তিনদিন পর শরীক ইন্তিকাল করেন।

আর এদিকে কূফায় আগমন করে ইব্‌ন যিয়াদ যখন শাসকের দ্বারে অবগুণ্ঠিত অবস্থায় উপস্থিত হল। আর নু'মান বিন বশীর তাকে হুসায়ন ভেবে প্রবেশ দ্বার বন্ধ করে বলল, আমি আমার এই আমানত আপনাকে দান করতে পারব না। তখন উবায়দুল্লাহ্ তাকে বলল, দরজা খোল ! আর যেন তোমাকে তা খুলতে না হয়। একথা শুনে সে দরজা খুলল আর তখনও সে তাকে হুসায়ন (রা) ধারণা করছিল। তারপর যখন সে নিশ্চিতভাবে জানতে পারল যে, সে উবায়দুল্লাহ্ তখন সে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। এরপর উবায়দুল্লাহ্ আমীরের প্রাসাদে প্রবেশ করে জনৈক ঘোষককে নির্দেশ দিলে সকলকে মসজিদে সমবেত হওয়ার নির্দেশ ঘোষণা করল। লোকেরা সমবেত হল। তারপর সে বের হয়ে তাদের কাছে আসল। মহান আল্লাহ্‌র হামদ ও ছানা বয়ান করার পর সে বলল, পর কথা হল আমীরুল মু'মিনীন আমাকে তোমাদের শাসন কর্তৃত্ব এবং সীমান্ত রক্ষা ও গনীমত বণ্টনের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। তিনি আমাকে দিয়েছেন আমি যেন তোমাদের মধ্যে যারা অবিচারের শিকার তাদের প্রতি সুবিচার করি, যারা বঞ্চিত তাদেরকে প্রদান করি, যারা অনুগত ও বাধ্যগত তাদের প্রতি অনুগ্রহ করি, আর যারা সংশয়গ্রস্ত ও অবাধ্য তাদেরকে শায়েস্তা করি। আমি তো তাদের ব্যাপারে তার নির্দেশ পালনকারী এবং তার সাথে কৃত অঙ্গীকার বাস্তবায়নকারী, এরপর সে মিম্বর থেকে নামল এবং গোয়েন্দাদের নির্দেশ দিল, তাদের আশেপাশের সন্দেহভাজন বিরোধী ও রাষ্ট্রদ্রোহীদের[১] সম্পর্কে তাকে লিখিতভাবে অবহিত করতে। আর সে বলে দিল যে, গোয়েন্দা আমাকে এ বিষয়ে অবহিত করবে না তাকে শূলবিদ্ধ করা হবে কিংবা রাষ্ট্রীয় নিবন্ধন পুস্তক থেকে তার গোয়েন্দা পদ বাতিল করে তাকে নির্বাসিত করা হবে। আর হানি ছিল বিশিষ্ট উমারাদের অন্যতম। উবায়দুল্লাহ্‌র কূফায় আগমনের পর থেকে সে তার সাথে সাক্ষাৎ করল না বরং অসুস্থতার ভান করে থাকল। এরপর উবায়দুল্লাহ্ (একদিন) তার কথা উল্লেখ করে বলল, হানির কি হয়েছে? অন্যান্য উমারাদের সাথে সে তো আমার সাক্ষাতে আসল না। তখন উপস্থিত লোকেরা বলল, সম্মানিত আমীর ! সে অসুস্থ। তখন সে বলল, আমি জেনেছি যে, সে তার বাড়ির দরজার সামনে বসে থাকে। কোন কোন বর্ণনাকারী দাবী করেছেন যে সে শারীকুবনুল আওয়ার-এর পূর্বে হানির কাছে মুসলিম বিন আকীল থাকা অবস্থায় তাকে দেখতে গিয়েছিল। আর তারা তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল, কিন্তু হানির গৃহে হওয়ায় সে তাদেরকে সেই সুযোগ দিল না। তখন উমারাগণ হানি বিন উরওয়ার কাছে এস তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে উবায়দুল্লাহ্ বিন যিয়াদের সাক্ষাতে উপস্থিত করল। তখন উবায়দুল্লাহ্ কাযী শুরায়হের দিকে ফিরে কবির এই পঙক্তি আবৃত্তি করল।

اريد حياته ويريد قتلى ﴿ من يرك من خليلك مراد

আমি চাই সে জীবিত থাকুক আর সে আমার মৃত্যু কামনা করে, তোমার বন্ধুর ব্যাপারে কে তোমাকে নির্দোষ প্রমাণ করবে বল?

---

১. আত্ তাবারী ও আল কামিলে এখানে একটি শব্দ পরিবর্তিত রয়েছে।

তারপর হানি উবায়দুল্লাহ্কে সালাম করলে সে বলল, হে হানি মুসলিম বিন আকীল কোথায়? হানি বলল, আমি জানি না। তখন হানির গৃহে হিম্সের আগন্তুক বেশে প্রবেশ করে হানির উপস্থিতিতে যে ব্যক্তি সে গৃহে বায়'আত করেছিল সেই তামীমী ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল। এরপর উবায়দুল্লাহ্ হানিকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি একে চিন? তখন সে বলল, হ্যাঁ। আর তাকে দেখা মাত্র হানি নির্বাক ও হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। এরপর সে বলল, আল্লাহ্ আমাকে সুমতি দান করুন। আল্লাহ্র কসম ! আমি তাকে আমার গৃহে আহ্বান করি নি। তিনি নিজেই এসে আমার দায়িত্বে নিজেকে সমর্পণ করেছেন। তখন উবায়দুল্লাহ্ বলল, তাহলে তুমি তাকে আমার কাছে নিয়ে এস। তখন সে বলল, আল্লাহ্র কসম ! যদি সে আমার পায়ের নীচেও লুকিয়ে থাকত তাহলে আমি তাকে অরক্ষিত করে আমার পা উঠাতাম না।

তখন উবায়দুল্লাহ্ তার সিপাহীদের বলল, তাকে আমার কাছে নিয়ে আস, ফলে তারা তাকে তার নিকটবর্তী করল। তখন সে তার মুখমণ্ডলে বর্শাঘাত করে তার ভ্রুর উপর ক্ষতের সৃষ্টি করল এবং নাক ভেঙে দিল । আর হানি কোষমুক্ত করার জন্য এক সিপাহীর তরবারি ধরল কিন্তু সে বাধাপ্রাপ্ত হল। এরপর উবায়দুল্লাহ্ বলল, এখন তোমাকে হত্যা করা আমার জন্য বৈধ, কেননা, তুমি 'হারূরী।' তারপর তার নির্দেশে তাকে সেই গৃহের এক কোণে বন্দী করে রাখা হল। এদিকে তার গোত্র বনূ মাযহিজের লোকেরা আমর বিন হাজ্জাজের সাথে এসে এই প্রাসাদের সামনে অবস্থান নিল, তারা ধারণা করছিল যে হানি নিহত হয়েছে। তখন উবায়দুল্লাহ্ তাদের শোরগোল কোলাহল শুনতে পেল। তখন সে তার কাছে বসে থাকা কাযী শুরায়হ বলল, বের হয়ে গিয়ে তাদেরকে বলুন, আমীর তাকে মুসলিম বিন আকীল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যই আটকে রেখেছে। শুরায়হ্ গিয়ে তারদেরকে বলল, তোমাদের লোক জীবিত, সুলতান তাকে মেরে ফেলার মত আঘাত করেন নি। কাজেই তোমরা ফিরে যাও তার ও নিজেদের বিপদ টেনে এন না। তখন তারা নিজ নিজ গৃহে ফিরে গেল। এদিকে মুসলিম বিন আকীল এই খবর শুনতে পেলেন, তিনি অশ্বারোহণ করে তাঁর পূর্ব নির্ধারিত সাংকেতিক বাক্য يامنصور امت "হে মানসূর (সাহায্যপ্রাপ্ত) মৃত্যু ঘটাও।" বলে আহ্বান করল। তখন চার হাজার কূফাবাসী (যোদ্ধা) তাঁর আহ্বানে সমবেত হল। তার সাথে ছিল আল মুখতার বিন আবূ উবায়দ, যার সাথে ছিল সবুজ ঝাণ্ডা। আর ছিল আবদুল্লাহ্ বিন নাওফল বিন হারিছ, যার সাথে ছিল লাল ঝাণ্ডা। এদের দু'জনকে ফৌজের ডানে বামে বিন্যস্ত করে এবং নিজে মধ্যভাগে অবস্থান নিয়ে মুসলিম উবায়দুল্লাহ্র মুকাবিলায় অগ্রসর হলেন। আর উবায়দুল্লাহ্ এসময় হানির ব্যাপারে লোকদেরকে খুৎবা দিচ্ছিল এবং তাদেরকে বিচ্ছিন্ন ও বিরোধিতা থেকে সাবধান করছিল। তার মিম্বরের নীচে কূফার আমীর ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা উপস্থিত ছিল। ইব্ন যিয়াদ যখন এ অবস্থায় তখন তার লোকেরা এসে বলল, মুসলিম বিন আকীল এসে পড়েছে। তখন উবায়দুল্লাহ্ এবং তার সাথে যারা ছিল সকলে দ্রুত প্রাসাদে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিল। মুসলিম যখন তার বাহিনী নিয়ে প্রাসাদের প্রবেশ দ্বারে উপনীত হলেন, তখন সেখানে থেমে অবস্থান গ্রহণ করলেন।

বিভিন্ন গোত্রের উমারা যারা উবায়দুল্লাহ্র সাথে ছিল তারা প্রাসাদ থেকে উঁকি দিল এবং তাদের গোত্রের যে সকল সদস্য মুসলিমের সাথে ছিল তাদেরকে ফিরে যাওয়ার ইঙ্গিত করল, ভয় দেখালো এবং হুমকি-ধামকি দিল। এসময় উবায়দুল্লাহ্ কয়েকজন উমারাকে আদেশ করল[১] এবং

১. এদের মধ্যে কাছির বিন শিহাব আল হারিছী (আত্ তাবারীতে কাছীর বিন শিহাব আল হুসিন আল হারিছী) আল কা'কা বিন শুর আয্ যুহালী, শাবিছ বিন রিবঈ আত্ তামীমী, হাজ্জার বিন আব্জার আল আজালী,

তাদেরকে বের হয়ে কূফার বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে লোকদেরকে মুসলিম বিন আকীল থেকে সরিয়ে নিতে নির্দেশ দিল। তখন তারা তা করল। তখন মা তার ছেলের কাছে, বোন তার ভাইয়ের কাছে এসে বলতে লাগল, বাড়িতে ফিরে চল। লোকেরা তোমাদের বাধা দিবে। তদ্রূপ পিতা পুত্রকে এবং ভাই ভাইকে বলতে লাগল। কাল যখন সামের ফৌজ এসে পৌঁছবে তখন তুমি কিভাবে তাদের হাত থেকে নিস্তার পাবে? তখন লোকেরা মুসলিমকে অসহায় অবস্থায় রেখে একে একে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সরে পড়ল এবং দেখা গেল তাঁর সাথে পাঁচশ' যোদ্ধা রয়েছে। এরপর তাদের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে তিনশ' তারপর ত্রিশে দাঁড়াল। তিনি তাদেরকে নিয়ে মাগরিব পড়লেন এবং 'আবওয়াবে কিন্‌দা' অভিমুখী হলেন। আর সেখান থেকে দশজন নিয়ে বের হলেন, তারপর এরাও সটকে পড়ল। তিনি সম্পূর্ণ একাকী হয়ে পড়লেন, তাঁর সাথে না থাকল পথ দেখানোর মত কেউ, কিংবা অন্তরঙ্গতা দান করার মত কেউ, কিংবা নিজ গৃহে আশ্রয় দান করার মত কেউ। তখন তিনি অজানা গন্তব্যের পথে বেরিয়ে পড়লেন, আর এদিকে অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে এসেছিল, আর তিনি উদ্দেশ্যহীনভাবে একাকী রাস্তায় পথ চলছিলেন।

এভাবে তিনি এক গৃহদ্বারে উপস্থিত হয়ে করাঘাত করলেন, তখন ত্বওয়া নামক এক স্ত্রীলোক বের হল, আর সে ছিল আল আশ'আছ বিন কায়সের ঔরসে সন্তান জন্মদানকারিণী বাঁদী। বিলাল বিন উসয়াদ[১] নামে অন্য স্বামীর ঔরসজাত তার একটি ছেলে ছিল। সে লোকদের সাথে বেরিয়ে যাওয়ায় তার মা দরজায় দাঁড়িয়ে তার জন্য অপেক্ষায় ছিল। মুসলিম বিন আকীল তাকে বললেন, আমাকে একটু পানি পান করান। তখন সে তাকে পানি পান করাল। তারপর সে ভিতরে প্রবেশ করে আবার যখন বের হল তখন তাকে স্বস্থানে পেল। তাই জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি পানি পান করেন নি? তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ। অবশ্যই। তখন স্ত্রী লোকটি বলল, তাহলে আপনি আপনার স্বজনদের কাছে ফিরে যান। আল্লাহ্ আপনাকে সহীহ্-সালামতে রাখুন! কেননা, আমার ঘরের দরজায় এভাবে বসে থাকা আপনার জন্য ঠিক হবে না। আমি নিজেও আপনার জন্য তা শোভনীয় মনে করি না। তখন তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র দাসী! এই শহরে কোন বাড়ি ঘর কিংবা স্বজন পরিজন কিছুই নাই। তোমার কি আমার প্রতি একটু সদাচার ও অনুগ্রহের সুযোগ আছে? যার পুরস্কার আমি পরে তোমাকে দিব। তখন সে বলল, তা কি? তিনি বললেন, আমি মুসলিম বিন আকীল। এই লোকেরা আমার সাথে মিথ্যা বলেছে এবং আমাকে ধোঁকা দিয়েছে। সে বলল, আপনি মুসলিম বিন আকীল? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সে বলল, আপনি ভেতরে প্রবেশ করুন। এরপর সে তাকে তার বাড়ির অপেক্ষাকৃত একটি নিরাপদ ঘরে নিয়ে গেল এবং সেখানে তাঁর শয্যা প্রস্তুত করে আহারের ব্যবস্থা করল। কিন্তু তিনি আহার গ্রহণ করলেন না।

কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই সেই ছেলেটি এসে পৌঁছল এবং তার মাকে বারবার বের হতে এবং প্রবেশ করতে দেখে তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তখন সে বলল, বাছা! এটা নিয়ে মাথা ঘামিও না। কিন্তু ছেলেটি পীড়াপীড়ি করায় কাউকে অবহিত না করার শর্তে তার মা

(অপর পৃষ্ঠার বাকী অংশ) শাম্মার বিন ফি জাওশান আয্‌যাবাবী (তাবারীতে আল আমিরী), মুহাম্মদ বিন আল আশ'আছ, আর ইবনুল আছম শুধু কাছীর বিন শিহাব-এর উল্লেখ করেছেন।

১. আল বিদায়ার মূল পাণ্ডুলিপি, আত্ তাবারী এবং আল কামিলে এমনই রয়েছে ঃ এই স্ত্রীলোক পূর্বে কায়স কিন্দীর স্ত্রী ছিল এরপর আসাদ বিন আল বাতীন নামে হায়রা মাওতের এক ব্যক্তি তাকে বিবাহ করে তখন তার গর্ভে আসাদ নামে সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

তাকে মুসলিম বিন আকীলের কথা বলল। এরপর সে সকাল পর্যন্ত চুপচাপ শুয়ে থাকল। এদিকে উবায়দুল্লাহ্ বিন যিয়াদ, সে ঈশার পর তার সাথের আমীর উমারাদের নিয়ে প্রাসাদ থেকে নামল এবং তাদেরকে নিয়ে জামে মসজিদে ঈশার নামায পড়ল। তারপর উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্যে তার বক্তব্য রাখল এবং তাদের থেকে মুসলিম বিন আকীলকে তলব করল এবং তাঁর খোঁজে তাদেরকে উৎসাহ দিল। আর বলল, কারো আশ্রয়ে যদি তাঁকে পাওয়া যায় আর সে তাঁর ব্যাপারে না জানায় তবে তাকে হত্যা বৈধ বিবেচনা করা হবে। পক্ষান্তরে যে তাঁকে নিয়ে আসবে সে তাঁর 'দিয়ত' (রক্তমূল্য)[১] পুরস্কার স্বরূপ লাভ করবে। এ ব্যাপারে সে তার অনুগত সিপাহীদলকে উদ্বুদ্ধ করল এবং তাদেরকে হুমকি প্রদান করল।

এদিকে পরদিন সকালে সেই বৃদ্ধ স্ত্রী লোকের ছেলে আবদুর রহমান বিন মুহাম্মদ বিন আল আশ'আছের কাছে গিয়ে তাকে জানালো যে, মুসলিম বিন আকীল তাদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। তখন আবদুর রহমান এসে তার পিতার কানে কানে তা বলল, আর সে সময় তার পিতা ইব্ন যিয়াদের কাছে ছিল। তখন ইব্ন যিয়াদ প্রশ্ন করল, সে তোমার কানে কানে কী বলল? তখন সে তাকে বিষয়টি অবহিত করল। তখন ইব্ন যিয়াদ একটি দণ্ড নিয়ে তার পার্শ্বদেশে খোঁচা মেরে বলল, যাও ! এখনি তাঁকে আমার কাছে নিয়ে এসো। এ সময় যিয়াদ তার সিপাহী প্রধান আমর বিন হুরায়স আল মাখযুমীকে এবং তার সাথে আবদুর রহমান ও মুহাম্মদ ইবনুল আশ'আসকে সত্তর বা আশিজন[২] অশ্বারোহীসহ পাঠাল। এরপর মুসলিম বিন আকীল এ বিষয়ে কিছু অনুভব করার পূর্বেই সেই বাড়ি ঘিরে নেওয়া হল। এরপর তারা ভিতরে প্রবেশ করে তাঁকে কাবু করার চেষ্টা করল। কিন্তু তিনি তরবারি দিয়ে তাদেরকে প্রতিহত করলেন এবং তিনবার তাদেরকে বাড়ির ভিতর থেকে পিছু হটিয়ে দিলেন। এসময় তাঁর উপরের ও নীচের ঠোঁট ক্ষত-বিক্ষত হল। এভাবে উদ্দেশ্য লাভে ব্যর্থ হয়ে তারা তাঁকে পাথর নিক্ষেপ করতে লাগল এবং বাঁশের রশিতে আগুন ধরিয়ে দিতে লাগল। এবার তিনি নিরুপায় হয়ে বেরিয়ে আসলেন এবং তাঁর তরবারি দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে লড়তে লাগলেন, তখন আবদুর রহমান তাকে 'আমান' (জীবনের নিরাপত্তা) প্রদান করলেন। তখন তিনি তার হাতে আত্মসমর্পণ[৩] করলেন। তখন একটি খচ্চর এনে তাঁকে তাতে আরোহণ করান হল এবং তাঁর তরবারি ছিনিয়ে নেওয়া হল। এ সমসয় তিনি আর নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে কেঁদে ফেললেন এবং এও বুঝতে পারলেন তাঁকে হত্যা করা হবে। তাই তিনি বাঁচার আশা ছেড়ে দিলেন এবং বললেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

---

১. ইবনুল আ'ছমে রয়েছে ঃ তার পুরস্কার হল দশ হাজার দিরহাম, ইয়াযীদ বিন মু'আবিয়ার কাছে উচ্চ মর্যাদা এবং প্রতিদিন তার একটি প্রয়োজন পূরণ করা হবে।

২. আত্ তাবারীতে আল কামিলে এসেছে ঃ উবায়দুল্লাহ্ আমর বিন হারিছকে নির্দেশ দিল ইবনুল আশ'আছের সাথে কায়ছ গোত্রের ষাট বা সত্তরজন যোদ্ধা প্রেরণ কর আর তার সাথে বনূ কায়সের আরো সত্তর বা ষাটজন কে প্রেরণ কর আমর বিন উবায়দুল্লাহ বিন আব্বাস আস সালামীর নেতৃত্বে। (মুরূজুয্ যাহাবে- ৩/৭২ আবদুল্লাহ্ বিন আস সালামী) আর ইবনুল আ'ছমে (৫/৯২) রয়েছে ঃ সে মুহাম্মাদুবনুল আশ'আছের সাথে তার অনুসারীদের থেকে তিনশত বাহাদুর পদাতিক সৈন্য পাঠিয়েছিল।

৩. ইবনুল আ'ছম বলেন, তিনি স্বেচ্ছায় আত্মসমার্পণ করেননি বরং লড়াইরত অবস্থায় পেছন থেকে বর্শাঘাতে তিনি ভূপতিত হন এবং তখন তাকে বন্দী করা হয় (৫/৯৬)। দেখুন আল ইমামাহ ওয়াস্ সিয়াসাহ (২/৫)।

তখন তাঁর পাশ থেকে কেউ বলে উঠল, আপনি যে বিষয়ে প্রত্যাশী এই বিপদে পতিত হয়ে কাঁদা তাঁর জন্য শোভনীয় নয়। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম ! আমি নিজের বিপদে কাঁদছি না, আমি কাঁদছি হুসায়ন ও তাঁর পরিবারের কথা ভেবে। আজ কিংবা গতকাল তোমাদের উদ্দেশ্যে সে মক্কা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে। তারপর তিনি মুহাম্মদ ইবনুল আশ'আছের দিকে ফিরে বললেন, যদি তুমি হুসায়নের নিকট একজন দূত পাঠিয়ে আমার বরাত দিয়ে তাঁকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিতে পার তাহলে তা কর[১]। তখন মুহাম্মদ ইবনুল আশ'আছ ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে হযরত হুসায়নের কাছে দূত পাঠিয়েছিল। কিন্তু তিনি সে ব্যাপারে দূতের কথা বিশ্বাস করেন নি। তিনি এসময় বললেন, আল্লাহ্‌র যা ফয়সালা তা হবেই।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, মুসলিম বিন আকীল যখন কূফা প্রশাসকের প্রাসাদ দ্বারে পৌঁছল, তখন সাহাবার ছেলেগণের মধ্য থেকে তাঁর পরিচিত একদল আমীর উমারা ছিলেন। ইব্‌ন যিয়াদের সাক্ষাতের জন্য তারা অনুমতির অপেক্ষায় ছিলেন। এদিকে মুসলিম গুরুতর আহত তাঁর মুখমণ্ডল ও কাপড় চোপড় রক্তে রঞ্জিত তিনি ভীষণ পিপাসার্ত আর এসময় সেখানে এক কলস ঠাণ্ডা পানি ছিল। তা থেকে পান করার জন্য তিনি কলসটি ধরতে চাইলেন, তখন তাদের এক ব্যক্তি[২] বলল, আল্লাহ্‌র কসম ! জাহান্নামের তপ্ত পানি পান করার পূর্বে তুমি তা থেকে পান করবে না। তখন তিনি তাকে বললেন, তোমার সর্বনাশ হোক ! হে বাচ্চা ! আমার চেয়ে তুমিই জাহান্নামের তপ্ত পানির এবং সেখানে চিরস্থায়ী হওয়ার অধিক উপযুক্ত। এরপর তিনি বসে গেলেন এবং ক্লান্তি, অবসন্নতা ও পিপাসার কারণে দেওয়ালে হেলান দিলেন। তখন উমারা ইব্‌ন উক্‌বা বিন আবূ মুমায়ত[২] তার এক গোলামকে তার গৃহে পাঠাল এবং রুমাল দিয়ে ঢাকা এক কলস পানি এবং একটি বড় পেয়ালা নিয়ে আসল। এরপর সে তাঁকে পেয়ালার পানি ঢেলে তাঁকে দিতে লাগল আর তিনি পান করতে লাগলেন, কিন্তু পানিতে মিশ্রিত রক্তের আধিক্যের কারণে তিনি তাঁর ঢোকই গিলতে পারলেন না। এরূপ দু'বার বা তিনবার হল। এরপর যখন তিনি পান করলেন, তখন পানির সাথে তার সামনের দুই দাঁত পড়ে গেল। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র প্রশংসা ! আমার নির্ধারিত রিযিকে শুধু এক ঢোক পানি অবশিষ্ট ছিল। এরপর তাঁকে ইব্‌ন যিয়াদের সাক্ষাতে প্রবেশ করানো হল। তিনি যখন তাঁর সামনে দাঁড়ালেন তখন তাঁকে সালাম করা থেকে বিরত থাকলেন। তাই প্রহরী তাঁকে বলল, তুমি কি আমীরকে সালাম করবে না? উত্তরে তিনি বললেন, না। সে যদি আমাকে হত্যা করতে চায়, তাহলে তাকে সালাম করার আমার কোন প্রয়োজন নেই। আর যদি সে আমাকে হত্যা করতে না চায় তাহলে আমি তাকে অনেক সালাম করতে পারব। তখন ইব্‌ন যিয়াদ তাঁর অভিমুখী হয়ে বলল, হে ইব্‌ন আকীল ! লোকদেরকে ঐক্যবদ্ধ ও অভিন্ন মত অবস্থা থেকে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন করতে এবং তাদের একজনকে অন্যজনের হত্যায় প্ররোচিত করতেই তুমি এসেছো? তখন তিনি

---

১. আল ইমামাহ ওয়াস সিয়াসাহতে (২/৬) রয়েছে ঃ তিনি আমর বিন সায়ীদকে ওসীয়ত করলেন, তার বিপদের কথা হযরত হুসায়নকে লিখে জানাতে।

২. আত্ তাবারী ৬/১১২ আল কামিলে ৪/৩৪ রয়েছে ঃ মুসলিম বিন আমর বাহিলী।

৩. আত্ তাবারীতে ও আল কামিলে এসেছে, তাকে কায়স বলা হত। কুদামা বিন সাঈদের সূত্রে আবূ মুখান্নাফের বর্ণনায় আছে যে, আমর বিন হুরায়ছ সুলায়মান নামে তার এক গোলামকে পাঠাল তখন সে এক কলস পানি নিয়ে আসল এবং তাঁকে পান করাল। ইবনুল আ'ছম (৫/৯৭)।

বললেন, কখনও না। সে জন্য আমি আসি নি। কিন্তু শহরবাসীদের দাবী হল তোমার পিতা তাদের উত্তম লোকদের হত্যা করেছে এবং তাদের রক্ত প্রবাহিত করেছে। তাই আমরা ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দেওয়ার জন্য এবং কিতাবের ফয়সালার দিকে আহ্বান করার জন্য তাদের কাছে এসেছি। তখন সে বলল, হে বিদ্রোহী ! তোমার সাথে তাঁর কি সম্পর্ক? মদীনায় যখন তুমি মদ পান করতে তখন কেন তাদের মাঝে এসব করতে না?

তিনি বললেন, আমি মদ্যপায়ী? আল্লাহ্র কসম ! তিনি জানেন তুমি সত্যবাদী নও এবং না জেনে কথা বলছ এবং সে বিষয়ে আমার চেয়ে তুমি অধিক উপযুক্ত। কেননা, তুমি যেমন উল্লেখ করেছ আমি তেমন নই। সেই ব্যক্তিই আমার চেয়ে তার অধিক উপযুক্ত যে মুসলমানগণের রক্ত লেহন করে এবং কোন প্রাণের বিনিময় ব্যতীত আল্লাহ্ যে প্রাণ হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন তা হত্যা করে, ক্রোধ ও কুধারণার বশবর্তী হয়ে হেসে খেলে অবলীলায় মানুষ হত্যা করে, যেন সে কিছুই করে নি।

তখন ইব্‌ন যিয়াদ তাঁকে বলল, হে বিদ্রোহী-পাপাচারী তোমার মন যার আশা দিচ্ছে তোমার ও তার মাঝে আল্লাহ্ অন্তরায় আর তিনি তোমাকে তার 'উপযুক্ত'কে দেখান নি। তিনি বললেন, হে ইব্‌ন যিয়াদ ! কে তার উপযুক্ত? সে বলল, আমীরুল মু'মিনীন ইয়াযিদ। তিনি বললেন, সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র প্রশংসা। আমাদের ও তোমাদের মাঝে ফয়সালাকারীরূপে আল্লাহ্কে মেনে নিলাম। সে বলল, তুমি মনে হয় ধারণা করছ যে, এই শাসন কর্তৃত্বে তোমাদের কোন অংশ রয়েছে? তিনি বললেন, না ! আল্লাহ্র কসম ! তা আমাদের ধারণা নয়, নিশ্চিত বিশ্বাস।

এরপর সে মুসলিম বিন আকীলকে বলল, তোমাকে যদি এমনভাবে হত্যা না করি যা ইসলামে কেউ করে নি, তাহলে আল্লাহ্ যেন আমাকে হয়ত অপদস্থ করেন। তখন তিনি বললেন, শুনে রেখ ! ইসলামে যারা বিদ'আতের উদ্ভাবন করেছে তুমি তাদের অন্যতম একজন। শুনে রেখ ! তুমি তো নির্মম হত্যা, মৃতদেহের কুৎসিত বিকৃতিকরণ এবং তোমাদের একান্ত সহচর ও মূর্খদের থেকে অর্জিত চাল-চলনের পৈশাচিকতা (নোংরামি) ত্যাগ করবে না। এসময় ইব্‌ন যিয়াদ তাঁকে গালমন্দ করতে লাগল এবং হুসায়ন ও আলীর সমালোচনা করতে লাগল আর মুসলিম কোন কথা না বলে নিশ্চুপ থাকলেন।

আবূ মুখাননাফ ও শিয়াদের অন্যান্য রাবী থেকে ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেছেন। তারপর ইব্‌ন যিয়াদ মুসলিমকে লক্ষ্য করে বলল, আমি তোমাকে হত্যা করব। তনি বললেন, সত্যিই নাকি? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে আমার গোত্রের কারো কাছে আমাকে ওসীয়ত করার সুযোগ দাও। সে বলল, ঠিক আছে। তুমি তোমার অসিয়ত কর। তখন তিনি সেখানে উপবেশনকারীদের মাঝে উমর বিন সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাসকে দেখতে পেয়ে তাকে বললেন, হে উমর! আমার ও তোমার মাঝে আত্মীয়তা রয়েছে। এখন তোমার কাছে আমার একটি প্রয়োজন দেখা দিয়েছে যা গোপনীয়, তাই তুমি উঠে আমার সাথে প্রাসাদের এক কোণে আস, যাতে আমি তা তোমাকে বলতে পারি। কিন্তু সে তার সাথে উঠে যেতে অস্বীকৃতি জানাল। অবশেষে ইব্‌ন যিয়াদ তাকে অনুমতি দিল। তখন সে ইব্‌ন যিয়াদের কাছেই এক কোণে সরে দাঁড়াল। তখন মুসলিম তাকে বলল, কূফায় আমার সাতশ' দিরহাম ঋণ রয়েছে আমার পক্ষ থেকে তুমি তা আদায় করে দিও। আর ইব্‌ন যিয়াদ থেকে আমার মৃত দেহ চেয়ে নিয়ে দাফনের ব্যবস্থা করো। আর হুসায়নের কাছে একজন দূত পাঠিয়ে (তাকে সব জানিয়ে) দিও।

কেননা, আমি তাঁকে লিখেছিলাম যে, কূফাবসীরা তাঁর সাথে আছে। আর আমার মনে হয় সে এসে পড়বে।

যখন উমর গিয়ে ইব্ন যিয়াদের কাছে তার আবেদনগুলো পেশ করল। তখন সে সবগুলোর অনুমতি প্রদান করল[১] এবং বলল, হুসায়ন যদি আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে না চায় তাহলে আমরাও তাঁর বিরুদ্ধে লড়ব না। কিন্তু যদি সে চায় তাহলে আমরাও বিরত থাকব না। তারপর ইব্ন যিয়াদের নির্দেশে মুসলিম বিন আকীলকে প্রাসাদের সর্বোচ্চস্থানে আরোহণ করানো হল, আর এসময় তিনি তাকবীর, তাহ্লীল, তাসবীহ ও ইসতিগফার পড়ছিলেন। ফিরিশতাদের নামে দরূদ পাঠ করছিলেন, আর বলছিলেন, হে আল্লাহ্! আমাদের ও ঐ সম্প্রদায়ের মাঝে ফয়সালা করুন। যারা আমাদের সাতে প্রতারণা করেছে এবং আমাদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে অসহায় করেছে। এরপর বুকায়র[২] বিন হুমরান নামে এক ব্যক্তি তাঁর শিরচ্ছেদ করল এবং প্রথমে মাথা অতঃপর ধড় প্রাসাদের নীচে নিক্ষেপ করা হল। তারপর তার নির্দেশে সেখানকার ভেড়া ছাগল বিক্রির স্থানে হানি বিন উরওয়া আল মাজহিযীর শিরচ্ছেদ করা হয়[৩] এবং তার মরদেহ 'কুনাসাহ' নামে কূফার একস্থানে শূলবিদ্ধ করে রাখা হয়। এ বিষয়ে জনৈক কবি[৪] একটি কবিতা রচনা করেন,

فان كنت لا تردين الموت فانظرى
الى هانئ فى السوق وابن عقيل

'মৃত্যু কি' তা যদি তোমার অজানা হয় তাহলে মেষ বাজারে (শূলবিদ্ধ) হানির প্রতি লক্ষ্য কর, লক্ষ্য কর ইব্ন আকীলের পরিণতি।

اصابهما امر الامام[৫] فاصبحا
احاديث من يغشى[৬] بكل سبيل

আমীরের নির্দেশ তাদের উপর আপতিত হয়েছে, তাই তারা সকল পথের পথচারীদের আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

الى بكل هشم السيف وجهه[৭] واخر يهوى فى طمار[৮] قتيل

---

১. দেখুন ফুতূহ ইবনুল আ'ছমে (৫/১০০-১০১) আল আখবারুত্ তিওয়াল ২৪১ পৃঃ।

২. মূল গ্রন্থে ও তাবারীতে এমনই রয়েছে। আর ইবনুল আ'ছম উল্লেখ করেছেন যে, বুকায়র ইবনুল হুমরান আল আহমারী সে সময় নিহত হয়, যখন ইবনুল আ'ছম তওয়ার গৃহ থেকে মুসলিমকে বন্দী করতে যায় ৫/৯৫। আল আখবারুত্ তিওয়ালে (২৪১ পৃঃ) রয়েছে ঃ ঐ ব্যক্তির নাম আহমার বিন বুকায়র। আর মুসলিমকে হত্যা করা হয়েছিল ষাট হিজরীর জিলহজ্জের চার তারিখ মঙ্গল বার। মুরুজুয যাহাব গ্রন্থে রয়েছে (৩/৭৩) এই ব্যক্তি হল বুকায়র আল আহমারী। ইতিপূর্বে মুসলিম তাকে আঘাত করেছিল, আর ইব্ন যিয়াদ তাকে বলেছিল, তুমিই তার শিরচ্ছেদ কর যাতে তা তোমাকে তার আঘাতের প্রতিশোধ হয়।

৩. উবায়দুল্লাহ্ বিন যিয়াদের গোলাম রশিদ তাঁর শিরচ্ছেদ করে।

৪. আত্ তাবারী ও আল কামিলের বর্ণনা মতে কবিতাটি আবদুল্লাহ্ বিন যুবায়র আল আসাদী আর ফুতূহ ইবনুল আ'ছমে রয়েছে বনী আসাদের এক ব্যক্তির উল্লেখ এবং মুরূজুয্ যাহাবে রয়েছে- এভাবে কবি বললেন........

৫. আত্ তাবারী ও মুরূজুয্ যাহাবে الامير শব্দ রয়েছে, ইবনুল আ'ছমে রয়েছে الاله শব্দ।

৬. আত্ তাবারীতে يرى আর আল আখবারুত্ তিওয়ালে, ইবনুল আ'ছমে এবং মুরূজুয্ যাহাবে يسعى -

৭. ইবনুল আ'ছমে রয়েছে راسه আর আল-আখবারুত তিওয়ালে انفه রয়েছে।

৮. ইবনুল আ'ছমে من حرار قتيل আর আল আখবারুত্ তিওয়ালে من طمار قتيل রয়েছে।

লক্ষ্য কর, এমন বীরের প্রতি তরবারি যার মুখমণ্ডলকে ক্ষত-বিক্ষত করেছে আর আরেকজনের প্রতি যে নিহতের পোশাকে পতিত হচ্ছে।

ترى جسدا قد غير الموت لونه ✽ ونضح دم قد سال كل مسيل

তুমি এমন দেহ দেখতে পাবে, যাকে মৃত্যু বিবর্ণ করেছে এবং দেখতে পাবে এমন রক্তের ফোয়ারা যা সকল দিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

ارضيت بالقليل فان انتم لم تثاروا باخيكم ✽ فكرنوا بغيا

আর তোমরা যদি তোমাদের ভাইয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ না কর, তাহলে তোমরা এমন পতিতা নারী তুল্য যাকে সামান্য বিনিময়ে তুষ্ট করা হয়েছে।

এছাড়া ইব্‌ন যিয়াদ তাদের দু'জনের সাথে আরো অনেককে হত্যা করে। অতঃপর তাদের দু'জনের মাথা শামে ইয়াযিদ বিন মু'আবিয়ার কাছে পাঠিয়ে দেয় এবং তাদের দু'জনের বিষয়ে বিস্তারিত বৃত্তান্ত উল্লেখ করে তাকে একটি পত্র প্রেরণ করে[২]।

বর্ণিত আছে যে, কারা থেকে বের হওয়ার একদিন পূর্বে উবায়দুল্লাহ্ বিন যিয়াদ বসরাবাসীকে উদ্দেশ্য করে এক মর্মস্পর্শী খুত্‌বা প্রদান করেছিল এতে সে তাদেরকে উপদেশ দিয়েছিল এবং মতানৈক্য, বিচ্ছিন্নতা, ও বিশৃঙ্খলা থেকে সতর্ক করেছিল এবং ভীতি প্রদর্শন করেছিল। আর এর কারণ ছিল যা হিশাম বিন কালবী এবং আবূ মুখান্‌নাফ বর্ণনা করেছেন। কা'ব বিন যুহায়র থেকে তিনি আবূ উসমান আন নাহ্‌দী থেকে তিনি বলেন, হযরত হুসায়ন (রা) সালমান নামে তার এক মাওলার মারফত বসরার নেতৃস্থানীয় ও সম্ভ্রান্ত লোকের কাছে একটি পত্র পাঠিয়েছিলেন, এতে ছিল ঃ

পর কথা হল আল্লাহ্ সমস্ত সৃষ্টির মাঝে মুহাম্মদ (সা)-কে মনোনীত করেছেন এবং তাঁকে নবুওত দ্বারা সম্মাতি করেছেন এবং তাঁর রিসালাতের জন্য নির্বাচিত করেছেন অতঃপর তাঁকে তাঁর সান্নিধ্যে উঠিয়ে নিয়েছেন। আর তিনি তাঁর (আল্লাহ্‌র) বান্দার প্রতি তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেছেন এবং তাঁর কাছে প্রেরিত পয়গাম পৌঁছে দিয়েছেন। আর আমরা তাঁর আপনজন, অনুসারী ও উত্তরাধিকারী এবং মানুষের মাঝে তাঁর ও তাঁর মাকামের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি হকদার। কিন্তু আমাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাদেরকে বাদ দিয়ে তা কুক্ষিগত করেছে তা স্বত্ত্বেও আমরা তা মেনে নিয়েছি। কেননা, আমরা অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতাকে ঘৃণা করেছি এবং ঐক্য ও সম্প্রীতিকে প্রাধান্য দিয়েছি। আর আমরা জনি যে, শাসন কর্তৃত্বের ঐ অধিকারের ব্যাপারে যারা তার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে আমরা তার চেয়ে বেশি হকদার। অবশ্য তারা (তাদের সাধ্যমত) উত্তম আচরণ করেছে এবং সংশোধন করেছে এবং যথাসাধ্য সত্যের সন্ধান করেছে। তাই, আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদের ও তাদেরকে ক্ষমা করেছেন। আর তোমাদের কাছে এই পত্র[৩] পাঠিয়ে তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র কিতাব ও নবীর সুন্নাতের দিকে আহ্বান করছি। কেননা, সুন্নাতের মৃত্যু ঘটানো হয়েছে আর বিদ'আতকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে। কাজেই তোমরা আমাদের কথা শোন এবং আমার নির্দেশ মান, যদি তোমরা তা কর, তাহলে আমি তোমাদেরকে সুপথ প্রদর্শন করব। ওয়াস সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ্"।

আমার মতে এই পত্রটি হযরত হুসায়নের কিনা এ বিষয়ে সংশয় রয়েছে। বাহ্যিক অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় এটা কোন শিয়া বর্ণনাকারীর অতিরঞ্জিত ও অলঙ্কারপূর্ণ কথা। বর্ণনাকারী বলেন, বসরার

---

১. এই পত্রের ভাষ্য ইবনুল আ'ছমে (৫/১০৮) এবং আত্ তাবারীতে (৬/২১৫) বিদ্যমান।

২. আত্ তাবারী (৬/২০০)-তে সুলায়মান উল্লেখ করেছে। আর "হুসায়নের হত্যাকাণ্ড" গন্থে রয়েছে, তার নাম ছিল যাররাআ, সে হযরত হুসায়নের দুধ ভাই ছিল।

৩. আত্ তাবারী (৬/২০০) তে রয়েছে ঃ তোমাদের কাছে আমার দূতকে প্রেরণ করেছি।

সম্ভ্রান্ত লোকদের মধ্যে যারাই পত্রটি পাঠ করল, তারা তা গোপন রাখল। শুধুমাত্র মুনযির বিন জারূদ ব্যতীত। কেননা, সে ধারণা করেছিল যে, এটা ইব্ন যিয়াদের গোপন ষড়যন্ত্র। (তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য) তাই সে পত্রটি তার কাছে নিয়ে আসল। ইব্ন যিয়াদ হযরত হুসায়নের পক্ষ থেকে পত্র নিয়ে আগত দূতের পশ্চাদ্ধাবন করে তার শিরচ্ছেদ করল। এরপর উবায়দুল্লাহ্ বিন যিয়াদ মিম্বরে আরোহণ করে হামদ ও ছানার পর বলল, পর কথা হল। আল্লাহ্র কসম ! আমাকে অতিক্রম করে কঠিন লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায় না, আমাকে ধোঁকা দেয়া ও আতঙ্কিত করা যায় না, আর যে আমার সাথে শত্রুতা করে, আমি তার জন্য শাস্তি[২] স্বরূপ, আর যে আমার বিরুদ্ধে লড়ে তার জন্য (ধারালো) তীর, আর ক্বারা[৫] গোত্রকে যে তীরন্দাযির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করেছে সে ইনসাফ করেছে। হে বসরাবাসী ! আমীরুল মু'মিনীন আমাকে কূফার শাসনভার অর্পণ করেছেন। আগামীকাল প্রত্যুষে আমি কূফার উদ্দেশ্যে রওনা হব। আর আমি উসমান বিন যিয়াদ বিন আবূ সুফিয়ানকে[১] আমার স্থলবর্তী নিয়োগ করলাম। আমি তোমাদেরকে বিরোধিতা ও গুজব ছড়ানো থেকে সতর্ক করছি। শপথ ঐ সত্তার ! যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যদি আমার কাছে তোমাদের কোন ব্যক্তির পক্ষ থেকে বিদ্রোহের খবর পৌঁছে, তাহলে আমি তাকে, তার তত্ত্বাবধায়ককে এবং তার সাহায্যকারীকে হত্যা করব এবং দূরতমের কারণে নিকটতমকে পাকড়াও করব, যাতে আমার কর্তৃত্ব[২] সুস্থিত হয়। আর তোমাদের মধ্যে যেন কোন বিরোধী, বিদ্রোহী বা বিচ্ছিন্নতাবাদী না থাকে। আমি যিয়াদের ছেলে কঙ্কর পদদলিত কারীদের মধ্য থেকে আমি তার সাদৃশ্য লাভ করেছি, চাচা, মামার সাদৃশ্য আমি লাভ করি নি। তারপর সে বসরা ত্যাগ করল। তার সাথে ছিল, মুসলিম বিন আমর আল বাহিলী। আর এর পরের ঘটনা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

আবূ মুখান্নাফ বলেন,সকআব বিন যুহায়র থেকে, তিনি আওন বিন আবূ জুহায়ফা থেকে, তিনি বলেন, কূফাতে মুসলিম বিন আকীলের বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল যুল মাসের হজ্জ আট তারিখ মঙ্গলবার, আর তিনি নিহত হন যুল হজ্জের নয় তারিখ[৩] বুধবার, আর তা ছিল ষাট হিজরীর আরাফার দিন। আর তা ছিল ইরাকের উদ্দেশ্যে হযরত হুসায়ন (রা)-এর মক্কা থেকে বের হওয়ার একদিন পরের ঘটনা। আর হযরত হুসায়ন (রা) মদীনা থেকে মক্কা অভিমুখে বের হয়েছিলেন, ষাট হিজরীর রজব মাসের আটাশ তারিখ রবিবার, আর মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন, শা'বানের তিন তারিখ শুক্রবার রাত্রে। এরপর তিনি মক্কায় অবস্থান করেন, শা'বানের অবশিষ্ট দিনগুলো এবং পূর্ণ রমযান, শাওয়াল ও যুল হাজ্জ। তারপর যুল হাজ্জের আট তারিখে 'তালবিয়ার দিন' মঙ্গল বার মক্কা থেকে বের হলেন।

ইব্ন জারীর বর্ণিত অপর রিওয়ায়াতে এসেছে যে, (বন্দী হওয়ার পর) মুসলিম বিন আকীল যখন কেঁদে ফেললেন, তখন উবায়দুল্লাহ্ বিন আব্বাস আস্ সালামী তাঁকে বলল, তোমার বিরাট লক্ষ্য যার তার এই যে বিপদ যা তোমার উপর আপতিত হয়েছে, তাতে কাঁদা উচিত নয়। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি আমার নিজের জন্য কাঁদছি না। আর নিজের আসন্ন মৃত্যুর

---

১. ইবনুল আ'ছমে (৫/৬৪) আমার ভাই উসমান বিন ইয়াযীদকে তার স্থলবর্তী নিয়োগ করলাম- দ্রঃ আল আঁখবারুত্ তিওয়াল।

২. আত্ তাবারীতে রয়েছে ঃ যতক্ষণ না তোমরা আমার আনুগত্যে একনিষ্ঠ হও- আল আখবারুত্ তিওয়ালে রয়েছে ঃ এবং নির্দোষকে।

৩. আল আখবারুত্ তিওয়ালে (২৪২ পৃ.) রয়েছে ঃ ষাট হিজরীর যুলহাজ্জ মাসের তিন তারিখ মঙ্গলবার তিনি নিহত হন।

জন্যও শোক প্রকাশ করছি না, যদিও আমি মুহূর্তকালের জন্য তার ধ্বংস চাই নি। আসলে আমি কাঁদছি কূফাভিমুখে রওনাকারী আমার স্বজনদের বিপদের কথা ভেবে, কাঁদছি হুসায়ন ও তাঁর স্বজন পরিবারের জন্য। তারপর তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল আশ'আছের দিকে মনযোগী হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র বান্দা ! আল্লাহ্‌র কসম ! আমার ধারণা তুমি আমার আকাঙ্ক্ষা পূরণে সমর্থ হবে। তবে আমি কি তোমার কাছে এতটুকু কল্যাণ প্রত্যাশা করতে পারি যে, তুমি এমন এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করতে সক্ষম হবে যে আমার মুখপাত্র হয়ে হুসায়নকে বার্তা পৌঁছিয়ে দিবে? আমার নিশ্চিত ধারণা, সে অবশ্যই আজ অথবা আগামীকাল পরিবার-পরিজন নিয়ে তোমাদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়বে। আর তুমি আমার যে অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠা দেখছ, তা তারই কারণে।

তুমি তাকে বলে পাঠাবে যে, ইব্‌ন আকীল আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন আর সে বন্দী অবস্থায় রয়েছে, অচিরেই তাকে হত্যা করা হবে। সে আপনাকে বলেছে, আপনি আপনার স্বজন-পরিজন নিয়ে ফিরে যান। কূফাবাসী যেন আপনাকে প্রতারিত না করে। কেননা, তারা আপনার পিতার এমন অনুসারী ছিল যে, তিনি মৃত্যু বা শাহাদতের মাধ্যমে তাদের বিচ্ছেদ কামনা করতেন। কূফাবাসী আপনাকে মিথ্যা বলেছে এবং আমাকেও মিথ্যার ধোঁকায় ফেলেছে। আর মিথ্যুকের কোন রায় নেই। তখন ইবনুল আশ'আছ বলল, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তা অবশ্যই করব এবং অবশ্যই ইব্‌ন যিয়াদকে জানাব যে, আমি তোমাকে 'আমান' জীবনের নিরাপত্তা প্রদান করেছি। এরপর মুহাম্মদাদ ইবনুল আশ'আছ ইয়াসুবনুল আব্বাস[১]

আত তায়ীকে (যে বনী মালিক বিন দুমামা গোত্রের সদস্য এবং কবি ছিল) ডেকে বলেন, যাও তুমি গিয়ে হুসায়ন (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করে তাঁকে এই পত্র পৌঁছে দাও। আর তিনি এতে ইব্‌ন আকীলের নির্দেশ লিখে দিলেন, তারপর তাকে একটি বাহন প্রদান করলেন এবং তার গৃহ ও গৃহবাসী স্ত্রী পরিজনের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। এরপর সে রওনা হয়ে গেল এবং 'যুবালহ' নামক স্থানে যা ছিল কূফা থেকে চার দিনের দূরত্বে। সেখানে হযরত হুসায়নের দেখা পেল এবং তাঁকে পত্রটি পৌঁছে দিল। পত্রপাঠ শেষে হযরত হুসায়ন (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র ফয়সালা অবধারিত। আল্লাহ্‌র কাছে আমরা নিজেদের বিপদের এবং শাসককুলের বিপদগামিতাজনিত বিপর্যয়ের বিনিময় প্রত্যাশা করি। এদিকে মুসলিম যখন প্রাসাদ দ্বারে পৌঁছলেন এবং পানি পান করতে চাইলেন তখন মুসলিম বিন আমর আল বাহিলী তাঁকে বলল, তুমি কি তা দেখছ? তা কি শীতল ! আল্লাহ্‌র কসম ! কখনো তুমি তার স্বাদ আস্বাদন করতে পারবে না। যতক্ষণ না তুমি জাহান্নামে তপ্ত পানীয়ের স্বাদ আস্বাদন করবে। ইব্‌ন আকীল তখন বললেন, হতভাগা ! কে তুমি? সে বলল, আমি ঐ ব্যক্তি যে সত্য স্বীকার করে নিয়েছে, যখন তুমি তা অস্বীকার করেছ, সে তার শাসকের আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়েছ, যখন তুমি তার সাথে প্রতারণা করেছ এবং যে তার শাসকের অনুগত ও বাধ্য থেকেছে, যখন তুমি বিদ্রোহ করেছ, আমি হলাম মুসলিম বিন আমর আল বাহিলী। তখন মুসলিম তাকে বললেন, দুর্ভাগ্য তোমার মায়ের ! কী রূঢ়, রুক্ষ, নির্দয় ও নির্মম তুমি? হে বাহিলার ছেলে ! জাহান্নামের তপ্ত পানীয়ের এবং দোযখের উত্তপ্ত আগুনের তুমিই অধিক উপযুক্ত।

---

১. আত্ তাবারীতে (৬/২১১) রয়েছে العقل।

হযরত হুসায়নের ইরাক গমনের প্রেক্ষাপট

ইরাকবাসীর পক্ষ থেকে যখন হযরত হুসায়নের কাছে একের পর এক পত্র আসতে লাগল এবং তাঁর ও তাদের মাঝে বারংবার দূত বিনিময় হল। তদুপরি তাঁকে সপরিবারে সেখানে আগমনের অনুরোধ সম্বলিত মুসলিম বিন আকীলের পত্র যখন তাঁর কাছে আসল তখন তিনি ইরাকের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প হলেন। যদিও এসময়েরই মাঝে তার অজ্ঞাতসারে মুসলিম বিন আকীল নিহত হলেন। আর মক্কা থেকে তিনি মুসলিম বিন আকীল হত্যার একদিন পূর্বে তালবিয়ার দিন রওনা হন। কেননা, মুসলিম নিহত হন আরাফার দিন। আর লোকেরা যখন ইরাক গমনের বিষয় অবহিত হল, তখন তারা তাঁর ব্যাপারে শঙ্কিত হল এবং দূরদর্শী ও হিতাকাঙ্ক্ষীরা তাকে ইরাক না যাওয়ার এবং মক্কায় অবস্থানের পরামর্শ দিল। এসময় তারা তাঁকে তাঁর পিতা ও ভাইয়ের সাথে ইরাকবাসীর আচরণ স্মরণ করিয়ে দিল। সুফিয়ান বিন উআয়না বর্ণনা করেন, ইবরাহীম বিন মায়সারাহ থেকে, তিনি ত্বাউস থেকে, তিনি ইব্ন আব্বাস থেকে, তিনি (ইব্ন আব্বাস) বলেন, ইরাক গমনের ব্যাপারে হুসায়ন আমার পরামর্শ চাইল, তখন আমি তাঁকে বললাম, যদি এই আশঙ্কা না করতাম যে, লোকেরা আমাদেরকে অবজ্ঞা করবে, তাহলে আমি আমার হাত দিয়ে তোমার মাথা আঁকড়ে ধরতাম এবং তোমাকে যেতে দিতাম না। তখন সে আমাকে যে উত্তর দিল তা হল, অমুক, অমুক স্থানে আমার নিহত হওয়া আমার কাছে মক্কায় নিহত হওয়ার চেয়ে প্রিয়। তিনি বলেন, এই বিষয়টিই তাঁর ব্যাপারে আমার মনকে সান্ত্বনা দিয়েছে।

আর আবূ মুখাননাফ বর্ণনা করেন, আর হারিস বিন কা'ব আল ওয়ালিবী থেকে তিনি উক্বা[১] বিন সামআন থেকে যে, হযরত হুসায়ন (রা) যখন কূফা গমনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, তখন ইব্ন আব্বাস (রা) তাঁর কাছে এসে বললেন, হে চাচার ছেলে ! লোকেরা গুজব ছড়াচ্ছে যে তুমি ইরাক রওনা হচ্ছ, আমাকে খুলে বল, আসলে তুমি কি করতে যাচ্ছ? তখন তিনি বললেন, ইনশাআল্লাহ্ আমি এই দু'দিনের যে কোন এক দিনে রওনা হচ্ছি। তখন ইব্ন আব্বাস তাকে বললেন, আমার পরামর্শ হল যদি তারা তাদের বর্তমান শাসককে হত্যা করে, তাদের শত্রুদের বিতাড়িত করে তারপর তাদের দেশে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে থাকে, তাহলে তুমি তাদের কাছে যাও। আর যদি তাদের শাসক জীবিত থাকে এবং তাদের উপর তার প্রবল শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকে, আর তার কর্মচারীরা তাদের দেশের কর ও খাজনা উসুল করতে থাকে তাহলে তারা তোমাকে নিছক নৈরাজ্য[২] বিশৃঙ্খলা এবং যুদ্ধ বিগ্রহের জন্য ডেকেছে। তদুপরি আমি আশঙ্কা করি যে, তারা জনসাধারণকে তোমার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলবে এবং তাদের মনোভাব বিপরীতমুখী করে ফেলবে। তখন যে তোমাকে আহ্বান করেছে, সেই তোমার ঘোর বিরোধীতে পরিণত হবে। তখন হুসায়ন (রা) বললেন, আমি আল্লাহ্র কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করছি এবং চিন্তা-ভাবনা করছি। এরপর ইব্ন আব্বাস বের হয়ে গেলেন এবং ইবনুয যুবাইর (রা) প্রবেশ করলেন। তিনি তাকে (হুসায়ন (রা)-কে) বললেন, আমি জানি না

---

১. আত্ তাবারীতে (৬/২১৬) এবং আল কামিলে (৪/৩৭) রয়েছে ঃ 'যুদ্ধের দিকে'।
২. আত্ তাবারীতে উত্বা রয়েছে।

আমরা এই সম্প্রদায়ের জন্য কি ত্যাগ করেছি? অথচ আমরা মুহাজির সন্তান এবং তাদের পরিবর্তে এই শাসন কর্তৃত্বের প্রকৃত অধিকারী। আমাকে বল দেখি, তুমি কি করতে চাচ্ছ? তখনর হুসায়ন (রা) বললেন, আল্লাহ্র কসম ! আমার কূফায় যাওয়ার ব্যাপারে আমার মন সায় দিচ্ছে। সেখান থেকে আমার অনুসারীও সেখানকার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ তাদের কাছে আগমনের জন্য আমাকে লিখেছে, আর আমি আল্লাহ্র কল্যাণ প্রার্থনা করছি।

তখন ইব্নুয যুবাইর বললেন, তোমার মত অনুসারীবৃন্দ যদি সেখানে আমারও থাকত তাহলে আমিও তা থেকে মুখ ফিরাতাম না।[১] তারপর তিনি যখন তাঁর কাছ থেকে বের হয়ে গেলেন তখন হুসায়ন (রা) বললেন, ইব্নুয্ যুবাইরের জানা আছে, আমার সাথে থাকা অবস্থায় এ বিষয়ে তাঁর কোন সুযোগ নেই এবং লোকেরা আসার কোন বিকল্প দেখে না। তাই তিনি কামনা করেছেন, যেন আমার চলে যাওয়ায় লোকেরা তাঁর অনুসরণের জন্য মুক্ত হয়। এরপর যখন সন্ধ্যা বা সকাল হল, তখন ইব্ন আব্বাস (রা) আবার হুসায়নের কাছে এসে বললেন, হে আমার চাচার সন্তান ! আমি ধৈর্যধারণ করার চেষ্টা করছি, কিন্তু ধারণ করতে পারছি না। আমি আশঙ্কা করছি, এ পথে অগ্রসর হলে তুমি নিহত হবে। ইরাকবাসী প্রতারণা প্রবণ সম্প্রদায়। কাজেই তুমি তাদের দ্বারা প্রতারিত হয়ো না। তুমি এই পবিত্র ও নিরাপদ শহরে অবস্থান কর, যতক্ষণ না ইরাকবাসী তাদের শত্রুদের বিতাড়িত করে। তারপর তাদের কাছে গমন করো। আর যদি তা তোমার মনপুত না হয় তাহলে ইয়ামন অভিমুখে রওনা হয়ে যাও। কেননা, সেখানে বহু দুর্ভেদ্য ঘাঁটি রয়েছে, তাছাড়া সেখানে তোমার পিতার অনুসারীরাও বিদ্যমান। সেখানে গিয়ে জনসংশ্রব এড়িয়ে চলবে, তাদের কাছে পত্র লিখবে, তাদের মাঝে তোমার দাঈদের ছড়িয়ে দিবে। আমার প্রত্যাশা যদি তুমি তা করতে পার তাহলে তোমার মনবাসনা পূর্ণ হবে।

তখন হুসায়ন (রা) বললেন, হে আমার চাচার সন্তান ! আল্লাহ্র শপথ ! আমি জানি তুমি আমার হিতাকাঙ্ক্ষী ও ভ্রাতৃবৎসল। কিন্তু আমি কূফাভিমুখে রওনা হওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেছি। তখন তিনি বললেন, যদি তুমি যেতেই চাও তাহলে অন্তত তোমার স্ত্রী সন্তানদের সাথে নিও না। আল্লাহ্র কসম ! আমার আশঙ্কা হয় হযরত উসমানের ন্যায় তোমাকেও স্ত্রী সন্তানের চোখের সামনে হত্যা করা হবে। তারপর ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, আর হিজায ছেড়ে দিয়ে তুমি ইব্নুয যুবাইরের চক্ষু জুড়িয়ে দিয়েছো ! শপথ আল্লাহ্র ! যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, যদি আমি নিশ্চিত হতাম যে,আমি তোমার মাথা আঁকড়ে ধরলে তুমি আমার কথা শুনবে এবং মক্কায় থেকে যাবে, তাহলে আমাদেরকে এ অবস্থায় দেখে লোকজন জড়ো হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকলেও আমি তা অবশ্যই করতাম। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি তাঁর কাছ থেকে বেরিয়ে

---

১. আল আখবারুত্ তিওয়ালে (২৪৪ পৃ.) রয়েছে যে, ইবনুয যুবাইর আগমন করে হযরত হুসায়নের সাথে সাক্ষাত করলেন, তারপর তাকে বললেন, যদি তুমি এই হারামেই অবস্থান করতে এবং তোমার দূতদের দেশে ছড়িয়ে দিতে এবং ইরাকে তোমার অনুসারীদের তোমার কাছে আগমন করার জন্য লিখে পাঠাতে...... আর তোমাকে সর্বাত্মক ও সার্বিক সহযোগিতা আমার কর্তব্য। আর মুরুয্য যাহাবে (৩/৬৯) যে, ইবনুয্ যুবাইর হুসায়নকে বললেন, সত্যিই আমার যদি তোমার ন্যায় অনুসারী ও আনসার থাকত তাহলে আমি তা থেকে মুখ ফিরাতাম না। তারপর তিনি আশঙ্কা করলেন, হুসায়ন তাঁকে ভুল বুঝবেন, তখন বললেন, আর তুমি যদি স্বস্থানে থেকেই আমাদেরকে এবং হিজাযবাসীকে তোমার বায়'আতে আহ্বান করতে তাহলে আমরা তাতে দ্রুত ধাবিত হতাম।

গেলেন এবং ইবনুয যুবাইর তাঁর সাক্ষাতে প্রবেশ করলেন। তখন হুসায়ন (রা) বললেন, হে যুবাইর তনয় ! তোমার চক্ষু জুড়িয়েছে কি? তারপর আবৃত্তি করলেন,

يا لك من قنيرة[1] بمعمر — خلا الله الجو فبيض واحفرى —

তৃণ পানি ও দানায় পূর্ণ ভূখণ্ডের বাসিন্দা হে সৌভাগ্যবান ভারুই পাখি ! তোমার আকাশ আজ মুক্ত। সুতরাং তুমি সানন্দে শিস দিয়ে গাও এবং ডিম দাও।

ونقرى ماشئت أن تنقرى[2] — صيادك اليوم قتيل فابشرى —

যত ইচ্ছা দানা খুঁটে খাও আর সুসংবাদ নাও যে, তোমার শিকারী আজ ধরাশায়ী।

এরপর ইব্‌ন আব্বাস বললেন, এই যে আমাদের হুসায়ন তোমার জন্য হিজায ছেড়ে দিয়ে ইরাকে রওনা হচ্ছে। একাধিক বর্ণনাকারী শাবাবাহ বিন সাওয়ার থেকে বলেন, আমাদেরকে ইয়াহ্ইয়া বিন ইসমাঈল বিন আলীম আল আসাদী বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন, আমি শা'বিকে ইব্‌ন উমরের বরাত দিয়ে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি মক্কায় অবস্থানকালে জানতে পারলেন, যে, হুসায়ন বিন আলী ইরাক অভিমুখে রওনা করেছেন। তখন তিনি তিনদিনের পথ অতিক্রম করে তাঁর সাথে মিলিত হলেন, তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, হুসায়ন তুমি কোথায় যাচ্ছ? তিনি বললেন, ইরাকে। আর এসময়ে তিনি তাঁর কাছে রক্ষিত বেশ কিছু চিঠিপত্র দেখিয়ে তাঁকে বললেন, এই দেখুন তাদের পত্র ও বায়'আত নামাসমূহ। তিনি বললেন, তুমি তাদের কাছে যেও না। কিন্তু হুসায়ন (রা) অস্বীকার করলেন। তখন ইব্‌ন উমর বললেন, তাহলে শোন আমি তোমাকে একটি হাদীস বর্ণনা করছি, একবার জিবরাঈল (আ) নবী করীম (সা)-এর কাছে আগমন করলেন এবং তাঁকে দুনিয়া ও আখিরাতের যে কোন একটিকে বেছে নিতে বললেন, তখন তিনি আখিরাতকে বেছে নিলেন, দুনিয়া চাইলেন না। আর তুমি আল্লাহ্র রাসূলের শরীরের অঙ্গ তুল্য। আল্লাহ্র কসম ! তোমাদের কেউ কখনো এই কর্তৃত্ব লাভ করবে না। আল্লাহ্ তোমাদের থেকে তা ফিরিয়ে রেখেছেন তার চেয়ে উত্তম বিষয় তোমদের জন্য সঞ্চিত, সংরক্ষিত রাখার কারণে। কিন্তু তিনি (হুসায়ন) তাঁর মত পরিবর্তন করতে অস্বীকার করলেন।

রাবী বলেন, তখন ইব্‌ন উমর (রা) তাঁকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, শহীদরূপে আমি তোমাকে আল্লাহ্র হাওলা করছি। ইয়াহ্ইয়া বিন মায়ীন বলেন, আমাদেরকে আবূ উবায়দা বর্ণনা করেছেন, সাঈদ বিন মিনা থেকে তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ বিন আমরকে বলতে শুনেছি, হুসায়ন তাঁর ভাগ্যবিধানকে ত্বরান্বিত করেছেন। আল্লাহ্র শপথ ! যদি আমি তার নাগাল পেতাম তাহলে আমাকে পরাজিত না করে তাঁকে বের হতে দিতাম না। বনী হাশিম দ্বারা এই বিষয়ের সূচনা হয়েছে এবং বনী হাশিম দ্বারাই-এর ইতি ঘটবে। তাই যদি দেখ কোন হাশিমী শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী হয়েছে, তাহলে বুঝবে সময় শেষ হয়ে গিয়েছে।

---

১. মুরুজুয্ যাহাবে (৩/৩৯) এবং ইবনুল আ'ছমে (৫/১১৪) শব্দটির অন্য বানান ব্যবহৃত হয়েছে।
২. ফুতূহ ইবনুল আ'ছমে এই দুই পঙক্তির পরে রয়েছে قد رفع الفلخ فماذا تحذرى - لا بد من لخذ ك يوما فاصبرى - ফাঁদ তো উঠিয়ে নেয়া হয়েছে সুতরাং তোমার ভয় কিসের অপেক্ষা কর একদিন অবশ্যই তোমাকে শিকার করা হবে।

এখন আমার বক্তব্য হল, এই হাদীসখানি আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমরের হাদীসের সমার্থক রূপে একথা প্রমাণ করে যে, (মিসরীয়) ফাতিমীগণ মিথ্যা দাবীদার। তারা হযরত ফাতিমা (রা)-এর বংশভুক্ত নয়। যেমনটি একাধিক ইমাম (ইতিহাসবেত্তা) উল্লেখ করেছেন। ইনশাআল্লাহ্ যথাস্থানে আমরাও বিষয়টি উল্লেখ করব।

ইয়াকূব বিন সুফিয়ান বলেন, আমাদেরকে আবূ বকর আল হুমাইদী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে সুফিয়ান বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে আবদুল্লাহ্ বিন শরীক বর্ণনা করেছেন বিশর বিন গালিব থেকে তিনি বলেন, ইব্নুয যুবাইর হুসাইন (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোথায় যাচ্ছ? তুমি কি এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছ, যারা তোমার পিতাকে হত্যা করেছে আর তোমার ভাইকে অপবাদ দিয়েছে। তখন তিনি বললেন, অমুক কিংবা অমুক স্থানে নিহত হওয়া আমার কাছে আমার কারণে মক্কা হালাল (হত্যা বৈধস্থান) হওয়া থেকে উত্তম। আয্ যুবাইর বিন বাক্কার বলেন, আমাকে আমার চাচা মুস'আব বিন আবদুল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন, যিনি হিশাম বিন ইউসুফকে মা'মারের বরাত দিয়ে বলতে শুনেছেন, তিনি (মা'মর) বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে হযরত হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, তিনি আবদুল্লাহ্ বিন যুবাইরকে বলেন, আমার কাছে এমন চল্লিশ হাজার লোকের বায়'আতনামা পৌঁছেছে যারা স্ত্রীর তালাক এবং ক্রীতদাসের মুক্তির শপথ করে বলেছে যে, তারা আমার সাথে আছে। তখন ইব্নুয যুবাইর তাঁকে বললেন, তুমি কি এমন সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছ যারা তোমার পিতাকে হত্যা করেছে এবং ভ্রাতাকে বহিষ্কার করেছে ! হিশাম বললেন, তখন আমি মা'মারকে বর্ণনাকারী লোকটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, উত্তরে তিনি বললেন, লোকটি নির্ভরযোগ্য।

আয্ যুবাইর বলেন, আর আমার চাচা বলেন, কেউ কেউ দাবী করেন একথার কথক হলেন, ইব্ন আব্বাস (রা)। ওয়াকেদীর কাতিব মুহাম্মাদ বিন সা'দ এটাকে চমৎকার ও বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন আমাদেরকে আলী বিন মুহাম্মাদ অবহিত করেছেন, ইয়াহ্ইয়া বিন ইসমাঈল বিন আবুল মুহাজির থেকে, তারা দু'জন মুহাম্মাদ বিন বশীর আল হামদানী ও অন্যান্য এবং মুহাম্মাদ ইবনুল হাজ্জাজ থেকে, তারা আবদুল মালিক বিন উমাইর থেকে, তিনি হারুন বিন ঈসা থেকে, তিনি ইউনুস বিন ইসহাক থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি শা'বী থেকে, তিনি (শা'বী) বলেন, মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, এরা ছাড়াও অনেকে আমাকে এই হাদীসের অংশ বিশেষ বর্ণনা করেছেন, আর আমি তাদের সকলের বর্ণিত হাদীসের সবটুকু হযরত হুসায়নের হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে বর্ণনা করেছি। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রাযী হোন।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, লোকেরা যখন ইয়াযীদের অনুকূলে হযরত মু'আবিয়ার (রা) হাতে বায়'আত করল, তখন যাঁরা বায়'আত করে নি হযরত হুসায়ন (রা) ছিলেন তাঁদের অন্যতম। আর হযরত মু'আবিয়ার খিলাফতকালে কূফাবাসী বারবার তাঁকে তাদের কাছে আগমনের আহ্বান জানিয়ে পত্র লিখে। কিন্তু প্রতিবার তিনি তাদের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন। তখন তাদের এক গোষ্ঠী মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়্যার কাছে এসে তাঁকে তাদের সাথে রওনা হওয়ার অনুরোধ জানায়, কিন্তু তিনি অস্বীকার করেন। আর তারা হযরত হুসায়ন (রা)-এর কাছে এসেও তাদের প্রস্তাব পেশ করে। তখন হুসায়ন (রা) তাদেরকে বললেন, লোকেরা আমাদেরকে মাধ্যম বানিয়ে অন্যায় ভাবে গ্রাস করতে চায় এবং বাহাদুরী দেখাতে চায় আর

মানুষের ও আমাদের রক্ত ঝরাতে চায়। এরপর হযরত হুসায়ন (রা) কিছুকাল দ্বিধা ও দুশ্চিন্তার মাঝে অতিবাহিত করেন। একবার তাদের কাছে যাওয়ার কথা ভাবেন আরেকবার তাদের থেকে দূরে অবস্থানের সংকল্প গ্রহণ করেন। তখন হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) তাঁর কাছে এসে বললেন, হে আবূ আবদুল্লাহ্ ! আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী এবং তোমাদের প্রতি স্নেহশীল। আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, কূফায় অবস্থানকারী তোমাদের অনুসারী এক গোষ্ঠী পত্র যোগে তোমাকে তাদের কাছে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছে, আমার পরামর্শ হল তুমি তাদের কাছে যেও না। কেননা, কূফায় আমি তাদের সম্পর্কে তোমার পিতাকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্র শপথ ! তারা আমার বিরক্তি ও অবজ্ঞার পাত্রে পরিণত হয়েছে, আর আমিও তাদের বিরক্তি ও অবজ্ঞার পাত্র হয়েছি। তাদের পক্ষ থেকে কস্মিনকালেও ওফাদারী পাওয়া সম্ভব নয়। তাদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি যে পেল, সে যেন অংশহীন ফাঁকা তীর লাভ করল। আল্লাহ্র কসম ! তাদের না আছে কোন সুস্থির ইচ্ছা ও নিয়ত ! না আছে কোন বিষয়ের সংকল্প বা প্রতিজ্ঞা, আর না আছে তরবারির আঘাত সহ্য করার ধৈর্য। তিনি বলেন, হযরত হাসানের মৃত্যুর পর আল মুসাইয়্যাব বিন উত্বা আল ফাযারী সদলবলে হযরত হুসায়নের কাছে আসল এবং তারা তাঁকে হযরত মু'আবিয়ার বায়'আত প্রত্যাখ্যানে আহ্বান করে বলল, আমরা আপনার ও আপনার ভাইয়ের রায় সম্পর্কে অবগত হয়েছি।

তখন তিনি (হুসায়ন (রা)) বললেন, আমি আশা করি আল্লাহ্ আমার ভাইকে তাঁর সন্ধি প্রিয়তার ইচ্ছার কারণে বিনিময় প্রদান করবেন এবং আমাকে জালিমদের বিরুদ্ধে জিহাদ প্রিয়তার নিয়তের কারণে বিনিময় প্রদান করবেন। এসময় মারওয়ান হযরত মু'আবিয়াকে লিখে পাঠাল, আমি আশঙ্কা করছি যে, হুসায়ন বিদ্রোহের উৎস হয়ে দাঁড়াতে পারে এবং আমার প্রবল ধারণা যে, হুসায়নের সাথে তোমাদের এই বিরোধের সময় দীর্ঘ হবে।

তখন হযরত মু'আবিয়া (রা) হযরত হুসায়নকে লিখলেন, সে আল্লাহ্কে তাঁর শপথ ও অঙ্গীকার প্রদান করেছে সে অবশ্যই তা পালনে দায়বদ্ধ। আমি অবহিত হয়েছি যে, কূফার একটি গোষ্ঠী তোমাকে বিরোধ ও বিচ্ছিন্নতার পথে আহ্বান করেছে। আর ইরাকবাসীর আচরণের অভিজ্ঞতা তো তোমার ইতিপূর্বে অর্জিত হয়েছে, তারা তোমার পিতা ও ভ্রাতার সাথে অতি নিকৃষ্ট ও নির্মম আচরণ করেছে। কাজেই তুমি আল্লাহ্কে ভয় কর এবং দেয়া প্রতিশ্রুতি স্মরণ কর। কেননা, তুমি যদি আমার বিরুদ্ধে কৌশলের আশ্রয় নাও তাহলে আমিও তোমার বিরুদ্ধে কৌশলের আশ্রয় নিব। তখন হযরত হুসায়ন (রা) তাঁকে লিখলেন, আপনার পত্র আমার কাছে পৌঁছেছে, আর আমার সম্পর্কে আপনার কাছে যা পৌঁছেছে আমার অবস্থা সেরূপ নয়। আর একমাত্র আল্লাহ্ই পূণ্যের পথ দেখান। আমি আপনার বিরোধিতা কিংবা লড়াই কোনটাই চাই না। আর আমি ধারণা করি না আমার বিরুদ্ধে জিহাদ বর্জনে আল্লাহ্র কাছে আমার কোন কৈফিয়ত আছে। আর আপনার এই উম্মাহর শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী হওয়ার চেয়ে গুরুতর কোন ফিত্নার কথা আমার জানা নেই। তখন হযরত মু'আবিয়া বললেন, আবূ আবদুল্লাহ্ দ্বারা আমাদের অকল্যাণের উত্তেজনাই সৃষ্টি হল। হযরত মু'আবিয়া তাঁর সম্পর্কে তার কাছে পৌঁছা কোন বিষয়ে আরো লিখেন, আমার ধারণা তোমার মাথায় আমার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রবণতা দেখা দিয়েছে, আমি কামনা করি যে, আমি তার প্রতিকার করে তোমাকে তা থেকে ক্ষমা করে দিব।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, যে হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর যখন অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে এল তখন তিনি ইয়াযীদকে ডাকিয়ে যা ওসীয়ত করার করলেন এবং তাকে বললেন, হুসায়ন বিন আলী রাসূল কন্যা ফাতিমা (রা)-এর প্রতি লক্ষ্য রেখো। কেননা, তিনি মানুষের সবচেয়ে প্রিয়পাত্র, তাঁর সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রেখো এবং তাঁর সাথে কোমল আচরণ করো, তাহলে তোমার জন্য তাঁর বিষয় অনুকূল থাকবে। আর যদি তাঁর পক্ষ থেকে বিদ্রোহ জাতীয় কিছু দেখা দেয় তাহলে আমার ধারণা ঐ সকল লোকদের দ্বারাই আল্লাহ্ তাঁকে তোমার থেকে নিবৃত্ত করবেন। যারা তাঁর পিতাকে হত্যা করেছে এবং তাঁর ভ্রাতাকে অসহায় অবস্থায় ত্যাগ করেছে।

হযরত মু'আবিয়া (রা) ষাট হিজরীর রযব মাসের পনের তারিখে ইন্তিকাল করেন, এরপর লোকেরা ইয়াযীদের হাতে বায়'আত করে। তখন ইয়াযীদ বিন উত্বা আবূ সুফইয়ানের কাছে পাঠাল লোকদের আহ্বান করে তাদের বা'আত গ্রহণ শুরু কর কুরায়শের নেতৃস্থানীয়দের দ্বারা। যাদের দ্বারা তুমি বায়'আত গ্রহণ শুরু করবে হুসায়ন বিন আলী যেন তাদের প্রথমজন হয়। কেননা, আমীরুল মু'মিনীন আমাকে তাঁর ব্যাপারে কোমলতা অবলম্বন এবং আনুকূল্য ও সম্প্রীতি বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। এই পত্র পেয়ে ওয়ালীদ তৎক্ষণাৎ সেই মধ্য রাত্রে হযরত হুসায়ন বিন আলী এবং আবদুল্লাহ্ বিন যুবাইরের কাছে দূত পাঠিয়ে তাদেরকে হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর মৃত্যু সংবাদ জানাল এবং ইয়াযীদের আনুগত্য স্বীকার করে বায়'আতের আহ্বান জানাল। তখন তারা দু'জন বললেন, আমরা সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করে দেখি লোকেরা কি করে? একথা বলে হযরত হুসায়ন (রা) লাফিয়ে বেরিয়ে পড়েন এবং তাঁর সাথে ইব্নুয যুবায়রও বের হলেন এবং তাঁরা একযোগে বললেন, সে-তো ঐ ইয়াযীদ যাকে আমরা ভালভাবেই জানি। আল্লাহ্র শপথ ! তার না আছে কোন সিদ্ধান্ত, না আছে কোন ব্যক্তিত্ব। আর ওয়ালীদ পূর্ব থেকেই হযরত হুসায়নের প্রতি রূঢ় ছিল, তাই হুসায়ন (রা) তার সমালোচনা করলেন এবং তার পাগড়ী ধরে টেনে তা মাথা থেকে খুলে ফেললেন। ওয়ালীদ তখন বলল, আবূ আবদুল্লাহ্র দ্বারা আমাদের অকল্যাণের উত্তেজনাই সৃষ্টি হল। তখন মারওয়ান কিংবা তার কোন অনুচর তাঁকে বলল, আপনি তাকে হত্যা করুন। তখন ওয়ালীদ বলল, তাঁর প্রাণ অতি মূল্যবান, বনূ আব্দ মানাফের মাঝে সংরক্ষিত ধন।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, হযরত হুসায়ন ও ইব্নুয যুবাইর সেই রাত্রেই পবিত্র মক্কার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। আর লোকজন সকালে ইয়াযীদের আনুগত্যের বায়'আত করে। আর যখন হুসায়ন (রা) ও ইবনুয যুবাইরকে তলব করা হল তখন তাদেরকে পাওয়া গেল না। আল মিসওয়ার বিন মাখরামাহ বলেন, হযরত হুসায়ন (রা) ত্বরা করে অগ্রসর হলেন, আর ইবনুয যুবাইর (রা) তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলেন, এরপর তারা মক্কায় আগমন করলেন। তখন হযরত হুসায়ন (রা) অবস্থান গ্রহণ করলেন হযরত আব্বাস (রা)-এর গৃহে। আর ইবনুয যুবাইর (রা) হাজরে আসওয়াদের সন্নিকটে অবস্থান নিলেন। এরপর তিনি 'মুআফিরা' (পরিধেয় বিশেষ) পরিধান করে লোকদেরকে বনূ উমাইয়ার বিরুদ্ধে প্ররোচিত করতে লাগলেন। আর তিনি প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় হযরত হুসায়নের কাছে যেতেন এবং তাঁকে ইরাক গমনের পারমর্শ দিয়ে বলতেন, 'তারা তোমার অনুসারী এবং তোমার পিতার অনুসারী। আর ইব্ন আব্বাস (রা) তাকে তা থেকে নিষেধ করতেন। আবদুল্লাহ্ বিন মুতি' তাঁকে বলেন, আমি, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত। আপনি আমাদেরকে সাহচর্য দান করুন। ইরাক গমন করবেন না। আল্লাহ্র শপথ ! এই গোষ্ঠী যদি আপনাকে হত্যা করে, তাহলে তারা আমাদেরকে দাস বানিয়ে ছাড়বে।

বর্ণনাকারীগণ বলেন, উমরাহ্ থেকে ফিরার পথে আবদুল্লাহ্ বিন উমর-আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস এবং ইব্ন আবূ রাবীআ তাঁদের দু'জনের সাথে 'আবওয়াতে' সাক্ষাত করেন। তখন ইব্ন উমর (রা) তাদেরকে বললেন, তোমাদেরকে আল্লাহ্র দোহাই যদি তোমরা তোমাদের মত থেকে না ফের এবং অন্য লোকেরা যে, সঠিক ও সময়োপযোগী বিষয়ে প্রবেশ করেছে তাতে প্রবেশ না কর, তাহলে অপেক্ষা কর, যদি লোকেরা তার (ইয়াযীদের) আনুগত্য স্বীকারে একমত হয়, তাহলে তোমরা দু'জন বিচ্ছিন্ন হয়ে থেকো না। আর যদি তারা তার আনুগত্যের ব্যাপারে বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত হয় তাহলে তোমদের অভিলাষ পূর্ণ হতে পারে। ইব্ন উমর হুসায়ন (রা)-কে বললেন, তুমি বের হয়ো না। কেননা, আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে দুনিয়া ও আখিরাতের যে কোন একটি বেছে নেওয়ার ইখতিয়ার দিয়েছেন। আর তিনি আখিরাতকে বেছে নিয়েছেন। আর তুমি তাঁরই দেহের একাংশ। সুতরাং তুমি তা (দুনিয়া) পাবে না। এরপর তিনি তাঁকে আলিঙ্গন করলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে তাঁকে বিদায় জানালেন।

ইব্ন উমর (রা) বলতেন, হুসায়ন বিন আলী আমাদেরকে পরাজিত করে বেরিয়ে গেল । আমার জীবনকালের শপথ ! সে তাঁর পিতা ও ভাইয়ের মাঝে শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করেছিল। সে এমন বিপদ এবং মানুষের অসহযোগিতা প্রত্যক্ষ করেছিল, যার পর তাঁর কর্তব্য ছিল সারাজীবন কোনরূপ নড়াচড়া না করা এবং লোকেরা যে সময়োপযোগী সঠিক বিষয়ে প্রবেশ করেছিল তাতে প্রবেশ করা। কেননা, (যে কোন অবস্থায়) ঐক্য উত্তম।

ইব্ন আব্বাস তাঁকে বললেন, হে ফাতিমার নন্দন ! তুমি কোথায় চলেছ? তখন তিনি বললেন, ইরাক অভিমুখে আমার অনুসারীদের কাছে। তখন তিনি বললেন, তোমার জন্য আমি এটা অপছন্দ করি । তুমি কি এমন এক গোষ্ঠীর কাছে যাচ্ছ, যারা তোমার পিতাকে হত্যা করেছে আর ভ্রাতাকে অন্যায় অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে, ফলে তিনি ক্রোধ ও বিরক্তিতে তাদেরকে ত্যাগ করেছেন। আল্লাহ্র দোহাই ! তুমি নিজের দ্বারা প্রতারিত হয়ো না। আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) বলেন, ইরাক অভিমুখে বের হওয়ার ব্যাপারে হুসায়ন আমাকে পরাজিত করল। তখন আমি তাঁকে বললাম নিজের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় কর এবং নিজ গৃহে অবস্থান কর আর ইমামের (শাসকের) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করো না। আবূ ওয়াকেদী আল লায়ছী বলেন, আমার কাছে হুসায়ন বিন আলী (রা)-এর রওনা হওয়ার সংবাদ পৌঁছল তখন আমি 'মালাল'[১] নামক স্থানে গিয়ে তাঁকে পেলাম। তখন আমি তাঁকে বের না হওয়ার অর্থাৎ আর অগ্রসর না হওয়ার জন্য আল্লাহ্র দোহাই দিলাম। কেননা, তিনি ভুল লক্ষ্যপানে অগ্রসর হচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন, আমি আর ফিরব না।

হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ্ বলেন, আমি হুসায়নকে বললাম, আল্লাহ্কে ভয় কর আর মানুষের একজনকে অন্যজন দ্বারা হত্যা করো না। আল্লাহ্র শপথ ! কিন্তু তিনি আমার কথা শুনলেন না। আর সায়ীদ ইবনুল মুসায়্যাব বলেন, হুসায়ন যদি বের না হতেন, তাহলেই তাঁর জন্য তা কল্যাণকর হত। আবূ সালামা বিন আবদুর রহমান বলেন, হুসায়নের উচিত ছিল ইরাকাবাসীকে চিনতে পারা এবং তাদের কাছে না যাওয়া। ইবনুয যুবায়র তাঁকে সে বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেন। মিসওয়ার বিন মাখরামা তাকে লিখেন, 'ইরাকবাসীদের পত্র দ্বারা প্রতারিত হয়ো না। আর ইবনুয যুবাইরের একথা দ্বারাও না' "তাঁদের কাছে যাও", তারা তোমাকে

১. মক্কার পথে দুই হারামের মধ্যবর্তী স্থান।

সাহায্য করবে। দেখবেন যে, আপনাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সে আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করবে, আর এমন ব্যক্তি আপনার সাহায্য ত্যাগ করবে যার কাছে আপনি তার সাহায্যকারীর চেয়ে প্রিয়। আপনার নিজের ব্যাপারে আমি আপনাকে আল্লাহ্র দোহাই দিচ্ছি। তখন তিনি তাকে বললেন, হে আমার চাচাতো ভাই ! আল্লাহ্ তোমাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। ইব্ন আব্বাস (রা) তাঁকে বললেন, তুমি হারামেই অবস্থান কর, তোমার কাছে যদি তাদের প্রয়োজন থাকে তাহলে তারাই তোমার কাছে এসে হাযির হবে। তখন তুমি উপযুক্ত উপায়-উপকরণ ও শক্তি-সামর্থ্য নিয়ে বের হতে পারবে। তখন তিনি তাঁকে উত্তম বিনিময়ের জন্য দু'আ করলেন, এ ব্যাপারে আমি আল্লাহ্র কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করছি। তিনি যা করার ইরাদা করেছেন, তা গুরুতর সাংঘাতিক বর্ণনা করে উমরাহ্ বিন্ত আবদুর রহমান তাঁকে পত্র লিখলেন। তিনি তাকে শাসকের আনুগত্য এবং সকলের সাথে ঐক্যবদ্ধ থাকার নির্দেশ দিলেন এবং তাঁকে জানালেন, যদি তিনি তা না করেন, তাহলে তিনি তার বধ্যভূমির দিকেই চালিত হবেন।

তিনি বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছেন, ... يقتل الحسين بأرض بابل বাবিল ভূখণ্ডে হুসায়ন নিহত হবে। তারপর হযরত হুসায়ন (রা) যখন তার পত্র পাঠ করলেন। তখন বললেন, তাহলে তো অবশ্যই আমাকে আমার মৃত্যু স্থানে পৌঁছাতে হবে এরপর অগ্রসর হলেন। তাঁর কাছে বকর[১] বিন আবদুর রহমান বিন আল হারিস বিন হিশাম এসে বললেন, হে চাচার ছেলে ! ইরাকবাসী আপনার পিতা ও ভাইয়ের সাথে কি আচরণ করেছে তা আপনি দেখেছেন, অথচ তারপরও আপনি তাদের কাছে যেতে চান। তারা তো দুনিয়া পূজারী।[২]

আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আল্লাহ্ যে বিষয়েরই সিদ্ধান্ত করেন তা অবধারিত। তখন আবূ বকর বললেন, ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, আমরা আল্লাহ্র কাছে আবূ আবদুল্লাহ্র শাহাদতের সওয়াব আশা করি। এছাড়া হযরত আবদুল্লাহ্ বিন জা'ফর (রা) তাঁর কাছে পত্র লিখেন। এতে তিনি তাঁকে ইরাকবাসীদের ব্যাপারে সতর্ক করেন,এবং তাদের অভিমুখে রওনা না হওয়ার জন্য আল্লাহ্র দোহাই দেন। তখন হুসায়ন (রা) তাঁকে লিখেন, আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখেছি তিনি আমাকে এমন একটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছেন, যার উদ্দেশ্যে আমি অগ্রসর হচ্ছি। আর কাজের[৩] সাক্ষাৎ না পাওয়া পর্যন্ত আমি সে বিষয়ে কাউকে অবহিত করব না।

---

১. আবদুল্লাহ্ বিন জা'ফরের পত্র এবং হযরত হুসায়ন (রা)-এর উত্তরের জন্য ফুতূহ ইবনুল আ'ছম ৫/১১৫-১১৬ এবং আত্ তাবারী ৬/২১৯ তে বিদ্যমান।

২. আত্ তাবারী (৬/২১৫), আল কামিল (৪/৩৭), ফুতূহ ইবনুল আ'ছম (৫/১১০)-এ রয়েছে উমর বিন আবদুর রহমান.....মুরুজুয্ যাহাবে (৩/৬৯) আবূ বকর বিন আল হারিস বিন হিশাম। আবূ মুখাননাফের আল মাকতালে রয়েছে, উমর ইব্ন আল হারিস বিন আবদুর রহমান আল মাখযুমী।

৩. আত্ তাবারী ও ইবনুল আছীরে, এই টাকাকড়ির গোলাম। দেখবেন যে, আপনাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সে আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করবে, আর এমন ব্যক্তি আপনার সাহায্য ত্যাগ করবে যার কাছে আপনি তার সাহায্যকারীর চেয়ে প্রিয়। আপনার নিজের ব্যাপারে আমি আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিচ্ছি। তখন তিনি তাকে বললেন, হে আমার চাচাতো ভাই ! আল্লাহ্ তোমাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

হারামায়নের নায়েব আমর[১] বিন সায়ীদ ইবনুল আস তাঁর কাছে লিখেন, আমি আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন তোমাকে সুমতি দান করেন এবং তোমাকে ধ্বংসকারী বিষয় থেকে নিবৃত্ত করেন। আমি জানতে পেরেছি যে, তুমি ইরাক অভিমুখে রওনা হওয়ার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই বিচ্ছিন্ন ও বিরোধ থেকে আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে সঁপে দিচ্ছি। তুমি যদি তোমার জীবনের ব্যাপারে আশঙ্কাবোধ কর তাহলে আমার কাছে চলে আস। আমার কাছে তুমি নিরাপত্তা, সদাচার ও সুসম্পর্ক বন্ধন লাভ করবে। হুসায়ন তাঁকে লিখে পাঠালেন, যদি আপনি আপনার পত্র দ্বারা আমার প্রতি সদাচার ও সুসম্পর্ক প্রকাশ করে থাকেন তাহলে আপনি দুনিয়া ও আখিরাতে-এর উত্তম বিনিময় প্রাপ্ত হোন। আর সে বিচ্ছিন্ন ও বিরোধী নয়, যে আল্লাহ্‌র দিকে আহবান করে, নেক আমল করে এবং নিজেকে মুসলমান বলে উল্লেখ করে। আর আল্লাহ্‌র নিরাপত্তাই সর্বোত্তম নিরাপত্তা। যে দুনিয়াতে আল্লাহ্‌কে ভয় করল না, সেতো আল্লাহ্‌কে বিশ্বাসই করল না। তাই দুনিয়াতে আমরা মহান আল্লাহ্‌র কাছে এমন ভয় প্রার্থনা করি যা কিয়ামতের দিন তাঁর কাছে[২] আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, এসময় ইয়াযীদ বিন মু'আবিয়া ইব্‌ন আব্বাস (রা)[৩]-এর কাছে হযরত হুসায়নের পবিত্র মক্কায় রওনা হওয়া সম্পর্কে অবহিত করে পত্র লেখেন-আর আমার ধারণা পূর্বাঞ্চলের কিছু লোক তাঁর কাছে এসে তাঁকে খিলাফত লাভের আশা দিয়েছে, আর আপনার তো তাদের বৃত্তান্ত জানা আছে এবং তাদের আচরণের পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে। আর হুসায়ন যদি এমন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে তাহলে তো সে আমাদের সুদৃঢ় আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার উপক্রম হয়েছে। আর আপনি আপনার গোষ্ঠীর বয়োজ্যেষ্ঠ্য ও সর্বমান্য তাই আপনি তাঁকে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির চেষ্টা থেকে বিরত রাখুন। এরপর সে তাঁর উদ্দেশ্যে এবং মক্কা-মদীনায় অবস্থানরত কুরায়শীদের উদ্দেশ্যে এই পঙক্তিগুলো লিখে পাঠাল-

يا أيـــهـــا الراكـــب العـــادى مـــطـــيـــتـــه[৪] + عـــلـــى غـــد افـــرة فـــى مـــيـــرهـــا فـــحـــم[৫]

একের পর এক মনযিল অতিক্রমকারী শক্তিশালী উটের হে ঐ আরোহী যার বাহন দৌঁড়ে ছুটে চলেছে।

أبلـــغ قريـــشـــا عـلـــى فأى المـــكـــزار بـــهـــا

بـــيـــنـــى وبـــيـــن حـــســـيـــن الله الرحـــم

কুরায়শকে তাদের সাক্ষাৎ স্থল দূরবর্তী হওয়া সত্ত্বেও পৌঁছে দাও। আমার ও হুসায়নের মাঝে রয়েছেন আল্লাহ্, রয়েছে আত্মীয়তার বন্ধন।

---

১. ইবনুল আ'ছম (৫/১১৬)-এ রয়েছে, সায়ীদ ইবনুল 'আস। এটা ভুল, কেননা, পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, মদীনার তিন মাইল দূরত্বে 'আরসাহ' নামক স্থানে নিজ প্রাসাদে আটান্ন হিজরীতে সায়ীদ ইনতিকাল করেন এবং জান্নাতুল বাকীতে সমাধিস্থ হন। দেখুন তাহযীবুত তাহ্‌যীব (৪/৪৯)।

২. আল হারিছ বিন কাব আল ওয়ালিবীর বরাতে আবূ মুখান্‌নাফের বর্ণনায় রয়েছে যে, আমর আবদুল্লাহ্ বিন জা'ফর এবং ইয়াহইয়া বিন সায়ীদের মাধ্যমে তার পত্র পাঠিয়ে ছিলেন। আত্ তাবারী ৬/২১৯ ।

৩. মূল গ্রন্থে ইবন আসাকিরে ৪/৩৩০ আর ইবনুল আ'ছমে রয়েছে; ইয়াযীদের পক্ষ থেকে মদীনাবাসী কুরায়শ ও বনী হাশিমের নিকট প্রেরিত পত্র।

৪. ইব্‌ন আসাকিরে (عذافرة فى سيرة فحم) রয়েছে।

৫. ইবনুল আ'ছমে ও ইবন আসাকিরে।

و موقف بفناء البيت أنشده ✿ عهد الالك و ما توفى به النعم —

আর কা'বা প্রাঙ্গনের এক স্থানের দোহাই আমি তাকে দিচ্ছি এবং যা দ্বারা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করা হয়।

عنيتم قومكم فخرا بأمكم ✿ أم لعمرى حصان برة كرم —

মাতৃগর্ভে তোমরা তোমাদের সমগ্র সম্প্রদায়কে ছাড়িয়ে গিয়েছো, এমন মা আমার জীবনকালের শপথ ! যিনি সতী সাধ্বী ও পুণ্যবতী ও গুণবতী।

هى التى لا يدافى فضلها أحد

بنت الرمول وخير الناس قد علموا —

ঐ নারী তিনি, কেউ যাঁর গুণ ও শ্রেষ্ঠত্বের নাগাল পায় না। রাসূল ও সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষের কন্যা, যা সকলের জানা আছে।

وفضلها لكم فضل وغيركم ✿ من قومكم[১] لهم فى فضلها قسم —

তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব আর তোমাদের গোষ্ঠীর অন্যদেরও তাঁর শ্রেষ্ঠত্বে অংশ আছে।

انى لأعلم أو ظننا كعالمه[২] ✿ والظن يصدق احيانا فينتظم

আর আমি নিশ্চিতরূপে জানি কিংবা নিশ্চিতরূপে যে জানে তার ন্যায় ধারণা করি। আর ধারণা কখনো সত্যে পরিণত হয়।

أن سوف يترككم ماتدعون بها ✿ قتلىتهاداكم العقبان والرخم

তোমরা যার দিকে আহবান করছো অচিরেই তা তোমাদেরকে এমন মরাতে পরিণত করবে, যা নিয়ে বাজ ও শকুনেরা কাড়াকাড়ি করবে।

ياقومنالاتشبوا الحرب انمسكب

ومسكوابحبال السلم[৩] واعتصموا

হে আমাদের সম্প্রদায় ! যুদ্ধকে উসকে দিও না। যখন তাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, আর শক্তভাবে সন্ধির রজ্জু অবলম্বন কর এবং তা আঁকড়ে ধর।

قد جرب الحرب من قد كان قبلكم

من القروى وقد بادت بها الامم

তোমাদের পূর্বের মানবগোষ্ঠীরা যুদ্ধকে পরখ করে দেখছে, আর তার কারণে বহু জাতি নিশ্চিহ্ন হয়েছে।

فنصفوا قومكم لا تهلكوا برحا[৪] + فرب ذى برة زلت بها القوم —

তোমাদের গোষ্ঠীর সাথে ইনসাফ কর, ক্রোধে ধ্বংস হয়ো না। কেননা, ক্রুদ্ধ ব্যক্তির পদস্খলন ঘটে।

---

১. ইবনুল আ'ছমে (من يومكم) রয়েছে।

২. ইবনুল আ'ছমে রয়েছে انى لاعلم حقا غير ماكذب الوظن....وينتصم

৩. ইবনুল আ'ছমে تمكوا بحبال الخير

৪. ইবনুল আ'ছমে উভয়স্থানে برح -এর পরিবর্তে بذح রয়েছে।

বর্ণনাকারী বলেন, তখন ইব্ন আব্বাস (রা) তাকে লিখলেন, আমি আশা করি হুসায়নের গমন তোমার আপত্তিকর কোন উদ্দেশ্যে হবে না। যা দ্বারা সম্প্রতি সৃষ্টি হয় এবং উত্তেজনা প্রশমিত হয়, এমন প্রতিটি বিষয়ে আমি তাঁকে হিতোপদেশ না দিয়ে ছাড়ব না। এরপর ইব্ন আব্বাস (রা) হযরত হুসায়নের সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাঁর সাথে দীর্ঘক্ষণ কথা বললেন, তিনি তাঁকে বললেন, দোহাই তোমার ! (ইরাক অভিমুখে বের হয়ে) আগামীকাল তুমি ধ্বংসাত্মক অবস্থায় আত্মবিসর্জন দিও না। তুমি ইরাক যেও না। আর যদি তুমি ইরাক যেতেই চাও তাহলে হজ্জ মৌসুম শেষ হওয়া পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা কর এবং লোকদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের মনোভাব অনুমান কর। এরপর তুমি তোমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো। আর এটা ছিল যুল-হাজ্জাহর তারিখ। কিন্তু হুসায়ন (রা) তার ইরাক গমনের সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন। তখন ইব্ন আব্বাস (রা) তাঁকে বললেন, আল্লাহ্র কসম ! আমার প্রবল ধারণা হচ্ছে যে হযরত উসমানের ন্যায় তুমিও কাল তোমার স্ত্রী কন্যাদের চোখের সামনে নিহত হবে। আল্লহর কসম ! আমি আশঙ্কা করছি তোমাকে হত্যা করেই উসমান হত্যার বদলা নেয়া হবে। হায় ! আমাদের দুর্ভাগ্য ! ইন্নালিল্লাহ্ ওইন্নাইলাইহি রাজিউন। তখন হুসায়ন (রা) তাকে বললেন, হে আবুল আব্বাস ! আপনি বয়োবৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। তখন ইব্ন আব্বাস (রা) তাঁকে বললেন, যদি না আমার ও তোমার জন্য অবজ্ঞাজনক না হত তাহলে আমি আমার হাত দিয়ে তোমার মাথা ঝাপটে ধরতাম। আর যদি আমি নিশ্চিত হতাম যে, তুমি অবস্থান করবে তাহলে আমরা তাই করতাম। কিন্তু আমি ধারণা করি না তা তোমাকে বিরত রাখবে। তখন হুসায়ন বললেন, আমাকে মক্কায় হত্যা করা হবে এবং আমার কারণে মক্কার পবিত্রতা লঙ্ঘিত হবে। এর চেয়ে অমুক অমুক স্থানে নিহত হওয়া আমার কাছে প্রিয়তর। বর্ণনাকারী বলেন, তখন ইব্ন আব্বাস (রা) কেঁদে বললেন, এদ্বারা তুমি ইবনুয যুবায়রের চক্ষুকে শীতল করলে। আর তাই তার ব্যাপারে আমাকে প্রবোধ দিয়েছে। এরপর ক্ষুদ্ধ হয়ে ইব্ন আব্বাস (রা) তাঁর কাছে থেকে বের হয়ে আসলেন, আর এ সময় হযরত হুসায়নের সাথে সাক্ষাতের জন্য ইবনুয যুবায়র দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি যখন তাকে দেখতে পেলেন তখন তাকে বললেন, হে ইবনুয যুবায়র! তোমার অভিলাষ পূর্ণ হয়েছে এবং চক্ষু শীতল হয়েছে। আবূ আবদুল্লাহ্ হেজাযকে তোমার জন্য ছেড়ে বেরিয়ে পড়ছেন। এরপর তিনি আবৃত্তি করলেন,

يا لك من قنبرة بمعمر + خلا لك الجو فبيض واصفرى

তৃণ, পানি ও দানাপূর্ণ ভূখণ্ডের বাসিন্দা হে ভারুই পাখী! তোমার আকাশ আজ মুক্ত তাই তুমি সানন্দে শিস দাও; ডিম দাও।

ونقرى ما شئت ان تنقرى + صيادل اليوم قيتل فبشرى –

তোমার যত ইচ্ছা ঠোকর দাও, তোমার শিকারী আজ ধরাশায়ী কাজেই তুমি উৎফুল্ল হও।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর হযরত হুসায়ন বনী আবদুল মুত্তালিবের ক্ষুদ্র একটি দলকে তাঁর কাছে নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠালেন। এদের সংখ্যা ছিল নারী পুরুষ মিলে উনিশ জন। এদের মাঝে তাঁর ভ্রাতা কন্যা ও স্ত্রীগণ ছিলেন। এ সময় মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়্যা তাদেরকে অনুসরণ করে আসলেন এবং হযরত হুসায়নকে পবিত্র মক্কায় পেলেন। তিনি তাঁকে পরামর্শ দিলেন। এ সময় তাঁর (ইরাকের উদ্দেশ্যে) বের হওয়ার সিদ্ধান্ত সঠিক নয়। কিন্তু হযরত

হুসায়ন (রা) তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। তখন মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়্যা তাঁর সন্তানদের আটকে রাখলেন এবং তাদের একজনকেও পাঠালেন না। ফলে হযরত হুসায়ন (রা) তাঁর প্রতি মনোকষ্ট পেলেন এবং তাঁকে বললেন, আমি আক্রান্ত হব এমন কোন স্থান থেকে তুমি কি তোমার নিজের সন্তানদের আটকে রাখবে? তখন তিনি বললেন, এর কী প্রয়োজন আছে যে, আপনি আক্রান্ত হবেন আর সাথে তারাও আক্রান্ত হবে? যদিও আপনার আক্রান্ত হওয়ার বিপদ আমাদের কাছে তাঁদের আক্রান্ত হওয়ার তুলনায় গুরুতর।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, ইরাকবাসী হযরত হুসায়নের কাছে পত্র ও দূত পাঠিয়ে তাঁকে তাদের কাছে আগমনের আহবান জানাল। তখন তিনি তাঁর পরিবার[১]-পরিজন এবং ষাটজন কূফাবাসীর সাহচর্যে তাদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। আর এটা ছিল যিল হজ্জের দশ তারিখ সোমবার। তখন মারওয়ান ইব্ন যিয়াদকে লিখে পাঠাল, পর কথা হুসায়ন বিন আলী তোমার অভিমুখে রওনা হয়ে গিয়েছেন, আর মনে রেখো তিনি হলেন ফাতিমা (রা)-এর পুত্র হুসায়ন, আর ফাতিমা (রা) তিনি হলেন আল্লাহ্র রাসূলের কন্যা। আর আল্লাহ্র কসম ! আল্লাহ্র নিরাপত্তা লাভকারী কেউই আমাদের কাছে হুসায়নের চেয়ে অধিক প্রিয় না। কাজেই সতর্ক থেকো নিজের বিরুদ্ধে এমন কিছু উস্‌কে দিও না যাকে কোন কিছুই রোধ করতে পারে না, আর সর্বসাধারণ যা ভুলবে না এবং শেষকাল পর্যন্ত যার আলোচনা ছাড়বে না। ওয়াস্‌সালাম।

আমর বিন সায়ীদ ইবনুল 'আস তাকে লিখল- পরকথা হল, হুসায়ন তোমার দিকে যাত্রা করছেন। আর এমন কঠিন পরিস্থিতির মোকাবেলায়-ই তুমি স্বাধীনতা ও সম্মান লাভ করতে পার। কিংবা ক্রীতদাসের ন্যায় দাসে পরিণত হতে পার। আয্ যুবায়র বিন বাক্কার বলেন, আমাকে মুহাম্মাদ বিন যাহ্হাক তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, ইয়াযীদ ইব্ন যিয়াদকে লিখল, আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, হুসায়ন কূফাভিমুখে রওনা হয়েছেন তার (এ পদক্ষেপ) দ্বারা তোমার শাসনের স্থান ও কাল বিশেষভাবে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে এবং প্রশাসকদের মাঝে তুমি বিশেষভাবে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছো। আর এ পরীক্ষার ফল দ্বারাই তুমি স্বাধীনতা ও সম্মান লাভ করবে কিংবা ক্রীতদাসের ন্যায় দাসত্ব ও অপমান বরণ করবে। একারণেই ইব্ন যিয়াদ তাকে হত্যা করে এবং ইয়াযীদের কাছে তার মাথা পাঠিয়ে দেয়।

তবে আমার মতে, সঠিক হল সে হযরত হুসায়নের মাথা শামে পাঠায়নি, যেমন একটু পরেই আসছে। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, ইয়াযীদ ইব্ন যিয়াদকে লিখে পাঠাল, আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, হুসায়ন ইতিমধ্যেই ইরাকের উদ্দেশ্যে সে দিকে রওনা হয়েছেন। কাজেই পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র ও অস্ত্রাগার স্থাপন কর এবং পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন কর। আর যার সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা হয়, তাকে আটকে রাখ, আর অভিযুক্তকে শক্তভাবে পাকড়াও কর। তবে তোমার বিরুদ্ধে লড়াইকারী ব্যতীত কাউকে হত্যা করো না। আর ইতিবাচক কিছু যা ঘটে সে ব্যাপারে আমাকে লিখে জানাও ওয়াস্‌সলাম"

আয্ যুবায়র বিন বাক্কার বলেন, আমাকে মুহাম্মাদ বিন আয্ যাহ্হাক বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, হযরত হুসায়ন (রা) যখন মক্কা থেকে (বের হয়ে) কূফার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, তখন তিনি মসজিদুল হারামের দরজা দিয়ে অতিক্রমকালে আবৃত্তি করলেন—

---

১. ইবনুল আ'ছমে ৫/১২০ রয়েছে: তাঁর সাথে তার পরিবার-পরিজন এবং অনুসারীসহ মোট বিরাশিজন ছিল।

لا ذعرت الشوام في فلق الصبح + مغيرا ولا رعيت يزيد –

يوم أعطى مخافة الموت ضيما والمنايا ترصد نني ان احيد –

আবূ মুখান্নাফ বলেন, আবূ জানাব ইয়াহ্ইয়া বিন আবূ খায়ছামা বর্ণনা করেন, 'আদী বিন হারমালাহ আল-আসাদী থেকে, তিনি আবদুল্লাহ্ বিন সুলায়ম আসাদী ও আল-মুনযির বিন আল মুশমাঈল আসাদী থেকে, তারা দু'জনে বলেন, কূফা থেকে হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হয়ে আমরা পবিত্র মক্কায় আগমন করলাম। এরপর তালবিয়ার দিন পূর্বাহ্নকালে আমরা হযরত হুসায়ন ও ইবনুয যুবায়রকে হাজ্রে আসওয়াদ ও কা'বা ঘরের দরজার মাঝামাঝি স্থানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। এরপর আমরা ইবনুয যুবায়রকে শুনতে পেলাম তিনি হযরত হুসায়নকে বলছেন,যদি তুমি এখানে অবস্থান করে নিজেই এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে চাও তাহলে তা কর। তখন আমরা তোমাকে সর্বাত্মক সাহায্য-সহযোগিতা করব এবং তোমার হাতে বায়'আত করব এবং তোমার সার্বিক হিতাকাঙ্ক্ষী হব। তখন হুসায়ন (রা) বললেন, আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, এই হারামের একটি 'বধ্য প্রাণ' (বলি) রয়েছে, যে নিহত হয় তার পবিত্রতা লঙ্ঘিত হবে। আর আমি সেই 'বলির পাঁঠা' হতে চাই না। তখন ইবনুয যুবায়র তাঁকে বললেন, তাহলে তুমি এখানে অবস্থান করে আমাকে এই দায়িত্ব অর্পণ কর। আর সেক্ষেত্রেও তোমারই আনুগত্য করা হবে কোনরূপ অবাধ্যতা করা হবে না। তিনি বলেন, আমি এটাও চাই না। তারপর নিম্নস্বরে কথা বলতে শুরু করায় আমরা আর কিছু শুনতে পেলাম না। এভাবে তাঁরা একান্তে কথা বলতে থাকলেন, এমনকি দ্বিপ্রহর হয়ে যাওয়ায় আমরা প্রার্থনাকারী হাজীদেরকে মিনাভিমুখে যেতে দেখলাম। বর্ণনাকারীদ্বয় বলেন, এরপর হযরত হুসায়ন (রা) কা'বার তাওয়াফ করলেন এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সা-ঈ করে মাথার চুলের 'কসর' করলেন এবং তাঁর উমরাহ্র ইহরাম মুক্ত হলেন। এরপর তিনি কূফাভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন, আর আমরা লোকদের সাথে মিনার দিকে চলে গেলাম।

আবূ মুখান্নাফ বলেন, আমাকে আল-হারিছ বিন কা'ব আল-ওয়ালিবী বর্ণনা করেছেন উক্বা বিন সাম'আন থেকে, তিনি বলেন, হযরত হুসায়ন (রা) যখন (ইরাকের উদ্দেশ্যে) মক্কা থেকে বের হলেন তখন মক্কার নায়েব প্রশাসক আমর বিন সায়ীদের দূতগণ[১] তাঁর গতিরোধ করে দাঁড়াল। আর এদের নেতৃত্বে ছিল আমরের ভাই ইয়াহ্ইয়া বিন সায়ীদ। তারা তাঁকে বলল, আপনি কোথায় চলেছেন? ফিরে চলুন। কিন্তু তিনি তাদের কথায় কর্ণপাত না করে অগ্রসর হলেন। এসময় উভয় দল পরস্পর ধাক্কাধাক্কি এবং চাবুক ও লাঠি দ্বারা মারামারি শুরু করল, এরপর হযরত হুসায়ন (রা) ও তাঁর সঙ্গীরা তাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুললেন এবং তারা তাদের লক্ষ্যে অগ্রসর হলেন,তখন (ইয়াহ্ইয়া) তাকে আহবান করে বলল, হে হুসায়ন ! আপনি কি আল্লাহ্কে ভয় করেন না। আপনি কি উম্মতের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করতে চান? বর্ণনাকারী বলেন, তখন হযরত হুসায়ন (রা) এই আয়াত পাঠ করে আত্মপক্ষ সমর্থন করলেন ঃ

لِيْ عَمَلِيْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ اَنْتُمْ بَرِيْئُوْنَ مِمَّا أَعْمَلُ اَنَا بَرِيْءٌ مِمَّا تَعْمَلُوْنَ –

আমার কর্মের দায়িত্ব আমার আর তোমাদের কর্মের দায়িত্ব তোমাদের, আমি যা করি সে বিষয়ে তোমরা দায়ী নও এবং তোমরা যা কর সে বিষয়ে আমি দায়ী নই। (ইউনুস ঃ ৪১)

---

১. আল আখ্বারুত তিওয়ালে (২৪৪পৃঃ) রয়েছে সিপাহীদলের প্রধান যার আমির আমর বিন সায়ীদ ইবনুল 'আস।

বর্ণনাকারী বলেন, তারপর হযরত হুসায়ন (রা) 'তানঈম'[1] অতিক্রমকালে সেখানে ইয়ামানের প্রশাসক বুজায়র বিন যিয়াদ[2] আল হিময়ারী প্রেরিত এক কাফেলার সাক্ষাৎ পেলেন, যা সে ইয়ামান থেকে ইয়াযীদ বিন মু'আবিয়ার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিল। আর তাতে মূল্যবান ওয়ারস্[3] এবং বহু জোড়া কাপড় (চাদর ও লুঙ্গি) ছিল। হযরত হুসায়ন (রা) সেগুলো নিয়ে নেন এবং সেগুলো কূফা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার জন্য উট মালিকদের ভাড়া করেন এবং তাদের প্রাপ্য মজুরী তখনই তাদেরকে প্রদান করেন। এরপর আবূ মুখান্নাফ তার প্রথম সূত্রে বর্ণনা করেন যে, পথিমধ্যে[4] কবি ফারাযদাক হযরত হুসায়নের সাক্ষাৎ পায়। তখন সে তাঁকে সালাম করে বলল, আল্লাহ্ আপনাকে আপনার প্রার্থিত বিষয় দান করুন এবং কাঙ্ক্ষিত বিষয়ে কর্তৃত্বাধিকারী করুন। তখন হযরত হুসায়ন (রা) তাকে লোকজনের মনোভাব এবং তা দেখে আসা অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করলেন, মানুষের মন-প্রাণ আপনার সাথে আর তরবারিসমূহ বনী উমায়্যার সাথে। আর চূড়ান্ত ফয়সালা তো আসবে আসমান থেকে,আর আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তা-ই করেন। তখন তিনি বললেন, তুমি সত্য বলেছো। পূর্বাপর সকল বিষয়ের কর্তৃত্ব আল্লাহ্র, তিনি যা ইচ্ছা করেন। প্রতিদিন আমাদের প্রতিপালক গুরুত্বপূর্ণ ও নিত্য নতুন দায়িত্বে রত। যদি আমাদের কাঙ্ক্ষিত ভাগ্য বিধান অবতীর্ণ হয় তাহলে আমরা আল্লাহ্র দান ও অনুগ্রহের জন্য তাঁর শোকর আদায় করব। আর শোকর আদায়ের জন্য তিনিই সাহায্যের স্থল। আর যদি আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশার পথে ভাগ্যবান অন্তরায় হয়, তাহলে যার নিয়ত ও ইচ্ছা সৎ এবং যার গোপনীয় বিষয় তাক্ওয়া ও খোদাভীরুতা। সে সীমালঙ্ঘনকারী নয়। তারপর হযরত হুসায়ন (রা) তাঁর বাহনকে নাড়া দিয়ে বললেন. আসসালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্ ! এরপর পৃথক হয়ে গেলেন।

হিশাম ইবনুল কাল্বী বলেন, আওয়ানাতুবনুল হাকাম থেকে তিনি লীত্বা বিন গালিব বিন আল ফারাযদাক থেকে তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি বলেন, ষাট হিজরীতে আমি আমার মাকে নিয়ে হজ্জ করছিলাম। হজ্জের দিনসমূহ শুরু হওয়ার পর কোন একদিন আমি তার উটকে হাঁকিয়ে নিচ্ছিলাম। হঠাৎ হযরত হুসায়নের সাক্ষাৎ পেলাম। দেখলাম, তিনি তার ঢাল-তরবারিসহ মক্কা থেকে বের হচ্ছেন। তখন আমি তাঁকে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূলের সন্তান ! আমার মাতা পিতা আপনার জন্য কুরবান হোক ! এত দ্রুত আপনি হজ্জ থেকে ফিরছেন? তখন তিনি বললেন, দ্রুত না ফিরলে আমাকে বন্দী করা হবে। অতঃপর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার পরিচয়? আমি বললাম, আমি ইরাকের বাসিন্দা। তিনি আমাকে

---

১. মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী মক্কার নিকটবর্তী একটি স্থান।

২. আত্ তাবারী (৬/২১৮) ; আল-কামিল (৪/০)-এ রায়সান আল হিমূয়ারী রয়েছে।

৩. ইয়ামান অঞ্চলের হলুদ বর্ণ উদ্ভিদ বিশেষ, যা থেকে মুখমণ্ডলের প্রসাধন বিশেষ সংগৃহীত হয়। আল আখ্বারুত্ তিওয়ালে (২৪৫পৃঃ) রয়েছে : ওয়ারস্ ও মেহেদি।

৪. আল আখ্বারুত তিওয়ালে (২৪৫পৃঃ) এবং আত্ তবারীতে (৬/২১৮) এসেছে যে, 'সিফাহ ' নামক স্থানে তাঁর সাক্ষাৎ পায়। আর তা হল হুসায়ন এবং হারামের চিহ্নসমূহের মধ্যবর্তী স্থান যা মক্কাভিমুখী পথের বামে। আর সিফাহ নুমান হল মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী কয়েকটি পর্বত। ইবনুল আ'ছমে রয়েছে সে 'আশশাকূক' নামক স্থানে তাঁর সাক্ষাৎ পায়। আর তা হল 'ওয়াকিসার' পর কূফা থেকে মক্কার পথের একটি মনযিল বা বিশ্রাম স্থল মু'জামুল বুলদান আর ফরাযদাক - لقيت الحسين بارض الصفاح + عليه اليلاحق والدرق সিফাহ ভূখণ্ডে আমি হুসায়নের সাক্ষাৎ পেলাম তিনি তখন 'আবা' পরিহিত এবং চামড়ার ঢালধারী।

লোকজনের (মনোভাব) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি তাঁকে বললাম, অন্তরসমূহ আপনার সাথে আর তরবারিসমূহ বনী উমায়্যার সাথে, এরপর তিনি পূর্বের ন্যায় উল্লেখ করেছেন।

আল-ফারাযদাক বলেন, আমি হযরত হুসায়নকে কয়েকটি বিষয় এবং হজ্জের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম তিনি আমাকে সে সম্পর্কে অবহিত করলেন। তিনি বলেন, এসময় তিনি প্লুরিসিতে[১] আক্রান্ত হওয়ায় তাঁর জিহবায় জড়তা সৃষ্টি হয়েছিল। আর তাঁর সঙ্গী ইরাকীদের থেকে তাঁর এ রোগ সংক্রামিত হয়েছিল। তিনি বলেন, তারপর আমি অগ্রসর হয়ে হারামের সীমানার মধ্যে এক সুদৃশ্য ও বিশাল আকৃতির তাঁবু খাটানো দেখতে পেলাম, দেখতে পেলাম আবদুল্লাহ্ বিন আমর ইবনুল 'আসকে। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি তাঁকে জানালাম যে, আমি হুসায়নের সাথে সাক্ষাৎ করেছি। তখন তিনি বললেন, তাহলে তুমি তার অনুসরণ করলে না কেন? কেননা, হুসায়নের ক্ষেত্রে তরবারি অকেজো এবং তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের ব্যাপারে অবৈধ। তখন ফারাযদাক আক্ষেপ করল এবং তাঁর সাথে গিয়ে মিলতে চাইল এবং ইব্ন আমরের কথা তাঁর মনে গেঁথে গেল। অতঃপর আম্বিয়ায়ে কেরামের শাহাদতের কথা স্মরণ করলাম এবং তা আমাকে তার সাথে গিয়ে মিলিত হওয়া থেকে বিরত রাখল। এরপর যখন তাঁর কাছে সংবাদ পৌঁছল যে, তিনি নিহত হয়েছেন, তখন সে ইব্ন আমরকে লা'নত করল। ইব্ন আমর বলত আল্লাহ্র কসম! কোন বৃক্ষ কিংবা কোন বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হবে না যতক্ষণ না এই বিষয় চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হবে এবং প্রকাশ পাবে। 'তাঁর ব্যাপারে অস্ত্র অকেজো' তার একথা দ্বারা ঐ অস্ত্রকে বুঝিয়েছে, যার দ্বারা তাঁর হত্যা নির্ধারিত নেই। কেউ কেউ অন্য কথা বলেছেন, আর কেউ কেউ বলেছেন, যে ফারাযদাকের সাথে ঠাট্টা করেছে। ঐতিহাসিকগণ বলেন, এরপর আর কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে সরাসরি 'যাত্ ঈর্‌কে'[২] যাত্রা বিরতি করলেন।

আবূ মুখান্নাফ বলেন, আমাকে আল হারিছ বিন কা'ব আল ওয়ালিবী বর্ণনা করেছেন, আলী বিন হুসায়ন বিন আলী থেকে, তিনি বলেন, আমরা যখন মক্কা থেকে বের হয়ে আসলাম,তখন আবদুল্লাহ্ বিন জা'ফর হযরত হুসায়নের কাছে পত্র লিখে তাঁর দুই পুত্র আওন ও মুহাম্মাদকে দিয়ে পাঠালেন, পর কথা হল, আমি তোমাকে আল্লাহ্র দোহাই দিয়ে বলছি, আমার এই পত্র পাঠ না করে তুমি অগ্রসর হয়ো না। তুমি যে লক্ষ্যের অভিমুখী হয়েছো তাতে আমি আশংকা করছি, তাতে তুমি নিহত হবে এবং তোমার পরিবার-পরিজন সমূলে উৎপাটিত হবে। আর যদি এখন তুমি নিহত হও তাহলে ইসলামের[৩] নূর নির্বাপিত হবে, কেননা তুমি হিদায়েত লাভকারীদের নিশান এবং মু'মিনদের আশা। কাজেই তুমি ত্বরা করো না। কেননা, আমি আমার পত্রের পিছে পিছেই আসছি। ওয়াস্সালাম[৪]।

এরপর আবদুল্লাহ্ বিন জা'ফর মক্কার প্রশাসক আমর বিন সায়ীদের কাছে গিয়ে তাকে বললেন, জীবনের নিরাপত্তা এবং সদাচার ও সুসম্পর্ক রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তুমি হুসায়নের কাছে একটি পত্র লিখে পাঠাও এবং তাতে ফিরে আসার অনুরোধ জানাও, তাহলে সে তাতে

---

১. প্লুরিসি, ফুসফুসের আবরক ঝিল্লীর প্রদাহজনিত ব্যাধি; যার ফলে মানুষ অনেক সময় প্রলাপ বকে।

২. ইরাকবাসীদের ইহরাম বাঁধার স্থান। এটা হল নজদ ও তিহামা অঞ্চলের মিলনস্থল। আর কারো মতে, ঈরক মক্কার এক পাহাড় এবং তা থেকে যাত ঈরক।

৩. আত্ তাবারীতে ৬/২১৯ এবং ইবনুল আ'ছমে ৫/১১৫-তে রয়েছে– পৃথিবীর নূর।

৪. ইবনুল আ'ছমে রয়েছে : আমি ইয়াযীদ থেকে এবং বনী উমায়্যার সকলের থেকে তোমার নিজের জন্য এবং তোমার পরিবার-পরিজন সন্তান-সন্ততি এবং সম্পদের জন্য নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসছি। ওয়াস্সালাম।

আশ্বস্ত হয়ে ফিরে আসবে। তখন আমর তাঁকে বলল, আমার পক্ষ থেকে আপনি যা ভাল মনে করেন লিখে আনুন আমি তাতে আমার সিলমোহর লাগিয়ে দেব। তখন ইব্ন জা'ফর আমর বিন সায়ীদের পক্ষ থেকে তার ইচ্ছানুযায়ী পত্র লিখলেন। এরপর তা আমরের কাছে নিয়ে আসলেন, তখন সে তাতে তার সিল মোহর লাগিয়ে দিল। আবদুল্লাহ্ বিন জা'ফর আমর বিন সায়ীদকে বললেন, আমার সাথে তোমার 'নিরাপত্তার যামিন' পাঠাও, তখন সে তার সাথে তার ভাই ইয়াহ্ইয়াকে পাঠাল। এরপর তারা দু'জন রওনা হয়ে গেলেন এবং হুসায়নের সাথে মিলিত হলেন, এরপর তাঁরা তাঁকে সেই পত্র পাঠ করে শোনালেন, কিন্তু হুসায়ন (রা) ফিরতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন, স্বপ্নযোগে আমি আল্লাহ্র রাসূলকে দেখেছি, তিনি আমাকে একটি বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন, আর তারই উদ্দেশ্যে আমি অগ্রসর হচ্ছি। তখন তারা দু'জন প্রশ্ন করলেন, কী সেই স্বপ্ন? হুসায়ন (রা) বললেন, আমার রবের সাথে সাক্ষাতের পূর্বে আমি কাউকে তা বলব না।

আবূ মুখান্নাফ বলেন, আমাকে মুহাম্মাদ বিন কায়স বর্ণনা করেছেন যে, হযরত হুসায়ন (রা) যখন অগ্রসর হয়ে 'যাত্ন যীর্ রিম্মাহ'র' 'হাজির'এ উপনীত হলেন, তখন তিনি কায়স বিন মুসহির আস্ সয়দাবীকে তাঁর দূতরূপে কূফাবাসীর কাছে পাঠালেন। তিনি তার সাথে তাদের কাছে লিখে পাঠালেন- পরম করুণাময় আল্লাহ্র নামে, হুসায়ন বিন আলীর পক্ষ থেকে তাঁর মু'মিন ও মুসলমান ভাইদের প্রতি ঐ আল্লাহ্র প্রশংসা করছি, যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। পরকথা হল, মুসলিম বিন আকীলের পত্র আমার কাছে পৌঁছেছে, সে আমাদেরকে সাহায্য করার এবং আমাদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে তোমাদের উত্তম সিদ্ধান্ত এবং ঐক্যের কথা জানিয়েছে। আল্লাহ্র কাছে আমাদের প্রার্থনা তিনি আমাদের কর্মকে সুন্দর করেন এবং আমাদের তার জন্য সর্ববৃহৎ বিনিময় দান করেন। যিলহজ্জের আট তারিখ মঙ্গলবার তালবিয়ার দিন আমি মক্কা থেকে তোমাদের উদ্দেশ্যে বের হয়েছি। আমার দূত যখন তোমাদের কাছে পৌঁছবে তখন তোমাদের বিষয় গোপন[২] রেখো এবং তোমাদের লক্ষ্যে সচেষ্ট থেকো, ইনশাআল্লাহ্, আমি এই কয়েকদিনের মাঝে তোমাদের মাঝে এসে যাব। ওয়াসসালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্।

বর্ণনাকারী বলেন, হযরত হুসায়ন (রা) নিহত হওয়ার সাতাশ দিন পূর্বে তার কাছে মুসলিম বিন আকীলের যে পত্র পৌঁছেছিল। আর তার ভাষ্য ছিল, নিম্নরূপ– পরকথা হল, পথপ্রদর্শক তার স্বজনকে মিথ্যা বলে না। কূফাবাসী সকলেই আপনার সমর্থক। আমার পত্র পাঠ মাত্র আপনি রওনা করুন। আর আমার সালাম নিবেন।

বর্ণনাকারী বলেন, কায়স বিন মুসহির আস্ সয়দাবী হযরত হুসায়নের পত্র নিয়ে কূফায় রওনা হলেন, তিনি যখন কাদিসিয়্যাতে পৌঁছলেন। তখন আল হুসায়ন বিন নুমায়র তাকে বন্দী করে উবাদুল্লাহ্ বিন যিয়াদের কাছে পাঠিয়ে দিল। তখন ইব্ন যিয়াদ তাঁকে বলল, প্রাসাদের চূড়ায় আরোহণ কর তারপর মিথ্যুকের পুত্র মিথ্যুক আলী বিন আবূ তালিব এবং পুত্র হুসায়নকে গালি দাও। তখন তিনি সেখানে আরোহণ করে হামদ ও ছানা পড়লেন, তারপর লোকদের

---

১. নজদ অঞ্চলের এক বিশাল নিম্নভূমি বেশ কয়েকটি উপত্যকা তাতে পানি সরবরাহ হয়।

২. আত্ তাবারী (৬/২২৫)-এ তখন তোমরা দৃঢ় প্রত্যয় হও। আল আখবারুত তিওয়ালের ২৪৫ পৃষ্ঠায় পত্রটির অন্য নুসখা দেখুন।

সম্বোধন করে বললেন, হে লোকসকল ! এই হুসায়ন বিন আলী হলেন, আল্লাহ্‌র অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাখলূক। তিনি হলেন রাসূলুল্লাহ্‌র কন্যা ফাতিমা তনয়, আর আমি তোমাদের কাছে তাঁর প্রেরিত দূত। বাত্‌ন যির রিম্মাহ-র হাজিয়ে আমি তাঁকে ছেড়ে এসেছি। কাজেই তোমরা তাঁর আহবানে সাড়া দাও এবং তাঁর কথা শোন এবং তাঁর আনুগত্য কর। এরপর তিনি উবায়দুল্লাহ্ বিন যিয়াদ ও তাঁর পিতাকে লা'নত করলেন, আর হযরত আলী ও হুসায়নের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

এরপর ইব্‌ন যিয়াদের নির্দেশে তাঁকে প্রাসাদের চূড়া থেকে ফেলে দেওয়া হল এবং তাঁর দেহ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। আর কারো মতে, তাঁর হাড়গোড় সব ভেঙ্গে প্রাণের শেষ অংশ রয়ে গিয়েছিল, তখন আবদুল মালিক বিন উমর আল বাজালী গিয়ে তাঁকে জবাই করল এবং বলল, আমি তাঁকে যন্ত্রণা থেকে নিস্কৃতি দিতে চেয়েছি। কারণ এই ব্যক্তি আবদুল মালিক বিন উমায়র নয়, তার মত দেখতে এক ব্যক্তি। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, হযরত হুসায়নের পত্র নিয়ে যিনি আগমন করেছিলেন, তিনি হলেন, তাঁর দুধ ভাই আবদুল্লাহ্ বিন আক্‌তার। এরপর তাঁকেই প্রাসাদ-চূড়া থেকে ফেলে দেয় হয়। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।

তারপর হযরত হুসায়ন (রা) কূফাভিমুখে অগ্রসর হলেন, অথচ তিনি এসময়ের মাঝে ঘটে যাওয়া কোন ঘটনাই জানেন না। আবূ মুখান্নাফ আবূ আলী আল আনসারী থেকে তিনি বাকর বিন মুস'আব আল মুযানী থেকে বলেন, হযরত হুসায়ন (রা) কোন পানির উৎস অতিক্রম করলেই তারা তাঁকে অনুশরণ করত। আবূ মুখান্নাফ আবূ জানাব থেকে তিনি 'আদী বিন হারমলা থেকে তিনি আবদুল্লাহ্ বিন সালীম আল আসাদী ও আল মানযির[১] বিন আল মুশমাঈল আল আসাদী থেকে তারা দু'জন বলেন, হজ্জ সমাপন করার পর আমাদের একমাত্র ভাবনার বিষয় ছিল হযরত হুসায়নের সাথে মিলিত হওয়া। এরপর আমরা যখন তাঁর নাগাল পেলাম তখন বনী আসাদের[২] এক ব্যক্তি তাঁকে অতিক্রম করল, সে সময় তিনি তাঁর সাথে কথা বলতে এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে উদ্যত হলেন, পরে আর তা করলেন না। তখন আমরা দু'জন লোকটির কাছে এসে তাকে লোকজনের মনোভাব ও খবরাখবর জিজ্ঞাসা করলাম। তখন সে বলল, আল্লাহ্‌র শপথ আমি কূফা থেকে বের হওয়ার পূর্বেই মুসলিম বিন আকীল এবং হানি বিন উরওয়া নিহত হয়েছেন, আমি তাঁদের দু'জনকে দেখে এসেছি যে, তাঁদের (লাশ) পা বেঁধে বাজারে হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তারা দু'জন বলেন, এরপর আমরা হযরত হুসায়নের কাছে গিয়ে তাঁকে বিষয়টি অবহিত করলাম তখন তিনি বারবার ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিঊন পড়তে লাগলেন। আমরা তাঁকে বললাম, এরপর আপনি নিজের ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় করুন। তখন তিনি বললেন, তাদের দু'জনের মৃত্যুর পর আর আমার বেঁচে যে কী লাভ। আমরা বললাম, এখন আপনার অগ্রসর না হওয়ার মাঝেই আল্লাহ্ কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। এ সময় কোন এক সঙ্গী তাঁকে বলল, আল্লাহ্‌র কসম ! আপনি মুসলিম বিন আকীলের মত নন। আপনি যদি কূফায় পৌঁছেন তাহলে লোকজন অতি দ্রুত আপনাকে ঘিরে সমবেত হবে।

---

১. আত্ তাবারীতে (৬/২২৪) المزرى বিদ্যমান-

২. আত্ তাবারীতে রয়েছে সে হল- বুকায়র বিন মুছ্‌ঈবাহ। আর ইবনুল আ'ছম 'যাত ঈরকে' বনী আসাদের এক ব্যক্তির সাথে তাঁর সাক্ষাতের কথা উল্লেখ করেছেন, যে অপ্রসিদ্ধ, সে হুসায়ন (রা)-কে ইরাক ও কূফাবাসীদের খবরা খবর দিয়েছিল কিন্তু মুসলিম ও হানির নিহত হওয়ার প্রসঙ্গ আনে নি (৫/১২০)। আর আল আখবারুত তিওয়ালে (২৪৭পৃঃ) রয়েছে যে, হযরত হুসায়ন বনী আসাদের এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন এবং সে যাওয়াদ থেকে রওয়ানা হওয়ার পর মুসলিম নিহত হয়েছেন বলে তাঁকে অবহিত করেছিল।

উপরোক্ত দু'জন ছাড়া অন্য বর্ণনাকারী বলেন, হযরত হুসায়নের অনুসারীরা যখন মুসলিম বিন আকীলের নিহত হওয়ার কথা শুনল, তখন বনূ আকীল বিন আবূ তালিবের লোকজন ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল, আল্লাহ্‌র কসম ! আমরা আমাদের প্রতিশোধ গ্রহণ করার কিংবা আমাদের ভাইয়ের পরিণতি বরণ করার পূর্বে আপনি ফিরবেন না। এরপর হযরত হুসায়ন (রা) অগ্রসর হলেন। তিনি যখন 'যারূদ'[১] নামক স্থানে পৌঁছলেন তখন তাঁর কাছে সংবাদ পৌঁছল যে, মক্কা থেকে রওয়ানা হয়ে হাজির পৌঁছার পর যে দূতকে তিনি তাঁর পত্র দিয়ে কূফাবাসীর নিকট প্রেরণ করেছিলেন তাকেও হত্যা করা হয়েছে। তখন তিনি বললেন, আমাদের শি'আরা আমাদের সাহায্য ত্যাগ করেছে। সুতরাং তোমাদের মাঝে যে এখন ফিরে যেতে চায় সে স্বাচ্ছন্দ্যে ফিরে যাক, আমাদের পক্ষ থেকে তার বিরুদ্ধে কোন নিন্দাভিযোগ নেই।

বর্ণনাকারী বলেন, তখন লোকেরা তাঁকে ছেড়ে ডানে বামে যে যার পথে বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে গেল, আর তাঁর সাথে শুধু তারাই রইলেন যারা মক্কা থেকে তাঁর অনুসরণ করছিল। আর হযরত তা করলেন। কেননা, তাঁর প্রবল ধারণা ছিল, যে সকল মরুবাসী আরব তার অনুসরণ করেছিল তারা মূলত একথা ভেবেই তাঁর অনুসরণ করেছিল যে, তিনি এমন এক শহরে চলেছেন, যেখানকার অধিবাসীরা তার পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছে। তাই তিনি চাইলেন না যে, তারা কী পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে যাচ্ছে তা না জেনেই তাঁর সাথে পথ চলুক। আর তাঁর জানা ছিল যে, তিনি যখন বিষয়টি তাদেরকে স্পষ্ট করে দিবেন তখন যারা মৃত্যুতেও তার সমব্যথী হতে চায় শুধু তাঁরাই তাঁর সঙ্গী হবে। বর্ণনাকারী বলেন, যখন ভোরের আভাস দেখা দিল রাতের শেষ প্রহর হল, তখন হযরত হুসায়ন (রা) তাঁর সঙ্গীদেরকে অধিক পরিমাণ পানি সংগ্রহ করে নিতে বললেন, অতঃপর সামনে অগ্রসর হয়ে তিনি বাতন আল আকাবা অতিক্রম করে বিরতি করলেন।"

মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, আমাদেরকে মূসা বিন ইসমাঈল বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে জা'ফর বিন সুলায়মান বর্ণনা করেছেন, ইয়াযীদ আর্‌রশ্‌ক থেকে, তিনি বলেন, আমাকে হযরত হুসায়নের সাথে কথোপকথনকারী এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন,তিনি বলেন, তৃণ পানি শুন্য বিস্তৃর্ণ এক ভূখণ্ডে কয়েকটি তাঁবূ খাটানো দেখতে পেয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম এগুলো কার? লোকেরা বলল, এগুলো হুসায়ন বিন আলীর। তখন আমি তাঁর উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলাম, তাঁর কাছে এসে দেখলাম তিনি কুরআন তিলাওয়াত করছেন, আর তাঁর গণ্ডদ্বয় ও দাঁড়িতে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে। বর্ণনাকারী বলেন,তখন আমি তাঁকে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূলের দৌহিত্র ! আমার পিতা মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক। কিসে আপনাকে তৃণ পানিহীন এই বিজন বিভূঁইয়ে নিয়ে এসেছে? তখন তিনি বলেন, এগুলো আমার কাছে প্রেরিত কূফাবাসীর পত্র। কিন্তু আমার ধারণা তারাই আমার ঘাতক হবে। যদি তারা তা করে তাহলে আর আল্লাহ্‌র এমন কোন পবিত্র বিষয় থাকল না, যার পবিত্রতা তারা লঙ্ঘন করে নি ।

এরপর আল্লাহ্ এমন কোন লোককে তাদের কর্তৃত্ব দান করবেন, যে তাদেরকে জঘন্যতম অপদস্থতায় বাধ্য করবে, আর আমাদেরকে আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ বর্ণনা করেছেন , আল হাসান ইব্‌ন দীনার থেকে তিনি মু'আবিয়া ইব্‌ন কুর্‌রা থেকে তিনি বলেন, (সে সময়) হযরত হুসায়ন (রা) বলেন, তোমরা আমার ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করবে যেমনভাবে বনী ইসরাঈল শনিবারের ব্যাপারে

---

১. রামল-এর পরে মক্কার পথে একটি স্থান।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। আর যদি তাও করতে না চাও তাহলে আমাকে তুর্কীদের কাছে নিয়ে চল, যাতে আমি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে মরতে পারি। তখন সে হুসায়নের এই প্রস্তাব জানিয়ে ইব্‌ন যিয়াদের কাছে দূত পাঠাল। এ সময় ইব্‌ন যিয়াদ তাকে ইয়াযীদের কাছে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে উদ্যত হয়েছিল কিন্তু শাম্মার বিন যিল জাওশান বলে উঠল, না ! আপনার রায় মেনে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আপনি তাকে কোন সুযোগ দিবেন না। তখন সে সেই সিদ্ধান্ত জানিয়ে হযরত হুসায়নের কাছে দূত পাঠাল। তখন হুসায়ন (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ ! আমি তা করব না। এদিকে উমর তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করতে বিলম্ব করায় ইব্‌ন যিয়াদ শাম্মার বিন যিল জাওশানকে এই নির্দেশ দিয়ে পাঠাল, উমর যদি যুদ্ধে অগ্রসর হয় তাহলে তুমিও তাদের সাথে শরীক হবে আর যদি সে গড়িমসি করে, তবে তাকে হত্যা করে তুমি তার স্থলবর্তী হবে। তোমাকে আমি এই যুদ্ধে সর্বাধিনায়ক নিয়োগ করলাম। এদিকে কূফার প্রায় তিরিশজন নেতৃস্থানীয় ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উমরের সমর্থক ছিলেন,তারা শাম্মারকে বলল, আল্লাহ্‌র রাসূলের দৌহিত্র তোমাদেরকে তিনটি বিকল্প প্রস্তাব দিচ্ছেন, অথচ তোমরা তার একটিও গ্রহণ করছ না? তখন তারা স্বপক্ষ ত্যাগ করে হযরত হুসায়নের সাথে যোগ দিয়ে তাঁর পক্ষে লড়াই করলেন।

আবূ যার'আ বলেন, আমাদেরকে সায়ীদ বিন সুলায়মান বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে আব্বাদুবনুল আওআম বর্ণনা করেছেন হাসীন থেকে, তিনি বলেন, হযরত হুসায়নের শাহাদতকাল থেকে আমি বয়ঃপ্রাপ্ত। তিনি বলেন, আমাকে সা'দ বিন উবায়দা বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন, চাদরের জুব্বা পরিহিত অবস্থায় আমি হযরত হুসায়নকে দেখতে পেলাম এসময় আমির বিন খালিদ আত্তহ্বী নামক জনৈক ব্যক্তি তাঁকে একটি তীর নিক্ষেপ করল, এরপর আমি তীরটি তাঁর জুব্বায় ঝুলন্ত দেখলাম। ইব্‌ন জারীর বলেন, আমাদেরকে মুহাম্মাদ বিন আম্মার আররাযী বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন, আমাকে সায়ীদ বিন সুলায়মান বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে আব্বাদুবনুল আওআম বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন, আমাদেরকে হাসীন বর্ণনা করেছেন, হযরত হুসায়নের কাছে কূফাবাসী এই মর্মে দূত প্রেরণ করেছিল যে, আপনার সাথে এক লক্ষ যোদ্ধা থাকবে। এরপর তিনি মুসলিম বিন আকীলকে পাঠান। এরপর তিনি পূর্বের ন্যায় মুসলিম বিন আকীলের হত্যাকাণ্ডের ঘটনা উল্লেখ করেন। হাসীন বলেন, আর হিলাল বিন ইয়াসাফ আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, ইব্‌ন যিয়াদ তার লোকদের নির্দেশ দিল, ওয়াকিসাহ থেকে একদিকে শামের পথ অন্যদিকে বসরার পথ পর্যন্ত পাহারা দিয়ে সংরক্ষিত করে রাখতে। এই এলাকার মাঝে তারা কাউকে প্রবেশ করতে দিবে না এবং এখান থেকে কাউকে বেরও হতে দেবে না। এদিকে হযরত হুসায়ন (রা) এসবের কিছু অনুভব করার পূর্বেই মরুবাসীদের বসতিতে উপনীত[১] হলেন। তখন তিনি তাদেরকে ইব্‌ন যিয়াদের লোকদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলল, আল্লাহ্‌র কসম ! আমরা কিছু জানি না, তবে এতটুকু বলতে পারি আপনি বাইরে থেকে ভেতরে প্রবেশ করতে পারবেন না, আর ভেতর থেকে বের হতে পারবেন না।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি ইয়াযীদ বিন মু'আবিয়ার উদ্দেশ্যে পথ চলতে লাগলেন। এরপর ইব্‌ন যিয়াদের প্রেরিত অশ্বারোহী বাহিনী কারবালায় তার গতিরোধ করল। তিনি তখন

১.আত্ তাবারীতে ৬/২২২ রয়েছে সাক্ষাৎ পেলেন।

বাধ্য হয়ে যাত্রা বিরতি করলেন এবং তাদেরকে তাঁর পথ ছেড়ে দেয়ার জন্য আল্লাহ্ ও ইসলামের দোহাই দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, ইব্‌ন যিয়াদ তাঁর বিরুদ্ধে আমর বিন সা'দ, শাম্মার বিন যিল জাওশান এবং হাসীন বিন নুমায়রকে পাঠিয়েছিল। তাই তিনি তাদেরকে আল্লাহ্ ও ইসলামের দোহাই দিয়ে তাঁকে আমীরুল মু'মিনীনের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর হাতে হাত রাখার সুযোগ দিতে বললেন, কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করে বলল, না আপনাকে ইব্‌ন যিয়াদের রায়ের উপরই আত্মসমর্পণ করতে হবে। সে সময় তাদের সাথে অন্যান্যের মাঝে আশহুর বিন ইয়াযীদ আল হানযলীও ছিল, যে বেশ কয়েকজন অশ্বারোহীর নেতৃত্বে ছিল। সে যখন হযরত হুসায়নের বক্তব্য শুনল, তখন তাদের বলল, তোমাদের কি আল্লাহ্‌র ভয় নেই। আল্লাহ্‌র শপথ ! তুর্কী কিংবা দায়লামীরাও যদি তোমাদেরকে এই প্রস্তাব দিত তাহলে তোমাদের জন্য তা প্রত্যাখ্যান করা বৈধ হত না। কিন্তু ইব্‌ন যিয়াদের সিদ্ধান্ত মেনে আত্মসমর্পণ ছাড়া সবকিছু প্রত্যাখ্যান করল। তখন হুর বিন ইয়াযীদ তাঁর ঘোড়ার মুখে আঘাত করে হযরত হুসায়নের দিকে অগ্রসর হল। তখন সকলে ধারণা করল সে তাঁদের বিরুদ্ধে লড়তে এসেছে। কিন্তু সে যখন তাঁদের নিকটবর্তী হল তখন তাঁর ঢাল উল্টে তাঁদেরকে সালাম করল এরপর ইব্‌ন যিয়াদের প্রেরিত বাহিনীর উপর আক্রমণ চালিয়ে দু'জনকে হত্যা করল, এরপর নিজে শহীদ হল। আল্লাহ্ তাঁকে রহম করুন।

এ ছাড়া তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, যে যুহায়র ইবনুল কায়স আল বাজালী হজ্জ করতে গিয়ে হযরত হুসায়নের সাক্ষাৎ পান তারপর তাঁর সাথে[১] আগমন করেন। আর ইব্‌ন আবূ মাখ্‌রামাহ[২] আল মুরাদী এবং আমর বিন হাজ্জাজ ও মাআন আস-সুলামী নামক দুই ব্যক্তি সাথে এসে মিলিত হন। আর হযরত হুসায়ন (রা) ইব্‌ন যিয়াদের প্রেরিত লোকদের সাথে কথা বলতে লাগলেন, এসময় তার পরণে ছিল চাদরের জুব্বা। কথা শেষে তিনি যখন ফিরে যাচ্ছিলেন তখন আমর তহবী নামে বনূ তামীমের এক ব্যক্তি তাঁকে তাঁর উভয় কাঁধের মাঝে তীর নিক্ষেপ করল। আমি যেন দুই কাঁধের মাঝে তাঁর জুব্বার সাথে তীরটি ঝুলন্ত দেখছি। পরিশেষে তাঁরা যখন তাঁর অনুসারীদের সারিতে ফিরে গেলেন, আমার চোখে ভাসছে, তাঁদের সংখ্যা প্রায় একশ'র মত। এঁদের মাঝে পাঁচজন আলাভী (হযরত আলীর বংশধর), বনী হাশিমের ষোলজন, তাঁদের মিত্র বনূ সুলায়মের একজন বনূ কিনানার একজন এবং ইব্‌ন যিয়াদের এক পিতৃব্য পুত্র।

হাসীন বলেন, আমাকে সা'দ বিন উবায়দা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, শীতলতা লাভের উদ্দেশ্যে উমর বিন সা'দের সাথে আমরা পানিতে অবস্থান করছিলাম। এমন সময় তার কাছে এক ব্যক্তি এসে তাকে কানে কানে বলল, ইব্‌ন যিয়াদ আপনার কাছে জুওয়ায়রিয়াহ বিন বদর আত্-তামিমীকে এই নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছে যে, আপনি তাঁদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু না করলে সে আপনার গর্দান উড়িয়ে দিবে। বর্ণনাকারী বলেন, একথা শুনে তিনি তৎক্ষণাৎ লাফ দিয়ে তাঁর ঘোড়ায় আরোহণ করলেন এবং তার তরবারি বর্ম ইত্যাদি আনতে নির্দেশ দিলেন, এরপর

---

১. আল আখবারুত্ তিওয়ালে (২৪৬পৃ) রয়েছে যে, তিনি 'যারূদে' হযরত হুসায়নের সাক্ষাৎ পান। তিনি হজ্জ সমাপন করে মক্কা থেকে কূফায় আসছিলেন। এসময় তিনি স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তার স্বজনদের কাছে পাঠিয়ে দেন এবং হযরত হুসায়নের সাথে মৃত্যু বরণের প্রত্যয় নিয়ে তাঁর অনুসরণ করেন।

২. আত তবারীতে (৬/২২২) ইবন আবূ বাহরিয়্যাহ রয়েছে।

ঘোড়ায় আরোহণ করা অবস্থায় তা পরিধান করলেন এবং তার লোকজন নিয়ে তাদের দিকে অগ্রসর হলেন এবং তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করলেন, এরপর যখন ইব্‌ন যিয়াদের কাছে হযরত হুসায়নের কর্তিত মাথা নিয়ে আসা হল, তখন সে তার হাতের দণ্ড দিয়ে তাঁর নাকের দিকে ইঙ্গিত করে বলতে লাগল, আবূ আবদুল্লাহ্ চুল-দাড়ি সাদা হতে শুরু করেছিল।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তাঁর স্ত্রী পুত্র কন্যা ও স্বজনদের নিয়ে আসা হল, আর ইব্‌ন যিয়াদ সর্বোত্তম যে কাজটি করেছিল, তা হল সে তাঁদের জন্য নিরিবিলি ও পৃথকস্থানে একটি বাড়ির ব্যবস্থা করেছিল এবং তাদের খাদ্য পানীয়ের সুব্যবস্থা করেছিল আর তাঁদের জন্য খরচ ও পোশাক পরিচ্ছদ সরবরাহের নির্দেশ দিয়েছিল। বর্ণনাকারী বলেন, এসময় আবদুল্লাহ্ বিন জা'ফরের কিংবা ইব্‌ন আবূ জা'ফরের দু'জন বালক পুত্র গিয়ে বনূ তঈর এক ব্যক্তির আশ্রয়ে নিরাপত্তা প্রার্থনা করে। তখন সে তাদেরকে হত্যা করে ইব্‌ন যিয়াদের সামনে তাদের মাথা উপস্থিত করে। বর্ণনাকারী বলেন, তার এই ধৃষ্টতার শাস্তি প্রদানের জন্য ইব্‌ন যিয়াদ তার গর্দান উড়িয়ে দিতে উদ্যত হল এবং তার নির্দেশে তার বাড়ি ধসিয়ে দেয়া হল। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত মু'আবিয়া বিন আবূ সুফিয়ানের এক মাওলা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হযরত হুসায়নের মাথা যখন ইয়াযীদের সামনে রাখা, হল তখন আমি তাকে কাঁদতে দেখেছি এবং বলতে শুনেছি, যদি ইব্‌ন যিয়াদের সাথে তাঁর আত্মীয়তায় (রক্ত সম্পর্ক) থাকত তাহলে সে এ কাজ করত না। হাসীন বলেন, হুসায়ন (রা) শহীদ হওয়ার দুই কিংবা তিন মাস পর্যন্ত সূর্যোদয়কালে বেশ কিছুক্ষণ এমন দেখাত যেন দেয়ালসমূহে রক্ত মেখে আছে।

আবূ মুখান্নাফ বলেন, আমাকে লাওযান বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাকে ইকরিমা বর্ণনা করেছেন যে, তার এক চাচা হযরত হুসায়নকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনি কোথায় চলেছেন? তখন তিনি তাকে হাদীস বর্ণনা করলেন। তখন তিনি তাকে (হুসায়ন (রা) বললেন, আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র দোহাই দিচ্ছি আপনি ফিরে চলুন। আল্লাহ্‌র শপথ ! আপনার সামনে লোকদের এমন কেউ নেই, যে আপনাকে রক্ষা করবে কিংবা আপনার সাথে লড়াই করবে। আল্লাহ্‌র শপথ ! আপনি উদ্যত বর্শা ও তরবারির দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। কেননা, এই এরা যারা আপনার কাছে দূত পাঠিয়েছে তারা যদি নিজেরাই লড়াইয়ের দায়িত্ব পালন করে আপনাকে তা থেকে অব্যাহতি দিত এবং সকল বিষয় আপনার জন্য প্রস্তুত করে রাখত তা হত তাদের আন্তরিকতা ও দূরদর্শিতার পরিচায়ক। আর বর্তমান পরিস্থিতিতে আপনার অগ্রসর হওয়া আমি মেনে নিতে পারি না। তখন হযরত হুসায়ন (রা) তাঁকে বললেন, তুমি যা বলেছো এবং ভেবেছো তা আমার অজ্ঞাত নয়। কিন্তু আল্লাহ্‌র ফয়সালা অবধারিত। অতঃপর তিনি কূফার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন। খালিদ ইবনুল 'আস বলেন',

رب مستنصح يغش ويردى + وظنين بالغيب يلقى نصيحا –

কোন কোন উপদেশ দানকারী ধোঁকা দেয় এবং ধ্বংসের পথে নিয়ে যায় + আবার অদৃশ্যের ধারণাকারী হিতাকাঙ্ক্ষীর সন্ধান পায়।

এবছর আমর বিন সাঈদুবনুল 'আস লোকদের নিয়ে হজ্জ করেন। আর তিনি ইয়াযীদের পক্ষ থেকে মক্কা ও মদীনার গভর্নর ছিলেন। এবছরের রমযান মাসে ইয়াযীদ আল ওয়ালীদ বিন উত্‌বাকে মদীনার গভর্নর নিয়োগ করেন। মহান ও পবিত্র আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।

---

১. আত তবারীতে (৬/২১৬) আল হারিছ বিন খালিদ বিন আশ'আস বিন হিশাম রয়েছে।

Contents

৬১ হিজরীর সূচনা

এ বছরের সূচনা হল যখন হযরত হুসায়ন বিন আলী (রা) মক্কা ও ইরাকের মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে তার স্বজন-পরিজন ও অনুসারীদের নিয়ে কূফাভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিলেন। অতঃপর তিনি এই বছরের মুহাররম মাসের দশ তারিখে আশুরার দিন নিহত হন। ঐটাই প্রসিদ্ধ মত যার বিশুদ্ধতা প্রমাণ করেছেন ওয়াকিদী এবং অন্য ঐতিহাসিকগণ। কেউ কেউ অবশ্য দাবী করেছেন যে, তিনি এ বছরের সফর মাসে নিহত হয়েছেন। তবে প্রথম মতটিই বিশুদ্ধতর।

শিয়াদের মিথ্যাবর্জিত নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিকদের বর্ণনার উদ্ধৃতিতে তাঁর হত্যাকাণ্ডের স্বরূপ

আবূ মুখান্নাফ বর্ণনা করেছেন আবূ জানাব থেকে তিনি 'আদী বিন হারমালা থেকে তিনি আবদুল্লাহ্ বিন হারমালা থেকে তিনি আবদুল্লাহ্ বিন সালীম আল আসাদী এবং আল মুযারী বিন মুশমাঈল আল আসাদী থেকে তারা দু'জন বলেন, হযরত হুসায়ন (রা) যখন পথিমধ্যে 'বারাফ'[১] নামক স্থানে যাত্রা বিরতি করলেন, তখন রাতের শেষ প্রহরে তাঁর সঙ্গীদের বলেন, তোমরা যত বেশি পার পানি সংগ্রহ করে নাও। এরপর তাঁরা পূর্বাহ্নকাল পর্যন্ত পথ চললেন, তখন হযরত হুসায়ন (রা) এক ব্যক্তিকে তাকবীর বলতে শুনে জিজ্ঞাসা করলেন, কী কারণে তুমি তাকবীর বললে? তখন সে বলল, আমি খেজুর গাছ দেখতে পেয়েছি। তখন আসাদী ব্যক্তিদ্বয় তাঁকে বলল, এই স্থানে পূর্বে কেউ খেজুর গাছ দেখে নি। তখন হযরত হুসায়ন (রা) বললেন, তাহলে তোমরা কী মনে কর? সে কী দেখেছে? তখন তারা দু'জন বলল, আসলে অশ্বরোহী দল এসে পড়েছে। তখন হুসায়ন (রা) বললেন, আমাদের কি এমন কোন আশ্রয়স্থল নেই যাকে আমরা পশ্চাতে রেখে সকলে একমুখী হয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে পারি। তারা দু'জন বলল, অবশ্যই রয়েছে, 'যূ হাসান'[২]। তখন তিনি বাম দিকের পথ ধরে সেদিকে অগ্রসর হলেন, এরপর যাত্রাবিরতি করে সেখানে তাঁবূসমূহ খাটাতে বললেন। এরপর হুর বিন ইয়াযীদ আত্ তামীমীর নেতৃত্বে এক হাজার অশ্বারোহীর যোদ্ধা দল এসে হাযির হল আর এরা ছিল ইব্ন যিয়াদের প্রেরিত বাহিনীর অগ্রবর্তী দল। আর মোটামুটি দ্বিপ্রহরকালে তাঁর মুখোমুখি অবস্থান গ্রহণ করল। আর এ সময় হযরত হুসায়ন (রা) এবং তাঁর সঙ্গীরা পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় তরবারি ধারণ করেছিলেন। এ সময় হযরত হুসায়ন (রা) তাঁর সঙ্গীদের পানি পান করতে এবং তাঁদের ঘোড়াগুলো এবং শত্রুদের ঘোড়াগুলোকে পান করাতে নির্দেশ দিলেন।

পূর্বোক্ত বর্ণনাকারী এবং অন্যরা বলেন, জোহরের ওয়াক্ত হলে হযরত হুসায়ন (রা) আল হাজ্জাজ বিন মাসরুক আল জু'ফীকে নির্দেশ প্রদান করলে তিনি আযান দিলেন, অতঃপর হযরত হুসায়ন (রা) লুঙ্গি চাদর ও পাদুকা পরিহিত অবস্থায় বের হয়ে আসলেন এবং শত্রু-মিত্র উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রখলেন এবং এই পর্যন্ত আসার ব্যাপারে তাঁর কৈফিয়ত অজুহাত তুলে ধরলেন এবং যে কূফাবাসী এই মর্মে তাঁর কাছে পত্র প্রেরণ করেছে যে, তাদের

---

১. আত তবারী ৬/২২৬ شراف (রা-এর পরে অতিরিক্ত আলিফসহ); এর অবস্থান হল ওয়াকিসাহ এবং আল কারআ-এর মধ্যবর্তী, বনূ ওয়াহবের বাসস্থল আল আহসা থেকে আট মাইল দূরে, আর শারাফ থেকে ওয়াকিসার দূরত্ব দু'মাইল (মু'জামুল বুলদান)

২. আল আখবারুত তিওয়ালে (২৪৮পৃঃ)-এ যূ জাশাম রয়েছে।

কোন ইমাম নেই। আপনি যদি আমাদের কাছে আগমন করেন তাহলে আমরা আপনার হাতে বায়'আত করব এবং আপনার নেতৃত্বে শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করব। এরপর নামাযের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হল। তখন হযরত হুসায়ন (রা) হুরকে বললেন, তুমি কি তোমার সঙ্গীদের সাথে আলাদা নামায পড়তে চাও? সে বলল না; আপনিই ইমামতি করুন আমরা আপনার পেছনে নামায পড়ব। তখন হুসায়ন (রা) তাদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন। এরপর তিনি তাঁর তাঁবুতে প্রবেশ করলেন এবং তাঁর সঙ্গীরা তাঁর সাথে মিলিত হল। আর হুর তাঁর বাহিনীর কাছে ফিরে গেল, যারা সবাই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিল।

অতঃপর যখন আসরের সময় হল তখনও হযরত হুসায়ন (রা) সকলকে নিয়ে নামায পড়লেন। অতঃপর নামায শেষে সকলের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিলেন এবং তাদের তাঁর আনুগত্যে ও সহযোগিতায় উদ্বুদ্ধ করলেন এবং তাদের শত্রু জালিম শাসকের আনুগত্য ও বায়'আত প্রত্যাহার করে নেয়ার আহবান জানালেন। তখন হুর তাঁকে বলল, আমরা জানি না এই সকল পত্র কী এবং কারা তা দিয়েছে। তখন হযরত হুসায়ন (রা) পত্রপূর্ণ দু'টি চামড়ার থলে উপস্থিত করলেন এবং সেগুলো তার সামনে ছড়িয়ে দিলেন এবং তার বেশ কয়েকটি পাঠ করলেন। তখন হুর বলল, আপনার কাছে যারা পত্র লিখেছে তাদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আর আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আপনার সাক্ষাৎ পাওয়ার পর থেকে উবায়দুল্লাহ্ বিন যিয়াদের কাছে আপনাকে নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমরা যেন আপনার পিছু না ছাড়ি। তখন হযরত হুসায়ন (রা) বললেন, এর চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়।

অতঃপর তিনি তাঁর সঙ্গীদের যার যার বাহনে আরোহণের নির্দেশ দিলেন। তখন তারা এবং কাফেলার মেয়েরা যার যার বাহনে আরোহণ করল। অতঃপর যখন তারা অগ্রসর হতে চাইলেন তখন হুর-এর বাহিনী তাদের পথ রোধ করে দাঁড়াল। তখন হযরত হুসায়ন (রা) হুরকে বললেন, তোমাকে হারিয়ে তোমার মা সন্তান হারা হোক ! কী চাও তুমি? তখন হুর তাঁকে বলল, আল্লাহ্র শপথ ! আপনার অবস্থায় থেকে অন্য কোন আরব যদি আমাকে একথা বলত তাহলে অবশ্যই আমি তা থেকে বদলা নিতাম এবং মাকেও অভিশাপ না দিয়ে ছাড়তাম না। কিন্তু আপনার মাকে আমাদের সাধ্যের সর্বোচ্চ সম্মানের সাথে উল্লেখ করা ছাড়া কোন উপায় নেই। আর এ সময় লোকেরা পরস্পর কথা বলাবলি করতে করতে পিছু হটল। তখন হুর তাঁকে বলল, আমাকে আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করার নির্দেশ দেয়া হয় নি। আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কূফায় ইব্ন যিয়াদের কাছে নিয়ে যাওয়ার পূর্বে আপনার পিছু না ছাড়তে। আপনি তার কাছে যেতে না চান তাহলে কূফা ও মদীনার পথ ছাড়া তৃতীয় কোন পথ অবলম্বন করুন এবং আপনি যদি চান তাহলে আপনি ইয়াযীদের কাছে লিখুন আর আমি ইব্ন ইয়াযীদের কাছে লিখি। তাহলে হয়ত আল্লাহ্ এমন ব্যবস্থা করবেন, যাতে আমি আপনার বিষয়ে কোন কিছু দ্বারা পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া থেকে বেঁচে যাব। বর্ণনাকারী বলেন, হুর্-এর এ পরামর্শের পর হযরত হুসায়ন (রা) আল উযায়ব ও আল কাদিসিয়্যার[১] পথ ছেড়ে বাম দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন, আর বাহিনী নিয়ে হুর বিন ইয়াযীদ তাঁর সাথে চলছিল এবং তাঁকে বলছিল ! হে হুসায়ন ! আমি

---

১. আল উযায়ব কূফা থেকে এক মনযিল দূরত্বে অবস্থিত। বনূ তামীমের পানির উৎসস্থল। আর এ নামের কারণ এটা আরব ভূখণ্ডের এক প্রান্তে। এর ও কাদিসিয়্যার মাঝেই চার মাইল দূরত্ব। আর আল কাদিসিয়্যা হল মরুপ্রান্তরের দিক থেকে কূফার নিকটবর্তী জনবসতি।

আপনাকে আপনার নিজের ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করছি ! আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যদি আপনি আক্রমণ করেন তাহলে অবশ্যই নিহত হবেন, আর যদি আক্রান্ত হন তাহলেও ধ্বংস হবেন। এটাই আমার ধারণা। তখন হযরত হুসায়ন (রা) তাকে বললেন, তুমি কী আমাকে মৃত্যুর ভয় দেখাচ্ছ ? আমি তেমনি বলব যেমনটি আওসের এক ব্যক্তি তার পিতৃব্য পুত্রকে বলেছিল, যখন সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহায্যের উদ্দেশ্যে গমনের পথে তার সাক্ষাৎ পেয়ে তাকে বলতে শুনেছিল, "কোথায় যাচ্ছ ? সেখানে গিয়ে তুমি নিহত হবে"-তখন বলেছিল-

سامضى وما بالموت عار على الفتى + إزا ما نوى حقا وجاهد مسلما —

মৃত্যুপানে আমি অগ্রসর হব আর বীরের জন্য মৃত্যুতে কোন কলঙ্ক নেই + যদি সে সত্যের অনুসারী নির্ভীক মুসলমান হয়।

واسى الرجال الصالحين بنفسه —

وفارق خوفاً أن يعيش ويرغموما[1] —

এবং নিজের প্রাণ উৎসর্গ করে নেক লোকদের সহযোগিতা করে, আর অপদস্থতার পঙ্কে জীবন-যাপনের আশঙ্কায় ভয়-ভীতি ত্যাগ করে।

কবিতা পক্তি দু'টি ঈষৎ পরিবর্তিত রূপেও বর্ণিত হয়েছে-

سامضى وما بالموت عار على امرىء + اذا ما نوى حقا وجاهد —

মৃত্যুপানে আমি অগ্রসর হব, আর পুরুষের জন্য মৃত্যুতে কোন কলঙ্ক নেই + যদি সে সত্যের অনুসারী ও নিরাপরাধ হয়।

فأن مت انه وان عشت لم ألم + كن بك قوما أن تذل وترغما —

মৃত্যুবরণ করলে অনুতপ্ত হব, আর বেঁচে থাকলে যন্ত্রণাবিদ্ধ হব না, আর হীন ও অপমানিত হওয়ায় মৃত্যুরূপে যথেষ্ট। অতঃপর হুর যখন তাঁর মুখে এই প্রত্যয় শুনতে পেল, তখন সে তাঁর থেকে দূরে সরে গেল এবং তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে তাঁর থেকে দূরত্ব রেখে চলতে লাগল। অবশেষে তাঁরা 'উযায়বুল হিজানাত[2] 'নামক স্থানে উপনীত হয়ে দেখতে পেলেন চার ব্যক্তি কূফা থেকে আগমন করেছে যারা তাদের বাহনে আরোহণ করে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে এবং আল কামিল নামে নাফি বিন হিলালের একটি ঘোড়াকে পৃথক করে আনছে। তারা কূফা থেকে আগমন করেছিল হযরত হুসায়নের উদ্দেশ্যে, আর তাদের পথপ্রদর্শক ছিল আত তিরিম্মাহ বিন 'আদী নামক অশ্বারোহী[3] এক ব্যক্তি। সে আবৃত্তি করছিল—

ياناقتى لا تزعرى من زجرى + وشمرى قبل طلوع الفجر —

---

১. আত্ তাবারী ২৬/২২৯-এ রয়েছে وفارق مثبورا يغش ويرغما আল কামিলে এবং ৪/২২৯-এ রয়েছে ছাড় وخالف مثبورا وفارق مجرما ফুতূহ ইব্‌ন আ'ছমে রয়েছে ছাড় আর ঈষৎ পরিবর্তিত এ বর্ণনাগুলির অর্থ ও আল বিদায়া প্রদত্ত পংক্তি অর্থের কাছাকাছি।

২.কূফা থেকে হাজীদের অণ্যতম মনযিল। কারোমতে পল্লীঅঞ্চলের সীমানা। (মু'জামুল বুলদান)

৩. ইব্‌নুল মাছমের বর্ণনায় রয়েছে- যে হযরত হুসায়ন অপ্রচলিত কোন পথের কথা জানতে চাইলেন। তখন আততিরিম্মাহ বলল, আমি। তখন হুসায়ন (রা) বললেন, তাহলে আমাদের সামনে সামনে চল।

হে আমার উটনী ! আমার তাড়া খেয়ে আতঙ্কিত হয়ো না + আর ভোর হওয়ার পূর্বেই ছুটে চল।

الماجد الحر الرحب الصدر + أتقى بالله الخير امر ـ

সর্বোত্তম আরোহীও মুসাফির নিয়ে যাতে তুমি অলঙ্কৃত হতে পার সদ্বংশীয় মর্যাদাবান সম্ভ্রান্ত, বিশাল হৃদয়ের অধিকারী আরোহী দ্বারা + যাকে আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন সর্বোত্তম বিষয়ের জন্য।

ثمت أبقاه بقاء الدهر ـ

আর সেখানে তাকে কালের ন্যায় স্থায়ী করেছেন।

এসময় হুর হযরত হুসায়নের মাঝে বাধা সৃষ্টি করতে চাইল। কিন্তু হুসায়ন (রা) তাকে তা থেকে নিবৃত্ত করলেন, এরপর যখন তারা তার কাছে গিয়ে পৌঁছল তখন তিনি তাদেরকে বললেন, তোমাদের পশ্চাতের লোকজন (অর্থাৎ তাদের মনোভাব ও অবস্থা) সম্পর্কে আমাকে অবহিত কর। তখন সেই চারণের অন্যতম মুজাম্মা বিন আবদুল্লাহ্ আল আমিরী তাঁকে বলল, নেতৃস্থানীয় ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা আপনার বিরোধিতায় একজোট। কেননা বিরাট বিরাট অংকের উৎকোচ তাদের থলেসমূহ পূর্ণ করে দেয়া হয়েছে এবং তা দ্বারা তাদের বন্ধুত্ব হৃদ্যতা ও সমর্থন ক্রয় করে নেয়া হয়েছে আর সকল হিতাকাঙ্খা কুক্ষিগত করে নেয়া হয়েছে। তাই তারা স্বাভাবিক ভাবেই আপনার শত্রুতায় একজোট। আর অন্য সকল মানুষ তাদের অন্তরসমূহ আপনার প্রতি আকৃষ্ট। কিন্তু আগামীকাল দেখা যাবে তাদের তরবারিসমূহ আপনার বিরুদ্ধে উদ্যত। এরপর তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি আমার দূত সম্পর্কে কিছু জান ? তারা বলল, কে আপনার দূত ? তিনি বললেন, কায়স বিন মুসহির আসসয়দাবী, তারা বললেন, হ্যাঁ- আল হাসীন বিন নুমায়র তাঁকে বন্দী করে ইব্ন যিয়াদের কাছে পাঠায়। এরপর ইব্ন যিয়াদ তাঁকে নির্দেশ দেয় আপনাকে ও আপনার পিতাকে লা'নত করতে, তখন তিনি আপনার ও আপনার পিতার জন্য দু'আ করেন এবং ইব্ন যিয়াদও তার পিতাকে লা'নত করেন, আর লোকদেরকে আপনার সাহায্যে আহবান করে তাদেরকে আপনার আগমনের কথা অবহিত করেন। এরপর ইব্ন যিয়াদের নির্দেশে তাঁকে প্রাসাদের চূড়া থেকে নীচে ফেলে দেয়া হলে তিনি নিহত হন। নিজের দূতের এই মর্মান্তিক পরিণতির কথা শুনে হযরত হুসায়নের চক্ষুদ্বয় অশ্রু সিক্ত হয়ে উঠল এবং আল্লাহর বাণী স্মরণ করলেন—

فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ ـ

তাঁদের কেউ কেউ শাহাদত বরণ করেছে আর কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। (আল আহযাব-২৩)

অতঃপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ্ ! জান্নাতে তাঁদের আপ্যায়ন নিবাস করুন আর আপনার কাছে সঞ্চিত বিনিময়ের আগ্রহে এবং আপনার অনুগ্রহের ঠাঁইয়ে তাঁদেরকে ও আমাদেরকে একত্র করুন। এরপর আত-তিরিম্মাহ বিন আদী হযরত হুসায়নকে বললেন, আপনি দেখুন আপনার সাথে কী আছে ? এই অতি অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া তো আমি আর কাউকে আপনার সাথে দেখছি না। আর আমি এই যে তাদের যোদ্ধাদল যারা আপনার সাথে চলছে তাদেরকেই আপনার সঙ্গীদের মোকাবিলায় যথেষ্ট মনে করি। তাহলে আপনার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার জন্য কূফার উপকণ্ঠে যে বিশাল অশ্ববাহিনী প্রস্তুতি গ্রহণ করছে, তাদের মোকাবিলা কীভাবে হবে ?

আল্লাহ্র দোহাই আপনি যদি তাদের দিকে এক বিঘত পরিমাণ অগ্রসর না হতে পারেন তাহলে তা-ই করুন। আর যদি আপনি এমন ভূখণ্ডে অবস্থান গ্রহণ করতে চান সেখানে আল্লাহ্ আপনাকে গাস্সানী ও হিময়ারী বাদশাহদের থেকে, নু'মান বিন মুনযির থেকে এবং কৃষ্ণাঙ্গ শ্বেতাঙ্গ[১] সকলের থেকে রক্ষা করবেন (তাহলে তাও করতে পারেন) আল্লাহ্র শপথ ! আমাদেরকে কখনো পরাজয়ের অপদস্থতা স্পর্শ করে নি। আমার সাথে চলুন আপনাকে আমি নিরাপদ বসতিতে পৌঁছে দিই। তারপর আপনি বনূ তাঈ-এর বা'জা এবং সালামা উপগোত্রের কাছে দূত (সাহায্যের জন্য) পাঠালেন। এরপর আমাদের সাথে যতদিন ইচ্ছা অবস্থান করবেন। আমি এমন দশ হাজার[২] তাঈর (সাহায্যের) দায়িত্ব গ্রহণ করছি যারা আপনার সামনে তাদের তরবারি নিয়ে সদা প্রস্তুত থাকবে। তাদের মাঝে একটি চক্ষু নড়াচড়া করা পর্যন্ত কেউ উত্তম বিনিময় দান করুন। আর তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে স্থির থাকলেন। তখন আত-তিরিম্মাহ তাঁকে বিদায় জানালেন এবং হযরত হুসায়ন (রা) অগ্রসর হলেন। এরপর যখন রাত্রি হল তখন তিনি তাঁর সঙ্গীদের যথেষ্ট পরিমাণ পানি সংগ্রহ করে নিতে বললেন। এরপর রাত্রিকালেও পথ চলা অব্যাহত রাখলেন। এসময় তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হলেন এমনকি তাঁর মাথা ঝাঁকি খেল এবং তিনি জাগতে জাগতে বলেন, ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজিউন। সকল প্রশংসা রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্র। অতঃপর তিনি বললেন, আমি দেখলাম এক অশ্বারোহী বলছে, তারা পথ চলছে আর মৃত্যু সংবাদ আমাদেরকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। এরপর যখন সুবহে সাদিক হল তখন তিনি তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে নামায পড়লেন। অতঃপর দ্রুত বাহনে আরোহণ করে বাম দিকে পথ চলে অবশেষে নায়নাওয়াতে[৩] গিয়ে তখন পৌঁছলেন দেখা গেল এক আরোহী[৪] ধনুক কাঁধে ফেলে কূফা থেকে আগমন করল।

এরপর সে হুর বিন ইয়াযীদের একটি পত্র দিল। সে পত্রের মর্ম হল, সে যেন হুসায়নকে ইরাকের দিকে ফিরিয়ে আনার পথে কোন বসতি বা দুর্গ অতিক্রম না করে যতক্ষণ না তাঁর কাছে প্রেরিত দূত ও সৈন্যবাহিনী পৌঁছে। আর সেদিন ছিল একষট্টি হিজরীর মুহাররম মাসের দুই তারিখ বৃহস্পতিবার। তিন চার হাজার যোদ্ধা নিয়ে উমর বিন সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস উপস্থিত হল। আর ইব্ন যিয়াদ এদেরকে দায়লামার বিরুদ্ধে অভিযানের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ সরঞ্জাম দ্বারা প্রস্তুত করেছিল। ইতিমধ্যে হযরত হুসায়নের বিষয়টি উদ্ভূত হওয়ায় সে আমরকে নির্দেশ দিল এখন তুমি তার (হুসায়নের) দিকে অগ্রসর হয়ে যাও। তার বিষয় থেকে যখন অবসর হবে তখন দায়লামের উদ্দেশ্যে রওনা হবে। তখন উমর বিন সা'দ তার কাছে এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাইল। তখন ইব্ন যিয়াদ তাকে বলল, যদি তুমি চাও তাহলে তোমাকে এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিব। যার নাইব (স্থলবর্তী প্রশাসক) আমি তোমাকে বানিয়েছি। তখন সে বলল, আমাকে একটু অবকাশ দিন, আমি আমার বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে দেখি। তখন সে যার কাছে পরামর্শ চাইল সে তাকে হুসায়নের বিরুদ্ধে অভিযানে বের হতে নিষেধ করল। এমনকি তার ভগ্নিপুত্র হামযাহ বিন মুগীরা তাকে বলল, খবরদার ! তুমি হুসায়নের বিরুদ্ধে

১.ইব্নুল আছীরের আল কামিলে (৪/৫০)-এ রয়েছে (الاحمر والابيض) অর্থাৎ লাল ও শ্বেত বর্ণওয়ালা।
২.আত্ তাবারী ও আল কামিলে বিশ হাজারের উল্লেখ রয়েছে।
৩. ইবনুল আ'ছম বলেন অথবা আল গাযিরিয়্যাহ, আর তা হল কূফার উপকণ্ঠে কারবালার নিকটবর্তী এক বসতি। আর নায়নাওয়া হল কূফার গ্রামাঞ্চলের একপ্রান্ত, কারবালা তারই অংশ।-মু'জামুল বুলদান।
৪. আত্ তাবারী তার নাম মালিক বিন মুসায়র আল বুদ্দী উল্লেখ করেছেন।

অভিযানে যেও না, তাহলে তুমি তোমার রবের নাফরমানী করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে। আল্লাহ্‌র কসম ! তোমার গোটা দুনিয়ার বাদশাহী ত্যাগ করাও আমার কাছে হুসায়নের রক্ত নিয়ে তোমার আল্লাহ্‌র সামনে হাযির হওয়া থেকে প্রিয়।

তখন সে বলল, ইনশাআল্লাহ্ আমি তা-ই করব। এরপর উবায়দুল্লাহ্ বিন যিয়াদ তাকে তার পদ থেকে অপসারণের হুমকি দিল এবং হত্যার ভয় দেখাল। তখন সে (নিরুপায় হয়ে) হযরত হুসায়নের বিরুদ্ধে অভিযানে রওনা হল এবং পূর্বে উল্লিখিত স্থানে তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। অতঃপর সে হযরত হুসায়নের কাছে দূত[1] পাঠিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কেন এসেছেন ? তখন তিনি বললেন, কূফাবাসী আমার কাছে পত্র লিখেছে তাদের কাছে আগমনের জন্য। এখন যখন তারা আমাকে চাচ্ছে না তাই আমি তোমাদের সাথে দ্বন্দ্বে না জড়িয়ে মক্কায় ফিরে যেতে চাই। উমর বিন সা'দের কাছে যখন একথা পৌঁছল তখন সে বলল, আমি আশা করি যে, আল্লাহ্ আমাকে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে অব্যাহতি দিবেন। এরপর সে[2] এই মর্মে ইব্‌ন যিয়াদের কাছে পত্র প্রেরণ করল। তখন ইব্‌ন যিয়াদ তাকে লিখল, তুমি ও পানির উৎসের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি কর যেমনটি করা হয়েছিল নিরপরাধ, আল্লাহ্‌ভীরু ও মজলুম খলিফা আমিরুল মু'মিনীন উসমান বিন আফ্‌ফান (রা)-এর সাথে। আর হুসায়ন ও তাঁর সঙ্গীদের কাছে আমিরুল মু'মিনীন ইয়াযীদের আনুগত্যের বায়'আতের জন্য প্রস্তাব পেশ কর। যদি তারা তা করে তাহলে আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব। এরপর থেকে উমর বিন সা'দের সঙ্গীরা হযরত হুসায়নের সঙ্গীদের পানি সংগ্রহে বাধা দিতে লাগল। আর তাদের একটি দলের অধিনায়ক ছিল আমর বিন হাজ্জাজ। তিনি তাদের পিপাসার জন্য দু'আ করলেন, তখন এই ব্যক্তি তীব্র পিপাসায় মারা গেল।

এরপর হযরত হুসায়ন (রা) উমর বিন সা'দের কাছে তাঁর সাথে দুই বাহিনীর মধ্যস্থলে মিলিত হওয়ার প্রস্তাব পাঠালেন। তখন তারা উভয়ে বিশজনের মত অশ্বারোহী নিয়ে পরস্পরের দিকে অগ্রসর হয়ে মিলিত হলেন, এবং তারা দু'জন দীর্ঘক্ষণ একান্তে কথা বললেন, এমনকি রাতের এক প্রহর অতিবাহিত হয়ে গেল। কিন্তু কেউ জানল না তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু কী ? কেউ কেউ ধারণা করল যে, হযরত হুসায়ন (রা) উমরের কাছে প্রস্তাব দিয়েছেন দুই বাহিনীকে স্ব-স্বস্থানে রেখে তাঁর শামে ইয়াযীদ বিন মু'আবিয়ার কাছে গমন করতে। তখন উমর বলল, তাহলে ইব্‌ন যিয়াদ আমার বাড়িঘর নিশ্চিহ্ন করে দেবে। হুসায়ন বললেন, আমি তোমাকে আরো সুন্দর বাড়িঘর বানিয়ে দেব। সে বলল, তাহলে সে আমার ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করবে। তিনি বললেন, আমার হিজাযের সম্পত্তি থেকে তোমাকে তার চেয়ে বেশী দিব।

বর্ণনাকারী বলেন, কিন্তু উমর বিন সা'দ তা পছন্দ করল না। আর কেউ বলেছেন, তিনি তার কাছে প্রথমত তাদের উভয়ের ইয়াযীদের কাছে যাওয়ার প্রস্তাব করেন অথবা তাঁকে হিজায ফিরে যাওয়ার কিংবা কোন সীমান্তে গিয়ে তুর্কীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার সুযোগ দিতে বলেন। তখন উমর উবায়দুল্লাহ্‌কে এ কথা জানিয়ে পত্র পাঠায়। তার পত্র শেষে ইব্‌ন যিয়াদ বলে, হ্যাঁ

---

১. আত্ তাবারীতে (৬/২৩৫) আযরাহ বিন কায়স, ইবনুল আ'ছমে (৫/১৫৫) উরওয়া বিন কায়স, আর আল আখবারুত তিওয়ালে (২৫৩ পৃঃ) রয়েছে, কুররা বিন সুফিয়ান আল হানযলী।

২. আত্ তাবারীতে (৬/২৩৪)-এ উমর বিন সা'দের পত্রের ভাষ্য বিদ্যমান।

আমি তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করলাম। তখন শাম্মার বিন যুল জাওশান দাঁড়িয়ে বলল, না ! আল্লাহ্‌র শপথ এটা হতে পারে না। তাঁর ও তাঁর সঙ্গীদের আপনার সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েই আত্মসমর্পণ করতে হবে। এরপর সে বলল, আল্লাহ্‌র শপথ ! আমার কাছে এ সংবাদ পৌঁছেছে ইব্‌ন সা'দ হুসায়নের সাথে দুই বাহিনীর মাঝে বসে সারারাত আলোচনা করে কাটিয়েছে। তখন ইব্‌ন যিয়াদ তাকে বলল, তাহলে তোমার কথাই থাক।

আবূ মুখান্নাফ রিওয়ায়েত করেছেন, তিনি বলেন, আমাকে আবদুর রহমান বিন জুনদুব বর্ণনা করেছেন, তিনি উক্‌বা বিন আম'আন থেকে তিনি বলেন, মক্কা থেকে রওনা হওয়ার সময় থেকে নিহত হওয়া পর্যন্ত আমি হযরত হুসায়নের সাথে ছিলাম। আল্লাহ্‌র কসম ! যখনই কোন স্থানে তিনি কোন কথা বলেছেন, আমি তা শ্রবণ করেছি। আর তিনি কখনো ইয়াযীদের কাছে গিয়ে তার হাতে হাত মিলানো কিংবা কোন সীমান্তে যাওয়ার প্রস্তাব পেশ করেন নি। তিনি তাদের কাছে দু'টি বিষয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন, তিনি যেখান থেকে এসেছেন সেখানে ফিরে যাবেন, অথবা তাঁকে আল্লাহ্‌র এই সুবিস্তৃত ভূভাগের অন্য কোথাও যেতে দিতে যাতে তিনি মানুষের এ বিষয়ের পরিণতি এই করতে পারেন। অতঃপর উবায়দুল্লাহ্ শাম্মার বিন যুল জাওশানকে এই বলে পাঠাল, তুমি যাও ! আমার সিদ্ধান্তের শর্তে আত্মসমর্পণ করে যদি হুসায়ন ও তাঁর সঙ্গীরা আসে তবে ভাল, অন্যথায় উমর বিন সা'দকে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে বল, যদি সে তা করতে গড়িমসি করে তাহলে তার গর্দান উড়িয়ে দিবে এবং তার স্থলে তুমি সর্বাধিনায়ক হবে। আর ইব্‌ন যিয়াদ হযরত হুসায়নের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করতে বিলম্ব করায় উমর বিন সা'দকে হুমকি দিয়ে পত্র দিয়ে পত্র লিখল আর তাকে নির্দেশ দিল হযরত হুসায়ন (রা) যদি কাছে আসতে অস্বীকার করে তাহলে তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে, কেননা মুসলমানদের ঐক্য ছিন্নকারী।

এসময় উবায়দুল্লাহ্[১] বিন আবুল মাহল, হযরত আলীর ঔরসজাত এবং ফুফু উম্মুল বানীন বিন্‌ত হিযামের গর্ভজাত সন্তানের জীবনের নিরাপত্তা প্রার্থনা করল। আর তারা হল আব্বাস, আবদুল্লাহ্, জা'ফর এবং উসমান। তখন ইব্‌ন যিয়াদ তাঁদের জন্য একটি নিরাপত্তা পত্র লিখে দিল এবং উবায়দুল্লাহ্ বিন আবুল মাহ্‌ল ফিরমান নামে তার এক মাওলাকে দিয়ে তা পাঠিয়ে দিল। এরপর যখন তাঁদের কাছে এ নিরাপত্তা পত্র পৌঁছল তখন তারা বলল, সুমাইয়্যার ছেলের নিরাপত্তার আমাদের প্রয়োজন নেই। আমরা তার প্রদত্ত নিরাপত্তার চেয়ে উত্তম নিরাপত্তার প্রত্যাশা করি। আর উবায়দুল্লাহ্ বিন যিয়াদের পত্র নিয়ে শাম্মার বিন যুল জাওশান উমর বিন সা'দের কাছে উপস্থিত হল, তখন উমর তাকে বলল, আল্লাহ্ তোমার বাড়িঘর ধ্বংস করুন এবং তোমার আনীত চক্রান্ত ব্যর্থ করুন। আল্লাহ্‌র শপথ ! আমার নিশ্চিত ধারণা যে, হুসায়নের প্রার্থিত যে তিনটি বিষয় আমি তার কাছে পেশ করেছি, তা থেকে তুমিই তাকে বিচ্যুত করেছো। তখন শাম্মার তাকে বলল, এখন আমাকে বল কি করবে ? তুমি কি নিজেই তাদের বিরুদ্ধে লড়বে নাকি তাঁদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দিবে ? তখন উমর তাকে বলল, না, তোমাকে সে সম্মান দিচ্ছি না। আমি নিজেই তা আঞ্জাম দেব। আর উমর তাকে পদাতিক বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করল এবং তারা মুহররমের নয় তারিখ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তাঁদের দিকে অগ্রসর হল। তখন শাম্মার দাঁড়িয়ে বলল, আমাদের বোনের ছেলেরা কোথায় ?

---

১. আত্ তাবারী (৬/২৩৬)-তে আবদুল্লাহ রয়েছে। দেখুন ইবনুল আ'ছম ৫/১৬৬: আল কামিলে ৪/৫৬।

তখন হযরত আলী(রা)-এর ঔরসজাত পুত্র আব্বাস, আবদুল্লাহ্, জা'ফর ও উসমান উঠে দাঁড়াল। তখন তাদেরকে লক্ষ্য করে বলল, তোমরা নিরাপদ ! আমাদের সাথে যদি তুমি রাসূল (সা)-এর দৌহিত্রকেও নিরাপত্তা প্রদান কর তাহলে বেশ, অন্যথায় তোমার নিরাপত্তার কোন প্রয়োজন নেই আমাদের।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর উমর বিন সা'দ তার বাহিনীর উদ্দেশ্যে ঘোষণা করল, হে আল্লাহ্র অশ্বারোহী দল ! তোমরা তোমাদের অশ্বে আরোহণ করো। সেদিন আসরের নামাযের পর তাঁদের দিকে (আক্রমনের উদ্দেশ্যে) অগ্রসর হল। আর এদিকে হুসায়ন (রা) তাঁর তাঁবুর সামনে তরবারি নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে ছিলেন, তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে তাঁর মাথা ঝুঁকে পড়েছিল। তাঁর বোন কোলাহল শুনে তাঁর কাছে এসে তাঁকে জাগিয়ে দিলেন, কিন্তু তাঁর মাথা তন্দ্রাচ্ছন্নতায় আবার নুয়ে পড়ল। এরপর তিনি বললেন, স্বপ্নে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখলাম, তিনি আমাকে বললেন, "তুমি তো আমাদের কাছে চলে আসছো" তখন তাঁর বোন একথাগুলো আপন মুখমণ্ডলে চপেটাঘাত করে বলল, হায়! আমাদের দুভার্গ্য ! তখন তিনি বললেন, বোন ! তোমার কোন দুভার্গ্য নেই। তুমি শান্ত হও, রহমান তোমাকে রহম করুন। এসময় তাঁর ভাই আব্বাস বিন আলী তাঁকে বললেন, ভাইজান ! আমাদের শত্রুরা তো এসে পড়েছে। তিনি তখন বললেন, তাদের কাছে যাও এবং জিজ্ঞাসা কর, তাদের কী হয়েছে ? তখন তিনি বিশজনের[১] মত অশ্বারোহী নিয়ে তাদের কাছে গেলেন এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের কী হয়েছে ? তারা বলল, আমীরের নির্দেশে এসেছি, হয় তোমরা তার চূড়ান্ত ফয়সালা মেনে আত্মসমর্পণ করবে, অন্যথায় আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব। তখন তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের স্থানেই থাক, আমি গিয়ে আবূ আবদুল্লাহ্কে বিষয়টি জানিয়ে দেখি। যখন তিনি সাথীদেরকে দাঁড় করিয়ে রেখে একাকী ফিরে আসলেন তখন তারা বাক্য বিনিময় করতে লাগল এবং একে অন্যকে ভর্ৎসনা করতে লাগল।

হুসায়নের সঙ্গীরা বলতে লাগলেন,কী নিকৃষ্ট সম্প্রদায় তোমরা ! তোমরা তোমাদের নবীর বংশধর এবং তোমাদের কালের সর্বোত্তম মানুষকে হত্যা করতে চাও। অতঃপর আব্বাস বিন আলী হযরত হুসায়নের কাছ থেকে ফিরে এসে তাদেরকে বললেন, আবূ আবদুল্লাহ্ বলেছেন, আজ সন্ধ্যায় তোমরা ফিরে যাও, রাত্রে তিনি বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে দেখবেন। তখন উমর বিন সা'দ শাম্মারকে বলল, তোমার কী মত ? সে তখন বলল, আপনি সর্বাধিনায়ক কাজেই সিদ্ধান্ত আপনার। তখন আমর বিন হাজ্জাজ বিন সালামা আয্ যুবায়দী বললেন, সুবহানাল্লাহ্ ! দায়লামের কোন ব্যক্তিও যদি তোমাদের কাছে তার প্রস্তাব করত তাহলে তার সেই প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত ছিল। কায়সুবনুল আশ'আছ বলল, তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করুন। আমার জীবনকালের শপথ ! আগামীকাল সকালে অবশ্যই তারা আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করবে। এভাবে চলতে থাকত। আর এদিকে আব্বাস যখন ফিরে আসল তখন হুসায়ন (রা) তাঁকে বললেন, তুমি গিয়ে তাদেরকে এই সন্ধ্যার মত ফিরিয়ে দাও। তাহলে আমরা এই রাত্রে আমাদের রবের উদ্দেশ্যে নামায পড়তে পারব এবং তার কাছে দু'আ ও ইস্তিগফার করতে পারব। আর এই রাত্রে হযরত হুসায়ন (রা) তার স্বজনদের কাছে ওসীয়ত করলেন এবং রাত্রের প্রথমভাগে তাঁর সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান করলেন। অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী

১. ইবনুল আ'ছমে ৫/১৭৬- আর তার সাথে ছিলেন দশজন অশ্বারোহী

ভাষায় হামদ, ছানা ও দরূদের পর তাঁর সঙ্গীদের উদ্দেশে বললেন, তোমাদের মাঝে যে এই রাত্রে তার স্বজন পরিবারের কাছে ফিরে যেতে চায় আমি তাঁকে অনুমতি দিলাম কেননা, তারা আসলে আমাকে চায়। তখন মালিক বিন নাযর বলল, আমি ঋণগ্রস্ত এবং পোষ্য ভারাক্রান্ত। তখন তিনি বললেন, এই রাতের অন্ধকার তোমাদেরকে আবৃত করেছে। কাজেই তোমরা তাকে আবরণরূপে গ্রহণ কর। তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি আমার স্বজনদের একজনের হাত ধর এবং এই বিস্তৃর্ণ মরু প্রান্তরে রাতের অন্ধকারের আড়ালে তোমাদের নিজ দেশে নিজ শহরে চলে যাও। কেননা, তারা মূলত আমাকে চায়। যদি তারা আমাকে পেয়ে যায় তাহলে অন্যদের ব্যাপারে মাথা ঘামাবে না। সুতরাং তোমরা যাও যাতে আল্লাহ্ তোমাদের সংকট দূর করেন। তখন তাঁর ভাই, ছেলে এবং ভাইয়ের ছেলেরা বললেন, আপনার পর আমাদের কোন অস্তিত্ব নেই। তিনি আপনার ব্যাপারে আমাদেরকে অপ্রিয় কিছু না দেখান।

এরপর হযরত হুসায়ন (রা) বললেন, হে বনূ আকীল ! তোমার পক্ষে তোমাদের ভাই মুসলিমই যথেষ্ট (করেছে)। তোমরা নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাও আমি তোমাদেরকে অনুমতি দিলাম। তাঁরা বলল, যদি আমরা আমাদের শায়খ, নেতা এবং পিতৃব্য পুত্রগণকে ছেড়ে চলে যাই অথচ তাঁদের সাথী হয়ে একটি তীর নিক্ষেপ না করি, একটি বর্শাঘাত না করি এবং তরবারি দিয়ে শত্রুদের একটি আঘাত না করি তাহলে মানুষ কী বলবে ? না ! আল্লাহ্র শপথ ! আমরা তা করব না। আমরা করব না। আমরা আপনার জন্য অর্থ-সম্পদ, স্বজন-পরিজন এবং আমাদের প্রাণ বিসর্জন দিব এবং আপনার সাথে লড়াই করে আপনার পরিণতি বরণ করব। আপনার পর জীবন ধারণকে আল্লাহ্ কল্যাণশূন্য করুন।

এছাড়া মুসলিম বিন আউসাজা আল আসাদীও এরূপ কথাবার্তা বললেন। তদ্রূপ সায়ীদ বিন আবদুল্লাহ্ আল হানাফী (রা) বললেন, আল্লাহ্র শপথ ! আমরা আপনাকে ছেড়ে যাব না, যতক্ষণ না আল্লাহ্ দেখবেন যে আপনার ব্যাপারে আমরা তাঁর রাসূলের সংরক্ষণ করছি। আল্লাহ্র শপথ ! যদি আমি জানতাম যে, আমাকে আপনার সামনে এক হাজার বার হত্যা করা হলে তা দ্বারা আল্লাহ্ আপনাকে এবং আপনার পরিবারের এই সকল যুবকদের প্রাণ রক্ষা করবেন, তাহলে আমি তাই আকাঙ্ক্ষা করতাম। কিন্তু হায় ! আমাকে তো একবার মাত্র হত্যা করা যাবে। আর তাঁর সঙ্গীদের আরও অনেকে পরস্পর আদর্শপূর্ণ এ ধরনের কথা বলল। তাঁরা একযোগে বলল, আল্লাহ্র শপথ ! আমরা আপনাকে ছেড়ে যাব না। আমাদের জান প্রাণ আপনার জন্য উৎসর্গিত। আপনাকে রক্ষা করতে আমরা আমাদের বুক পেতে দিব, মাথা বাড়িয়ে দিব এবং আমাদের হাত দিয়ে সর্বশরীর দিয়ে আপনাকে রক্ষা করব। এরপর যখন আমরা নিহত হব তখন আমরা আমাদের উপর আরোপিত দায়িত্ব পূর্ণ করব। তাঁর ভাই আব্বাস (রা) বললেন, আপনাকে হারানোর দিন যেন আল্লাহ্ আমাদের না দেখান। আপনার পর আর আমাদের বেঁচে থাকার কোন প্রয়োজন নেই। এরপর তাঁর সঙ্গীরা একের পর এক তাঁর অনুসরণ করল।

আবূ মুখান্নাফ বলেন, আমাকে হারিছ বিন কা'ব এবং আবুয যাহ্হাক, আলী বিন হুসায়ন যায়নুল আবিদীন থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, যেই সকালে আমার পিতা নিহত হন তার পূর্বের সন্ধ্যায় আমি বসেছিলাম আর আমার ফুফু আমার শুশ্রূষা করছিলেন এমন সময় তাঁর কাছে হঠাৎ আমার আব্বা তাঁর তাঁবুতে তাঁর সঙ্গীদের সাথে একান্তে মিলিত হলেন। সে

সময় তাঁর কাছে আবূ যর গিফারীর মাওলা হুওয়াই তাঁরা তরবারি নেড়েচেড়ে ঠিকঠাক করছিল, আর আমার আব্বা আবৃত্তি করছিলেন,

يا دهـر اف لـك من خـلـيـل + كـم لك بـالاشـراق والأصـيـل ـ

'হে কাল ! ধিক তোমাকে বন্ধুরূপে + সকাল সন্ধ্যায় তোমার কত'

من صـاحـب أو طالـب قـتـل + والـدهـر لا يـقـنـع بالـبـديـل ـ

'নিহত সঙ্গী প্রার্থী রয়েছে + আর কাল সে 'বিকল্প' তুষ্ট নয়।'

وانـمـا اسـأسـى الـى الـجـلـيـل + وكـل حـى سـائـل سـبـيـل ـ

'আর বিষয়টি গুরুতর রূপধারণ করছে +আর প্রত্যেক প্রাণী মৃত্যু পথযাত্রী-'

এরপর আরো দু'বার বা তিনবার তিনি এর পুনরাবৃত্তি করলেন, এমনি তা আমার মুখস্থ হয়ে গেল এবং আমি তার উদ্দেশ্যে বুঝতে পারলাম। তখন অশ্রু আমার শ্বাসরোধ করল, এরপর আমি তা সংবরণ করলাম এবং নির্বাক হয়ে থাকলাম। আমি বুঝতে পারলাম বিপদ এসে গেছে। আর আমার ফুফু তিনি অনাবৃত মাথায় তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, হায়, দুর্ভাগ্য ! আজ যদি মৃত্যু আমাকে জীবন থেকে নিষ্কৃতি দিত ? আমার আম্মাজান ফাতিমা, আব্বাজান আলী এবং ভাইজান হাসান তো পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছেন। হে বিগতজনের স্থলবর্তী স্মৃতি এবং অবশিষ্টদের শেষ চুমুক ! তখন তিনি তার দিকে তাকিয়ে বললেন, বোন আমার ! শয়তান যেন তোমাকে অধৈর্য ও অস্থির না করে তিনি বললেন, হে আবূ আবদুল্লাহ্ ! আপনার জন্য আমার পিতামাতা কুরবান হোন ! আপনি কেন আত্মবিসর্জন দিচ্ছেন ? (একথা বলার পর তিনি) নিজের মুখমণ্ডলে চপেটাঘাত করলেন, তাঁর কামিছের অংশবিশেষ ছিঁড়লেন এবং জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলেন। তখন তিনি উঠে গিয়ে তাঁর মুখমণ্ডলে পানি ছিটিয়ে দিয়ে বললেন, বোন আমার ! আল্লাহ্কে ভয় কর, ধৈর্যধারণ কর এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত সান্ত্বনা দ্বারা সান্ত্বনা লাভ কর। আর জেনে রাখ যমনিবাসী সকলেই মৃত্যুবরণ করবে, আসমানবাসীরাও জীবিত থাকবে না এবং ঐ আল্লাহ্র সত্তা ছাড়া সব কিছু ধ্বংস প্রাপ্ত হবে, যিনি আপন কুদরতে কুল মাখলুক সৃষ্টি করেছেন, এবং তাঁর প্রবল পরাক্রম ও ক্ষমতা দ্বারা তাদেরকে মৃত্যুদান করবেন, এবং তাদেরকে পুনর্জীবিত করবেন। তাই তারা শুধু তাঁরই ইবাদাত করে আর তিনি এক ও একক। আর এও জেনে রাখ যে, আমার আব্বাজান আমার চেয়ে উত্তম। আমার জন্য, তাঁদের জন্য এবং মুসলমানদের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাঝে উত্তম (অনুসরণীয়) আদর্শ রয়েছে। এরপর তিনি তাঁকে তাঁর মৃত্যুর পর এসবের কোন কিছুই না করতে বললেন। অতঃপর তিনি তাঁর হাত ধরে আমার কাছে ফিরিয়ে আনলেন। অতঃপর সঙ্গীদের দিকে বেরিয়ে গেলেন এবং তাদের তাঁবুসমূহকে এমনভাবে পরস্পর সংলগ্ন করার নির্দেশ দিলেন যেন শত্রুর জন্য একদিক ছাড়া তাদের কাছে পৌঁছার কোন পথ না থাকে আর তাঁবুগুলো তাঁদের ডানে বামে ও পশ্চাতে থাকে। এরপর হযরত হুসায়ন ও তাঁর সঙ্গীরা রাতভর নামায, দু'আ, ইস্তিগফার এবং আল্লাহ্র দরবারে সকাতরে অনুনয় বিনয়ে অতিবাহিত করলেন। আর এদিকে শত্রুদের অশ্বারোহী প্রহরীদল আয্রাহ' বিন কায়স আল আহ্মাসীর নেতৃত্বে তাঁদের পশ্চাতে ঘোরাফেরা করছিল। আর হযরত হুসায়ন পড়ছিলেন-

১. ইবনুল আ'ছমে রয়েছে, উরওয়া বিন কায়স-

لاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ اِنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْا اِثْمًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ـ مَا كَانَ اللهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ ـ

কাফিররা যেন কিছুতেই মনে না করে আমি অবকাশ দেই তাদের মঙ্গলের জন্য, আমি অবকাশ দিয়ে থাকি যাতে তাদের পাপ বৃদ্ধি পায় এবং তাদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রয়েছে। অসৎকে সৎ থেকে পৃথক না করা পর্যন্ত তোমরা যে অবস্থায় রয়েছ আল্লাহ্ মু'মিনগণকে সেই অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারেন না। (আল ইমরান-১৭৮)

তখন ইব্ন যিয়াদের প্রহরী অশ্বারোহীদলের এক ব্যক্তি তা শুনে বলল, শপথ কা'বার রবের ! আমরাই সৎ- আল্লাহ্ আমাদের থেকে তোমাদেরকে পৃথক করেছেন। তিনি বলেন, তখন আমি তাকে চিনতে পারলাম এবং যায়দ বিন[১] হুসায়নকে বললাম, আপনি জানেন, এ কে ? তিনি বললেন, না। তখন আমি তাঁকে বললাম, এ হল আবূ হারব্ আস্ সুবায়য়ী- উবায়দুল্লাহ্ বিন শিম্মীর[২]। সে ছিল বেকার ভাঁড় আর তিনি ছিলেন সম্ভ্রান্ত ও দুঃসাহসী বীর। আর কখনো কখনো সায়ীদ বিন কায়স তাকে তাঁর তাঁবুতে আটকে রাখতেন। তখন ইয়াযীদ বিন হাসীন[৩] তাকে বলল, হে পাপিষ্ঠ ! তুই কবে থেকে সৎ হয়ে গেলি ? তখন সে ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, ইন্নালিল্লাহ্ ! আল্লাহ্র শপথ ! হে আল্লাহ্র দুশমন তুমি ধ্বংস হও। কেন সে তোমাকে হত্যা করতে চায় ? তিনি বলেন, তখন আমি তাকে বললাম, হে আবূ হারব ! তুমি কি তোমার এ জঘন্য পাপাচারগুলো বর্জন করে সৎ হবে ? আল্লাহ্র শপথ ! আমরাই সৎ আর তোমরাই অসৎ। তখন সে বলল, হ্যাঁ, আমি তার সাক্ষ্য দিচ্ছি। তখন তিনি বললেন, তোমার বোধোদয় হোক ! তোমার জ্ঞান কি তোমার উপকার করে না। তিনি বললেন, তখন আমাদেরকে প্রহরায় নিয়োজিত রেখে খণ্ডিত বাহিনীর কমান্ডার আয্রাহ বিন কায়স তাকে ধমক দিল এবং সে আমাদের ছেড়ে চলে গেল।

বর্ণনাকারী বলেন, শুক্রবার মতান্তরে শনিবার উমর বিন সা'দ তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে ফজরের নামায শেষে যুদ্ধের জন্য সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল। উল্লেখ্য যে, সে দিন ছিল আশুরার দিন এদিকে হযরত হুসায়ন (রা) ও তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে নামায পড়লেন। আর তারা ছিলেন বত্রিশজন অশ্বারোহী এবং চল্লিশজন পদাতিক যোদ্ধা। এরপর তিনি তাঁদেরকে সারিবদ্ধ করলেন, ডানপাশের কমান্ডার বানালেন যুহায়রুবনুল কায়সকে আর বাম পাশের জন্য নির্ধারণ করলেন হাবীবুবনুল মুতাহ্হারকে[৪]। তাঁর ঝাণ্ডা প্রদান করলেন তাঁর ভাই আব্বাস বিন আলীকে, আর তাঁদের সঙ্গের মেয়েদেরসহ তাঁবুগুলিকে তাদের পশ্চাতভাগে নিয়ে আসলেন। এদিকে হযরত হুসায়নের নির্দেশমত রাত্রেই তারা তাদের তাঁবুর পশ্চাতভাগে পরিখা খনন করে তাতে জ্বালানি কাঠ, বাঁশ ইত্যাদি ফেলে রেখেছিলেন। এরপর তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছিল যাতে পশ্চাদ দিক থেকে কেউ তাঁদের তাঁবুর কাছে ঘেঁষতে না পারে। আর উমর বিন সা'দ

---

১. মূল গ্রন্থে এমনই রয়েছে, আর আত্ তাবারীতে (৬/২৪০) বুরায়দ বিন হুযায়ব-
২. আত্ তাবারীতে- আবদুল্লাহ বিন শাহর রয়েছে।
৩. মূল গ্রন্থে এমন আর আত্ তাবারীতে (২/৬৪০) বুরায়দ বিন হুযায়র-
৪. আত্ তাবারীতে 'মুযাহির' রয়েছে, আর আল আখবারুত তিওয়ালে 'মুযহির' (২৫৬পৃঃ)

তাঁর বাহিনীর ডান পার্শ্বের কমান্ডার বানান আমর বিন হাজ্জাজ আয্ যুবায়দীকে, আর বাম পার্শ্বের জন্য শাম্মার বিন যুল জাওশানকে আর যুল জাওশানের পূর্ণনাম হল শুরাহ্ বিন আল আ'ওয়ার বিন আমর বিন মু'আবিয়া আয্ যবাবী আল কিলাবী-। তার অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল আয্‌রাহ বিন কায়স আল আহ্‌মাসী- আর পদাতিক বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল শাবীছ[১] বিন রিবয়ীর, আর সে তার ঝাণ্ডা প্রদান করেছিল, তার মাওলা ওয়ারদানকে[২]। লোকেরা উভয়পক্ষ স্ব-স্ব স্থানে অবস্থায় স্থির হয়ে থাকল।

এসময় হযরত হুসায়ন (রা) পূর্ব থেকে খাটানো একটি তাঁবুতে গেলেন। এরপর সেখানে লোমনাশক ব্যবহার করে গোসল করলেন, প্রচুর মেশকের সুগন্ধি মাখলেন। হযরত হুসায়নের পর তাঁর সঙ্গী কোন কোন আমীরও সেখানে গেলেন এবং তাঁর অনুসরণ করলেন। তখন তাঁদের একজন অপরজনকে বলল, এ সময়ে এসব কী ? আবার কেউ বলল, এসব এখন থাক ! এখনতো অনর্থক কিছুর সময় নয়। তখন ইয়াযীদ বিন হুসীন[৩] বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ ! আমার গোত্র ভাল করেই জানে যে, যুবক কিংবা পৌঢ় কোন অবস্থাতেই আমি অনর্থক কিছু পছন্দ করি না। আসলে আমার আল্লাহ্‌র শপথ- আমাদের পরবর্তী যে মহাসৌভাগ্য লাভ[৪] করতে যাচ্ছি তার কথা ভেবে উৎফুল্ল। আল্লাহ্‌র শপথ ! আমাদের ও জান্নাতের হূরদের মাঝে শুধু একটুকু ব্যাবধান যে, এরা আমাদের উপর আক্রমণ করে আমাদেরকে হত্যা করা মাত্রই আমরা তাঁদের সান্নিধ্যে পৌঁছে যাব।

এরপর হযরত হুসায়ন (রা) তাঁর অশ্বে আরোহণ করলেন এবং একখানি কুরআন শরীফ নিয়ে তাঁর সামনে রেখে দু'হাত উঠিয়ে দু'আ করতে করতে শত্রুর মুখোমুখি হলেন যার ভাষ্য ইতিপূর্বে বিগত হয়েছে- হে আল্লাহ্ ! সকল বিপদে আপনি আমার নির্ভরতার স্থল এবং সকল সংকটে আপনি আমার আশার স্থল শেষ পর্যন্ত। আর তাঁর পুত্র আলী বিন হুসায়ন যিনি সে সময় হযরত হুসায়ন যিনি সে সময় দুর্বল ও অসুস্থ ছিলেন আল আহমাক[৫] নামে একটি ঘোড়ায় আরোহণ করলেন। এসময় হযরত হুসায়ন (রা) ঘোষণা দিয়ে বললেন, হে লোকসকল ! আমার থেকে একটি উপদেশের কথা শোন, যা আমি তোমাদেরকে বলছি, তখন লোকেরা নির্বাক হয়ে তাঁর প্রতি উৎকর্ণ হল। আল্লাহ্‌র হামদ ও ছানার পর তিনি বললেন, হে লোকসকল ! যদি তোমরা আমার কথা গ্রহণ কর এবং আমার সাথে ইনসাফ কর তাহলে তোমরা তা দ্বারা অধিক সৌভাগ্য লাভ করবে, আর আমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের কোন বৈধতা পাবে না। আর যদি তোমরা আমার কথা গ্রহণ না কর তাহলে-

فاجمعوا أمركم وشركاءكم ثم يكن امركم عليكم غمة ثم اقضوا الى ولا تنظرون ـ ان ولى الله الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين ـ

তাহলে তোমরা যাদেরকে শরীক করেছে তাদেরসহ তোমাদের কর্তব্য স্থির করে নাও, পরে যেন কর্তব্য বিষয়ে তোমাদের কোন সংশয় না থাকে। আমার সম্বন্ধে তোমাদের কর্ম নিষ্পন্ন

---

১. আতবারীতে শিবছ বিন রিবয়ী রয়েছে।
২. আত্ তাবারীতে, যুওয়ায়দ, আর আল আখবারুত তিওয়ালে, যায়দ।
৩. পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।
৪. আত্ তাবারীতে সাক্ষাৎ পেতে যাচ্ছি।
৫. আত্ তাবারীতে 'লাইক' রয়েছে।

করে ফেল, আর আমাকে অবকাশ দিও না। আমার অভিভাবক আল্লাহ্। যিনি কিতাব নাযিল করেছেন, আর তিনিই সৎকর্ম পরায়ণদের অভিভাবকত্ব করে থাকেন। (সূরা ইউনুস ঃ ৭১)

তারপর যখন তাঁর ভগ্নি ও কন্যারা তাঁর কথা শুনতে পেলেন তখন তাঁরা উচ্চস্বরে কেঁদে উঠলেন, তখন তিনি বললেন, ইব্ন আব্বাস ঠিকই বলেছিলেন- অর্থাৎ তিনি যখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়া পর্যন্ত মেয়েদেরকে সাথে নিয়ে বের না হয়ে তাদেরকে মক্কায় রেখে আসতে পরামর্শ দিয়েছিলেন- এরপর তিনি তাঁর ভাই আব্বাসকে পাঠিয়ে তাঁদেরকে চুপ করালেন। তারপর তিনি লোকদের কাছে তাঁর ফযীলত (বৈশিষ্ট্য)—বংশীয় আভিজাত্য এবং উচ্চমর্যাদার কথা উল্লেখ করে বলেন, এখন তোমরা নিজেদের প্রতি ফিরে ভেবে দেখ আমার ন্যায় ব্যক্তির বিরুদ্ধে কি এখন পৃথিবীর বুকে আমিই একমাত্র নবী-দোহিত্র। আলী হলেন আমার পিতা, জা'ফর আত্ তয়্যার (রা) হলেন আমার পিতৃব্য, শহীদ শ্রেষ্ঠ হামযাহ্ (রা) হলেন আমার পিতৃব্য। আল্লাহ্র রাসূল (সা) আমার ও আমার ভাই সম্বন্ধে বলেছেন,

هذان سيدا شباب اهل الجنة —

"এরা দু'জন জান্নাতী যুবকের সর্দার" তোমরা যদি আমার কথা বিশ্বাস করে থাক তাহলে জেনে রাখ তা-ই সত্য। আল্লাহ্র শপথ ! যখন থেকে আমি জেনেছি মহান আল্লাহ্ আমার জন্য মিথ্যাবচন ঘৃণা করেন তখন থেকে আমি কোন মিথ্যা বলি নি। অন্যথায় (আমার কথায় সন্দিহান হলে) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবী, জাবির বিন আবদুল্লাহ্, আবূ সায়ীদ, সাহ্ল বিন সা'দ, যায়দ বিন আরকাম, আনাস বিন মালিককে জিজ্ঞাসা কর। তারা তোমাদেরকে সে বিষয়ে অবহিত করবেন। কী ব্যাপার তোমাদের ? তোমরা কি আল্লাহ্কে ভয় কর না। আমার রক্ত প্রবাহিত করার পথে অন্তরায় হওয়ার জন্য তোমাদের জন্য কি এতে কিছুই নেই ? তখন শাম্মার বিন যুল জাওশান বলল, সে এক দ্বিধার সাথে আল্লাহ্র ইবাদত করে । আমি জানি না সে কী বলে ? তখন হাবীব বিন মুতাহ্হার[1] তাকে বলল, আল্লাহ্র শপথ ! হে শাম্মার ! তুমি তো সত্তর দ্বিধার সাথে আল্লাহ্র ইবাদত কর। আর আমার আল্লাহ্র শপথ- খুব ভালভাবেই জানি তিনি কী বলছেন। আসলে তোমার অন্তর মোহর করে দেয়া হয়েছে।

অতঃপর তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, হে লোকসকল ! আমার পথ ছেড়ে দাও,[2] আমি আমার নিরাপদ ভূখণ্ডে ফিরে যাই। তখন তারা বলল, পিতৃব্যকুলের সিদ্ধান্তে আত্মসমর্পণ করতে আপনার বাধা কোথায় ? তিনি বললেন, আল্লাহ্ পানাহ !

انى عذت بربى وربكم من كل متكبر لا يؤمن يوم الحساب —

বিচার দিবসে যারা বিশ্বাস করে না, সেই সকল উদ্ধত ব্যক্তি থেকে আমি আমার ও তোমাদের প্রতিপালকের শরণাপন্ন হয়েছি। সূরা গাফির (মু'মিন) ঃ ২৭

এরপর তিনি তাঁর বাহনকে বসালেন এবং উক্বা বিন সাম্আনকে নির্দেশ দিলে তিনি তাকে বাঁধলেন। অতঃপর বললেন, তোমরা আমাকে বল, তোমরা কি আমাকে তোমাদের কোন নিহতের বদলায় হত্যা করতে চাও যাকে আমি হত্যা করেছি ? কিংবা তোমাদের কোন অর্থ-সম্পদ আত্মসাতের কারণে, কিংবা কোন গুরুতর আঘাতের প্রতিবিধানরূপে।

১. মূল গ্রন্থে এরূপ বিদ্যমান, আর আততাবারীতে 'মুযাহির এবং আল কামিলে মুতাহ্হার।

২. আত্ তাবারীতে ঃ যদি তোমরা আমাকে অপছন্দ কর তাহলে আমকে আমার......

বর্ণনাকারী বলেন, তখন তারা তাঁর কথার কোন উত্তর দিল না এবং তিনি উচ্চস্বরে ডেকে বললেন, হে শাবীছ[১] বিন রিবয়ী, হে হাজ্জাজ বিন আবজার, হে কায়স বিন আশ'আছ, হে যায়দ বিন হারিছ ! তোমরা কি আমার কাছে পত্রে লিখনি যে, ফল পেকে এসেছে। কাজেই আপনি আমাদের কাছে আগমন করুন। তাহলে দেখবেন আপনি এক সংঘবদ্ধ গোষ্ঠীর কাছে আগমন করেছেন। তখন তারা তাঁকে বলল, আমরা তা করি নি। তখন তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ্ শপথ আল্লাহ্র ! তোমরা অবশ্যই তা করেছ।

তারপর বললেন, হে লোকসকল ! তোমরা যখন আমাকে অপছন্দ করেছ তখন আমার পথ ছেড়ে দাও, আমি তোমাদের ছেড়ে চলে যাব। কায়সুবনুল আশ'আছ তাঁকে বলল, আপনি কি আপনার পিতৃব্য পুত্রের সিদ্ধান্তে আত্মসমর্পণ করবেন না; তারা আপনাকে কোন কষ্ট দেবে না। তাদের থেকে আপনি অপ্রিয় কোন কিছু দেখবেন না। তখন হুসায়ন (রা) তাকে বললেন, তুমি তোমার ভাইয়ের সদৃশ। তুমি কি চাও বনী হাশিম মুসলিম বিন আকীলের রক্তের বদলার চেয়ে বেশি কিছু তোমার কাছে দাবী করুক। না; আল্লাহ্র শপথ ! আমি অপদস্থ হয়ে তাদের হাতে হাত রাখব না এবং ক্রীতদাসের ন্যায় তাদের আনুগত্য স্বীকার করব না।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তারা আক্রমণের উদ্দেশ্যে তার দিকে অগ্রসর হল। আর ইতিমধ্যে তাদের তিরিশ জনের মত অশ্বারোহী স্বপক্ষ ত্যাগ করে হযরত হুসায়নের পক্ষে যোগ দিয়েছিল। এদের মধ্যে ইব্ন যিয়াদ বাহিনীর অগ্রবর্তীদলের কমান্ডার হুর বিন ইয়াযীদ ছিল। সে তখন তার পূর্বাচরণের জন্য হযরত হুসায়নের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলল, ইতিপূর্বে যদি আমি তাদের ইচ্ছার কথা জানতাম, তাহলে আমি আপনার সাথে ইয়াযীদের কাছে যেতাম। তখন হযরত হুসায়ন (রা) তার এ বক্তব্য গ্রহণ করলেন। এরপর সে হযরত হুসায়নের সঙ্গীদের সামনে দিয়ে অগ্রসর হয়ে উমর বিন সা'দকে সম্বোধন করে বললেন, দুর্ভাগ্য তোমাদের রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দৌহিত্রের প্রস্তাবিত তিনটি বিষয়ের একটিও কি তোমরা গ্রহণ করবে না ? তখন সে বলল, তা গ্রহণ করার ক্ষমতা যদি আমার থাকত তাহলে আমি তা করতাম।

বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় হযরত হুসায়নের সঙ্গীদের মধ্যে থেকে যুহায়রুবনুল কায়স পূর্ণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তাঁর একটি অশ্বে আরোহণ করে বের হলেন। অতঃপর তিনি ইব্ন যিয়াদের প্রেরিত বাহিনীর উদ্দেশ্যে বললেন, হে কূফাবাসী ! আল্লাহ্র আযাব থেকে সতর্ক হও, সাবধান হও, মুসলমানের অপরিহার্য কর্তব্য। আর আমরা তোমরা এখনও পর্যন্ত ভাই ভাই একই দীন ও মিল্লাতের অনুসারী। মুসলমান ভাইয়ের কল্যাণ কামনা করা কর্তব্য যতক্ষণ না আমাদের মাঝে লড়াই শুরু হচ্ছে। আর যখন লড়াই শুরু হবে তখন আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। তখন তোমরা একদল আমরা অন্য দল হয়ে যাব। আল্লাহ্ তাঁর নবীর বংশধর (দৌহিত্র) দ্বারা আমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলেছেন। তিনি দেখতে চান তোমরা এবং আমরা কী করি ? আমরা তাঁর সাহায্যের জন্য এবং জালিম পুত্র জালিম উবায়দুল্লাহ্ বিন যিয়াদকে বর্জনের জন্য তোমাদেরকে আহ্বান করছি। কেননা তাদের দু'জনের পক্ষ থেকে তোমরা ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ব্যাপক অনিষ্ট ছাড়া কিছুই লাভ কর নি, যা তোমাদের চক্ষু ফুঁড়ে দেয়, হাত পা কেটে দেয়, তোমাদের নিহতদের দেহ বিকৃতি ঘটায় এবং তোমাদের উত্তম ব্যক্তিও

---

১. উদ্ধৃতি গ্রন্থসমূহে 'শিবছ' রয়েছে সেটাই সঠিক।

আলিমগণকে হত্যা করে। যেমন হাজার বিন 'আদী ও তাঁর সঙ্গীগণ, আর হানি বিন উরওয়া ও তাঁর সতীর্থরা।

বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে তারা তাঁকে গালমন্দ করল এবং ইব্‌ন যিয়াদের প্রশংসা করে তার জন্য দু'আ করল। আর বলল, তোমার নেতা ও তাঁর সঙ্গীদের হত্যা না করে আমরা ক্ষান্ত হচ্ছি না, এ স্থান ত্যাগ করছি না। তখন তিনি তাদেরকে বললেন, নবী কন্যা ফাতিমা তনয় অবশ্যই সুমায়্যা পুত্রের চেয়ে সকলের ভালবাসা ও সাহায্য লাভের অধিক উপযুক্ত। আর যদি তোমরা তাঁকে সাহায্য না কর তাহলে তাঁকে হত্যা করা থেকে তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে দিচ্ছি। এই ব্যক্তি ও তার পিতৃব্য পুত্র ইয়াযীদ বিন মু'আবিয়ার মাঝে অন্তরায় হয়ো না। তিনি যেখানে চান আমরা সেখানে চলে যাব। আমার জীবনকালের শপথ ! হুসায়নের হত্যা ব্যতীতই ইয়াযীদ তোমাদের আনুগত্যে সন্তুষ্ট থাকবে।

বর্ণনাকারী বলেন, তখন শাম্মার বিন যুল জাওশান তাঁকে একটি তীর নিক্ষেপ করে বললেন, চুপ থাক ! আল্লাহ্ তোমাকে নিশ্চল করুন, তোমার দীর্ঘ কথায় আমরা অতীষ্ঠ হয়ে পড়েছি। তখন যুহায়র তাকে বলল, হে নপুংসকের ছেলে ! তোমাকে আমি সম্বোধন করছি না। তুই তো একটি পশু। আমার তো মনে হয় না তুই কিতাবুল্লাহ্‌র দু'টি আয়াত ভালভাবে পড়তে পারিস। কাল কিয়ামতের দিন অপদস্থতা ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ গ্রহণ কর। তখন শাম্মার তাঁকে বলল, কিছুক্ষণ পরে তোমাকে ও তোমার প্রিয় নেতাকে আল্লাহ্ হত্যা করবেন। তখন যুহায়র তাকে বলল, তুই কি আমাকে মৃত্যু ভয় দেখাচ্ছিস ? আল্লাহ্‌র শপথ ! তোর সাথে অমর জীবন লাভ করার চেয়ে তাঁর সাথেমৃত্যু বরণ করা আমার কাছে অধিক প্রিয়। অতঃপর যুহায়র লোকদেরকে লক্ষ্য করে উচ্চস্বরে বলতে লাগল, হে লোক সকল, আল্লাহ্‌র বান্দাগণ ! এই নিষ্ঠুর রূঢ় ও হঠকারী ও তার মত লোকেরা যেন তোমাদের দীনের ব্যাপারে তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে। আল্লাহ্‌র শপথ ! যারা মুহাম্মদ (সা)-এর বংশধরের রক্ত প্রবাহিত করবে এবং তাঁদের সাহায্যকারী এবং সম্ভ্রম রক্ষাকারীদের হত্যা করবে তারা কিছুতেই তাঁর শাফায়াত লাভ করবে না।

এসময় হুর বিন ইয়াযীদ উমর বিন সা'দকে বলল, আল্লাহ্ তোমাকে সুমতি দান করুন। তুমি কি এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করবে ? সে বলল, অবশ্যই ! আল্লাহ্‌র শপথ ! আমি তা করব আর তার সাধারণ অবস্থা হবে মাথাসমূহের বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং হাত সমূহের লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া। উল্লেখ্য যে, হুর ছিল কূফার সবচে' সাহসী বীর। তার কোন সঙ্গী হযরত হুসায়নের পক্ষ অবলম্বন করায় তাকে ভর্ৎসনা করল তখন সে তাকে বলল, আল্লাহ্‌র শপথ ! আমি নিজেকে জান্নাত-জাহান্নামের যে কোন একটি বেছে নেয়ার ইচ্ছাধিকার দিয়েছি। আর আল্লাহ্‌র শপথ ! আমাকে টুকরো টুকরো করা হলে কিংবা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারা হলেও তো আমি জান্নাতের পরিবর্তে অন্য কিছুকে অগ্রাধিকার দিতে পারি না।

অতঃপর সে তার ঘোড়াকে অগ্রসর হওয়ার জন্য আঘাত করল এবং হযরত হুসায়নের সাথে গিয়ে মিলিত হল এবং পূর্বোল্লেখিত ভাষায় তাঁর কাছে অজুহাত পেশ করল। অতঃপর সে বলল, হে কূফাবাসী ! তোমাদের মায়েরা সন্তানহারা হোক ! হুসায়নকে তোমরা তোমাদের কাছে আহ্বান করেছ। এরপর যখন তিনি তোমাদের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছেন, তোমরা তাঁকে অন্যের হাতে ছেড়ে দিয়েছ, তোমরা দাবী করেছ তাঁর প্রাণরক্ষায় তোমরা আত্মবিসর্জন দিবে, কিন্তু এরপর তোমরা তাঁকে হত্যার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগেছ। আর আল্লাহ্‌র

বিশাল বিস্তৃত ভূখণ্ডের অভিমুখী হতে তাঁকে বাধা দিয়েছ, অথচ সেখানে কুকুর শূকরও অবাধে বিচরণ করে।

চরম পিপাসার্ত অবস্থায়ও তোমরা তাঁদের মাঝে এবং ফোরাতের প্রবহমান পানির মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছ। অথচ তা থেকে কুকুর শূকরও নির্বিঘ্নে পানি পান করছে ! মুহাম্মদ (সা)-এর পর তাঁর বংশধরদের সাথে কি নিকৃষ্ট আচরণই না তোমরা 'করছো' যদি তোমরা আজ এই মুহূর্তে তোমাদের এই আচরণ পরিবর্তন না কর এবং তা থেকে তওবা না কর তাহলে আল্লাহ্ যেন মহা পিপাসার দিন কাল কিয়ামত দিবসে তোমাদেরকে পান না করান। তখন তাদের একদল যোদ্ধা তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে তাঁকে আক্রমণ করল।

এরপর তিনি এসে হযরত হুসায়নের সামনে দাঁড়ালেন, উমর বিন সা'দ তখন তাদেরকে বলল, আমার যদি পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকত, তাহলে আমি হুসায়নের প্রস্তাব গ্রহণ করতাম কিন্তু উবায়দুল্লাহ্ বিন যিয়াদ আমার সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তার বক্তৃতায় সে কূফাবাসীকে তীব্র ভর্ৎসনা তিরস্কার ও গালমন্দ করেছে। তখন হুর বিন ইয়াযীদ তাদেরকে বলল, তোমরা নিপাত যাও ! হুসায়ন ও তাঁর স্ত্রী কন্যাদেরকে তোমরা ফোরাতের পানি পানে বাধা দিয়েছ অথচ তা থেকে ইয়াহূদ, নাসারাও পান করে এবং ফোরাত পাড়ের কুকুর ও শূকরদল তাতে গড়াগড়ি খায়। তাহলে তো সে তোমাদের হাতে বন্দীর ন্যায় যার নিজের জন্য ভালমন্দ কিছুই করার সামর্থ নেই।

বর্ণনাকারী বলেন, এসময় আমর বিন সা'দ অগ্রসর হয়ে তার মাওলাকে বলল, হে দুরায়দ[১] ! তোমার ঝাণ্ডা কাছে আন। তখন সে তা কাছে আনল, অতঃপর সে তার বাহু উন্মুক্ত করে একটি তীর নিক্ষেপ করল এবং বলল, তোমরা সাক্ষী রইলে আমিই প্রথম তীর নিক্ষেপকারী। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর লোকেরা পরস্পর তীর নিক্ষেপ করতে লাগল। এসময় যিয়াদের মাওলা[২] ইয়াসার এবং উবাদুল্লাহ্র মাওলা সালিম অগ্রসর হয়ে বলল, কে আমাদের সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধে লড়বে ? তখন হযরত হুসায়নের অনুমতি নিয়ে উবায়দুল্লাহ্ বিন উমর[৩] কালবী তাদের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। প্রথমে তিনি ইয়াসারকে তারপর সালিমকে হত্যা করলেন, তবে নিহত হওয়ার পূর্বে সালিম একটি আঘাতে তার বাম হাতের আঙুলসমূহ ফেলে দেয়। আবদুল্লাহ্ বিন হাওযাহ্ নামক এক ব্যক্তি আক্রমণ করতে গিয়ে হযরত হুসায়নের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় এবং বলে, হে হুসায়ন ! তুমি জাহান্নামের সুসংবাদ গ্রহণ কর। তখন হুসায়ন (রা) বললেন, কখনোই না। হে দুর্ভাগা ! আমি তো এমন এক রবের সান্নিধ্যে গমন করছি যিনি দয়াময় এবং সর্বমান্য সুপারিশকারী; তুমি বরং জাহান্নামের অধিক নিকটবর্তী।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর যখন সে ফিরে যাচ্ছিল তখন তার ঘোড়া তাকে পিঠ থেকে ছুঁড়ে ফেলে তার ঘাড় মটকে দেয় আর এদিকে তার পা রেকাবিতে আটকে ঝুলে থাকে। হযরত হুসায়ন (রা) যখন তাকে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন সে বলেছিল, আমি হাওযার পুত্র। তখন হযরত হুসায়ন (রা) হাত উঠিয়ে তার নামে ঐ শব্দমূল ব্যবহার করে দু'আ করেছিলেন- اللهم حزه الى النار

---

১. আল আখবারুত তিওয়ালে (২৫৬পৃঃ) যায়দ আর আত্ তাবারীতে যুওয়াদ রয়েছে।
২. যিয়াদ বিন আবূ সুফিয়ান।
৩. আত্ তাবারীতে (৬/৪৪৫) আল কামিলে (৪/৬৫) উমায়র-রয়েছে আর ইবনুল আ'ছমে (৫/১৮৯) ওয়াহব বিন আবদুল্লাহ বিন হুবাব আল কালবী।

হে আল্লাহ্ ! আপনি তাকে জাহান্নামে ঠেলে দিন। তখন ইব্ন হাওযাহ্ ক্রুদ্ধ হয়ে জোরপূর্বক তার ঘোড়াকে তার উপর আক্রমণের জন্য চালিত করতে চাইল। উল্লেখ্য যে, এসময় তাদের দু'জনের মাঝে পরিখার ব্যবধান ছিল। তখন তার ঘোড়া তাকে পিঠ থেকে ফেলে দিলে তার একপা পায়ের গোছা ও উরুসহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় আর অপর পার্শ্ব রেকাবিতে লটকে থাকে। তখন মুসলিম বিন আওসাজাহ্ তরবারির আঘাতে তার ডান পা উড়িয়ে দিলেন আর তার ঘোড়া তাকে নিয়ে পরিখায় নেমে পড়ল, তখন সে অতিক্রমকালে প্রতিটি পাথরের সাথে তার মাথা ঠুকে দিতে লাগল এবং এভাবেই তার মৃত্যু হল।

আবূ মুখান্নাফ আবূ জানাবের উদ্ধৃতিতে বলেন, আমাদের মাঝে আবদুল্লাহ্ বিন নুমায়র নামে বনী উলায়মের এক ব্যক্তি ছিল। হামাদান গোত্রের আল জা'দ কূপের নিকট একটি বাড়ি বানিয়ে সে বাস করত। আন নামির বিন কাসিত বংশীয় তার এক স্ত্রী ও তার সাথে থাকত। সে যখন লোকদেরকে হযরত হুসায়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি নিতে দেখল তখন বলল, আল্লাহ্র শপথ ! মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমি আগ্রহী ছিলাম। আমি আশা করি যে, আল্লাহ্র রাসূলের দৌহিত্রের পক্ষে এদের বিরুদ্ধে আমার জিহাদ মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদের চেয়ে উত্তম হবে এবং তা দ্বারা আল্লাহ্র কাছে সাওয়াব লাভও সহজ হবে। এরপর সে তাঁর স্ত্রীর কাছে গিয়ে তাঁর সংকল্পের কথা জানাল। তখন সে বলল, আপনি সঠিক সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ্ আপনাকে আপনার বিষয়ে সবচেয়ে কল্যাণকর সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিন। আপনি তা করুন এবং আমাকেও আপনার সাথে নিন।

বর্ণনাকারী বলেন, তখন সে তাঁকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল এবং হযরত হুসায়নের কাছে এসে পৌঁছল। এরপর তিনি আমর বিন সা'দের তীর নিক্ষেপের ঘটনা এবং এই ব্যক্তি কর্তৃক যিয়াদের মাওলা ইয়াসার এবং ইব্ন যিয়াদের মাওলা সালিমকে হত্যার ঘটনা এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, আবদুল্লাহ্ বিন উমায়র তাদের দু'জনের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য হযরত হুসায়নের অনুমতি চাইল, তখন তিনি তাঁর দিকে লক্ষ্য করে দেখলেন সে প্রশস্ত কাঁধ ও শক্তিশালী বাহুর অধিকারী দীর্ঘকায় ও বাদামীবর্ণ বিশিষ্ট পুরুষ। তখন হুসায়ন (রা) বললেন, আমার মনে হয়, সে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কঠিন লড়াইকারী। তুমি চাইলে অগ্রসর হও। তখন সে অগ্রসর হলে তারা দু'জন (ইয়াসার ও সালিম) বলল, কে তুমি ? তখন সে তাদের দু'জনকে নিজের পরিচয় দিল। তখন তারা দু'জন বলল, আমরা তোমাকে চিনি না।

অতঃপর যখন সে ইয়াসারকে আক্রমণ করল, তখন তার যেন কোন অস্তিত্বই থাকল না, সে যখন তাকে নিয়ে ব্যস্ত হঠাৎ ইব্ন যিয়াদের মাওলা সালিম তাকে আক্রমণ করে বসল, এসময় কেউ একজন চিৎকার করে তাকে সাবধান করল কিন্তু সে সতর্ক হল না। ফলে সে তাকে অক্রমণ করে এবং তার বাম হাতের আঙুলসমূহ তরবারির আঘাতে উড়িয়ে দিল। অতঃপর সে কাল্বীর দিকে মনযোগী হল এবং তরবারির আঘাতে শেষ করে দিয়ে আবৃত্তি করতে লাগল-

ان تنكرانى فانا ابن كلب + نى بيتى فى عليم حسبى[১] —

---

১. আত্ তাবারীতে (ان تنكر و فى فانا ابن حب حبى) তোমরা যদিও আমাকে চিনতে না পার তাহলে জেনে রাখ, আমি কাল্ব গোত্রের সন্তান..... আর আবূ মুখাননাফের আল মাকতালে রয়েছে - যদি ....বিশাল বাহুর ও প্রচণ্ড আঘাতের অধিকারী।

তোমরা দু'জন যদি আমাকে চিনতে না পার তাহলে জেনে রাখ আমি বনূ কালবের সন্তান, আমার (বর্তমান) বংশ পরিচয় আমার গৃহ আর বনূ উলায়ম আমার আভিজাত্য।

انـى امـرؤ ذومـروءة وغـضـب + ولـسـت بـالـخـوار عـنـد الـكـرب —[1]

আমি ক্রোধ ও আত্মমর্যাদার অধিকারী এক ব্যক্তি, আর যুদ্ধকালে আমি ভীরু নই।

انـى زعـيـم لـك ام وهـب + بـالـطـعـن فـيـهـم مـقـدمـا والـضـرب ضـرب

غـلام مـؤمـن بـالـرب —

হে উম্মে ওয়াহব ! আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি অগ্রবর্তী হয়ে তাদের মাঝে বর্শা ও তরবারির আঘাতের-রবে বিশ্বাসী বীরযোদ্ধার আঘাতের।

তখন উম্মে ওয়াহব একটি তাঁবুর খুঁটি নিল এবং তাঁর স্বামীর দিকে অগ্রসর হয় তাঁকে বলল, তোমার জন্য আমার পিতামাতা উৎসর্গিত হোক ! মুহাম্মদ (সা)-এর বংশধর এই নেক লোকেদের পক্ষে লড়াই কর। তখন সে তাঁর দিকে অগ্রসর হয়ে তাঁকে মেয়েদের দিকে ফিরিয়ে পাঠিয়ে দিতে চাইল। কিন্তু সে তাঁর কাপড় টেনে ধরে রেখে বলল, আমাকে তোমার সাথে থাকতে দাও। তখন হযরত হুসায়ন (রা) তাঁকে ডেকে বললেন, তুমি মেয়েদের কাছে গিয়ে তাদের সাথে বসে থাক। মেয়েদের কোন যুদ্ধ নেই। এরপর সে তাঁদের কাছে চলে গেল।

বর্ণনাকারী বলেন, সেদিন দু'পক্ষের মাঝে অনেক দ্বন্দ্বযুদ্ধ হল, যার বিজয় ছিল হযরত হুসায়ন (রা)-এর সঙ্গীদের। কারণ তাঁরা ছিল একদিকে প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী, অন্যদিকে মরিয়া। নিজেদের তরবারি ছাড়া আত্মরক্ষার আর কোন অবলম্বন তাঁদের ছিল না। তাই কোন কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি উমর ইব্‌ন সা'দকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার পরামর্শ দিয়েছিল। এরপর ইব্‌ন যিয়াদ বাহিনীর ডানপার্শ্বের অধিনায়ক আমর ইব্‌ন হাজ্জাজ আক্রমণ করে বলতে লাগল, (তার সঙ্গীদের উদ্দেশে) তাঁদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যারা ধর্মচ্যুত হয়েছে এবং মুসলমানদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে।[2] তখন হুসায়ন (রা) তাকে বললেন, দুর্ভাগ্য তোমার হাজ্জাজ! তুমি কি আমার বিরুদ্ধে লোকদের প্ররোচিত করছ ? আমরা ধর্মচ্যুত হয়ে গেলাম আর তুমি ধর্মে অবিচল ? অচিরেই যখন আমাদের প্রাণবায়ু নির্গত হবে তোমরা জানতে পারবে কারা জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হওয়ার অধিক যোগ্য। মুসলিম ইব্‌ন আওসাজা[3] এই আক্রমণে নিহত হন। হযরত হুসায়ন (রা)-এর মাঝে তিনিই প্রথম শহীদ হন।

এ সময় হযরত হুসায়ন (রা) হেঁটে তাঁর কাছে গেলেন এবং তাঁর জন্যে আল্লাহ্‌র রহমতের দু'আ করলেন। এ সময় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছিলেন, তখন হাবীব ইব্‌ন মুতাহ্‌হার তাঁকে বললেন, তুমি জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর। তখন তিনি ক্ষীণ ও দুর্বল কণ্ঠে বললেন, আল্লাহ্ তোমাকে কল্যাণের সুসংবাদ দান করুন। অতঃপর হাবীব তাকে বললেন, যদি আমার জানা না থাকত যে, আমিও তোমার পদচিহ্নের অনুসারী হয়ে তোমার সাথে মিলিত হচ্ছি, তাহলে তোমার ওসীয়ত পূর্ণ করতাম। তখন মুসলিম ইব্‌ন আওসাজা হযরত হুসায়নের দিকে

---

১. আত্ তাবারীতে (ذوفرة وعصب ...... عندالنكيب) যুদ্ধকালে প্রচণ্ড শক্তি ও পেশীর অধিকারী।

২. আত তাবারী ও আল কামিলে- ইমাম রয়েছে।

৩. তাকে হত্যা করে মুসলিম ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ আয্ যবাবী এবং আব্দুর রহমান ইব্‌ন আবূ খুশকারাহ্ আল বাজালী।

ইশারা করে তাঁকে বললেন, এর ব্যাপারে আমি তোমাকে ওসীয়ত করছি, তাঁকে রক্ষা করতে তাঁর সামনে যেন তোমার মৃত্যু হয়।

ইতিহাসবিদগণ বলেন, এরপর বামদিকের সেনাদল নিয়ে শাম্মার ইব্‌ন যুল জাওশান আক্রমণ হানল এবং তারা হযরত হুসায়ন (রা)-কে লক্ষ্য করে অগ্রসর হল। তখন তাঁর অশ্বারোহী সঙ্গীরা তাঁকে রক্ষায় প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলল এবং তাঁকে আগলে প্রচণ্ড লড়াই করল। তখন তাঁরা উমর ইব্‌ন সা'দের কাছে একদল পদাতিক তীরন্দাজ চেয়ে পাঠাল। তখন আমর তাঁদের সাহায্যার্থে প্রায় পাঁচশ পদাতিক তীরন্দাজ পাঠাল। তখন এরা হযরত হুসায়নের সঙ্গীদের ঘোড়াগুলোকে তীর নিক্ষেপ করতে লাগল, এমনকি তারা তাঁদের সবগুলোকে গুরুতরভাবে আহত করল। ফলে যোদ্ধারা সকলেই অশ্ববিহীন পদাতিক যোদ্ধায় পরিণত হল। তারা যখন হুর ইব্‌ন ইয়াযীদের ঘোড়াকে গুরুতররূপে আহত করল, উদ্যত তরবারি হাতে সে তার পিঠ থেকে নেমে সিংহের ন্যায় অগ্রসর হল এবং আবৃত্তি করল ঃ

أشــجــع مــن ذى لــبــد هــزبــرــ [1]ان تــعــقــى وابــى فــأنــا ابــن الــحــرــ

যদি তোমরা আমার ঘোড়াকে যখম করে থাক তাহলে আমি তার পরওয়া করি না। কেননা, আমি হুরের ছেলে কেশরওয়ালা সিংহের চেয়ে সাহসী।

বলা হয় যে, এ সময় উমর ইব্‌ন সা'দ ঐ সকল তাঁবু ভেঙে দিতে বলল, যেগুলো তাদের দিক থেকে যুদ্ধের জন্য প্রতিবন্ধক হয়েছিল। তখন যারা তা করতে আসল হযরত হুসায়নের সঙ্গীরা তাদের হত্যা করতে লাগল। তখন সে এগুলোকে পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিল। তখন হুসায়ন (রা) বললেন, তাদেরকে পোড়াতে দাও। পোড়ার পরও সেগুলো অতিক্রম করে তারা আসতে পারবে না। এ সময় শাম্মার হযরত হুসায়নের জন্যে খাটানো তাঁবুর কাছে এসে তাতে বর্শাঘাত করল এবং বলল, আগুন নিয়ে আস ভেতরে যারা আছে, তাদেরকে সহ আমি এই তাঁবু পুড়িয়ে দিই। তখন মেয়েরা চিৎকার করে তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসলেন। তখন হযরত হুসায়ন (রা) তাকে বললেন, আল্লাহ্ তোমাকে আগুনে পোড়ান। এ সময় শারীছ[2] ইব্‌ন রিবয়ী দুরাচার শাম্মারের কাছে এসে বলল, তোমার কথা, কাজ এবং এই আচরণের চেয়ে কুৎসিত কিছু আমি দেখি নি, তুমি কি মেয়েদেরকেও আতংকিত করতে চাও ? তখন সে লজ্জিত হয়ে ফিরতে উদ্যত হল।

হুসায়ন ইব্‌ন মুসলিম বলেন, আমি শাম্মারকে বললাম, সুবহানাল্লাহ্! এটা তোমার জন্য শোভনীয় নয়। তুমি কি তোমার বিরুদ্ধে দু'টি অপরাধ একত্র করতে চাও ? আল্লাহ্‌র (আগুনের) শাস্তি দ্বারা শাস্তি দিবে আর নিরপরাধ নারী শিশুদের হত্যা করবে ? আল্লাহ্‌র শপথ ! তোমার নর হত্যায় তোমার আমীরকে সন্তুষ্ট করার জন্য যথেষ্ট। হুমায়দ বলেন, তখন সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কে ? আমি বললাম, আমি তোমাকে আমার পরিচয় দিব না। আর আমার আশংকা ছিল আমার পরিচয় দিলে সে আমাকে চিনে ফেলত এবং আমীরের কাছে আমার বিরুদ্ধে নালিশ করত।

---

১. ইবনুল আ'ছমে ان تنكر نى فأنا ابن الحر যদি তোমরা আমাকে চিনতে না পার তাহলে জেনে রাখ, আমি হুর পুত্র। আল মাকতালে ان تعقروا فسرى فانى الحر যদি তোমরা আমার অশ্বকে আহত করে থাক তাহলে জেনে রাখ, আমি হুর।

২. মূল গ্রন্থে এরূপ বিদ্যমান। অন্যান্য উদ্ধৃতি গ্রন্থে شبيث এর পরিবর্তে سبث সাবিছ রয়েছে।

Contents

এদিকে হযরত হুসায়নের সঙ্গীদের মধ্য যুহায়রুবনুল কায়ন কয়েকজন[১] যোদ্ধা নিয়ে শাম্মার ইব্‌ন যুল জাওশানের উপর আক্রমণ করে তাকে তার অবস্থান থেকে হটিয়ে দিল এবং শাম্মারের সহযোদ্ধা আবূ আয্‌যাহ আয্ যবাবীকে হত্যা করল। আর হযরত হুসায়নের সঙ্গীদের কেউ যখন নিহত হত তখন তাঁদের মাঝে শূন্যস্থান সৃষ্টি হত কিন্তু ইব্‌ন যিয়াদ পক্ষের বহুজন নিহত হলেও তাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে তাদের মাঝে কোন শূন্যতা প্রকাশ পেত না। ইতিমধ্যে জোহরের নামাযের সময় হল, তখন হযরত হুসায়ন (রা) বললেন, তাদেরকে বল, আপাতত যুদ্ধ থেকে বিরত হতে যাতে আমরা নামায পড়ে নিতে পারি। তখন কূফাবাসী এক ব্যক্তি বলল, তোমাদের পক্ষ থেকে এটা গ্রহণ করা হবে না। তখন হাবীব ইব্‌ন মুতাহ্‌হার তাকে বললেন, হতভাগা! তোমাদের থেকে গ্রহণ করা হবে, আর রাসূল পরিবারের পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হবে না ? এ যুদ্ধে হাবীব প্রচণ্ড লড়াই করেন। বনী আকফানের বুদায়ল ইব্‌ন সুরায়ম নামক এক ব্যক্তিকে হত্যা করে তিনি আবৃত্তি করতে লাগলেন,

ان[২] حبيب وابى مطهر + فارس هيجاء وحرب سعر —

আমি হাবীব আর আমার পিতা মুতাহ্‌হার প্রচণ্ড লড়াই ও তীব্র যুদ্ধের অশ্বারোহী

ونحن اوفى منكم وأصبر —انتم[৩] أوفر عدة واكثر + .

তোমরা অধিক অস্ত্রশস্ত্র ও সংখ্যার অধিকারী আর আমরা যুদ্ধকালে, তোমাদের চেয়ে অধিক বিশ্বস্ত এবং ধৈর্যশীল।

ونحن[৪] اعلى حجة و اظهر + حقا وابقى منكم واطهر —

যুক্তি ও প্রমাণে আমরাই শ্রেষ্ঠতর আর যথার্থই স্পষ্টতর। আর আমরা তোমাদের চেয়ে স্থায়ীতর ও পবিত্রতর।

এরপর বনূ তামীমের এক ব্যক্তি এই হাবীবের উপর আক্রমণ করে এবং তাঁকে বর্শাঘাত করে ধরাশায়ী করে। তিনি উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলে হাসীন ইব্‌ন..... তাঁর মাথায় তরবারি দিয়ে আঘাত করে তখন তিনি পতিত হন। এরপর তামীমী লোকটি নেমে তাঁর মাথা কেটে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে এবং (যুদ্ধ শেষে) তাঁকে ইব্‌ন যিয়াদের কাছে নিয়ে যায়। তখন হাবীবের পুত্র তাঁর পিতার মাথা দেখে চিনতে পারে, তখন সে ঐ ব্যক্তিকে বলে, আমার পিতার মাথা আমাকে দাও। আমি তা দাফন করব। একথা বলে সে কেঁদে ফেলে।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর বালকটি যখন বয়ঃপ্রাপ্ত ও শক্তসামর্থ্য হল তখন তার একমাত্র চিন্তা ছিল তার পিতৃহন্তাকে হত্যা করা। এরপর যখন মুস'আব ইব্‌ন উমায়র কূফার গভর্নর হলেন, তখন সেই বালক একদিন সুযোগ বুঝে মুস'আব ইব্‌ন উমায়রের[৫] সেনা ছাউনীতে প্রবেশ করে দেখল তার পিতৃহন্ত সেই ব্যক্তি তার তাঁবুতেই রয়েছে। তখন দ্বিপ্রহরকালে বিশ্রামরত অবস্থায় সে তার তাঁবুতে প্রবেশ করে তাকে তরবারির আঘাতে শেষ করে দিল।

---

১. আত্ তাবারীতে (২/২১৫) দশজন সঙ্গী নিয়ে।

২. আত্ তাবারীতে মুতাহহার-এর স্থলে মুযাহির এবং مسعر এর স্থলে سسعر আর আল মাকতালে وليس قسور (শক্তিমান সিংহ) রয়েছে।

৩. আত্ তাবারীতে اعدعدة واكثر। অধিক অস্ত্রশস্ত্র ও সংখ্যাধিকারী।

৪. আত্ তাবারীতে حقا واتق منكم واعزرو আর আমরা তোমাদের চেয়ে আল্লাহ্‌ভীরুও।

৫. এটা ছিল মুসআবের রাজমীরা অভিযানকালে আর হাবীব পুত্রের নাম ছিল আসিম।

আবূ মুখান্নাফ বলেন, আমাকে মুহাম্মদ ইব্ন কায়স বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, যখন হাবীব ইব্ন মুতাহ্হার নিহত হলেন, তখন হযরত হুসায়ন (রা)-এর মন ভেঙে গেল এবং তিনি বললেন, এবার আমি আমার নিজের প্রাণের বিনিময় আল্লাহ্র কাছে প্রত্যাশা করছি। আর হুর আবৃত্তি করে হযরত হুসায়ন (রা)-কে বললেন,

اليت لا تقتل حتى اقتل + ولن اصاب اليوم احا مقبله —

শপথ করেছি আমার আগে আপনাকে নিহত হতে দেব না + এবং আজ আমাকে পশ্চাত থেকে আঘাত করা যাবে না।

أضربهم بالسيف ضربا فيصلا + لا ناكلا عنهم ولا مهملا[1] —

তরবারি দ্বারা তাদেরকে অপ্রতিহত কর্তনকারী আঘাত করব যা তাদের থেকে ফিরে আসবে না এবং ব্যর্থ হবে না।

তারপর তিনি যুহায়র ইব্ন আল কায়নের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াইয়ে লিপ্ত হলেন। তাদের একজন যখন প্রতিপক্ষের উপর আক্রমণ করতে গিয়ে অন্যদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ছিল, তখন অন্যজন তার উপরে পাল্টা আক্রমণ করে তাকে সে অবস্থা থেকে উদ্ধার করছিল। এভাবে বেশ কিছুক্ষণ অতিবাহিত হল। এরপর শত্রুপক্ষের কয়েকজন হুর ইব্ন ইয়াযীদের উপর একযোগে আক্রমণ করে তাঁকে হত্যা করে। আর আবূ সুমামা আস সাইদী তার শত্রু তার এক চাচাত ভাইকে হত্যা করে। এরপর হযরত হুসায়ন (রা) তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে জোহরের 'সালাতুল খাওফ' আদায় করলেন। তারপর উভয় পক্ষ তুমুল লড়াইয়ে লিপ্ত হল। এ সময় হযরত হুসায়নের প্রধান সঙ্গীরা তাঁকে রক্ষায় প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলল। যুহায়র ইব্ন আল কায়ন তীব্র লড়াই করলেন। তাঁর এক সঙ্গী যখন তীর বিদ্ধ হয়ে হযরত হুসায়নের সামনে ধরাশায়ী হল, তখন তিনি আবৃত্তি করতে লাগলেন,

ان زهير وانا ابن القين + اذودكم بالسبق عن الحسين —

আমি যুহায়র আমি কায়ন পুত্র। তরবারির আঘাতে হুসায়ন থেকে আমি তোমাদের প্রতিহত করব। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি হযরত হুসায়নের কাঁধ চাপড়ে বলতে লাগলেন,

اقدم هديت هاديا مهديا + فاليوم تلقى جدك النبيا —

হে সুপথপ্রাপ্ত ও সুপথ প্রদর্শনকারী আপনি অগ্রসর হোন + কেননা আজ আপনি আপনার নানা-নবী করীম (সা)-এর সাক্ষাত পাবেন।

وحسنا والمرتضى عليا + وذا الجناحين الفتى الكميا
واسد الله الشهيد الحيا —

আরো সাক্ষাত পাবেন হাসানের, আলী মুরতযার, অস্ত্রধারী বীর জা'ফর তায়্যারের এবং শেরে খোদা যিনি অমর শহীদ।

বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় কাছীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ আশ্‌শারী এবং মুহাজির ইব্ন আওস একযোগে তাঁর উপর আক্রমণ করে তাঁকে হত্যা করে। তিনি আরও বলেন, নাফে'[2] ইব্ন

---

১. আত্ তাবারীতে مهلا

২. মূল গ্রন্থে রয়েছে, তদ্রূপ আত্ তাবারী ও আল কামিলে, আর ইবনুল আ'ছমে (৫/২০০) রয়েছে, হিলাল ইব্ন রাফে আল বাজালী।

হিলাল আল জামালী ছিলেন হযরত হুসায়ন (রা)-এর অন্যতম সঙ্গী। তিনি তাঁর তীরের পশ্চাদভাগে লিখে বিষ মাখিয়ে তা নিক্ষেপ করতে লাগলেন এবং আবৃত্তি করতে লাগলেন-

ارمى بها معلما اوفواقها + والنفس لا ينفعها شقاقها[১]

তার পশ্চাদভাগ চিহ্নিত করে আমি তা নিক্ষেপ করছি

انا[২] الجملى انا على دين على –

আর আমি হলাম জামালী আলীর অনুসারী।

এভাবে তিনি উপর ইব্ন সা'দের বারোজন যোদ্ধাকে হত্যা করেন। আর যাদেরকে আহত করেন তাদের সংখ্যা স্বতন্ত্র। এরপর আঘাত করে তাঁর বাহুদ্বয় উড়িয়ে দেয়া হয়। অতঃপর শত্রুরা তাঁকে বন্দী করে উমর ইব্ন সা'দের কাছে নিয়ে আসে, তখন সে তাঁকে বলল, দুর্ভোগ আছে তোমার কপালে। হে রাফে! নিজের এই পরিণতি বরণে কিসে তোমাকে প্ররোচিত করল। তখন তিনি বললেন, আমি কি চেয়েছি তা আমার রবই ভাল জানেন, এ সময় তাঁর শরীর এবং দাঁড়িতে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল।

তারপর তিনি নিজেই বললেন, আল্লাহ্র শপথ! আহতদের ছাড়াই আমি তোমাদের বারজন যোদ্ধাকে হত্যা করেছি। আর তোমাদের বিরুদ্ধে আমি যে প্রাণান্ত লড়াই করেছি তার জন্য আমি নিজেকে ভর্ৎসনা করছি না। আর আমার একটি বাহুও যদি অক্ষত থাকত তাহলে তোমরা আমাকে বন্দী করতে পারতে না। তখন শাম্মার উমরকে বলল, তাঁকে হত্যা করুন। তখন সে বলল, তুমি তাঁকে নিয়ে এসেছ, তুমি চাইলে তুমিই তাঁকে হত্যা কর। তখন শাম্মার অগ্রসর হয়ে তার তরবারি উদ্যত করল, তখন নাফে তাকে বললেন, আল্লাহ্র শপথ! হে শাম্মার তুমি যদি মুসলমান হতে তবে আমাদের রক্ত মেখে আল্লাহ্র সামনে উপস্থিত হওয়া তোমার জন্য সম্ভব হত না। প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি তাঁর নিকৃষ্টতম মাখলুকের হাতেই আমাদের মৃত্যু নির্ধারণ করেছেন। এরপর সে তাঁকে হত্যা করল। তারপর শাম্মার অগ্রসর হয়ে হযরত হুসায়ন (রা)-কে পরিবেষ্টনকারী অবশিষ্ট সঙ্গীদের উপর আক্রমণ করল। এ সময় তার সাথে যোদ্ধা সংখ্যা বহু বৃদ্ধি পেল এবং তারা হযরত হুসায়নের অতি নিকটে পৌঁছে যাওয়ার উপক্রম হল।

হযরত হুসায়ন (রা)-এর সঙ্গীরা যখন দেখল যে, শত্রুরা সংখ্যাধিক্যে তাদেরকে পরাজিত করে ফেলেছে এবং এখন আর তারা হযরত হুসায়ন (রা)-কে রক্ষায় কিংবা আত্মরক্ষায় সক্ষম নয় তখন তারা তার সামনে আত্মবিসর্জন দেয়ার প্রতিযোগিতা শুরু করল। এ সময় আযরাহ্[৩] গিফারীর দুই পুত্র আব্দুর রহমান ও আবদুল্লাহ্ এসে হযরত হুসায়ন (রা)-কে বললো, হে আবূ আবদুল্লাহ্! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। শত্রু আমাদেরকে আপনার

---

১. ইবনুল আ'ছমে রয়েছে اسمواقها....... معلمة আর তারপরে রয়েছে فسمومة تجرى لها أحقابها + لتملأن أرضها رشاقها -

২. ইবনুল আছমে রয়েছে - انا الغلام التميمى البجلى + دين على دين حسين بن على আমি তামীমী অতপর বাজালী বীর + আমার দীন হুসায়ন ইব্ন আলীর দীন - انا اقتل اليوم وهذا عملى + وذاك رأبى او الاق املى যদি আমি আজ নিহত হই তাহলে এটাই আমার কাজ; আর আমার আবার সাক্ষাত পাওয়া পর্যন্ত সেটাই আমার রায়।

৩. আল কামিলে (৪/৭২) আযওয়াদা ; ইবনুল আ'ছলে (৫/১৯৪) কুররা ইব্ন আবূ কুররা আল গিফারী যার নূরুল আয়নে, মুররা ইব্ন মুররা রয়েছে।

কাছে হাঁকিয়ে নিয়ে এসেছে। কাজেই, এখন আমরা চাই আপনাকে রক্ষায় আপনার সামনে নিহত হতে। তখন তিনি বললেন, তোমাদের দু'জনকে স্বাগতম। তোমরা আমার কাছে এসে যাও। তখন তাঁরা দু'জন তার নিকটবর্তী হলেন এবং তাঁর অতি কাছে থেকে লড়াই করতে লাগলেন। এ সময় তাঁরা দু'জন আবৃত্তি করছিলেন-

قد علمت حقا بنو غفار + وخندف بعد بنى نزار –

বানূ গিফার অতঃপর বানূ নিযার অতঃপর বানূ খিন্দিফ নিশ্চিতভাবে জেনেছে–

لنضربن معشر الفجار + بكل عضب قاطع بتار –

আমরা অবশ্যই পাপিষ্ঠ দলকে প্রতিটি অপ্রতিহত ও ধারালো তরবারি দ্বারা আঘাত করব

يا قوم ذودوا عن بنى اداخيار[১] + بالمشرق والقنا الخاطار –

হে সম্প্রদায় ! শ্রেষ্ঠ পিতাদের সন্তানদের পক্ষে লড় অত্যুৎকৃষ্ট তরবারি ও আন্দোলিত বর্শা দ্বারা।

এরপর তাঁর সঙ্গীরা একজন একজন এবং দু'জন দু'জন করে তাঁর কাছে আসতে লাগলেন এবং তাঁর সামনে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে লাগলেন। আর হযরত হুসায়ন (রা) তাঁদের জন্য দু'আ করে বলছিলেন, আল্লাহ্ তোমাদেরকে মুত্তাকীদের সর্বোত্তম বিনিময় দান করুন। তাঁরা একের পর এক এসে হযরত হুসায়ন (রা)-কে সালাম করতে লাগলেন এবং শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করে নিহত হতে লাগলেন। এরপর আবি ইব্ন আবূ শাকীব এসে বললেন, হে আবূ আবদুল্লাহ্ ! এখন পৃথিবীর বুকে আমার এমন কোন আত্মীয় বা অনাত্মীয় নেই যে, আমার কাছে আপনার চেয়ে প্রিয়। যদি আমি আমার প্রাণের চেয়ে মূল্যবান কোন কিছুর দ্বারা আপনার থেকে এই জুলুম ও হত্যা প্রতিহত করতে পারতাম তাহলে অবশ্যই তা করতাম। হে আবূ আবদুল্লাহ্ ! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমার জন্য সাক্ষী থাকুন যে, আমি আপনার তরীকার অনুসারী।

অতঃপর তিনি তাঁর উন্মুক্ত ও চকচকে তরবারি হাতে অগ্রসর হলেন। উল্লেখ্য যে তাঁর কপালে তরবারির আঘাতের চিহ্ন ছিল, আর তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাহসী পুরুষ। এরপর হাঁক দিয়ে বললেন, কে আছ একজনের মোকাবেলায় একজন ? এস আমার মোকাবেলায়। তখন তারা তাঁকে চিনতে পেরে তাঁর থেকে পিছু হটল।

তারপর উমর ইব্ন সা'দ বলল, পাথর ছুঁড়ে তাঁকে শেষ করে দাও। তখন তাঁকে লক্ষ্য করে চারদিক হতে পাথর ছোঁড়া হতে লাগল। তিনি যখন এ অবস্থা দেখলেন তখন তাঁর বর্ম ও শিরস্ত্রাণ ছুঁড়ে ফেললেন। এরপর শত্রুদের উপর আক্রমণ করলেন। আল্লাহ্র শপথ ! আমি তাকে দু'শর বেশি শত্রুযোদ্ধাকে একসাথে তাড়া করে ফিরতে দেখেছি। এরপর তারা চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করে নেয় এবং তিনি নিহত হন। আল্লাহ্ তাঁকে রহম করুন। এরপর আমি একাধিক ব্যক্তিকে তাঁর মাথা ধরে রাখতে দেখেছি, প্রত্যেকের দাবী সে তাঁকে হত্যা করেছে। এরপর যখন তারা বিষয়টির মীমাংসার জন্য উমর ইব্ন সা'দের কাছে তাঁর মাথা নিয়ে উপস্থিত হল, তখন সে বলল, তাঁর হত্যার ব্যাপারে বিবাদ কর না। কেননা একজন তাঁকে হত্যা করে নি। একথা বলে সে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিল।

১. আত্ তাবারীতে রয়েছে الأحرار স্বাধীন।

এরপর হযরত হুসায়নের সঙ্গীরা তাঁর সামনে লড়াই করতে করতে সবাই নিহত হলেন এবং একমাত্র সুওয়ায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আবূ মুতাগ আল খাছআমী[১] ব্যতীত তাঁর সাথে আর কেউ থাকল না। আর হযরত হুসায়নের স্বজন ও বনূ আবূ তালিবের প্রথম যে ব্যক্তি নিহত হন তিনি হলেন, আলী-আকবার ইব্‌ন হুসায়ন ইব্‌ন আলী। তাঁর মা হলেন, লায়লা বিন্‌ত আবূ মুর্‌রা ইব্‌ন উরওয়া ইব্‌ন মাসউদ আছ্‌ছাকাফী। মুর্‌রা ইবন মুনকিয্ ইব্‌ন নু'মান আল গাবদী বর্শাঘাতে তাঁকে হত্যা করে। কেননা, তিনি তাঁর পিতাকে রক্ষা করছিলেন আর সে (মুর্‌রা) তাঁকে আক্রমণ করতে চাচ্ছিল, তখন আলী ইব্‌ন হুসায়ন আবৃত্তি করলেন,

الله اولى بالنبى —[২]انا على ابن الحسين بن على + نحن وبيت

আমি আলী ইব্‌ন হুসায়ন ইব্‌ন আলী + শপথ আল্লাহ্‌র ঘরের আমরা নবীর ঘনিষ্টতর

كيف ترون اليوم شرى عن أبى[৩]تالله لايحكم فينا ابن الدعى

আল্লাহ্‌র শপথ ! পিতৃ পরিচয়ে সন্দেহযুক্ত ব্যক্তির পুত্র আমাদের ব্যাপারে ফয়সালা করতে পারবে না। আর দেখ কিভাবে আমি আমার পিতার চারপাশে বুহ্য রচনা করেছি। -

প্রথমে মুর্‌রা তাঁকে বর্শাঘাত করল, তারপর অন্যেরা তাঁকে চারপাশ থেকে বেষ্টন করে নিল এবং তরবারির আঘাতে তাঁকে কেটে ফেলল। তখন হযরত হুসায়ন (রা) বললেন, বৎস! তোমাকে যারা হত্যা করল আল্লাহ্ যেন তাদেরকে হত্যা করেন। আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তাঁর পবিত্র বিষয়াদির পবিত্রতা লঙ্ঘনের প্রতি তাদের কী স্পর্ধা ? তোমার পর দুনিয়া ধ্বংস হোক।

বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল সৌন্দর্যের অধিকারিণী এক তরুণী বেরিয়ে এসে বললেন, হায় ভাইজান ! হায় ভাতিজা ! ইনি ছিলেন হযরত আলী ও ফাতিমার কন্যা যায়নাব (রা)। এরপর তিনি তাঁর ধরাশায়ী ভাতিজার উপর ঝুঁকে পড়লেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন হযরত হুসায়ন (রা) এসে তাঁর হাত ধরে তাঁকে তাঁবুতে প্রবেশ করালেন। এরপর হযরত হুসায়নের নির্দেশে আলী আকবারকে সেখান থেকে তাঁর তাঁবুর সামনে তাঁর কাছে নিয়ে আসা হল। এরপর প্রথমে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন আকীল,[৪] তারপর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন

---

১. আত্ তাবারীতে (৬/২৫৫) বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং বশীর ইব্‌ন আমর আল হাযরমী। আর আল-কামিলে (৪/৭৩) রয়েছে আয-যাহহাক ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ আল মাশরাফী এবং তারা দু'জন বলেন, তিনি হযরত হুসায়নের কাছে এসে বললেন, যদি আমি কোন যোদ্ধা না দেখি তাহলে আমি প্রত্যাবর্তন থেকে দায়মুক্ত ? তখন হযরত হুসায়ন (রা) তাঁকে বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ। তিনি বলেন, তখন আমি আমার অশ্বে আরোহণ করলাম এবং লোকদের উপর আক্রমণ করলাম... এবং সালাম করলাম।

২. আত্ তাবারীতে (৬/২৫৬) এবং আল-কামিলে (৪/৭৪) কা'বাগৃহের শপথ আমরা .....

৩. আত্ তাবারী, আলকামিল ও মুরূজুযযাহাব থেকে প্রথম পংক্তিটি .... আর ইবনুল আ'ছমে (৫/২০৯) রয়েছে। - والله لا ليحكم فينا ابن الدعى + أطعمنكم بالرمح حتى يانثنى আল্লাহ্‌র শপথ পিতৃ পরিচয়ে সন্দেহযুক্ত ব্যক্তির সন্তান আমাদের ব্যাপারে ফয়সালা করতে পারবে না, আমি তোমাদের এমন বর্শাঘাত করব যে, তা বেঁকে যাবে। اخريكم بالسيف احمى عن خا + شرب غلام علوى قرشى পিতাকে রক্ষার্থে আমি তোমাদের তরবারি দ্বারা আঘাত করব – আলাভী কুরায়শী বীরের আঘাত।

৪. ইবনুল আ'ছম বলেন, হযরত হুসায়নের ছেলে ও ভ্রাতাদের মধ্যে সর্বপ্রথম যাঁরা বের হন তাঁরা হলেন, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন আকীল। অতঃপর জা'ফর ইব্‌ন আকীল, তারপর তার ভাই আব্দুর রহমান ইব্‌ন আকীল। তারপর মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর, অতঃপর আওন ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন জাফর অতঃপর আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)। অতঃপর হযরত হুসায়নের ভাই আবূ বকর ইব্‌ন আলী অগ্রসর হলেন, আর তাঁর মা হলেন লায়লা বিন্‌ত মাসউদ ইব্‌ন খালিদ রিবয়ী যিনি তামীমী ছিলেন।

জা'ফরের দুই পুত্র আব্দুর রহমান ও জা'ফর এবং তাঁদের পর কাসিম ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন আলী (রা) নিহত হলেন।

আবূ মুখ্‌খানুনাফ বলেন, আমাকে ফুযায়ল ইব্‌ন খাদীজ আলকিন্দী বর্ণনা করেছেন যে, ইয়াযীদ ইব্‌ন যিয়াদ– যিনি ছিলেন, দক্ষ তীরন্দাজ আবূ শ্‌শা'ছা আল কিনানী[১] এবং বনূ বাহ্‌দালা গোত্রের সদস্য। হযরত হুসায়নের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে একশত তীর নিক্ষেপ করলেন যার পাঁচটি তীরও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নি। তিনি যখন তীর নিক্ষেপ শেষ করলেন, তখন বললেন, আমার মনে হয় আমি পাঁচজনকে হত্যা করেছি।

انا يزيد و انا المهاجر + أشجع من ليث قوى حادر[২]

আমি ইয়াযীদ, আমি মুহাজির, শক্তিশালী ও বিশালদেহী সিংহের চেয়ে সাহসী।

يا رب انى للحسين ناصر + ولابن سعد تاله وهاجر[৩]

আমার রবের কসম! আমি হুসায়নের সাহায্যকারী + আর ইব্‌ন সা'দের কপালে রয়েছে পরিত্যাগকারী।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, এরপর হযরত হুসায়ন (রা) একাকী অবস্থায় দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করলেন, যে-ই তাঁর দিকে অগ্রসর হয় সে-ই ফিরে যায়। তাঁর হত্যার দায় বহন করতে চায় না। অবশেষে মালিক ইব্‌ন বশীর নামে বানূ বাদ্দার এক ব্যক্তি অগ্রসর হয়ে হযরত হুসায়ন (রা)-এর মাথায় তরবারি দ্বারা আঘাত করে তাঁর মাথা রক্তাক্ত করে দিল।

হযরত হুসায়ন (রা)-এর মাথায় মোটা ধরনের টুপি ছিল। লোকটির আঘাত তা ভেদ করে তাঁর মাথায় আঘাত করল। ফলে তাঁর মাথার সেই টুপি রক্তে ভরে উঠল। তখন হুসায়ন (রা) তাকে বললেন, তা দ্বারা যেন তোমার পানাহার না হয়। তোমার হাশর যেন জালিমদের সাথে হয়। এরপর তিনি সেই টুপি খুলে তাঁর পাগড়ী আনিয়ে তা পরিধান করলেন।

আবূ মুখানুনাফ বলেন, আমাকে সুলায়মান ইব্‌ন আবূ রাশীদ হুসায়ন থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, (এ সময়) চাঁদের টুকরোর ন্যায় এক কিশোর তরবারি হাতে আমাদের দিকে অগ্রসর হল। এ সময় তাঁর পরনে ছিল লুঙ্গি ও কুর্তা আর তাঁর পায়ের জুতাদ্বয়ের একটির ফিতা ছিঁড়ে গিয়েছিল। আমার ভালভাবে স্মরণ আছে যে, সেটি ছিল বাম পায়ের জুতা। তখন উমর[৪] ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন নুফায়ল আল আযদী আমাদেরকে বলল, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তার উপর আক্রমণ করব। তখন আমি তাকে বললাম, সুবহানাল্লাহ্! তা করে তোমার কি লাভ?

অতঃপর তার ভাই উমর ইব্‌ন আলী, তার মা হলেন সাহবা বিনত রবী'আ ইব্‌ন বুজায়র যিনি বানূ তাগলিব গোত্রের মেয়ে [জামহারাতু আনসাবিল আরব ৩৩ পৃঃ] তারপর উসমান ইব্‌ন আলী তারপর জাফর' ইব্‌ন আবূ তালিব অতঃপর আব্বাস ইব্‌ন আলী এবং তারপর অগ্রসর হন আলী ইব্‌ন হুসায়ন। আলফুতূহ ৫/২০২ পৃঃ পরবর্তী অংশ দ্রঃ

১. আত্‌ তাবারীতে (৬/২৩২ঃ২৫৫) এবং আল কামিলে (৪/৭৩) আলকিন্‌দী রয়েছে।

২. আত্‌ তাবারীতে - انا يزيد و ابى المهاجر + أشجع من ليث بغيل فادر আমি ইয়াযীদ আর আমার পিতা সিংহ পুরুষ + গুহাবাসী সিংহের চেয়ে অধিক সাহসী।

৩. আত্‌ তাবারীতে আল কামিলে রয়েছে আননুসায়র, সে বনূ কিন্‌দার এক ব্যক্তি।

৪. আত্‌ তাবারী ও আল কামিলে রয়েছে আমর ইব্‌ন সা'দ, আর এ ব্যক্তি উক্ত বাহিনীর সর্বাধিনায়ক উমর ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস নয়।

যাঁদেরকে তারা বেষ্টন করে নিয়েছে তাদেরকে হত্যা করা-ই তোমার (উদ্দেশ্য পূরণে) যথেষ্ট। কিন্তু সে বলল, আল্লাহ্র শপথ! আমি তাঁর উপর আক্রমণ করবই।

তখন ফৌজের অধিনায়ক উমর[১] ইব্ন সা'দ তাঁর উপর আক্রমণ করল এবং তাঁকে তরবারি দ্বারা আঘাত করল। তখন বালকটি চিৎকার করে বলল, চাচাজান! বর্ণনাকারী বলেন, তখন হযরত হুসায়ন উমর ইব্ন সা'দের উপর সিংহ বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আমরকে তিনি তরবারি দ্বারা আঘাত করলেন, তখন সে তার বাহুদ্বারা আত্মরক্ষা করল, তখন তিনি কনুই থেকে তা বিচ্ছিন্ন করে দিলেন এবং সে চিৎকার করে দূরে সরে গেল।

এ সময় কূফার অশ্ববাহিনী উমরকে হযরত হুসায়ন (রা)-এর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আক্রমণ করল। তারা উমরকে অগ্রভাগে করে নিল আর তাদের খুরসমূহ নাড়া দিল। আর অশ্বারোহী দল তার চারদিকে চক্কর দিল। এরপর ধূলাবালি অপসারিত হলে দেখা গেল, হযরত হুসায়ন (রা) বালকটির শিয়রে দাঁড়িয়ে আছেন আর বালকটি মৃত্যু যন্ত্রণায় তড়পাচ্ছে। পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করছে। আর হুসায়ন (রা) বলছেন, ধ্বংস হোক তারা, যারা তোমাকে হত্যা করল। তোমার ব্যাপারে কাল কিয়ামতে তাদের প্রতিপক্ষ হবেন তোমার নানা (আল্লাহ্র রাসূল (সা))।

তারপর তিনি বললেন, আল্লাহ্র শপথ ! তোমার চাচার জন্য এ বিষয়টি মেনে নেয়া কঠিন যে, তুমি তাকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করলে অথচ সে তোমার আহ্বানে সাড়া দিতে পারল না অথবা সাড়া দিয়েও তোমার কোন উপকার করতে পারল না। তোমার এ আর্তচিৎকার এমন, যার প্রতি অবিচারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সহানুভূতিবোধকারীর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। এরপর তিনি তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে গেলেন। আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি বালকটির পা দু'টি মাটিতে আঁচড় কাটছে আর তাঁর বুক হযরত হুসায়ন (রা)-এর বুকের সাথে মিলে আছে। বহন করে এনে তিনি তাঁকে নিজ পুত্র আলী আকবর এবং তাঁর পরিবারের অন্যদেরকে নিজেদের সাথে রাখলেন। এরপর আমি বালকটির সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে বলা হল সে হল, কাসিম ইব্ন হাসান ইব্ন আলী ইব্ন আবূ তালিব।

হানী ইব্ন ছাবিত আল হায বশীর ভাষ্য, হযরত হুসায়ন (রা) যেদিন শহীদ হন সেদিন দশজনের একজন হয়ে আমিও ছিলাম। আর আমাদের প্রত্যেকেই ছিল অশ্বারোহী। হঠাৎ হুসায়ন (রা) পরিবারের এক এক বালক তাঁবুর একটি খুঁটি হতে বেরিয়ে আসল। তার পরনে ছিল লুঙ্গি ও কুর্তা। ভীত ও আতঙ্কিত হয়ে সে ডানে বামে তাকাচ্ছিল। আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি সে ফিরে দেখছিল তখনই তাঁর দুই কানে দু'টি মোতির দুল দুলছিল। এমন সময় ঘোড়া হাঁকিয়ে এক ব্যক্তি তাঁর দিকে অগ্রসর হল। যখন সে বালকটির কাছে পৌঁছে গেল তখন সে তার ঘোড়া থেকে ঝুঁকে বালকটিকে ধরে ফেলল। এরপর তরবারির আঘাতে তাঁকে হত্যা করল। হিশাম আস সাকূনী বলেন, হানী ইব্ন ছাবিতই এই বালকের হত্যাকারী। সমালোচনার ভয়ে সে নিজেকে আড়াল করে এভাবে ঘটনাটি বর্ণনা করেছে।

---

১. আত্ তাবারী ও আল-কামিলে রয়েছে কাসিমকে যে আক্রমণ করেছিল সে হল আমর ইব্ন সা'দ ইব্ন নুফায়ল; ফৌজের অধিনায়ক উমর ইব্ন সা'দ নয় যেমন কাসিমের হত্যা নিয়ে ইব্ন কাছীরের উদ্ধৃতিতে তা এসেছে।

বর্ণনাকারী বলেন, তারপর হযরত হুসায়ন (রা) ভীষণ ক্লান্ত হয়ে তাঁর তাঁবুর সামনে বসে পড়লেন। এ সময় আবদুল্লাহ্[১] নামে তাঁর এক ছোট শিশুকে তার কাছে আনা হল। তখন তিনি তাঁকে কোলে বসালেন, তারপর তাঁকে চুমু খেতে লাগলেন, তাঁর ঘ্রাণ শুকতে লাগলেন এবং তাঁকে বিদায় জানিয়ে তাঁর স্বজনদের ওসীয়ত করতে লাগলেন। তখন "আগুন প্রজ্বলিতকারীর পুত্র" নামক এক ব্যক্তি তীর নিক্ষেপ করে শিশুটিকে হত্যা করল। তখন হযরত হুসায়ন তাঁর রক্ত হাতে নিয়ে আকাশের দিকে নিক্ষেপ করে বললেন, হে আমার রব! আপনি যদি আমাদের থেকে আসমানী মদদ আটকে রেখে থাকেন তাহলে যা আরো উত্তম তাঁর জন্য তাকে নির্ধারণ করুন এবং আমাদেরকে জালিমদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করুন। এরপর আবদুল্লাহ্ ইব্ন উক্বা আল গানারী আবূ বকর ইব্ন হুসায়নকেও তীর নিক্ষেপ করে হত্যা করল।

তারপর হযরত হুসায়নের ভাই আবদুল্লাহ্, আব্বাস, উসমান, জা'ফর ও মুহাম্মদ নিহত হন। এদিকে হযরত হুসায়ন (রা) তীব্র পিপাসায় অস্থির হয়ে পড়েন এবং ফোরাতের পানি পান করার জন্য সেদিকে পৌঁছার চেষ্টা করেন কিন্তু শত্রুরা তাঁকে বাধা প্রদান করায় তিনি তা করতে সক্ষম হলেন না। অবশেষে যখন এক ঢোক পানি পান করলেন, তখন হাসীন ইব্ন তামীম নামক এক ব্যক্তি তাঁর চোয়ালে[২] তীর বিদ্ধ করল। হযরত হুসায়ন (রা) তাঁর চোয়াল থেকে যখন তা টেনে বের করলেন, তখন ফিনকি দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হল। তিনি তখন দু'হাতে তা নিলেন এবং রক্তে রঞ্জিত দুই হাত আসমানের দিকে উঠিয়ে সেই রক্ত সেদিকে নিক্ষেপ করে বললেন, হে আল্লাহ্! আপনি তাদেরকে সংখ্যা গুণে বেষ্টন করে রাখুন এবং তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে হত্যা করুন। আর পৃথিবীর বুকে তাদের কাউকে ছেড়ে দিবেন না। এভাবে তিনি তাদের বিরুদ্ধে মর্মস্পর্শীভাবে দু'আ করলেন।

বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহ্র কসম! কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই হযরত হুসায়ন (রা)-কে তীর নিক্ষেপকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ্ ভীষণ পিপাসায় আক্রান্ত করলেন। তখন আর কিছুতেই তার পিপাসা দূর হচ্ছিল না এবং তাকে পানি ঠাণ্ডা করে পান করানো হতে লাগল। কখনও বা পানি ও দুধ একত্রে ঠাণ্ডা করে পান করানো হতে লাগল কিন্তু তার পিপাসা দূর হল না। বরং সে বলতে লাগল, তোমাদের কি হল ? আমাকে পান করাও। পিপাসায় আমি মরে গেলাম।

বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহ্র কসম ! কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই তার পেট উটের পেটের ন্যায় ফেটে গেল[৩]। এরপর শাম্মার যুল জাওশান কূফার দশজনের মত পদাতিক যোদ্ধা নিয়ে হযরত হুসায়ন (রা)-এর তাঁবুর দিকে অগ্রসর হল যেখানে তাঁর পোষ্য-পরিজন এবং সামানপত্র ছিল। তখন তিনি হেঁটে তাঁদের দিকে অগ্রসর হলেন, কিন্তু তারা তাঁর ও তাঁর তাঁবুর মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়াল। তখন হযরত হুসায়ন তাদেরকে বললেন, হায় তোমাদের দুর্ভাগ্য! তোমাদের যদি কোন দীন না থাকে অন্তত দুনিয়াতে স্বাধীন ও সম্ভ্রান্তদের ন্যায় আচরণ কর। আমার স্ত্রী পরিজন ও সামানপত্রকে অন্তত পক্ষে তোমাদের দুরাচার[৪] ও মূর্খদের থেকে রক্ষা কর। তখন

---

১. ইবনুল আ'ছমে আলী ....

২. আত্ তাবারীতে রয়েছে; তার মুখে। আলকামিলে (৪/৭৬) তাকে তীর নিক্ষেপ করেছিল হাসীন ইব্ন নুমায়র। কারো মতে তীর নিক্ষেপকারী ছিল বনূ আবতান ইব্ন দারিমের জনৈক ব্যক্তি। ইবনুল আ'ছমে (৫/২১৫) আবূল জানূব নামক ব্যক্তি তাকে কপালে তীর নিক্ষেপ করেছিল।

৩. আত্ তাবারী ও আল কামিলের ভাষ্যের অনুবাদ করা হল।

৪. আত্ তাবারীতে -ইতরবর্গ।

শাম্মার বলল, হে ফাতিমার ছেলে! তোমাকে সে নিশ্চয়তা দেয়া হল। এরপর তারা তাঁকে ঘিরে ফেলল এবং শাম্মার তাঁকে হত্যার জন্য তাদেরকে প্ররোচিত করতে লাগল। তখন আবুল জানূব তাকে বলল, তাঁকে হত্যা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিচ্ছে ? তখন শাম্মার তাকে বলল, আমাকে তুমি একথা বলছ ? আবুল জানূব বলল, (তাহলে কেন) আমাকে তুমি তা বলছ ? এভাবে বেশ কিছুক্ষণ তারা একে অন্যেকে গালমন্দ করল। [পরিশেষে বিরক্ত হয়ে] আবুল জানূব তাকে বলল, আর সে ছিল সাহসী বীর, আল্লাহ্র শপথ ! আমার ইচ্ছা হয় তোমার চোখে এই বর্শা ফলা গেঁথে দিই। তখন শাম্মার তার থেকে সরে গেল। এরপর শাম্মার সাহসী লোকদের একটি দল নিয়ে এসে হযরত হুসায়ন (রা)-কে ঘিরে ফেলল। এ সময় তিনি তাঁর তাঁবুর কাছে ছিলেন, আর তাঁর ও তাঁদের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়াবার মত কেউ ছিল না। হঠাৎ তখন তাঁবু থেকে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুদর্শন এক বালক দৌঁড়ে বের হল, তাঁর কানে ছিল মোতির দুল। তখন তাঁকে বাধা দেয়ার জন্য যায়নাব বিন্ত আলী (রা) বের হয়ে আসলেন। কিন্তু বালক তাঁর বাধা উপেক্ষা করে চাচার থেকে আক্রমণ প্রতিহত করতে লাগল। তখন তাদের এক ব্যক্তি[১] তরবারি দ্বারা তাঁকে আঘাত করলে সে তাঁর হাত দিয়ে সে আঘাত ঠেকাল, ফলে তার সে হাত কর্তিত হয়ে চামড়ায় ঝুলে রইল। তখন সে আর্তনাদ করে বলল, চাচাজান! তখন হযরত হুসায়ন (রা) তাঁকে বললেন, বৎস ! তোমার শাহাদাতের বিনিময় আমি আল্লাহ্র কাছে প্রত্যাশা করছি। আর তুমি তো এখনই তোমার নেকখার পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত হচ্ছ।

এরপর সকলে মিলে চতুর্দিক থেকে হযরত হুসায়ন (রা)-এর উপর আক্রমণ করল আর তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে তরবারি চালনা করছিলেন। তখন তারা এমনভাবে তাঁর থেকে সরে যাচ্ছিল যেমনভাবে হিংস্র[২] প্রাণী থেকে মেষপাল ছুটে পালায়। এ সময় তাঁর বোন যায়নাব বিন্ত ফাতিমা (রা) তাঁর দিকে বেরিয়ে এসে বলতে লাগলেন, হায়! আসমান যদি জমিনের উপর ভেঙে পড়ত ! এরপর তিনি উমর ইব্ন সাদের দিকে লক্ষ্য করে তাকে বললেন, হে উমর! আবূ আবদুল্লাহ্ নিহত হবেন আর তুমি তা দেখতে থাকবে এটা কি তুমি মেনে নিয়েছ ? একথা শুনে তাঁর দাঁড়ি বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল আর তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। এরপর আর কেউই তাঁকে হত্যা করতে অগ্রসর হচ্ছিল না। অবশেষে যখন শাম্মার ইব্ন যুল জাওশান ঘোষণা করে বলল, হতভাগারা! তাঁকে নিয়ে তোমরা কিসের অপেক্ষা করছ ? তোমাদের মায়েরা সন্তান হারা হোক। (এখনই) তাঁকে শেষ করে দাও। তখন শত্রুরা চারদিক থেকে হযরত হুসায়ন (রা)-এর উপর আক্রমণ করল আর যুর'আ ইব্ন শারীক আত তামীমী তাঁর বাম কাঁধের মূল অস্থিতে এবং কাঁধ ও ঘাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে আঘাত করল। এরপর তারা তাঁকে ছেড়ে চলে গেল আর তিনি অতি কষ্টে উঠে দাঁড়াচ্ছিলেন আর উপুড় হয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন। কিছুক্ষণ পর, সিনান ইব্ন আবূ আমর ইব্ন আনাস আন্নাখয়ী[৩] তাঁর কাছে এসে

---

১. এই ব্যক্তি হল বাহ্র ইব্ন কাব ইব্ন উবায়দুল্লাহ্। বনূ তায়মুল্লাহ্ ইব্ন ছালাবা ইব্ন উক্বা এর সদস্য (দেখুন আত্ তাবারী ও আল কামিল)।

২. আত্ তাবারী ও আল কামিলে নেকড়ে যখন তাতে (মেষপালে) হানা দেয়।

৩. আত্ তাবারীতে (৬/২৬০) ঃ সিনান ইব্ন আনাস ইব্ন আমর আর ইবনুল আ'ছমে সিনান ইব্ন আনাস আননাখয়ী তাকে বুকে তীর বিদ্ধ করে আর সালিহ ইব্ন ওয়াহব আলয়াযানী তাঁর কোমড়ে বর্শাঘাত করে। ফলে তিনি মাটিতে পড়ে যান।

তাঁকে বর্শা দিয়ে আঘাত করল, তখন তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। এরপর সে নেমে তাঁকে জবাই করে তার মাথা[১] বিচ্ছিন্ন করে দিল এবং তা খাওলা বিন্ত ইয়াযীদের কাছে দিয়ে দিল। কারো মতে, তাঁকে হত্যা করে শাম্মার, আবার কারো মতে, বনূ মাজহিযের এক ব্যক্তি। আবার কারো মতে, উমর ইব্ন সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস। কিন্তু তা ভিত্তিহীন। যেই যোদ্ধা দল হযরত হুসায়ন (রা)-কে হত্যা করে, উমর শুধু তার অধিনায়ক ছিল মাত্র। আর প্রথম বর্ণনাটিই অধিক প্রসিদ্ধ।

আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আম্মার বলেন, শত্রুরা যখন হযরত হুসায়ন (রা)-কে ঘিরে নিয়েছিল তখন আমি দেখেছি তিনি একাই তাঁর ডানদিকের আক্রমণকারীদের হটিয়ে দিচ্ছেন। আল্লাহ্র শপথ! আমি এমন কোন লোক দেখি নি যে, তার সন্তান ও সঙ্গীরা নিহত হওয়ার পর বহু সংখ্যক শত্রু পরিবেষ্টিত অবস্থায় তাঁর চেয়ে সাহসী ও দৃঢ় চিত্ত। আল্লাহ্র শপথ! তাঁর পূর্বে ও পরে আমি তাঁর মত কাউকে দেখি নি। বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় উমর ইব্ন সা'দ হযরত হুসায়নের নিকটবর্তী হলে তাঁর বোন হযরত যায়নাব (রা) তাঁকে বললেন, হে উমর! আবূ আবদুল্লাহ্ তোমার সামনে নিহত হবেন আর তুমি চেয়ে দেখবে ? তখন উমর কেঁদে ফেলল এবং তাঁর দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

আবূ মুখান্নাফ বলেন, আমাকে আস্ সক্আব ইব্ন যুহায়র বর্ণনা করেছেন, হুমায়দ ইব্ন মুসলিম থেকে তিনি বলেন, হযরত হুসায়ন (রা) একথা বলতে বলতে শত্রুদের উপর আক্রমণ করতে লাগলেন, আমাকে হত্যার ব্যাপারেই কি তোমরা জোট বেঁধেছ।[২] শুনে রাখ! আল্লাহ্র শপথ ! আমাকে হত্যার পর তোমরা আল্লাহ্র এমন কোন বান্দাকে হত্যা করবে না, যাকে হত্যার কারণে তিনি তোমাদের প্রতি আমাকে হত্যার কারণে যতখানি ক্রুদ্ধ হবেন তার চেয়ে বেশী ক্রুদ্ধ হবেন। আর আল্লাহ্র কসম ! আমি আশা করি আল্লাহ্ তোমাদেরকে অপদস্থ করবেন এবং আমাকে সম্মানিত করবেন। এরপর আল্লাহ্ আমার পক্ষে এমনভাবে তোমাদের থেকে প্রতিশোধ নিবেন যে, তোমরা তা অনুভব করতে পারবে না। শুনে রাখ! যদি তোমরা আমাকে হত্যা কর, তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের নিজেদের মাঝে পরস্পর লড়াই ও রক্তপাতের সূচনা ঘটাবেন। আর এতেও তিনি তুষ্ট হবেন না যতক্ষণ না (আখিরাতে) তোমাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দ্বিগুণ করবেন।

বর্ণনাকারী বলেন, এভাবে দিনের দীর্ঘসময় অতিবাহিত হল, যদি শত্রুরা এ সময়ের মাঝে তাঁকে হত্যা করতে চাইত, তাহলে তারা তা করতে পারত। কিন্তু তাঁর হত্যার দায় থেকে তারা একজন অন্যজন দ্বারা বাঁচতে চাইছিল। এরা চাচ্ছিল ওরা আর ওরা চাচ্ছিল এরা তাদের হয়ে তার হত্যার দায়ভার বহন করুক। অবশেষে শাম্মার ইব্ন যুল জাওশান যখন তাদেরকে আহ্বান করে বলল, তাঁর হত্যার জন্য তোমরা কিসের অপেক্ষা করছ ? তখন যুর'আ ইব্ন শারীক আত্ তামীমী তাঁর দিকে অগ্রসর হল এবং তাঁর কাঁধে তরবারি দ্বারা আঘাত করল। এরপর সিনান ইব্ন আনাস ইব্ন আমর নাখায়ী তাঁকে বর্শাদ্বারা আঘাত করল। অতঃপর নেমে

---

১. ইবনুল আ'ছমে (৫/২১৮) খাওলা বিনত ইয়াযীদ আলআসবাহী তার মাথা বিচ্ছিন্ন করে। কিন্তু আত্ তাবারী আল-কামিল ও মুরূজুয-যাহাব (বিদায়ার) মূলগ্রন্থের ন্যায় রয়েছে। আর আল আখবারুত তিওয়ালে (২৫৮) তার মাথা বিচ্ছিন্ন করে শিবল ইব্ন ইয়াযীদ।

২. আত্ তাবারীতে পরস্পরকে উদ্বুদ্ধ করছ।

তাঁর মাথা কেটে খাওলার কাছে দিয়ে দিল। ইব্‌ন আসাকির শাম্মার ইব্‌ন যুল জাওশানের জীবনীতে উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য যে, যুল জাওশান নামক একজন বিশিষ্ট সাহাবী রয়েছেন। কারো মতে তাঁর নাম শুরাহবীল আবার কারো মতে উসমান ইব্‌ন নাওফাল। আবার বলা হয়, ইব্‌ন আউস ইব্‌ন আল আ'ওয়ার আল আমিরী আয্ যবাবী, বনী কিলাবের এক উপ-গোত্রের সদস্য। উপনাম আবুস সাবিনা।

অতঃপর উমর ইব্‌ন শাব্বার সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি বলেন, আমাদেরকে আবূ আহ্‌দ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাকে আমার চাচা ফুযাতুল ইব্‌ন যুবায়র, আব্দুর রহীম ইব্‌ন মায়মূন থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি মুহাম্মদ ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন, কারবালা প্রান্তরে আমরা হযরত হুসায়ন (রা)-এর সাথে ছিলাম। তখন তিনি শাম্মার ইব্‌ন যুল জাওশানের দিকে তাকিয়ে বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেন, রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে গেছেন, "আমি যেন এক ডোরাকাটা কুকুর দেখতে পাচ্ছি, যে আমার স্বজন-পরিজনের রক্তপান করবে।" আর অভিশপ্ত শাম্মার কুষ্ঠাক্রান্ত ছিল। হযরত হুসায়ন (রা) নিহত হওয়ার পর সিনান ও অন্যরা তাঁর সালাব[১] (যুদ্ধকালে পরাজিত বা নিহত প্রতিপক্ষের অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি যা কিছু বিজয়ী নিয়ে নেয় তাকে সালাব বলে) নিয়ে নেয়। আর শত্রুরা তাঁর সকল অর্থ-সম্পদ এবং তাঁবুস্থ সব কিছু নিয়ে নেয়। এমনকি মেয়েদের বাড়তি পোশাক পরিধেয় পর্যন্ত।

আবূ মুখান্‌নাফ জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মদের উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, নিহত হওয়ার পর আমরা হযরত হুসায়ন (রা)-এর দেহে তেত্রিশটি বর্শাঘাত এবং চৌত্রিশটি তরবারির আঘাতের চিহ্ন পেয়েছি। আর এ সময় শাম্মার আলী আসগর অর্থাৎ হযরত যাযনুল আবিদীন (রা)-কে হত্যা করতে উদ্যত হয়, আর তখন তিনি ছোট ও অসুস্থ। কিন্তু তাঁর এক সঙ্গী হুমায়দ ইব্‌ন মুসলিম তাকে তা থেকে নিবৃত্ত করে। এরপর উমর ইব্‌ন সা'দ এসে বলল, সবাই শুনে রাখ! কেউ যেন এই মেয়েদের তাঁবুতে প্রবেশ না করে এবং এই বালককে হত্যা না করে। আর যে তাঁদের কোন সামানপত্র নিয়েছে, সে যেন তা ফিরিয়ে দেয়। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহ্‌র কসম ! পরে কেউই কিছু ফিরিয়ে দেয় নি। তখন আলী ইব্‌ন হুসায়ন তাকে (উমরকে) বললেন, তুমি সর্বোত্তম প্রতিদান প্রাপ্ত হও। তোমার কথা দ্বারা আল্লাহ্ আমার থেকে বিরাট অকল্যাণ দূর করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর সিনান ইব্‌ন আনাস উমর ইব্‌ন সা'দের তাঁবুর দরজার কাছে এসে তাকে ডেকে উচ্চস্বরে আবৃত্তি করল,

اوقر ركابي فضة وذهبي + انا قتلت الملك المحجب –

স্বর্ণ-রৌপ্যে আমার বাহনের পিঠ বোঝাই করুন + কেননা আমি মহামর্যাদাবান বাদশাহ্‌কে হত্যা করেছি।

---

১. আল কামিলে (৪/৭৮) ; আত্ তাবারীতে (৬/২৬০) রয়েছে ঃ তার তরবারি নেয় বনূ নাহশাল ইব্‌ন দারিমের এক ব্যক্তি। ইবনুল আ'ছমে (৪/২১৯) তার তরবারি নেয় আল-গাসওয়াদ ইব্‌ন হানযালা বনী তামীমের এক ব্যক্তি। كافى انظر الى كلب ابقع بلغ فى دماء اهل بيتى আর তার জুতা দু'টি নেয় আসওয়াদ আল সাওদী, আর তাঁর পায়জামাগুলি নেয় বাহর ইব্‌ন কা'ব (আত্ তাবারী-আল কামিল) আর ইবনুল আ'ছমের ভাষ্যমতে তা নেয় ইয়াহইয়া ইব্‌ন আমর আলহারশী এবং তাঁর পাগড়ী নেয় জাবির ইব্‌ন যায়দ আল আযদী আর তাঁর বর্ম নেয় মালিক ইব্‌ন বিশ্‌র আল কিন্‌দী।

فقتلت خير الناس اما و ابا + وخيرهم اذ ينسبون نسبا —

পিতৃমাতৃ উভয়কূল এবং বংশাভিজাত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে আমি হত্যা করেছি।

তখন উমর ইব্‌ন সা'দ বললেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে আস। সে যখন ভেতরে প্রবেশ করল তখন উমর তাকে চাবুক ছুঁড়ে মারল এবং বলল, হতভাগা কোথাকার! তুমি কি উন্মাদ ? আল্লাহ্‌র শপথ ইব্‌ন যিয়াদ যদি তোমাকে একথা বলতে শুনে তাহলে তোমার গর্দান[১] উড়িয়ে দেবে। আর উমর ইব্‌ন সা'দ উক্‌বা ইব্‌ন সাম'আনকে হত্যা থেকে অব্যাহতি দেয়। যখন সে তাকে জানায় যে, সে মাওলা। আর তাদের মধ্য থেকে সে ছাড়া কেউ রেহাই পায় নি। আর আল মুরাক্কা ইব্‌ন ইয়ামানা[২] বন্দী হয়। এরপর ইব্‌ন যিয়াদ তাকে মুক্ত করে দেয় । হযরত হুসায়ন (রা)-এর সঙ্গীদের থেকে বাহাত্তর জন নিহত হন। নিহত হওয়ার একদিন পর আথিরিয়্যার অধিবাসী বনী আসাদের লোকেরা তাদেরকে দাফন করে।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর উমর ইব্‌ন সা'দ নির্দেশ দেয় হযরত হুসায়নের মৃত দেহকে অশ্বপাল দ্বারা পদদলিত করতে, তবে বর্ণনাটি বিশুদ্ধ নয়। আর আল্লাহ্‌ই ঠিক জানেন। এদিকে উমর ইব্‌ন সা'দের লোকদের থেকে আটাশি জন নিহত হয়। মুহাম্মাদুবনুল হানাফিয়্যা থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত হুসায়নের সাথে সতের জন নিহত হন যাঁদের প্রত্যেক ফাতিমা (রা)-এর সন্তান। হযরত হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, হযরত হুসায়ন (রা)-এর সতের জন নিহত হন যাঁরা তাঁর পরিবারের সদস্য। আর গোটা দুনিয়াতে তাঁদের কোন সদৃশ ছিল না।

অন্য বর্ণনাকারী বলেন, হযরত হুসায়ন (রা)-এর সাথে তার পুত্র-ভ্রাতা এবং স্বজনদের তেইশজন নিহত হন। হযরত আলীর পুত্রদের মধ্যে জা'ফর, হুসায়ন, আব্বাস, মুহাম্মদ, উসমান ও আবূ বকর। হযরত হুসায়ন (রা)-এর ছেলেদের মধ্যে আলী আকবর ও আবদুল্লাহ্‌ আর তাঁর ভাই হাসানের পুত্রদের মধ্যে তিনজন আবদুল্লাহ্‌, কাসিম ও আবূ বকর। আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন জা'ফরের পুত্রদের মধ্যে দু'জন আওন ও মুহাম্মদ। আকীলের পুত্রদের মধ্যে জা'ফর, আবদুল্লাহ্‌, আবদুর রহমান, মুসলিম পূর্বেই নিহত হন। যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এই চারজন তাঁর ঔরসজাত পুত্র। আর দু'জন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন আকীল ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ সায়ীদ ইব্‌ন আকীল তাঁর পৌত্র। অর্থাৎ আকীলের অধস্তন ছয়জন। এদের ব্যাপারেই কবি[৩] বলেছেন-

واندفى تسعة لصلب على + قد اصيبوا وستة لعقيل —[৪]

তুমি আলীর ঔরসজাত নয়জন এবং আকীলের ঔরসজাত ছয়জন নিহতের মৃত্যু শোকে বিলাপ কর।

وسمى النبى غودر فيهم + قد علوه بصارم مصقول —

---

১. তাহ্‌যীব ইব্‌ন আসাকির (৩/৩৪২) এবং মুরূজুয যাহাবে (৩/৭৫) এবং সিমতুন নুজূম আল আ'ওয়ালীতে ৩/৭৬ রয়েছে এটা সে ইব্‌ন যিয়াদের সামনেই আবৃত্তি করে। আর ইবনুল আ'ছমে ৫/২২১ এ রয়েছে বিশ্‌র ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন যিয়াদের সামনে তা আবৃত্তি করলে ইব্‌ন যিয়াদ তার গর্দান উড়িয়ে দেয়।

২. আত্‌ তাবারী ও আল আখবারুত তিওয়ালে (২৫৯) এবং আল কামিলে মুরাক্কা ইব্‌ন ছুমামা আল আসাদী।

৩. এই কবি বনী হাশিমের মাওলা মুসলিম ইব্‌ন কুতায়বা –মুরূজুযযাহাব ৩/৭৭।

৪. মুরূজুয যাহাবে এবং আকীলের পাঁচজন।

আর নবীর সমনাম তাদের মাঝে আনা হল, তখন তারা ধারালো তরবারি নিয়ে তাঁর উপর চড়াও হল।

এছাড়া আরো যারা কারবালা প্রান্তরে হযরত হুসায়ন (রা)-এর সাথে নিহত হন তাঁদের মধ্যে তাঁর দুই ভাই আবদুল্লাহ্ ইব্ন যাকতার অন্যতম। অবশ্য কারো কারো মতে ইতিপূর্বেই তিনি নিহত হন যখন হযরত হুসায়ন (রা) তাঁকে পত্র দিয়ে কূফাবাসীর কাছে পাঠান। কেননা সে সময় তাঁকে বন্দী করে ইব্ন যিয়াদের কাছে নেয়া হলে সে তাঁকে হত্যা করে। আর আহতরা ছাড়াই উমর ইব্ন সা'দের বাহিনী অর্থাৎ কূফাবাসীর নিহতের সংখ্যা আটাশিতে পৌঁছে। উমর ইব্ন সা'দ তাঁদের জানাযা পড়িয়ে তাদের দাফনের ব্যবস্থা করে।

বলা হয়, উমর ইব্ন সা'দের নির্দেশে দশজন অশ্বারোহী তাদের অশ্বখুর দ্বারা হযরত হুসায়ন (রা)-এর মৃতদেহকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়, আর তার নির্দেশে সেদিনই হযরত হুসায়ন (রা)-এর মাথা খাওলা ইব্ন ইয়াযীদ আসবাহির মাধ্যমে ইব্ন যিয়াদের কাছে পাঠান হয়। সে যখন তা নিয়ে ইব্ন যিয়াদের প্রাসাদে পৌঁছে, তখন দেখে প্রাসাদ ফটক বন্ধ। তখন সে তা নিয়ে নিজ গৃহে ফিরে আসে এবং মাথাটিকে একটি পাত্র (থালা জাতীয়) দিয়ে ঢেকে রাখে এবং তার স্ত্রী নাওয়ার বিন্ত মালিককে বলে, আমি তোমার জন্য মহাকালের মহা মর্যাদা নিয়ে এসেছি। স্ত্রী বলল, কি তা ? সে উত্তর দিল, হুসায়নের মাথা।

তখন সে বলল, সবাই নিয়ে এসেছে সোনা-রূপা আর তুমি কিনা নিয়ে এসেছ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দৌহিত্রের মাথা ? আল্লাহ্র শপথ! তোমার সাথে আমার সম্পর্কের এখানেই ইতি। একথা বলে সে তাকে ছেড়ে বিছানা থেকে উঠে চলে গেল। তখন সে বনূ আসাদ গোত্রীয় তার অপর স্ত্রীকে ডেকে পাঠাল এবং তার কাছে ঘুমাল। তার এই দ্বিতীয় স্ত্রী বর্ণনা করেছে, আল্লাহ্র শপথ! হযরত হুসায়ন (রা)-এর মাথাকে আবৃতকারী সেই পাত্র থেকে আমি আকাশের দিকে উজ্জ্বল আলোর আভা বিচ্ছুরিত হতে এবং শ্বেতশুভ্র পক্ষীকুলকে তার চার পাশে ডানা ঝাপটাতে দেখেছি। পরদিন সকালে সে তা নিয়ে ইব্ন যিয়াদের সামনে উপস্থিত করল।

বলা হয়, তার কাছে হযরত হুসায়ন (রা)-এর অন্য সকল সঙ্গীদের মাথাও ছিল। আর সেটাই প্রসিদ্ধ বর্ণনা। আর তার সমষ্টি ছিল বাহাত্তরটি। আর এর কারণ হল যখন কাউকে হত্যা করা হত তখনই তাঁর মাথা বিচ্ছিন্ন করে ইব্ন যিয়াদের সামনে উপস্থিত করা হত। এরপর ইব্ন যিয়াদ এ সকল মাথা শামে ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়ার কাছে পাঠিয়ে দেয়।

ইমাম আহমদ বলেন, আমাদেরকে হুসায়ন বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে জারীর বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ থেকে, তিনি আনাস থেকে, তিনি বলেন, উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদের কাছে হযরত হুসায়ন (রা)-এর মাথা এনে একটি তশতরীতে রাখা হল, তখন সে তাতে খোঁচা দিতে লাগল এবং তাঁর সৌন্দর্যের ব্যাপারে কোন মন্তব্য করল। এরপর হযরত আনাস (রা) বলেন, তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবচেয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ দেহাকৃতি ও অবয়বের অধিকারী। আর এ সময় তাঁর চুল-দাড়িতে খেযাব লাগানো ছিল[১] ইমাম বুখারী 'মানাকিব' অধ্যায়ে ইব্ন ইশকাব মুহাম্মদ ইব্ন হাসান ইব্ন ইবরাহীমের

---

১. ইমাম তিরমিযী 'মানাকিব' অধ্যায়ে তা উল্লেখ করেছেন, অধ্যায় (৩১) হাদীস (৩৭৭৮) ৫ম খণ্ড ৬৫৯ পৃঃ আর ইমাম বুখারী 'ফাযাইলুস সাহাবা' প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন অধ্যায় (২২) হাদীস (৩৭৪৮) ফাতহুল বারী (৭/৯৪)।

উদ্ধৃতিতে তা বর্ণনা করেছেন। যিনি হুসায়ন ইব্ন মুহাম্মদ থেকে আর তিনি জারীর ইব্ন হাযিম থেকে, যিনি মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন থেকে আর তিনি আনাস থেকে তা উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া ইমাম তিরমিযী হযরত আনাসের সূত্রে হাফসা বিন্ত সীরীনের হাদীস থেকে তা বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসটিকে 'হাসান সহীহ' আখ্যা দিয়েছেন। আর তাতে রয়েছে "তখন সে তার হাতের একটি দণ্ড দিয়ে তাঁর নাকে টোকা দিয়ে বলতে লাগল, এর মত সুপুরুষ আমি দেখি নি।"

বায্যার বলেন, আমাদেরকে মুফাররিজ ইব্ন শুজা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ আল মাওসিলী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে গাস্সান ইব্ন রাবী'আ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে ইউনুস ইব্ন উবায়দা বর্ণনা করেছেন ছাবিত ও হুমায়দ থেকে আর তাঁরা দু'জন বর্ণনা করেছেন, আনাস থেকে তিনি বলেন, উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদের সামনে যখন হযরত হুসায়নের মাথা উপস্থিত করা হল তখন সে তার হাতের ছড়ি দ্বারা তাঁর সামনের দাঁতে টোকা দিতে লাগল এবং বলতে লাগল, সে ছিল রাবী বলেন, আমার ধারণা তিনি (আনাস) সুপুরুষ শব্দ বলেছেন। তখন আমি বললাম, আল্লাহ্র শপথ ! আমি তোমাকে নিরুৎসাহিত করবই 'তোমার ছড়ি তাঁর দাঁতের যে স্থানে স্পর্শ করছে সেস্থানে আমি রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চুমু খেতে দেখেছি।'

আনাস বলেন, তখন সে সংকুচিত হয়ে পড়ল। এই সূত্রে বায্যার এককভাবে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, হুমায়দ থেকে ইউনুস ইব্ন আব্দা ব্যাতীত অন্য কেউ তা বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। আর এই ব্যক্তি হল, এক প্রসিদ্ধ বসরাবাসী। তার বর্ণনা গ্রহণে কোন অসুবিধা নেই। এছাড়া আবূ ইয়ালা আল মাওসিলী, ইবরাহীম ইব্ন হাজ্জাজ থেকে তিনি হাম্মাদ ইব্ন সালামা থেকে তিনি আলী ইব্ন যায়দ থেকে তিনি হযরত আনাস থেকে তা বর্ণনা করেছেন। তদ্রূপ কুররা ইব্ন খালিদ হাসানের সূত্রে হযরত আনাস থেকে তা বর্ণনা করেছেন।

আবূ মুখান্নাফ বর্ণনা করেছেন সুলায়মান ইব্ন আবূ রাশিদ থেকে, তিনি হুমায়দ ইব্ন মুসলিম থেকে, তিনি বলেন, উমর ইব্ন সা'দ আমাকে ডেকে তার বিজয় ও অক্ষত থাকার সুসংবাদ দেয়ার জন্য তার স্ত্রী পরিজনের কাছে পাঠাল। সেখানে গিয়ে আমি ইব্ন যিয়াদকে মজলিসে দেখতে পেলাম। এসময় আগত প্রতিনিধি দল তার সাক্ষাতে প্রবেশ করল।

তখন আমিও তাদের সাথে প্রবেশ করলাম। ভেতরে প্রবেশ করে দেখলাম তার সামনে হযরত হুসায়ন (রা)-এর মাথা রাখা হয়েছে আর সে একটি ছড়ি দিয়ে তাঁর সামনের দাঁতসমূহের মাঝে টোকা দিচ্ছে। তখন হযরত যায়দ ইব্ন আরকাম তাকে বললেন, এই দু'টি অগ্রদন্ত থেকে তোমার ছড়ি সরিয়ে নাও। শপথ আল্লাহ্র ! যিনি ব্যাতীত কোন উপাস্য নেই আমি রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উভয় ঠোঁটকে এই দু'টি দাঁতে চুমু দিতে দেখেছি।' এরপর এই বৃদ্ধ সাহাবী কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। এসময় ইব্ন যিয়াদ তাকে বলল, আল্লাহ্ তোমার চোখকে কাঁদাতে থাকুন। আল্লাহ্র শপথ ! যদি না তুমি মতিভ্রমের শিকার বুদ্ধিভ্রষ্ট বৃদ্ধ না হতে তাহলে আমি তোমার গর্দান উড়িয়ে দিতাম।

বর্ণনাকারী বলেন, তখন তিনি উঠে সেখান থেকে চলে গেলেন। তিনি যখন বেরিয়ে গেলেন তখন লোকেরা বলাবলি করল আল্লাহ্র শপথ ! যায়দ ইব্ন আরকাম এমন কথা বলেছেন যদি ইব্ন যিয়াদ তা শুনত তাহলে তাঁকে হত্যা করত।

বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমি (তাদেরকে) জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কি বলেছেন ? তারা বলল, আমাদেরকে অতিক্রম করার সময় তিনি আবৃত্তি করছিলেন,

ملك عبد عبيدا + فاتخذهم قليدا

এক ক্রীতদাস বহু ক্রীতদাসের বাদশা 'বনেছে, এরপর সে তাদেরকে নেতা বানিয়েছে।

হে আরবগণ আজকের পর থেকে তোমরা দাসে পরিণত হয়েছ। নবীদুহিতা ফাতিমা তনয়কে হত্যা করে, মারজানার পুত্রকে তোমরা কর্তৃত্ব দিয়েছ। আর সে তোমাদের স্বজনদেরকে হত্যা করছে আর দুর্জনদের দাসে পরিণত করছে। নিপাত যাক ঐ ব্যক্তি, যে অপদস্থতা মেনে নেয়। আবূ দাউদের সূত্রে তাঁর সনদে যায়দ ইব্‌ন আরকাম থেকে মোটামুটি এমনই বর্ণিত হয়েছে। আর তাবারানী ছাবিত এর সূত্রে যায়দ থেকে তা বর্ণনা করেছেন।

আর ইমাম তিরমিযী বলেন, আমাদেরকে ওয়াসিল ইব্‌ন আব্দুল আলা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে আবূ মু'আবিয়া বর্ণনা করেছেন আমশ থেকে, তিনি উমারা ইব্‌ন উমায়র থেকে, তিনি বলেন, উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ ও তার সঙ্গীদের মাথাসমূহ এনে যখন (কূফার) মসজিদের আঙ্গিনায় রাখা হয় তখন আমি সেখানে উপস্থিত হয়ে লোকদের বলতে শুনলাম, ঐ যে এসেছে, ঐ যে এসেছে, হঠাৎ দেখতে পেলাম একটি সাপ এসে মাথাগুলোর মধ্যে দিয়ে গিয়ে উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদের নাকের ছিদ্র দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল এবং কিছুক্ষণ ভেতরে থাকার পর বেরিয়ে আড়ালে চলে গেল। এরপর আবার লোকেরা বলে উঠল, এসেছে, এসেছে। এভাবে দু'বার বা তিনবার সাপটি তা (পূর্বের ন্যায়) করল। হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী 'হাসান সহীহ' বলেছেন।

এদিকে ইব্‌ন যিয়াদের পক্ষ থেকে লোকজনকে মসজিদে সমবেত হওয়ার নির্দেশ ঘোষিত হল। লোকজন সমবেত হওয়ার পর সে এসে মিম্বরে আরোহণ করল। এরপর সে হুসায়ন (রা)-কে হত্যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাকে যে বিজয় দান করেছেন তার উল্লেখ করল।[১] যিনি তাদের শাসন কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নিতে এবং তাদের ঐক্য বিনষ্ট করতে চেয়েছিলেন। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আফীফ আয্‌দী দাঁড়িয়ে তার দিকে অগ্রসর হয়ে বললেন, দুর্ভাগ্য তোমাদের, হে ইব্‌ন যিয়াদ। তোমরা নবী রাসূলদের সন্তানদের হত্যা করছ, আর কথা বলছ সিদ্দীকগণের ভাষায়!

তখন এ কারণে ইব্‌ন যিয়াদের নির্দেশে তাঁকে হত্যা করে শূলবিদ্ধ করা হল। এরপর তার নির্দেশে হযরত হুসায়ন (রা)-এর মাথা কূফায় জনসমক্ষে রেখে দেয়া হল এবং তা নিয়ে কূফার অলিতে গলিতে প্রদক্ষিণ করানো হল। তারপর সে যুহার ইব্‌ন কায়সের মাধ্যমে তাঁর ও তাঁর সঙ্গীদের মাথাসমূহ শামে ইয়াযীদ ইব্‌ন মু'আবিয়ার কাছে পাঠিয়ে দিল। এসময় যুহারের সাথে অশ্বারোহীদের একটি দল ছিল যাদের মধ্যে আবূ বুরদা ইব্‌ন আওফ আল আযদী তারিক ইব্‌ন আবূ যুবয়ান আয্‌দী ছিল। কূফা থেকে রওনা করে এরা সবগুলো মাথা ইয়াযীদ ইব্‌ন মু'আবিয়ার কাছে উপস্থিত করেছিল।

হিশাম বলেন, আমাকে আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন রূহ ইব্‌ন যানবা আল জুযামী তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, আর তিনি বনূ হিময়ারের নায ইব্‌ন রাবী'আ আল-জুরাশী থেকে বর্ণনা করে বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি যখন দামেশকে ইয়াযীদ ইব্‌ন মু'আবিয়ার কাছে

---

১. 'মানাকিব' অধ্যায়ে তিরমিযী হাদীসটি উল্লেখ করেছেন, অধ্যায় (৩১) হাদীস নং (৩৭৮০) ৫ম খণ্ড ৬৬০ পৃঃ।

উপস্থিত ছিলাম তখন যুহার ইব্ন কায়স আগমন করে ইয়াযীদের সাথে সাক্ষাত করল। ইয়াযীদ তাকে বলল, কি সংবাদ নিয়ে এসেছ তুমি ? বল, তখন সে বলল, আমীরুল মু'মিনীন! আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহ্ আপনাকে সাহায্য ও বিজয় দান করেছেন। হুসায়ন ইব্ন আলী ইব্ন আবূ তালিব তাঁর পরিবারের আঠার জন এবং অনুসারী সত্তরজনকে সাথে নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করলেন। তখন আমরা তাদের কাছে গিয়ে তাদেরকে আমাদের আমীর উবায়দুল্লাহ ইব্ন যিয়াদের ফয়সালা মেনে নিয়ে আত্মসমর্পণ করতে অথবা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে বললাম। কিন্তু তারা যুদ্ধকেই বেছে নিল।

এরপর আমরা দিনের প্রারম্ভেই তাঁদের দিকে অগ্রসর হলাম এবং চতুর্দিক থেকে তাদেরকে বেষ্টন করে নিলাম। এরপর আমাদের তরবারিসমূহ তাদের মাথার খুলির যথার্থ স্থানে পতিত হতে লাগল। তখন তারা পালাতে চাইল কিন্তু পালানোর স্থান খুঁজে পেল না। অবশেষে বাধ্য হয়ে টিলা ও গর্তসমূহে আশ্রয় নিয়ে আমাদের থেকে আত্মরক্ষা করতে লাগল। যেমনভাবে কবুতর বাজের থাবা থেকে আত্মরক্ষা করে। আল্লাহ্র শপথ! অল্পক্ষণেই তারা জবাইকৃত পশুর কর্তিত মাংস পিণ্ডে কিংবা দ্বিপ্রহরে শয়নকারী ব্যক্তির নিরব নিদ্রায় পরিণত হল। এমনকি আমরা তাদের শেষজনও হত্যা করলাম। এখন তাদের ধড়সমূহ মুণ্ডু শূন্য, পরিধেয় ছিন্নভিন্ন আর গণ্ডসমূহ ধূলিধূসরিত, সূর্যতাপ তাদেরকে দগ্ধ করছে,বায়ুপ্রবাহ তাদেরকে আঘাত করছে এবং বাজ ও শকুনের দল তাদের[১] দেখাশোনা করছে।

বর্ণনাকারী বলেন, এ বর্ণনা শুনে ইয়াযীদের চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হল এবং সে বলল, হুসায়নকে হত্যা করা ছাড়াই তোমাদের আনুগত্যে আমি খুশী হতাম। হায়! আল্লাহ্র শপথ! আমি যদি তাঁর প্রতিপক্ষ হতাম তাহলে তাঁকে হত্যা করতাম না। হুসায়নকে আল্লাহ্ রহম করুন। এরপর যে ব্যক্তি তাঁর মাথা নিয়ে এসেছিল তাকে ইয়াযীদ কোন কিছুই দিল না। হুসায়ন (র)-এর মাথা যখন ইয়াযীদের সামনে রাখা হল, তখন সে তাকে উদ্দেশ্য করে বলল, হায়! আল্লাহ্র শপথ! আমি যদি তোমার প্রতিপক্ষ হতাম তাহলে তোমাকে হত্যা করতাম না। এরপর সে কবি হুসায়ন ইব্ন হাম্মাম আল-মুর্রীর এই পঙ্ক্তি আবৃত্তি করল–

يفلقن هاما من رجال اعزة علينا * وهم كانوا اعق واظلم –

(তরবারিসমূহ) এমন লোকদের মাথার খুলি দ্বিখণ্ডিত করে যারা আমাদের কাছে সম্মানের পাত্র + তবে তারা অবাধ্যতায় ও অবিচারে অগ্রবর্তী ছিল।

আবূ মুখান্নাফ বলেন, আমাকে আবূ জা'ফর আল আবাসী বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, তখন মারওয়ান ইব্ন হাকামের ভাই ইয়াহয়া ইব্ন হাকাম[২] দাঁড়িয়ে আবৃত্তি করল–

---

১. আত তাবারী (৬/২৬৪) এবং আল কামিলে (৪/৮৪) زوارهم অর্থাৎ তাদের দেখাশোনাকারী মূলগ্রন্থে বিদ্যমান শব্দের পরিবর্তে টীকার এই শব্দটির অনুবাদ করা হল–অনুবাদক।

২. ২/ মুরূজুয যাহাবে (৩/৭৫) রয়েছে। আমরা আমাদের প্রিয়লোকদের মাথার খুলি দ্বিখণ্ডিত করি। আর আল-আখবারুত তিওয়ালে (২৬১ পৃঃ) রয়েছে আমরা দ্বিখণ্ডিত করি আর মিসতুন নুজূম আল সালসওয়ালীতে রয়েছে, (তরবারিসমূহ) দ্বিখণ্ডিত করে। আর ইবনুল আছীরে (৪/৮৫) এবং সিমতুন নুজূমে (৩/৭৩) এর পূর্বে কবি হাসীনের একটি পঙ্ক্তি রয়েছে .... ابى قومنا ان ينصفونا فانصفت * قواضب فى ايماننا تقطر الدماء আমাদের লোকেরা আমাদের সাথে ইনসাফ করতে অস্বীকার করল + তখন আমাদের ডান হাতে ধারণকৃত ধারাল তরবারিসমূহ রক্তস্নাত হয়ে ইনসাফ আদায় করে নিল।)

لهام بجنب الطف أدنى قرابة * من ابن زياد العبد في الحسب الوغل –

ফোরাত তীরের পাশে পতিত মস্তকসমূহ ভেগালবংশীয় ক্রীতদাস ইব্‌ন যিয়াদের চেয়ে নিকটতর।

سمية اضحى نسلها عدد الحصى + وليس لآل المصطفا اليوم من نسل –

সুমায়্যার বংশধর বৃদ্ধি পেয়েছে কঙ্করের সংখ্যায় + অথচ নবী পরিবারের বংশধর আজ নেই বললেই চলে।

বর্ণনাকারী বলেন, তখন ইয়াযীদ ইয়াইয়া ইব্‌ন হাকামের বুকে আঘাত করে বললেন, চুপ কর। মুহাম্মদ ইব্‌ন হুমায়দ আররাযী (উল্লেখ্য যে, তিনি একজন শিয়া,) বলেন, আমাদেরকে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া আল আহ্‌মারী বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন, আমাদেরকে লাইছ বর্ণনা করেছেন মুজাহির থেকে, তিনি বলেন, যখন হযরত হুসায়নের মাথা এনে ইয়াযীদের সামনে রাখা হল, তখন সে এই পঙ্‌ক্তিগুলি আবৃত্তি করল।

ليس اشياخى ببدر شهدوا + جزرع الجزع فى وقع الاسل –

বদরে নিহত আমার পিতৃপুরুষেরা যদি দেখত বর্শাপতনকালে খাযরাজের আতঙ্ক।

فاهلوا واستهلوا فرحا + ثم قالوا الى هذا لاتا

তাহলে উচ্চস্বরে হর্ষধ্বনি করত + অতঃপর আমাকে বলত

حين حكت بفناء بركها + واستحر القتل فى عبد الأمل –

قد قتلنا الضعف من أشر افكم + وعرلنا قيل بدر فاعتدل -

আমরা তোমাদের দ্বিগুণ সম্ভ্রান্তজনকে বধ করেছি + এবং বদরের পরাজয়ের পাল্লাকে সমান করেছি।

মুজাহিদ বলেন, সে তাতে নেফাকী করেছে। আল্লাহ্‌র শপথের পর শপথ তার বাহিনীর ! এমন কেউ রইল না, যে তার নিন্দা সমালোচনা করল না। আর হযরত হুসায়ন (রা)-এর মাতার পরিণতির ব্যাপারে আলিমগণ এই মর্মে মতভেদ করেছেন যে, ইব্‌ন যিয়াদ তা শামে ইয়াযীদের কাছে পাঠিয়েছিল, না পাঠায় নি। তবে মত দু'টির মধ্যে পাঠানোর মতই অধিক যুক্তিসঙ্গত। এর সমর্থনে বহু আছার বর্ণিত হয়েছে। আর সঠিক বিষয় আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।

আবূ মুখান্‌নাফ বর্ণনা করেছেন আবূ হামযাহ আছ-ছুলামী থেকে তিনি আবদুল্লাহ আলয়ামনী[২] থেকে তিনি কাসিম ইব্‌ন বাখীত থেকে বলেন, হযরত হুসায়নের মাথা যখন

---

১. মুদ্রিত গ্রন্থের টীকায় রয়েছে ঃ এই সময়ে ইয়াযীদ কর্তৃক এই পঙ্‌ক্তিগুলি আবৃত্তি করা কল্পনাতীত। কেননা, সকল ঐতিহাসিক একযোগে উল্লেখ করেছেন যে, মদীনা মুনাওয়ারায় হাররার ঘটনা এবং আনসারদের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার সংবাদ পাওয়ার পর সে এই পঙ্‌ক্তিগুলি আবৃত্তি করে। আর হাররার ঘটনা আমাদের আলোচ্য ঘটনার পরই সংঘটিত হয়েছে। এছাড়াও হযরত হুসায়ন (রা)-এর ঘটনায় খাযরাজের কেউ উপস্থিত ছিলেন না। আরবদের ইতিহাসেও যুদ্ধ-বিগ্রহের ঘটনাসমূহের অবনতির মাধ্যমে তা জানা সম্ভব। আর অল্লাহই ভাল জানেন। আর এই কবিতা পঙ্‌ক্তিগুলি আবদুল্লাহ ইব্‌ন ফিবআরীর।

২. আত-তাবারী –আছছুলামী

ইয়াযীদ ইবন মু'আবিয়ার সামনে রাখা হল, তখন সে তার হাতের ছড়ি দিয়ে তাঁর মুখে খোঁচা দিতে লাগল। আর বলল, এঁর ও আমাদের অবস্থান হল হাসীন ইব্ন হাম্মান আলমুর্‌রী যেমন বর্ণনা করেছেন,

يفلقن هاما من رجال اعزة + علينا وهم كانوا أعق و أظلم

(তরবারিসমূহ) এমন লোকদের মাথার খুলি দ্বিখণ্ডিত করে যারা আমাদের কাছে সম্মানের পাত্র + তবে অবাধ্যতা ও অবিচারে তারা অগ্রবর্তী ছিল।

তখন আবূ বারযাহ্ আল-আসলামী[১] তাকে বললেন, শুনে রাখ! তোমার এই ছড়ি এমন স্থানে পতিত হচ্ছে যেখানে আমি আল্লাহ্‌র রাসূলকে চুমু দিতে দেখেছি। তারপর বললেন, শুনে রাখ! এ কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে আর তাঁর শাফায়াতকারী থাকবেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আর তুমি উপস্থিত হবে ইব্ন যিয়াদকে শাফায়াতকারী রূপে নিয়ে। এরপর তিনি উঠে চলে গেলেন। এছাড়া ইব্ন আবুদ দুন্‌য়া তা বর্ণনা করেছেন আবদুল ওয়ালীদ থেকে, তিনি খালিদ ইব্ন আসাদ থেকে, তিনি আম্মার ইব্ন আদ্‌দুহনী থেকে, তিনি জা'ফর থেকে, তিনি বলেন, হযরত হুসায়ন (রা)-এর মাথা যখন ইয়াযীদের সামনে রাখা হল এবং হযরত আবূ বারযার উপস্থিতিতে সে ছড়ি দিয়ে তাতে খোঁচা দিতে লাগল, তখন তিনি তাকে বললেন, তোমার ছড়ি উঠিয়ে নাও। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাতে চুমু দিতে দেখেছি।

ইব্ন আবুদ দুনইয়া বলেন, আমাকে মাসলামা ইব্ন শাবীব বর্ণনা করেছেন হুমায়দী থেকে, তিনি সুফিয়ান থেকে, তিনি বলেন, আমি সালিম ইব্ন আবূ হাফসাকে বলতে শুনেছি, হাসান বলেন, হযরত হুসায়নের মাথা যখন উপস্থিত করা হল, তখন ছড়ি দিয়ে ইয়াযীদ তাতে খোঁচা মারতে লাগল। সুফিয়ান বলেন, আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, এ ঘটনার পর হাসীন আবৃত্তি করত–

سمية أس فلها عدد الحصى + وبنت رسول الله ليس لها نسل

সুমায়্যার বংশধর বৃদ্ধি পেয়ে কঙ্করের সংখ্যায় পৌঁছেছে + অথচ নবী-কন্যার কোন বংশধর নেই।

হযরত হুসায়নের স্ত্রী-সন্তান ও স্বজনদের প্রহরা ও তত্ত্বাবধানের জন্য উমর ইব্ন সা'দ স্বতন্ত্র লোক নিয়োগ করল। এরপর তারা তাদেরকে তাদের বাহনের হাওদায় উঠাল। আরোহণ করাল। এরপর সকলে যখন রণক্ষেত্র অতিক্রমকালে হযরত হুসায়ন (রা) এবং তাঁর সঙ্গীদের সেখানে ভূলুণ্ঠিত অবস্থায় দেখল। তখন মেয়েরা তাঁর শোকে উচ্চস্বরে কাঁদতে লাগল। আর যায়নাব (রা) তাঁর ভাই হুসায়ন (রা) ও স্বজনদের মৃত্যু শোকে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলেন, 'হে মুহাম্মদ ! হে মুহাম্মদ ! আল্লাহ্ আপনার প্রতি অনুগ্রহ করুন। আর আসমানের ফেরেশতা আপনার জন্য অনুগ্রহ কামনা করুক। এই হুসায়ন (রা) উন্মুক্ত প্রান্তরে। দেহ তাঁর রক্তস্নাত। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্ন-ভিন্ন।

হে মুহাম্মদ ! আর আপনার কন্যারা যুদ্ধ বন্দিনী আর বংশধরেরা নিহত হয়ে পড়ে আছে। পূবালী বাতাস তাদের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে। বর্ণনাকারী বলেন তাঁর এই করুণ ও মর্মস্পর্শী শোকবিলাপ শত্রু-মিত্র সকলকে কাঁদিয়ে ফেলল।

---

১. আর তার নাম নযলাহ ইব্ন আবীদ– তাহ্‌যীবুয তাহযীব (১০/৪৪৬)

কুররা ইব্‌ন কায়স বলেন, মেয়েরা নিহতদের অতিক্রম করল তখন তাঁরা উচ্চস্বরে কেঁদে উঠল এবং নিজেদের গণ্ডদেশ চাপড়াতে লাগল। বর্ণনাকারী বলেন, সেদিন আমি তাদের থেকে যে দৃশ্য দেখেছি, তার চেয়ে সুন্দর কোন দৃশ্য কোন মেয়েদের আমি কখনো দেখি নি। আল্লাহ্‌র কসম, তারা ছিল বীরীন ভূখণ্ডের নীল নাইয়ের চেয়ে সুন্দর। এরপর তিনি পূর্বোল্লিখিত রূপে হাদীসখানি উল্লেখ করেছেন। অতঃপর রাবী বলেন, এরপর তারা তাঁদেরকে নিয়ে কারবালা থেকে রওয়ানা হয়ে কূফায় প্রবেশ করল। তখন ইব্‌ন যিয়াদ তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করল এবং তাঁদের জন্য পোশাক-পরিচ্ছদ, ভরণ-পোষণ ইত্যাদি বরাদ্দ করে দিল। বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় অতি সাধারণ পরিধেয়, অপরিচিতের বেশে দাসী-বাঁদী পরিবেষ্টিত অবস্থায় যায়নাব ইব্‌ন ফাতিমা (রা) আসলেন। এরপর তিনি যখন উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদের সামনে প্রবেশ করলেন, তখন সে বলল, এ কে ? তখন তিনি কোন কথা বললেন না। তার কোন এক বাঁদী বলল, ইনি হলেন যায়নাব ইব্‌ন ফাতিমা (রা)। তখন সে বলল, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র! যিনি তোমাদেরকে হত্যা ও অপদস্থতার শিকার করেছেন এবং তোমাদের অভিনব দাবীকে মিথ্যা সাব্যস্থ করেছেন।

তখন তিনি তার উত্তরে বললেন, বরং প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বারা আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন এবং আমাদেরকে অতি উত্তমরূপে পবিত্র করেছেন– আর তুমি যা বলছ তা তোমার দাবী। শুনে রাখ, অপদস্থ হল ফাসিক আর মিথ্যাবাদী সাব্যস্থ হয় ফাজির (পাপিষ্ঠ)। সে বলল, তোমাদের আহ্‌লে বায়তের সাথে আল্লাহ্‌র আচরণ কেমন দেখলে ? তিনি বললেন, মহান আল্লাহ্ তাঁদের জন্য শহীদ হওয়ার ফয়সালা লিখে রেখেছিলেন তাই তারা তাঁদের বধ্যভূমিতে বেরিয়ে পড়েছিল। অচিরেই আল্লাহ্ তোমাকে তাঁদের সাথে সমবেত করবেন, তখন তারা তোমাকে বিচারের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে পেশ করবেন। একথায় ইব্‌ন যিয়াদ প্রচণ্ডক্রোধে জ্বলে উঠল, বেসামাল হয়ে পড়ল। তখন আমর ইব্‌ন হুরায়ছ তাকে বললেন, আল্লাহ্ আমীরকে সুমতি দিন। তিনি তো একজন নারী। কোন কথার কারণে কি কোন নারীকে শাস্তি দেওয়া যায় ? কথার কারণে তাকে শাস্তি দেয়া যায় না, আর নির্বুদ্ধিতার কারণে তাকে ভর্ৎসনাও করা যায় না।

আবূ মুখন্‌নাফ মুজালিদ ইব্‌ন সায়ীদ থেকে বর্ণনা করে বলেন, ইব্‌ন যিয়াদ যখন আলী ইব্‌ন হুসায়ন (যায়নুল আবিদীন রা)-কে দেখতে পেল। তখন এক সিপাহীকে[1] বলল, খোঁজ নিয়ে দেখ এই বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছে কি না। যদি সে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে থাকে তাঁকে নিয়ে হত্যা করে ফেল। তখন সে তার লুঙ্গি সরিয়ে দেখে বলল, হ্যাঁ সে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছে। ইব্‌ন যিয়াদ তখন বলল, যাও তাকে নিয়ে হত্যা করে ফেল। আলী ইব্‌ন হুসায়ন (রা) তাকে বললেন, যদি তুমি মনে কর আমার ও এই মেয়েদের মাঝে কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে, তাহলে তাদের দেখাশোনার জন্য একজন ভাল লোক পাঠিয়ে দাও। তখন ইব্‌ন যিয়াদ তাকে বলল, তাহলে তুমিই আস। তখন সে তাঁকে তাদের সাথে পাঠিয়ে দিল। আবূ মুখান্‌নাফ বলেন, আর সুলায়মান ইব্‌ন আবূ রশিদ তিনি আমাকে হুসায়ন ইব্‌ন মুসলিম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আলী ইব্‌ন হুসায়নকে যখন ইব্‌ন যিয়াদের সামনে উপস্থিত করা হয়, তখন আমি তার

---

১. ইবনুল আ'ছমে (৫/২২৮); আত তাবারীতে (৬/২৬৩); ইবনুল আছীরে ৪/৮২ তে মুররী ইব্‌ন মু'আয আল-আসমারীর নাম উল্লেখ রয়েছে।

কাছে দাঁড়িয়ে, ইব্‌ন যিয়াদ তাকে বলল, তোমার নাম কি ? তিনি বললেন, আলী ইব্‌ন হুসায়ন। সে তখন বলল, আল্লাহ্ কি আলী ইব্‌ন হুসায়নকে শেষ করেন নি ? কিন্তু তিনি চুপ থাকলেন। ইব্‌ন যিয়াদ তাঁকে নিশ্চুপ দেখে বলল, কি হয়েছে তোমার ? কথা বলছ না কেন ? তখন তিনি বললেন,

الله يتوفى الانفس حيث موتها ــ وما كان لنفس ان تمت الا باذن الله ــ

আল্লাহ্ জীবসমূহের প্রাণ হরণ করেন তাদের মৃত্যুর সময় –সূরা যুমার ঃ ৪২। আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কোন প্রাণীর মৃত্যু হতে পারে না–আল ইমরান ঃ ১৪৫।

তখন সে বলল, আল্লাহ্‌র শপথ! তুমিও তাদেরই একজন, দুর্ভাগ্য তোমার। দেখ তো সে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছে কি না? আল্লাহ্‌র শপথ! আমার তো মনে হয় সে প্রাপ্তবয়স্ক। তখন মুর্‌রী ইব্‌ন মুআল তাঁর বস্ত্র উন্মোচন করে বলল, হ্যাঁ, সে প্রাপ্তবয়স্ক। তখন সে বলল, তাহলে তাঁকে হত্যা করে ফেল। তখন আলী ইব্‌ন হুসায়ন বললেন, তাহলে এই মেয়েদের দেখাশোনার দায়িত্ব কে গ্রহণ করবে ? এ সময় তার ফুফু যায়নাব তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, হে ইব্‌ন যিয়াদ! আমাদের সাথে যে আচরণ তুমি করেছ তা-ই কি যথেষ্ট নয় ? তুমি কি আমাদের রক্তে এখনো তৃপ্ত হও নি ? আমাদের পুরুষদের কাউকে কি তুমি জীবিত রেখেছ ?

বর্ণনাকারী বলেন, তিনি আলীকে জড়িয়ে ধরে বললেন, যদি তুমি মু'মিন হয়ে থাক, তাহলে তাঁর সাথে আমাকেও হত্যা করে ফেল। তখন আলী ইব্‌ন হুসায়ন ইব্‌ন যিয়াদকে আহ্বান করে বলল, হে ইব্‌ন যিয়াদ! যদি তুমি মনে কর তোমার ও তাদের মাঝে কোন আত্মীয়তার বন্ধন রয়েছে, তাহলে তাদের সাথে একজন আল্লাহ্‌ভীরু লোক পাঠাও, যে ইসলামের বিধান রক্ষা করে তাদের সাথে অবস্থান করবে। বর্ণনাকারী বলেন, তখন সে কিছুক্ষণ তাদের দিকে তাকিয়ে থেকে সমবেত লোকদের দিকে ফিরে বলল, রক্তের টান বড় অদ্ভুত। আল্লাহ্‌র শপথ! আমার নিশ্চিত ধারণা যে, সে আন্তরিকভাবেই আকাঙ্ক্ষা করেছে যে, তাঁর ভাতিজার সাথে আমি যেন তাঁকেও হত্যা করি। বালকটিকে ছেড়ে দাও। যাও তুমি তোমার পরিবারের মেয়েদের সাথে।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর ইব্‌ন যিয়াদের নির্দেশে হযরত হুসায়নের স্ত্রী পুত্র কন্যা ও স্বজনদেরকে ইয়াযীদের কাছে রওয়ানা হওয়ার জন্য সফরের প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ সরবরাহ করা হল। আর আলী ইব্‌ন হুসায়ন (রা)-এর হাতে বেড়ি পড়িয়ে তা তাঁর গলার সাথে যুক্ত করে দেওয়া হল। এরপর তাদেরকে মাহকর ইব্‌ন ছা'লাবা আল-কুরাশী[১] এবং দূরাত্মা শাম্মার ইব্‌ন যুল জাওশানের সাথে পাঠিয়ে দিল। তারপর যখন তারা ইয়াযীদের প্রাসাদ দ্বারে পৌঁছল তখন মাহকার ইব্‌ন ছালাবা আল আইনী উচ্চস্বরে বলল, এ হল মাহকার ইব্‌ন ছালাবা যে আমীরুল মু'মিনীনের দরবারে হাযির হয়েছে অপরাধী ও ইতরদের নিয়ে। তখন ইয়াযীদ ইব্‌ন মু'আবিয়া বলল, মাহকরের মায়ের পুত্র তো দেখছি নিকৃষ্টতর ও ইতরতর।

এরপর যখন নিহতের মাথাসমূহ এবং মেয়েদেরকে ইয়াযীদের সামনে উপস্থিত করা হল তখন সে শামের সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় লোকদের আহ্বান করে তার চারপাশে বসাল। অতঃপর

---

১. আত-তাবারীতে (৬/২৬৪) মাহ্‌কার, আল-কামিলে (৪/৮৪) মুহাফ্‌ফার আর আল-আখবারুত তিওয়ালে (পৃঃ ২৬০) মাহকন রয়েছে।

আলী ইবন হুসায়ন এবং হযরত হুসায়ন (রা)-এর স্ত্রী-শিশু ও অন্যান্য স্বজনদের ডেকে পাঠাল। তখন সকলের সামনে তারা প্রবেশ করল। এরপর ইয়াযীদ আলী ইব্‌ন হুসায়নকে বলল, হে আলী! তোমার পিতা আমার আত্মীয়তা ছিন্ন করে আমার অধিকার ভুলে আমার সাথে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছিল। তার পরিণতিতে আল্লাহ্‌র ফয়সালা কি তা তুমি দেখেছ ? তখন আলী বললেন,

ما اصـــاب من مصـــيـــبـــة فـــى الارض ولا فـــى انـــفـــســـكـــم الا فـــى كـــتـــاب ـــ

পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় আসে পূর্বেই তা লিপিবদ্ধ থাকে। (আল হাদীস) –তখন ইয়াযীদ তার পুত্র খালিদকে বলল, তাকে উত্তর দাও। বর্ণনাকারী বলেন, কিন্তু খালিদ কি উত্তর দেবে তা খুঁজে পেল না। তখন ইয়াযীদ তাকে শিখিয়ে দিয়ে বলল, বল,

ما اصـــابـكـــم من مصـــيـبـــة فـبـمـا كـسـبـت ايـديـكـــم و يـــعـــفـــو عن كـــثـــيـــر ـــ

তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তা তো তোমাদের কৃতকর্মের ফল এবং তোমাদের অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা করে থাকেন। (সূরা ঃ শূরা - ৩০)

এরপর সে তার ব্যাপারে কিছুক্ষণ চুপ থাকল তারপর নারী ও শিশুদের ডেকে পাঠাল। তাদের হতশ্রী অবস্থা দেখে সে বলল, মারজানার ছেলেকে আল্লাহ্ লাঞ্ছিত করুন। যদি তার ও তাদের মাঝে কোন আত্মীয়তার বন্ধন থাকত তাহলে সে তাদের সাথে এরূপ আচরণ করত না এবং তোমাদেরকে এ অবস্থায় প্রেরণ করত না।

আবূ মুখাননাফ হারিছ ইব্‌ন কাব থেকে বর্ণনা করেন, তিনি ফাতিমা বিনত আলী থেকে তিনি বলেন, আমাদেরকে যখন ইয়াযীদের সামনে এনে বসান হল, তখন সে দয়াপরবশ হয়ে প্রয়োজনীয় সব কিছুর নির্দেশ দিল। এরপর লালাভ বর্ণের এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ইয়াযীদের কাছে গিয়ে আমাকে লক্ষ্য করে বলল, আমীরুল মু'মিনীন! একে আমায় দান করুন। আর আমি ছিলাম উজ্জ্বল বর্ণের তরুণী। তার কথায় আমি ভয়ে কেঁপে উঠলাম এবং ধারণা করলাম, এটা তাদের জন্য বৈধ বিষয়। তখন আমি আমার বোন যায়নাবকে আঁকড়ে ধরলাম। আর তিনি আমার চেয়ে জ্যেষ্ঠ ও বুদ্ধিমতি ছিলেন এবং জানতেন যে, তা তাদের জন্য বৈধ নয়। তাই তিনি ঐ ব্যক্তিকে বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! তুমি মিথ্যা বলেছ এবং ইতরামির পরিচয় দিয়েছ। তোমার বা তার কারো সে অধিকার নেই। তখন ইয়াযীদ ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে বলল, তুমিই মিথ্যা বলেছ। আল্লাহ্‌র শপথ! আমার সে অধিকার রয়েছে। যদি আমি ইচ্ছা করি তাহলে তা করতে পারি। তখন যায়নাব বললেন, কখনও নয়। আল্লাহ্ তোমাকে সে অধিকার দেন নি, তবে যদি তুমি আমাদের দীন ও মিল্লাত ত্যাগ করে অন্য কোন দীনের অনুসারী হয়ে থাক তাহলে সে কথা ভিন্ন।

ফাতিমা বলেন, ইয়াযীদ তখন ক্রোধে বেসামাল হয়ে বলল, আমার সাথে তুমি তোমার এমন স্পর্ধামূলক কথা, অথচ দীন ত্যাগ করেছে তোমার পিতা, তোমার ভাই। তখন যায়নাব বলল, আল্লাহ্‌র দীনের মাধ্যমে, আমার পিতা ও ভ্রাতার দীনের মাধ্যমে, আমার মাতামহের দীনের মাধ্যমে তুমি, তোমার পিতা ও পিতামহ তোমরা সকলে দীনের পথ পেয়েছ। তখন সে বলল, হে আল্লাহ্‌র শত্রু নারী তুমি মিথ্যা বলেছ। তখন যায়নাব বললেন, তুমি আমীরুল মু'মিনীন! অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী অন্যায়ভাবে কটু কথা বলছ এবং তোমার কর্তৃত্ব

জাহির করছ। ফাতিমা বলেন, আল্লাহ্র শপথ ! একথা শুনে ইয়াযীদ যেন লজ্জা পেল তখন সে চুপ হয়ে গেল।

এরপর সেই লোকটি আবার দাঁড়িয়ে বলল, আমীরুল মু'মিনীন ! একে আমায় দান করুন। তখন ইয়াযীদ (বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ) হয়ে তাকে বলল, দূর হও তুমি। আল্লাহ্ তোমাকে চূড়ান্ত মরণ দান করুন। অতঃপর ইয়াযীদ নু'মান ইব্ন বশীরকে নির্দেশ দিলেন, একজন বিশ্বস্ত লোকের তত্ত্বাবধানে একদল অশ্বারোহীর প্রহরায় তাদেরকে পবিত্র মদীনায় পাঠিয়ে দিতে। আর এ সময় আলী ইব্ন হুসায়নকে তাদের সাথে রাখতে। এরপর সে হুসায়ন পরিবারের এই মেয়েদেরকে খলীফার শাহী মহলের অন্তঃপুরে নিয়ে গেল সেখানে মু'আবিয়া পরিবারের মেয়েরা হুসায়ন (রা)-এর শোকে কান্না ও বিলাপরত অবস্থায় তাঁদেরকে অভ্যর্থনা জানাল। এরপর তারা তিন দিন আয়োজন করে শোক-বিলাপ করল। আর দিনে বা রাতে ইয়াযীদ যখনই খাবার গ্রহণ করত, তখনই হযরত হুসায়নের দুই পুত্র আলী ও উমরকে তার সাথে রাখত। একদিন ইয়াযীদ ঠাট্টাচ্ছলে তার পুত্র খালিদের দিকে ইঙ্গিত করে ছোট্ট উমর ইব্ন হুসায়নকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি এর বিরুদ্ধে লড়াই করবে ? তখন সে বলল, আমাকে একটি তরবারি[১] এবং তাকে একটি তরবারি দিন, তাহলে আমরা লড়াই করতে পারি। তখন ইয়াযীদ তাকে কোলে জড়িয়ে ধরে বলল, যেমন বাপ তেমন বেটা[২] সিংহের শাবক সিংহই হয়ে থাকে।

এরপর মদীনার পথে ইয়াযীদ যখন তাদেরকে বিদায় জানাল তখন বলল, সুমাইয়্যার ছেলেকে আল্লাহ্ লাঞ্ছিত করুন। শুনে রাখ, আমি যদি তোমার পিতার প্রতিপক্ষ হতাম তাহলে তিনি আমার কাছে যে প্রস্তাব দিতেন আমি তা-ই গ্রহণ করতাম এবং সর্বোপায়ে এমনকি আমার কোন সন্তানের মৃত্যুর বিনিময় হলেও তাঁর মৃত্যু রোধ করতাম। কিন্তু আল্লাহ্র ফয়সালা (ছিল অন্য রকম) তো তুমি দেখেছ। এরপর সে তাঁকে সফরের সকল উপায়-উপকরণ এবং বহু অর্থ-সম্পদ প্রদান করল এবং তাঁদের সকলকে মূল্যবান পরিধেয় উপহার দিল। আর তাঁদের সাথে প্রেরিত তার দূতকে তাঁদের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে নির্দেশ দিয়ে বলল, তোমার প্রতিটি প্রয়োজন আমাকে লিখে জানাবে। হুসায়ন পরিবারের মেয়েদের সাথে প্রেরিত সে তত্ত্বাবধায়ক দূত পথে তাঁদের থেকে পৃথক হয়ে পথ চলত এবং তাঁদের দৃষ্টিসীমার নাগালের সর্বোচ্চ অবস্থান করে তাদেরকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করত। এভাবে তাঁরা মদীনায় পৌঁছে যান।

ফাতিমা বিন্ত আলী বলেন, পবিত্র মদীনায় পৌঁছে আমি আমার বোন যায়নাবকে বললাম, আমাদের সাথে প্রেরিত এই ব্যক্তি আমাদেরকে অতি উত্তমভাবে সাহচর্য দান করেছে, আল্লাহ্র শপথ! আমাদের গহনাপত্র ছাড়া তাকে দেয়ার মত আমাদের সাথে কিছুই নেই। তিনি বলেন, তখন আমি তাকে বললাম, তাহলে আমরা তাকে আমাদের গহনাই দিই। তিনি বলেন, তখন আমি আমার হাতের কঙ্কন ও বাজুবন্ধ এবং আমার বোন তাঁর হাতের বালা ও বাজুবন্ধ নিয়ে বিনীতভাবে লোকটির কাছে এই বলে পাঠালাম আমাদেরকে উত্তম সাহচর্য দানের জন্য এটা আপনার প্রাপ্য বিনিময়। তখন লোকটি বলে পাঠাল, আপনাদের সাথে আমার কৃত আচরণ যদি দুনিয়াবী বিনিময়ের জন্য হত, তাহলে আপনাদের প্রেরিত বস্তু আমার প্রাপ্যের চেয়ে

---

১. আখবাররুত তিওয়ালে (২৬১ পৃঃ) একই অর্থবোধক ভিন্ন আরবী শব্দ রয়েছে।
২. এখানে একটি আরবী প্রবাদ (টকা সম্বলিত) রয়েছে। অনুবাদে তার মর্মার্থ দেয়া হল। –অনুবাদক

বেশী, কিন্তু আল্লাহ্র শপথ! একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আপনাদের নৈকট্যের কথা ভেবেই আমি তা করেছি।

কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, ইয়াযীদ যখন হযরত হুসায়নের মাথা দেখল তখন বলল, তোমরা কি জান ফাতিমা পুত্র কোথা থেকে আগমন করেছে ? তাঁর কৃত কর্মে কি তাঁকে প্ররোচিত করেছে ? এবং কি সে তাঁকে এই পরিণতির শিকার করেছে ? উপস্থিত লোকেরা বলল, না। ইয়াযীদ তখন বলতে লাগল, তাঁর দাবী ছিল তাঁর পিতা আমার পিতার চেয়ে উত্তম, তাঁর মা আমার মায়ের চেয়ে উত্তম এবং তাঁর মাতামহ আল্লাহ্র রাসূল আমার পিতামহের চেয়ে উত্তম এবং সে নিজে আমার চেয়ে উত্তম এবং খিলাফতের ব্যাপারে আমার চেয়ে অধিক হকদার। আর তাঁর এই দাবী যে, তাঁর পিতা আমার পিতার চেয়ে উত্তম, এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য হল, আমার পিতা তাঁর পিতার সাথে বিবাদের মীমাংসা বিষয় আল্লাহ্র কাছে সোপর্দ করেন। আর তারপর ফয়সালা কার পক্ষে হয়েছে তা সকলেরই জানা। আর তার এই দাবী যে, তার মা আমার মায়ের চেয়ে উত্তম, সে ব্যাপারে আমি বলব, আমার জীবনকালের শপথ ! আল্লাহ্র রাসূলের কন্যা ফাতিমা (রা) অবশ্যই আমার মায়ের চেয়ে উত্তম। আর তাঁর এই দাবী যে, তাঁর মাতামহ আমার পিতামহের তুলনায় উত্তম। সে ব্যাপারে আমার বক্তব্য হল, আমার জীবনকালের শপথ! আল্লাহ্ ও শেষ দিবসে বিশ্বাসকারী এমন কেউ নেই, যে আমাদের মাঝে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন সমকক্ষ বা প্রতিপক্ষ আছে বলে মনে করে। কিন্তু সে আল্লাহ্র এই বাণী গভীরভাবে উপলব্ধি করেনি

قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ـ

বল, হে সার্বভৌম শক্তি ও কর্তৃত্বের মালিক আল্লাহ্! আপনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান করেন এবং যার নিকট থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নেন। আর যাকে ইচ্ছা পরাক্রমশালী করেন আর যাকে ইচ্ছা হীনবল করেন। (আল-ইমরান ঃ ২৬)

والله يؤتى ملكه من يشاء ـ

আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা স্বীয় কর্তৃত্ব দান করেন। আল বাকারা ঃ ২৪৭

হুসায়ন-পরিবারের মেয়েরা যখন ইয়াযীদের সাক্ষাতে প্রবেশ করলেন তখন হুসায়ন কন্যা ফাতিমা যিনি সুকায়নার বড় ছিলেন, বললেন, হে ইয়াযীদ! রাসূল কন্যারা যুদ্ধ বন্দিনী। তখন ইয়াযীদ বলল, ভাতিজী! একারণেই আমি এসব অপছন্দ করতাম। তিনি বলেন, তখন আমি বললাম, আল্লাহ্র শপথ! লোকেরা আমাদের কানের একটি দুল পর্যন্ত বাকী রাখে নি। তখন সে বলল, ভাতিজী তোমার কাছে যা আসবে তা তোমার যা খোয়া গিয়েছে তার থেকে উত্তম। অতঃপর তাদেরকে তার নিজ বাসগৃহে নিয়ে গেল এবং তাঁদের প্রত্যেকজনের কাছে তাঁর কি খোয়া গেছে তা জানতে চাইল। এরপর তাদের প্রত্যেকে যা-ই দাবী করল, পরিমাণ যা-ই হোক, সে তাদেরকে তার দ্বিগুণ দিল।

হিশাম আবূ মুখান্নাফ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাকে আবূ হাময়াহ আছ-ছুলামী বর্ণনা করেছেন, আব্দুল্লাহ আছ-ছুলামী থেকে তিনি কাসিম ইব্ন বাখীত[1] থেকে তিনি বলেন, কূফার

---

১. আল বিদায়ার মুদ্রিত কপিতে নাজীব বিদ্যমান।

প্রতিনিধি দল যখন হযরত হুসায়নের মাথাসহ আগমন করল, তখন তারা (প্রথমে) তা নিয়ে দামেশকের মসজিদে প্রবেশ করল। তখন মারওয়ান ইব্‌ন হাকাম তাদেরকে জিজ্ঞাসা করল, তোমরা কিভাবে বিজয় লাভ করলে ? তারা বলল, তাদের আঠার জন যোদ্ধা আমাদের বিরুদ্ধে আগমন করল, তখন আল্লাহ্‌র কসম ! আমরা তাদের সকলকে শেষ করে দিলাম। এই হল তাদের মাথা ও বন্দীগণ। তখন সে লাফ দিয়ে উঠে চলে গেল। এরপর তার ভাই ইয়াহইয়া ইব্‌ন হাকাম তাদের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, কিভাবে তোমরা বিজয় লাভ করলে ? তখন তারা তেমনই বলল যেমন তার ভাইকে বলেছিল। তখন সে তাদেরকে বলল, কাল কিয়ামতের দিন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তোমাদেরকে দূরে রাখা হবে। কোন দিন কোন বিষয়ে আমি তোমাদের সাথে (একমত) হব না। অতঃপর সে উঠে চলে গেল।

বর্ণনাকারী বলেন, মদীনাবাসীর কাছে যখন হযরত হুসায়নের নিহত হওয়ার সংবাদ পৌঁছাল, তখন বনূ হাশিমের নারীরা তার মৃত্যু শোকে কাঁদল এবং বিলাপ করল। বর্ণিত আছে যে, যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে ইয়াযীদ লোকদের কাছে পরামর্শ চাইল। তখন কতিপয় অভিশপ্ত লোক বলল, আমীরুল মু'মিনীন! সাপ মেরে তার বাচ্চা ছেড়ে রাখা নিরাপদ নয়। আলী ইব্‌ন হুসায়নকে শেষ করে দিন, তাহলে আর হুসায়নের কোন বংশধর অবশিষ্ট থাকবে না। তখন ইয়াযীদ চুপ করে রইল, আর নু'মান ইব্‌ন বশীর বললেন, আমীরুল মু'মিনীন! তাদেরকে এই অবস্থায় দেখলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেরূপ আচরণ করতেন আপনিও সেরূপ আচরণ করুন। তখন ইয়াযীদ তাঁদের প্রতি সদয় হল এবং তাদেরকে হাম্মামখানায় নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিল এবং তাদের জন্য খাবার, পোশাক ও উপঢৌকনের ব্যবস্থা করল এবং নিজ গৃহে তাঁদের আপ্যায়ন করল। আর এই বর্ণনা দ্বারা রাফেযীদের মিথ্যা দাবী প্রত্যাখ্যাত হয় যে, তাঁদেরকে উটের পিঠে বিবস্ত্র ও বন্দী অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আর তাঁদের মধ্যে ঐ লোকেরা মহামিথ্যুক, যারা বলে যে, তাঁদের সতর আবৃত করার জন্যই সেদিন থেকে বুখতী বা খোরাসানী উটের দেহে কুঁজের সৃষ্টি হয়েছে।

তারপর ইব্‌ন যিয়াদ হারামায়নের প্রশাসক আমর ইব্‌ন সায়ীদের কাছে হযরত হুসায়ন (রা)-এর নিহত হওয়ার সুসংবাদ দিয়ে পত্র প্রেরণ করল। তখন সে জনৈক ঘোষককে[১] নির্দেশ দিলে সে তা ঘোষণা করে দিল। বনূ হাশিমের নারীরা যখন এ সংবাদ শুনল তখন তারা উচ্চস্বরে কান্না-বিলাপ করতে লাগল। তখন আমর ইব্‌ন সায়ীদ বলতে লাগল, এ হল উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফানের শোকে বিলাপকারিণীদের কান্নার বদলা। আবদুল মালিক ইব্‌ন উমায়র বলেন, একদিন আমি উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন যিয়াদের সাক্ষাতে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম তার সামনে একটি ঢালের উপর হুসায়ন ইব্‌ন আলীর মাথা। আল্লাহ্‌র শপথ! এরপর কিছুদিন যেতে না যেতেই মুখতার ইব্‌ন আবূ উবায়দের সাক্ষাতে গিয়ে দেখি তার সামনে একটি ঢালের উপর উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন যিয়াদের মাথা। আল্লাহ্‌র শপথ! এরপর কিছুদিন যেতে না যেতেই আব্দুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানের সাক্ষাতে গিয়ে দেখি সেখানে তার সামনে একটি ঢালের উপর মুস'আব ইব্‌ন যুবায়রের মাথা।

---

১. আত-তাবারীতে (৬/২২৮) আব্দুল মালিক ইব্‌ন আবুল হারিছ আস-সুলামী। তাকেই উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন যিয়াদ হযরত হুসায়নের নিহত হওয়ার সংবাদ দিয়ে আমর ইব্‌ন সায়ীদুবনুল 'আসের কাছে প্রেরণ করেছিল।

আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর আত-তাবরী তাঁর তারীখে[১] (ইতিহাস গ্রন্থে) বলেন, আমাকে যাকারিয়্যা ইব্ন ইয়াহইয়া আয-যারীর বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে আহমদ ইব্ন জানাব[২] আল-মুসায়য়সী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে খালিদ ইব্ন্ ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল্লাহ[৩] আল কাসরী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে আম্মার আদ্‌দুহনী বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন, আমি আমার পিতা জা'ফরকে/ আবূ জা'ফরকে বললাম, আমাকে হযরত হুসায়নের নিহত হওয়ার ঘটনাটি এমনভাবে বলুন যেন আমি তার প্রত্যক্ষদর্শী। তখন তিনি বললেন, মুসলিম ইব্ন আকীল যে পত্রে হযরত হুসায়নকে তাঁর কাছে আগমনের নির্দেশ দিয়েছিলেন তা নিয়ে তিনি কূফাভিমুখে অগ্রসর হলেন, তিনি যখন কাদিসিয়্যা থেকে তিন মাইল দূরত্বে এসে পৌঁছলেন, তখন হুর ইব্ন ইয়াযীদের সাথে তার সাক্ষাত হল। হুর তাকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কোথায় চলেছেন ? তিনি বললেন, আমি এই শহরে (কূফায়) যাচ্ছি। তখন সে তাকে বলল, আপনি ফিরে যান। কেননা, আমি আমার পশ্চাতে প্রত্যাশিত কোন কল্যাণ দেখতে পাইনি।

তাঁর একথায় হযরত হুসায়ন ফিরে যেতে উদ্যত হলেন কিন্তু তার সাথে মুসলিম ইব্ন আকীলের ভাইয়েরা ছিল, তাঁরা বলল, আল্লাহ্‌র শপথ! আমাদের ভাইকে যারা হত্যা করেছে তাদের থেকে প্রতিশোধ না নিয়ে কিংবা প্রাণ বিসর্জন না দিয়ে আমরা ফিরে যাব না[৪]· তখন হুসায়ন (রা) বললেন, তোমাদের ছাড়া জীবনের কোন মূল্য নেই। এরপর তিনি অগ্রসর হয়ে ইব্ন যিয়াদের প্রেরিত অশ্ববাহিনীর অগ্রবর্তী দলের মুখোমুখি হলেন। তারপর তিনি যখন বাঁধাপ্রাপ্ত হলেন তখন কারবালায় ফিরে আসলেন এবং পশ্চাদ দিকে[৫] নলখাগড়া ও বাঁশ জাতীয় উদ্ভিদের ঝোঁপ-ঝাড়ে রেখে অবস্থান নিলেন, যাতে তাঁকে এক দিকের সেখানে অবতরণ করে তিনি তাঁবু গাড়লেন। আর সঙ্গী ছিল পঁয়তাল্লিশ জন অশ্বারোহী এবং একশ পদাতিক যোদ্ধা।

এদিকে ইব্ন যিয়াদ উমর ইব্ন সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাসকে 'রায়' অঞ্চলের প্রশাসক নিয়োগ করে তাকে তার দায়িত্ব অর্পণ করে বলল, তোমার দায়িত্বে যাওয়ার পূর্বে আমাকে এই ব্যক্তি থেকে অব্যাহতি দিয়ে যাও।' তখন উমর তাকে বলল, এ দায়িত্ব থেকে আমাকে অব্যাহতি দিন। কিন্তু ইব্ন যিয়াদ তা অস্বীকার করল। তখন সে বলল, তাহলে আজ রাত্রের মত আমাকে অবকাশ দিন। তখন সে তাকে অবকাশ দিলে সে চিন্তা-ভাবনা করল। যখন সকাল হল তখন সে তার কাছে গিয়ে তার নির্দেশ পালনে তার সম্মতির কথা জানাল। এরপর উমর ইব্ন সা'দ হযরত হুসায়নের বিরুদ্ধে অগ্রসর হল। যখন সে তার সাক্ষাত পেল তখন হুসায়ন তাকে বললেন, আমার পক্ষ থেকে তিনটি প্রস্তাবের যে কোন একটি গ্রহণ কর। হয় আমার পথ ছেড়ে দাও আমি যেখান থেকে এসেছি সেখানে ফিরে যাই। কিংবা আমাকে ইয়াযীদের কাছে যেতে দাও কিংবা আমার পথ ছেড়ে দাও আমি কোন সীমান্তে গিয়ে জিহাদ

---

১. দেখুন আত-তাবারী ৬/২৩০।
২. মুদ্রিত গ্রন্থে খব্বার রয়েছে যা ভুল।
৩. আল বিদায়ার মুদ্রিত গ্রন্থে রয়েছে আবদুল্লাহ্ কস্‌রী থেকে ইয়াযীদ যা ভুল।
৪. আত-তাবারীতে ভিন্ন শব্দ বিশিষ্ট সমার্থক বাক্য রয়েছে।
৫. আত-তাবারীতে একই অর্থ জ্ঞাপক ভিন্ন শব্দাবলী রয়েছে।

করি। তখন উমর তাঁর এ প্রস্তাব গ্রহণ করে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য ইব্‌ন যিয়াদের কাছে লোক পাঠাল। তখন উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন যিয়াদ তাঁকে লিখল, না তা হবে না। আমার হাতে সে তাঁর হাত রাখা পর্যন্ত কোন ছাড় নেই।

তখন হযরত হুসায়ন (রা) বললেন, না, আল্লাহ্‌র শপথ ! কখনো তা হতে পারে না। এরপর সে উমর তাঁর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হল এবং হযরত হুসায়নের সকল সঙ্গী নিহত হলেন। যাদের মাঝে তার নিজ পরিবারের দশাধিক যুবক ছিলেন। এ সময় একটি তীর এসে তাঁর কোলে তাঁর এক শিশু পুত্রকে হত্যা করে। তখন তিনি তাঁর রক্ত মুছতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ্! আমাদের মাঝে এবং এমন সম্প্রদায়ের মাঝে ফয়সালা করুন যারা আমাদেরকে সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে ডেকে এনে হত্যা করেছে। এরপর তিনি একটি ইয়ামানী চাদর আনিয়ে তা দু'ভাগ করে পরলেন এবং তাঁর তরবারি নিয়ে অগ্রসর হয়ে লড়াই করতে করতে নিহত হলেন। বনূ মাজহিযের এক ব্যক্তি তাকে হত্যা করল এবং তাঁর মাথা বিচ্ছিন্ন করে তা ইব্‌ন যিয়াদের কাছে নিয়ে গেল এবং আবৃত্তি করল,

اوقر ركابي فضة وذهبا + فقد قتلت الملك المحجب –

আমার বাহন স্বর্ণ-রৌপ্যে বোঝাই করুন, অতি মর্যাদাবান বাদশাহকে আমি হত্যা করেছি।

قتلت خير الناس أما وأبا وخيرهم اذ ينسبون نسبا –

বর্ণনাকারী বলেন, ইব্‌ন যিয়াদ তাকে তার প্রতিনিধিরূপে ইয়াযীদ ইব্‌ন মু'আবিয়ার কাছে প্রেরণ করল। গিয়ে সে যখন হযরত হুসায়ন (র)-এর মাথা ইয়াযীদের সামনে রাখল তখন সেখানে সাহাবী আবূ বারযাহ্ আল আসলামী উপস্থিত ছিলেন। এ সময় ইয়াযীদ ছড়ি দিয়ে তাঁর মুখের অগ্রভাগে খোঁচা দিতে লাগল এবং আবৃত্তি করতে লাগল,

يفلقن هاما من رجال أعزة + علينا و هم كانوا أعق وأظلم –

তারা (তরবারিসমূহ) আমাদের প্রিয়জনদের খুলি দ্বিখণ্ডিত করে; কেননা তার অবাধ্যতায় ও অন্যায়ে অগ্রসর ছিল।

তখন আবূ বারযাহ্ তাকে বললেন, তোমার ছড়ি উঠিয়ে নাও। আল্লাহ্‌র শপথ ! কখনো কখনো আমি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর মুখে মুখ রেখে চুমু খেতে দেখেছি। বর্ণনাকারী বলেন, এছাড়া উমর ইব্‌ন সা'দ তাঁর স্ত্রী-কন্যা ও পোষ্যদের ইব্‌ন যিয়াদের কাছে প্রেরণ করল। আর হুসায়নের পুত্রদের মাঝে একটি মাত্র বালক বেঁচে ছিল। যুদ্ধকালে অসুস্থ থাকায় সে মেয়েদের সাথে ছিল। পরবর্তীতে ইব্‌ন যিয়াদ যখন তাঁকে হত্যার নির্দেশ দিল তখন তার ফুফু যায়নাব তাকে আগলে রেখে বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ ! আমাকে হত্যা না করে তোমরা তাঁকে হত্যা করতে পারবে না। তখন ইব্‌ন যিয়াদ দয়াপরবশ হয়ে তাঁকে হত্যা করা থেকে নিবৃত্ত হল।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর সে (ইব্‌ন যিয়াদ) তাঁদের সকলকে ইয়াযীদের কাছে পাঠিয়ে দিল। ইয়াযীদ তখন তার কাছে উপস্থিত সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় শামবাসীদের সমবেত করল। অতঃপর তারা তার সাক্ষাতে প্রবেশ করে তাকে বিজয়াভিনন্দন জানাল। তখন তাদের লাল বর্ণ নীল চক্ষু বিশিষ্ট এক ব্যক্তি তার (হুসায়নের) এক কিশোরী কন্যাকে দেখে দাঁড়িয়ে ইয়াযীদকে বলল, আমীরুল মু'মিনীন! একে আমায় দান করুন। তখন তাঁর বোন যায়নাব বললেন, না তা হতে পারে না। তাঁকে পাওয়ার না তোমার কোন মর্যাদা আছে, না তার। তবে যদি তোমরা

আল্লাহ্র দীন ত্যাগ করে থাক, তাহলে ভিন্ন কথা। বর্ণনাকারী বলেন, নীল চক্ষু লোকটি আবার তার কথার পুনরাবৃত্তি করল। তখন ইয়াযীদ তাকে বলল, তুমি এ বিষয় থেকে ক্ষান্ত হও। এরপর ইয়াযীদ তাঁদেরকে তার নিজ পোষ্য পরিজনের অন্তর্ভুক্ত করে রাখল। তারপর তাদেরকে পবিত্র মদীনায় পাঠিয়ে দিল। তাঁরা যখন মদীনায় প্রবেশ করল, তখন বনূ আবদুল মুত্তালিবের জনৈক স্ত্রীলোক এলোমেলো চুলে তার কামিলের হাতা মাথায় রেখে বেরিয়ে আসে তাঁদেরকে অভ্যর্থনা জানাল এবং কেঁদে কেঁদে আবৃত্তি করল-

ماذا تقولون ان قال النبي لكم + ماذا فعلتم و انتم اخر اداههم ـ

باعترقي وباهلي بعد مفتقري + منهم أسارى ونهم ضرجوا بدم -[১]

তোমরা কি জওয়াব দিবে যদি নবী (সা) তোমাদের জিজ্ঞাসা করেন, শেষ (নবীর) উম্মত হয়ে তোমরা কি আচরণ করেছ ?

আমার সন্তান-সন্ততি ও স্বজন পরিজনদের সাথে আমার মৃত্যুর পর, তাদের কেউ বন্দী আর কেউ রক্তে রঞ্জিত।

ماكان هاذا جزاءى اذ نصحت لكم ـ

أن تخلفوني بسوء ـ في ذوى رحم ـ[২]

তোমাদের কল্যাণ কামনার বিনিময়ে এটা আমার প্রাপ্য ছিল না যে তোমরা আমার রক্তসম্পর্কীয়দের সাথে আমার পরে মন্দ আচরণ করবে।

আবূ মুখান্নাফ বর্ণনা করেছেন সুলায়মান ইব্ন আবূ রাশিদ থেকে তিনি আবুল কানূদ আব্দুর রহমান ইব্ন উবায়দ থেকে যে, আকীলের কন্যাই এই কবিতার কথক। আর যুবায়র ইব্ন বাক্কারও এমন বর্ণনা করেছেন যে, আকীল ইব্ন আবূ তালিবের ছোট কন্যা যায়নাবই তা আবৃত্তি করেছিল যখন হুসায়ন পরিবার মদীনায় প্রবেশ করে। আবূ বকর ইব্ন আল আনসারী তাঁর সনদে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আলী ও ফাতিমার কন্যা যায়নাব যিনি আবদুল্লাহ ইব্ন জাফরের স্ত্রী ও সন্তানদের মা। তিনি কারবালার দিন অর্থাৎ হযরত হুসায়নের নিহত হওয়ার দিন তাঁর মুখাবরণ উঠিয়ে এই পঙ্‌ক্তিগুলি আবৃত্তি করেছিলেন। সঠিক বিষয় আল্লাহ্ই ভাল জানেন। হিশাম ইব্ন আল-কালবী বলেন, আমাকে আমাদের এক সঙ্গী বর্ণনা করেছেন আমর ইব্ন আবুল মিকদাম থেকে, তিনি বলেন, আমাকে আমর ইব্ন ইকরিমা বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন, হযরত হুসায়ন নিহত হওয়ার পর দিন সকালে আমরা মদীনায় ছিলাম। হঠাৎ আমাদের এক দাসী বলল[৩],

---

১. আল ইরশাদ ও কাশফুল গুম্মাতে রয়েছে ঃ এ সময় উম্মে লুকমান বিন্‌ত আকীল ইবন আবূ তালিব এবং তাঁর সাথে তাঁর বোনেরা উম্মে মুসাফী, স্যালমা, রমলা, যায়নাব বের হয়ে তাঁদের নিহতদের শোকে কাঁদছিল। আর মুরূজুয্ যাহাবে (৩/৮৩) রয়েছে আকীল ইবন আবূ তালিবের কন্যা তার স্বগোত্রের উন্মুক্ত মস্তক ও শোক বিহ্বল নারীদের সাথে বেরিয়ে এসেছিল। আর ইবনূল আ'ছমে (৫/২৪৫) অতঃপর আলী ইব্ন হুসায়ন আবৃত্তি করতে লাগলেন, আত-তাবারীতে منهم أسارى وقتلى তাদের কতক বন্দী ও কতক নিহত। আর মুরূজুয্ যাহাবে (৩/৮৩) نصف أسارى نصف অর্ধেক বন্দী অর্ধেক নিহত।

২. মুরূজুয্ যাহাবে مشر রয়েছে।

৩. ইবনুল আছীরে (৪/৯০) রয়েছে ঃ হযরত হুসায়নের নিহত হওয়ার রাত্রে কোন এক মদীনাবাসী এক ঘোষককে ঘোষণা করতে শুনল। আর ইবনুল আ'ছমে (৫/২৫০) অতঃপর তারা যখন দামেশক থেকে বিচ্ছিন্ন হল তখন অদৃশ্য এক ঘোষককে শূন্য থেকে আবৃত্তি করতে শুনল।

গতরাত্রে আমি এক ঘোষককে এই বলে ঘোষণা দিতে শুনেছি-

ايها القاتلون ظلما[1] حسينا + ابشروا بالعذاب والتنكيل ـ

হে হুসায়নের যালিম ঘাতকগণ! তোমরা আযাব ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির সুসংবাদ গ্রহণ কর।

كل السماء يدعو عليكم + من نبي وملاك وقبيل ـ[2]

আসমানের সকল বাসিন্দা নবী, ফেরেশতা ও নিহত (শহীদ) সকলে তোমাদের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ করেছে।

الانجيل ـ[3] لقد لعنتم على لسان ودا + وموسى وحامل

তোমরা তো অভিশপ্ত হয়েছে দাঊদ, মূসা ও ইঞ্জিল বাহকের মুখে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন, আমাকে আমর ইব্‌ন হায়যূম কালবী তাঁর মায়ের[4] উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি এই কণ্ঠস্বর (কবিতা পঙ্‌ক্তিসমূহ) শুনেছি। লাইছও আবূ নায়ীম বলেন, শনিবার। আল হাকিম আবূ আবদুল্লাহ নিশাপুরী এবং অন্যান্যেরা হযরত হুসায়নের হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গে পূর্ববর্তীদের কোন একজনের এই কবিতা আবৃত্তি করেছেন-

جاؤوا براسك يابن بنت محمد + متزملا بدمائه تزميلا ـ

হে মুহাম্মদ (সা)-এর দৌহিত্র ! তারা আপনার রক্তে রঞ্জিত মস্তক নিয়ে এসেছে।

وكان بك يا بن بنت محمد + قتلوا جهارا عامدين رسولا ـ

হে মুহাম্মদ (সা)-এর দৌহিত্র! আপনাকে হত্যা করে তারা যেন স্বেচ্ছায় ইচ্ছাকৃতভাবে কোন রাসূলকে হত্যা করেছে।

قتلوك عطشانا ولم يتدبروا + في قتلك القران والتفسير ـ

পিপাসার্ত অবস্থায় তারা আপনাকে হত্যা করেছে অথচ আপনাকে হত্যা করার ব্যাপারে তারা নাযিলকৃত কুরআন ভেবে দেখেনি।

ويكبرون بان قتلت وانما ـ قتلوا بك التكبير و التهليلا

আপনাকে হত্যা করে তারা তাকবীর বলে, কিন্তু আপনাকে হত্যা করে তারা তো তাকবীর তাহলীলকেও হত্যা করেছে।

হযরত হুসায়নের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল একষট্টি হিজরীর মুহাররম মাসের দশ তারিখ আশুরার দিন শুক্রবারে। কিন্তু হিশাম ইব্‌ন কালবী বলেন, বাষট্টি হিজরীতে। আর আলী ইব্‌ন মাদীনীও এইমত পোষণ করেন, ইব্‌ন লাহীয়ার মতে বাষট্টি কিংবা তেষট্টি হিজরীতে।

অপর এক ঐতিহাসিকের মতে ষাট হিজরীতে। তবে প্রথম মতটিই বিশুদ্ধ। আর এ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল ইরাকভূমির ফোরাত নদীর তীরবর্তী কারবালা নামক স্থানে। এ সময় হযরত হুসায়ন (রা)-এর বয়স ছিল আটান্ন বছরের মত। আর তিনি পঁয়ষট্টি কিংবা ছেষট্টি বছর বয়সে নিহত হয়েছেন ঐতিহাসিক আবূ নায়ীমের এ উক্তি সঠিক নয়।

---

১. আত-তাবারীতে ايها القاتلون جهلا হে অজ্ঞ মূর্খ কথকগণ।

২. ইবনুল আছীরে وملاءكه وقبل; আত-তাবারীতে وملك و قبيل আর ইবনুল আ'ছমে ومرسل وقبل রয়েছে; স্পষ্টতর হওয়ায় এই শেষটিরই অনুবাদ দেয়া হল।

৩. ইবনুল আছীরে এবং ইবন আসাকিরে (৪/৩৪১) وصاحب (ওয়ালা অর্থে)।

৪. তার পিতার উদ্ধৃতিতে।

ইমাম আহমদ বলেন, আমাদেরকে আবদুস সমাদ ইবন হাস্সান বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে উমারা অর্থাৎ ইব্ন রাযান বর্ণনা করেছেন ছাবিত থেকে, আর তিনি আনাস থেকে তিনি বলেন, (একবার) কাতারের গোত্রপতি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাতের অনুমতি চাইল। তখন তিনি তাকে (ভেতরে প্রবেশের) অনুমতি দিলেন। আর হযরত উম্মে সালামা (রা)-কে বলে রাখলেন, দরজার প্রতি লক্ষ্য রেখো কেউ যেন আমাদের কাছে প্রবেশ না করে। সে সময় হঠাৎ হুসায়ন ইব্ন আলী এসে লাফ দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং নবী (সা)-এর কাঁধে চড়তে লাগলেন। তখন সেই গোত্রপতি বলল, আপনি কি তাঁকে ভালবাসেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন সে বলল, আপনার উম্মতের লোকেরা তাঁকে হত্যা করবে। আর (আপনি) চাইলে আমি আপনাকে তাঁর বধ্যভূমি দেখিয়ে দিতে পারি। বর্ণণাকারী বলেন, তখন সে হাত দিয়ে আঘাত করে তাঁকে লাল মাটি দেখাল। তখন হযরত উম্মে সালামা (রা) সেই মাটি নিয়ে তাঁর কাপড়ের আঁচলে বেঁধে রাখলেন[১]।

বর্ণনাকারী বলেন, আমরা শুনতাম যে, সে কারবালায় নিহত হবে। আর ইমাম আহমদ বলেন, আমাদেরকে ওয়াকী বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন, আমাকে আবদুল্লাহ ইব্ন সায়ীদ বর্ণনা করেছেন, তাঁর পিতা থেকে আর তিনি হযরত আয়েশা (রা) থেকে অথবা উম্মে সালামা (রা) থেকে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, একবার আমার গৃহে আমার সাক্ষাতে এক গোত্রপতি প্রবেশ করল, যে ইতিপূর্বে কখনো প্রবেশ করে নি। এরপর সে আমাকে বলল, আপনার এই দৌহিত্র হুসায়ন নিহত হবে। যদি আপনি চান তাহলে আমি আপনাকে তাঁর বধ্যভূমি দেখিয়ে দিই। তিনি বলেন, তখন সে লাল মাটি বের করল[২]। এই হাদীসখানি হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আবূ উমামা থেকে তিবরানী তা বর্ণনা করেছেন, আর তাতে হযরত উম্মে সালামার কাহিনী রয়েছে। এছাড়া মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ হযরত আয়েশা (রা) থেকে হযরত উম্মে সালামা (রা)-এর ন্যায় বর্ণনা করেছেন। সঠিক বিষয় আল্লাহ্ই ভাল জানেন। যায়নাব বিনত জাহ্শ এবং হযরত আব্বাস (রা)-এর স্ত্রী উম্মুল ফযল লুবাবা থেকেও বর্ণিত হয়েছে। আর একাধিক তাবেয়ী হাদীসটিকে 'মুরসাল' রূপে বর্ণনা করেছেন।

আবুল কাসিম বাগাবী বলেন, আমাদেরকে আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্ন হারূন বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ রাক্কী এবং আলী ইব্ন হাসান আররাযী বর্ণনা করেছেন। তারা দু'জন বলেন, আমাদেরকে আবূ ওয়াকিদী আল হাররানী সায়ীদ ইব্ন আব্দুল মালিক বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে আতা ইব্ন মুসলিম বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে আশ'আছ ইব্ন সাহীম বর্ণনা করেছেন তাঁর পিতা থেকে তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্ন হারিছকে বলতে শুনেছি, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি,

ابنی یعنی حسین یقتل بارض یقال لها کربلاء فمن شهد منکم ذالك فلینصره ـ

---

১. মুসনাদে আহমদ ৩/২৬৫।
২. মুসনাদে আহমদ ৬/২৯৪।

"আমার এই পুত্র (দৌহিত্র) কারবালা নামক ভূখণ্ডে নিহত হবে তোমাদের যে তা প্রত্যক্ষ করবে সে যেন তাঁকে সাহায্য করে।" বর্ণনাকারী বলেন, তাই আনাস ইব্‌ন হারিছ কারবালায় যান এবং হযরত হুসায়নের সাথে নিহত হন। রাবী বলেন, তিনি ছাড়া অন্য কেউ তা বর্ণনা করেছেন বলে আমার জানা নেই। ইমাম আহমদ বলেন, আমাদেরকে মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে শারাহীল ইব্‌ন মুদরিক বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইয়াহইয়া থেকে আর তিনি তাঁর পিতা থেকে যে, তিনি হযরত আলীর সাথে সফর করছিলেন আর তিনি তার ওযুর পাত্রবাহক ছিলেন। সিফ্‌ফীন অভিমুখে রওয়ানা হয়ে পথিমধ্যে যখন তারা 'নায়নাওয়া'তে পৌছলেন তখন হযরত আলী (রা) উচ্চস্বরে ডেকে বললেন, ফোরাতের তীরে ধৈর্যধারণ কর আবূ আবদুল্লাহ! ধৈর্যধারণ কর। তখন আমি তাঁকে বললাম, আপনার উদ্দেশ্য কি ? তখন তিনি বললেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাতে প্রবেশ করে দেখলাম তার চক্ষুদ্বয় অশ্রুপ্লাবিত। তখন আমি তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কাঁদছেন কেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ! এইমাত্র জিবরীল আমার কাছ থেকে উঠে গেলেন, তিনি আমাকে বলে গেলেন যে, ফোরাতের তীরে হুসায়ন নিহত হবে।

নবী করীম (সা) বলেন, এরপর তিনি বললেন, আমি কি আপনাকে সেখানকার মাটির ঘ্রাণ শুঁকিয়ে দিব ? তিনি বলেন, অতঃপর তিনি তাঁর হাত প্রসারিত করলেন এবং (সেখান থেকে) এক মুষ্ঠি মাটি উঠিয়ে আমাকে দিলেন, তখন আর আমি অশ্রু সংবরণ করতে পারলাম না[১]। ইমাম আহমদ এককভাবে হাদীসখানি বর্ণনা করেছেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ থেকে তিনি ইয়াহইয়া ইব্‌ন যাকারিয়্যা থেকে তিনি এক ব্যক্তি থেকে আর সে ব্যক্তি আমির শা'বী থেকে আর তিনি আলী (রা) থেকে এমন একটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। হযরত আলী (রা)-এর উদ্ধৃতিতে মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ ও অন্যেরা বর্ণনা করেছেন যে, তিনি সিফ্‌ফীন যাওয়ার পথে কারবালায় কিছু হানযাল গাছ অতিক্রমকালে তার (সে স্থানের) নাম জিজ্ঞাসা করলেন। তখন 'কারবালা' নাম বলা হলে তিনি বললেন, কারব (বিপর্যয়) ও বালা (বিপদ)। তখন তিনি নেমে সেখানকার একটি গাছের কাছে নামায পড়লেন। তারপর বললেন, এস্থানে এমন শহীদগণ নিহত হবেন, যারা সাহাবাগণের পর শ্রেষ্ঠতম শহীদ হবেন। এরা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবেন এবং তিনি সেখানকার একটি বিশেষ স্থানের দিকে ইঙ্গিত করলেন, তখন লোকেরা স্থানটিকে চিহ্নিত করে রাখল আর পরবর্তীতে হুসায়ন (রা) সেখানেই শহীদ হন। কা'ব আল আহবার (রা) থেকে কারবালা সংক্রান্ত একাধিক 'আছার' বর্ণিত হয়েছে। আবূ জানাব আল কালবী ও অন্যরা বর্ণনা করেছেন যে, এখনও কারবালাবাসী হযরত হুসায়ন (রা)-এর শোকে জিনদের বিলাপ শুনতে পায়। তারা বলে ঃ

বর্ণনাকারী বলেন, "হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-এর শাহাদাতের দিন ভোর বেলায় একজন ক্রীতদাসী মদীনা শরীফে আমাদের কাছে বর্ণনা করেন এবং বলেন,

ايها القاتلون ظلما حسينا ـ ابشروا بالغراب و التنكيل

كل اهل السماء يدعو عليكم من نبى ومالك وقبيل لقد

لعنتهم عصلى ----الخ

"গতরাতে আমি একজন ঘোষককে ঘোষণা দিতে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, হে হুসায়নকে অন্যায়ভাবে হত্যাকারীরা! তোমাদের হীন কৃতকর্মের জন্য তোমরা মর্মন্তুদ শাস্তির সুসংবাদ

গ্রহণ কর। সমস্ত আকাশবাসী, নবী, ফেরেশতা ও শহীদ তোমাদের জন্য অভিসম্পাত দিচ্ছেন। সুলাইমান ইব্‌ন দাউদ (আ), মূসা (আ) ও ঈসা (আ) তথা সমস্ত নবীর অভিসম্পাতও তোমরা কুড়িয়ে নিয়েছ।"

ইব্‌ন হিশাম (র) বলেন, "আমাকে আমর ইবন হাইযূম আল কালবী তাঁর মাতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, উপরোক্ত কবিতা আমি স্বয়ং শুনেছি। আল-লাইস ও আবূ নুয়াইম বলেন, "উপরোক্ত আওয়াজটি শনিবার দিন শোনা গিয়েছিল।" আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম নিশাপুরী ও অন্যান্যরা ইমাম হুসায়ন (রা)-এর শাহাদাত সম্পর্কে কিছু সংখ্যক পূর্ববর্তী যুগের আলিমের নিম্নবর্ণিত কবিতাগুলো উল্লেখ করেন,

جائوا برأسك بابن بنت محمد — متزملا بدمائه تزميلا —

وكان بك يابن بنت محمد قتلوا ---الخ

"হে মুহাম্মদ (সা)-এর কন্যার পুত্র ! তারা তোমার শির মুবারক রক্তাক্ত অবস্থায় নিয়ে এসেছে এখানে। তারা তোমাকে দিবালোকে হত্যা করে যেন রাসূল (সা)-কেই তারা হত্যা করার ইচ্ছা পোষণ করেছে। হে মুহাম্মদ (সা)-এর কন্যার পুত্র! তোমাকে তারা পিপাসার্ত অবস্থায় হত্যা করেছে। কিন্তু তারা একবারও চিন্তা করে দেখে নি যে, তারা তোমার হত্যার মাধ্যমে কুরআন এবং আল্লাহ্‌র বাণীকেই হত্যা করেছে। তারা তোমাকে হত্যা করার মাধ্যমে তাকবীর ও তাহলীল অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রভুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বকে অবমাননা করতে প্রয়াস পেয়েছিল।"

পরিচ্ছেদ

হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-এর শাহাদাত ৬১ হিজরীর মুহররম মাসের ১০ তারিখ শুক্রবার দিন সংঘটিত হয়েছিল।

হিশাম ইবনুল কালবী বলেন, "৬২ হিজরীতে ইমাম হুসায়ন (রা)-এর শাহাদাত সংঘটিত হয়েছিল।" আলী ইবনুল মাদীনীও এ অভিমত পোষণ করেন। ইব্‌ন লাহীইয়া বলেন, ৬২ কিংবা ৬৩ হিজরীতে ইমাম হুসায়ন (রা)-এর শাহাদাত সংঘটিত হয়েছিল। অন্য একজন ইতিহাসবিদ বলেন, ইমাম হুসায়ন (রা)-এর শাহাদাত ৬০ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। প্রথম অভিমতটিই বিশুদ্ধ। ইরাক ভূখণ্ডের কারবালা নামক মরুময় স্থানে হযরত ইমাম হুসায়ন (রা) ৫৮ বছর বয়সে শাহাদাত লাভ করেন। আবূ নু'আয়ম যে তিনি ৫৬ বা ৫৭ বছর বয়সে শহীদ হয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন তা শুদ্ধ নয়।

ইমাম আহমদ (র) আবদুস সামাদ, আনাস (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, একদিন বৃষ্টির ফেরেশতা রাসূল (সা)-এর দরবারে প্রবেশের অনুমতি চান। তাঁকে অনুমতি দেয়া হল। তিনি প্রবেশ করলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর স্ত্রী হযরত উম্মে সালামা (রা)-কে বললেন, "তুমি আমাদের দরজায় লক্ষ্য রাখবে যেন অন্য কেউ ঘরে প্রবেশ না করে।" এমন সময় হযরত হুসায়ন ইব্‌ন আলী (রা) ছুটে এসে ঘরে ঢুকলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাঁধে ও পিঠে চড়তে লাগলেন।

ফেরেশতা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বললেন, "আপনি কি তাঁকে খুব ভালবাসেন ? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, "হ্যাঁ।" তখন ফেরেশতা বললেন, "আপনার উম্মতেরা তাকে খুন করবে। আপনি যদি চান তাহলে হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-কে যেখানে খুন করা হবে সে স্থানটি আমি আপনাকে দেখিয়ে দিতে পারি।" বর্ণনাকারী বলেন, ফেরেশতা তখন হাত দিয়ে মাটিতে আঘাত করলেন এবং রাসূল (সা)-কে কিছু লাল মাটি দেখালেন। হযরত উম্মে সালামা (রা) সে মাটিটুকু নিয়ে নিলেন এবং তাঁর কাপড়ের কোনায় বেঁধে রাখলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন থেকেই আমরা শুনে আসছিলাম যে, ইমাম হুসায়ন (রা)-কে কারবালায় শহীদ করা হবে।

ইমাম আহমদ (র) ওয়াকী....হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) কিংবা হযরত উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণনা শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন বললেন, "আজ আমার ঘরে এমন এক ফেরেশতা আগমন করেছেন যিনি আর কোন দিন আসেন নি। তিনি আমাকে বললেন, 'আপনার এ পৌত্র ইমাম হুসায়ন (রা)-কে শহীদ করা হবে। আপনি যদি চান তাহলে আমি যে মাটিতে তিনি শাহাদাত বরণ করবেন, তা আপনাকে দেখাতে পারি।" বর্ণনাকারী বলেন, তারপর ফেরেশতা কিছু লাল মাটি বের করে দেখালেন। উপরোক্ত হাদীসটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে হযরত উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণনা করা হয়েছে। তাবারানী (র) আবূ উসামা (রা) হতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেন। এটাতে উম্মে সালামা (রা)-এর একটি কাহিনী বর্ণিত রয়েছে। হযরত উম্মে সালামা (রা)-এর ন্যায় হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকেও মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ এ হাদীসটি বর্ণনা করেন। আল্লাহ্ তা'আলাই অধিক পরিজ্ঞাত।

যয়নাব বিন্‌ত জাহাশ এবং হযরত আব্বাস (রা)-এর স্ত্রী উম্মুল ফযল লুবাবা (রা) হতেও উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে। একাধিক তাবিঈ মুরসাল হিসাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আবূল কাসিম আল বাগাবী (র) মুহাম্মদ ইব্‌ন হারূন .... হযরত আনাস ইবনুল হারিস (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, 'আমার দৌহিত্র হুসায়ন (রা) যেই ভূখণ্ডে শাহাদাত বরণ করবে তার নাম "কারবালা"। তোমাদের মধ্যে যে এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করবে তারা যেন তাঁর সাহায্য-সহযোগিতা করে।' এ হযরত আনাস ইবনুল হারিস কারবালায় গমন করেন এবং হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-এর সাথে শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করে শাহাদাত বরণ করেন। বর্ণনাকারী বলেন, অন্য কেউ এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন বলে আমার জানা নেই।

ইমাম আহমদ (র) মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দ আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইয়াহইয়ার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, একদিন তিনি হযরত আলী (রা)-এর সাথে ভ্রমণে গেলেন। তিনি ছিলেন তাঁর পবিত্রতা অর্জনে ব্যবহৃত সামগ্রীর বহনকারী সাথী। যখন তারা নিনেভায় পৌঁছলেন যেখান দিয়ে সিফ্‌ফীনের দিকে যেতে হয়, তখন আলী (রা) আবদুল্লাহর পিতাকে বললেন, 'হে আবূ আবদুল্লাহ! ফুরাত নদীর তীরে থাম, হে আবূ আবদুল্লাহ! ফুরাত নদীর তীরে থাম।' আমি বললাম, 'ব্যাপার কি ?' তিনি বললেন, 'একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ঘরে প্রবেশ করলাম, দেখলাম, তাঁর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছে। আমি বললাম, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি কি কাঁদছেন ?' তিনি বললেন, হ্যাঁ, এইমাত্র জিবরাঈল (আ) আমার কাছ থেকে উঠে চলে গেলেন। তিনি আমাকে বলে গেলেন, হুসায়ন (রা) ফুরাত নদীর তীরে শাহাদাতবরণ করবে।' বর্ণনাকারী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আপনি কি আমাকে এ মাটি থেকে ঘ্রাণ নিতে দিবেন ? ফেরেশতা হাত বাড়ালেন এক মুঠো মাটি নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে অর্পণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, এ জন্যে আমি আমার অশ্রু সংবরণ করতে পারি নি। এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (র)-এর একক বর্ণনা ।

মুহাম্মদ ইবন সা'দ (র) আলী ইবন মুহাম্মদ.....হযরত আলী (রা) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ ইবন সা'দ এবং অন্যরা কয়েকটি সনদে আলী ইবন আবূ তালিব (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, একদিন তিনি কারবালার ময়দানের পাশ দিয়ে 'হানযাল' গাছ-গাছরার নিকট দিয়ে সিফ্‌ফীনে যাচ্ছিলেন, তিনি তখন জায়গাটির নাম জিজ্ঞেস করলেন। লোকজন বলল, এ জায়গাটির নাম কারবালা। হযরত আলী (রা) বলেন, এটার নামই কারব ও বালা। তারপর তিনি অবতরণ করলেন। হানযাল গাছের কাছে সালাত আদায় করলেন এবং বললেন, এখানেই অনেক লোক শাহাদাতবরণ করবেন এবং তারাই হবেন সাহাবীদের পরে শ্রেষ্ঠ শহীদান। আর তাঁরা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবেন।

হযরত আলী (রা) ঐ জায়গার দিকে ইঙ্গিত করলেন এবং উপস্থিত জনগণ কোন একটি বস্তু দিয়ে এ জায়গাটিতে চিহ্নিত করলেন। আর পরে এখানেই হযরত হুসায়ন (রা) শাহাদাত বরণ করেন। কা'ব আল আহবার হতে কারবালা সম্পর্কে বহু রিওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে। আবুল জানাব আল-কাল্‌বী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন যে, কারবালাবাসীরা হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-এর শাহাদাত বরণের পর হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-এর জন্য জিন জাতির বিলাপ শুনতে পেয়েছিলেন, তারা বলছিল,

مسح الرسول جبينه ـ فله بريق فى الخلود ابواه عن على قريش ـ جده خير الجدود ـ

"রাসূল (সা) তার কপাল মুবারক মাসেহ করলেন। তাঁর গাল দু'টি জ্বল জ্বল করছিল। তাঁর মাতা-পিতা ছিলেন সম্ভ্রান্ত কুরায়শ বংশের এবং তাঁর নানা ছিলেন নানাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।"

কিছু সংখ্যক লোক তাদের নিয়ে বলছিল,

خـرجـوا بـه وفـدا الـيـه فـهـم لـه شـر الـوفـود ------الـخ

"শত্রুরা প্রতিনিধি প্রেরণ করেছিল তাঁরই কাছে, তারাই ছিল তাঁর জন্যে অতি নিকৃষ্ট প্রতিনিধি দল, তারা তাদের নবীর কন্যার সন্তানকে হত্যা করেছিল এবং এ হত্যার মাধ্যমে তাদের সাথে আগত উত্তপ্ত প্রতিনিধি দলকে শান্ত করতে প্রয়াস পেয়েছিল।"

ইব্ন আসাকির বর্ণনা করেন, এক দল লোক কোন এক যুদ্ধে রোম শহরে গিয়েছিল, তারা সেখানে গির্জায় লিখিত একটি কবিতা দেখতে পেল, কবিতাটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

اتـرجـوا انـه قـتـلـت حـسـيـنـا ـ شـفـاعـة جـده يـوم الـحـسـاب ـ

"এমন একটি দল যারা ইমাম হুসায়ন (রা)-কে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল তারা কি হিসাবের দিন তার নানার শাফাআতের আশা করতে পারে ?"

তারা তখন লোকজনকে জিজ্ঞেস করল, এ কবিতাটি কে লিখেছে ? উত্তরে লোকজন বলল, "এ লেখাটি তোমাদের নবীর নবূওয়াত প্রাপ্তির তিনশত বছর পূর্ব হতে বিদ্যমান ছিল।"

বর্ণিত রয়েছে যে, যারা হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-কে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল, তারা কারবালা ময়দান থেকে একটি জায়গায় প্রত্যাবর্তন করে সেখানে রাত্রি যাপন করল। তারা শরাব পান করল এবং তাদের সাথে হযরত হুসায়ন (রা)-এর শির মুবারক ছিল। এ সময় একটি লোহার কলম তাদের সামনে বেরিয়ে আসল এবং হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-এর রক্ত দিয়ে দেয়ালের মধ্যে নীচের কবিতাটি লিখে চলে গেল ঃ

اتـرجـوا انه قـتـلـت حـسـيـنـا-----الـخ

"এমন একটি দল যারা হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-কে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল, তারা কি হিসাব নিকাশের দিন তার নানার শাফায়াতের আশা করতে পারে ?"

ইমাম আহমদ (র).....আবদুর রহমান আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, "একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দুপুর বেলায় ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখলাম, তার চুল অবিন্যস্ত ও ধূলা মিশ্রিত ছিল। তাঁর সাথে ছিল একটি বোতল যার মধ্যে ছিল কিছু রক্ত। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল ! আপনার প্রতি আমার মাতা ও পিতা কুরবান হোন, এটাতে কি ? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, "এটাতে ইমাম হুসায়ন (রা) ও তার সাথীদের রক্ত। আজই আমি এগুলো সংগ্রহ করলাম।" বর্ণনাকারী হযরত আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) বলেন, আমরা ঐ দিনটি হিসাব করে দেখলাম যে, হযরত ইমাম হুসায়ন (রা) ঐ দিনই শাহাদাতবরণ করেছিলেন।" এটা ইমাম আহমদ (র)-এর একক বর্ণনা এবং তাঁর সনদ অত্যন্ত মজবুত।

ইব্ন আবূদ দুনয়া আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ আলী ইব্ন যায়দ ইব্ন জাদ'আন (র) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, "একদিন হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) ঘুম থেকে জাগ্রত হলেন, ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন পাঠ করলেন এবং বললেন, "আল্লাহ্র শপথ! হযরত ইমাম হুসায়ন (রা) শাহাদাত বরণ করেছেন।" তখন তাঁর সাথীগণ তাঁকে

বললেন, 'কেমন করে আপনি এ বিষয় অবগত হলেন হে ইব্ন আব্বাস (রা) ?' উত্তরে তিনি বললেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে স্বপ্নে দেখলাম এবং তাঁর সাথে এক বোতল রক্তও দেখলাম।" তিনি বললেন, 'হে ইব্ন আব্বাস (রা) ! তুমি কি জান, আমার পরে আমার উম্মতের লোকজন কি করেছে ? তারা হুসায়ন (রা)-কে হত্যা করেছে, এটা ইমাম হুসায়ন (রা) ও তার সাথীদের রক্ত। এগুলোকে আমি (হাশরের দিন) আল্লাহ্র সামনে উঠিয়ে ধরব।" হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) এ হাদীসটি লিখে রাখলেন যখন এরূপ কথোপকথন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। চব্বিশ দিন পর তাঁদের কাছে মদীনায় সংবাদ আসল যে, হযরত ইমাম হুসায়ন (রা) ঐ দিনই এবং ঐ সময়ই শাহাদাত বরণ করেছিলেন।

ইমাম তিরমিযী (র).....আবূ সাঈদ আমর হযরত সালমা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, একদিন আমি উম্মে সালামা (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করে দেখলাম তিনি কাঁদছেন। তখন আমি বললাম, 'আপনি কেন কাঁদছেন ?' তিনি বললেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে স্বপ্নে দেখলাম, তার মাথা ও দাঁড়ি মুবারকে ধূলা লেগে রয়েছে। আমি বললাম, 'হে আল্লাহ্র রাসূল (সা) ! আপনার কি হয়েছে ?' রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, "এই মাত্র আমি ইমাম হুসায়ন (রা)-এর শাহাদাতবরণ প্রত্যক্ষ করলাম।"

মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ (র) মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ শাহর ইব্ন হাওশাব (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর স্ত্রী হযরত উম্মে সালামা (রা)-এর কাছে অবস্থান করছিলাম, হঠাৎ একটি চীৎকারের আওয়াজ শুনতে পেলাম, আমি এগিয়ে গেলাম এবং হযরত উম্মে সালামা (রা)-এর কাছে পৌছলাম, তখন তিনি বললেন, হযরত ইমাম হুসায়ন (রা) শাহাদাত বরণ করেছেন। তিনি আবার বললেন, 'শত্রুরা একাজটি সমাপ্ত করেছে। আল্লাহ্ তাদের কবর কিংবা ঘর-বাড়ি আগুনে পরিপূর্ণ করে দিন, একথা বলে তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন এবং আমরা সেখান থেকে চলে এলাম।'

ইমাম আহমদ (র) আবদুর রহমান হযরত আম্মার (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, 'আমি হযরত উম্মে সালামা (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি জিনদের ইমাম হুসায়ন (রা)-এর জন্যে কান্নাকাটি করতে শুনেছি এবং জিনদেরকে ইমাম হুসায়ন (রা)-এর জন্যে মাতম করতে শুনেছি।'

আল হুসাইন ইব্ন ইদ্রিস (র) ..... উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি জিন জাতিকে হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-এর জন্য মাতম করতে শুনেছি, তারা বলছিল,

ايها القاتلون جهد حسينا ـ ابشروا بالعذاب والتنكيل---

---الخ

হে ইমাম হুসায়ন (রা)-কে অজ্ঞভাবে হত্যাকারীরা! তোমাদের জন্যে মর্মন্তুদ আযাবের সুসংবাদ গ্রহণ কর। আসমানবাসীর সকলেই তোমাদের প্রতি অভিসম্পাত করে এমনকি নবী, রাসূল ও শহীদানরাও তোমাদের প্রতি অভিসম্পাত করেন। সুলাইমান ইব্ন দাউদ (আ), মূসা (আ) ও ঈসা (আ)-এর অভিসম্পাত তোমাদের সকলের জন্য রয়েছে।

অন্য সনদে হযরত উম্মে সালামা (রা) হতে অন্য ধরনের কবিতাও বর্ণিত রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলাই অধিক পরিজ্ঞাত।

আল-খতীব (র) বলেন, আহমদ ইব্‌ন উসমান হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে সায়ীদ ইব্‌ন যুবাইর বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে ওহী প্রেরণ করেন। ইয়াহইয়া ইব্‌ন যাকারিয়া (আ)-কে হত্যা করার দায়ে সত্তর হাজার লোক নিহত হয়েছিল আর আপনার কন্যার সন্তানদের হত্যার দায়ে সত্তর হাজার এবং আরো সত্তর হাজার নিহত হবে। (এ হাদীসটি অত্যন্ত গরীব কোন এক পর্যায়ে একজন মাত্র বর্ণনাকারী পাওয়া যায়) হাকীম তার মুসতাদরাক গ্রন্থে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

শী'আ সম্প্রদায় আশুরার দিন সম্পর্কে তারা অনেক মিথ্যা ও অশ্লীল হাদীস রচনা করেছে। যেমন তারা বলেছে ঃ আশুরার দিন এমন অন্ধকারময় সূর্যগ্রহণ হয়েছিল যে, তখন দিনের বেলায় তারকা উদিত হয়েছিল এবং সেদিন যেকোন পাথর তার জায়গা হতে উত্তোলন করলে তার নীচে রক্ত পাওয়া যেত। আসমানের দিগন্ত লালবর্ণ ধারণ করেছিল। ঐ দিন সূর্য যখন উদিত হয়, তখন রক্তাক্ত আভা ছড়িয়ে পড়েছিল। সারা আকাশ ঝুলন্ত ছাদে পরিণত হয়েছিল। তারকাগুলো একটির উপর একটি খোসা পড়েছিল। আসমান রক্তের বৃষ্টি বর্ষণ করেছিল। আসমান এরূপ লালবর্ণ আর কখনো হয় নি। এ ধরনের আরো অনেক তথ্য তারা পরিবেশন করেছিল।

ইব্‌নু লাহীয়া আবূ কাবীল আল-মাফিরী হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, "আশুরার দিন জোহরের সময় এমন অন্ধকারময় সূর্যগ্রহণ হয় যে, আকাশে তারকা দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। তিন দিন যাবত সারা দুনিয়া অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। কেউ যদি জাফরান কিংবা অন্য কোন সুগন্ধি স্পর্শ করত মানুষের অঙ্গ পুড়ে যেত। বাইতুল মুকাদ্দাসের যে কোন পাথর উত্তোলন করলে তার নীচে তাজা রক্ত পাওয়া যাবে। ইমাম হুসায়ন (রা)-এর যে উটগুলো শত্রু সৈন্যরা গনীমত হিসাবে লুটপাট করে নিয়ে গিয়েছিল। এগুলোর (গোশত) পাকানোর পর মাকাল ফলে পরিণত হয়েছিল। এ ধরনের অসংখ্য মিথ্যা হাদীস শী'আ সম্প্রদায় রচনা করেছিল, যেগুলোর মধ্য হতে একটিরও কোন ভিত্তি নেই। তবে ইমাম হুসায়ন (রা) নিহত হওয়ার পর শত্রু সৈন্যরা যে সব দুর্যোগ ও বালা মুসীবতে আক্রান্ত হয়েছিল সে অধিকাংশ হাদীসই বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত হয়েছে। কেননা যারা হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-কে হত্যা করেছিল তাদের খুব কম লোকই দুনিয়ায় বিভিন্ন প্রকার বালা-মুসীবত হতে রক্ষা পেয়েছিল। তাদের প্রায় প্রত্যেকেই কোন না কোন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিল। আর তাদের অধিকাংশই পাগল হয়ে গিয়েছিল।

হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-এর নিহত হওয়া সম্পর্কে শী'আ এবং রাফিযীরা আরো বহু মিথ্যা ও ভিত্তিহীন হাদীস রচনা করেছে যা উল্লেখ করার মত নয়। ইব্‌ন জারীর (র)-এর ন্যায় ইমাম ও হাফিজদের বর্ণিত বর্ণনা না থাকলে আমি (আল্লামা ইব্‌ন কাসীর (র) যেগুলো হাদীস বর্ণনা করেছি, সেগুলোর বর্ণনা করতাম না। এখানে যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে অধিকাংশই আবূ মিখ্‌নাফ লূত ইব্‌ন ইয়াহইয়া-এর বর্ণনা হতে নেয়া হয়েছে। সে ছিল শী'আ হাদীসের ইমামদের কাছে দুর্বল হাদীস বর্ণনাকারী। সে ছিল ইতিহাস প্রণেতা, তার কাছে এমন ইতিহাস পাওয়া যেত যা অন্যের কাছে পাওয়া যেত না। এ জন্যই এ সম্পর্কে অনেক লেখকই তার থেকে সাহায্য নিয়েছিলেন। আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

৪০০ হিজরী এবং তার কাছাকাছি কয়েক বছর ধরে বনূ বুওয়াইয়ার আমলে রাফিযীরা অতিরঞ্জিত অনুষ্ঠানাদি উদযাপন করেছে। বাগদাদের ন্যায় অন্যান্য শহরেও আশুরার দিন ঢোল বাজানো হত এবং বাজারে ও রাস্তাঘাটে ছাই, তুষ ইত্যাদি আবর্জনা ছিটানো হত। বাজারের

দোকানগুলোতে চট ও কম্বল ঝুলানো হত। জনগণ দুঃখ ও শোক প্রকাশ করত, ক্রন্দন করত, তাদের অধিকাংশই ইমাম হুসায়ন (রা)-এর প্রতি একাত্মতা প্রমাণের জন্যে এ রাতে পানি পান করত না। কেননা, হযরত ইমাম হুসায়ন (রা) তৃষ্ণার্ত অবস্থায় শাহাদাত বরণ করেছিলেন। মহিলারা আশুরার দিন খোলা মুখে রাস্তায় বের হতো, ইমাম হুসায়ন (রা)-এর জন্য মাতম করত এবং বুকে ও মুখে প্রচণ্ড আঘাত করত। তারা খালি পায়ে বাজার ও রাস্তাঘাট প্রদক্ষিণ করত। রাফিযীরা এ ধরনের বহু বিদআত, স্বকপোলকল্পিত আচার-আচরণ, রুচিজ্ঞান বর্হিভূত অশ্লীল প্রদর্শনীর প্রচলন করেছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, বনূ উমাইয়ার খিলাফতের বিরুদ্ধে জনগণকে উত্তেজিত করা এবং বনূ উমাইয়ার খিলাফতকে দোষারোপ করা। কেননা, বনূ উমাইয়ার খিলাফতকালেই হযরত ইমাম হুসায়ন (রা) শাহাদাত বরণ করেন।

সিরিয়াবাসীদের একদল রাফিযী ও শী'আ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে 'নাসিবী'রা আবির্ভূত হয়েছিল। তারা আশূরার দিন ভাল ভাল খাবার রান্না করত, গোসল করত, খোশবু লাগাত, উত্তম পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করত। আর এ দিনটিকে ঈদের দিন হিসাবে গণ্য করত। বিভিন্ন ধরনের উত্তম ও দামী খাবারের ব্যবস্থা করত, আনন্দ উৎসবে মেতে উঠত। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, শী'আ ও রাফিযীদের বিরুদ্ধাচরণ করা।

যারা হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-কে হত্যা করে তাদের ব্যাখ্যা হলো এই যে, মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হওয়ার পর মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য বিনষ্ট করার জন্য হযরত ইমাম হুসায়ন (রা) আগমন করেছিলেন। জনগণের মধ্যে যারা ইয়াযীদের হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছিল তাদের বায়'আত প্রত্যাহার করার জন্য তিনি এসেছিলেন এবং জনগণকে নিয়ে ইয়াযীদের বিরুদ্ধে তিনি লোকদেরকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। সহীহ্ মুসলিমে এরূপ আচরণ থেকে বিরত থাকার, এটাকে ভয় করার এবং এটার বিরুদ্ধে সকলে মিলে সংগ্রাম করার জন্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে। অজ্ঞ দলটি এরূপ ব্যাখ্যার আলোকে হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-কে হত্যা করে। অথচ তাদের পক্ষে এ হত্যা উচিত হয় নি। বরং তাদের উপর ওয়াজিব ছিল উপরোক্ত তিনটি বস্তুর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

কেননা, অত্যাচারীদের কাছে কোন একটি দল যদি কোন দোষ-ত্রুটি করে, তাহলে তারা এ ব্যাপারে সমস্ত ব্যক্তিকে দোষারোপ করে এবং সমগ্র জাতির নবীর বিরুদ্ধেও তারা নানা অভিযোগ উত্থাপন করে। প্রকৃতপক্ষে তারা যেরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছে ব্যাপারটি ঐরূপ নয় আর তারা যেরূপ আচরণ করেছে এ আচরণটি মোটেই ঠিক নয় এবং গ্রহণযোগ্য নয়। পূর্বের এবং পরের যুগের উলামায়ে কিরামের অধিকাংশই ইমাম হুসায়ন (রা) ও তার সাথীদের শাহাদাত বরণকে অত্যন্ত হীন কাজ বলে আখ্যায়িত করেন। শুধুমাত্র কূফার একটি ছোট দল। (আল্লাহ্ তাদের ধ্বংস করুক) তাদের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যে তারা পরস্পর যোগাযোগ স্থাপন করে, তারা হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-এর কাছে পত্র লিখে এবং ইমাম হুসায়ন (রা) ও তাঁর সাথীদেরকে জালিম সরকারের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করার জন্যে আহ্বান জানায়।

কূফার গভর্নর ইব্ন যিয়াদ তাদের এ হীন চক্রান্ত সম্বন্ধে যখন অবগত হল, তখন সে তাদেরকে পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতা ও বিভিন্ন প্রকারের সুযোগ-সুবিধা দিয়ে এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে তাদেরকে ইমাম হুসায়ন (রা) হতে সমর্থন প্রত্যাহার করে ও তাঁকে ত্যাগ করে এবং সর্বশেষে তাঁকে হত্যা করে। তবে সেনাবাহিনীর সকলেই এ হত্যাকাণ্ডের প্রতি রাজি ছিল না। কিন্তু সে এটাকে

খারাপও মনে করে নি। সম্ভবত হত্যার পূর্বে ইয়াযীদের যদি সুযোগ হতো তাহলে সে হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-কে ক্ষমা করে দিত। কেননা, তার পিতাও তাকে এরূপ করার জন্যে ওসীয়ত করে গিয়েছিলেন। আর সে প্রকাশ্যে নিজেও এরূপ নিজের মত ব্যক্ত করেছিল। ইমাম হুসায়ন (রা)-এর শাহাদাতের জন্যে সে গভর্নরকে অভিসম্পাত করেছিল এবং তাকে ভর্ৎসনাও করেছিল। কিন্তু তাকে সেজন্য বরখাস্ত করে নি, কোনরূপ শাস্তিও দেয় নি এবং তাকে এ ব্যাপারে মারাত্মকরূপে দোষারোপও করে নি। আল্লাহ্ তা'আলাই অধিক পরিজ্ঞাত।

প্রতিটি মুসলমানের উচিত হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-এর শাহাদাতে ব্যথিত হওয়া। কেননা, তিনি ছিলেন মুসলিম সরদারদের অন্যতম। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন বড় আলিম ও জ্ঞানী। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শ্রেষ্ঠ কন্যার অত্যন্ত আদরণীয় সন্তান। তিনি ছিলেন একজন মুত্তাকী, আবিদ, সাহসী ও দানশীল ব্যক্তিত্ব। তবে শীয়া সম্প্রদায় যেরূপ অনুনয়, বিনয়, আহাজারী ও লোক দেখানোর জন্য মাতমবাজী করত সেগুলো তিনি পছন্দ করতেন না। তাঁর পিতা হযরত আলী (রা) তাঁর থেকেও শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনিও শাহাদাত বরণ করেছেন। কিন্তু হযরত ইমাম হুসায়ন (রা) ও তাঁর আত্মীয়-স্বজনগণ তাঁর শাহাদাতের দিন মাতম করেন নি যেরূপ হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-এর অনুসারীগণ তাঁর শাহাদাত বার্ষিকীতে মাতম করে থাকে। তাঁর পিতা হযরত আলী (রা) জুমু'আর দিন নিহত হন। তখন তিনি ফজরের সালাত আদায় করছিলেন। যেই দিনটি ছিল ৪০ হিজরীর রামযানের ১৭ তারিখ। এভাবে হযরত উসমান (রা) আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অভিমত অনুযায়ী হযরত আলী (রা) হতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তিনিও শাহাদাত বরণ করেন। তিনি ৩৬ হিজরীর যুলহজ্জ মাসের কুরবানীর ঈদের পরে, তিন দিন শত্রু কর্তৃক নিজ গৃহে অন্তরীণ হয়ে পড়েছিলেন। তাকে যবেহ করে হত্যা করা হয়েছিল কিন্তু লোকজন তাঁর শাহাদাত বার্ষিকীতে অনুরূপ মাতম করে না। হযরত উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা) হযরত উসমান (রা) ও হযরত আলী (রা) হতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনিও শাহাদাত বরণ করেন। যখন তিনি মিহরাবে সালাতে ফজর আদায়কালে কুরআনুল কারীম পাঠ করছিলেন। জনগণ তাঁর শাহাদাত বার্ষিকীতেও অনুরূপ মাতম করে না। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-ও হযরত উমর (রা) হতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। জনগণ তাঁর ওফাত বার্ষিকীতে মাতম করে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) দুনয়া এবং আখিরাতে আদম সন্তানদের সর্দার। তিনি অন্যান্য নবীর ন্যায় মৃত্যুবরণ করে আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্যে চলে যান কিন্তু জনগণ তাঁদের কারো মৃত্যু বার্ষিকীতে মাতম করে না। শীয়া ও রাফিযী সম্প্রদায় ইমাম হুসায়ন (রা)-এর শাহাদাত বার্ষিকীতে যেসব আহাজারী ও মাতম করে থাকে, এরূপ তারা কিছুই করেন না। আর তাঁদের মৃত্যুর সময় এসব ঘটনা সংঘটিত হয় নি, যেগুলো ইমাম হুসায়ন (রা)-এর শাহাদাতের দিন সংঘটিত হওয়া সম্পর্কে শীয়া সম্প্রদায় দাবী করে যেমন সূর্যগ্রহণ এবং আকাশে লাল আভা দেখা দেয়া ইত্যাদি।

ইমাম হুসায়ন (রা)-এর শাহাদতের ন্যায় অন্য ঘটনাসমূহের স্মরণকালে কী বলা উত্তম, এ সম্পর্কে হযরত আলী ইব্নুল হুসাইন, হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-এর নানা রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 'যদি কোন মুসলমান কোন মুসীবতে পতিত হয় এবং পরে তা স্মরণ করে ঘটনাটি ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন সহ উল্লেখ করে, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এ ঘটনাটি সংঘটিত হওয়ার দিন যেরূপ পুণ্য দান করেছিলেন, স্মরণের দিনও তাকে সেরূপ পুণ্য দান করবেন। ইমাম আহমদ (র) এবং ইমাম ইব্ন মাজাহ্ (র) এ হাদীসটি বর্ণনা করেন।

হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-এর কবর

পরবর্তী যুগের উলামার অনেকের প্রসিদ্ধ মত এই যে, **ইমাম হুসায়ন** (রা)-এর কবর হযরত আলী (রা)-এর কবরের পাশের কারবালা নদীর তীরে **উঁচুভূমিতে অবস্থিত**। কথিত আছে যে, তাঁর কবরের উপরেই বর্তমান স্মৃতিসৌধটি অবস্থিত। **আল্লাহ্ তা'আলাই** অধিক পরিজ্ঞাত।

ইব্ন জারীর (র) ও অন্যান্য ইতিহাসবিদ উল্লেখ করেন যে, হযরত **ইমাম হুসায়ন** (রা)-এর শাহাদাতের জায়গার চিহ্নটুকু মুছে গেছে, এমনকি কেউ এ নির্দিষ্ট **জায়গাটির কোন** তথ্য দিতে পারে নি। যারা হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-এর কবরের স্থান সম্পর্কে জানেন বলে ধারণা করেন, আবূ নুয়াইম, আল ফযল ইব্ন দাকীন তাদের দাবীকে নাকচ করেন। হিশাম ইব্ন আল-কালবী উল্লেখ করেন যে, হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-এর কবরকে মুছে ফেলার জন্যে শত্রুরা তাঁর কবরের উপর অনবরত কয়েকদিন যাবত প্রবল ধারায় পানি ঢালতে থাকে। কিন্তু চল্লিশ দিন পর সেই পানি শুকিয়ে যায় এবং বনূ আসাদের এক বেদুঈন ব্যক্তি সেখানে আগমন করে মুঠো মুঠো মাটি সংগ্রহ করে ও মাটির ঘ্রাণ নিতে থাকেন। তিনি যখন শেষ পর্যন্ত ঘ্রাণের মাধ্যমে হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-এর কবরের সন্ধান পান তখন তিনি কাঁদতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, "আপনার জন্যে আমার মাতা-পিতা কুরবান হোক, আপনি এবং আপনার কবরের মাটি কতই না সুগন্ধময়।" অতঃপর তিনি একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন। কবিতাটি নিম্নরূপ ঃ

دوا يخفوا قبره عن عدوه - فطيب تراب القبر دل على القبر -

"শত্রুরা শত্রুতা করে তাঁর কবরকে গোপন রাখতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু কবরের মাটির সুগন্ধিই কবর কোথায় আছে তার সন্ধান দিয়ে দিল।"

হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-এর শির মুবারক

ইতিহাসবিদ ও জীবনীকারগণের প্রসিদ্ধ মত হল, ইব্ন যিয়াদ, হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-এর শির মুবারককে ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়ার কাছে প্রেরণ করেছিল। আবার কেউ কেউ এটাকে অস্বীকার করেছে। আমি বলি, "আমার কাছে প্রথম অভিমতই বেশী প্রসিদ্ধ। আল্লাহ্ই অধিক পরিজ্ঞাত। অতঃপর ইতিহাসবিদগণ শির মুবারক যেখানে দাফন করা হয়েছে সে জায়গাটি নিয়েও মতভেদ করেছেন।

মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ (র) বর্ণনা করেন, ইয়াযীদ হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-এর শির মুবারক মদীনার গভর্নর আমর ইব্ন সাঈদের কাছে প্রেরণ করেছিল। তিনি জান্নাতুল বাকী' নামক কবরস্থানে হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-এর মাতার কবরের পাশে শির মুবারক দাফন করেছিলেন। ইব্ন আবূদ দুন্য়া, উসমান ইব্ন আবদুর রহমান ও মুহাম্মদ ইব্ন উমর ইব্ন সালিহ এ দু'দুর্বল বর্ণনাকারীর বরাতে উল্লেখ করেন যে, শির মুবারক ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়ার ট্রেজারীতে তার মৃত্যু পর্যন্ত সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছিল। ইয়াযীদের মৃত্যুর পর সেখান থেকে শির মুবারক নিয়ে যাওয়া হয়, তাঁকে কাফন দেয়া হয় এবং দামেশ্ক শহরের

বাবুল ফারাদীসের অভ্যন্তরে দাফন করা হয়। আমি বলি, "শির মুবারকের দাফনের জায়গাটি দ্বিতীয় ফারাদীসের দরজার অভ্যন্তরে অবস্থিত যা আজকাল 'মসজিদুর-রাস' নামে পরিচিত।"

ইব্ন আসাকির তাঁর ইতিহাসে ইয়াযীদের চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন, ইয়াযীদের সামনে যখন ইমাম হুসায়ন (রা)-এর শির মুবারক রাখা হল, তখন সে ইব্নু যাবরীর একটি কবিতা দিয়ে উদাহরণ পেশ করে :

لـيـت اشـيـاخـى بـدر شـهـدوا جـزع الـخـزرج مـن وقـع الاسـل........

"যদি বদরের মাঠে আমার পূর্ব বংশধররা আসাল নামক ঘটনার প্রেক্ষিতে খাযরাজ গোত্রের আর্তনাদ প্রত্যক্ষ করত। ...."

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর সে শির মুবারককে তিন দিনের জন্যে দামেশ্ক শহরের সাধারণ প্রদর্শনীতে রাখল। এরপর অস্ত্রাগারে রেখে দিল। খলীফা সুলাইমান ইবন আবদুল মালিকের আমলে এ শির মুবারককে খলীফার কাছে আনয়ন করা হল তখন শুধুমাত্র সাদা হাড়টুকু পরিলক্ষিত হল। খলীফা তাতে কাফন দিলেন, খুশবু লাগালেন, তাঁর সালাতে জানাযা আদায় করলেন এবং মুসলমানদের কবরস্থানে সসম্মানে দাফন করালেন। যখন আব্বাসীয় বংশের খিলাফত শুরু হয় তখন তারা হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-এর শির মুবারককে মাটি খনন করে বের করেন এবং তা তাদের সাথে নিয়ে নেন। ইব্ন আসাকির উল্লেখ করেন যে, বনূ উমাইয়ার খিলাফত সমাপ্তির একশত বছর পর শির মুবারক বিদ্যমান ছিল। আল্লাহ্ই অধিক পরিজ্ঞাত।

যারা ফাতিমী তথা হযরত ফাতিমা (রা)-এর বংশধর বলে আখ্যায়িত, তাঁরা ৪০০ হিজরী হতে ৬৬০ হিজরী পর্যন্ত মিসরের অধিপতি ছিলেন। তাঁরা দাবী করেন যে, ইমাম হুসায়ন (রা)-এর শির মুবারক মিসর শহরে পৌঁছানো হয় এবং তাঁরা তা সেখানে দাফন করেন। আর ৫০০ হিজরীর পর এ কবরের উপর একটি স্মৃতিসৌধ তৈরী করা হয় যেটা 'তাজুল হুসায়ন' নামে প্রসিদ্ধ।

অনেক জ্ঞানী লোক বলেছেন যে, উপরোক্ত ঘটনার কোন ভিত্তি নেই, বরং তারা যে সম্ভ্রান্ত বংশের দাবী করেছিল এটাকে প্রমাণ করার জন্যে তারা এটি প্রচলন করেছিল। এ ব্যাপারে তারা মিথ্যুক বিশ্বাসঘাতক ছিল। কাযী বাকিল্লানী এবং অন্যান্য উলামায়ে কিরাম এ ঘটনা তাদের রাজত্বকালে ৪০০ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল বলে দলীল পেশ করেন। এ ব্যাপারে যথাস্থানে বিস্তারিত বর্ণনা পেশ করা হবে ইনশাআল্লাহ্। আমি বলি, ঐ কালের অনেক লোক মিলিত হয়ে এটার প্রচলন করে। কেননা, তারা একটি শির মুবারক নিয়ে আসে এবং ঐ মসজিদের জায়গায় তা রেখে দেয়। আর বলে, এটাই হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-এর শির মুবারক। এরপর এটা তাদের মাধ্যমে প্রচলিত হয় এবং তারা এটা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতে লাগল। আল্লাহ্ তা'আলাই অধিক পরিজ্ঞাত।

ইমাম হুসায়ন (রা)-এর গুণাবলী

ইমাম বুখারী (র) শু'বা ইব্ন আবূ নু'আইম (র) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, "আমি আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে শুনেছি, এক ইরাকী ব্যক্তি মাছি হত্যা করার অবৈধতা প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-কে জিজ্ঞেস করল। তখন হযরত

আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, 'ইরাকীরা মাছি হত্যার বিষয়ে প্রশ্ন করছে, অথচ তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কন্যার সন্তানকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, ''তারা দু'জন (ইমাম হাসান রা , ইমাম হুসায়ন রা) হলেন দুনিয়ার দুইটি ফুল।'' ইমাম তিরমিযী (র) উক্ত হাদীসটি বিশুদ্ধ সনদে উক্‌বা ইব্‌ন মুকরিম হতে বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াকূব বলেন, এক ইরাকী ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা)-কে কাপড়ে মশার রক্ত লাগলে কি করতে হবে এ মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, 'ইরাকীদের প্রতি লক্ষ্য কর, তারা মশার রক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে অথচ তারাই মুহাম্মদ (সা)-এর কন্যার পুত্রকে হত্যা করেছে।' ইমাম তিরমিযী (র) পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং বলেন, এ হাদীসটির সনদ বিশুদ্ধ।

ইমাম আহমদ (র) আবূ আহমদ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ''রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি তাদের দুজনকে (ইমাম হাসান রা ও ইমাম হুসায়ন রা)-কে ভালবাসল সে আমাকেই ভালবাসল। আর যে ব্যক্তি তাঁদের দু'জনের সাথে শত্রুতা পোষণ করল, সে যেন আমার সাথেই শত্রুতা পোষণ করল।''

ইমাম আহমদ (র) তালীহ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সা), হযরত আলী (রা), হযরত ইমাম হাসান, হযরত ইমাম হুসায়ন (রা) ও হযরত ফাতিমা (রা)-এর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন, 'আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং তাদের সাথে আমি সন্ধি করব যারা তোমাদের সাথে সন্ধি করবে।' উপরোক্ত দু'টি বর্ণনাই ইমাম আহমদ (র)-এর একক বর্ণনা।

ইমাম আহমদ ইব্‌ন নুমায়র, আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের নিকট আগমন করলেন, তাঁর সাথে ছিলেন হযরত হাসান ও হযরত হুসায়ন (রা), একজন ছিলেন তাঁর এক কাঁধের উপর এবং অন্যজন ছিলেন অপর কাঁধের উপর। তিনি একজনকে একবার চুমু খেতেন এবং অন্যজনকে আবার চুমু খেতেন। এভাবে তিনি আমাদের কাছে পৌঁছলেন। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে লক্ষ্য করে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) ! আল্লাহ্‌র শপথ ! আপনি তাঁদেরকে অত্যন্ত ভালবাসেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, ''যারা এ দু'জনকে ভালবাসবে তারা আমাকে ভালবাসবে, যারা এ দু'জনের সাথে শত্রুতা করল তারা যেন আমার সাথে শত্রুতা করল।'' এটাও ইমাম আহমদ (র)-এর একক বর্ণনা।

আবূ ইয়ালা আল-মুসিলী আবূ সাঈদ হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এ প্রশ্ন করা হল 'আপনার পরিবার-পরিজনের মধ্যে কে আপনার বেশী প্রিয় ?' রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, ''হাসান ও হুসায়ন (রা)।'' হযরত আনাস (রা) বলেন, ''রাসূলুল্লাহ (সা) বলতেন,'আমার কাছে আমার সন্তানদেরকে ডেকে আন। তারপর তিনি তাঁদের ঘ্রাণ নিতেন এবং তাঁদেরকে বুকে জড়িয়ে ধরতেন। ইমাম তিরমিযী (র)ও হযরত আনাস (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ (র) অন্য এক সনদে আসওয়াদ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) দুই মাস যাবত হযরত ফাতিমা (রা)-এর ঘর হয়ে ফজরের সালাতের জন্যে

মসজিদে অগমন করতেন এবং বলতেন,'হে আহলি বাইত! সালাতের জন্যে তৈরী হও। এরপর তিনি সূরায়ে আহ্যাবের ৩৩ নং আয়াতাংশ পাঠ করতেন,

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ـ

"হে নবী পরিবার! আল্লাহ্ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণ পবিত্র করতে।" (৩৩ আহ্যাব ঃ ৩৩)

ইমাম তিরমিযী (র) অন্য এক সনদে আব্দ ইব্ন হুমায়দ অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন এবং বলেন, এ হাদীসটি গরীব পর্যায়ের। হাম্মাদ ইব্ন সালামা ছাড়া অন্য কোন সূত্রে এটি বর্ণিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

ইমাম তিরমিযী (র) মাহমূদ ইব্ন গায়লান হযরত আল-বারা (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, "একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত হাসান (রা) ও হযরত হুসায়ন (রা)-এর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন এবং বলেন, 'হে আল্লাহ্! আমি তাদের দু'জনকে ভালবাসি, আপনিও তাদেরকে ভালবাসুন।" তারপর ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, অত্র হাদীসটি বিশুদ্ধ।

ইমাম আহমদ (র) যায়দ ইব্ন আল-হুজার..... হযরত বুরাইদা (রা)ও তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের সামনে খুতবা দিচ্ছিলেন, এমন সময় হযরত হাসান (রা) ও হযরত হুসায়ন (রা) আগমন করলেন। তাঁদের দু'জনের পরনে ছিল লাল জামা। তারা দু'জন হাঁটছিলেন এবং হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁদেরকে দেখে মিম্বর থেকে নেমে গেলেন, তাঁদেরকে উঠিয়ে নিলেন এবং তাঁদেরকে তাঁর সামনে বসালেন আর বললেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা ঠিকই বলেছেন انما اموالكم واولادكم فتنة (সূরায়ে তাগাবুন ঃ ৫১) অর্থাৎ "তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য পরীক্ষা।" আমি এ দু'টি বাচ্চার দিকে তাকালাম, তাঁরা হাঁটছিল এবং হোঁচট খেয়ে পড়ছিল। তাই আমি ধৈর্য ধারণ করতে পারলাম না। আমি আমার কথা বন্ধ করে দিলাম এবং তাদেরকে উঠিয়ে নিলাম। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, এ হাদীসটি গরীব এবং শুধুমাত্র আল হুসাইন ইব্ন ওয়াকিদ ছাড়া অন্য কোন সূত্রে এটি বর্ণিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

ইমাম তিরমিযী (র) হাসান ইব্ন আরদা.... ইয়ালা ইব্ন মুররাহ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, "একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, "হুসায়ন আমার এবং আমি হুসায়নের। যে হুসায়নকে মুহব্বত করবে আল্লাহ্ তাকে মুহব্বত করবেন। হুসায়ন (রা) শ্রেষ্ঠ দৌহিত্র।" তারপর ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, "এ হাদীসটি হাসান (উত্তম)। ইমাম আহমদ (র) অব্দুল্লাহ ইব্ন উসমান ইব্ন খাইসাম হতে এবং ইমাম তাবারানী ইয়ালা ইব্ন মুরাহ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, 'হযরত হাসান (রা) ও হযরত হুসায়ন (রা) দৌহিত্রদের মধ্যে দু'জন শ্রেষ্ঠ দৌহিত্র।"

ইমাম আহমদ (র) আফ্ফান আবূ সায়ীদ আল-খুদরী (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, হযরত হাসান (রা) ও হযরত হুসায়ন (রা) জান্নাতবাসী যুবকদের সর্দার।

ইমাম তিরমিযী (র)ও অন্য এক সনদে এ হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং বলেন, এ হাদীসটি বিশুদ্ধ।

আবুল কাসিম আল-বাগবী (র)... দাঊদ হযরত আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, "হযরত হাসান (রা) ও হযরত হুসায়ন (রা) দুই মামাত ভাই ব্যতিত জান্নাতবাসী যুবকদের সর্দার।" তারা হলেন হযরত ইয়াহইয়া (আ) ও হযরত ঈসা (আ)। ইমাম নাসায়ী (র)ও এ হাদীসটি বর্ণনা করেন। সুওয়ায়দ ইব্ন সাঈদ ও আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) হতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেন।

ইমাম আহমদ (র) ওকী ' আবূ সাবিত (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একদিন হযরত হুসায়ন ইব্ন আলী (রা) মসজিদে প্রবেশ করলেন। তখন জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বললেন, 'যে ব্যক্তি জান্নাতবাসী যুবকদের সর্দার দেখতে চায় সে যেন উনার দিকে তাকায়। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) হতে এরূপ শুনেছি।' এ বর্ণনাটি ইমাম আহমদ (র) ইসরাঈল হযরত হুযাইফা (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একদিন তাঁর মাতা তাঁকে রাসূল (সা)-এর কাছে প্রেরণ করেছিলেন যাতে আল্লাহ্র রাসূল (সা) তাঁর জন্য এবং তাঁর মাতার জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। হুযাইফা বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আগমন করলাম ও তাঁর সাথে মাগরিবের সালাত আদায় করলাম। তারপর তিনি ইশার সালাতের সময় ইশার সালাত আদায় করলেন এবং বাড়ীর দিকে রওয়ানা হলেন। আমিও তার অনুসরণ করলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) আমার আওয়াজ শুনতে পেলেন, তখন তিনি বললেন, কে এখানে ? হুযাইফা নাকি ? আমি বললাম, জী হ্যাঁ।

রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, 'তোমার কি দরকার ?' আল্লাহ্ তোমার ও তোমর মাতাকে ক্ষমা করুন।' এই এক ফেরেশতা, যমীনে আজকের রাত ব্যতীত কোন দিনও তিনি অবতরণ করেন নি। তাঁর প্রতিপালকের কাছে তিনি অনুমতি চেয়েছিলেন যাতে তিনি আমাকে অভিবাদন করতে পারেন এবং আমাকে একটি সুসংবাদ দিতে পারেন। সুসংবাদটি হল এই যে, হযরত ফাতিমা (রা) জান্নাতবাসী মহিলাদের সর্দার এবং হযরত হাসান ও হযরত হুসায়ন (রা) জান্নাতবাসী যুবকদের সর্দার।' তারপর ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, এ হাদীসটি বিশুদ্ধ ও গরীব। ইসরাঈলের মাধ্যমে এটা এককভাবে বর্ণিত। অনুরূপ হাদীস হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা), হযরত ইমাম হুসায়ন (রা), হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা), তাঁর পুত্র হযরত আবদুল্লাহ (রা), ইব্ন আব্বাস (রা), ইব্ন মাসঊদ (রা) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে। তাদের সকলের বর্ণিত হাদীসে কিছুটা দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহ্ই অধিক পরিজ্ঞাত।

আবূ দাঊদ তায়ালিসী (র) মূসা.... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে হযরত হাসান ও হযরত হুসায়ন (রা) সম্পর্কে বলতে শুনেছি, 'যে আমাকে ভালবাসে সে যেন এ দু'জনকে ভালবাসে।'

ইমাম আহমদ (র) সুলায়মান.... আতা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, একদিন এক ব্যক্তি তাঁকে সংবাদ দিল যে, সে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখেছে যে, তিনি হযরত হাসান (রা) ও হযরত হুসায়ন (রা)-কে বুকে টেনে নিলেন এবং বললেন, "হে আল্লাহ্! আমি এ দু'জনকে ভালবাসি। তাই তুমিও তাঁদেরকে ভালবাস।"

হযরত উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) এবং সালমান ফার্সী (রা) হতে এ ধরনের হাদীস বর্ণিত রয়েছে, তবে এগুলোর সনদে কিছুটা দুর্বলতা ও ত্রুটি রয়েছে। আল্লাহ্‌ই অধিক পরিজ্ঞাত।

ইমাম আহমদ (র) অন্য এক সনদে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ইশার সালাত আদায় করছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন সিজদা করতেন তখন হযরত হাসান (রা) ও হযরত হুসায়ন (রা) তাঁর পিঠে চড়ে বসতেন। যখন তিনি মাথা উঠাতেন তখন তাদেরকে তিনি খুব নরম হাতে ধরতেন ও যমীনে রেখে দিতেন। তারপর তিনি যখন আবার সিজদা করতেন তখন তাঁরা আবারো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পিঠে চড়ে বসতেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) সিজদা হতে উঠার সময় তাঁদের নরম হাতে ধরতেন ও যমীনে রেখে দিতেন। এভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) সালাত শেষ করলেন এবং তাঁদের দু'জনকে কোলে বসালেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকটবর্তী হলাম এবং বললাম হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আম কি তদের দু'জনকে তাঁদের মায়ের কাছে ফেরত পৌঁছিয়ে দেবো ? আবূ হুরায়রা (রা) বললেন, এমন সময় বিদ্যুৎ চমকে উঠল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদের দু'জনকে বললেন, 'যাও তোমরা তোমাদের মায়ের কাছে চলে যাও।' হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বললেন, বিদ্যুতের আলো থাকতে থাকতেই তাঁরা দু'জন তাঁদের মায়ের কাছে চলে গেল। মূসা ইব্‌ন উসমান আল হাদরামী, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) হতেও প্রায় এ ধরনের বর্ণনা এসেছে।

ইমাম আহমদ (র) আফ্‌ফান.... হযরত আলী (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার ঘরে প্রবেশ করলেন, আমি ছিলাম নিদ্রিত। হযরত হাসান (রা) কিংবা হযরত হুসায়ন (রা) কিছু পান করতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন আমাদের একটি বকরীকে দোহন করতে গেলেন। বকরীটি দোহন করা হল এবং দুধ পান করানো হল। এরপর অপরজন এলেন, তাকে তিনি সরিয়ে দিলেন। হযরত ফাতিমা (রা) তখন বললেন, 'মনে হয় যেন প্রথমজনই আপনার কাছে অধিকতর প্রিয় ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, 'না' সে-তো প্রথম পান করতে চেয়েছিল। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমি, তুমি, এ দু'জন এবং এই শায়িত ব্যক্তি কিয়ামতের দিন একই জায়গায় থাকবো।' এটাই ইমাম আহমদ (র)-এর একক বর্ণনা।

আবূ দাঊদ তায়ালিসী (র) অন্য এক সনদে হযরত আলী (রা) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, হযরত উমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রা) এ দু'জনকে সম্মান করতেন, কোলে উঠিয়ে নিতেন, তাদেরকে উপঢৌকন প্রদান করতেন, যেমন তাঁদের পিতাকে উপঢৌকন প্রদান করতেন।

একবার ইয়ামান থেকে কিছু চাদর আসল। হযরত উমর (রা) সাহাবীদের পুত্রদের মধ্যে এ গুলি বণ্টন করে দিলেন কিন্তু এ চাদরগুলো হতে হযরত হাসান ও হযরত হুসায়ন (রা)-কে কিছুই দিলেন না এবং বললেন, এগুলোর মধ্যে কোন একটিই তাঁদের উপযুক্ত নয়। তারপর তিনি ইয়ামনের গভর্নরের কাছে লোক প্রেরণ করলেন এবং তাঁদের উপযুক্ত দু'টি চাদর সংগ্রহ করে দিতে আদেশ দিলেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ কাবিসা...... আল ইযার ইব্‌ন হুরাইস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, একদিন আমর ইব্‌নুল 'আস (রা) কা'বা শরীফের দুয়ারে বসে ছিলেন। তিনি হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-কে এগিয়ে আসতে দেখে বললেন, ইনিই আসমানবাসীর নিকট ও ভূপৃষ্ঠবাসীদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তি।'

যুবাইর ইব্‌ন বাক্কার সুলাইমান জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মদের পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত হাসান (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর (রা) হতে বায়'আত গ্রহণ করেন। তারা ছোট, বয়ঃপ্রাপ্ত হন নি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) অপ্রাপ্ত বয়স্কদের থেকে বায়'আত গ্রহণ করতেন না তবে কোন কোন সময় দয়া প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তা করতেন। এ হাদীসটি মুরসাল ও গরীব পর্যায়ের।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ ইয়ালা..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমাইরা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, হযরত ইমাম হুসায়ন ইব্‌ন আলী (রা) পায়ে হেঁটে পঁচিশ বার বায়তুল্লাহ্ হজ্জ করেছেন তখন তাঁর সামনে ছিল তাঁর বাহনগুলো। আবূ নু'আইম.... মুহাম্মদ হতে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেছেন, হযরত ইমাম হুসায়ন (রা) পায়ে হেঁটে হজ্জ করেন, আর তাঁর পেছনে তাঁর সওয়ারীগুলো। বিশুদ্ধ মতে এটিই ছিল হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-এর ভাই হযরত হাসান (রা)-এর ঘটনা যেমন ইমাম বুখারী (র) এটা বর্ণনা করেছেন।

আল মাদায়িনী (র) বলেন, একবার হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-এর মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। তারপর একজন আরেকজনের সাথে কথা বলা বন্ধ করে দেন। এরপর হযরত ইমাম হাসান (রা) হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-এর কাছে গমন করেন এবং তাঁকে চুমু খাওয়ার জন্য ইমাম হুসায়ন (রা)-এর মাথার উপর ঝুঁকে পড়েন। হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)ও দাঁড়িয়ে ভাইকে চুমু খেলেন এবং বললেন, যে বস্তুটি আমাকে একাজটি আগে শুরু করতে বিরত রেখেছিল তা হলো যে, আপনি এ ব্যাপারে আমার থেকে বেশী উপযুক্ত। তাই আমি আপনার অগ্রাধিকারের বিষয়ে আপনার সাথে মনোমালিন্য করা খারাপ মনে করলাম।

আসমায়ী, ইব্‌ন আউন হতে বর্ণনা করেন, একদিন ইমাম হাসান (রা) কবিদেরকে দান করার বিষয়ে দোষারোপ করে ইমাম হুসায়ন (রা)-এর কাছে পত্র লিখলেন। তখন ইমাম হুসায়ন (রা) বললেন, যে সম্পদ ইয্যত-সম্মান রক্ষা করে সেটা উত্তম সম্পদ।

তাবারানী আবূ হানীফা........ সুলাইমান ইব্‌ন হাইসাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত হুসায়ন ইব্‌ন আলী (রা) একবার কা'বা শরীফ তাওয়াফ করতে যান। তিনি যখন ভিড়ের মধ্যে হাজরে আসওয়াদকে চুমু খেতে যান তখন লোকজন সরে তাঁকে জায়গা করে দেন। কবি ফারাযদাককে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আবুল ফারাস ! এ লোকটি কে ? তখন ফারাসযদাক তার সম্পর্কে বলেন ঃ

هذا الذى تعرف البطحاء وطائه والبيت يعرفه و الحل
والحرم – هذا خير عباد الله كلهم – هذا التقى النقى الطاهر
العلم–الخ

তিনি এমন এক ব্যক্তি যাঁকে বাতহা নামক উপত্যকাও তাঁর পদচিহ্ন চিনে। আল্লাহ্‌র ঘর তাকে চিনে, হারাম শরীফ ও তার বহির্ভূত অঞ্চলও তাঁকে চিনে। তিনি আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে

শ্রেষ্ঠ বান্দার সন্তান। তিনি পরহেযগার, পাক পবিত্র ও জ্ঞানী। তাঁর প্রশস্ততার পরিচয় তাঁকে প্রায় অবরুদ্ধ করে রেখেছে। রুকনুল হাতিমও তাঁকে চিনে, যখন তিনি তাঁকে স্পর্শ করতে আসেন ও কুরায়শ সম্প্রদায় তাঁকে দেখে তখন তাদের নেতা বলে ওঠে, তিনি সম্মানের সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণ করে আছেন, লজ্জার কারণে তিনি নজর নীচু করে রাখেন, আর তাঁর ভয়ে অন্যরাও তাঁর কাছে নতশিরে থাকেন। তাঁর সাথে কেউ কথা বলতে সাহস করে না, তবে যখন তিনি মুচকি হাসেন, তাঁর হাতে থাকে একটি বেত যা সুগন্ধিতে পরিপূর্ণ এবং যা পরহেযগারদের হাতে থাকে, তার নাক উঁচু (উচ্চ বংশীয়)। তাঁর বংশ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বংশেরই অংশ বিশেষ। তাঁর বংশ মর্যাদার খ্যাতি দেশে বিদেশে ছড়িয়ে আছে । কোন দানশীল তাঁর দানশীলতার কাছে পৌঁছাতে সক্ষম নয়। কোন সম্প্রদায়ের লোক তার পদমর্যাদায় পৌঁছাতে পারে নি। যে আল্লাহ্কে চিনে সে তাঁর (ইমাম হুসায়নের) প্রাধান্যতাকে চিনে। আর এ খবর থেকেই সকলে দীন অর্জন করে থাকে। এমন কোন সমাজ আছে কি ? যাদের গর্দানে এ সত্তার প্রাধান্য ও তাঁর অনুগ্রহ বর্তায় না ?

তাবারানী তাঁর মু'জামুল কাবীরে ইমাম হুসায়ন (রা)-এর জীবনী বর্ণনায় উপরোক্ত কবিতাগুলোর অবতারণা করেছেন, তবে এটার সূত্র গরীব। কেননা, প্রসিদ্ধ মতে এগুলো আলী ইব্ন হুসায়ন (রা)-এর সম্পর্কে ফারাযদাকের রচিত কবিতা। তাঁর পিতা ইমাম হুসায়ন (রা) সম্পর্কে নয়। আর এটাই অনেকটা যুক্তিসংগত। ফারাযদাককে হজ্জে যাওয়ার পথে হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-কে যখন দেখেন তখন হযরত ইমাম হুসায়ন (না) ইরাকের দিকে গমন করছিলেন। হযরত ইমাম হুসায়ন (রা) ফারাযদাককে জায়গা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেন তখন ফারাযদাক ইমাম হুসায়ন (রা)-এর কাছে বিস্তারিত বর্ণনা পেশ করেন। তারপর হযরত ইমাম হুনসায়ন (রা) ফারাযদাক থেকে বিদায় নেয়ার কিছুদিনের মধ্যে শাহাদাত বরণ করেন, তাহলে ফারাযদাক কেমন করে হযরত হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-কে বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করার সময় দেখেছিলেন ? আল্লাহ্ই অধিক পরিজ্ঞাত।

হিশাম, আওয়ানা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, কূফার গভর্নর উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ কারবালায় প্রেরিত সেনাপতি উমর ইব্ন সা'দকে বললেন, হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-এর হত্যার সম্পর্কে যে একটি পত্র আমি তোমাকে লিখেছিলাম, সে পত্রটি এখন কোথায় ? সেনাপতি বলল, আমি আপনার হুকুম পালন করেছি কিন্তু পত্রটি হারিয়ে গিয়েছে। ইব্ন যিয়াদ বললেন, 'তোমাকে পত্রটি অবশ্যই হাযির করতে হবে। সেনাপতি বলল, এটা হারিয়ে গিয়েছে। ইব্ন যিয়াদ বললেন, আল্লাহ্র শপথ ! তোমাকে তা অবশ্যই হাযির করতে হবে। সেনাপতি বলল, এটা হারিয়ে গিয়েছে। আল্লাহ্র শপথ ! এটা যদি থাকতো তাহলে কুরায়শদের বৃদ্ধাদের কাছে তা পড়া হত এবং মদীনায় বসবাসকারী জনগণের কাছে আমি অজুহাত পেশ করতাম। আল্লাহ্র শপথ ! হযরত ইমাম হুসায়ন (রা) সম্পর্কে তোমাকে আমি যে, নসিহত করেছিলাম সে নসিহত যদি আমি সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা)-কে করতাম, তাহলে আমি তার হক আদায় করতাম। ইব্ন যিয়াদের ভাই উসমান ইব্ন যিয়াদ বললেন, আল্লাহ্র শপথ ! উমর ঠিক কথা বলেছে, আল্লাহ্র শপথ ! আমি চাই যে, বনূ যিয়াদের প্রত্যেকটি লোকের নাকে যেন কিয়ামত পর্যন্ত উটের নাকে পরাবার রিং বিদ্যমান থাকে যা প্রমাণ করবে হযরত ইমাম হুসায়ন (রা) নিহত হন নি। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহ্র শপথ ! উবায়দুল্লাহ ইব্ন যিয়াদ তার কোন প্রতিউত্তর আর করলেন না।

Contents

পরিচ্ছেদ

হযরত ইমাম হুসায়ন (রা) রচিত কিছু কবিতা

আবূ বকর ইব্‌ন কামিল, আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইবরাহীমের আবৃত্তিকৃত যেসব কবিতা উল্লেখ করেন তার একাংশ নিম্নরূপ ঃ

তিনি বলেন, এগুলো হুসায়ন ইব্‌ন আলী (রা) রচিত ঃ

اغن عن المخلوق بالخالق ـ تسد على الكاذب و الصادق ـ و

استدرق الرحمن من فضله ـ فليس غير الله من الرازق -

সৃষ্টিকে ছেড়ে স্রষ্টাকে ধরো, তাহলে তুমি সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর পার্থক্য বুঝতে পারবে। আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর রহমত ও রিযিক চাও। আল্লাহ্ ব্যতীত কোন রিযিকদাতা নেই। যে ব্যক্তি মনে করে মানুষ আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী নয়, সে দয়ালু আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরশীল নয়। অথবা যদি কেউ মনে করে যে, সম্পদ তার অর্জিত জিনিস, তাই সে সৃষ্টিকর্তার কাছে তার সম্পদ পদস্খলন ঘটল।

আল আ'মাশ হতে বর্ণিত যে, ইমাম হুসায়ন ইব্‌ন আলী (রা) বলেন,

كلما نير صاحب المال مالا ـ زيد فى همة فى الاشتغال ـ

সম্পদশালী ব্যক্তির সম্পদ যখন আরো বৃদ্ধি পায় তখন তার চিন্তা-ভাবনা বৃদ্ধি পায় ও ব্যস্ততা বেড়ে যায়। হে সুখময় জীবন-যাপনের প্রিয় সৃষ্টিকারী এবং ধ্বংস ও ক্ষয়ের আধার দুনিয়া! তোমার মধ্যে যদি কেউ বৃহৎ আকারের পরিবার-পা[illegible] ভারগ্রস্ত হয়ে পড়ে তাহলে এ ধরনের পরহেযগার ও পরহেযগারী অর্জনে সফল হতে পারে না।

ইসহাক ইবন ইবরাহীম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইমাম হুসায়ন (রা) একবার জান্নাতুল বাকীতে শহীদদের কবর যিয়ারত করেন এবং বলেন-

ناديت مكان القبور فاستترا ـ واجبنى عن صمتهم ترب الحصنا ـ

আমি কবরবাসীদেরকে আহ্বান করলাম কিন্তু তারা চুপ করে রইল। তাদের এ মৌনতা অবলম্বন সম্পর্কে কবরের মাটি আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বলল, 'তুমি কি জান, আমি আমার বাসিন্দাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছি ? তাদের মাংস ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছি এবং পরনের কাপড় টুকরো টুকরো করে দিয়েছি। তাদের চোখগুলোকে মাটিতে ভরে দিয়েছি । যেগুলো পূর্বে সামান্য আঘাতের জন্য কষ্টবোধ করত। হাড়গুলো সম্বন্ধে বলতে হয়, আমি সেইগুলোকেও টুকরো টুকরো করে দিয়েছি ফলে হাড়ের জোড়াগুলো এবং মাথার খুলির চামড়া বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। এরূপে আমি পাথেয়ের অধিকারীকে তার আশা বিনষ্ট করে দেই এবং তাদের হাড় গুলোকে ভক্ষন না করে রেখে দেই। যাতে দুনিয়ার বালা মুসিবত তাদের উপর বারবার পতিত হয়।

হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-এর বলে কেউ কেউ নিম্নবর্ণিত কবিতাগুলো পেশ করেছেন।

لئن كانت الدنيا تعد نفيسة ـ فدار الثواب الله اعلى وانبل الحج ـ

দুনিয়াকে যদি মূল্যবান বস্তু হিসেবে গণ্য করা হয় তাহলে আল্লাহ্‌র কাছে পুণ্য পাওয়ার ঘর অর্থাৎ আখিরাত হবে তার চাইতে শ্রেষ্ঠ ও অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। মানুষের শরীরগুলোকে যদি মৃত্যুর জন্যেই সৃষ্টি করা হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ্‌র রাস্তায় তলোয়ারের মাধ্যমে কোন ব্যক্তির নিহত হওয়াটা শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করা হবে। যদি মানুষের রিযিক পূর্ব হতেই নির্ধারিত হয়ে থাকে তাহলে রিযিক অন্বেষণে মানুষের চেষ্টা নিতান্ত কম হওয়াই অধিক বাঞ্ছনীয়। যদি ধন-সম্পদকে মৃত্যুর পর দুনিয়ায় রেখে যাওয়াটাই বাস্তব হয়, তাহলে মানুষের এ পরিত্যক্ত সম্পদ নিয়ে কৃপণতা অবলম্বনের কি প্রয়োজন রয়েছে ?

যুবাইর ইবন বাযযার বলেন, হযরত হুসায়ন (রা) তাঁর স্ত্রীর রুবাব বিনত আলীফ কেউ কেউ বলেন, রুবাব বিনত ইমরুল কাইস ইব্‌ন আদী ইব্‌ন আউস আল কালবী এবং তার মেয়ে সুকায়নার মাতা সম্পর্কে নিম্নবর্ণিত কবিতা রচনা করেন।

لعمرك انني لاحب دارا ـ تحل لما سكينة والرباب ــ الخ

তোমার আয়ুর শপথ ! আমি এ ঘরটিকে অবশ্যই পছন্দ করি যেটাতে সুকায়না ও রুবাব বসবাস করে। আমি তাদের দু'জনকেও ভালবাসি এবং তাদের জন্য আমার সমস্ত সম্পদ ব্যয় করি। তাই আমার তিরস্কারকারীর এ ব্যাপারে তিরস্কার করার কোন আকাঙ্ক্ষা কিংবা যৌক্তিকতা নেই। তারপরও যদি তারা আমায় তিরস্কার করে, আমি সারা জীবনে এবং পুনরুত্থানের পরও তাদের সাথে একমত নই।

রুবাবের পিতা হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত উমর (রা) তাঁকে তাঁর সম্প্রদায়ের আমীর নিযুক্ত করেন। যখন তিনি হযরত উমর (রা)-এর দরবার হতে বের হন তখন হযরত আলী (রা) তাঁর পুত্র হাসান (রা) কিংবা হযরত হুসায়ন (রা)-এর সাথে তাঁর কোন একটি কন্যার বিয়ের প্রস্তাব দেন। হযরত হাসান (রা)-এর সাথে তাঁর কন্যা সালামার বিয়ে সম্পন্ন হয় এবং হযরত হুসায়ন (রা)-এর সাথে তাঁর অন্য এক কন্যা রুবাবের বিয়ে সম্পন্ন হয়। আর হযরত আলী (রা)-এর সাথে একই সময় তার তৃতীয় কন্যা মাহইয়া বিনত ইমরুল কাইসের বিয়ে দিয়ে দেন। তারপর ইমাম হুসায়ন (রা) তাঁর স্ত্রী রুবাবকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তিনি তাঁর প্রতি অত্যন্ত মুগ্ধ ছিলেন এবং তাঁর সম্পর্কে কবিতা রচনা করেন। যখন তিনি কারবালায় শাহাদাত বরণ করেন তখন রুবাব তাঁর সাথে ছিলেন। হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-এর জন্য তিনি অত্যন্ত পেরেশান হয়ে পড়েছিলেন। বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-এর কবরের পাশে এক বছর যাবত অবস্থান করেছিলেন। তারপর তিনি সেখান থেকে চলে আসেন এবং বলেন-

الى الحول ثم اسم السلام عليكم ـ ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر ــ

একবছর পর্যন্ত তোমার প্রতি আমি সালাম প্রেরণ করতে থাকি। যে ব্যক্তি কারো জন্য পূর্ণ এক বছর কাঁদতে থাকে, সে তার প্রতি পূর্ণ ওযর পেশ করতে পেরেছে।

হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-এর শাহাদাতের পর কুরায়শ বংশের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁর কাছে বিয়ের প্রস্তাব দেন। তিনি বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) ব্যতীত অন্য কাউকে আমার শ্বশুর বংশীয় প্রতিরক্ষাকারী বলে মনে করি না। আল্লাহর শপথ ! হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-এর পর কোন ব্যক্তিকেও আমাকে কোন ছাদ আশ্রয় দেবে না।

তারপর তিনি মৃত্যু পর্যন্ত বেশভূষাহীন শোকতাপে কালাতিপাত করেন। কথিত আছে যে, তিনি হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-এর শাহাদাতের পর সামান্য কিছুদিন জীবিত ছিলেন। আল্লাহ্ই অধিক পরিজ্ঞাত। তাঁর কন্যা সুকায়না বিনৃত হুসায়ন ছিলেন অত্যন্ত সুন্দরী। এমনকি ঐ সময় তাঁর মত সুন্দরী মদীনায় আর কেউ ছিল না। আল্লাহ্ই অধিক পরিজ্ঞাত।

আবূ মিখ্নাফ, আবদুর রহমান ইব্ন জুনদুব (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, ইমাম হুসায়ন (রা)-এর শাহাদতের পর কূফার গভর্নর ইব্ন যিয়াদ কূফাবাসীদের সম্ভ্রান্ত লোকদের খোঁজ খবর নেন । তিনি উবায়দুল্লাহ্ ইব্নুল হুর ইব্ন ইয়াযীদকে খুঁজে পেলেন না। তিনি বারবার তার খোঁজ করলেন। কিছুদিন পর উবায়দুল্লাহ ইব্নুল হুর তার সাথে সাক্ষাত করতে আস্লেন। তখন তিনি বললেন, হে ইবনুল হুর ঃ এতদিন তুমি কোথায় ছিলে ? ইবনুল হুর বললেন, আমি অসুস্থ ছিলাম। তিনি বললেন, মনের অসুস্থতা ? তিনি বললেন, আমার মন অসুস্থ হয় নি। তবে আমার শরীর সুস্থ করে দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা আমার প্রতি মেহেরবানী করেছেন। ইবন যিয়াদ তাঁকে বললেন, তুমি মিথ্যা বলেছো, তুমি আমাদের দুশমনের সাথে ছিলে। আল হুর বললেন, যদি আমি তোমার দুশমনের সাথে থাকতাম তবে আমার মত লোকের অবস্থান গোপন থাকতো না। আর লোকজন এটা দেখত।

বর্ণনাকারী বলেন, তিনি ইব্ন যিয়াদের বাধা কেটে বের হয়ে আসলেন এবং ঘোড়ায় চেপে বসলেন। উপস্থিত লোকজনকে বললেন, তোমরা তাকে বলে দিও, আল্লাহ্র শপথ ! আমি তার কাছে আর স্বেচ্ছায় কখনো ফিরে আসব না। ইব্ন যিয়াদ বললেন, ইব্নুল হুর কোথায় ? দারোয়ান বলল, সে বের হয়ে গেছে । ইব্ন যিয়াদ বললেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে এস। তখন পুলিশ তার খোঁজে বের হলো ও তাকে গ্রেপ্তার করল। তিনি কর্মচারীদেরকে অত্যন্ত গালমন্দ করেন ও ইমাম হুসায়ন (রা) তার ভাই এবং পিতা সম্পর্কে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। এরপর তিনি তাদেরকে শুনিয়ে শুনিয়ে ইব্ন যিয়াদকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন। তারপর তিনি তাদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করেন এবং ইমাম হুসায়ন (রা) ও তাঁর সাথীদের সম্পর্কে কবিতা রচনা করেন। কবিতাগুলো নিম্নরূপ।

يقول امير غادر حتى غادر ـ الا كنت قاتلت الشهيد ابن فاطمة-----الخ

কট্টর বিশ্বাসঘাতক আমর বলেছে, সাবধান ! তুমি ফাতিমা (রা)-এর পুত্র শহীদকে (হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-কে হত্যা করনি কেন ? আমি তাঁকে সাহায্য করতে পারে নি। তাই আমার জন্য কি লজ্জা ! আর লজ্জা প্রতিটি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য। যদি সে তাঁর প্রয়োজনীয় কাজে ভিন্নতা ঘোষণা করে থাকে। যারা তার সাহায্যে শত্রুর মোকাবিলা করেছে আল্লাহ্ তাঁদের রূহ্গুলোকে রহমতের বারি দ্বারা সর্বদা সিঞ্চিত ও পরিতৃপ্ত করুন। আমি এখন তাদের কবর ও স্মৃতিসৌধের পাশে দাঁড়িয়ে আছি। আমার অন্তর-আত্মা ও শরীরের ভেতর যা কিছু আছে সবই যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে, আমার নয়ন অশ্রুপাত করছে। আমার আয়ুর শপথ ! হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-এর সাথীরা তলোয়ারে সুসজ্জিত হয়ে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ ক্ষেত্রের দিকে তড়িৎ গতিতে হাযির হয়েছিলেন। তাঁরা তাঁদের নবীর কন্যা সন্তানকে সাহায্য করার জন্য তাদের মজবুত তলোয়ার নিয়ে সিংহের মত অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন যে, এসব পবিত্র আত্মাকে যদি শত্রুরা নিহত করে ফেলে তাহলে আল্লাহ্র যমীনে সবকিছু

নিথর নিস্তব্দ হয়ে পড়বে। তাঁদের থেকে শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তিবর্গ ও সর্দারদেরকে যদি কেউ দেখতে চায় তাহলে তাদের মরণকালেও হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-এর সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সর্দারদের ন্যায় কাউকে দেখা যাবে না। শত্রুরা কি তাঁদেরকে হত্যা করতে চায় এবং অন্য দিকে আমাদের সাহায্য ও বন্ধুত্ব করতে চায় ? তাহলে তাদের কেউ আমাদের সাথে অনুকূল সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারবে না। আমার আয়ুর শপথ ! হে শত্রু সৈন্যরা ! তাদেরকে তোমরা নির্মম ভাবে হত্যা করে আমাদেরকে তোমাদের প্রতি রাগান্বিত করে তুলেছ এবং তোমাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করে তবে তোমাদেরকে ছাড়বে। আমি বারবার বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে এমন একটি দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুতি নিচ্ছি যারা সত্য পথ থেকে পথভ্রষ্ট হয়ে জালিম হিসেবে নিজেদেরকে প্রমাণিত করেছে। তাই হে ইব্‌ন যিয়াদ ! আমাদের সাথে যুদ্ধের জন্য তৈরী হয়ে যাও। তোমরা এমন এক সংকীর্ণ অবস্থায় পতিত হবে যখন চূর্ণ-বিচূর্ণকারীরা তোমাদের পিঠ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিবে।

যুবাইর ইব্‌ন বাক্কার বলেন, হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-এর মরণোত্তর শোকগাথায় সুলাইমান ইব্‌ন কুতাইবা নিম্নবর্ণিত কবিতা গুলো নযরানা পেশ করেন-

وان قتيل الطف من ال هاشم ـ اذل رقابا من قريش فذلت---الخ

হাশিমের বংশধর থেকে একদল আত্মোৎসর্গকারী আবির্ভূত হয় যারা কুরায়শদের মধ্যে সংখ্যার দিক দিয়ে অত্যন্ত নগণ্য। অতএব তারা নগণ্য হওয়া সত্ত্বেও তাদের কর্তব্য তারা যথাযথভাবে সুসম্পন্ন করেন। এদের শত্রুরা যদি এ অল্প সংখ্যক পরিবারটিকে ধ্বংস করার জন্য তৎপর হয়, তাহলে তাদেরকে জানতে হবে যে, তারা তাদের জন্য আদ সম্প্রদায়ের ধ্বংস ডেকে আনবে। যারা হিদায়ত থেকে অন্ধের ন্যায় আচরণ করে নিজেদেরকে বহিষ্কার করে নিয়েছে। ফলে তারা বিভ্রান্তিতে নিপতিত হয়েছে।

আমি মুহাম্মদ (সা)-এর বংশধরদের বিভিন্ন ঘরে আগমন করলাম, যেখানেই আমি গেলাম তাদের ঘরগুলোকে একই রকমের দেখতে পেলাম অর্থাৎ নবী পরিবারের সকল সদস্যই একই রকমের নির্মল চরিত্রের অধিকারী। তাঁরা ছিলেন আমাদের জন্য গনীমতের মালের ন্যায় পবিত্র। কিন্তু তাঁরা এখন আকস্মিক দুর্যোগের কবলে পরিণত হয়েছেন। আর এ দুর্যোগ বিরাট আকার ধারণ করেছে ও মারাত্মক রূপ পরিগ্রহ করেছে। তাঁদের শাহাদাত বরণের কারণে যদি এলাকা শুন্য হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ্ যেন অত্র এলাকা তাঁর অন্যান্য বাসিন্দাকে তাঁর রহমত থেকে বঞ্চিত না করেন। যখন তুমি কায়স গোত্রের উপর চাপ সৃষ্টি করবে তখন তার অসহায় লোকগুলো আমাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করবে আর যখন আমাদের পদস্খলন হবে তখন তাদের ধনীরা আমাদেরকে তোমাদের সহায়তায় নিহত করার চেষ্টা করবে। ইয়াযীদ বাহিনী আমাদের যে রক্ত ঝরিয়েছে একদিন আমরা তাদের থেকে বিভিন্ন স্থানে প্রতিশোধ গ্রহণ করব। তুমি কি দেখ না হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-এর শাহাদাতের কারণে পৃথিবী রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছে এবং শহরগুলো প্রকম্পিত হয়েছে।

হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-এর শাহাদাতের পর ৬১ হিজরীতে সংঘটিত অন্যান্য ঘটনাবলী

এ বছরেই ইয়াযীদ ইব্‌ন মু'আবিয়া সিজিস্তান ও খুরাসানের প্রতিনিধিরূপে আগত সালাম ইব্‌ন যিয়াদকে সেখানকার গভর্নর নিযুক্ত করেন। তখন তার বয়স ছিল ২৪ বছর । ইয়াযীদ

তার দু'ভাই আব্বাদ ও আবদুর রহমানকে বরখাস্ত করে। সালাম তার কাজে যোগদান করেন এবং নতুন নতুন অফিসার ও সেনাপ্রধান নিযুক্ত করেন। জনগণকে জিহাদের জন্য উৎসাহিত করতে লাগলেন। তারপর তুর্কীদের বিভিন্ন শহরে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য একটি বিরাট সেনা বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হতে লাগলেন। তার সাথে ছিল তার স্ত্রী উম্মে মুহাম্মদ বিনত আবদুল্লাহ ইব্ন উসমান ইব্ন আবদুল 'আস। তিনিই ছিলেন আরবের প্রথম মহিলা যিনি নহর অতিক্রম করেন ও সেখানে একটি সন্তান প্রসব করেন। যার নাম রাখা হয় ছুগদী। ছুগদী অঞ্চলের শাসকের স্ত্রী তাকে স্বর্ণ ও হীরকের একটি মুকুট উপঢৌকন হিসেবে প্রদান করেছিল। মুসলমানরা পূর্বে এসব শহরে আক্রমণ করতেন না।

কিন্তু এবার সালাম ইব্ন যিয়াদ এখানে আক্রমণ করলেন এবং আল মুহাল্লাব ইব্ন আবূ সুফরাকে তুর্কীদের এক শহরে প্রেরণ করেন। যার নাম হচ্ছে খাওয়ারিযম। তিনি শহরবাসীদেরকে অবরোধ করলেন। তারা তখন বিশ লক্ষের অধিক দিনারের বিনিময়ে মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করল। আল মুহাল্লাব তাদের থেকে বিনিময়ে পণ্যাদি গ্রহণ করেন। আর অর্ধেক মূল্যে তিনি এগুলো গ্রহণ করতেন। ফলে এগুলোর মোট মূল্য দাঁড়ায় ৫০ লক্ষ দীনার। এ সম্পদের বিনিময়ে আল মুহাল্লাব সালাম ইব্ন যিয়াদের সান্নিধ্য ও নৈকট্য লাভ করেন। এ সম্পদ থেকে বাছাইকৃত কিছু অংশ এক সামন্ত শাসকের নেতৃত্বে এক একটি প্রতিনিধি দলের মধ্যে ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়ার কাছে প্রেরণ করে। এ অভিযানে সমর কানন্দবাসীদের সাথেও বিপুল অর্থ সামগ্রীর বিনিময়ে সালাম ইব্ন যিয়াদ সন্ধি স্থাপন করেন।

এ বছরেই ইয়াযীদ, আমর ইব্ন সাঈদকে হারামাইনের (মক্কা ও মদীনা) প্রশাসনের দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত করেন এবং পুনরায় আল ওয়ালীদ ইব্ন উত্বা ইব্ন আবূ সুফিয়ানকে ফেরত ডেকে পাঠান এবং মদীনার গভর্নর নিযুক্ত করেন। এর কারণ হল এই যে, হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-এর শাহাদাতের পর আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) জনগণের কাছে বক্তব্য রাখতে শুরু করেন এবং হযরত ইমাম হুসায়ন (রা) ও তাঁর সাথীদের শাহাদাতকে একটি বিরাট ঘটনা বলে আখ্যায়িত করেন। ইরাক ও কূফাবাসীরা হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-কে যে অপমদস্ত করেছে তার জন্য দোষারোপ করতে লাগলেন। হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-এর জন্য সহমর্মিতা প্রকাশ করতে লাগলেন এবং তাঁর হত্যাকারীদের প্রতি অভিসম্পাত প্রেরণ করতে লাগলেন। তিনি আরো বলতে লাগলেন, আল্লাহ্র শপথ ! তারা এমন এক সত্তাকে হত্যা করেছে, যিনি রাতের বেলায় অনেকক্ষণ যাবত ইবাদতে দণ্ডায়মান থাকতেন এবং দিনের বেলায় অধিকাংশ সময় রোযা রাখতেন। আল্লাহ্র শপথ ! কুরআন তিলাওয়াতের পরিবর্তে তিনি গান বাদ্য ও হাসি-তামাশা করতেন না। আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দন করার পরিবর্তে তিনি নানা ধরনের অসার ও ভিত্তিহীন গল্প গুজবে মত্ত থাকতেন না। তিনি রোযা থাকার পরিবর্তে খাদ্য পান করতেন না ও হারাম দ্রব্য আহার করতেন না। তিনি হালকায়ে যিকিরে বসার পরিবর্তে শিকার করে বেড়াতেন না।

উপরোক্ত বক্তব্যে তিনি পরোক্ষভাবে ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়ার চরিত্রকে তুলে ধরেছেন (ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়া ও তার সাথীরা শীঘ্রই অধঃপতনে পতিত হবে) তিনি বনূ উমায়্যাদের বিরুদ্ধে জনগণকে আন্দোলন করতে উদ্বুদ্ধ করতেন। ইয়াযীদের বায়'আত পরিত্যাগ করে তার বিরোধিতা করার জন্য প্ররোচিত করতেন। গোপনে তাঁর হাতে অনেক লোক বায়'আত করে এবং তা প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয়ার জন্য তাঁকে আহ্বান জানায়। কিন্তু আমর ইব্ন সাঈদ বর্তমান

থাকতে তা আর সম্ভব হয়ে উঠি নি। কেননা, তিনি ছিলেন এরূপ সংগ্রামের বিরুদ্ধে কঠোর। তবে তিনি নম্র ছিলেন।

মদীনাবাসী ও অন্যরা হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর (রা)-এর কাছে পত্র লিখলেন এবং লোকজন বলতে লাগলেন, হযরত ইমাম হুসায়ন (রা) যখন শাহাদাত বরণ করেছেন এখন আর আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইরের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। ইয়াযীদ যখন এ সংবাদ শুনল সে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠল। তার কাছে বলা হল, আমর ইব্‌ন সাঈদ যদি ইচ্ছা করেন তাহলে আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর (রা)-এর মাথা আপনারর দরবারে প্রেরণ করতে পারেন অথবা তাকে ঘেরাও করে হারাম শরীফ হতে বের হওয়ার জন্য বাধ্য করতে পারেন। ইয়াযীদ তার কোছে লোক প্রেরণ করে ও তাকে বরখাস্ত করে এবং ওয়ালিদ ইব্‌ন উত্‌বাকে তাঁর স্থলে নিযুক্ত করে। কেউ কেউ বলেন, এ ঘটনাটি ঘটেছিল যিলহজ্জ মাসের এক তারিখ। ওয়ালিদ লোকজনকে নিয়ে হজ্জ আদায় করল। ইয়াযীদ শপথ করে বলল ! ওয়ালিদ যেন আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর (রা)-কে রূপার জিঞ্জিরে আবদ্ধ করে তাঁকে ইয়াযীদের দরবারে নিয়ে আসে। এরপর সে ডাক হরকরা মারফত ওয়ালিদের কাছে জিঞ্জিরাটি প্রেরণ করল তার সাথে ছিল একাজটি করার জন্য একটি রেশমী বুর্নুস (মস্তকাবরণ যুক্ত ঢিলেঢালা পরিচ্ছদ)। ডাক হরকরা যখন মদীনায় মারওয়ানের কাছে আগমন করল এবং যে উদ্দেশ্যে সে আগমন করেছে তা ব্যক্ত করল আর তার সাথে যে জিঞ্জিরা ছিল, সে সম্বন্ধে মারওয়ানকে অবগত করল তখন মারওয়ান এ সম্বন্ধে একটি কবিতা পাঠ করল এবং বলল,

فخذها فما هي للعزيز بخطة وفيها مقال الامرء متذعل —

'এ জিঞ্জিরটি নাও, তবে এটা কোন শক্তিশালী লোকের নিকট গ্রহণযোগ্য একটি পরিকল্পনাই নয়। অধিকন্তু যার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে তার ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য। আমার আয়ুর শপথ ! আজকের সম্প্রদায় তোমার এ পরিকল্পনাকে গ্রহণ করবে। তবে এটা প্রতিবেশীদের কাছে টাকুর তৈরী তুচ্ছ বস্তু বলে পরিগণিত হবে। আমি লক্ষ্য করছি, যখন তুমি তোমার সম্প্রদায় একজন হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে উপনীত হবে, তখন তোমাকে বলা হবে বালতি হাতে নিয়ে আস আর যাও অর্থাৎ কেউ তোমার কথা শুনবে আর কেউ তোমার কথা তুচ্ছ মনে করে শুনবে না।'

যখন দূতগণ আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইরের কাছে পৌঁছল তখন মারওয়ান তার দু'পুত্র আবদুল মালিক ও আবদুল আমীরকে হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর (রা)-এর কথোপকথনের সময় উপস্থিত থাকার জন্য মক্কায় প্রেরণ করেন এবং বলেন, তোমরা দু'জন এ ব্যাপারে তোমার বক্তব্য তাকে শুনাবে। আবদুল আযীয বলেন, যখন দূতগণ তার সামনে বসল তখন আমি তাকে কবিতা শুনাতে লাগলাম। তিনি শুনতেছিলেন কিন্তু আমি তা বুঝতে পারি নি। তখন তিনি আমার দিকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের আব্বাকে গিয়ে সংবাদ দিও, যা আমি এখন বলছি ঃ

انى لمن تبعه مكاسرها اذا تناوحت القصباء والعشر —

আমি সম্ভ্রান্ত বংশের লোক। আমি বধির অর্থাৎ অন্যান্য কথাবার্তা বা সংলাপ শুনি না। আমি তাদের প্রতিবেশী যারা বাঁশঝাড় ও মাসের দশ তারিখে কোয়ার ঘাটে আগমনকারী উটগুলো নিয়ে অগ্রগতির পথে পরস্পর মোকাবিলা করে। আমি কোন দিনও অন্যায়ের ক্ষেত্রে

নম্রতা অবলম্বন করি না। অন্যায় অবিচার দূর করার জন্য আমি সংগ্রাম করে থাকি যতক্ষণ না ভক্ষণকারী বন্য পাথর নরম হয়ে যায়। অর্থাৎ অসম্ভব রিণতি হয়। আবদুল আযীয বলেন তার বক্তব্যের কোনটা যে আমি পছন্দনীয় তা আমি নিরূপণ করতে পারছি না।

আবূ মা'শার বলেন, জীবনীকারদের মাঝে এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই যে, ওয়ালীদ ইব্‌ন উত্‌বা এ বছর লোকজনকে নিয়ে হজ্জ আদায় করে৷ কেননা তিনি ছিলেন মক্কা ও মদীনার আমীর। বসরা ও কূফার আমীর ছিলেন উবাইদুল্লাহ ইব্‌ন যিয়াদ । খুরাসান ও সিজিস্ত ানের আমীর ছিলেন, উবাইদুল্লাহ ইব্‌ন যিয়াদের ভাই সালামা ইব্‌ন যিয়াদ। কূফার কাযী ছিলেন শুরাইহ এবং বসরার কাযী ছিলেন হিশাম ইব্‌ন হুবাইরা।

এবছর যেসব ব্যক্তিত্ব ইনতিকাল করেন

আল হুসাইন ইব্‌ন আলী (রা) ও তাঁর সাথে নবী পরিবারের বারজনের অধিক সদস্য কারবালা ময়দানে শাহাদাত বরণ করেন। কেউ কেউ বলেন, তাঁরা ছিলেন ২২ জনের অধিক। তা ছাড়া তাঁদের সাথে শাহাদাত বরণ করেছিলেন একদল সাহসী বীর ও অশ্বারোহী সৈনিক দল।

জাবির ইব্‌ন আতীক কায়স

তাঁর কুনিয়াত ছিল আবূ আবদুল্লাহ এবং উপাধি ছিল আল-আনসারী আস-সুলামী। তিনি বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন, এরপর অন্যান্য যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করেন। মক্কা বিজয়ের দিন তিনি ছিলেন আনসারদের পতাকাবহনকারী। ইব্‌ন জাওযী এরূপ বলেছেন। তিনি আরো বলেন, ৭১ বছর বয়সে তিনি এবছর অর্থাৎ হিজরী ৬১ সালে ইনতিকাল করেন।

হামযা ইব্‌ন আমর আল-আসলামী (রা)

তিনি ছিলেন একজন উঁচুদরের সাহসী ব্যক্তি। সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি বলেছেন, হযরত হামযা ইব্‌ন আমর (রা) রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমি খুব বেশি বেশি রোযা রাখি, আমি কি সফরেও রোযা রাখতে পারবো ; রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বললেন, যদি তুমি চাও তাহলে তুমি রোযা রাখতে পার আর যদি তুমি চাও নাও রাখতে পার। তিনি সিরিয়ার বিজয়ে অশংগ্রহণ করেছিলেন। আর তিনিই হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে মৃত্যুশয্যায় আজনাদায়ন যুদ্ধের বিজয় সংবাদ পরিবেশন করেন। ওয়াকিদী (র) বলেন, তিনিই হযরত কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা)-কে তাঁর তাওবা কবূল হবার সুসংবাদ দিয়েছিলেন। তখন তিনি তাঁকে নিজের দু'টি কাপড়ই প্রদান করেছিলেন। ইমাম বুখারী (র) উত্তম সনদে তাঁর থেকে নিম্নবর্ণিত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এক অন্ধকার রাতে আমরা রাসূল (সা)-এর সঙ্গে ছিলাম। হঠাৎ আমার আঙুলগুলো থেকে আলো বের হতে লাগল, আমি সে আলোতে আমার সম্প্রদায়ের সমস্ত আসবাবপত্র এক জায়গায় জমা করে নিলাম। ইতিহাসবিদগণ ঐক্যমত যে, তিনি এবছর অর্থাৎ ৬১ হিজরীতে ইনতিকাল করেন।

শায়বা ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন আবূ তালহা আল-আবদারী আল হাজাবী

তিনি ছিলেন কা'বা শরীফের চাবি রক্ষক। তাঁর পিতা ছিলেন ঐ সব লোকের অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে কাফির অবস্থায় উহুদের যুদ্ধে হযরত আলী (রা) হত্যা করেন। মক্কা বিজয়ের দিন

শায়বা ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি হুনাইন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তবে তাঁর অন্তরে কিছু সন্দেহ ছিল। তিনি রাসূল (সা)-কে গোপনে হত্যা করতে মনস্থ করেছিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল (সা)-কে তা জানিয়ে দেন। রাসূল (সা) তাঁকে তাঁর অভিসন্ধির কথা জনিয়ে দেন। তখন গোপনে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং উত্তম ইসলামের অধিকারী হন। ঐদিন তিনি যুদ্ধ করেন এবং ধৈর্যধারণকারীদের সাথে অত্যন্ত ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। ওয়াকিদী (র) তাঁর উস্তাদগণ হতে বর্ণনা করেন যে, একদিন শায়বা বলেছিলেন, দুনিয়ার সমস্ত লোক যদি মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, আমি এর পরেও ইসলাম গ্রহণ করব না। যখন মক্কা বিজয় হল এবং মক্কা বিজয়ের পর রাসূল (সা) হাওয়াযিন গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বের হলেন আমিও রাসূল (সা)-এর সাথে বের হলাম এ আশায় যে, সুযোগমত আমি কুরায়শদের সকল সদস্যের পক্ষ থেকে রাসূল (সা) থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করব।

শায়বা বলেন, একদিন লোকজনের খুবই ভিড় পরিলক্ষিত হল, রাসূল (সা) তাঁর খচ্চর হতে অবতরণ করলেন আমি তাঁর নিকটবর্তী হলাম এবং তলোয়ার দ্বারা রাসূল (সা)-কে আঘাত করার জন্যে নিজ তলোয়ার উত্তোলন করলাম, হঠাৎ আগুনের একটি শিখা উচু হয়ে উপরের দিকে উঠে আমাকে যেন গ্রাস করে ফেলে। রাসূল (সা) আমার দিকে তাকালেন এবং বললেন, হে শায়বা ! আমার কাছে আস। আমি রাসূল (সা)-এর কাছে গেলাম। রাসূল (সা) নিজের হাত মুবারক আমার বুকে রাখলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্ ! শায়বাতে তুমি শয়তানের অনিষ্ট হতে রক্ষা কর। শায়বা বলেন আল্লাহ্র শপথ ! রাসূল (সা) যখন তাঁর হাত মুবারক উপরের দিকে উঠালেন তখন হাতটি আমার কাছে আমার কান ও আমার চোখ হতে অধিকতর প্রিয় মনে হতে লাগল।

তারপর রাসূল (সা) বললেন, যাও, যুদ্ধ কর। শায়বা বলেন, আমি দুশমনের দিকে এগিয়ে গেলাম। আল্লাহ্র শপথ ! যদি আমার পিতাও আমার সামনে পড়ত এবং জীবিত থাকত তাহলে আমি তাকে হত্যা করতে পারতাম। যখন লোকজন যুদ্ধ থেকে ফেরত রওয়ানা হল, তখন রাসূল (সা) আমাকে বললেন, হে শায়বা ! তোমার সম্বন্ধে আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেছেন তা তোমার ব্যাপারে তোমার ইচ্ছা থেকে উত্তম।

তারপর তিনি বলেন, আমার মনের মধ্যে যা ছিল আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানত না। আমাকে সে সম্বন্ধে তিনিই সংবাদ দিলেন। তখন আমি তাশাহ্হুদ পাঠ করলাম ও বললাম (আস্তাগফিরুল্লাহ) استغفر الله হে আল্লাহ্ ! আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। রাসূল (সা) বললেন, আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করুন। উসমান ইব্ন তালহা (রা)-এর পর তিনি কা'বা শরীফের চাবিরক্ষক নিযুক্ত হন। এ দায়িত্ব তাঁর ছেলে ও গোত্রের মধ্যে আজ পর্যন্ত কা'বা শরীফের চাবিরক্ষক। খলীফা ইব্ন খাইয়াত এবং অন্যরা বলেন, ৫৯ হিজরীতে শায়বা ইনতিকাল করেন এবং মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ বলেন, তিনি ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়ার যুগ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। ইবনুল জাওযী তাঁর মুনতাযাম কিতাবে বলেন, এবছর আরো যিনি ইনতিকাল করেন তিনি হলেন, আবদুল মুত্তালিব ইব্ন রাবীয়া ইবনুল হারিছ ইব্ন আবদুল মুত্তালিব ইবন হাশিম। তিনি একজন সাহাবী ছিলেন। তিনি দামেশ্কে স্থানান্তরিত হন। সেখানে তাঁর একটি বাড়ি ছিল। যখন তিনি ইনতিকাল করেন তখন তিনি ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়াকে ওসীয়ত করেন। আর ইয়াযীদ তখন আমীরুল মু'মিনীন।

আল-ওয়ালীদ ইব্ন উক্‌বা ইব্ন আবূ মু'আইত

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবূ ওহাব আল ওয়ালীদ ইব্ন উক্‌বা ইব্ন আবূ মু'আইত ইব্ন আবান ইব্ন আবূ আমর যাকওয়ান ইব্ন উমাইয়া ইব্ন আবদি শাম্‌স ইব্ন আবদি মানাফ ইব্ন কুসাই আল কুরায়শী আল-আবসামী। তিনি ছিলেন হযরত উসমান ইব্ন আফ্‌ফান (রা)-এর বৈপিত্রেয় ভাই। উসমান ইব্ন আফ্‌ফান (রা)-এর মাতার নাম ছিল আরওয়া বিন্‌ত কুরায়য ইব্ন রাবী'আ ইব্ন হাবীব ইব্ন আবদি শাম্‌স। আরওয়া-এর মায়ের নাম উম্মে হাকীম আল-বাইদা বিন্‌ত আবদুল মুত্তালিব। ওয়ালীদের ভাই বোনদের মধ্যে খালিদ, উম্মারাহ, উম্মে কুলসূম বিশেষভাবে বিখ্যাত। রাসূল (সা) বদরের যুদ্ধের পর অন্যান্য বন্দীদের মধ্য থেকে তার পিতাকে সামনে এনে হত্যা করেন।

সে তখন রাসূল (সা)-কে বলে, "হে মুহাম্মদ (সা)। আমার মেয়েদের জন্য কে রইল ? রাসূল (সা) বলেন, "তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম।"এরকমভাবে নযর ইব্ন আল-হারিসের সাথেও অনুরূপ আচরণ করা হয়। আলোচ্য ওয়ালীদ মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূল (সা) তাঁকে বনূ মুস্‌তালিক-এর সাদকা আদায়ের জন্য প্রেরণ করেন। তখন তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য তারা বের হয়ে আসলেন। কিন্তু তিনি ধারণা করলেন যে, তারা তাঁকে হত্যা করার জন্য বেরিয়ে এসেছে। তাই তিনি প্রত্যাবর্তন করলেন। রাসূল (সা)-কে এ ব্যাপারে অবগত করানো হল। রাসূল (সা) তাদের প্রতি সৈন্য প্রেরণ করার জন্য ইচ্ছা পোষণ করলেন। এ খবর তাদের কাছে পৌঁছলে তাদের মধ্য থেকে কিছু সংখক লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আগমন করলেন, কৈফিয়ত পেশ করলেন এবং প্রকৃত ঘটনা সম্বন্ধে রাসূল (সা)-কে অবহিত করলেন। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা ওয়ালীদের সম্বন্ধে সূরায়ে হুজুরাত ৪৯ ঃ ৬ আয়াত অবতীর্ণ করেন-

يَـاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ جَائَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْا اَنْ
تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيْنَ ـ

হে মু'মিনগণ ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন কথা-বার্তা আনয়ন করে, দেখবে যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত না কর এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও।' একাধিক মুফাস্‌সির এ তাফসীরটি পেশ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা এটার শুদ্ধতা সম্পর্কে অধিক পরিজ্ঞাত। আবূ আমর ইব্ন আবদুল বার এ ব্যাপারে ইজমা সংঘটিত হয়েছে বলে উল্লেখ করেন।

হযরত উমর (রা) তাঁকে বনূ তাগলিবের সাদকা আদায়ের জন্য উসূলকারী নিযুক্ত করেন। হযরত উসমান (রা) ও ২৫ হিজরীতে তাঁকে সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-এর পর কূফার গভর্নর নিযুক্ত করেন। তারপর তিনি মদ্য পান করেন ও তার সঙ্গীদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করেন। সালাত আদায় করার পর তিনি সকলের দিকে তাকালেন এবং বললেন, আমি 'কি বেশী পড়ে ফেলেছি?' আসলে তার থেকে ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছিল। হযরত উসমান (র) তাঁকে বেত্রাঘাত করেন এবং চার বছর পর কূফার দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত করেন। তারপর তিনি কূফাতেই বসবাস করেন। এরপর আলী (রা) যখন ইরাকে আসেন, তখন তিনি আর-রিক্কায় চলে যান ও সেখানে নিজের জন্য এক টুকরো যমীন খরিদ করে। আর হযরত আলী (রা) ও আমীরে মু'আবিয়া (রা)-এর মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ ও পরে যত যুদ্ধ হয়েছে তা থেকে তিনি সম্পূর্ণ

পৃথক থাকেন। এ বছরেই তিনি তাঁর যমীনের কাছে ইনতিকাল করেন। আর-রিক্কা থেকে ১৫ মাঈল দূরে তাঁর যমীন ও বাড়ীর কাছে তাঁকে দাফন করা হয়। কেউ কেউ বলেন, হযরত আমীরে মু'আবিয়া (রা)-এর আমলে তিনি ইনতিকাল করেন। আল্লাহ্ই অধিক পরিজ্ঞাত।

ইমাম আহমদ (রা) ও আবূ দাঊদ (রা) মক্কা বিজয় সম্পর্কে তাঁর থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। ইব্নুল জাওযী (র) এ বছরই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত মাইমূনা বিন্ত হারিছ আল-হিলালীয়ার এ বছরেই মৃত্যু হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। তবে ৫১ হিজরীতে তার ওফাত হয়েছে বলে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, তিনি ৬৩ হিজরীতে ইনতিকাল করেন। আবার কেউ কেউ বলেন তিনি ৬৬ হিজরীতে ইনতিকাল করেন। আমি বলি, আমি পূর্বে যা বর্ণনা করেছি তা-ই সঠিক।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা)

তাঁর নাম ছিল হিন্দ বিন্ত আবূ উমাইয়া হুযাইফা। কেউ কেউ বলেন, সহল ইব্ন আল-মুগীরা ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উমর ইব্ন মাখযূম। তিনি ছিলেন আল-কুরাশীয়া আল-মাখযূমীয়া। প্রথম তাঁর বিয়ে হয়েছিল তাঁরই চাচাতো ভাই আবূ সালামা ইব্ন আবদুল আসাদ এর সাথে। স্বামীর মৃত্যুর পর রাসূল (সা)-এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। বদরের যুদ্ধের পর দ্বিতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে রাসূল (সা) তাঁর সাথে বাসর ঘর সুসম্পন্ন করেন। তিনি তাঁর পূর্বের স্বামী আবূ সালামা (রা)-এর কাছে রাসূল (সা) হতে একটি হাদীস শ্রবণ করেছিলেন। রাসূল (সা) ইরশাদ করেন, যদি কোন ব্যক্তি কোন মুসীবতে পতিত হয় আর সে যদি বলে- انا لله وانا اليه راجعون "আমরা তো আল্লাহ্রই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।" পরে বলে-

اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها

'হে আল্লাহ্! এ মুসীবত থেকে আমাকে উদ্ধার কর এবং এর পরিবর্তে আমাকে তার চাইতে অধিক মঙ্গলদান কর। তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তার পরিবর্তে অধিক কল্যাণকর নিয়ামত দান করবেন।'

তিনি বলেন, যখন আবূ সালামা (রা) ইনতিকাল করেন তখন আমি উক্ত দু'আটি পাঠ করলাম এবং মনে মনে বলতে লাগলাম, প্রথম হিজরতকারী ব্যক্তি আবূ সালামা (রা) হতে আর অধিক উত্তম কে হতে পারে ? এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আমার জন্য রাসূল (সা)-কে নির্ধারণ করলেন এবং আমি বললাম, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তাঁর থেকে উত্তম নিয়ামত দান করবেন। আর তিনি হলেন, খোদ রাসূল (সা)। হযরত উম্মে সালামা (রা) ছিলেন অতি সুন্দরী ও ইবাদতগুজার মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত।

আল-ওয়াকিদী (রা) বলেন, তিনি ৫৯ হিজরীতে ইনতিকাল করেন ও আবূ হুরায়রা (রা) তাঁর জানাযা সালাতে আদায় করেন। ইব্ন আবূ খায়সামা বলেন, হযরত উম্মে সালামা (রা) ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়ার আমলে ইনতিকাল করেন।

আমি বলি, হযরত ইমাম হুসাইন (রা)-এর শাহাদাত সম্পর্কে যে সব হাদীস পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে, এগুলোর দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি হুসাইন (রা)-এর শাহাদাতের পরও জীবিত ছিলেন। আল্লাহ্ই অধিক পরিজ্ঞাত

৬২ হিজরী সন

কথিত আছে যে, এবছরেই মদীনা শরীফ থেকে একটি প্রতিনিধি দল ইয়াযীদ ইব্‌ন মু'আবিয়া (রা)-এর দরবারে আগমন করে। ইয়াযীদ তাদেরকে সম্মান করেন এবং মূল্যবান উপঢৌকন দান করেন। তারা উপঢৌকনগুলো নিয়ে ইয়াযীদের কাছ থেকে মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন এবং ইয়াযীদের আনুগত্য প্রত্যাখ্যান করেন ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন হান্‌যালা আল-গাসীল (আ)-কে তাঁদের নেতা নির্বাচিত করেন। পরের বছর ইয়াযীদ তাঁদের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করেন, যা হাররার ঘটনা বলে প্রসিদ্ধ। ইয়াযীদ হিজায থেকে আমর ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন সা'দকে বরখাস্ত করেন এবং ওয়ালীদ ইব্‌ন উতবা ইব্‌ন আবূ সুফিয়ানকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। ওয়ালীদ যখন মদীনায় প্রবেশকরেন তখন সরকারের সমস্ত সম্পদ সম্পত্তি দখল করেন আর ইব্‌ন সায়ীদের গোলামদেরকেও হস্তগত করেন। তারা ছিল সংখ্যায় তিনশত জন। আমর ইব্‌ন সায়ীদ ইয়াযীদের কাছে লোক প্রেরণ করে তাদেরকে কয়েদখানা থেকে বের হয়ে তার সাথে যোগাযোগ করার জন্য আদেশ দিলেন। তাদের জন্য উট তৈরী রাখলেন যাতে তারা তাতে সওয়ার হতে পারে। তারা তা করল এবং তাঁর সাথে মিলিত হওয়ার পর তিনি ইয়াযীদের দরবারে পৌঁছলেন। ইয়াযীদ তাঁকে সম্মান করলেন ও ইয্‌যত দিলেন এবং তাঁকে খোশ আমদেদ জানালেন। তাঁকে নিকটে বসালেন। তারপর আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর (রা) সম্পর্কে ব্যর্থতার জন্য অনুযোগ করলেন।

তখন তিনি বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন ! অনুপস্থিত ব্যক্তি যা জানে না উপস্থিত ব্যক্তি তা দেখে ও জানে। সমগ্র মক্কা ও হিজাযের জনগণ আমাদের থেকে তাঁকে বেশী মানে ও ভালবাসে। আমার কাছে এরকম শক্তিশালী সেনাবাহিনী রয়েছে, যার মাধ্যমে আমি তাদেরকে সংগ্রামকালে দমন করতে পারি। তিনি অবশ্যই আমাকে ভয় করেন এবং সব সময় আমার থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করেন। আমি তাঁর প্রতি অনেক সময় নরম ব্যবহার করেছি এবং সুযোগ সৃষ্টি করে রেখেছি যাতে আমি তাঁকে বিদ্রোহের কালে মজবুত হাতে ধরতে পারি। তা সত্ত্বেও আমি তার প্রতি সংকট আরোপ করে রেখেছি এবং অনেক ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞাও আরোপ করেছি। আমি মক্কার রাস্তায় ও ঘাঁটিগুলোতে পাহারাদার নিযুক্ত করে রেখেছি। তারা নিম্নবর্ণিত তথ্যগুলো পরিবেশন ব্যতীত শহরে ঢুকতে দেয় না। প্রথমে নিজের নাম ও পিতার নাম লিখতে হবে, কোন শহর থেকে সে এসেছে এবং কার জন্য এসেছে ও কি উদ্দেশ্যে এসেছে। যদি সে তার লোক হয় কিংবা বুঝা যায় যে, তারই উদ্দেশ্যে এসেছে, তখন তাকে অপমান করে ফেরত পাঠানো হয়। অন্যথায় তাকে যেতে দেয়া হয়।

আপনি ওয়ালীদকে নিযুক্ত করেছেন, সে আপনার কাছে নিজের কার্যকলাপ ও দায়িত্ব পালনের প্রতিবেদন যখন দাখিল করবে, তখন আপনি আমার প্রচেষ্টা ও আপনার সম্পর্কে আমার কল্যাণকর পদক্ষেপ গ্রহণের পরিধি জানতে পারবে না। আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করুন এবং আপনার শত্রুকে দমন করুন। ইয়াযীদ তাকে বললেন, যে তোমার বদনাম করেছে, যে তোমার বিরুদ্ধে আমাকে উত্তেজিত করেছে, তার থেকে তুমি অধিক সত্যবাদী বলে মনে হয়। তুমি এমন লোকদের অন্তর্গত যাদের উপর আমি নির্ভর করতে পারি, যাদের সাহায্য আশা

করতে পারি এবং যাদেরকে বিপদের দিনের জন্য সংরক্ষিত রাখতে পারি, যারা অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ও আকস্মিক দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে সমস্যার সমাধান দিতে পারে। আমি বলি, ইয়াযীদ এ ধরনের একটি নাতিদীর্ঘ বক্তব্য দেন।

ওয়ালীদ ইব্ন উত্বা হিজাযে অবস্থান করছে। কয়েকবার তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা)-কে পাকড়াও করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাকে তিনি সুরক্ষিত ও অবরুদ্ধ পান এবং সম-সাময়িক ঘটনাবলী ও তার উদ্দেশ্য সাধনে অন্তরায় সৃষ্টি করে। ইয়ামামার অন্য একটি লোক হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-এর শাহাদাতের সময় বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তার নাম নাজদা ইব্ন আমির আল-হানাফী। তিনি ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবীয়ার বিরোধিতা করেন, তবে ইব্ন যুবাইর (রা)-এর বিরোধিতা না করে পৃথক হয়ে জীবন-যাপন করেন। তার ছিল বিপুল সংখ্যাক অনুসারী। আরাফাতের রাতে ওয়ালীদ ইব্ন উত্বা সর্বসাধারণকে খাদ্য পরিবেশন করতেন, কিন্তু আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা) ও নাজদার অনুসারীরা সর্বসাধারণ থেকে পৃথক থাকতেন। আমীর প্রত্যেককে পৃথক পৃথক খাবার পরিবেশন করতেন। নাজদা ইয়াযীদের কাছে লিখেছিলেন, 'আপনি আমাদের কাছে এমন একটি অপদার্থ লোককে প্রেরণ করেছেন, যে ভাল কাজের প্রতি মানোযোগী নয় এবং বিজ্ঞলোকদের উপদেশমূলক বাণীর তোয়াক্কা করে না। যদি আপনি আমাদের কাছে একজন নম্র মেযাজ ও সদাচরণে অভ্যস্ত ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন তাহলে আমি আশা করি আপনার অনেক কঠিন সমস্যার সমাধান হবে এবং অনৈক্য দূরীভূত হয়ে ঐক্য স্থাপিত হবে। আপনি ব্যাপারটি সম্বন্ধে অধিক মনোযোগী হবেন তাতে আমাদের সর্বসাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গের উপকার সাধিত হবে ইনশাআল্লাহ্।

ইতিহাসবিদগণ বলেন, ইয়াযীদ ওয়ালীদকে বরখাস্ত করলেন এবং উসমান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবূ সুফিয়ানকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করলেন। উসমান হিজায গমন করেন। তিনি ছিলেন তরুণ ও অনভিজ্ঞ যুবক। তাই তারা তাঁর মাধ্যমে কিছু অবৈধ সুবিধা ভোগ করার প্রয়াস পেল। যখন তিনি মদীনায় প্রবেশ করলেন তাদের মধ্যে ছিলেন আবদুল্লাহ ইব্ন হানযালা আল-গাসীল আল-আনসারী, আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ আমর ইব্ন হাফ্স ইব্ন আল-মুগীরা আল-হাদরামী, আল-মুনযির ইব্নুয যুবাইর (রা) এবং মদীনাবাসীদের মধ্যে হতে বহু সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ। তাঁরা সকলে ইয়াযীদের দরবারে হাযির হল। ইয়াযীদ তাঁদেরকে মোটা অংকের উপঢৌকন প্রদান করলেন। তারপর তারা মুনযির ইব্নুয যুবাইর (রা) ব্যতীত সকলে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন। কেননা তিনি তার সাথী উবাইদুল্লাহ ইব্ন যিয়াদের কাছে বসরায় গমন করেন। ইয়াযীদ তাকেও তার প্রতিনিধিদলের সাথীদের ন্যায় এক লাখ দীনার উপঢৌকন প্রদান করেছিলেন। যখন প্রতিনিধিদলের সদস্যগণ মদীনায় পৌঁছলেন তখন তারা ইয়াযীদের দোষ ত্রুটি বর্ণনা করতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন যে, আমরা এমন একটি লোকের নিকট থেকে প্রত্যাগমন করেছি, যার ধর্মে গতি নেই, যে মদপান করে ও যার কাছে গায়িকারা বাদ্যযন্ত্রসহ সংগীত পরিবেশন করে থাকে। জনগণকে উদ্দেশ্য করে তাঁরা বলতে লাগলেন, 'আমরা তোমাদের কাছে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমরা তার থেকে আমাদের বায়'আত প্রত্যাহার করছি। লোকজন একথা শুনে তারাও তাদের প্রত্যাহারে অংশগ্রহণ করলেন। আর আবদুল্লাহ ইব্ন হান্যালা আল-গাসীলের হাতে বায়'আত ও মৃত্যু পর্যন্ত বাধ্য থাকার কথা প্রকাশ করলেন। কিন্তু আবদুল্লাহ ইব্ন উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা) তাদের কাজের প্রতিবাদ করলেন।

মুনযির ইবনুয যুবাইর (রা) বসরা হতে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং অনুসরণ করলেন। আর জনগণকে সংবাদ পরিবেশন করেন যে, ইয়াযীদ মদপান করে নেশাগ্রস্ত হয়। এমনকি

সালাতও ছেড়ে দেয়। অন্যরা ইয়াযীদের যেরূপ দোষ বর্ণনা করেছিল, মুনযির তাদের চাইতেও বেশী দোষ বর্ণনা করেন। ইয়াযীদের কাছে যখন এখবর পৌঁছল তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ্ ! আমি তাকে এত সম্মান করলাম, তাঁকে উপঢৌকন দিলাম আর সে আমার বিরুদ্ধে যা ইচ্ছা তা-ই করছে, আমি তাঁকে শিক্ষা দেয়ার চেষ্টা করব এবং তাঁর থেকে প্রতিশোধ নেব। তারপর ইয়াযীদ মদীনাবাসীদের কাছে নু'মান ইব্ন বশীরকে প্রেরণ করেন। তিনি তাঁদেরকে তাঁদের এ কাজে নিষেধ করলেন ও এটার পরিণতি সম্বন্ধে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করলেন এবং তাঁদেরকে আনুগত্যের দিকে ফিরে আসতে অনুরোধ করলেন। আর বিভিন্ন দলে বিভক্ত না হয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকার পরামর্শ দিলেন। তিনি তাঁদের দ্বারে দ্বারে গেলেন এবং অনুরোধ করলেন, ইয়াযীদ তাঁদেরকে যা হুকুম করেন তা যেন তাঁরা মান্য করেন। তিনি বলেন, "সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ার করে দেন। তাঁদেরকে তিনি বলেন, "সন্ত্রাস অত্যন্ত খারাপ পরিণতি ডেকে আনবে।" তিনি আরো বলেন, সিরিয়াবাসীদের মুকাবিলা করার শক্তি মদীনাবাসীদের নেই।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুতী তাঁকে বললেন, 'আল্লাহ্র শপথ ! আমি তো ঐসব কাজ ছেড়ে দিয়েছি, যার দিকে তুমি আমাকে ডাকছো। আর লোকজন এমন কাজে লিপ্ত রয়েছে যে কাজে থাকার জন্য সম্প্রদায়ের সকল সদস্যের মস্তক তলোয়ার দ্বারা কর্তন করা হবে এবং উভয় দলের মৃত্যুর চাকা ঘূর্ণায়মান হচ্ছে। আমি যেন তোমার খচ্চরের এক পার্শ্বে আঘাত করছি এবং এসব মিসকিনের অর্থাৎ আনসারদের বিরোধিতা করেছি। তাঁরা তাঁদের গলির মধ্যে, মসজিদের মধ্যে ও ঘরের দরজায় নিহত হবে। কিন্তু লোকজন তার আনুগত্য করল না। এমনকি তার কথাও মনোযোগ সহকারে শুনল না। তিনি চলে যান এবং আল্লাহ্র শপথ ! ব্যাপারটি ঐ রকমই ঘটেছিল যা তিনি বলেছিলেন।

ইব্ন জারীর (র) বলেন, "এবছরই আল-ওয়ালীদ ইব্ন উত্বা লোকজনকে নিয়ে হজ্জ আদায় করেছিলেন। একথাটি সন্দেহাতীত নয়, কেননা যদি তিনি মদীনাবাসীদের প্রতিনিধিদের মধ্যে থেকে থাকেন আর প্রতিনিধি দলটি ইয়াযীদের নিকট থেকে প্রত্যাবর্তন করেন অন্য দিকে আল-ওয়ালীদও এবছর হজ্জ করেন তাহলে মদীনার প্রতিনিধিদের ইয়াযীদের কাছে আগমন করার তারিখ হবে ৬৩ হিজরীর প্রথম দিকে। আর এ অভিমতটিই গ্রহণীয়। আল্লাহ্ই অধিক পরিজ্ঞাত।

এবছর যে সব ব্যক্তিত্ব ইনতিকাল করেছেন

রাসূল (সা) যখন মদীনায় হিজরত করছিলেন তখন কুরাউল গামীম নামক স্থানে হযরত বুরয়দা ইবনুল হুসাইব আল আসলামী (রা) রাসূল (সা)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। উক্ত জায়গায় তিনি পরিবারের ৮০ জন সদস্য নিয়ে রাসূল (সা)-এর সাক্ষাত করেন ও তাঁরা সকলে ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূল (সা) তাঁদের নিয়ে সালাতুল ইশা আদায় করেন এবং তাকে ঐরাতে সূরায়ে মারয়ামের প্রারম্ভের আয়াতগুলো শিক্ষা দেন। এরপর তিনি মদীনা শরীফে উহুদের যুদ্ধের পর রাসূল (সা)-এর দরবারে আগমন করেন। তিনি রাসূল (সা)-এর সাথে পরবর্তী সবগুলো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং মদীনায় বসবাস করেন। যখন বসরা বিজয় হয়, তখন তিনি তথায় আগমন করেন এবং সেখানে তিনি একটি বাড়ি তৈরি করেন। তারপর তিনি খুরাসানের যুদ্ধাভিযানে বের হন এবং ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়ার আমলে মার্ভ নামক স্থানে তিনি ইনতিকাল করেন। একাধিক ইতিহাসবিদ এবছরে তাঁর মৃত্যুর কথা উল্লেখ করেছেন।

আর-রাবী' ইব্ন খুসাইম

তাঁর কুনিয়াত ছিল আবূ ইয়াযীদ ও উপাধি ছিল আল-কূফী। তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর একজন সাথী ছিলেন। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) তাঁকে একদিন বলেছিলেন, "আমি যখনই তোমাকে দেখি তখনই আল্লাহ্র ভয়ে কম্পবান ব্যক্তিদের কথা আমার স্মরণে আসে। যদি রাসূল (সা) তোমাকে দেখতেন তাহলে তিনি তোমাকে অবশ্যই ভালবাসতেন। এভাবে ইব্ন মাসউদ (রা) প্রায় সময় তাঁর প্রশংসা করতেন। ইমাম শা'বী (রা) বলতেন, "রাবী ছিলেন সত্যের এক খনি। তিনি ছিলেন আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর পরহেযগার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করার প্রয়োজন পড়ে না। তাঁর বহু গুণাবলী দেখতে পাওয়া যায়। ইব্নুল জাওযী এবছরেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন বলে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।

আবূ শাবাল আলকামা ইব্ন কাউস আন-নাখয়ী আল-কূফী

তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর জ্ঞানী ও বিশিষ্ট সাথীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর মত ছিলেন। আলকামা বহু সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। অন্য দিকে তাঁর থেকে বহু তাবিঈ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

উক্বা ইব্ন নাফি' আল ফিহ্রী

তাঁকে দশ হাজার সৈন্য নিয়ে হযরত আমীরে মু'আবীয়া (রা) আফ্রিকার অভিযানে প্রেরণ করেন এবং তিনি তা বিজয় করেন। কায়রওয়ানে তিনি বাসস্থান তৈরি করেন। ঐ জায়গাটি ছিল বনাঞ্চল, হিংস্র প্রাণী, সরীসৃপ ও কীট পতঙ্গে পরিপূর্ণ। তখন তিনি আল্লাহ্র কাছে দু'আ করেন। তাতে দেখা গেল এগুলো তাদের ছানা ও শাবকদের নিয়ে বাসা ও গর্ত থেকে বের হয়ে গেল। তখন তিনি ঐ জায়গাটি মানুষের বসবাসের জন্য তৈরি করলেন। এবছর পর্যন্ত তিনি ওখানে বসবাস করেছিলেন। তিনি রোমক ও বারবার প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবছর শাহাদাত বরণ করেন।

আমর ইব্ন হাযম (রা)

তিনি একজন সাহাবী ছিলেন। রাসূল (সা) তাঁকে নাজরানের প্রশাসক নিযুক্ত করেছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ১৭ বছর। নাজরানে তিনি দীর্ঘ সময় বসবাস করেন এবং ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়ার যুগ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

মুসলিম ইব্ন মুখাল্লাদ আল-আনসারী (রা)

তাঁর উপাধি ছিল আয যারক- হিজরতের বছর তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং রাসূল (সা) থেকে দীনের কথা শুনেন। তিনি মিসর বিজয়ে অংশগ্রহণ করেন। মু'আবিয়া (রা) ও ইয়াযীদের পক্ষ থেকে তিনি সেখানে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এ বছর যুলকা'দাহ মাসে তিনি ইনতিকাল করেন।

মুসলিম ইব্ন মু'আবিয়া আদ-দায়লামী (রা)

তিনি একজন সম্মানিত সাহাবী ছিলেন। কাফিরদের পক্ষে বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। মুসলমানদের প্রতি তাঁর মনে একটি আক্রোশ ছিল। তারপর তিনি

ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হুনাইনের যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। নবম হিজরীতে তিনি হযরত আবূ বকর (রা)-এর সাথে পবিত্র হজ্জ আদায় করেন। তিনি বিদায় হজ্জেও অংশগ্রহণ করেন। তিনি ইসলামের পূর্বে ৬০ বছর বয়স হায়াত পেয়েছিলেন এবং অনুরূপভাবে ইসলামেও ৬০ বছর বয়স পেয়েছিলেন। ওয়াকিদী (র) এ তথ্য পেশ করেছেন। তিনি আরও বলেন, যে মুসলিম (রা) ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়ার যুগ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। ইব্নুল জাওযী বলেন, এবছর তিনি ইনতিকাল করেন।"

এ বছরেই যহরত হুসাইন (রা)-এর স্ত্রী রুবাব বিন্ত আনীফ (রা) ইনতিকাল করেন। তিনি তাঁর স্বামী, হযরত আলী (রা)-এর পুত্র এবং রাসূল (সা)-এর মেয়ের পুত্র ইমাম হুসাইন (রা)-এর উপর ইরাকীরা শনিবার অথবা জুমু'আর দিনে যে জুলুম অত্যাচার করেছিল তা তিনি নিজ চোখে দেখেছিলেন।

হিজরী ৬৩ সাল

এবছর হাররার ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল তার কারণ ছিল নিম্নরূপ

মদীনাবাসীরা যখন ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়ার বায়'আত প্রত্যাহার করল, তারা আবদুল্লাহ ইব্ন হানযালা ইব্ন আমিরকে আনসারদের সর্দার নির্বাচন করল। তারা সকলে মিম্বরের কাছে জমায়েত হল। তখন তাদের মধ্যে হতে একজন বলতে লাগলেন, আমি এ পাগড়ীকে প্রত্যাহার করলাম এ বলে সে মাথা থেকে পাগড়ীটে ফেলে দিল। অন্য একজন বলল, আমি ইয়াযীদকে প্রত্যাহার করলাম যেমন আমি আমার এ জুতা প্রত্যাহার করলাম,। এ বলে সে তাঁর জুতা ছুঁড়ে মারল। এভাবে একজনের পর একজন বলতে লাগল ও এরূপ করতে লাগল। ফলে সেখানে অনেক পাগড়ী ও জুতার স্তুপ হয়ে গেল। তারপর তারা তাদের মধ্যে থেকে ইয়াযীদের গভর্নরকে বহিষ্কার করার ব্যাপারে একমত হল। তিনি হলেন উসমান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবূ সুফিয়ান, ইয়াযীদের চাচাতো ভাই। বনূ উমাইয়ার সদস্যদেরকে মদীনা থেকে বিতাড়িত করার ব্যাপারেও তারা ঐকমত্যে পৌঁছল।

তারপর বনূ উমাইয়ার লোকেরা মারওয়ান ইব্ন হাকাম-এর ঘরে একত্রিত হলো। আর মদীনাবাসীরা তাদেরকে চতুর্দিক দিয়ে ঘিরে রাখল। কিন্তু আলী ইব্নুল হুসাইন ওরফে যয়নুল আবেদীন (রা) সাধারণ লোকজনের থেকে ভিন্নমত পোষণ করলেন। অনুরূপভাবে আবদুল্লাহ ইব্ন উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)ও ভিন্নমত পোষণ করে ইয়াযীদকে প্রত্যাহার করেন নি। আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) তাঁর পরিবারের সদস্যদেরকে বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যেন ইয়াযীদকে প্রত্যাহার না করে। অন্যথায় আমার সাথে তার শত্রুতা সৃষ্টি হবে। মদীনাবাসীদের আবদুল্লাহ ইব্ন মুতী' ও আবদুল্লাহ ইব্ন হানযালার হাতে মৃত্যু পর্যন্ত বায়আত করার ব্যাপারটিকে তিনি পসন্দ করলেন না এবং তিনি বললেন, আমার শুধু রাসূল (সা)-এর হাতে এ কথার উপরে বা'আত করতাম যে, আমরা পলায়ন করব না। এভাবে বনূ আবদুল মুত্তালিবের কোন সদস্যও বায়'আত প্রত্যাহার করেন নি। মুহাম্মদ ইব্নুল হানাফিয়াকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করায় এ কাজ থেকে তিনি কঠোরভাবে বিরত থাকেন ইয়াযীদ সম্বন্ধে তিনি তাদের সাথে বাদানুবাদ করেন ও ঝগড়া করেন এবং ইয়াযীদকে তারা যে মদ্যপান করা ও নামায ছেড়ে দেয়ার অভিযোগ উত্থাপন করেছিল তা তিনি প্রতিবাদ করেন।

বনূ উমাইয়ার সদস্যরা যেরূপ বন্দী অবস্থায় আছে, অপমানিত হয়েছে এবং ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কষ্ট পাচ্ছে তা তারা ইয়াযীদকে জানাল। যদি তাদেরকে রক্ষা করার জন্য কাউকে পাঠানো না হয় তাহলে তারা সমূলে বিনাশ হয়ে যাবে। তারা এ সংবাদটি ডাক হরকরা মারফত দামেশ্‌কে প্রেরণ করে। ডাক হরকরা যখন ইয়াযীদের কাছে আগমন করে তখন সে তাকে চেয়ারের উপর বসে গেটিবাতে আক্রান্ত হওয়ায় দু'পা পানির মধ্যে রেখে ঠাণ্ডা করতে দেখল। ইয়াযীদ যখন পত্রটি পড়ল তখন সে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ল এবং বলল, তুমি ধ্বংস হয়ে যাও। তাদের মধ্যে কি এক হাজার লোকও নেই ? ডাক হরকরা বলল, 'হ্যাঁ।' ইয়াযীদ বলল, তাহলে তারা দিনের এক ঘণ্টার জন্য হলেও যুদ্ধ করে না কেন ? তারপর সে আমর ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন আল 'আসের কাছে লোক প্রেরণ করল। সে তার কাছে পত্রটি পড়ে শোনাল এবং তাদের কাছে কাকে পাঠনো যায় এ ব্যাপারে তার সাথে পরামর্শ করল। তাদের কাছে আমরকে প্রেরণের প্রস্তাব পেশ করা হলে তিনি তা অস্বীকার করেন এবং বলেন আমীরুল মু'মিনীন ! আমাকে যখন মদীনা থেকে বরখাস্ত করেন তখন মদীনার অবস্থা ছিল ভাল, আইন শৃংখলা ছিল নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু এখন পরিস্থিতি এত নাজুক আকার ধারণ করেছে যে, কুরায়শদের রক্ত মাটিতে ঝরানো হবে। আমি এখন তাঁদের শাসক হতে চাই না তাঁদের কাছে যে আমার থেকে অধিক দূরে তাকে শাসক নিযুক্ত করা হোক।

বর্ণনাকারী বলেন, ডাক হরকরাকে মুসলিম ইব্‌ন উক্‌বা আল মুযানীর কাছে প্রেরণ করা হল, তিনি ছিলেন অত্যন্ত বৃদ্ধ ও দুর্বল। কিন্তু তিনি এ অভিযানের আহবানে সাড়া দিলেন। ইয়াযীদ তাঁর সাথে দশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করে। কেউ কেউ বলেন বার হাজার অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করে এবং পনের হাজার পদাতিক সৈন্য প্রেরণ করে। তাঁদের প্রত্যেক সৈন্যকে ১০০ দীনার করে প্রদান করে। কেউ কেউ বলেন, চার দীনার প্রদান করে। তারপর ইয়াযীদ তাদেরকে পরিদর্শন করল, তখন সে তার ঘোড়ায় সওয়ার ছিল। আল-মাদায়িনী বলেন, ইয়াযীদ দামেশ্‌কবাসী সৈন্যদের সেনাপতি নির্ধারণ করে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসআদা আল-ফাযারীকে, হিম্‌সবাসী সৈন্যদের সেনাপতি নির্ধারণ করে হুসাইন ইব্‌ন নুমাইর আস-সাকূনীকে, জর্দানবাসী সৈন্যদের সেনাপতি নির্ধারণ করে হুবাইশ দালজা আল-কীনীকে, ফিলিস্তীনবাসী সৈন্যদের সেনাপতি নির্ধারণ করে রাওহ ইব্‌ন যাম্বা আল-জুযামীকে ও শুরাইক আল কিনানীকে, কিনআসরীনবাসী সৈন্যদের সেনাপতি নির্ধারণ করে তুরাইফ ইব্‌ন আল-হাসহাস আল হিলালীকে, আর সকলের উপর সেনাপতি নির্ধারণ করে গাতফান গোত্রের মুসলিম ইব্‌ন উক্‌বা আল-মুযানীকে। আগেকার উলামায়ে কিরাম তার নাম মুসরিফ ইব্‌ন উক্‌বা বলে উল্লেখ করেছেন।

আন-নু'মান ইব্‌ন বশীর বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন ! তাদের সকলের উপরে সেনাপতি আমাকে নির্ধারণ করুন, আমি আপনার জন্য যথেষ্ট খিদমত করব। আন-নু'মান ছিলেন আবদুল্লাহ ইব্‌ন হানযালার মা আম্মারা বিন্‌ত রাওহার দিক দিয়ে ভাই। ইয়াযীদ বলল না তাদের জন্য শুধু ঐ জালিমটিরই প্রয়োজন। আল্লাহ্‌র শপথ ! তাদের প্রতি ইহসান প্রদর্শন করার পর এবং বারবার তাদের প্রতি ক্ষমা করার পর এবার অবাধ্যদের অবশ্যই হত্যা করব। আন-নু'মান বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন ! আপনাকে আমি আপনার আত্মীয়-স্বজন ও রাসূল (সা)-এর সাহায্যকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আবদুল্লাহ ইব্‌ন জা'ফর ইয়াযীদকে বললেন, যদি তারা আপনার আনুগত্যে ফিরে আসে তাহলে আপনি কি

তাদরেকে গ্রহণ করবেন ? ইয়াযীদ বলল, হ্যাঁ, তারা যদি বশ্যতা স্বীকার করে, তাহলে তাদের উপর আমার কোন অভিযোগ থাকবে না। ইয়াযীদ মুসলিম ইব্‌ন উকবাকে বলল, “মদীনার সম্প্রদায়কে তুমি তিনবার আহবান করবে, যদি তারা বশ্যতা স্বীকার করে তাহলে তুমি তাদের থেকে আনুগত্য গ্রহণ করবে এবং তাদের থেকে বিরত থাকবে, অন্যথায় তুমি আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করবে এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। যদি তুমি তাদের উপর বিজয় লাভ করো মদীনায় তিনদিন হালাল ঘোষণা করবে। তারপর লোকজন থেকে বিরত থাকবে। আলী ইব্‌ন হুসাইন (রা)-এর প্রতি নযর রাখবে, তাঁর থেকে বিরত থাকবে এবং তাঁর কল্যাণ কামনা করবে, তাঁকে মজলিসে ডেকে নিবে। কেননা তিনি ঐসব জিনিসে প্রবেশ করেন নি যাতে অন্যরা প্রবেশ করেছে।

তারপর ইয়াযীদ মুসলিমকে হুকুম দিল যে, মদীনার কাজ সমাপ্ত করে ইব্‌ন যুবাইর[১] কে অবরোধ করার জন্য সে যেন মক্কায় গমন করে। তাঁকে আরো বলল, যদি তুমি কোন অঘটনে পতিত হও তাহলে হুসাইন ইব্‌ন নুমাইর আস-সাকুনীকে যেন জনগণ আমীর হিসেবে গ্রহণ করে নেয়।

ইতিপূর্বে ইয়াযীদ উবাইদুল্লাহ ইব্‌ন যিয়াদকে পত্র লিখেছিলেন, সে যেন আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর (রা)-কে মক্কায় অবরোধ করার জন্য সেখানে গমন করে। কিন্তু উবাইদুল্লাহ ইব্‌ন যিয়াদ তাঁর আদেশ অমান্য করে এবং বলে আল্লাহ্‌র শপথ ! আমি ইয়াযীদের ন্যায় এরূপ ফাসিক লোকের জন্য দুইটি মারাত্মক কাজ একত্রে করতে পারবে না একটি হল রাসূল (সা)-এর কন্যার পুত্রকে হত্যা করা এবং দ্বিতীয়টি হল মহাসম্মানিত বাইতুল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। তাঁর মাতা মারজানা তাঁকে ইমাম হুসাইন (রা)-এর শাহাদাতের সময় বলেছিলেন, দুর্ভাগ্য তোর ! তুই কি করেছিস, তুই কিসের দায়িত্ব নিয়েছিস। এভাবে তাঁর মাতা তাঁকে কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করেছিলেন। ইতিহাসবিদগণ বলেন, ইয়াযীদের কাছে এসংবাদ পৌঁছেছিল যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর (রা) খুতবার মধ্যে ইয়াযীদকে বলেছেন, বানর, শরাব খোর, সালাত ত্যাগকারী এবং নর্তকীদের প্রতি আসক্ত ইত্যাদি।

মুসলিম ইব্‌ন উক্‌বা যখন তৈরি হলো ও দামেশ্‌কে সেনাবাহিনীর প্রস্তুতি পরিদর্শন করল, তখন সে বলতে লাগল-

ابلغ ابابكر اذا الجيش سرى ـ واشرف الجيش على و ادى القرى ـ
------الخ

“আবূ বকরকে এ সংবাদ পৌঁছিয়ে দাও যে, যখন সেনাবাহিনী অভিযান পরিচালনা করবে তখন সেনাবাহিনীর সিংহভাগই কুরা নামক সমৃদ্ধস্থানে অবস্থান করবে। তুমি দেখছ সম্প্রদায়ের মাতাল ব্যক্তিবর্গ একত্রিত হয়েছে, উম্মুল কুরা তথা পবিত্র কা'বার বিদ্রোহীর আস্তানা গড়ে উঠেছে। কি অবাক কাণ্ড ! সে ধর্মের জন্য ধোঁকাবাজ সেজেছে এবং সে মিথ্যার ব্যবসা করছে। অন্য এক বর্ণনায় আছে ঃ

ابلغ ابابكر اذا الامر نبوى ونزل الْجَيس سكران من القوم ترى ـ

---

১. মূলগ্রন্থে ইব্‌ন নুমারী মুদ্রিত আছে। প্রকৃতপক্ষে তা হবে ইব্‌ন যুবায়র।

"আবূ বকরকে খবর পৌঁছিয়ে দাও, যখন ব্যাপারটি স্ফীত হয়ে উঠবে এবং ওয়াদিল কুরা নামক স্থানে সেনাবাহিনী অবতরণ করবে, তখন তারা হবে পৌঢ় ও যুবক শ্রেণীর মাঝামাঝি বয়সের ২০ হাজার সৈন্য। কেননা তুমি দেখছো যে, সমাজের মাদকাসক্ত ব্যক্তিবর্গ আমীরুল মু'মিনীনের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়েছে।"

ইতিহাসবিদগণ বলেন,মুসলিম তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে মদীনার দিকে রওয়ানা হল, সেনাবাহিনী যখন মদীনার নিকটবর্তী হলো, মদীনাবাসীরা বনূ উমাইয়ার সদস্যদের অবরোধে কঠোরতা অবলম্বন করতে লাগল এবং বলতে লাগল, আল্লাহ্র শপথ ! আমরা তোমাদের সকলকে এখনই হত্যা করব। যদি তোমরা আমাদেরকে এমন একটি চুক্তিনামা লিখে দাও যে, তোমরা সিরিয়ার সৈন্যদেরকে আমাদেরকে চিনিয়ে দেবে না এবং আমাদের প্রতি তাদেরকে উসকানিও দিবে না। তখন বনূ উমাইয়ার লোকেরা তাদেরকে এ ব্যাপারে একটি অঙ্গীকারনামা প্রদান করল।

যখন সেনাবাহিনী মদীনায় পৌঁছল তখন বনূ উমাইয়ার লোকেরা তাদের সাথে সাক্ষাত করল। সেনাপতি তাদের খবরাখবর সম্বন্ধে জিজ্ঞাস করল, তখন তাদের কেউ তাকে কোন সংবাদ দিল না। সেনাপতি এ ব্যাপারে নিশ্চুপ রইলেন। আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান সেনাপতির কাছে আসলেন এবং তাকে বললেন, যদি আপনি তাদের উপর জয়ী হতে চান তাহলে আপনি মদীনার পূর্বদিকে হাররায় সেনাবাহিনী নিয়ে অবতরণ করুন। যখন শত্রুর লোকেরা আপনার দিকে নিয়ে আসবে তখন সূর্যের তাপ থাকবে তাদের চোখে মুখে। এমন সময় আপনি তাদেরকে আপনার বাধ্যতা স্বীকার করতে আহবান জানাবেন। যদি তারা আপনার আহবানে সাড়া দেয় তাহলে ভাল কথা, অন্যথায় আপনি আল্লাহ্র সাহায্য নিবেন এবং তাদেরকে হত্যা শুরু করবেন। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করবেন। কেননা তারা দেশের ইমাম তথা খলীফার বিরুদ্ধাচরণ করছে এবং তার অবাধ্য হয়েছে। এ পরামর্শ দেয়ার জন্য মুসলিম ইব্‌ন উক্‌বা আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং তিনি যেদিকে ইঙ্গিত করলেন তা তিনি পরোপুরি পালন করলেন। তিনি পূর্ব মদীনার হাররায় অবতরণ করেন এবং মদীনাবাসীদেরকে তিনদিনের অবকাশ দিলেন।

প্রতিদিন তারা বশ্যতা স্বীকার না করে যুদ্ধ ও মুকাবিলার কথা পুনরাবৃত্তি করে। যখন তিনদিন শেষ হয়ে গেল তখন সেনাপতি তাদরকে চতুর্থ দিন অর্থাৎ ৬৩ হিজরীর যুলহাজ্জ মাসের ২৮ তারিখ বুধবার দিন বললেন, হে মদীনাবাসীগণ ! তিনদিন অতিবাহিত হল আমীরুল মু'মিনীন আমাকে বলেছিলেন যে, তোমরা তার আত্মীয়স্বজন, তাই তিনি তোমাদের রক্তপাতকে খারাপ মনে করেন। তিনি আমাকে হুকুম দিয়েছেন আমি যেন তোমাদেরকে তিন দিনের সময় দেই। তিনদিন শেষ হয়ে গেল। এখন তোমরা কি করবে ? তোমরা কি আমাদের সাথে যুদ্ধ করবে, না সন্ধি করবে ? তারা বললেন, যুদ্ধ করব।" মুসলিম আবার বললেন, যুদ্ধ করো না বরং সন্ধি কর তাহলে আমরা ঐ বিদ্রোহী ব্যক্তি অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর (রা)-কে দমন করার জন্য সর্বশক্তি ও প্রচেষ্টা প্রয়োগ করতে পারব। তারা বললেন, "হে আল্লাহ্র দুশমন !

তোমার যদি এটাই ইচ্ছে হয়ে থাকে তাহলে আমরা তোমাকে কোন দিনও এটা করতে দেব না। আমরা কি তোমাদেরকে ছেড়ে দিব যে, তোমরা মহসম্মানিত বাইতুল্লাহ্ গিয়ে যথেচ্ছ আচরণ করবে ? তারপর তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিল। তারা ইতিমধ্যে মুসলিম ইব্‌ন উকবা

ও তাদের মধ্যে পরিখা খনন করে নেয় আর তারা নিজেদের সৈন্যদেরকে চার ভাগে ভাগ করে নেয় এবং প্রতিটি ভাগের জন্য একজন সুযোগ্য আমীর নিয়োগ করে। সবচাইতে সুবিন্যস্থ ভাগের আমীর হলেন আবদুল্লাহ ইব্‌ন হানযালা আল-গাসীল। তারপর তারা প্রচণ্ড যুদ্ধ করলেন কিন্তু মদীনাবাসীরা পরাজয় বরণ করেন। দু'পক্ষ থেকেই বহু সর্দার ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ নিহত হলেন। তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুতী' ও তাঁর সম্মুখে নিহত তাঁর সাত ছেলে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন হানযালা আল গাসীল এবং তার বৈপিত্রেয় মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাবিত ইব্‌ন শাম্মাস, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হাযম। তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিলেন। তখন মারওয়ান তার পাশ দিয়ে গমন করছিলেন। বললেন, আল্লাহ্ তোমার উপর রহম করুন কতইনা স্তম্ভ আমি দেখেছি তার পাশে তুমি সালাতে দীর্ঘ সময় আল্লাহ্‌র ধ্যানে রুকু ও সিজদাতে মগ্ন থাকত!

তারপর মুসলিম ইব্‌ন উকবা যাকে পূর্বেকার উলামায়ে কিরাম বিদ্রূপ করে বলতেন, 'মুসরিফ ইব্‌ন উকবা' আল্লাহ্ তার অমঙ্গল করুন, এক দুষ্ট বৃদ্ধ, মদীনায় তিন দিন যাবত লুটতরাজ করার নির্দেশ দিল যেমনটি তাকে তার মনীব ইয়াযীদ নির্দেশ প্রদান করেছিল (আল্লাহ্ যেন তাকে শুভ প্রতিদান প্রদান না করেন)। সে এ তিন দিনে মদীনার সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ ও কারীদের ন্যায় বহু লোককে হত্যা করে। বহু সম্পদ লুট করে, এভাবে একাধিক ইতিহাসবিদদের মতে জঘন্যতম লুট, ধর্ষণ, নির্যাতন ও উৎপীড়নের ঘটনা সংঘটিত হয়। যারা তার সামনে নির্মমভাবে নিহত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে মাকিল ইব্‌ন সিনানও ছিলেন। তিনি ছিলেন পূর্বে তার বন্ধু কিন্তু তিনি তাকে শুনিয়ে ইয়াযীদকে গালিগালাজ করেছিলেন। তাই সে তাঁর থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

আলী ইব্‌ন হুসাইন (রা)-কে তলব করা হল। তিনি মারওয়ান ইবনুল হাকাম তার পুত্র আবদুল মালিক এর সাথে তাদের দু'জনের মাধ্যমে সেনাপতি থেকে নিরাপত্তা গ্রহণ করার জন্য আগমন করেন। ইয়াযীদ যে তাকে নিরাপত্তা দেয়ার জন্য সেনাপতিকে ওসীয়ত করেছিল তা তিনি জানতেন না। যখন তিনি তাদের সামনে বসলেন মারওয়ান পানীয়ের আদেশ দিলেন। মুসলিম ইব্‌ন উকবা সিরিয়া থেকে মদীনা পর্যন্ত তার সাথে বরফ বহন করে নিয়ে এসেছিলেন। তার পানীয়ের সাথে তা মিশিয়ে নিত। পানীয় যখন আনা হল মারওয়ান কিছুটা পান করলেন এবং বাকী অংশ হযরত ইমাম হুসাইন (রা)-কে পান করতে দিলেন। আর এর মাধ্যমে তিনি সেনাপতি থেকে নিরাপত্তা নেয়ার মনস্থ করলেন। মারওয়ান ছিলেন আলী ইব্‌ন হুসাইন (রা)-এর জন্যে বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টিকারী।

মুসলিম ইব্‌ন উকবা যখন তাঁর দিকে নজর করলেন এবং দেখলেন যে, তিনি তাঁর হাতে পানির পেয়ালা ধরে রয়েছেন তিনি তাঁকে বললেন, আপনি আমাদের পানীয় পান করবেন না। তারপর সে তাঁকে বলল, আপনি কি এ দু'জনের সাথে এসেছেন নিরাপত্তা নেয়ার জন্য ? আলী ইব্‌ন হুসাইন (রা)-এর হাত কাঁপতে লাগল। তিনি পাত্রটি নীচেও রাখতে পাছিলেন না এবং পানিও পান করতে পারছিলেন না। সেনাপতি আবার তাঁকে বললেন, যদি আমীরুল মু'মিনীন আপনার সম্পর্কে আমাকে ওসীয়ত না করতেন তাহলে এতক্ষণে আমি আপনাকে হত্যা করে ফেলতাম। তারপর সে আবার তাকে বললেন, যদি আপনি পান করতে চান তাহলে পান করে নিন আর যদি আপনি চান তাহলে আমরা আপনার জন্য অন্য ধরনের পানীয় আনার জন্য আদেশ প্রদান করব। আলী ইব্‌ন হুসাইন (রা) বললেন, আমার হাতে যে পানি আছে তা পান

করতে আমার কোন আপত্তি নেই। তারপর তিনি তা পান করলেন, মুসলিম ইব্ন উকবা তাঁকে বললেন, আপনি দাঁড়ান, এখানে আসুন এবং আমাদের সাথে বসুন। সেনাপতি এ কথা বলে তাকে রাজকীয় আসনে বসালেন এবং বললেন, আমীরুল মু'মিনীন আমাকে আপনার সম্পর্কে ওসীয়ত করেছেন তবে এরা আমাকে আপনার থেকে বিরত রেখেছিল। সে আবার আলী ইব্ন হুসাইন (রা)-কে বলেন, আপনার পরিবারবর্গ হয়ত ভীত-সন্ত্রস্ত রয়েছেন, হ্যাঁ, আল্লাহ্র শপথ ! তারপর সেনাপতি তার সাওয়ারীতে নিয়ে আসতে হুকুম দিলেন। সাওয়ারী তৈরি করা হলো এবং আলী ইব্ন হুসাইন (রা)-কে তার উপরে উঠিয়ে দেয়া হলো। আর যথাযোগ্য মর্যাদাসহ তাকে তার নিজ ঘরে প্রেরণ করা হল। তারপর আমর ইব্ন আফ্ফানকে তলব করা হল। তিনি নিজ আস্তানা থেকে বের হয়ে বনূ উমাইয়ার সাথে যোগ দেন নি। সেনাপতি তাকে বলল, মদীনাবাসীরা যদি জয়লাভ করত তাহলে তুমি বলতে আমি তোমাদের সাথে আছি। আর যদি সিরিয়াবাসীরা জয়লাভ করে তাহ্লে তুমি বলবে, আমি আমীরুল মু'মিনীনের পুত্র। তারপর আদেশ দেয়া হল এবং তার সামনে আমর ইব্ন উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-এর দাড়ি উপড়িয়ে ফেলা হল, তিনি ছিলেন বড় দাড়ির অধিকারী।

আল মাদায়িনী (র) বলেন, সেনাপতি মুসলিম ইব্ন উকবা তিন দিনের জন্য মদীনায় লুটপাটের অনুমতি দিল। তারা যাকে পেল হত্যা করল এবং সম্পদ লুটে নিল। সু'দা বিনত আউফ মুসলিম ইব্ন উকবা সেনাপতির কাছে লোক প্রেরণ করে বলে, আমি তোমার চাচাতো বোন, তাই তোমার সাথীদেরকে হুকুম দাও যেন অমুক অমুক জায়গায় রাখা আমাদের উটগুলোকে বাধা না দেয়। সেনাপতি তার সাথীদেরকে বলল, প্রথমে তাদের উটগুলোকে লুণ্ঠন কর। সেনাপতির কাছে একটি স্ত্রীলোক এসে বলল, আমি তোমার এক বন্দিনী দাসী। তখন সে তার সাথের একটি লোককে দেখিয়ে বলল, তাকে এ বাঁদীর জন্য হত্যা কর। লোকটিকে হত্যা করা হল। সেনাপতি বলল, তাকে তার মাথাটা দিয়ে দাও এবং বল, তুমি কি এতে খুশী নও যে, যতক্ষণ তুমি তোমার পুত্র সম্পর্কে কথা না বলবে ততক্ষণ আর কউকে হত্যা করা হবে না ? সেনাবাহিনীর লোকেরা মহিলাদের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হল। কথিত আছে যে, এ কয়েকদিনে স্বামী ব্যতীত এক হাজার মহিলা গর্ভবতী হয়েছিল। আল্লাহ্ই অধিক পরিজ্ঞাত।

মাদায়িনী (র) আবূ কুবরা ও হিশাম ইব্ন হাসান হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হাররার ঘটনার পর স্বামী ব্যতীত এক হাজার মহিলা মদীনায় গর্ভবতী হয়েছিল। বিশিষ্ট সাহাবীদের একটি দল আত্মগোপন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বিশেষভাবে বিখ্যাত। হযরত আবূ সাঈদ আল খুদরী (রা) পাহাড়ের একটি গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁর সাথে তখন সিরিয়াবাসীদের একজন সৈনিক সাক্ষাত করল। তিনি বলেন, যখন আমি তাকে দেখলাম আমার তলোয়ারটি কোষমুক্ত করলাম। সে আমার দিকে এগিয়ে আসল এবং আমাকে হত্যা করার সংকল্প গ্রহণ করল তখন আমি আমার তলোয়ারটি উঠিয়ে নিলাম এবং বললাম, আমি চাই তুমি যেন আমার ও তোমার পাপের বোঝা বহন কর এবং জাহান্নামবাসী হও। আর এটাই জালিমদের সাজা। যখন সে এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হল জিজ্ঞাসা করল, তুমি কে ? আমি বললাম আমি আবূ সাঈদ আল-খুদরী। সে বলল, 'রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবী নাকি ?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ।' তখন সে আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল।

আল-মাদায়িনী (র) বলেন, সেনাপতি মুসলিমের কাছে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রা)-কে আনা হল। সে তাঁকে বলল, বায়'আত কর।' তিনি বললেন, আমি আবূ বকর (রা) ও উমর

(রা)-এর ন্যায় চরিত্রে বায়'আত করব। তখন তার হত্যার হুকুম দেয়া হল। তখন এক ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল যে, তিনি পাগল, তাই তাকে ছেড়ে দেয়া হল।

আল্লামা মাদায়িনী, আবদুল্লাহ আল কুরাশী ও আবূ ইসহাক তামীমী হতে বর্ণনা করেন যে তারা বলেছেন, হারবার দিন যখন মদীনাবাসীরা পরাজিত হলেন তখন মহিলারা ও ছেলে মেয়েরা চীৎকার দিয়ে কাদতে লাগলেন।

আল-মাদায়িনী মদীনাবাসীদের কোন এক উস্তাদ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ইমাম যুহরী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, হাররার ঘটনায় কত লোক নিহত হয়েছিল তিনি বললেন, মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে হতে সাতশত জন গণ্যমান্য ব্যক্তি, তাদের দাস-দাসী এবং অপরিচিত ব্যক্তিবর্গ দশ হাজার নিহত হয়েছিল। বর্ণনাকারী বলেন, ঘটনাটি ঘটেছিল ৬৩ হিজরীর যিলহজ্জ মাসের সাতাশ তারিখ। শত্রু সৈন্যরা মদীনাতে তিন দিন লুটপাট করেছিল। ওয়াকিদী (র) ও আবূ মা'শার (র) বলেন, হাররার ঘটনা ৬৩ হিজরীর যিলহজ্জ মাসের আটাশ তারিখ রোজ বুধবার সংঘটিত হয়েছিল। ওয়াকিদী (র) আবদুল্লাহ ইব্ন জা'ফর ইব্ন আওন থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, এবছরেই হযরত আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) জনগণকে নিয়ে হজ্জ আদায় করেন। আর তাঁকে তারা বাইতুল্লাহর আশ্রয় গ্রহণকারী বলে ডাকতেন এবং তারা পরামর্শ সভার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণকে পছন্দ করতেন। মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম সাঈদের মাধ্যমে বর্ণিত তথ্য অনুযায়ী ৬৪ সালের মুহররম মাসের পহেলা তারিখ মক্কাবাসীদের কাছে মদীনায় হাররার হৃদয় বিদারক ঘটনার সংবাদ পৌঁছল। তারা তখন অত্যন্ত শোক বিহ্বল হয়ে পড়েন এবং সিরিয়াবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নেয়া শুরু করলেন।

ইব্ন জারীর (র) বলেন, আবূ মিখরাফ যেভাবে হাররার ঘটনা বর্ণনা করেছেন তার থেকে কিছু ভিন্নতর আমি হাররার ঘটনা বর্ণনা করছি। আমাকে আহমদ জুওয়াইরিয়া ইব্ন আসমা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মদীনাবাসীদের উস্তাদদের কাছে আমি শুনেছি যে, আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর যখন মৃত্যু ঘনিয়ে আসে তিনি তাঁর পুত্র আয়াযীদকে ডাকলেন এবং তাকে বললেন, মদীনাবাসীদের সাথে তোমার কোন একদিন সংঘর্ষ বাঁধবে। যদি তারা তোমার বিরুদ্ধে কিছু করে তুমি তাদেরকে মুসলিম ইব্ন উকবার সাহায্যে দমন করবে। মুসলিম ইব্ন উকবা এমন এক ব্যক্তি, যে আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে আমার কাছে পরিচিত। আমীর মু'আবিয়া (রা) যখন ইনতিকাল করেন তখন ইয়াযীদের কাছে মদীনাবাসীদের নিকট থেকে একটি প্রতিনিধি দল এসেছিলেন আর এই প্রতিনিধি দলের মধ্যে ছিলেন আবদুল্লাহ ইব্ন হানযালা ইব্ন আবূ আমির। তিনি ছিলেন খুব ভদ্র, বিদ্বান সর্দার ও ইবাদতগুযার। তাঁর সাথে ছিল তাঁর আটজন ছেলে। তাঁকে ইয়াযীদ এক লাখ দিরহাম দান করেন এবং তার প্রত্যেকটি ছেলেকে কাপড় এবং হাতিয়ার ছাড়াও দশ হাজার দিরহাম প্রদান করেন।

তারপর তারা মদীনায় ফিরে আসেন। প্রতিনিধির প্রধান আবদুল্লাহ ইব্ন হানযালা যখন মদীনায় প্রত্যাগমন করেন জনগণ তার কাছে হাজির হন এবং তারা তাঁকে বলেন, তোমার এ প্রতিনিধিদের পেছনের খবর কী ? তিনি বললেন, আমি এমন এক লোকের কাছ থেকে এসেছি আল্লাহ্র শপথ ! আমি যদি আমার এই পুত্রদের ব্যতীত অন্য কাউকে নাও পেতাম তবুও আমি তাদের মাধ্যমে তার সাথে এ ব্যাপারে যুদ্ধ করতাম। তারা বললেন, আমাদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, তোমাকে মোটা অংকের অর্থ দান করেছে, সে তোমার খিদমত করেছে এবং

তোমার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেছে। উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, সে অনেক কিছু করেছে, তার থেকে আমি যা কিছু পেয়েছি তা শুধু তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তৈরী হবার সমগ্রী। এভাবে তিনি মানুষকে উৎসাহিত করেন এবং তারা তাঁর হাতে বাই"আত গ্রহণ করেন।

এ সংবাদ ইয়াযীদের কাছে পৌঁছল তখন ইয়াযীদ মুসলিম ইবন ইকবাকে তাদের প্রতি প্রেরণ করেন। মদীনাবাসী ও সিরিয়াবাসীদের মাঝে যে সব পানির কূয়ো অবস্থিত এগুলোর প্রত্যেকটিতে মদীনাবাসীরা লোক প্রেরণ করে এক মশক করে আলকাতরা ঢেলে দিয়ে প্রত্যেকটি কুয়োকে নষ্ট করে দিল। আল্লাহ্ তা'আলা সিরিয়ার সৈন্যদের জন্য আকাশ থেকে বৃষ্টির মাধ্যমে পানি অবতীর্ণ করেন। তাই তারা বালতি ব্যবহারে বাধ্য না হয়ে সরাসরি সুস্থ শরীরে মদীনা পৌঁছে যায়। মদীনাবাসীগণ বিরাট দলে সুবিন্যস্ত আকারে শহর থেকে বের হয়ে আসলেন। এধরনের প্রস্তুতি তাদের মধ্যে আর কোন সময় পরিলক্ষিত হয় নি। সিরিয়াবাসীরা যখন তাদেরকে দেখল তখন তারা খুবই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করা অপছন্দ করল। তাদের আমীর মুসলিম ছিল কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এভাবে যখন লোকজন যুদ্ধে বিষয়ে দ্বিধা দ্বন্দ্বে ছিল তারা তাদের পেছনের দিকে মদীনার কেন্দ্রস্থলে তাকবীর শুনতে পেল। সিরিয়াবাসীদের মধ্য হতে বনূ হারিসা মদীনাবাসীদের উপর প্রচণ্ড হামলা পরিচালনা করে। আর তারা ছিল দেয়ালের উপর। মদীনার জনগণ পরাজয় বরণ করল। পরিখায় পড়ে যারা মৃত্যুবরণ করেছিল তারা যুদ্ধের কারণে নিহত ব্যক্তিদের চাইতে সংখ্যায় বেশী ছিল। সিরিয়াবাসীরা মদীনা প্রবেশ করল, আবদুল্লাহ্ ইব্ন হানযালা দেয়ালে ঠেস দিয়ে নিদ্রায় বিভোর ছিলেন। তাঁর পুত্র তাঁকে জাগাল। যখন তিনি চোখ খুললেন, দেখলেন লোকজনের দুর্দশা চরমে। তখন তিনি তার বড় ছেলেকে যুদ্ধের আদেশ দিলেন। তিনি যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাত বরণ করেন। তারপর মুসলিম ইব্ন উকবা মদীনায় প্রবেশ করে এবং জনগণকে এ মর্মে বায়আতের জন্য আহবান করে যে, তারা এখন হতে ইয়াযীদের খাদিম হবে এবং ইয়াযীদ তাদের জানমাল ও পরিবার পরিজন সম্পর্কে যা ইচ্ছা তা সিদ্ধান্ত নিবেন।

ইবন আসাকির, আহমদ ইব্ন আবদুস সামাদের জীবনীতে তাঁর ইতিহাস গ্রন্থ الكتاب المجالسة এ বর্ণনা করেন যে তিনি বলেছেন, আল মাদায়িনী বর্ণনা করেন যে, যখন হাররাবাসীরা নিহত হয় তখন সেদিন বিকাল বেলায় মক্কার আবূ কুবাইস পাহাড়ের উপর একজন ঘোষক নিম্নবর্ণিত ঘোষণাটি দিলেন। আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা) বসে বসে তা শুনছিলেন-

والصائمون القانتون اولوا العبادة والصلاح ـ المس المحسنون السبقون الى الفلاح..... الخ ـ

রোযাদারগণ ইবাদত ও কল্যাণের অধিকারী, আল্লাহ্র ইবাদতে মগ্ন ব্যক্তিগণ, সফলতার জন্য প্রতিযোগী ব্যক্তিগণ, লাগাম ধরে জানোয়ারকে নিয়ে দণ্ডায়মান ব্যক্তির অবস্থা কি ? জান্নাতুল বাকী নামক কবরস্থানটি সকাল বেলায় সৎকাজের প্রতি প্রতিযোগী সর্দারদের লাশ দ্বারা পরিপূর্ণ হল। ইয়াসরিব ভূখণ্ড কান্নাকাটি ও আহাজারীতে ভারী হয়ে উঠল। মহাশ্রদ্ধা ও ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিবর্গ মহান ব্যক্তিবর্গকে হত্যা করল।" আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা) বললেন, "হে মহান লোকজন ! তোমরা তোমাদের সাথীদের হত্যা করলে ? আমরা আল্লাহ্র জন্য এবং আমরা আল্লাহ্র দিকেই প্রত্যাবর্তন করব।"

ইয়াযীদ তিনদিনের জন্য মদীনাকে লুটপাটের লক্ষ্যে মুসলিম ইব্ন উকবাকে অনুমতি দিয়ে মারাত্মক ভুল করেছে। এটা অত্যন্ত জঘন্য ও মারাত্মক ভুল। যার দরুন সাহাবায়ে কিরামের একটি বিরাট দল ও তাঁদের সন্তানগণ নিহত হন। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সে উবায়দুল্লাহ ইব্ন যিয়াদের মাধ্যমে হুসাইন (রা) ও তাঁর সাথীদেরকে হত্যা করেছে আর এ তিনদিনে মদীনা মুনাওওয়ারায় যে জঘন্য ধরনের সন্ত্রাস ও হত্যাকাণ্ড এবং ব্যভিচার ও লুটতরাজ সংঘটিত হয়েছে তার কোন সীমা নেই। তা ছিল অবর্ণনীয়, তা একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না। সে মুসলিম ইব্ন উকবাকে প্রেরণ করে তার রাজত্ব ও অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল এবং অপ্রদিদ্বন্দ্বী রাজত্বকাল স্থায়ী করতে চেয়েছিল কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তার ইচ্ছার বিপরীতে তাকে শাস্তি প্রদান করেন এবং তার ইচ্ছার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে দেন। আর তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেন যেভাবে অন্যান্য স্বৈরাচারীদের চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছেন। আর তাকে কঠোর হাতে পাকড়াও করেছেন্ এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা কঠোরভাবে জালিম জনপদকে পাকড়াও করে থাকেন। আল্লাহ্ পাকের ধরাটা অত্যন্ত কঠোর।

ইমাম বুখারী (র) তাঁর সহীহ্ বুখারীতে হুসায়ন হযরত সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, "যদি কেউ মদীনাবাসীদের সাথে ষড়যন্ত্র করে তাহলে লবন যেভাবে পানিতে গলে নিঃশেষ হয়ে যায় সেও এভাবে গলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।" ইমাম মুসলিম (র) ও আবূ আবদুল্লাহ সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "যদি কোন ব্যক্তি মদীনাবাসীদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জাহান্নামে এমনভাবে গলাবেন যেমন সীসা আগুনে গলে যায় কিংবা লবণ যেভাবে পানিতে গলে যায়।" মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় সা'দ (রা) ও আবূ হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "যে ব্যক্তি মদীনাবাসীদের সাথে খারাপ ব্যবহার করবে তাকে আল্লাহ্ তা'আলা এমনভাবে গলিয়ে দিবেন যেমন লবণ পানির মধ্যে গলে যায়।"

ইমাম আহমদ (র) আনাস আস.....সায়িব ইব্ন খাল্লাদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (সা) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মদীনাবাসীদেরকে অন্যায়ভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত করবে তাকে আল্লাহ্ তা'আলা ভীত-সন্ত্রস্ত করবেন এবং তার উপর আল্লাহ্, ফিরিশতা ও মানবগোষ্ঠীর অভিসম্পাত আবর্তিত হবে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তার থেকে কোন অর্থ বা কোন বিনিময়ও গ্রহণ করবেন না। ইমাম নাসায়ী (র) বিভিন্ন সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইব্ন ওহাব যাহাবী আস-সায়িব ইব্ন খাল্লাদ (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি মদীনাবাসীদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহ্ তাকে ভীত সন্ত্রস্ত করবেন। আর তার উপর আল্লাহ্র ফিরিশতা ও সমগ্র মানব জাতির অভিসম্পাত বর্ষিত হবে।"

দারাকুতনী (র)....আলী জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)-এর দুই পুত্র মুহাম্মাদ (র) ও আবদুর রহমান (র) হতে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা বলেছেন একদিন আমরা আমাদের পিতার সাথে হাররার দিনে ঘর থেকে বের হলাম। তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন আমাদের পিতা বললেন, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ভীত সন্ত্রস্ত করে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। আমরা বললাম, হে আমাদের পিতা ! কেউ কি রাসূল (সা)-কে ভীত-সন্ত্রস্ত করতে পারে ? তিনি বললেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি আনসারদের এ গোত্রের অধিবাসীদেরকে ভীত-

সন্ত্রস্ত করবে, সে যেন ভীত সন্ত্রস্ত করল এদু'টোর মধ্যখানের জায়গাকে এবং নিজ হাত আপন কপালের উপর রাখলেন।" দারাকুত্নী (র) আরো বলেন, এ বর্ণনাটি সা'দ ইব্ন আযীযের একক বর্ণনা।

উপরোক্ত হাদীস ও অনুরূপ অন্যান্য বর্ণনার প্রেক্ষিতে কেউ কেউ ইয়াযীদ ইব্ন মুয়াবিয়াকে লা'নত করার অনুমতি প্রদান করেছেন। ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) হতেও এ মর্মে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। এ বর্ণনাটি যারা গ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে নিম্নবর্ণিত উলামায়ে দীন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যথা আল-খিলাল, আবূ বকর, আবদুল আযীয, আবূ ইয়ালা, তার পুত্র কাযী আবুল হুসাইন, আবুল ফারজ ইব্ন জাওশী স্বীয় রচনায়ও লা'নত করা বৈধ ঘোষণা করেন। আবার অন্যরা লা'নত করা নিষেধ করেছেন যাতে তাকে লা'নত করার মাধ্যমে তার পিতার ন্যায় কোন একজন সাহাবীকে লা'নত করা না হয়। আর তার থেকে যা কিছু জঘন্য অপরাধ সংঘটিত হয়েছে তাকে তার ভুল বলে আখ্যায়িত করেন এবং ইজতিহাদে ভ্রান্তি বলে মনে করেন যা ক্ষমার যোগ্য। তারা আরো বলেন, এতদসত্ত্বেও সে ছিল একজন ফাসিক ইমাম। ইমাম যদি ফাসিক হয় তাহলে তার এ ফিসকের জন্য উলামায়ে কিরামের বিশুদ্ধমতে সে ইমাম হতেও অপসারিত হয়ে যায় না বরং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বৈধ নয়।

কেননা, এর দ্বারা দেশে বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়, রক্তপাত হয়, সন্ত্রাস জন্ম নেয় এবং অশান্তির উৎপত্তি হয়, লুটতরাজ, মহিলাদের ধর্ষণ ইত্যাদির ন্যায় বহুবিধ অরাজকতার সৃষ্টি হয় ও বৃদ্ধি পায়। ইমামের ফিসক হতেও এসব ফাসাদ ও অরাজকতার ভয়াবহতা সমাজে অধিকতর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে যা আজ পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন দেশে ও অঞ্চলে অবলোকন করে আসছি। কোন কোন লোক বর্ণনা করেন যে, ইয়াযীদ যখন মদীনাবাসীদের উপর কৃত অত্যাচার, অবিচার, ব্যভিচার, খুন, ধর্ষণ ইত্যাদির কথা শুনে তখন যার পর নেই খুশী হয় ও উল্লাস করতে থাকে। এ ব্যাপারে তাদের অভিমত হল যে, সে একজন ইমাম বা আমীর ছিল। তার বিরুদ্ধে তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল এবং অন্যকে তার পরিবর্তে আমীর বা ইমাম নিযুক্ত করেছিল। কাজেই তাদের সাথে যুদ্ধ করে তাদেরকে বশ্যতা স্বীকার করানো ও তাদের মধ্যে একতা সৃষ্টি করানো তার জন্যে বৈধ ছিল। তাদেরকে আন-নু'মান ইব্ন বশীরের মাধ্যমে এবং মুসলিম ইব্ন উকবার মাধ্যমেও বারবার নসীহত করানো হয়েছিল। আনুগত্য প্রত্যাহারের পরিণাম সম্বন্ধেও তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছিল যেমন পূর্বে যথাস্থানে তা বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

বুখারী শরীফ বর্ণিত রয়েছে, তোমাদের মধ্যে যে কেউ আগমন করবে এবং তোমাদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করার চেষ্টা করবে, সে যে কেউ হোক না কেন তাকে হত্যা কর তবে তার থেকে যে কবিতাটি এ ব্যাপারে শুনতে পাওয়া যায় তা উহুদের যুদ্ধে ইব্ন আয যাব'আরী রচনা করেছিল

ليت اشياخى ببدر اشيد — جزع الخزرج بن وقع الانخل ..... الخ —

বদরে যেসব আমার মুরুব্বী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে হেরে গিয়েছিল তারা যদি আসালের ঘটনার প্রেক্ষিতে খাযরাজ গোত্রের আহাজারী দেখত, যখন তাদের উটগুলো তাদের ঘরের পাশেই ভীত হয়ে বসে পড়েছিল এবং আবদুল আশহাল গোত্রের যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি

পেয়েছিল। আমরা গোত্রের প্রধান ও দুর্বলদেরকে হত্যা করলাম। আমরা বদরের বিপর্যয়ের উপযুক্ত প্রতিশোধ নিতে সক্ষম হয়েছিলাম।" কোন কোন রাফিযী নীচের কবিতাগুলো সংযোজন করেছে ঃ

لعبت ملكا ثم بالمه فلا — ملك جاءه ولا وفى نزل —

"হাশিমীরা রাজত্ব নিয়ে যেন তামাশা করছিল। তার কাছে কোন প্রকার ফিরিশতা আসেনি এবং কোন বাণীও নাযিল হয়নি।" উপরোক্ত কবিতাগুলো যদি ইয়াযীদ ইব্‌ন মু'আবিয়া বলে তাকে তাহলে তার উপর আল্লাহ্‌র লা'নত এবং ফিরিশতাদের লা'নত। আর যদি সে বলে থাকে তাহলে যে এগুলো রচনা করেছে এবং এগুলোর মাধ্যমে তাকে দোষারোপ করতে চেয়েছে তার প্রতি আল্লাহ্‌র এবং ফিরিশতাদের লা'নত। এ ব্যাপারে ইয়াযীদের জীবন কাহিনীতে বিস্তারিত বর্ণনা পেশ করা হবে। ইনশাআল্লাহ্ হাররার ঘটনার পর পরবর্তী বছরের কি কি ঘটনা তার দিকে আরোপ করা হয়েছে তাও বর্ণনা করা হবে। তবে হযরত ইমাম হুসাইন (রা)-এর শাহাদাত ও হাররার ঘটনার পর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বেশী দিন এ দুনিয়ায় থাকার সুযোগ দেননি, অন্যান্য স্বৈরাচারীদের ন্যায় তারও অবসান ঘটে।

এবছর বহু বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব এবং সাহাবায়ে কিরাম হাররার ঘটনায় ইনতিকাল করেছেন। সাহাবীদের মধ্যে যারা প্রসিদ্ধ ছিলেন আবদুল্লাহ ইব্‌ন হানযালা আল গাসীল হাররার ঘটনা সময় মদীনার আমীর মাকিল ইব্‌ন সিনান, উবাইদুল্লাহ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসিম (রা) এবং মাসরুক ইব্‌ন আল আজদা।'

হিজরী ৬৪ সন

এ বছরের মুহররমের পহেলা তারিখ মুসলিম ইব্‌ন উকবা, আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর (রা) ও তাঁর সাথে ইয়াযীদ ইব্‌ন মু'আবিয়ার বিরুদ্ধে আরবদের যারা যুক্ত হয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মক্কায় রওয়ানা হল এবং রাওহ ইব্‌ন যাম্বাকে মদীনার প্রতিনিধি হিসাবে নিযুক্ত করে রেখে এসেছিল। যখন সে সানিয়াতে হারসা নামক স্থানে পৌঁছল তখন সেনাদলের সেনাপতিদের কাছে লোক প্রেরণ করে সে তাদেরকে একত্রিত করল এবং বলল, "তোমরা জেনে রেখো, আমীরুল মু'মিনীন (ইয়াযীদ) আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, যদি আমার মৃত্যু ঘটে তাহলে আমি যেন হুসাইন ইব্‌ন নুমাইর আস সাকুনীকে তোমাদের জন্য আমার স্থলাভিষিক্ত করি। আল্লাহ্‌র শপথ ! যদি আমার ক্ষমতা থাকত তাহলে আমি তাকে আমার স্থলাভিষিক্ত করতাম না। তারপর সে হুসাইন ইব্‌ন নুমাইর আস-সাকুনীকে ডাকল এবং বলল, " হে ইব্‌ন বুরদা আল হিমার ! আমি তোমাকে যে ওসীয়ত করছি তা তুমি সংরক্ষণ করবে। তারপর সে তাকে নির্দেশ দিল, যখন সে মক্কায় পৌঁছবে তখনি তিনদিন পূর্বে আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর (রা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দেয়। তারপর সে বলল, হে আল্লাহ্ ! লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ কালেমা গ্রহণ করার পর এমন কোন কাজ করিনি যা মদীনাবাসীদেরকে হত্যা করার চাইতে বেশী প্রিয় এবং আমাকে আখিরাতে তার পুরস্কার দেয়া হবে। এরপরও যদি আমাকে জাহান্নামে যেতে হয় তাহলে এটা হবে আমার দুর্ভাগ্য। এরপর সে মৃত্যুমুখে পতিত হয় (আল্লাহ্ তার অমঙ্গল করুন)।

ওয়াকিদীর ভাষ্যমতে, মাসলাক নামক জায়গায় তাকে দাফন করা হয়েছিল। এর পরপরই আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াযীদ ইব্‌ন মু'আবিয়াকে নিপাত করেন এবং সে রবিউল আউয়াল মাসের

১৪ তারিখে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এ দু'জনে যা আশা করছিল তা আল্লাহ্ পরিপূর্ণ করেন নি বরং তাদেরকে অন্য বান্দাদের চাইতে অধিক শোচনীয়ভাবে নিপাত করেন। তাদের রাজত্ব ছিনিয়ে নেন। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা যাকে চান তার রাজ্য ছিনিয়ে নেন।

হুসাইন ইব্ন নুমাইর সেনাবাহিনী নিয়ে মক্কার দিকে রওয়ানা হয় এবং ওয়াকিদীর ভাষ্যমতে মুহাররম মাসের ২৬ তারিখ সে মক্কায় পৌঁছে। কেউ কেউ বলেন, সাত তারিখে সে মক্কায় পৌঁছে। আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা)-এর সাথে মদীনার কিছু সম্ভ্রান্ত লোক যোগদান করেন। ইয়ামামার বাসিন্দা নাজদাহ ইব্ন আমির আল-হানাফীও একদল সেনাবাহিনী নিয়ে আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা)-এর সাথে যোগ দেয় যাতে তারা সম্মিলিতভাবে সিরিয়াবাসীদের থেকে কা'বাকে রক্ষা করতে পারে। হুসাইন ইব্ন নুমাইর মক্কার বাইরে অবতরণ করে। আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা) মক্কাবাসী ও তার সাথে যারা যুক্ত হয়েছিল তাদেরকে নিয়ে হুসাইন ইব্ন নুমাইরের মোকাবেলায় বের হলেন। তাদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। আল-মুনযির ইব্ন যুবাইর (রা) ও সিরিয়ার এক ব্যক্তি দ্বন্দ্ব যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং একে অন্যকে হত্যা করে। সিরিয়াবাসীরা মক্কাবাসীদের উপর প্রচণ্ড হামলা চালায় তাতে মক্কাবাসীরা নাজেহাল হয়ে পড়ে এবং আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা)-এর খচ্চর তাঁকে নিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়। এরপর মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা ও মুসআব ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আউফ ঘুরে দাঁড়ান, তারা দু'জনে মিলে আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা)-এর উপর হামলা প্রতিহত করেন। তাদের সাথে আরো একটি দল এসে হামলায় যোগ দিল। তাঁরা সকলে মিলে আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা)-এর পক্ষে যুদ্ধ করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁদের সকলেই নিহত হন। বাকীদেরকে নিয়ে আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা) রাত পর্যন্ত যুদ্ধে লিপ্ত থাকেন। রাত ঘনিয়ে আসায় তারা যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে ফিরে চলে গেলেন। তারপর তারা মুহররম মাসের ৬৪ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসের তিন তারিখ শনিবার দিন তারা কা'বা শরীফের উপর ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন করল। এ ক্ষেপণাস্ত্রের মাধ্যমে তারা কা'বা শরীফের উপর পাথর নিক্ষেপ করতে লাগল। তারপর আগুনের ফুলকী নিক্ষেপ করতে লাগল। ফলে শনিবার দিন কা'বা শরীফের দেয়ালে আগুন ধরে যায় ও দেয়াল পুড়ে যায়। এটা ওয়াকিদীর ভাষ্য। উপস্থিত জনতা বলতেছিল ঃ

خطارة مثل الفنية المزبد – ترجوبها مران هذا المسجد –

ক্ষেপণাস্ত্রের দোলক মাঠা তৈরির উজ্জ্বল ভাণ্ডের ন্যায় চকচক করতেছিল এবং এটার মাধ্যমে এ মসজিদের দেয়ালে পাথর ও অগ্নি নিক্ষেপ করা হয়েছিল।'

কবি উমর হাওতা আস সুদুসী বলতে লাগল "উম্মে ফারওয়া (ক্ষেপণাস্ত্রর নাম)-এর কাজ তোমরা কেমন দেখছ ? একদিন সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে সে তাদেরকে ধরে নিয়ে আসবে।'

কেউ কেউ বলেন, কা'বা শরীফ পুড়ে যাবার ব্যাপারে অন্য একটি ঘটনা দায়ী। যারা মসজিদে ছিল তারা কা'বার পাশে আগুন ধরিয়ে দিল সেই আগুন কা'বা শরীফের গিলাফের একাংশে ধরে যায়। আর এ আগুন কা'বা শরীফের ছাদে ও ছাদের কাঠ পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়। এভাবে কা'বা শরীফ পুড়ে যায়। আবার কেউ কেউ বলেন, কা'বা শরীফ পুড়ে যাওয়ার কারণ ছিল এই যে, আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা) অন্ধকার রাত্রে মক্কার কোন একটি পাহাড়ে তাকবীর শুনতে পান। তাতে তিনি মনে করলেন, তাকবীর উচ্চারণকারীরা সম্ভবত সিরিয়াবাসী শত্রু। তাই তিনি পাহাড়ে অবস্থিত লোকজনকে দেখার জন্য বর্শার মাথায় আগুন স্থাপন করলেন।

বাতাস বর্শার মাথা থেকে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ রুকন ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদে (কালো পাথরে) ছড়িয়ে দেয়। তাতে কা'বা শরীফের গিলাফ ও ছাদের কাঠে আগুন ধরে যায় এবং কা'বা শরীফের গিলাফ ও ছাদের কাঠ পুড়ে যায়। কালো পাথরের তিন জায়গায় ফাটল ধরে যায়। কা'বার অবরোধ রবীউস সানী মাসের পহেলা তারিখ পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। জনগণের কাছে ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়ার মৃত্যু সংবাদ পৌঁছে। ইয়াযীদ ৬৪ হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসের ১৪ তারিখ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তখন তার বয়স ছিল ৩৫ কিংবা ৩৮ কিংবা ৩৯ বছর। তার রাজত্বের সময়কাল ছিল তিন বছর ৬ মাস কিংবা ৮ মাস। সিরিয়া বাসীরা তখন পরাজয় বরণ করল এবং অবমাননাকর অবস্থায় নিজ দেশে ফেরত গেল। তখন যুদ্ধ থেমে গেল ও সন্ত্রাসের অগ্নি নির্বাপিত হয়ে গেল।

কথিত আছে যে, ইয়াযীদের মৃত্যুর পরও সিরিয়াবাসীরা চল্লিশ দিন যাবত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা)-কে অবরোধ করে রেখেছিল। এটাও উল্লেখ আছে যে, আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা) সিরিয়াবাসীদের পূর্বেই ইয়াযীদের মৃত্যু সম্পর্কে অবগত হয়েছিলেন, তখন তিনি তাদের মধ্যে ঘোষণা করেছিলেন, হে সিরিয়াবাসীরা ! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের 'তাগূত'কে ধ্বংস করে দিয়েছেন, তোমাদের মধ্যে যারা অন্য লোকজনের ন্যায় আমাদের কাতারে প্রবেশ করতে চায় তারা যেন প্রবেশ করে এবং যারা তোমাদের মধ্যে সিরিয়ায় অবস্থিত তাদের ঘরে চলে যেতে চায় তারা যেন চলে যায়। সিরিয়াবাসীরা মক্কাবাসীদের সংবাদে বিশ্বাস করল না। যতক্ষণ না তাদের কাছে সাবিত ইব্ন কাইস ইব্ন আল-কাইকা সত্য খবর নিয়ে তাদের মাঝে পৌঁছেছিল। এটাও কথিত আছে যে, হুসাইন ইব্ন নুমাইরকে আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা) কথা বলার জন্য সেনাবাহিনীর দুই সারির মধ্যস্থিত স্থানে ডাকলেন দু'জন একত্রিত হলেন কিন্তু তাদের দু'জনের ঘোড়ার মাথা বেশ অসমতল দেখা গেল। হুসাইনের ঘোড়া সামনের দিকে যেতে চায় কিন্তু সে তার জীন টেনে ধরে রাখে।

আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা) বললেন, তোমার কি হয়েছে ? ঘোড়াকে সামনের দিকে আসতে দিচ্ছ না কেন ? হুসাইন বলল, আমার ঘোড়ার দু'পায়ের নিচে কবুতরকে পশুর মল হতে খাদ্য গ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে। আমি হেরেম শরীফের কবুতরকে পদদলিত করা অপছন্দ করি। আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা) তাকে বললেন, তুমি এখানে এতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করছ অথচ অন্যদিকে তুমি মুসলমানদেরকে নির্বিচারে হত্যা করছ। হুসাইন তাকে বলল, আমাদেরকে অনুমতি দিন আমরা কা'বা শরীফ তাওয়াফ করব এবং আমাদের দেশে আমরা ফিরে যাব। তারপর আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা) অনুমতি দিলেন এবং তারা তাওয়াফ করলেন।

ইবন জারীর (রা) উল্লেখ করেন যে, একরাত হুসাইন এবং আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা) পরস্পর সাক্ষাৎ করার জন্য সময় নির্ধারণ করেন। মক্কার বাইরে তারা দু'জন একত্রিত হলেন, হুসাইন আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা)-কে বলেন, যদি এ লোকটি (ইয়াযীদ) মরে গিয়ে থাকে তাহলে তার পরে এ ব্যাপারে আপনিই হবেন সকলের চাইতে বেশী হকদার। সুতরাং আপনি আসুন এবং আমার সাথে সিরিয়ায় চলুন। আল্লাহ্র শপথ ! আপনার সম্বন্ধে কোন ব্যক্তি মতবিরোধ করবে না। কথিত আছে যে, আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা)-এ ব্যাপারে তাকে বিশ্বাস করলেন না এবং তার সাথে রূঢ় ভাষায় কথা বললেন। হুসাইন ইব্ন নুমাইর আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা)-এর প্রতি বিরক্ত বোধ করল এবং বলতে লাগল, আমি তাকে খিলাফত

লাভের জন্য আহবান করছি আর তিনি আমার সাথে রূঢ় ভাষায় কথা বলছেন। তারপর সে তার সেনাবাহিনী নিয়ে সিরিয়ায় প্রত্যাবর্তন করল এবং বলতে লাগল 'আমি তাকে রাজত্বের আশা দিচ্ছি আর তিনি কি আমাকে হত্যার হুমকি দিচ্ছেন ?'

তারপর আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর (রা) হুসাইনের প্রতি রুক্ষ ব্যবহার করার জন্য অনুতপ্ত হলেন এবং একজন লোককে তার কাছে প্রেরণ করে তাকে বললেন, সিরিয়ায় আমি যেতে পারছি না কিন্তু আমার জন্য সেখান থেকে বায়'আত গ্রহণ কর। আমি তোমাদের নিরাপত্তা বিধান করব এবং তোমাদের মধ্যে ন্যায় নীতি প্রতিষ্ঠা করব। হুসাইন ইব্‌ন নুমাইর আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর (রা)-এর কাছে লোক প্রেরণ করল এবং ঐ লোকের মাধ্যমে তাকে বলল, এ পরিবারের যারা খিলাফতের দাবী করেন তাদের সংখ্যা সিরিয়ায় অনেক।

তারপর হুসাইন ইব্‌ন নুমাইর সেনাবাহিনীসহ প্রত্যাবর্তন করে এবং মদীনা হয়ে গমন করলে মদীনাবাসীদের থেকে সম্মানের আশা করে কিন্তু তারা তার অবমাননা করেন। আলী ইব্‌ন হুসাইন ওরফে যয়নুল আবেদীন (র) হুসাইন ইব্‌ন নুমাইর ও তার সেনাবাহিনীকে সম্মান করলেন এবং হুসাইন ইব্‌ন নুমাইরকে এক প্রকার দানা উপহার দিলেন যেগুলোকে মরুভূমির লোকেরা রান্না করে খায়। আর তাদের পশুর জন্য দিলেন পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘাস। বনূ উমাইয়া বংশীয় লোক সেনাবাহিনীর সাথে সিরিয়ায় প্রত্যাগমন করে এবং মু'আবিয়া ইব্‌ন ইয়াযীদকে তাদের খলীফা হিসেবে স্থলাভিষিক্ত দেখতে পায়। কেননা, তার পিতা ইয়াযীদ তাকে মৃত্যুর সময় দামেশকের খলীফা মনোনীত করার জন্য ওসীয়ত করে গিয়েছিলেন। আল্লাহ্ই অধিক পরিজ্ঞাত।

ইয়াযীদ ইব্‌ন মু'আবিয়ার জীবন কথা

তার পূর্ণ নাম ছিল আবূ খালিদ ইয়াযীদ ইব্‌ন মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান সাখার ইব্‌ন হারব ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন আবদি শামস আল-উমরী। ২৫,২৬ অথবা ২৭ হিজরীতে তার জন্ম হয়। তার পিতার জীবদ্দশায় তার খিলাফতের বায়'আত এ মর্মে গ্রহণ করা হয়েছে যে, তার পিতার মৃত্যুর পর সে যুবরাজ হিসেবে গণ্য হবে। তার পিতার মৃত্যুর পর ৬০ হিজরীর রজব মাসের ১৫ তারিখ তার খিলাফত পাকাপোক্ত করা হয়। তার মৃত্যু পর্যন্ত ৬৪ সালের রবীউল আউয়াল মাসের ১৪ তারিখ পর্যন্ত, সে খলীফা হিসেবে বহাল থাকে।

তার মায়ের নাম ছিল মাইসূন বিনত মাখূল ইব্‌ন আনীফ ইব্‌ন দালজা ইব্‌ন নাফাসা ইব্‌ন আদী ইব্‌ন যহীর ইব্‌ন হারিসা আল-কালবী। সে তার পিতা মু'আবিয়া (রা) হতে বর্ণনা করেছে যে, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, "আল্লাহ্ যে ব্যক্তির কল্যাণ চান তাকে শরীয়তের ইলম দান করেন।" ওযু সম্পর্কে তাঁর থেকে আরো একটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে। তার থেকে তার পুত্র খালিদ ও আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান বর্ণনা করেছেন। আবূ যুরআ আদ-দামেশ্‌কী ইয়াযীদকে সাহাবীদের পরবর্তী স্তরে উল্লেখ করেন। আর সাহাবীদের মর্যাদা অতি উঁচু।

তিনি বলেন, তার বর্ণিত কয়েকটি হাদীস রয়েছে। তার ছিল মাংসল, বিরাট দীর্ঘ সুন্দর দেহ, অত্যধিক চুল, আর ছিল প্রকাণ্ড মাথার খুলি, বসন্তের দাগ পড়া মোটা লম্বা আঙ্গুল। যখন সে তার মাতৃগর্ভে ছিল তখন তার পিতা তার মাতাকে তালাক দিয়েছিলেন। তখন তার মাতা স্বপ্নে দেখে যে, তার থেকে একটি চাঁদ বের হয়ে গেল। সে তখন তার মায়ের কাছে স্বপ্নটি বর্ণনা করল। তার মাতা বললেন, যদি তুমি সত্যই এ স্বপ্নটি দেখে থাক তাহলে তুমি এমন একটি সন্তান প্রসব করবে, যার হাতে খিলাফতের বায়আ'ত করা হবে।

একদিন তার মাতা মাইসূন বসে তার মাথার চুল আঁচড়াচ্ছিল। আর সে ছিল তখন ছোট বালক। তার পিতা মু'আবিয়া (রা) তার অপর পত্নীর সাথে গ্যালারিতে বসে ছিলেন। পত্নীর নাম ছিল ফাখতা বিনত ফারজাহ। যখন সে আঁচড়ানো সমাপ্ত করল তখন সে ইয়াযীদের দিকে তাকাল ও তখন তার খুব ভাল লাগল এবং সে সন্তানের কপালে চুমু খেল। আমীর মু'আবিয়া (রা) তখন বললেন ঃ

اذا مات ثم تفلح بعده ـ فنوطى عليه يا خريف النعام ـ

"যখন মরে যাব এ সাজসজ্জা মৃত্যুর পর কোন কাজে আসবে না। হে জাদুর শোভাবর্ধনকারী : আমরা তখন তাকে পদদলিত করব।

ইয়াযীদ চলে যাচ্ছিল এবং ফাখতা তার প্রতি লক্ষ্য করছিল। সে বলতে লাগল, তোমার মায়ের পায়ের দুই নলীর মগজের উপর আল্লাহ্‌র লা'নত পড়ুক। মু'আবিয়া (রা) বললেন, জেনে রেখো, আল্লাহ্‌র শপথ ! এ ছেলেটি তোমার পুত্র আবদুল্লাহ থেকে উত্তম। তার সন্তান আবদুল্লাহ ছিল নির্বোধ। ফাখতা বলল, না, তা কখনও হতে পারে না। আল্লাহ্‌র শপথ ! আপনি একে আমার সন্তানের উপর প্রাধান্য দিচ্ছেন।" আমীর মু'আবিয়া (রা) বললেন, আমি এখনই তোমার কাছে প্রমাণ করব যাতে তুমি তোমার বসা থেকে উঠার পূর্বেই তা স্পষ্টভাবে জানতে পারবে। তারপর আমীর মু'আবিয়া (রা) তার ঐ পত্নীর ছেলে আবদুল্লাহকে ডাকলেন এবং তাকে বললেন, "আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, এ বৈঠকে তুমি আমার কাছে যাই চাইবে তাই আমি তোমাকে দান করব।" আবদুল্লাহ বলল, "আমার প্রয়োজন হল যে, তুমি আমাকে একটি সুন্দর কুকুর কিনে দিবে। আর একটি মোটা তাজা গাধা কিনে দিবে।' আমীর মু'আবিয়া (রা) বললেন, হে আমার সন্তান ! তুমি একটি গাধা, তাই তুমি তোমার জন্য একটি গাধা কিনতে চাচ্ছ। উঠ, এখান থেকে বের হয়ে যাও। তারপর তার মাকে বললেন, কেমন দেখলে ?

এরপর ইয়াযীদকে ডাকলেন, এবং বললেন, "আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, এ বৈঠকে তুমি যা চাইবে আমি তার সবটুকু তোমাকে প্রদান করব। সুতরাং তোমার যা খুশী আমার কাছে চাও।" ইয়াযীদ সিজদায় লুটিয়ে পড়ল এবং যখন মাথা উঠাল তখন বলল, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আমীরুল মু'মিনীনকে এতদিন পর্যন্ত হায়াত দিয়েছেন এবং আমার সম্বন্ধে এ অভিমত পেশ করার সুযোগ দিয়েছেন। আমার প্রয়োজন হল যে, আপনার পরে আপনি আমাকে যুবরাজ করে যাবেন এবং সকল মুসলমানদের খোঁজখবর নেবার দায়িত্ব প্রদান করবেন। আর আপনি যখন মক্কা থেকে ফিরে আসবেন তারপর থেকে আমাকে হজ্জ পালনের অনুমতি দিবেন এবং সকলের হজ্জ করানোর দায়িত্ব দিবেন। সিরিয়াবাসীর প্রত্যেককে আপনি যে দান করেন তাতে দশ দীনার বৃদ্ধি করে দিবেন। আর এটা আমার সুপারিশ বলে গণ্য করবেন। বনূ জুমাহ, বনূ সাহাম ও বনূ আদীর ইয়াতীমদের প্রতি আপনি লক্ষ্য রাখবেন।

আমীর মু'আবিয়া (রা) বললেন, বনূ আসীর ইয়াতীমদের সাথে তোমার কী সম্পর্ক ? ইয়াযীদ বলল, আমাকে সাহায্য করেছে এবং আমার ঘরের কাছে তারা স্থানান্তরিত হয়েছে। আমীর মু'আবিয়া (রা) বললেন, আমি এসবগুলোই করে দিব। এ বলে তার চেহারায় চুমু খেলেন। তারপর তিনি ফাখতা বিনত কারজাহকে বললেন, কেমন দেখলে ? সে বলল, "হে আমীরুল মু'মিনীন ! আমার সম্বন্ধে তাকে আপনি ওসীয়ত করুন। আপনি তার সম্বন্ধে আমার চাইতে বেশী অবগত আছেন। তিনি তখন তা করলেন।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, ইয়াযীদকে যখন তাঁর পিতা বললেন, আমার কাছে তোমার প্রয়োজনের কথা বল। ইয়াযীদ তখন বলেছিল, "আপনি আমাকে আগুন হতে রক্ষা করবেন।" "তিনি বললেন, কেমন করে ? ইয়াযীদ বলল, আমি হাদীসের কিতাবে পেয়েছি, "যে ব্যক্তি এ উম্মতের কাজ তিন দিনের জন্য পরিচালনা করবে তার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নাম হারাম করে দিবেন। কাজেই আপনি আপনার পরে আমাকে প্রশাসনিক ব্যাপারে নিয়োগ প্রদান করুন। তখন তিনি তাকে রাষ্ট্রের দায়িত্বভার প্রদান করলেন।

আল আতাবী বলেন, একদিন মু'আবিয়া (রা) তার ছেলে ইয়াযীদকে দেখলেন, একটি গোলামকে প্রহার করছে তখন তিনি তাকে বললেন, তুমি জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে তার উপর শক্তি দান করেছেন, সে কি তোমার সমতুল্য ? তুমি কি এমন ব্যক্তিকে প্রহার করছ না, যে তোমার প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রাখে না ? আল্লাহ্‌র শপথ ! হিংসাকারীরা প্রতিশোধ নেয়ার শক্তি আমাকে প্রতিশোধ থেকে বিরত রেখেছে। শক্তি থাকা সত্ত্বেও মাফ করে দেয়াই উত্তম।

আমি বলি, বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, রাসূল (সা) একদিন আবূ মাসউদ (রা)-কে দেখলেন। তিনি তাঁর এক গোলামকে প্রহার করছেন, তখন তিনি বললেন, জেনে রেখো, হে আবূ মাসউদ ! আল্লাহ্ তোমাকে তার উপর যে শক্তি দান করেছেন তার চাইতে তিনি তোমার উপর অধিক শক্তিশালী।" আতাবী বলেন, একদিন যিয়াদ বহু অর্থ-সম্পদ ও মণিমুক্তায় পরিপূর্ণ একটি ঝুড়ি নিয়ে আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর কাছে আগমন করে। আমীর মু'আবিয়া (রা) খুব খুশী হন। যিয়াদ উঠে দাঁড়ায় এবং মিম্বরে আরোহণ করে। এরপর গর্বসহকারে বর্ণনা করতে লাগল, আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর রাজত্ব ঠিক রাখার জন্য সে ইরাক ভূখণ্ডে কি কি করেছে। ইয়াযীদ তখন উঠে দাঁড়ায় এবং বলে, হে যিয়াদ ! তুমি যদি এরূপ করে থাক তাহলে জেনে রেখ আমরা তোমাকে সাখীফের নেতৃত্ব থেকে কুরায়শের নেতৃত্বের কাগজ-কলম থেকে মিম্বর পর্যন্ত এবং যিয়াদ ইব্ন উবাইদ হতে বনূ উমাইয়া ইব্ন হারবে স্থানান্তরিত করেছি। আমীর মু'আবিয়া ! (রা) বললেন, হে ইয়াযীদ ! তুমি বসে পড়, তোমার মাতাপিতা কুরবান হোক !

আাতা ইব্ন সায়িব (রা) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, "একদিন আমীর মু'আবিয়া (রা) তার ছেলে ইয়াযীদের প্রতি রাগ করেন এবং তার সঙ্গ ত্যাগ করেন। তখন আহনাফ ইব্ন কাইস তাকে বললেন,হে আমীরুল মু'মিনীন ! এরা আমাদের সন্তান, এরা আমাদের হৃদয়ের ফল, এরা আমাদের মান-মর্যাদার স্তম্ভ, আমরা তাদের জন্য ছায়াবান ছাদ, তাদের জন্য সমতল ভূমি। যদি তারা রাগ করে তাহলে তাদেরকে খুশী করুন, যদি তারা কিছু চায় তাদেরকে তা দান করুন তাদের পক্ষে কোন বিব্রতকর অবস্থা সৃষ্টি করবেন না। যদি করেন তাহলে আপনার বেঁচে থাকাটা তাদের কাছে ক্লান্তিকর মনে হবে এবং তারা আপনার মৃত্যু কামনা করবে। আমীর মু'আবিয়া (রা) বললেন, হে আবূ বাহার ! আল্লাহ্ তোমার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করুন। আমীর মু'আবিয়া (রা) আরো বললেন, হে আমার গোলাম ! তুমি ইয়াযীদকে নিয়ে এসো এবং তাকে আমার সালাম দাও, আর তাকে বল, আমীরুল মু'মিনীন তোমাকে এক লক্ষ দিরহাম ও এক শতটি মূল্যবান পোশাক দান করেছেন। ইয়াযীদ বলল, আমীরুল মু'মিনীনের কাছে কে উপস্থিত ছিলেন ? গোলাম বলল, আহনাফ। ইয়াযীদ বলল, অবশ্যই এগুলো আমি তার সাথে ভাগাভাগি করে নেব। তারপর সে আহনাফের কাছে ৫০ হাজার দিরহাম ও ৫০টি পোশাক প্রেরণ করল।

তাবারানী মুহাম্মদ ইব্‌ন আয়েশার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ইয়াযীদ তার যৌবনের প্রারম্ভে শরাবখোর ছিল। সে আসর জমাত। আমীর মু'আবিয়া (রা) এ ব্যাপারে অবগত হওয়ার পর তাকে নম্রভাবে নসীহত করাটা পছন্দ করেন। তিনি বলেন, হে আমার পুত্র ! আমি তোমাকে চাই না যে, তুমি তোমার প্রয়োজন মেটাবে কোন অনৈতিকতার আশ্রয় নিয়ে, যার দরুন তোমার ইজ্জত সম্মান বিনষ্ট হবে এবং তোমার শত্রু খুশী হবে। আর তোমার বন্ধু এতে অসন্তুষ্ট হবে। তারপর তিনি বলেন, হে আমার পুত্র ! আমি তোমার জন্য কিছু কবিতা আবৃত্তি করছি, এগুলোর মাধ্যমে তুমি উপদেশ গ্রহণ কর এবং এগুলো সংরক্ষণ কর। তারপর তিনি তার উদ্দেশ্যে নিম্নে বর্ণিত কবিতাগুলো আবৃত্তি করলেন ঃ

انصب نهارا في طلاب العلا ـ واصبر على هجر الحبيب القريب ...... الخ ـ

"সম্মান অর্জনের খোঁজে দিনকে লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত কর, নিকটতম বন্ধুর বিচ্ছেদ সহ্য কর। যখন রাতের অন্ধকার নেমে আসে পাহারাদারের চোখ ঘুমে ঢুলুঢুলু করে, রাতে যা মনে চায় তা ভোগ কর। কেননা, বুদ্ধিমানের কাছে রাতই দিন হিসাবে গণ্য। কত ফাসিককেই না তুমি ইবাদতগুযার মনে করবে,অথচ রাতে বিস্ময়কর কাজে লিপ্ত থাকে। রাত তার পর্দাসমূহ দিয়ে তাকে ঢেকে রাখে। তখন সে নিরাপদে ও অত্যন্ত তৃপ্তি সহকারে রাতযাপন করে। নির্বোধের আনন্দ স্ফূর্তি খোলামেলা, প্রতিটি বিদ্বেষী শত্রু তা নিয়ে সমালোচনা করে।

আমি বলি, "উপরোক্ত বিষয়টির মর্ম কথা হাদীসে প্রতিফলিত হয়েছে যাতে বলা হয়েছে, "যাকে এসব অপছন্দনীয় বস্তু সামগ্রী দ্বারা পরীক্ষা করা হয় সে যেন আল্লাহ্ প্রদত্ত পর্দায় নিজেকে গোপন করে রাখে।"

আল- মাদায়িনী বর্ণনা করেন, একদিন হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর কাছে একটি প্রতিনিধি দলের প্রধান হিসেবে আগমন করেন, সে যেন হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর কাছে আসে এবং হযরত হাসান ইব্‌ন আলী (রা) সম্পর্কে সান্ত্বনা বাণী পৌঁছায়। ইয়াযীদ যখন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর কাছে প্রবেশ করে তখন ইব্‌ন আব্বাস (রা) তাকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং তাকে সম্মান দেখালেন, আর তাকে সামনে বসালেন। তারপর ইব্‌ন আব্বাস (রা) তার এ মজলিস সমাপ্ত করার ইচ্ছে পোষণ করেন কিন্তু ইয়াযীদ তাতে আপত্তি করে এবং বলে যে, এটা শোকের মজলিস, এটা আনন্দের মজলিস নয়। এরপর হযরত হাসান (রা)-এর কথা উল্লেখ করতে গিয়ে সে বলে, আবূ মুহাম্মাদের প্রতি আল্লাহ্ অশেষ ও অফুরন্ত রহমত বর্ষণ করুন, আল্লাহ্ আপনাকে মহান পুরস্কারে ভূষিত করুন। আল্লাহ্ আপনার মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করুন, আল্লাহ্ আপনার উপর পতিত মুসিবতের উত্তম ও কল্যাণকর প্রতিদান প্রদান করুন এবং অতি উত্তম সওয়াব ও পরিণাম আপনাকে দান করুন। ইয়াযীদ যখন তার কাছ থেকে উঠে দাঁড়াল তখন ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, যখন বনূ হারাবের লোকেরা দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে চলে যাবে তখন জনগণের শিক্ষিত সমাজও চলে যাবে। তারপর তিনি একটি কবিতা আবৃত্তি করেন।

معاض عن العوراء لاينطقوا بها واصل وراثات الحرام الاوائل ـ

"তারা অন্ধদের থেকে বিরত থাকেন, তাদের সাথে কথা বলেন না, তারা ধৈর্যশীল, অগ্রগামীদের উত্তরণের মূল উৎস হিসাবে পরিগণিত।"

ইয়াযীদ ছিল প্রথম ব্যক্তি যে ইয়াকূব ইব্ন সুফিয়ানের অভিমতে ৪৯ হিজরীতে কনস্টানটিনোপল শহরে যুদ্ধ করে। আর খলীফা ইব্ন খাইয়াত বলেন, ৫০ হিজরীতে উক্ত যুদ্ধ হয়। রোম সাম্রাজ্যের এ শহরটির যুদ্ধ থেকে ফেরত আসার পর এ বছরেই ইয়াযীদ জনগণকে নিয়ে হজ্জ আদায় করে।

হাদীসে প্রমাণ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, রোম সাম্রাজ্যে প্রথম যে সৈন্যদলটি যুদ্ধ করবে তাদের জন্য আল্লাহ্‌র তরফ থেকে ক্ষমা রয়েছে। আর এ সৈন্য দলটিকে রাসূল (সা) উম্মে হারাম (রা)-এর ঘরে স্বপ্নে দেখেছিলেন। উম্মে হারাম (রা) বলেছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আপনি আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকে তাদের দলভুক্ত করেন। রাসূল (সা) বললেন, তুমি হবে প্রথম দলের যোদ্ধাদের অন্তর্ভুক্ত। উসমান ইব্ন আফ্‌ফান (রা)-এর আমলে ২৭ হিজরীতে সাইপ্রাস বিজয় হয়। আমীর মু'আবিয়া (রা) পরিচালিত সৈন্যদল যখন সাইপ্রাস যুদ্ধে রত ছিল তখন তাদের সাথে উম্মে হারাম (রা) যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। তারপর তিনি সাইপ্রাসে ইনতিকাল করেন। এরপর দ্বিতীয় সেনাবাহিনীর আমীর ছিলেন তার পুত্র ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়া উম্মে হারাম (রা) ইয়াযীদের সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে পারেন নি। এটা ছিল নবুওয়াতের অন্যতম প্রধান দলীল।

হাফিজ ইব্ন আসাকির মুহাসিব.....আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, আমার যুগের ব্যক্তিবর্গ উত্তম। তারপর যারা এর পরের যুগের, তারপর যারা এর পরের যুগের।" আবদুল্লাহ ইব্ন সাফীক হযরত আবূ হুরাইরা (রা)-এর বরাতে রাসূল (সা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। যুরারাহ ইব্ন আউফা বলেন, হাদীসে উল্লেখিত 'করন' (قرن) নবুওয়াত প্রাপ্ত হয়েছেন তার সমাপ্তি ছিল ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়ার মৃত্যু। আবূ বকর ইব্ন আইয়াশ বলেন, ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়া ৫১,৫২ ও ৫৩ হিজরীতে লোকজনকে নিয়ে হজ্জ আদায় করে। ইব্ন আবূদ দুনিয়া আবূ বুকায়র ইব্ন আল আশজা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, একদিন আমীর মু'আবিয়া (রা) ইয়াযীদকে বললেন, তোমাকে যখন খলীফা মনোনীত করা হবে তখন তুমি কী করবে ? ইয়াযীদ বলল, 'হে আমীরুল মু'মিনীন ! আল্লাহ্ তা'আলা আপনার মঙ্গল করুন।' আমীর মু'আবিয়া (রা) বললেন, তুমি এ ব্যাপারে আমাকে কিছু সংবাদ পরিবেশন কর। উত্তরে ইয়াযীদ বলল, " হে আমার আব্বা ! আল্লাহ্‌র শপথ ! আমি প্রজাদের ব্যাপারে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর ন্যায় আচরণ করে যাব।

মু'আবিয়া (রা) বললেন, সুবহানাল্লাহ হে আমার পুত্র ! আমি হযরত উসমান ইব্ন আফ্‌ফান (রা)-এর ন্যায় আচরণ করতে চেষ্টা করেছি কিন্তু তা আমি পারিনি। আর তুমি কেমন করে হযরত উমর (রা)-এর ন্যায় আচরণ করতে পারবে? ওয়াকিদী (র) আবূ বকর মারওয়ান ইব্ন আবূ সাঈদ ইব্ন আল মুয়াল্লা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমীর মু'আবিয়া (রা) মৃত্যুর সময় ইয়াযীদকে ওসীয়ত করার উদ্দেশ্যে বলেন, 'হে ইয়াযীদ ! তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় কর, খিলাফতের ব্যাপারটি আমি ইতিমধ্যেই সমাধা করে দিয়েছি। আর যা মনোনীত করার তা মনোনীত করেছি। যদি এটা ভাল হয় তাহলে এটার দ্বারা আমি সৌভাগ্যবান হব, আর যদি অন্যকিছু হয়, তাহলে এটা হবে আমার দুর্ভাগ্য। জনগণের সাথে তুমি নরম ব্যবহার করবে। যে কথা তোমাকে কষ্ট দেয় কিংবা তোমার মান-মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে তা শোনার পর উপেক্ষা করবে। এমন কাজ করবে যা তোমার জিন্দেগীকে সুখময় করবে এবং তোমার

প্রজাবর্গকে তোমার জন্য বাধ্য করবে। তুমি তোমার নিজেকে বাক-বিতণ্ডা ও ক্রোধাচরণ হতে রক্ষা করবে অন্যথায় তুমি তোমাকে এবং তোমার প্রজাবর্গকে ধ্বংস করবে। মর্যাদাবান ব্যক্তিবর্গের পছন্দে হস্তক্ষেপ, তাদেরকে অবমাননা করা এবং তাদের বিরুদ্ধে গর্ব করা ইত্যাদি হতে নিজেকে রক্ষা করবে। তাদের সাথে অত্যন্ত নরম ব্যবহার করবে যেন তারা তোমাকে দুর্বল মনে না করে এবং অভদ্র মনে না করে। তাদের জন্য তুমি চাদর বিছিয়ে দেবে। তাদেরকে তোমার নিকটবর্তী করবে, তাদেরকে তোমার নিকট থাকতে দেবে।

কেননা তারা তোমার সম্বন্ধে অবগত, তাদেরকে অবমাননা করবে না। তাদের অধিকারকে তুচ্ছ মনে করবে না তাহলে তারাও তোমার অবমাননা করবে এবং তোমার অধিকারকে তুচ্ছ মনে করবে ও তারা তোমার বদনাম করবে। যখন তুমি কোন কাজ করতে ইচ্ছে পোষণ করবে তখন পরহেযগার এবং মুরব্বী শ্রেণীর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ও বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিবর্গকে ডেকে একত্রিত করবে এবং তাদের পরামর্শ গ্রহণ করবে, তাদের বিরোধিতা করবে না। সিদ্ধান্ত ও অভিমত গ্রহণে তুমি তোমাকে স্বেচ্ছাচারিতা থেকে বিরত রাখবে। কেননা, একজনের অভিমত কোন অভিমতই নয়।

তুমি যা জান এবং বুঝার প্রতি যদি কেউ তোমাকে ইঙ্গিত করে তাহলে বুঝবে সে সত্য বলছে আর এগুলো অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় কার্যবিধিসমূহ তোমার স্ত্রী ও খাদিমদের থেকে গোপন রাখবে। নিজেকে পরিশুদ্ধ রাখবে তাহলে জনগণও তোমার জন্য পরিশুদ্ধ থাকবে। জনগণের কোনরূপ ক্ষতিসাধন করবে না তাহলে জনগণও তোমার ক্ষতিসাধন করতে তৎপর হবে না। রীতিমত সালাত আদায় করবে। আমি তোমাকে যা ওসীয়ত করলাম যদি তুমি এগুলো যথাযথ পালন কর তাহলে জনগণ তোমার অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হবে এবং তোমার রাজত্বের পরিধি দিন দিন বেড়ে যাবে। আর জনগণের চোখে তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। মক্কা ও মদীনাবাসীদের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন থাকবে।

কেননা, তারাই তোমার মূল ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। সিরিয়াবাসীদের মানমর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখবে। কেননা, তারা তোমার অত্যন্ত অনুগত। বিভিন্ন শহরে পত্র লিখবে, এ পত্রের মাধ্যমে তোমার সদিচ্ছা সম্বন্ধে তাদেরকে অবগত করবে। তাতে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রশস্ত হবে। দেশের কোন প্রত্যন্ত এলাকা থেকেও যদি কোন প্রতিনিধিদল তোমার কাছে আসে তাহলে তাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করবে এবং তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে। কেননা, তারা তাদের নিজেদের ছাড়া অন্যদেরও মুখপাত্র। কোন গীবতকারী ও নিন্দুকের কথা শুনবে না। কেননা, তাদেরকে আমি দেখেছি যে, তারা খারাপ উপদেষ্টা।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, আমীর মু'আবিয়া (রা) ইয়াযীদকে বলেন, "মদীনায় আমার একজন বন্ধু আছে তাকে তুমি সম্মান করবে।" ইয়াযীদ বলল, "তিনি কে ?" আমীর মু'আবিয়া (রা) বললেন, "তার নাম আবদুল্লাহ ইব্‌ন জা'ফর।" আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর মৃত্যুর পর যখন আবদুল্লাহ ইব্‌ন জা'ফর একটি প্রতিনিধিদলের প্রধান হিসেবে ইয়াযীদের কাছে আগমন করেন তখন আমীর মু'আবিয়া (রা) তাকে যে পরিমাণ উপঢৌকন দিতেন ইয়াযীদ তাকে তার থেকে বেশী পরিমাণ উপঢৌকন প্রদান করে। আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর প্রদত্ত উপঢৌকনের পরিমাণ ছিল ছয় লক্ষ দিরহাম আর ইয়াযীদের উপঢৌকনের পরিমাণ ছিল দশ লক্ষ দিরহাম। আবদুল্লাহ ইব্‌ন জা'ফর বললেন, আপনার উপর আমার পিতামাতা কুরবান হোক। একথা শোনার পর ইয়াযীদ আরো দশ লক্ষ দিরহাম তাকে প্রদান করে। আবদুল্লাহ ইব্‌ন জা'ফর

ইয়াযীদকে বললেন, আল্লাহ্র শপথ ! আপনার পরে আমি কারোর জন্য আমার পিতামাতা কুরবান হোক একথা বলব না।

আবদুল্লাহ ইব্ন জা'ফর বিশ লক্ষ দিরহাম উপঢৌকন নিয়ে বের হয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি ইয়াযীদের দরজায় কিছু সংখ্যক উট বোঝাইসহ বসে থাকতে দেখলেন। এগুলো খুরাসান থেকে হাদীয়া বহন করে নিয়ে এসেছিল আবদুল্লাহ ইব্ন জা'ফর ইয়াযীদের কাছে ফিরে গেলেন এবং তার কাছে ঐ উটগুলো থেকে তিনটি উট চাইলেন, যাতে এগুলোতে চড়ে তিনি হজ্জ ও উমরাহ্ করতে পারেন এবং প্রতিনিধি দলের প্রধান হিসেবে পুনরায় সিরিআয় ইয়াযীদের কাছে আসতে পারেন। ইয়াযীদ দারোয়ানকে বলল, দরজার পার্শ্বে উপবিষ্ট উটগুলো কী ? এ ব্যাপারে ইয়াযীদের জানা ছিল না। দারোয়ান বলল, "হে আমীরুল মু'মিনীন ! এখানে চার শত উট আছে এগুলো খুরাসান থেকে বিভিন্ন ধরনের মালপত্র নিয়ে এসেছে। আর এগুলোর উপরে বিভিন্ন ধরনের মালপত্র রয়েছে। ইয়াযীদ বলল, এগুলো আবূ জা'ফরকে মালপত্রসহ দিয়ে দাও। আবদুল্লাহ ইব্ন জা'ফর বলছিলেন 'তোমরা কি ইয়াযীদ সম্বন্ধে আমার উত্তম ধারণা থাকায় আমাকে ভর্ৎসনা করছ ?'

ইয়াযীদের মধ্যে কিছু ভাল গুণও ছিল যথা দানশীলতা, ধৈর্য, বাগ্মীতা, কবিতা রচনা, সাহসিকতা, রাজ্য পরিচালনায় দক্ষতা ও পারদর্শীতা। সে ছিল সুদর্শন এবং মিশুক। তার মধ্যে ছিল প্রচণ্ড ইন্দ্রিয়ানুভূতি। কোন কোন সময় সে সালাত ছেড়ে দিত। অধিকাংশ সময় সালাত ওয়াক্তের পর কাযা আদায় করত।

ইমাম আহমদ (র) আবূ আবদুর রহমান ও ওয়ালীদ ইব্ন কাইস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-কে বলতে শুনেছেন 'আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমার পরে ষাট বছরের মাথায় এ রকম লোক হবে যারা সালাতকে নষ্ট করবে ও ছেড়ে দিবে, ইন্দ্রিয়ানভূতির অনুসরণ করবে তারা অচিরেই কুকর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। তারপর আরো কিছু লোক আবির্ভূত হবে যারা কুরআন তিলাওয়াত করবে কিন্তু এ কুরআন তাদের কণ্ঠ অতিক্রম করবে না। তিন শ্রেণীর লোক কুরআন পাঠ করবে, মু'মিন, মুনাফিক এবং ফাজির বা ফাসিক। ওয়ালীদ ইব্ন কাইসকে জিজ্ঞাসা করা হলো এ তিন শ্রেণীর লোক হবে কারা ? উত্তরে তিনি বললেন, মুনাফিক কুরআনকে অস্বীকারকারী, ফাজির বা ফাসিক কুরআনের উপর নির্ভর করার ভান করে আর মু'মিন কুরআনের প্রতি অগাধ বিশ্বাস রাখে। এটা ইমাম আহমদ (র)-এর একক বর্ণনা।

হাফিজ আবূ ইয়ালা বলেন, আমি আবূ সালিহকে বলতে শুনেছি, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, "তোমরা আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর ৭০ হিজরী থেকে এবং কিশোরদের রাজত্ব থেকে।" যুবাইর ইব্ন বাক্কার আবদুর রহমান ইব্ন সাঈদ ইব্ন যায়দ ইব্ন আমর ইব্ন নুফাইল হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়া সম্পর্কে বলেন,

لست منا وليس خالك منا ــ يا مضيع الصلوات للشهوات ــ

"হে ইন্দ্রিয়পরায়ণতার জন্য সালাতকে ধ্বংসকারী ! (হে ইয়াযীদ) তুমি আমাদের অন্তর্ভুক্ত নও এবং তোমার মামাও আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।" বর্ণনাকারী বলেন, কেউ কেউ মনে করেন, এ কবিতাটি মূসা ইয়াসারের রচিত। আয-যুবাইর (রা) হতে বর্ণিত যে, তিনি একদিন তাঁর এক দাসীকে এ কবিতা দিয়ে গান গাইতে শুনলেন। তাই তিনি তাঁকে প্রহার করলেন এবং

বললেন, "তুমি যেরূপ বলছ সেরূপ বলবে না বরং এরূপ বলবে, "হে ইন্দ্রিয়পরায়ণতার জন্য সালাতকে বিনষ্টকারী ! তুমি আমাদের অন্তর্ভুক্ত। তবে তোমার মামা আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।"

হাফিজ আবূ ইয়ালা বলেন, আবূ উবাইদা (রা) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি বলেছেন, রাসূল (সা) ইরশাদ করেন যে, আমার উম্মতগণ ন্যায় বিচারের উপর দৃঢ় থাকবে, যতক্ষণ না বনূ উমাইয়ার একটি লোক তাদেরকে আঘাত করবে, সে ইয়াযীদ নামে পরিচিত হবে। এ হাদীসটি মাকহুল ও আবূ উবাইদা-এর মাঝে মুনকাতি', অর্থাৎ তাদের দু'জনের মাঝে একজন বর্ণনাকারী অনুপস্থিত। কেউ কেউ বলেন, এ হাদীসটি মুদাল অর্থাৎ সেখানে দু'বর্ণনাকারী অনুপস্থিত।

ইবন আসাকির অন্য এক সনদে আবূ উবাইদা (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূল (সা) হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সা) বলেন, "আমার এ উম্মত ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যতক্ষণ না বনূ উমাইয়া হতে ইয়াযীদ নামে একটি লোক তাদের প্রতি সর্বপ্রথম আঘাত হানবে।' ইব্‌ন আসাকির বলেন, এ হাদীসটিও মুনকাতা এবং মাকহুল ও আবূ সালাবা এর মাঝে একজন বর্ণনাকারী অনুপস্থিত।

আবূ ইয়ালা বলেন, আবুল আলীয়া হতে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি বলেন, আমরা আবূ যর (রা)-এর সাথে সিরিয়ায় অবস্থান করছিলাম তখন আবূ যর (রা) বললেন, "আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, "সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে পরিবর্তন করবে, সে হবে বনূ উমাইয়ার একজন।" ইব্‌ন খুযাইমাও এ হাদীসটি আবূ যর (রা) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনাও উল্লেখ করেন। তা হল ঃ আবূ যর (রা) একযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সে যুদ্ধের সেনাপতি ছিলেন ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা)। তখন ইয়াযীদ এক ব্যক্তির একটি দাসী জোরপূর্বক নিয়ে আসে। লোকটি আবূ যর (রা)-এর কাছে এসে ইয়াযীদের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করে, যাতে ইয়াযীদ তার দাসী ফেরত দেয়। তারপর আবূ যর (রা) দাসীটি ফেরত দেয়ার জন্য ইয়াযীদকে অনুরোধ করেন। দু'জনের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয়। আবূ যর (রা) তখন তাকে এ হাদীসটি শুনালেন। তখন তিনি বাঁদীটিকে ফেরত দিলেন এবং আবূ যর (রা)-কে বললেন, আপনার প্রতি আল্লাহ্‌র শপথ ! ঐ ব্যক্তিটি কি আমি ? আবূ যর (রা) বললেন, "না"।

অনুরূপভাবে ইমাম বুখারী (রা)-ও তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করেন। তারপর ইমাম বুখারী (র) বলেন, এ হাদীসটির সনদ ত্রুটিযুক্ত (মা'লূল)। কেননা, জানা নেই যে, আবূ যর (রা) উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর যুগে সিরিয়া আগমন করেছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, 'ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা) হযরত উমর (রা)-এর আমলে ইনতিকাল করেন। তারপর তার ভাই আমীরে মু'আবিয়া (রা) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। আব্বাস আদ দৌরী বলেন, আমি ইব্‌ন মাঈনকে জিজ্ঞেস করলাম. আবুল আলীয়া কি আবূ যর (রা) থেকে শুনেছেন ? তিনি বললেন, না বরং আবুল আলীয়া, আবূ সুফিয়ান থেকে বর্ণনা করেছেন। তখন আমি বললাম, এ আবূ মুসলিম কে ? তিনি বললেন, আমার জানা নেই।

ইব্‌ন আসাকির, ইয়াযীদ ইব্‌ন মু'আবিয়া-এর দোষ ত্রুটি বর্ণনা করে বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন কিন্তু এগুলো সব মিথ্যা। কোন একটি বর্ণনাও শুদ্ধ বলে পরিলক্ষিত হয় না। আমি বলি, "আমি ইতিপূর্বে এগুলোর মধ্যকার সব চাইতে উত্তম কয়েকটি মুনকাতি' সনদে বর্ণনা করেছি।

আল হারিছ ইব্ন মিসকীন ও সুফিয়ান আরকাদা ইব্ন আল মুসতাযিল হতে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি বলেছেন, "আমি উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে বলতে শুনেছি, 'কা'বা শরীফের রবের শপথ ! আমি জেনে নিয়েছি কখন আরবরা ধ্বংস হয়ে যাবে। যখন তাদের সর্দার হবে এমন এক ব্যক্তি যে জাহিলিয়াতের কিছু জানে না এবং ইসলামেও তার কোন ব্যুৎপত্তি নেই। আমি বলি, আমার মতে ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়াকে সব চাইতে বেশী দোষী করা যায় তার শরাব পানের জন্য এবং আরো কিছু অবৈধ কাজের জন্য। আর হুসাইন (রা)-এর শাহাদাত সম্বন্ধে তার বক্তব্য ছিল যে, "সে এটার হুকুম দেয়নি এবং এটাকে খারাপও মনে করেনি।" এর পূর্বেও আমি উল্লেখ করেছি যে, ইয়াযীদ বলেছিল, "যদি আমি সেখানে থাকতাম তাহলে মারজানার পুত্র অর্থাৎ উবাইদুল্লাহ ইব্ন যিয়াদ যা করেছে আমি তার সাথে তা করতাম না।" যারা হযরত ইমাম হুসাইন (রা)-এর শির মুবারক নিয়ে দামেশকে পৌঁছেছিল তাদেরকে ইয়াযীদ বলেছিল, "তার থেকে আনুগত্য আদায় করাই ছিল তোমাদের জন্য যথেষ্ট এটা (হত্যা) নয়।" আর তাদেরকে ইয়াযীদ কোন প্রকার পুরস্কারই দেয়নি। হুসাইন (রা)-এর পরিবারের সদস্যদের প্রতি ইয়াযীদ সম্মান প্রদর্শন করে এবং তাদের যা কিছু সম্পদ হারিয়ে গিয়েছিল তার থেকে কয়েকগুণ বেশী সম্পদ তাদেরকে প্রদান করে। আর তাদেরকে বিরাট আয়োজন করে মদীনায় পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। তার ঘরে হুসাইন (রা)-এর পরিবারবর্গ তিনদিন থাকাকালে হুসাইন (রা)-এর জন্য ইয়াযীদের পরিবারবর্গ মাতম করেছিল। কথিত আছে যে, হুসাইন (রা)-এর শাহাদতের সংবাদ ইয়াযীদের কাছে পৌঁছার পর প্রথমে সে খুব খুশী হয়েছিল। তারপর সে এটার জন্য লজ্জিত হয়।

আবূ উবাইদা মা'মার ইবনুল মুসান্না বলেন, ইউনুস ইব্ন হাবীব আল জারমী তার কাছে বর্ণনা করেছেন, "ইব্ন যিয়াদ যখন হুসাইন (রা) এবং তার সাথীদেরকে হত্যা করে ও তাদের মাথাগুলো ইয়াযীদের কাছে প্রেরণ করে, ইয়াযীদ হুসাইন (রা) শাহাদাত বরণ করায় প্রথমত খুশী হয়েছিল এবং ইব্ন যিয়াদের মর্যাদা তার কাছে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিন্তু কিছুক্ষণ পরই ইয়াযীদ লজ্জিত হয়ে পড়ল এবং বলতে লাগল, আমার কোন ক্ষতি হত না যদি তুমি কষ্ট করে ও তাঁকে কষ্ট দিয়ে আমার কাছে তাঁকে নিয়ে আসতে এবং তিনি যা চান তা প্রদানের আদেশ দিতে, যদিও এটা ছিল আমার প্রতিপত্তি প্রদর্শনের ক্ষেত্র কিছুটা দুর্বলতার লক্ষণ কিন্তু এটা ছিল রাসূল (সা)-এর মান-মর্যাদা অধিকার এবং আত্মীয়তার হিফাজত ও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের নামান্তর।

তারপর সে বলে, "ইবন মারজানার (উবাইদুল্লাহ ইব্ন যিয়াদ) উপর আল্লাহ্‌র লা'নত বর্ষিত হোক, সে ইমাম হুসাইন (রা)-কে কষ্ট দিয়েছে এবং যুদ্ধ করতে বাধ্য করেছে অথচ তিনি তার কাছে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যেন তাকে যেখানে ইচ্ছা যেতে অনুমতি দেয়া হয় কিংবা আমার কাছে তাকে নিয়ে আসা হয় অথবা মুসলিম রাষ্ট্রের কোন একটি সীমান্তে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়, যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'আলা তার মৃত্যু দান করেন। কিন্তু ইব্ন যিয়াদ তা করেনি বরং সে তাঁর কথা মান্য করেনি এবং সে তাঁকে হত্যা করে। আর এ হত্যার জন্য সারা বিশ্বের মুসলমানদের শত্রু হিসেবে আমাকে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তাদের অন্তরে শত্রুতার বীজ বপণ করা হয়েছে। আমার দ্বারা ইমাম হুসাইন (রা)-এর নিহত হবার ব্যাপারটিকে জনগণ জঘন্যতম অপরাধ বলে মনে করে। অথচ আমার সাথে ইব্ন মারজানার (তার উপর আল্লাহ্‌র গজব অবতীর্ণ হোক, আল্লাহ্ তার অমঙ্গল করুন) এ ব্যাপারে কোন সম্পর্ক ছিল না।"

মদীনাবাসীরা যখন ইয়াযীদের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে আসল এবং তার বায়আত প্রত্যাহার করল, তারা ইব্‌ন মু'তী ও ইব্‌ন হানযালাকে নিজেদের আমীর নিয়োজিত করল, তারা তার জঘন্যতম শত্রু হওয়া সত্ত্বেও তার সম্বন্ধে তারা শুধু মদ পান করার এবং অন্য কয়েকটি অবৈধ কাজ করার অভিযোগ আনয়ন করে। তারা তাকে কাফির হওয়ার অপবাদ দেয়নি যেমন কিছু সংখ্যক রাফিযীরা তাকে অপবাদ দিয়ে থাকে। বরং তাদের কাছে সে ছিল ফাসিক। আর ফাসিকের বায়'আত প্রত্যাহার করা বৈধ নয়। কেননা, এতে ফিৎনা ফাসাদ বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা ইত্যাদি দেশে দেখা দেয়। যেমন হয়েছিল হাররার ঘটনায়। কেননা, ইয়াযীদ মদীনাবাসীদের কাছে এমন লোককে প্রেরণ করেছিল যে তাদেরকে আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে আনবে এবং যে তাদেরকে তিন দিনের সময় দিয়েছিল। যখন তারা অস্বীকার করে তখন তাদেরকে সে হত্যা, লুণ্ঠন ইত্যাদি করে। আর হাররাবাসীদেরকে হত্যা করাই ছিল যথেষ্ট। কিন্তু ইব্‌ন যিয়াদ মদীনায় তিন দিন যথেচ্ছ অত্যাচার, লুণ্ঠন, হত্যা ইত্যাদির অনুমতি দেয়ায় সীমালঙ্ঘন হয়ে যায়। আর এর দরুন জঘন্যতম অন্যায় সংঘটিত হয়, যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) এবং রাসূল (সা)-এর আহলে বাইতের বেশ কয়েকজন সদস্য বায়আত প্রত্যাহার করেন নি এবং ইয়াযীদের হাতে বায়আত করার পর অন্য কারো কাছে বায়আত করেন নি। ইমাম আহমদ (রা) ইসমাঈল নাফি' (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, জনগণ যখন ইয়াযীদ ইব্‌ন মু'আবিয়ার বায়আত প্রত্যাহার করেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) তাঁর পরিবার-পরিজনকে একত্রিত করেন এবং তাশাহুদ পাঠ করেন। তারপর বলেন, আল্লাহ্‌র হামদ ও রাসূল (রা)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণের পর বলছি যে, আমরা এ লোকটির প্রতি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা)-কে সাক্ষী রেখে বায়আত করেছি। আমি রাসূল (সা) হতে শুনেছি। তিনি বলেন, "কিয়ামতের দিন বিশ্বাসঘাতকের জন্য একটি ঝাণ্ডা উত্তোলন করা হবে আর বলা হবে এটা অমুকের বিশ্বসঘাতকতার আলামত। বড় বিশ্বাসঘাতকতার অন্তর্ভুক্ত হল আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে অংশীদার করা। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা)-কে সাক্ষী রেখে কারো প্রতি বায়'আত করা, তারপর তা ভঙ্গ করা, সুতরাং তোমাদের কেউ যেন ইয়াযীদ থেকে বায়আত প্রত্যাহার না করে এবং খিলাফতের ব্যাপারে তোমাদের কেউ যেন বাড়াবাড়ি না করে। অন্যথায় আমার মধ্যে ও তার মধ্যে ফয়সালা করতে হবে। মুসলিম ও তিরমিযী এ হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি অত্যন্ত বিশুদ্ধ। আবুল হাসান আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ সাঈফ আল মাদায়িনী আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) হতে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

যখন মদীনাবাসীরা ইয়াযীদের কাছ থেকে ফেরত আসেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুতী' এবং তার সাথীগণ, মুহাম্মদ ইবনুল হানাফীয়ার কাছে গমন করেন এবং ইয়াযীদের বায়আত প্রত্যাহার করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করে। তিনি তাঁদের অনুরোধ রক্ষা করতে অস্বীকার করেন। তখন আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুতী' বলেন, ইয়াযীদ মদ পান করে, সালাত আদায় করে না এবং আল্লাহ্‌র কিতাবের হুকুম লঙ্ঘন করে। মুহাম্মদ ইবনুল হানাফীয়্যা তাদেরকে বলেন, তোমরা যেগুলো সম্বন্ধে বলছ এগুলো করতে আমি কোন দিনও দেখিনি। ইতিমধ্যে আমি তার কাছে উপস্থিত ছিলাম এবং কিছুক্ষণ তার সাথে অবস্থান করেছিলাম, তাকে আমি রীতিমত সালাত আদায় করতে দেখেছি। কল্যাণ সাধনের এবং সুন্নাতকে আঁকড়িয়ে ধরার উদ্দেশ্যে

ফিকাহ্ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে দেখেছি। তাঁরা বললেন, এটাতো আপনার সৌজন্যে তার ছিল অভিনয় মাত্র। তিনি তখন বললেন, এমন কি জিনিস আছে যার জন্য সে আমাকে ভয় করেছে অথবা আমার থেকে কিছু আশা করেছে, তাই সে আমার প্রতি অনুনয় ও বিনয় প্রকাশ করেছে ? তোমরা যে বলেছ সে মদ পান করে, সে সম্পর্কে আমি কি খোঁজ-খবর নিয়ে তোমাদেরকে জানাবো ? যদি আমি এ সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়ে তোমাদেরকে অবহিত করি তাহলে দেখা যাবে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ তার একাজে অশীংদার আছ। আর যদি আমি তোমাদেরকে অবহিত করতে না পারি তাহলে যে সম্বন্ধে তোমরা জান না সে সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেয়া তোমাদের জন্য বৈধ হবে না। তারা বলল, যদিও আমরা না দেখে থাকি তবুও এটা আমাদের কাছে সত্য। তখন তিনি তাদেরকে বললেন, কোন সাক্ষ্যদাতাকে আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ বলা পছন্দ করেন না। সূরায়ে যুখরুফ-এর ৪৩ ঃ ৮৬ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ـ

"আল্লাহ্র পরিবর্তে তারা যাদেরকে ডাকে, সুপারিশের ক্ষমতা তাদের নেই। তবে যারা সত্য উপলব্ধি করে এটার সাক্ষ্য দেয় তারা ব্যতীত।"

আমি তোমাদের এসব কোন কাজে নেই। তারা বলল, সম্ভবত আপনি ব্যতীত অন্য কেউ এ ব্যাপারে নেতৃত্ব দিক এটা আপনি অপছন্দ করেন। আমরা আপনাকে আমাদের এ কাজের নেতৃত্ব প্রদান করব। তিনি বললেন, যেটা সম্বন্ধে তোমরা আমাকে বলেছ সে সম্বন্ধে নেতৃত্ব দান করা অথচ কারো অধীনে থেকে যুদ্ধ করা আমি বৈধ মনে করি না। তখন তারা বলল, আপনি তো আপনার পিতার সাথে মিলে যুদ্ধ করেছেন। তিনি বললেন, তাহলে আমার পিতার মত একজনকে নিয়ে এসো এবং তিনি যে বিষয় যুদ্ধে করেছেন সেই রকম বিষয় আমার সামনে উপস্থাপন কর। তারা তখন বলল, আপনার পুত্র আবুল কাসিমকে আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে অনুমতি দিন। তিনি বললেন, যাও আমি তাদেরকে যদি অনুমতি দিতে পারতাম তাহলে আমি নিজেই যুদ্ধ করতে যেতাম। তারা বললেন, তাহলে উঠুন আপনি আমাদের সাথে এমন জায়গায় আসুন যাতে লোকজন যুদ্ধ করতে উৎসাহ পায়।

তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ্ ! আমি কি মানুষকে এমন কাজের হুকুম দিতে পারি, যে কাজ আমি নিজে করি না এবং যে নসীহত আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য, আমি আল্লাহ্র বান্দাদেরকে প্রদান করবো তার প্রতি আমি রাযী থাকব না ? তারা বললেন, "তাহলে তো আমরা আপনাকে অপছন্দ করি।" তিনি বললেন, তাহলে আমি লোকদেরকে আল্লাহ্র প্রতি সাবধানতা অবলম্বন করার জন্য পরামর্শ দেই। আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি নিয়ে মানুষ কখনও সুখ শান্তি লাভ করতে পারে না। তারপর তিনি মক্কায় চলে গেলেন।

আবুল কাসিম আল বাগাবী যায়দ ইব্ন আসলাম তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) তাকে নিয়ে আবদুল্লাহ ইব্ন মুতী'-এর ঘরে প্রবেশ করেন। যখন তিনি প্রবেশ করেন তখন তিনি তাকে বলেন, স্বাগতম হে আবূ আবদুর রহমান। তাঁরা তাঁর জন্য একটি চাদর বিছিয়ে দিলেন। তিনি তখন বললেন, আমি তোমার কাছে এসেছি যাতে আমি তোমাকে একটি হাদীস শোনাতে পারি, যা আমি রাসূল (সা) থেকে শুনেছি। রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন শাসকের আনুগত্য প্রত্যাহার করবে কিয়ামতের দিন পেশ

করার মত তার কোন দলীল থাকবে না। যে ব্যক্তি জামায়াত হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে সে জাহিলিয়াতের যুগের মৃত্যুবরণ করবে। ইমাম মুসলিম অন্য এক সনদে হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। ইসহাক ইব্ন আবদুল্লাহ অন্য এক সনদে এ হাদীসটি বর্ণনা করেন। লাইস (র) অন্য এক সনদে আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-এর হাতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আবূ জা'ফর আল-বাকির (রা) বলেন, আবূ তালিব ও আবদুল মুত্তালিব বংশ হতে কেউ হাররার দিন ইয়াযীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন নি। যখন মুসলিম ইব্ন উকবা মদীনায় আগমন করেন তখন তিনি আবূ জা'ফর আল বাকির (রা)-কে সম্মান করেন, তাঁকে নিজের মজলিসে নিয়ে বসান এবং তাঁকে একটি নিরাপত্তা নামা লিখে দেন।

আল-মাদায়িনী (র) বর্ণনা করেন যে, মুসলিম ইব্ন উকবা রাওহ ইব্ন যাম্বাকে ইয়াযীদের কাছে হাররার সুসংবাদ নিয়ে প্রেরণ করে। যখন সে তাকে যা কিছু ঘটেছে সব কিছু খুলে বলল, তখন ইয়াযীদ বলল, হায় ! আমার সম্প্রদায়ের না জানি কি হয়েছে ! তারপর সে আদ-দাহহাক ইব্ন কাইস আল-ফিহরীকে ডাকল এবং তাকে বলল, মদীনাবাসীদের অবস্থা তুমি কি দেখেছো ? এখন তাদের কি দরকার বলে তুমি মনে করছ ? আদ দাহহাক বললেন, এখন তাদের খাবার ও কিছু উপঢৌকনের দরকার। ইয়াযীদ তখন তাদের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার ও উপঢৌকন প্রেরণের জন্য আদেশ দিল।

উপরোক্ত বর্ণনাটি রাফিযীদের বর্ণনাকে মিথ্যা প্রমাণিত করছে। কেননা, তারা বর্ণনা করেছে যে, ইয়াযীদ মদীনাবাসীদের উপর কৃত অত্যাচার, উৎপীড়ন ও নির্যাতনে খুশী হয়েছিল এবং তারা নিহত হওয়ায় তার অন্তর শান্তি লাভ করেছিল এবং তারা আরো বলেছে যে, ইয়াযীদ মদীনাবাসীদের দুর্দশার কথা শুনে আনন্দিত হয়ে ইব্ন আয যাবআরীর কবিতা পাঠ করেছিল। আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্ন খালক ইব্ন আল মারযবান ইব্ন বিসাম.... আসমাঈ থেকে বর্ণনা করেন যে, হারুনুর রশীদ ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়া-এর নিম্ন বর্ণিত কবিতাগুলো আবৃত্তি করেন ঃ

انها بين عامربن لؤى ـ حين تمنى وبين عبد مناف........ الخ ـ

"অনুসন্ধানকারীর কাছে প্রকাশ পাবে যে, রাসূল (সা)-এর চাচাতো বোন যার বংশধাপ চলে আসছে আমির ইব্ন লুওয়াই ও আবদি মানাফের মাঝ থেকে যাঁর বাপদাদা মহান ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত। তারপর পরবর্তী বংশধরদের মান-মর্যাদা তার থেকেই অনুপস্থিত। তিনি মহা সম্মানিত ও সাধারণ জনগণের মধ্যে শ্রেষ্ট সম্মানের অধিকারী। তুমি তার মধ্যে কোন প্রকার পরিবর্তন ও অমসৃণ কিছু দেখতে পাবে না। তবে তাকে ঝিনুকের মধ্যে প্রঅপ্ত মণিমুক্তার সাথে তুলনা করা যায়।

যুবাইর ইব্ন আবূ সুফিয়ান এর জন্য রচিত নিম্নবর্ণিত কবিতাগুলো আমার কাছে আবৃত্তি করেনঃ

ان هذا الهم فاتنفا ـ ثم كروا لنوم فامتنعا .... الخ ـ

ইয়াযীদের মৃত্যুর দুশ্চিন্তা প্রত্যাবর্তন করে সমস্ত সুখ শান্তিকে গ্রাস করে ফেলে, তারপর চোখ থেকে নিদ্রা বিদায় নেয় ও বেশ কিছুদিনের জন্য বিরত থাকে। আমি আকাশের তারকা (ইয়াযীদ)-কে গুরুত্ব সহকারে পর্যবেক্ষণ করছি, দেখতে পাই যে, তা

উদীয়মান। তা এদিক-সেদিক ঘুরে ফিরে আলো প্রদান করে। তারপর তাকে দেখতে পাই সে যেন নিম্নভূমিতে পতিত হয়ে গেছে। সিরিয়ার একটি জায়গা মাতারূনে যার উদ্দীপ্ত অস্তিত্ব বিরাজমান ছিল। ইয়াযীদের মৃত্যুতে অনুগত জনতার মাঝে যখন যুগের সমাপ্তিতে ধস নেমে আসে, তখন সে আলোটি মাতারূনের উচ্চশৃঙ্গ নিম্নগামী হয়, প্রাসাদের গম্বুজ তার সাক্ষী, যার চতুর্দিকে প্রজ্জ্বলিত যয়তুন বাত্তি মৃত্যুর সংবাদ বহন করছে। উপরোক্ত কবির আরো কিছু কবিতা ঃ

وقـائـلـة لى حـيـن شـبـهـت وجـعـهـا بـبـدر الـدجـى يـومـا وقـد ضـاق منـهـجـى

.... الـخ —

'অন্ধকার দূরীভূতকারী চাঁদের সাথে যখন তুমি তার চেহারাকে কোন একদিন তুলনা করলে এবং অনিবার্য কারণে আমার মান-মর্যাদাও সংকীর্ণ রূপ ধারণ করে। তখন সে আমাকে বলল, 'আমাকে তুমি চাঁদের সাথে তুলনা করছ এতে আমার মান-মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। তবে তার জেনে রাখা উচিত হয়, তার মান-মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার জন্য আমিই প্রথম গীবতকারী নই। তুমি কি দেখ না যে, চাঁদ যখন তার পূর্ণতায় পৌঁছে ও তার সাথে তুলনা করা হয় তা আমার বাহুর চাইতে বেশী আলোকিত নয়। সুতরাং এটা গর্বের বস্তু নয় কিংবা অসম্ভব নয় যদি তুমি আমার হাসিকে চাঁদ, আমার চোখের পলককে জাদু এবং আমার চোখের কাল অক্ষিগোলক-কে রাতের সাথে তুলনা কর।

যুবাইর ইব্‌ন বাক্‌কার আবূ মুহাম্মদ আল-জাযরী হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ মদীনায় একটি গায়িকা বাঁদী ছিল তার নাম সালামা। সে চেহারার দিক দিয়ে ছিল অন্য মহিলাদের তুলনায় অতি উত্তম, বিবেক বুদ্ধি ও শরীরের গঠন আকৃতির দিক দিয়েও অন্য রমণীদের মধ্যে ছিল শ্রেষ্ঠ। সে কুরআনও জানত এবং কবিতা রচনা ও আবৃত্তি করতে পারত। আবদুর রহমান ইব্‌ন হাসান এবং আহওয়াস ইব্‌ন মুহাম্মদ তার কাছে উঠাবসা করত। সে আল-আহওয়াসের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে কিন্তু আবদুর রহমান ইব্‌ন হাস্‌সানের প্রতি অনীহা প্রদর্শন করে। তাই আবদুর রহমান ইব্‌ন হাস্‌সান সিরিয়ায় ইয়াযীদ ইব্‌ন মু'আবিয়ার কাছে আগমন করে তার প্রশংসা করে। আর বলে, হে আমীরুল মু'মিনীন ! এ বাঁদীটা শুধু আপনাকেই মানায়। আর রাতের বেলায় গল্প শুনিয়ে ঘুম পাড়ানোর জন্য এ খুবই উপযোগী। ইয়াযীদ দূত প্রেরণ করে তাকে খরিদ করে সিরিয়া নিয়ে আসে। বাঁদী তখন ইয়াযীদের কাছে বড় মর্যাদা ও অধিকার অর্জন করল। আর ইয়াযীদের কাছে যারা ছিল তাদের সকলের থেকে ইয়াযীদ তাকে বেশী মর্যাদা দিল। আবদুর রহমান ইব্‌ন হাস্‌সান মদীনায় প্রত্যাবর্তন করল। আল আহওয়াস-এর কাছে গমন করে দেখল সে খুবই বিমর্ষ। তাই তাকে আরো বেশী চিন্তাযুক্ত করার জন্য সে নিম্নবর্ণিত কবিতাগুলো আবৃত্তি করল ঃ

يا مـبـتـلـى بالـحـب مـقـروحا — لا قـى مـن الـحـب تـبـاريـحـا ...... الـخ —

"হে প্রেমজ্বরে আক্রান্ত আহত ব্যক্তি ! যে প্রেমে পড়ে মুসীবতগ্রস্ত হয়েছে, যাকে প্রেম ও ভালবাসায় স্তব্ধ করে দিয়েছে। সকাল বেলা যখনই তার সংবাদ নেয়া হয় তখনই তাকে প্রেম শরাবে বিভোর ও মত্ত দেখতে পাওয়া যায়। সে যা পছন্দ করে তার সব কিছুরই দ্বার হয়ে পড়েছে তার কাছে রুদ্ধ। আর যা অপছন্দ করে তার সব কিছুরই দ্বার রয়েছে তার কাছে অবারিত। তার প্রেমিকা যার কাছে অবস্থান করছে সে তাকে শুধু নিজের জন্য নির্ধারণ করে

নিয়েছে। প্রেমিকা থেকে সে ঘ্রাণ ও সুগন্ধি নিচ্ছে। কেননা, সে হল আল্লাহ্র নির্ধারিত খলীফা, যাকে অনুরাগ হতবিহ্বল করেছে সে তোমাকে আহত করে নিজ আত্মাকে মজবুত করেছে।"

বর্ণনাকারী বলেন, আল আহওয়াস জবাব প্রদান থেকে বিরত রইল। তারপর প্রেমিকার আসক্তি তাকে বিচলিত করতে লাগল। তাই সে ইয়াযীদের নিকট আগমন করল এবং যথাসাধ্য সম্ভব তার উচ্চ প্রশংসা করল। ইয়াযীদ তাকে সম্মান করল এবং আহওয়াস তার নিকট অনুগ্রহ লাভ করল। অন্যদিকে সালামা আহওয়াসের কাছে একজন সেবককে প্রেরণ করল এবং তাকে উৎকোচ প্রদান করল যাকে সে আহওয়াসকে সালামা এর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তার কাছে প্রবেশ করানোর ব্যবস্থা করে দেয়। সেবক এব্যাপারে ইয়াযীদকে অবহিত করল এবং তাঁর থেকে অনুমতি প্রার্থনা করল। ইয়াযীদ বলল, "তার সম্পর্কে তোমার দায়িত্ব তুমি পালন কর।" তখন সেবক তার দায়িত্ব পালন করল এবং আহওয়াসকে তার নিকট প্রবেশের ব্যবস্থা করল। অপর পক্ষে ইয়াযীদ এমন এক জায়গায় বসল যেখানে সে দু'জনকেই দেখতে পারে। তবে তারা কিন্তু তাকে দেখতে পাচ্ছিল না। বাঁদী আহওয়াসকে দেখা মাত্রই কেঁদে ফেলল এবং আহওয়াসও কাঁদতে শুরু করল। বাঁদী অন্য এক বাঁদীকে একটি চেয়ার আনার জন্য আদেশ করল। আহওয়াস চেয়ারে বসল। তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ সাথীর প্রতি আসক্তির কথা ব্যক্ত করতে লাগল। তারা দু'জনেই ভোর রাত পর্যন্ত কথাবার্তায় মগ্ন রইল। অন্যদিকে কোন প্রকার সন্দেহ রইল না বরং ইয়াযীদের নিকট তাদের দু'জনের আসক্তির কথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। আহওয়াস যখন উঠে যেতে লাগল তখন সে নিম্নের কবিতাটি বাঁদীর উদ্দেশ্যে পাঠ করলঃ

افـــى فــوأدى فـــى هــم وبـــلـــبـــال

من حـــب بـــن لـــم ازل مـــنـــه عـــلـــى بـــال

"আমার অন্তরাত্মা এমন এক ব্যক্তির মহব্বতে অত্যন্ত পেরেশান ও চিন্তিত অবস্থায় রয়েছে, যার জন্য আমি ধৈর্যধারণ করে জীবন যাপন করছি।"

জবাবে বাঁদী বলল,

صـــحـــا الـــمـــجـــنـــون بعد الـــنـــاسى اذا يـــســـوا

وقـــد بـــئـــســـت وما اضـــحـــوا عـــلـــى حـــال –

"নিরাশ হয়ে বেহুঁশ থাকার পর প্রেমিকগণ আবারও জেগে উঠে। আমিও নিরাশ হয়েছি তবে প্রেমিকরা সব সময় এক অবস্থায় স্থির থাকেন।"

আহওয়াস বলেন,

من كـــان يـــســـو بـــبـــاس عـــن اخـــى ثـــقـــة

فـــعـــنـــك ســـلام امـــيـــت بـــالـــســـالـــى –

"বিশ্বস্ত বন্ধুর নৈরাশ্যে যে বন্ধু সান্ত্বনা লাভ করে সে অবশ্যই সফলকাম। আমি জীবনে যতদিন যাবত তোমার থেকে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করব ততদিন যাবত তোমার প্রতি থাকবে আমার ভক্তিপূর্ণ সালাম ও আনুগত্য।"

প্রেমিক বাঁদী বলেন ঃ

والله والله لا انـــا كـــيـــا شـــجـــنـــى

حـــتـــى تـــفـــارق مـــتـــى الـــروح اوصـــانـــى –

"হে আমার দুর্দশাগ্রস্ত প্রেমিক ! আল্লাহ্‌র শপথ, আবারও আল্লাহ্‌র শপথ ! আমি তোমাকে তখনও ভুলতে পারব না, যতক্ষণ না আমার রুহ আমার গ্রন্থিগুলো থেকে পৃথক হবে।"

আহওয়াস বলল,

والله ما خاب بن امسى وانت مل

ياقرة العين فى اهل وفى مال ـ

"ঐ ব্যক্তি ব্যর্থকাম হয়নি যার প্রেমে আসক্ত হয়ে তুমি তার পরিবার ও অর্থ সম্পদে নয়নের পুতুলী হিসেবে সর্বদা বিরাজমান রয়েছ।"

বর্ণনাকারী বলেন, আহওয়াস বাঁদী থেকে বিদায় গ্রহণ করল এবং বের হয়ে গেল। ইয়াযীদ পেছন থেকে এসে তাকে ধরে ফেলল এবং বাঁদীকেও ডাকল। ইয়াযীদ তাদের দু'জনকে বলল, গত রাতে তোমরা যা করেছ আমাকে বল এবং সত্য বলবে। তারপর তারা দু'জনেই ইয়াযীদের নিকট তাদের একে অন্যের জন্য যে কবিতা পাঠ করেছে তাও তাকে বলল। তারা একটি কথাও পরিবর্তন করে বলেনি। ইয়াযীদ গত রাতে যা শুনেছে তা তারা হুবহু বর্ণনা করায় ইয়াযীদ বাঁদীকে বল, "তুমি আহওয়াসকে ভালবাস ?" বাঁদী বলল, হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র শপথ ! হে আমীরুল মু'মিনীন ! তারপর বাঁদী নিম্নে বর্ণিত কবিতাটি পাঠ করলেন,

حباشو بن جرى كالروح فى جرى ـ فهل يفرق بين الروح الجسد ـ

"আমদের দু'জনের মধ্যে বিরাজ করছে অফুরন্ত প্রেম ও ভালবাসা যেমন অন্তর শরীরের মধ্যে বিরাজ করে। অন্তরকে কি কখনও শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় ?"

ইয়াযীদ আহওয়াসকে বলল, তুমি তাকে ভালবাস ? আহওয়াস বলল, হ্যাঁ আল্লাহ্‌র শপথ ! হে আমীরুল মু'মিনীন ! তারপর সে নিম্নে বর্ণিত কবিতাটি পাঠ করল ঃ

حباشر يدا تليدا غير مطرف ـ بين الجرانح النار يضطرم ـ

"আমাদের দু'জনের মধ্যে এমন অফুরন্ত ও তীব্র ভালবাসা বিরাজ করছে যা একটি অগ্নি শিখার ন্যায়। তা এলাকা জুড়ে কেবল বলতেই থাকে, এ ব্যাপারে আমি একটু বাড়িয়ে বলিনি।" ইয়াযীদ বলল, তোমরা দু'জনেই, তোমাদের মধ্যে তীব্র ও উদগ্র ভালবাসা বিরাজ করছে বলে বলছ, তাই হে আহওয়াস ! তুমি তাকে নিয়ে যাও, সে তোমারই জন্য। তারপর ইয়াযীদ আহওয়াসকে মূল্যবান উপঢৌকন প্রদান করল। আহওয়াস সন্তুষ্টচিত্তে তাকে নিয়ে হিজায প্রত্যাবর্তন করল। এরূপও বর্ণিত রয়েছে যে, ইয়াযীদ যন্ত্রসংগীত, মদ পান, গানশোনা, শিকার করা, সেবক নিয়োগ, কুকুর পালন, ভেড়া বকরী ও অন্যান্য জন্তু এবং বানরের মধ্যে লড়াই বাঁধানোর ব্যাপারে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। প্রতিদিন সে মদ পান করত। বানরকে ঘোড়ার পিঠে রশি দিয়ে সময়ে সময়ে বেঁধে শহর প্রদক্ষিণ করাত, বানরকে সোনার মুকুট পরাত। ঘোড়া দৌড়ের প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান করত। যখন কোন বানর মরে যেত তখন তার জন্য শোক বিলাপ করত। কথিত আছে যে, ইয়াযীদের মৃত্যুর কারণ ছিল যে, সে একদিন একটি বানরকে উঠিয়ে দোলা দিচ্ছিল। আর অমনি একটি বানর তাকে কামড় দেয়। কামড়ের বিষে সে মারা যায়। এ ছাড়া অন্যান্য কারণও ইতিহাসবিদগণ উল্লেখ করেছেন।

আবদুর রহমান ইব্ন আবূ মাদউর কোন একজন জ্ঞানী লোক থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়া সর্বশেষ যে বাক্যটি বলে মারা যায় তা হল নিম্নরূপ, "হে আল্লাহ্ ! আমি যে বিষয়টি পছন্দ করিনি এবং আমি যার প্রতিবাদও করিনি তার জন্য তুমি আমাকে শাস্তি দিও না। আমার এবং উবায়দুল্লাহ ইব্ন যিয়াদের মধ্যে সুষ্ঠু ফয়সালা করেন।" তার মোহরের নকশা ছিল امنت بالله العظيم অর্থাৎ আমি মহান আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস রখি।"

ইয়াযীদের মৃত্যু

ইয়াযীদ দামেশকের প্রতিবেশী গ্রামগুলোর কোন একটিতে ৬৪ হিজরীতে রবীউল আউয়াল মাসের ১৪ তারিখে, কারো কারো মতে, ১৫ তারিখ পরলোক গমন করে। ৬০ হিজরীর রজব মাসের ১৫ তারিখ তার পিতার মৃত্যুর পর তার খিলাফত শুরু হয়। তার জন্ম ছিল ২৫,। কেউ কেউ বলেন, ২৬ আবার কারো কারো মতে ২৭ হিজরীতে।

তার রাজত্বকালের শুরু এবং মোট দিবস সংখ্যার ব্যাপারে তীব্র মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। উপরে যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে, যদি কোন ব্যক্তি ভালরূপে এগুলোকে পর্যবেক্ষণ করে, তাহলে এরূপ ছোটখাট মতভেদকে সে অতিক্রম করতে পারবে।

কোন কোন ইতিহাসবিদ বলেন, যখন সে মারা যায় তখন সে ৪০ বছর বয়স অতিক্রম করে। আল্লাহ্ই অধিক পরিজ্ঞাত। তার মৃত্যুর পর তার লাশ দামেশকে আনা হয় এবং তার ছেলে ভবিষ্যতের আমীরুল মু'মিনীন, মু'আবিয়া ইব্ন ইয়াযীদ তার সালাতে জানাযা পড়ায় এবং বাবুস সাগীর নামক স্থানের কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। তার সময়ে কাযীউন নামক একটি পাহাড়ের পাদদেশে একটি নদী খনন করা হয় ও এটাকে প্রশস্ত করা হয়। এ নদীর নাম রাখা হয় নাহরে ইয়াযীদ। পূর্বে এটা ছিল একটি ছোট নালার ন্যায়। এরপর এটার মাধ্যমে পানি প্রবাহিত করার জন্য এটাকে কয়েকগুণ প্রশস্ত করা হয়।

ইবন আসাকির বলেন, বাহরাইনের কাযী আবুল ফযল মুহাম্মদ ইব্ন আল ফযল ইব্ন মুযাফ্ফর আল আবদী বলেন, "আমি একদিন স্বপ্নে ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়াকে দেখলাম। তখন আমি তাকে বললাম, আপনি কি ইমাম হুসাইন (রা)-কে হত্যা করেন নি ? উত্তরে তিনি বললেন, 'না', তখন আমি তাকে বললাম, আল্লাহ্ কি আপনাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহ্ আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন।"

যে বর্ণনায় আছে যে, রাসূল (সা) একদিন মু'আবিয়া (রা)-কে দেখলেন। মু'আবিয়া (রা) ইয়াযীদকে কোলে নিয়েছেন। তখন তিনি বললেন, "একজন জান্নাতী মানুষ একজন জাহান্নামীকে বহন করছে" সেটি শুদ্ধ নয়। কেননা, ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়া রাসূল (সা)-এর আমলে জন্মগ্রহণ করেনি। কেননা হিজরতের বিশ বছর পর ইয়াযীদ জন্মগ্রহণ করেছিল।"

আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর (র) বলেন, ইয়াযীদের সন্তান-সন্ততি ও তাদের সংখ্যা তাদের মধ্যে প্রথম হল, মু'আবিয়া ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়া। তার কুনীয়াত ছিল আবূ লাইলা। তার সম্বন্ধে কোন কবি বলেছেন ঃ

انی اری فتنة قد حان اولها ـ والملك بعد ابی یلی لمن غلبها ـ

"আমি দেখতেছি, ফিৎনা ও সন্ত্রাসের প্রারম্ভ অতি আসন্ন, আবূ লাইলার পরে, রাজত্ব তারই হবে, যে জয়লাভ করবে। দ্বিতীয় হল, খালিদ ইব্‌ন ইয়াযীদ। যার কুনীয়াত ছিল আবূ হাশিম। কথিত আছে যে, সে ছিল রসায়ন শাস্ত্রে পারদর্শী। তৃতীয় হল, আবূ সুফিয়ান। দ্বিতীয় ও তৃতীয়জনের মায়ের নাম ছিল উম্মে হাশিম বিনত আবূ হাশিম ইব্‌ন উতবা ইব্‌ন রাবীআ ইব্‌ন আবদি শামস। ইয়াযীদের মৃত্যুর পর মারওয়ান ইবনুল হাকাম তাকে বিয়ে করেন। তার সম্বন্ধে কোন এক কবি বলেন,

انعمى ام خالد — رب ساع كقاعد —

হে উম্মে খালিদ ! সুপ্রভাত। তবে বহু প্রচেষ্টাকারী উপবিষ্টের ন্যায় (অসফলকাম)।

চতুর্থ হল আবদুল আযীয ইব্‌ন ইয়াযীদ। তাঁকে আসওয়ার বলা হত। তিনি ছিলেন আরবদের মধ্যে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ তীরন্দাজ। তার মায়ের নাম ছিল উম্মে কুলসূম বিনত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমির। তাঁর সম্বন্ধে কবি বলেন,

زعم الناس ان خير قريش — كلهم حين يذكرون الاساور —

লোকজন যখন আলোচনা করেন তখন তারা মনে করেন যে, আসওয়ারই কুরায়শদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।"

উপরোক্ত চারজন ব্যক্তিত্ব ব্যতীত বিভিন্ন মাতৃগর্ভে জন্ম নেয়া তার পুত্র সন্তানদের মধ্যে আরো ছিল, আবদুল্লাহ ইর আসগার, আবূ বকর, উতবা, আবদুর রহমান, আর রাবী', মুহাম্মদ, ইয়াযীদ, হারব, উমর ও উসমান। তার মোট ১৫জন পুত্র সন্তান ছিলেন। আর মেয়ে সন্তানরা হল ঃ আতিকা, রামলা, উম্মে আবদুর রহমান, উম্মে ইয়াযীদ, উম্মে মুহাম্মদ। তারা ছিল এ পাঁচজন। ইয়াযীদের সব সন্তান পরবর্তীতে মারা যায়। তাদের কোন উত্তরাধিকারী পরিলক্ষিত হয়নি।

মু'আবিয়া ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন মু'আবিয়া-এর রাজত্বকাল

তাঁর নাম ছিল মু'আবিয়া আল-কুরাশী আল উমবী। তাঁর কুনীয়াত ছিল আবূ আবদুর রহমান, কেউ কেউ বলেন, আবূ ইয়াযীদ। আবার কেউ কেউ বলেন, আবূ ইয়ালা। তার মায়ের নাম ছিল, উম্মে হাশিম বিনত আবূ হাশিম ইব্‌ন উতবা ইব্‌ন রাবীআ। তাঁর পিতার মৃত্যুর পর ৬৪ হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসের ১৪ তারিখ তার হাতে বায়'আত গ্রহণ করা হয়। আর তিনি তাঁর পিতার পরে পূর্ব থেকে খলীফা মনোনীত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন একজন পরহেযগার ও সৎ ব্যক্তি কিন্তু তার রাজত্ব দীর্ঘকাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়নি। কেউ কেউ বলেন, তিনি ৪০ দিন রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। কেউ কেউ বলেন, ২০ দিন। কেউ কেউ বলেন, ২ মাস আবার কেউ কেউ বলেন, দেড় মাস। আবার কেউ কেউ বলেন, তিন মাস বিশ দিন। আবার কেউ কেউ বলেন, চার মাস। আল্লাহ্ই অধিক পরিজ্ঞাত। তিনি তাঁর রাজত্বকালে অসুস্থ ছিলেন, তিনি জনগণের সাথে সাক্ষাত দিতেন না। আদ দাহহাক ইব্‌ন কাইস (রা) জনগণের সালাতের ইমামতি করতেন এবং যাবতীয় কাজকর্মের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। তারপর এই মু'আবিয়া ইব্‌ন ইয়াযীদ একুশ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়। কেউ কেউ বলেন, ২৩ বছর ১৮ দিন বয়সে তার মৃত্যু হয়। আবার কেউ কেউ বলেন, ১৯ বছর আবার কেউ কেউ বলেন, ২০ বছর আবার কেউ কেউ বলেন, ২৫ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়। আল্লাহ্ই অধিক পরিজ্ঞাত।

তার সলাতে জানাযা পড়ান তার ভাই খালিদ। কেউ কেউ বলেন, উসমান ইব্‌ন আমবাসা আবার কেউ কেউ বলেন, আল ওয়ালীদ ইব্‌ন উতবা আর এটাই বিশুদ্ধ। কেননা, তিনি তাকে জানাযার সালাত পড়ানোর জন্য ওসীয়ত করে গিয়েছিলেন, তার দাফন অনুষ্ঠানে মারওয়ান ইবনুল হাকাম উপস্থিত ছিলেন। তার মৃত্যুর পরে আদ দাহ্‌হাক ইব্‌ন কাইস (রা) সিরিয়ায় মারওয়ানের রাজত্ব কায়েম করেন। তাকে দামেশকের বাবুস সাগীর নামক স্থানের কবরস্থানে দাফন করা হয়। যখন তার মৃত্যু আসন্ন তখন তাকে বলা হয়, তুমি কি ওসীয়ত করবে না ? তখন তিনি বলেন, আমি দুনিয়ার তিক্ততাকে পাথেয় হিসেবে আখিরাতে নিয়ে যাচ্ছি না। দুনিয়ার স্বাদ আমি বনূ উমাইয়ার জন্য রেখে যাচ্ছি।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত ফর্সা, ঘন চুল, বড় চোখ, একটু কোঁকড়ানো চুল, বড় নাক, বড় মাথা, সুন্দর চেহারা, ঘন দাড়ি ও সুগঠিত দেহের অধিকারী। আবূ যুরআ আদ-দামেশকী বলেন, মু'আবিয়া ও তার দুই ভাই আবদুর রহমান ও খালিদ ছিলেন সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তম ব্যক্তিবর্গ। তার সম্বন্ধে আবদুল্লাহ ইব্‌ন হুমাম আল-বালবী নামক এক কবি বলেন,

تلقاها يزيد عن ابيه ـ فرونكها محاوى عن يزيدا ...... الخ ـ

ইয়াযীদ তার পিতা হতে রাজ্য শাসন করার ক্ষমতা অর্জন করেছিল। এখন হে মু'আবিয়া ! ইয়াযীদ থেকে রাজ্য শাসনের দায়িত্ব তোমার কাছে এসে পড়েছে (এটা তুমি গ্রহণ কর) হে বনূ হারব ! (বনূ উমাইয়া) এ দায়িত্বভার তোমাদের উপরই একের পর এক আসছে। কাজেই তোমরা এ দায়িত্ব পালনে খারাপ উদ্দেশ্যের বশবর্তী হয়ো না। কথিত আছে যে, ইব্‌ন ইয়াযীদ একদিন জনগণের মাঝে তাদেরকে একত্রিত করার জন্য ঘোষণা করেন الصلوة جامعة অর্থাৎ এখনই সালাত অনুষ্ঠিত হবে। জনগণ উপস্থিত হল। মু'আবিয়া ইব্‌ন ইয়াযীদ জনগণকে লক্ষ্য করে বললেন, হে জনগণ ! আমাকে তোমাদের আমীর নিযুক্ত করা হয়েছে অথচ আমি এ ব্যাপারে দুর্বল। যদি তোমরা চাও তাহলে আমি কোন একজন শক্তিশালী ব্যক্তির অনুকূলে দায়িত্বভার ছেড়ে দেবো যেমন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হযরত উমর (রা)-এর অনুকূলে ছেড়ে দিয়েছিলেন। আর যদি তোমরা চাও আমি এ দায়িত্বভার তোমাদের দু'সদস্যে গঠিত পরামর্শ সভার অনুকূলে ছেড়ে দেই। যেমন হযরত উমর (রা) ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাও আমি দেব। তোমাদের মধ্যে এ ধরনের কোন উপযুক্ত লোক নেই, কাজেই আমি তোমাদের বিষয়টি তোমাদের উপরই ছেড়ে দিচ্ছি। এখন তোমরা তোমাদের মধ্যে হতে তোমাদের জন্য একজন উপযুক্ত আমীর নিযুক্ত কর। তারপর তিনি মিম্বর থেকে নেমে আসলেন এবং নিদ্রা মঞ্জিলে প্রবেশ করেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি আর তার মঞ্জিল থেকে জনসমক্ষে বের হননি। কেউ কেউ বলেন, তাকে কিছু পান করানো হয়েছিল। আবার কেউ কেউ বলেন, তাকে তীরবিদ্ধ করা হয়েছিল। যখন তাকে দাফন করা হয় তখন তার দাফনে মারওয়ান উপস্থিত ছিলেন। দাফন কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর মারওয়ান বলেন, তোমরা কি জান, কাকে তোমরা দাফন করছ ? উপস্থিত জনতা বলল, হ্যাঁ, জানি। আমরা মু'আবিয়া ইব্‌ন ইয়াযীদকে দাফন করছি। মারওয়ান বললেন, তিনি আবূ লাইলা যার সম্বন্ধে আরসাম আল ফাযারী কবি বলেন,

انى ارى فتنة تغلى كراجلها ـ والملك بعد ابى ليلى لمن غلبها

'আমি দেখছি সন্ত্রাস ও বিশৃংখলা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, আবূ লাইলার পর রাজত্ব তারই হবে, যে জোর প্রয়োগ করতে পারবে।'

ইতিহাসবিদগণ বলেন, কবি যেরূপ বলেছিল বাস্তবেও সেরূপ ঘটেছিল। আবূ লাইলা কাউকে খলীফা মনোনীত না করেই ইনতিকাল করেছিলেন, তারপর আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর হিজায দখল করে নেন। দামেশ্‌ক ও তার পার্শ্ববর্তী অন্যান্য ভূখণ্ড দখল করেন মারওয়ান ইবনুল হাকাম। খুরাসানের বাসিন্দারা সালাম ইব্‌ন যিয়াদের হাতে বায়'আত করেন। এমনকি সে জনগণের কাছে খলীফা হিসেবে ঘোষণা দেয়। জনগণ তাকে অত্যন্ত ভালবাসত। সালাম জনগণের মধ্যে উত্তম আদর্শ স্থাপন করেন। এ উত্তম আদর্শের জন্যই তারা তাঁকে ভালবাসে কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁরা তাকে তাদের মধ্যে হতে অজ্ঞাত কারণে বহিষ্কার করে দেয়। বসরায় খারিজীগণ ও কারীগণ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং নাফি' ইব্‌ন আযরাককে তাদের নেতা নির্ধারণ করে। আর তারা উবাইদুল্লাহ ইব্‌ন যিয়াদকে বিতাড়িত করে দিল। অথচ তারাই তার হাতে বায়'আত করেছিল। তাদের জন্য একজন নতুন ইমাম নির্ধারণ করার লক্ষ্যে সে সিরিয়া চলে যায়। তার প্রত্যাবর্তনের পর বসরাবাসীরা আবদুল্লাহ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন নাওফাল ওরফে বাব্বার হাতে বায়'আত গ্রহণ করল। বাব্বার মায়ের নাম হিন্দ বিনত আবূ সুফিয়ান। হিমিয়ান ইব্‌ন আদী আস-সুদুসীকে বসরার পুলিশ বিভাগের প্রধান নিযুক্ত করা হল। ৬৪ হিজরীর জমাদিউস সানী মাসের পহেলা তারিখ বাব্বার হাতে জনগণ বায়'আত করল। কবি ফারাজদাক এ ব্যাপারে নিম্নবর্ণিত কবিতাটি আবৃত্তি করেন ঃ

وبايعت اقواما بعدهم – وبية قد بايعته غير نادم –

"আমি এমন সম্প্রদায়ের সাথে বাব্বার হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছি, যারা তাদের অঙ্গীকারকে নির্ভয়ে ও নিঃসংকোচে প্রতিপালন করে থাকে।" বাব্বা বসরাতে চার মাস বসবাস করেন। তারপর তিনি নিজের ঘরে বসে থাকেন। তখন বসরার বাসিন্দাগণ আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর (রা)-এর নিকট বসরার অবস্থা সম্বন্ধে অবগত করিয়ে পত্র লিখেন। তাতে আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর (রা) ও আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-এর কাছে পত্র লিখে তাঁকে আদেশ দেন যাতে তিনি জনগণকে নিয়ে দুইমাস সালাত আদায় করেন। পরের ঘটনা আমরা কিছু পরেই বর্ণনা করব। অন্যদিকে ইয়ামামায় নাজদা ইব্‌ন আমির আল হানাফী বিদ্রোহ ঘোষণা করে। আহওয়ায ও পারস্য ভূখণ্ডের অন্যান্য অঞ্চলে বনূ মাহুরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এ সম্বন্ধে পরে বিস্তারিত বর্ণনা পেশ করা হবে।

আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা)-এর রাজ্যশাসন

ইব্ন হাযাম ও অন্য একদল উলামায়ে কিরাম মনে করেন আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা) ছিলেন ঐ সময়কার আমীরুল মু'মিনীন ! পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইয়াযীদের যখন মৃত্যু হয় তখন মক্কা থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করা হয়। তারা আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা)-কে ঘেরাও করে রেখেছিল। আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা)ও বায়তুল্লাহ্র আশ্রয়প্রার্থী ছিলেন। হুসাইন ইব্ন নুমাইর আস-সাকুনী যখন সেনাবাহিনী নিয়ে সিরিয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন, আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা) তখন হিজায ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় নিজেকে একচ্ছত্র অধিকারী মনে করতে লাগলেন। সেখানের জনগণ ইয়াযীদের পরে তাঁর হাতে বায়'আত করল। আর আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা)-কে মদীনায় শাসনকর্তা হিসেবে প্রেরণ করেন এবং বনূ উমাইয়াকে মদীনা থেকে বিতাড়িত করার নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি তাদেরকে বিতাড়িত করেন এবং তারাও সিরিয়ায় চলে যায়। তাদের মধ্যে ছিলেন মারওয়ান ইব্ন হাকাম এবং তার পুত্র আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান।

তারপর বসরার বাসিন্দাগণ নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ ও নানারূপ বিশৃংখলা কাটিয়ে উঠার পর তারা আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা)-এর কাছে দূত প্রেরণ করেন। তারা ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যে চার চার বার আমীর পরিবর্তন করেন। তারপর তাদের মধ্যে বিশৃংখলা দেখা দেয় এবং তারা মক্কায় অবস্থানরত আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা)-এর কাছে লোক প্রেরণ করেন। তারা তাকে তাদের জন্য কিছু করার অনুরোধ জানান। আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা) তখন আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর কাছে পত্র লিখেন এবং বসরাবাসীদেরকে নিয়ে নামায আদায় করার জন্য অনুরোধ জানান। কথিত আছে, যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম সেখানে আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা)-এর পক্ষে জনগণ থেকে বায়'আত গ্রহণ করেন তিনি হলেন মুসআব ইব্ন আবদুর রহমান। জনগণ বললেন, এটা খুবই কঠিন কাজ। আবদুল্লাহ ইব্ন জা'ফর এবং আবদুল্লাহ ইব্ন আলী ইব্ন আবূ তালিবও হযরত ইব্ন যুবাইর এর পক্ষে বায়'আত করেন। আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা) হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উম (রা) ইবনুল হানাফিয়া ও আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর কাছে লোক প্রেরণ করেন যাতে তারা তার পক্ষে বায়'আত করেন কিন্তু তাঁরা তা অস্বীকার করেন। প্রায় তিন মাস কোন ইমাম বা খলীফা ব্যতীত থাকার পর জনগণ রজব মাসে আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা)-এর হাতে বায়'আত করেন। আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা) কূফাবাসীদের কাছে আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ আল আনসারীকে নামায পড়ানোর জন্য প্রেরণ করেন এবং ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন তালহা ইব্ন উবাইদুল্লাহকে কর আদায়ের জন্য প্রেরণ করেন। সমস্ত শহরের বাসিন্দারা তাঁর প্রতি আস্থা ব্যক্ত করেন। তিনি তখন মিশরে লোক প্রেরণ করেন। ফলে মিসরবাসীরা তাঁর পক্ষে বায়'আত করেন এবং তিনি আবদুর রহমান ইব্ন জাহদারকে সেখানকার প্রশাসক নিযুক্ত করেন। আলজেরিয়ার জনগণ তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। বসরায় আল-হারিস ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন রাবী'আকে প্রেরণ করেন। তারাও তাঁর পক্ষে বায়'আত করেন।

তারপর তিনি ইয়ামানে লোক প্রেরণ করেন। ইয়ামানবাসীরাও তার পক্ষে বায়'আত করেন। তিনি খুরাসানেও লোক প্রেরণ করেন। খুরাসানবাসীরাও তাঁর পক্ষে বায়'আত করেন। তিনি সিরিয়ায় আদ-দাহহাক ইব্ন কাইস (রা)-এর কাছে লোক প্রেরণ করেন। তিনি সিরিয়াবাসীদের থেকে বায়'আত গ্রহণ করেন। কেউ কেউ বলেন, দামেশক ও তার আশ-পাশের জর্দানী শহরসমূহের বাসিন্দারা আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা)-এর পক্ষে বায়'আত করেন নি। কেননা, হুসাইন ইব্ন নুমাইর মক্কা থেকে সিরিয়ায় প্রত্যাবর্তনের পর সিরিয়াবাসীরা মারওয়ান ইবনুল হাকামের পক্ষে বায়'আত করেন। তবে খারিজীদের একটি দল আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা)-কে সমর্থন করে ও তাঁর পক্ষে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তাদের মধ্যে রয়েছে নাফি ইব্ন আল আযরাক আবদুল্লাহ ইব্ন ইবাদ এবং তাদের সর্দারদের একটি বিরাট দল।

যখন খিলাফতের ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা)-এর বিষয়টি চূড়ান্ত আকার ধারণ করে তখনই তারা তাদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল তোমরা নিশ্চয়ই ভুল করলে, তোমরা এ লোকটির (হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা)) সহযোগী হয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলে অথচ তোমরা জান না উসমান ইব্ন আফফান (রা) ইব্ন আফ্‌ফান সম্বন্ধে অত্যন্ত জঘন্য আকীদা পোষণ করতো। সুতরাং তারা তাঁর কাছে সমবেত হল এবং উসমান (রা) সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করল। তিনি তখন তাদের প্রশ্নের উত্তরে এমন কথা বললেন যা তাদের পছন্দ হল না। তিনি তাদের জন্য হযরত উসমান (রা)-এর ঐসব গুণাগুণ উল্লেখ করেন যা তাঁর মধ্যে পাওয়া যেত যেমন তার ঈমান ও দৃঢ় বিশ্বাস, ন্যায় বিচার, ইহ্সান, উত্তম চরিত্র, সত্য প্রকাশ হওয়ার পর সত্যের প্রতি ঘৃণা পোষণ করতে লাগল এবং তাঁর থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে ইরাক ও খুরাসানের বিভিন্ন শহরগুলোতে চলে গেল। ওখানে তারা তাদের পৃথক সত্তা, দীন, মাযহাব ও আচার-আচরণ নিয়ে বসবাস করতে লাগল, তাদের দল ও উপদলগুলো গুণে শেষ করা যায় না। কেননা, মূর্খতা, বর্বরতা, বাতিল আকিদা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে তারা বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। তা সত্ত্বেও তারা অধিকাংশ শহর ও অঞ্চলে প্রতিপত্তি অর্জন করেছিল, পরে অবশ্য তারা সেখান থেকেও বিতাড়িত হয়েছিল। অচিরেই আমরা তা আলোচনা করব।

মারওয়ান ইবনুল হাকামের বায়আতের বিবরণ

মারওয়ান ইবনুল হাকামের হাতে বায়'আত গ্রহণের কারণ নিম্নরূপঃ হুসাইন ইব্ন নুমাইর যখন হিজায ভূখণ্ড থেকে সিরিয়া প্রত্যাবর্তন করে ও উবাইদুল্লাহ ইব্ন যিয়াদ বসরা থেকে সিরিয়া গমন করে বনূ উমাইয়ার সদস্যগণ মদীনা থেকে সিরিয়ায় স্থানান্তরিত হয়। মু'আবিয়া ইব্ন ইয়াযীদের মৃত্যুর পর তারা সকলে মারওয়ান ইবনুল হাকামের কাছে একত্রিত হয়। মু'আবিয়া ইব্ন ইয়াযীদ দামেশকে হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা)-এর জন্য জনগণ থেকে বায়'আত গ্রহণের দৃঢ় সংকল্প করেছিলেন। দামেশকবাসীগণ আদ-দাহহাক ইব্ন কাইস (রা)-কে ক্ষমতা দিয়েছিলেন যাতে তিনি তাদের মধ্যে সংস্কার সাধন করেন এবং যাবতীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেন। যার ফলে জনগণ তাদের জন্য নির্বাচিত একজন যোগ্য নতুন ইমামের ছায়াতলে একত্রিত হতে পারেন। আর আদ-দাহ্হাক (রা) হযরত আবদুল্লাহ ইবনুয-যুবাইর (রা)-এর জন্য বায়'আত গ্রহণ করার ইচ্ছা পোষণ করেন।

আন নু'মান ইব্ন বাশীর (রা) সাম প্রদেশে আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা)-এর জন্য জনগণ থেকে বায়'আত গ্রহণ করেন। জা'ফর ইব্ন আবদুল্লাহ আল কিলাবী কিন্নাসারীনে

আবদুল্লাহ্ ইবনুয যুবাইর (রা)-এর জন্য জনগণ থেকে বায়'আত গ্রহণ করেন। নায়িল ইব্ন কাইস ফিলিস্তিনের জনগণ থেকে আবদুল্লাহ্ ইবনুয যুবাইর (রা)-এর জন্য বায়'আত গ্রহণ করেন এবং সেখান থেকে রাওহ ইব্ন যাম্বা আল-জুযামীকে বহিষ্কার করে দেন। অন্যদিকে উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ ও হুসাইন ইব্ন নুমাইর মারওয়ানের পাশে থেকে তাকে আমীর হবার জন্য উৎসাহ দিচ্ছিল। এমনকি শেষ পর্যন্ত তারা তাকে তার অভিমত পরিবর্তনের জন্য বাধ্য করেছিল। আর আবদুল্লাহ্ ইবনুয যুবাইর (রা)-এর মনোনীত কোন শাসক সিরিয়ায় প্রবেশ ও তার দ্বারা সিরিয়া হস্তগত করার পরিণতির জন্য তাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করেছিল এবং তাকে বলেছিল, আপনি কুরাশদের সম্মানিত সর্দার। তাই আপনিই এই খিলাফতের বেশী হকদার। ফলে তিনি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনুয যুবাইর (রা)-এর প্রতি কৃত বায়'আত প্রত্যাহার করেন। ইব্ন যিয়াদ আশংকা করে যে, বনূ উমাইয়ার সদস্যগণ ব্যতীত যদি কেউ খলীফা হন তাহলে বিরাট ধ্বংসের সম্মুখীন হতে হবে।

এই অবস্থায় তারা সকলে বনূ উমাইয়ার সদস্যদের ও ইয়ামানবাসীদের নিয়ে মারওয়ানের কাছে জমায়েত হল। মারওয়ানও তাদের ইচ্ছা এবং আকাঙ্খার প্রতি একমত পোষণ করলেন। আর বলতে লাগলেন, এখনও সময় শেষ হয়ে যায়নি। হাস্সান ইব্ন মালিক ইব্ন বাহদাল আল-কালবী, আবদুল্লাহ্ ইবনুয যুবাইর (রা) হতে বায়'আত প্রত্যাহার করার জন্য আদ-দাহহাক ইব্ন কাইস (রা)-কে পত্র লিখে। বনূ উমাইয়ার শক্তি-সাহস ও দয়া, মায়ার কথা উল্লেখ করে এবং জনগণের প্রতি তাদের সম্মান ও অগ্রাধিকারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অন্য দিকে হাস্সান ইব্ন মালিক বনূ উমাইয়ার জন্য জর্দানবাসীদের কাছ থেকে বায়'আত গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর বোনের ছেলে খালিদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান এর প্রতি আহবান করছিলেন। এ ব্যাপারে আদ-দাহহাকের কাছেও তিনি আরো একটি পত্র প্রেরণ করেন এবং তাকে আদেশ করেন তিনি যেন তার এ পত্রটি দামেশকবাসীদের উদ্দেশ্যে জুমুআর দিন মিম্বরে পাঠ করেন। অন্য এক লোকের মাধ্যমে তিনি একটি পত্র পাঠান যার নাম নাগিদাহ ইব্ন কুরাইব আত্তাবিজী।

কেউ কেউ বলেন, তিনি বনূ কালবের একজন সদস্য এবং তিনি তাকে বললেন, যদি সে জনগণের উদ্দেশ্যে পাঠ না করে তাহলে তুমি নিজেই পাঠ করবে। তারপর তাকে পত্রটি দিল এবং সে আদ-দাহহাকের কাছে পৌঁছল। সে তাকে পত্রটি পাঠ করতে আদেশ দিল কিন্তু তিনি তা পালন করলেন না। তারপর নাগিদাহ উঠে দাঁড়াল এবং জনগণের উদ্দেশ্যে পত্রটি পাঠ করল। আমীরদের মধ্যে একদল এটাকে সত্য মনে করল। আবার অন্যদল এটাকে মিথ্যা ভাবতে লাগল। এভাবে জনগণের মধ্যে বিরাট বিশৃঙ্খলা দেখা দিল।

তখন খালিদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়া মিম্বরে দু'টি সিড়ির উপর দাঁড়ালেন এবং তিনি ছিলেন বয়সে যুবক। জনগণ শান্ত হলেন এবং আদ-দাহহাক (রা) মিম্বর থেকে নেমে গেলেন। জনগণকে নিয়ে সালাতে জুমুআ আদায় করলেন। যারা নাগিদাহকে সত্য মনে করেছিল তাদেরকে কারাগারে প্রেরণ করার জন্য আদ-দাহহাক ইব্ন কাইস (রা) হুকুম দিলেন। কিন্তু নাগিদাহ গোত্রের লোকজন বিদ্রোহ করে বসল এবং এভাবে তারা তাদেরকে কারাগার থেকে বের করল। আবদুল্লাহ্ ইবনুয যুবাইর (রা) ও বনূ উমাইয়া সম্বন্ধে দামেশকবাসীদের মধ্যে অস্বস্তিকর অবস্থা বিরাজ করছিল। জুমআর সালাতের পর বাবুল জীরুনে জনগণ সমাবেশ ও মিছিল করে। আর এ দিনটিকে ইয়াওমে জীরুন বলা হয়।

মাদায়িনী বলেন, জনগণ ওয়ালীদ ইব্‌ন উতবা ইব্‌ন আবূ সুফিয়ানকে তাদের আমীর হিসেবে দেখতে চায়। কিন্তু তিনি অস্বীকার করেন এবং কয়েকদিনের মধ্যে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তারপর আদ-দাহ্‌হাক ইব্‌ন কাইস (রা) জামে মসজিদের মিম্বরে আরোহণ করলেন এবং জনগণের সামনে খুতবা দিলেন ও ইয়াযীদ ইব্‌ন মু'আবিয়ার সমালোচনা করলেন। এমন সময় বনূ কালবের একজন যুবক দণ্ডায়মান হয়ে তার সাথে থাকা একটি লাঠি দ্বারা তাকে আঘাত করল। জনগণ নিজ নিজ তলোয়ারে সজ্জিত হয়ে বসেছিলেন। হঠাৎ কয়েকজন দাঁড়িয়ে গেল এবং একে অন্যের উপর হামলা শুরু করে দিল। এভাবে প্রচণ্ড সংঘর্ষ দেখা দিল। ইব্‌ন কাইস এবং তার সমর্থকরা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইর (রা)-এর প্রতি জনগণকে আহবান করতে লাগলেন এবং তারা আদ-দাহ্‌হাক ইব্‌ন কাইসকে সক্রিয় সহযোগিতা করতে লাগলেন।

পক্ষান্তরে বনূ কালবের সদস্যরা বনূ উমাইয়ার দিকে জনগণকে আহবান করতে লাগল এবং খালিদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন মু'আবিয়া ইব্‌ন মু'আবিয়ার পক্ষে বায়'আত ব্যক্ত করার জন্য সকলকে আহবান করলেন। তারা ইয়াযীদ এবং ইয়াযীদ পরিবারের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করতে লাগলেন। তারপর আদ-দাহ্‌হাক ইব্‌ন কাইস (রা) উঠে দাড়াল এবং রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন। তিনি দরজা বন্ধ করে দিলেন এবং শনিবার ফজরের সালাতের পূর্ব পর্যন্ত জনগণের কাছে বের হলেন না। তারপর তিনি বনূ উমাইয়ার সদস্যদের নিকট লোক প্রেরণ করলেন এবং তাদেরকে তার কাছে ডাকলেন। তারা তার কাছে আসলেন। আর তাদের মধ্যে ছিলেন মারওয়ান ইবনুল হাকাম, আমর ইব্‌ন সায়ীদ ইবনুল আস এবং ইয়াযীদ ইব্‌ন মু'আবিয়ার দু'আ পুত্র খালিদ ও আবদুল্লাহ্।

মাদায়িনী আরো বলেন, পূর্বে যা কিছু ঘটে গেছে তার জন্য আদ-দাহ্‌হাক তাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং তাদের সাথে ঐক্যমত স্থাপন করে হাস্‌সান ইব্‌ন মালিক আল কালবীর কাছে গমন করতে রাজী হন। যাতে তারা সকলে মিলে বনূ উমাইয়া থেকে যেকোন একজনকে আমীর নিযুক্ত করতে পারেন এবং সকলে মিলে তার পেছনে ঐক্যবদ্ধ থাকবেন। তারা যখন হাসসানের উদ্দেশ্যে আল-জাবীয়ার দিকে গমন করছিলেন, মু'আবিয়া ইব্‌ন সাউর ইব্‌ন আল আখনাস দলবলসহ তাদের সামনে এসে উপস্থিত হলেন এবং ইব্‌ন কাইসকে লক্ষ্য করে বলেন, তুমি আমাদেরকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইর (রা)-এর প্রতি বায়'আত করার জন্য আহবান করেছিলে, আমরাও তোমার আহবানে সাড়া দিয়েছিলাম কিন্তু এখন তুমি আবার এই বেদুইনটার কাছে যাচ্ছ যাতে সে তার বোনের পুত্র খালিদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন মু'আবিয়াকে খলীফা নির্ধারণ করে। আদ-দাহ্‌হাক তখন তাকে বললেন, এখন কী করা যায় ? তিনি বললেন, এখন আমরা যা খুশী তা-ই প্রকাশ করবো, চল আমরা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইর (রা)-এর আনুগত্যের প্রতি সকলকে আহবান করি এবং যারা অস্বীকার করবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি।

এভাবে আদ-দাহ্‌হাক (রা)-ও তাঁর সাথীরা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইর (রা)-এর প্রতি ঝুঁকে পড়লেন এবং তিনি দামেশকে প্রত্যাবর্তন করলেন, কাইস গোত্রও তার সমর্থকগণ দ্বারা গঠিত সেনাবাহিনীর কিছু অংশসহ তিনি সেখানে অবস্থান করেন। সেনাবাহিনীর বিভাগীয় প্রধানদের কাছে লোক প্রেরণ করেন এবং জনগণ থেকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইর (রা)-এর জন্য বায়'আত

গ্রহণ করেন। এ ঘটনা প্রবাহ সম্বন্ধে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা)-কে অবগত করানোর জন্য তিনি তাঁর কাছে একটি পত্র লিখেন।

এদিকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা) তাঁর পত্র পেয়ে মক্কাবাসীদেরকে তা জানান এবং তার কাজের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে তার কাছে অভিনন্দন পত্র প্রেরণ করেন ও তাঁকে সিরিয়ার গভর্নর হিসেবে নিয়োগপত্র প্রেরণ করেন। আবার কেউ কেউ বলেন, আদ-দাহ্হাক (রা) নিজের জন্য খিলাফতের বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত। মাদায়িনী (রা) উল্লেখ করেছেন, আদ-দাহ্হাক (রা) প্রথমত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা)-এর বায়আতের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। তারপর উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ তাকে নিজের জন্য বায়'আত গ্রহণ করতে প্ররোচিত করেছিলেন। এটা আসলে তার ব্যাপারে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্য এবং সে যা সমর্থন করত তার মধ্যে বিশৃংখলা ঘটাবার জন্য এরূপ পরামর্শ দিয়েছিলেন।

তারপর আদ-দাহহাক (রা) তিন দিন পর্যন্ত নিজের জন্য বায়আতের আহ্বান করলেন। জনগণ তার উপর নাখোশ হল এবং বলতে লাগল, তুমি আমাদেরকে এক ব্যক্তির প্রতি বায়'আত গ্রহণ করার জন্য আহবান করেছিলে। আমরা তার প্রতি বায়'আত করেছিলাম। তারপর কোন কারণ ও অজুহাত ব্যতীত তুমি সে বায়'আত প্রত্যাখ্যান করলে। এরপর তুমি তোমার নিজের প্রতি আমাদেরকে বায়'আত করার জন্য আহবান করছ ? তারপর তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা)-এর বায়আতের প্রতি প্রত্যাবর্তন করেন। জনগণের কাছে তার মর্যাদা অক্ষুণ্ন হয়। আর এটাই ইব্ন যিয়াদ চেয়েছিল।

আদ দাহহাক (রা)-এর মারওয়ানের সাথে মিলিত হওয়া এবং পরে নিজের জন্য বায়আতের আহ্বান করা, আবার মারওয়ান থেকে পৃথক হওয়া ইত্যাদি আদ-দাহহাক (রা)-কে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য সংঘটিত করা হয়েছিল। ইব্ন যিয়াদ দামেশকে আদ-দাহহাক (রা)-এর কাছে অবস্থান করে এবং প্রতিদিন তার কাছে আসা-যাওয়া করে সম্পর্ক করে। তারপর ইব্ন যিয়াদ আদ-দাহহাক (রা)-কে ইঙ্গিত করে যেন আদ-দাহহাক দামেশক থেকে ময়দানে বের হয়ে পড়ে যায় আর সেনাকাহিনীকে তার দিকে আহবান করে যাতে তার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। আদ-দাহ্হাক মারজে রাহাতের দিকে রওয়ানা হন এবং তার সাতে যে সব সেনাবাহিনীর সদস্য ছিল তাদেরকে নিয়ে সেখানে অবতরণ করেন। বনূ উমাইয়ার সদস্যরা ও তাদের অনুগামী জর্দানবাসীরা এবং বনূ কালবের হাস্‌সান ইব্ন মালিকের সম্প্রদায়ের লোকেরা সেখানে একত্রিত হল।

মারওয়ান যখন দেখলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা)-এর প্রতি বায়'আত সুসম্পন্ন হচ্ছে এবং রাষ্ট্রক্ষমতা তার অনুকূলে সুদৃঢ় হয়েছে তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা)-এর প্রতি বাইয়াাত করার জন্য রওয়ানা হতে মনস্থ করলেন, যাতে তিনি বনূ উমাইয়ার জন্য আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা) থেকে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারেন। মারওয়ান রওয়ানা হবার পর আযরুতাত নামক স্থানে গেলে ইব্ন যিয়াদ তাঁর সাথে সাক্ষাত করে। ইব্ন যিয়াদ ইরাক থেকে আসছিল। সে মারওয়ানকে সেখানে থামিয়ে দিল এবং তার অভিমতকে পাল্টিয়ে দিল। তার সাথে আমর ইব্ন সাঈদ ইবনুল আস, হুসাইন ইব্ন নুমাইর ইয়ামানের বাসিন্দা অন্যরা একত্রিত হল। তারা সকলে মিলে মারওয়ানকে বলল,

আপনি কুরায়শদের একজন বয়োবৃদ্ধ লোক। অন্যদিকে খালিদ ইব্ন ইয়াযীদ একজন যুবক এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা) একজন প্রৌঢ়। এক লোহা দিয়ে অন্য এক লোহাকে আঘাত করা যায়। কাজেই আপনি এ যুবককের প্রতি আস্থা স্থাপন করবেন না। তার উপর আপনি প্রভাব বিস্তার করুন। আমরা আপনার হাতে বায়'আত করছি। আপনি হাত বাড়িয়ে দিন। মারওয়ান হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং তারা সকলে ৬৪ হিজরীর যিলকা'দ মাসের তিন তারিখ বুধবার আল জারীয়া নামক স্থানে তার হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। এ ভাষ্যও ওয়াকিদী (র)-এর।

এখানে বায়আতের কাজ শেষ হওয়ার পর মারওয়ান তার সাতে যারা ছিল তাদেরকে নিয়ে আদ-দাহ্হাক ইব্ন কাইস (রা)-এর দিকে রওয়ানা হন। তারা দু'জন মারজে রাহিত নামক স্থানে একে অন্যের মোকাবেলা করেন। মারওয়ান ইবনুল হাকাম আদ-দাহহাক (রা)-এর উপর জয়লাভ করেন এবং তাঁকে হত্যা করেন। আর কাইসের গোত্রীয় সৈন্যদলও তুমুল যুদ্ধ করে যার নজীর অতিশয় বিরল।

ওয়াকিদী (র) প্রমুখ বলেন, উপরোক্ত ঘটনাটি ৬৫ হিজরীর মুহররম মাসে সংঘটিত হয়েছিল। মুহাম্মদ ইব্ন সা'দের একটি বর্ণনায় দেখা যায়, আল-ওয়াকিদী ও অন্যদের মতে এ ঘটনাটি ঘটেছিল ৬৪ হিজরীর শেষের দিকে।

আল-লাইস, ইব্ন সাঈদ, ওয়াকিদী,আল-মাদায়িনী, আবূ সুলাইমান ইব্ন ইয়াযীদ, আবূ উবাইদা প্রমুখ বলেন, "মারজ রাহাতে'র ঘটনাটি ৬৪ হিজরীর যিলহজ্জ মাসের ১৫ তারিখ সংঘটিত হয়েছিল। আল্লাহ্ই অধিক পরিজ্ঞাত।

মারুজ রাহিত আদ-দাহ্হাক ইব্ন কাইস আল ফিহরী (রা)-এর হত্যার ঘটনা

মু'আবিয়া ইবন আবূ সুফিয়ান (রা)-এর আমলে আদ দাহ্হাক (রা) দামেশকের নায়িব ছিলেন। যখন মু'আবিয়া (রা) ও তার সাথীরা কোন কাজে ব্যস্ত থাকতেন অথবা দামেশক হতে অনুপস্থিত থাকতেন তখন আদ দাহ্হাক (রা) লোকদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করতেন। তিনি অপরাধের বিচার করতেন এবং যাবতীয় কাজের দেখাশুনা করতেন। আমীর মু'আবিয়া (রা) যখন ইনতিকাল করেন তখন আদ দাহ্হাক (রা) ইয়াযীদের পক্ষে জনগণ থেকে বায়আত গ্রহণের দায়িত্ব পালন করেন। তারপর ইয়াযীদ যখন মারা যায় জনগণ মু'আবিয়া ইব্ন ইয়াযীদের অনুকূলে বায়আত করেন। এরপর মু'আবিয়া ইব্ন ইয়াযীদ যখন মারা যায় জনগণ দামেশকে আদ দাহ্হাক (রা)-এর হাতে এ মর্মে বায়আত করেন যে, তিনি এমন ব্যবস্থাদি সম্পন্ন করবেন যাতে জনগণ একজন সুযোগ্য ইমামের পেছনে একত্রিত হতে পারেন।

তারপর আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা)-এর প্রতি বায়আত করার কাজটি বিস্তৃতি লাভ করল, তখন তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা)-এর হাতে বায়আত গ্রহণের জন্য মনস্থ করেন। তিনি একদিন জনগণের সামনে খুতবা দেন এবং ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়ার ত্রুটিগুলো নিয়ে আলোচনা করেন। জামী মসজিদে বিশৃংখলা দেখা দেয়। এমনকি লোকজন তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ শুরু করল। কিছুক্ষণ পর জনগণ নীরব হলো।

আদ দাহ্হাক (রা) খাজরা নামক রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেন এবং দরজায় তালা লাগিয়ে দেন। পরে তিনি জর্দানে অবস্থানরত হাস্সান ইব্ন মালিক ইব্ন বাহদালের কাছে বনূ উমাইয়ার সদস্যসহ গমন করতে একমত হন। যাতে তিনি উপযুক্ত ইমামের ব্যাপারে তার মত ব্যক্ত করেন। হাস্সান তার বোনের ছেলে খালিদ ইব্ন ইয়াযীদের হাতে বায়আত করার জন্য ইচ্ছা পোষণ করছিলেন, সেখানে ইয়াযীদ ইব্ন মাইসূন বিনত বাহদাল ও হাস্সানের বোন উপস্থিত ছিল। তাদেরকে নিয়ে আদ্-দাহ্হাক (রা) যখন রওয়ানা হলেন, অধিকাংশ সেনাবাহিনী তাঁর দল ত্যাগ করল। তাই তিনি দামেশকে ফিরে আসলেন এবং সেখানে অবস্থান করছিলেন। তিনি সেনাবাহিনীর বিভিন্ন বিভাগের প্রধানদের কাছে লোক প্রেরণ করেন। অন্যদিকে বনূ উমাইয়ার সদস্যরা মারওয়ান, আমর ইব্ন সাঈদ, ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়ার দুই পুত্র খালিদ ও আবদুল্লাহ্ রওয়ানা হলেন এবং তারা আল-জাবীয়া নামক স্থানে হাস্সান ইব্ন মালিকের সাথে একত্রিত হলেন। আদ দাহ্হাক ইব্ন কাইস (রা)-এর তুলনায় তাদের উল্লেখযোগ্য কোন শক্তিই ছিল না। তাই মারওয়ান আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ ও বনূ উমাইয়ার সদস্যদের জন্য একটি নিরাপত্তানামা অর্জন করার জন্য আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা)-এর কাছে যাওয়ার মনস্থ করলেন। বনূ উমাইয়ার সদস্যদের জন্য নিরাপত্তা নামার প্রয়োজন ছিল অত্যধিক। কেননা, আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা) তাদেরকে মদীনা থেকে বিতাড়িত করার হুকুম দিয়েছিলেন।

মারওয়ান রওয়ানা হন। যখন আযরুআত নামক স্থানে পৌঁছলেন তখন উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয় যে ইরাক থেকে আসছিল। উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদের সাথে ছিলেন হুসাইন ইব্ন নুমাইর এবং আমর ইব্ন সাঈদ। তারা সকলে মিলে মারওয়ানকে উৎসাহিত করতে লাগলেন, যেন তিনি নিজের জন্য সকলের কাছে বায়আতের আহবান জানান। কেননা তিনি খিলাফতের ব্যাপারে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা) থেকে অধিকতর যোগ্য। আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা) মুসলিম জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন এবং তিনজন খলীফা থেকে বায়'আত প্রত্যাহার করে রয়েছেন। তারা সকলে মিলে এ ব্যাপারে মারওয়ানের উপর চাপ প্রয়োগ করতে লাগলেন, যতক্ষণ না তিনি এ ব্যাপারে রাযী হলেন।

উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ তাকে বলল, আমি এক্ষুণি দামেশকে অবস্থানরত আদ দাহ্হাক (রা)-এর কাছে যাচ্ছি। আপনার স্বার্থে আমি তাকে প্রতারিত করব এবং তার কাজের জন্য তাকে অপমানিত করব। এ কথা বলে সে দামেশকে চলে গেল এবং প্রতিদিনই তার কাছে একবার গমন করত ও প্রেম-প্রীতি ভালবাসা, শ্রদ্ধা ইত্যাদি প্রদর্শন করত। এরপর তাকে জনগণের প্রতি নিজের জন্য বায়'আত গ্রহণের আহবান, আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা)-এর বায়'আত প্রত্যাহার ইত্যাদি ব্যাপারে প্ররোচিত করে। কেননা আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা) থেকে মারওয়ান বেশী হকদার বলে সে প্রকাশ করতে লাগল।

ইব্ন যিয়াদ তাকে আরো বলল, আপনি আমানত ও আনুগত্যের ব্যাপারে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। আর আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা) জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। এরূপ কথায় প্রতারিত হয়ে আদ-দাহ্হাক (রা) তিনদিন পর্যন্ত জনগণকে তার প্রতি বায়'আত করার জন্য আহবান জানান। কিন্তু কেউই তার ডাকে সাড়া দিল না। তাই তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা)-এর প্রতি বায়'আত করার জন্য জনগণের প্রতি পুনরায় আহবান জানান কিন্তু এতে জনগণের কাছে তার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়ে পড়ল। এরপর ইব্ন যিয়াদ তাকে বলল, আপনি যা চান আর অন্য যারা তা চায়, তারা শহর বন্দরে অবতরণ করবে না তারা অবতরণ করবে মাঠে এবং আপনার বিরুদ্ধে সেখানে তারা সেনাতলব করবে। একথা শুনে আদ-দাহ্হাক (রা) মারজে রাহিত নামক স্থানে আগমন করেন এবং সেখানে অবতরণ করেন। ইব্ন যিয়াদ দামেশকে অবস্থান করতে লাগলেন। বনূ উমাইয়া তাদমুর নামক স্থানে অবস্থান করছিল। আর খালিদ ও আবদুল্লাহ্ আল জারীয়া নামক স্থানে তাদের মামা হাস্সানের কাছে অবস্থান করছিল। ইব্ন যিয়াদ মারওয়ানের কাছে পত্র লিখে তাকে জনগণের কাছে স্বীয় নিজের দাবী প্রকাশ করার জন্য জনগণকে আহবান জানান। মারওয়ান খালিদ ইব্ন ইয়াযীদের মাতা উম্মে হাশিম বিনত হাশিম উতবা ইব্ন রাবীআকে বিবাহ করেন। তার বিষয়টি প্রসিদ্ধি লাভ করল এবং জনগণ তার প্রতি বায়'আত করল ও জনগণ তার সাথে ঐক্যমত ঘোষণা করল। মারওয়ান আদ দাহ্হাক ইব্ন কাইসের প্রতি মারজে রাহিতে গমন করে। সেখানে উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ এবং তার ভাই আব্বাদ ইব্ন যিয়াদও সেখানে হাযির হয়। মারওয়ানের সাহায্যে আগত সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩ হাজার।

মারওয়ানের পক্ষ থেকে দামেশকে যাকে শাসক নিয়োগ করা হয় তার নাম ইয়াযীদ ইব্ন আবূননমর আর দামেশক হতে আদ দাহ্হাক (রা)-এর নিযুক্ত শাসককে বের করে দেয়া হয়। তিনি অস্ত্রশস্ত্র ও জনবল দিয়ে মারওয়ানকে সাহায্য করতে লাগলেন। কারো কারো মতে, ঐ

মারওয়ান রওয়ানা হন। যখন আযরু'আত নামক স্থানে পৌঁছলেন তখন উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয় যে ইরাক থেকে আসছিল। উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদের সাথে ছিলেন হুসাইন ইব্ন নুমাইর এবং আমর ইব্ন সাঈদ। তারা সকলে মিলে মারওয়ানকে উৎসাহিত করতে লাগলেন, যেন তিনি নিজের জন্য সকলের কাছে বায়আতের আহবান জানান। কেননা তিনি খিলাফতের ব্যাপারে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা) থেকে অধিকতর যোগ্য। আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা) মুসলিম জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন এবং তিনজন খলীফা থেকে বায়'আত প্রত্যাহার করে রয়েছেন। তারা সকলে মিলে এ ব্যাপারে মারওয়ানের উপর চাপ প্রয়োগ করতে লাগলেন, যতক্ষণ না তিনি এ ব্যাপারে রাযী হলেন।

উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ তাকে বলল, আমি এক্ষুণি দামেশকে অবস্থানরত আদ দাহ্হাক (রা)-এর কাছে যাচ্ছি। আপনার স্বার্থে আমি তাকে প্রতারিত করব এবং তার কাজের জন্য তাকে অপমানিত করব। এ কথা বলে সে দামেশকে চলে গেল এবং প্রতিদিনই তার কাছে একবার গমন করত ও প্রেম-প্রীতি ভালবাসা, শ্রদ্ধা ইত্যাদি প্রদর্শন করত। এরপর তাকে জনগণের প্রতি নিজের জন্য বায়'আত গ্রহণের আহবান, আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা)-এর বায়'আত প্রত্যাহার ইত্যাদি ব্যাপারে প্ররোচিত করে। কেননা আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা) থেকে মারওয়ান বেশী হকদার বলে সে প্রকাশ করতে লাগল।

ইব্ন যিয়াদ তাকে আরো বলল, আপনি আমানত ও আনুগত্যের ব্যাপারে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। আর আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা) জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। এরূপ কথায় প্রতারিত হয়ে আদ-দাহ্হাক (রা) তিনদিন পর্যন্ত জনগণকে তার প্রতি বায়'আত করার জন্য আহবান জানান। কিন্তু কেউই তার ডাকে সাড়া দিল না। তাই তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা)-এর প্রতি বায়'আত করার জন্য জনগণের প্রতি পুনরায় আহবান জানান কিন্তু এতে জনগণের কাছে তার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়ে পড়ল। এরপর ইব্ন যিয়াদ তাকে বলল, আপনি যা চান আর অন্য যারা তা চায়, তারা শহর বন্দরে অবতরণ করবে না তারা অবতরণ করবে মাঠে এবং আপনার বিরুদ্ধে সেখানে তারা সেনাতলব করবে। একথা শুনে আদ-দাহ্হাক (রা) মারজে রাহিত নামক স্থানে আগমন করেন এবং সেখানে অবতরণ করেন। ইব্ন যিয়াদ দামেশকে অবস্থান করতে লাগলেন। বনূ উমাইয়া তাদমুর নামক স্থানে অবস্থান করছিল। আর খালিদ ও আবদুল্লাহ্ আল জারীয়া নামক স্থানে তাদের মামা হাস্সানের কাছে অবস্থান করছিল। ইব্ন যিয়াদ মারওয়ানের কাছে পত্র লিখে তাকে জনগণের কাছে স্বীয় নিজের দাবী প্রকাশ করার জন্য জনগণকে আহবান জানান। মারওয়ান খালিদ ইব্ন ইয়াযীদের মাতা উম্মে হাশিম বিনত হাশিম উতবা ইব্ন রাবীআকে বিবাহ করেন। তার বিষয়টি প্রসিদ্ধি লাভ করল এবং জনগণ তার প্রতি বায়'আত করল ও জনগণ তার সাথে ঐক্যমত ঘোষণা করল। মারওয়ান আদ দাহ্হাক ইব্ন কাইসের প্রতি মারজে রাহিতে গমন করে। সেখানে উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ এবং তার ভাই আব্বাদ ইব্ন যিয়াদও সেখানে হাযির হয়। মারওয়ানের সাহায্যে আগত সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩ হাজার।

মারওয়ানের পক্ষ থেকে দামেশকে যাকে শাসক নিয়োগ করা হয় তার নাম ইয়াযীদ ইব্ন আবূ্ননমর্ আর দামেশক হতে আদ দাহ্হাক (রা)-এর নিযুক্ত শাসককে বের করে দেয়া হয়। তিনি অস্ত্রশস্ত্র ও জনবল দিয়ে মারওয়ানকে সাহায্য করতে লাগলেন। কারো কারো মতে, ঐ

সময় দামেশকের সহকারী প্রশাসক ছিলেন আবদুর রহমান ইব্‌ন উম্মুল হাকীম। মারওয়ান তার সেনাবাহিনীর ডান পার্শ্বে উবাইদুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদকে নিযুক্ত করে এবং বাম পার্শ্বে নিযুক্ত করে আমর ইব্‌ন সাঈদ আল আস'কে। আদ দাহ্‌হাক (রা) আন নু'মান ইব্‌ন বাশীরের কাছে লোক প্রেরণ করেন। হিমসবাসীদের সেনাপতি ছিলেন শুরাহবীল ইব্‌ন যুলকালা। আদ দাহ্‌হাক সাহায্যে আরো এগিয়ে আসেন যুফর ইব্‌ন হারিছ আল কিলাবী। তিনি ছিলেন কিন্নাসারীনবাসীদের আমীর।

আদ দাহ্‌হাক (রা)-এর সৈন্য সামন্ত ছিল ৩০ হাজার সেনাবাহিনীর ডান পাশে ছিলেন যিয়াদ ইব্‌ন আমর আল ওকাইলী এবং বাম পাশে ছিলেন যাকারীয়া ইব্‌ন শিমার আল হিলালী। উভয় পক্ষের সৈন্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিল এবং মারজ রাহিত নামক স্থানে ২৯ দিন যাবত তুমুল যুদ্ধ চলতে থাকে। প্রতিদিন তাদের এক সেনাবাহিনী অন্য সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে তুমুল যুদ্ধ করত। তারপর উবাইদুল্লাহ্ মারওয়ানকে ইঙ্গিত করল যাতে, সে শত্রু সৈন্যদেরকে সন্ধির জন্য প্রতারণামূলক আহ্বান জানায়। কেননা যুদ্ধের অপর নাম প্রতারণা। আর সে মারওয়ানকে বলল, আপনি এবং আপনার সাথীরাই ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম করছেন। আর শত্রুরা অসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সন্ধির কথাটি সেনাবাহিনীর মাঝে প্রচার হল। তারপর মারওয়ানে সাথীরা বিশ্বাসঘাতকতা করল এবং শত্রু সৈন্যদেরকে প্রচণ্ড যুদ্ধের মাধ্যমে হত্যা করতে লাগল। আদ দাহ্‌হাক (রা) অশেষ ধৈর্যধারণ করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত আদ দাহ্‌হাক ইব্‌ কাইস (রা) যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিহত হন। তাঁকে যে লোকটি হত্যা করে তার নাম যাহমা ইব্‌ আবদুল্লাহ্। সে ছিল বনূ কালবের অন্তর্ভুক্ত। সে তাঁর প্রতি একটি খঞ্জর নিক্ষেপ করেছিল। এ খঞ্জরটি তাঁকে বিদ্ধ করে বের হয়ে গিয়েছিল। তিনি হত্যাকারীকে চিনতেন না।

মারওয়ান ও তাঁর সাথীরা অত্যন্ত ধৈর্যধারণ করেছিলেন, যতক্ষণ না শত্রুপক্ষ তাঁর সম্মুখ থেকে পলায়ন করে, মারওয়ান তখন ঘোষণা দিতে থাকেন, 'সাবধান' ! যারা পলায়ন করছে তাদের পেছন দিয়ে আক্রমণ করোনা। তারপর আদ দাহ্‌হাক (রা)-এর শির মারওয়ানের কাছে আনা হল। কেউ কেই বলেন, যে ব্যক্তি আদ দাহ্‌হাক (রা)-কে হত্যা করার জন্য প্রথম আঘাত করেছিল তার নাম রাওহ ইব্‌ন যাম্বা আল জুযামী। পরে মারওয়ান ইব্‌নুল হাকামের হাতেই সিরিয়ায় রাষ্ট্র স্থিতিশীল হয়। বর্ণিত আছে যে, মারজ রাহিতের দিন মারওয়ান নিজের প্রতি লক্ষ্য করে খুব কান্নাকাটি করছিল এবং বলছিলেন,এটা কি আমার জন্য দুর্ভাগ্য নয় যে, আমি বৃদ্ধ হয়েছি এবং দুর্বল হয়ে পড়েছি, তারপরও রাজ্যের জন্য আমি তলোয়ার দিয়ে যুদ্ধ করছি।

আমি বলি তার খিলাফাত বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। তা ছিল মাত্র নয়মাস। এ বিষয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

আদ-দাহ্‌হাক ইব্‌ন কাইস (রা)-এর জীবন কাহিনী

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবূ উমায়স আদ দাহ্‌হাক ইব্‌ন কাইস ইব্‌ন খালিদ আল আকবার ইব্‌ন ওহাব ইব্‌ন সালাবা ইব্‌ন ওয়াইলা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন শাইবান ইব্‌ন সালাবা ইব্‌ন ওয়াইলা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন শাহবান ইব্‌ন মাহারিব ইব্‌ন ফিহির ইব্‌ন মালিক আল ফিহরী। বিশুদ্ধ মতে তিনি ছিলেন একজন সাহাবী। তিনি রাসূল (সা) থেকে কয়েকটি হাদীস শুনেছেন। একদল তাবিঈ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ফাতিমা বিনত কাইস (রা)-এর ভাই। ফাতিমা (রা) তাঁর থেকে বয়সে দশ বছরের বড় ছিলেন। হযরত আবূ উবাইদা ইবনুল জাররাহ

(রা) ছিলেন তাঁর চাচা। এটি ইব্ন আবূ হাতিম (রা)-এর বর্ণনা। আবার কেউ কেউ বলেন, তিনি সাহাবী ছিলেন না।

ওয়াকিদী (র) বলেন, তিনি রাসূল (সা)-কে পেয়েছেন এবং পূর্ণ বয়স্ক হওয়ার পূর্বে তিনি রাসূল (সা) হতে হাদীস শুনেছেন। ওয়াকিদী (র)-এর অন্য একটি বর্ণনায় আছে যে, রাসূল (সা)-এর ওফাতের দু'বছর পূর্বে আদ দাহ্হাক জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দামেশক বিজয়ে অংশগ্রহণ করেন এবং সেখানে বসবাস করেন। দামেশকে বুরদা নদীর তীরে হিজরুয যাহাবের নিকটে তাঁর একটি বাড়ী ছিল। সিফফীনের যুদ্ধের সময় তিনি আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর পক্ষে দামেশকবাসীদের আমীর ছিলেন। আমীর মু'আবিয়া (রা) যখন কূফা দখল করেন তখন তিনি ৫৪ হিজরীতে তাঁকে সেখানের প্রশাসক নিয়োগ করেন।

ইমাম বুখারী (র) তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণনা করেন, একদিন আদ দাহ্হাক (রা) সালাতে সূরায়ে সা'দ তিলাওয়াত করেন এবং সালাতে তিলাওয়াতের সিজদা আদায় করেন। কিন্তু আলকামা (রা) ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর সাথীগণ সিজদার ব্যাপারে তার অনুসরণ করলেন না। তারপর আমীর মু'আবিয়া (রা) তাকে দামেশকের সহকারী প্রশাসক নিয়োগ করে নিজের কাছে রাখেন। তার ইনতিকাল পর্যন্ত এ ব্যবস্থা অব্যাহত থাকে পরে তার পুত্র ইয়াযীদ খলীফা মনোনীত হন এবং ইয়াযীদের পর তার সন্তান মু'আবিয়া ইব্ন ইয়াযীদ খলীফা মনোনীত হন এবং দ্বিতীয় মু'আবিয়ার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে বহাল ছিলেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আফফান ইব্ন মুসলিম হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যখন ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়া ইনতিকাল করেন তখন আদ দাহ্হাক ইব্ন কাইস (রা) আল হাইসাম (র)-এর কাছে একটি পত্র লিখেন ও পত্রে বলেন, তোমার উপর আল্লাহ্র রহমত হউক। সালাম পর সমাচার এই যে, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, "কিয়ামতের পূর্বে অন্ধকার রাত্রির টুকরার ন্যায় ফিৎনা দেখা দিবে, মানুষের শরীরের ন্যায় তার অন্তরও সে সময় মরে যাবে, দিনের সকালে মানুষ মু'মিন থাকবে কিন্তু বিকালে সে হয়ে যাবে কাফির, আবার সন্ধ্যায় মানুষ থাকবে মু'মিন কিন্তু ভোরে হয়ে যাবে কাফির বহু সম্প্রদায়ের লোকেরা দুনিয়ায় সামান্য স্বার্থের জন্য চরিত্র ও ধর্মকে বিক্রি করে দিবে। ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়া মারা গিয়েছে আর তোমরা আমাদের ভাই, কাজেই তোমরা আমাদের সাথে প্রতিযোগিতা করো না। আমদেরকে আমাদের নিজের কাজ স্বাধীনভাবে করতে দাও।

ইব্ন আসাকির ইব্ন কুতাইবা ও অন্য বর্ণনাকারীদের বরাতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একদিন আদ দাহ্হাক ইব্ন কাইস (রা) আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন আমীর মু'আবিয়া (রা) তার জন্য একটি কবিতা পাঠ করলেন,

تطاولت للضحاك حتى رددته – الى حسب فى قوم لتقاصر –

"আদ দাহ্হাক (রা)-এর জন্য আমি বহু কিছু করেছি, এমনকি তাকে আমি উচ্চ মর্যাদার দিকে টেনে তুলেছি, যদিও সে তার সম্প্রদায়ের মধ্যে নিম্ন শ্রেণীর লোক বলে পরিচিত ছিল।"

আদ দাহ্হাক (রা) বলেন, "আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা জানে যে, আমরা এমন লোক যারা প্রায়শ ঘোড়ার উপরেই সওয়ার থাকে। আমীর মু'আবিয়া (রা) বললেন, "তুমি সত্য

বলেছ, তোমরা এমনি ধরনের লোক যারা সব সময় ঘোড়ার চালক হিসেবে ঘোড়ায় সওয়ার থাক আর আমরা যাত্রী হিসেবে সওয়ার থাকি।" এর দ্বারা আমীর মু'আবিয়া (রা) বুঝতে চেয়েছেন যে, তোমরা ঘোড়ার চালক ও রক্ষণাবেক্ষণকারী আর আমরা ঘোড়ায় আরোহণকারী যাত্রী। তিনি এখানে احلاس الخيل কথাটি বলেছেন। মূল শব্দটি হল حلس তার অর্থ হল গদির নীচে ঘোড়ার পিঠের উপর যে চাদর বিছিয়ে দেয়া হয় যেমন উট ও অন্যান্য জানোয়ারের পিঠে চাদর আটকিয়ে দেয়া হয়।

বর্ণিত আছে যে, একদিন দামেশকের একজন মুয়াযযিন আদ দাহ্হাক (রা)-কে বলেন, আল্লাহ্র শপথ ! হে আমীর ! আমি আপনাকে আল্লাহ্র ওয়াস্তে অত্যন্ত ভালবাসি। আদ দাহ্হাক (রা) বললেন, কিন্তু আমি আল্লাহ্র শপথ ! আল্লাহ্র ওয়াস্তে আপনাকে অপছন্দ করি। মুয়াযযিন বলেন, কেন ? আল্লাহ্ আপনাকে সুমতি দিন। আদ দাহ্হাক (রা) বললেন, কেননা আপনি আযানে রিয়া করেন। অর্থাৎ লোক দেখাবার জন্য আযান দিয়ে থাকেন এবং আযান শিক্ষা দিয়ে আপনি পারিশ্রমিক গ্রহণ করে থাকেন।

মারজ রাহিতের দিন, আদ দাহ্হাক (রা) নিহত হন। আর আল-লাইস ইব্ন সা'দ, আবূ উবাই, ওয়াকিদী, ইব্ন যির ও মাদায়িনীর ন্যায় ইতিহাসবিদদের মতে তা ছিল ৬৪ হিজরীর যিলহজ্জ মাসের ১৫ তারিখ।

আন নু'মান ইব্ন বাশীর (রা)

এ বছরই আন নু'মান ইব্ন বাশীর আল আনসারী (রা) নিহত হন। তাঁর মায়ের নাম ছিল, আম্মারা বিনত রাওয়াহা। নু'মান (রা) ছিলেন প্রথম সন্তান, যিনি হিজরতের পরে মদীনায় আনসারদের মধ্যে প্রথম জন্মগ্রহণ করেন। আর তা ছিল ছয় হিজরীর জমাদিউল আউয়াল মাস। জন্মের পর তার মাতা তাকে নিয়ে রাসূল (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হন। রাসূল (সা) তাঁকে 'তাহনীক' করান অর্থাৎ কিছু খেজুর চিবিয়ে তার মুখে দেন এবং তার মাকে সুসংবাদ দেন যে, সন্তানটি খুবই সুখে জীবন যাপন করবে। সন্তানটি শাহাদাত বরণ করবে ও জান্নাতে প্রবেশ করবে। বাস্তবিকই আন নু'মান ইব্ন বাশীর (রা) সুখে যিন্দেগী অতিবাহিত করেন এবং আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর পক্ষে ৯ মাস যাবত তিনি কূফার আমীর ছিলেন।

তারপর তিনি সিরিয়ায় বসবাস করেন এবং সেখানে ফুযালা ইব্ন উবাইদের পর তিনি বিচারপতির আসন অলংকৃত করেন। আর হযরত আবুদ দারদা (রা)-এর পর ফুযালা বিচারপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন। হযরত আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর পক্ষে তিনি হিমস প্রদেশের নায়িব ছিলেন। তিনি ছিলেন ঐ ব্যক্তি যিনি রাসূল (সা)-এর বংশধরকে ইয়াযীদের হুকুমে দামেশক হতে মদীনা সসম্মানে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন। তিনিই রাসূল (সা)-এর বংশধরের প্রতি ইহসান করার জন্য ইয়াযীদকে পরামর্শ দান করেছিলেন। ফলে ইয়াযীদ তাঁদের জন্য সমবেদনা প্রকাশ করে তাঁদের প্রতি ইহসান করে এবং তাঁদেরকে সম্মান করে। এরপর মারজ রাহিতের ঘটনার দিন আদ দাহ্হাক ইব্ন কাইস (রা) নিহত হওয়ার পূর্বে হিমবাসীদের দ্বারা আন নু'মান (রা) দাহ্হাককে সাহায্য করেছিলেন। শত্রু সৈন্যরা আন নু'মান ইব্ন বাশীর (রা)-কে মারজ রাহিতের দিন একটি গ্রামে একটি নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। গ্রামটির নাম ছিল বীরীন। তাঁকে যে লোকটি হত্যা করেছিল তার নাম

খালিদ ইব্‌ন খালী আল মাযিনী খালী ইব্‌ন দাউদও মারজ রাহিতে নিহত হন। আর তিনি ছিলেন খালিদ ইব্‌ন খালীর দাদা।

আন নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা)-এর কন্যা তার শোকগাথায় বলেন-

ليت ابن مرنة وابنه — كانوا لقتلك واقية -

যদি ইব্‌ন মারনাহ ও তার পুত্র তোমার হত্যার পরিবর্তে তোমার প্রতিরক্ষায় যোগ দিত তাহলে তা মঙ্গলময় হত ! আর বনূ উমাইয়ার সব ধ্বংস হয়ে যেত, তাদের মধ্যে একজন বাকী থাকত না। ডাকহরকরা আন নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা)-এর মৃত্যুর সংবাদ পরিবেশন করে। সাহায্যকারী বনূ কিলাবের জন্য অত্যন্ত আফসোস, তারা তার মাথা নিয়ে বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা করত। কিন্তু ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া তাদের আশা নিপাত করল। আমি অবশ্য তোমার জন্য গোপনে ক্রন্দন করব। আমি যতদিন যাবত দুনিয়ার হিংস্র জনগণের সাথে জীবন যাপন করব ততদিন পর্যন্ত আমি তোমার জন্য ক্রন্দন করব।"

কথিত আছে যে, একদিন হামাদানের কবি আশা আন নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা)-এর নিকট গমন করেন। তিনি তখন হিমস-এর শাসক ছিলেন এবং তিনি ছিলেন অসুস্থ। আন নু'মান (রা) তাকে বললেন, তুমি কি জন্য এসেছ ? তিনি বললেন, যাতে আপনি আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক বহাল রাখেন। আমার আত্মীয়তা সংরক্ষণ করেন এবং আমার ঋণ পরিশোধ করেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ ! আমার কাছে কিছুই নেই তবে আমি লোকজনকে বলব, যেন তারা তোমাকে কিছু দান করে। তারপর তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং মিম্বরে আরোহণ করলেন ও বললেন, হে হিমসবাসীরা ! ইনি তোমদের কাছে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করছেন। তোমরা কী মনে কর ? তারা বললেন, আপনি আমাদের সম্পদ থেকে কিছু দেয়ার আদেশ করুন। তিনি তা অস্বীকার করেন।

তারপর তাঁরা বললেন, আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, আমাদের সম্পদ থেকে মাথা পিছু দুই দীনার প্রদান করব। আর তাদের আদম শুমারীর রেকর্ড অনুযায়ী তাদের মোট জনসংখ্যা ছিল ২০ হাজার। আন নু'মান (রা) বাইতুলমাল থেকে ৪০ হাজার দীনার অগ্রিম অর্পণ করলেন। জনসাধারণের নির্ধারিত ভাতা প্রদানের সময় মাথাপিছু দুই দীনার কেটে রাখলেন।

আন নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা) যে সব নসীহত করেন তার কিছু অংশ নিম্নে বর্ণনা করা হল। তিনি বলেন ঃ

ان اهلكته كل اهلكته ان تحمل السيئات في زمان البلاء —

"সবচাইতে বড় ধ্বংসের বস্তু হল বালা মুসীবতের সময় পাপের কাজ করা।"

ইয়াকূব ইব্‌ন সুফিয়ান (রা) আল জাইসাম ইব্‌ন মালিক আত্তায়ী হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আন নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা)-কে মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি, "আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, 'শয়তানের কিছু গর্বের বস্তু রয়েছে। আর ঐ সব গর্বের বস্তুর মধ্য থেকে একটি আল্লাহ্‌র নিয়ামত নিয়ে গর্ব করা। আল্লাহ্‌র প্রতিদান নিয়ে গর্ব করা এবং আল্লাহ্ বান্দাদের উপর গর্ব করা, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের সন্তুষ্টির জন্য কাঙ্খিত বস্তুর অনুসন্ধান করা।

তাঁর বর্ণিত যে সব বিশুদ্ধ হাদীস পাওয়া যায়, সেগুলোর মধ্যে ইমাম বুখারী ও মুসলিমের উল্লিখিত নিম্নের হাদীসটি অত্যন্ত সুপরিচিত। রাসূল (সা) বলেন, ان الحلال بين الحج "যা কিছু হালাল তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত এবং যা কিছু হারাম তাও সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত। এ দু'টো

ব্যতীত যা কিছু আছে এগুলো হল সন্দেহযুক্ত বস্তু হতে সাবধানতা অবলম্বন করে সে তার দীন ও সম্মানকে সুরক্ষিত করলো, আর যে ব্যক্তি এসব সন্দেহযুক্ত বস্তুতে পতিত হলো, সে যেন নিষিদ্ধ বস্তুতে পতিত হলো। যেমন কোনো রাখাল নিষিদ্ধ এলাকার চারদিকে পশু চরায়, যে কোনো সময় নিষিদ্ধ এলাকায় পশু চরানোর আশংকা তার মধ্যে বিরাজ করে। সাবধান ! প্রত্যেক শাসকের নিষিদ্ধ এলাকা রয়েছে, সাবধান ! আল্লাহ্র নিষিদ্ধ এলাকা তার ঘোষিত নিষেধাবলী। সাবধান ! শরীরে এমন এক টুকরো গোশত আছে যখন তা বিশুদ্ধ থাকে তখন সারা শরীর বিশুদ্ধ থাকে। আর যখন তা নষ্ট হয়ে যায় তখন সারা শরীরও নষ্ট হয়ে যায়। সাবধান,আর সেটা হলো কালব (অন্তর)। ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেন।

আবূ মিসহার বলেন, আন নু'মান ইব্ন বাশীর (রা) হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা)-এর পক্ষ থেকে হিমস প্রদেশের শাসক ছিলেন। যখন মারওয়ান খলীফা মনোনীত হন নু'মান ইব্ন বাশীর (র) সেখান থেকে পলায়ন করেন। খালিদ ইব্ন খালী আল কিলাবী তার পিছু নেয় এবং তাকে হত্যা করে। আবূ উবাইদা প্রমুখ বলেন, 'এ বছরই উপরোক্ত ঘটনাটি ঘটেছিল।'

মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ নিজস্ব সনদে বর্ণনা করেন, একদিন হযরত আমীর মু'আবিয়া (রা) একটি অত্যন্ত সুন্দরী মহিলাকে বিবাহ করেন। তারপর তার দুই স্ত্রীর একজন মাইসূন[১] অথবা ফাখতাকে তার কাছে প্রেরণ করেন, যেন সে তাকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে। যখন সে তাকে দেখল তখন তাকে অত্যন্ত পছন্দ করল। তারপর সে আমীর মু'আবিয়া-এর কাছে ফেরত আসল। আমীর মু'আবিয়া (রা)তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তাকে তুমি কেমন দেখলে ?" সে বলল, "মহিলাটি অপূর্ব সুন্দরী তবে আমি তার নাভীর নীচে একটি কালো তিল দেখলাম। আর আমি ধারণা করি যে, তার স্বামী কোন একদিন নিহত হবে এবং তার কোলে স্বামীর মাথা রাখা হবে।

এরপর মু'আবিয়া (রা) তাকে তালাক দিয়ে দেন এবং আন নু'মান ইব্ন বাশীর (রা) তাকে বিবাহ করেন। যখন তিনি ৬৫ হিজরীতে নিহত হন তখন তার কোলে হযরত আন নু'মান ইব্ন বাশীরের মাথা রাখা হয়। সুলাইমান ইব্ন যীর বলেন, ৬৫ হিজরীতে আবার কেউ কেউ বলেন ৬০ হিজরীতে। তবে প্রথম তারিখটি বিশুদ্ধ।

মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা ইব্ন নওফাল ইনতিকাল করেন। তিনি ছিলেন কিশোর সাহাবী। তিনি কা'বা ঘরের হাজরে আসওয়াদের নিকট সালাত আদায় করছিলেন। এমন সময় দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের একটি পাথর তাঁর উপর এসে পড়ে। তিনি ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা)-এর পক্ষের লোক। তিনি ঐসব ব্যক্তিত্বের অন্তর্গত ছিলেন, যাঁরা মক্কা অবরোধের সময় নিহত হন। তাঁর পূর্ণ নাম ছিল, আবূ আবদুর রহমান আল মিসওয়ার ইব্নুল মাখরামা ইব্ন নওফাল আয যুহরী। তাঁর মায়ের নাম ছিল আতিকা, যিনি আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা)-এর বোন ছিলেন। তিনি সাহাবী ছিলেন এবং হাদীসও বর্ণনা করেছেন। তিনি হযরত আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট প্রতিনিধি হিসেবে গমন করেছিলেন। তিনি হযরত উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা)-এর সাহচর্যে থাকতেন।

কেউ কেউ বলেন, তিনি ছিলেন এমন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত যাঁরা সওমে দাহার (একাধারে কয়েকদিন রোযা রাখা) করতেন। যখন তিনি মক্কায় আগমন করতেন তখন প্রতিদিনের

---

১. মূল গ্রন্থে 'কাইসূন' মুদ্রিত রয়েছে।

অনুপস্থিতির জন্য সাতবার তাওয়াফ করতেন এবং দু'রাকাআত সালাত আদায় করতেন। কথিত আছে যে, তিনি কাদেসিয়ার যুদ্ধের দিন একটি রুবী পাথরে খচিত স্বর্ণের বদনা পেয়েছিলেন। তিনি জানতেন না, এটা কী ? পারস্যের এক ব্যক্তি তার সাথে সাক্ষাত করলে তাকে তিনি এ বদনার কথা বলেন। তখন লোকটি তাকে বলল, দশ হাজার দীনারের পরিবর্তে এটা আমার কাছে বিক্রি করুন। তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, এটাতো একটি মূল্যবান জিনিস। তারপর তিনি এটা সহ একজন লোককে সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-এর নিকট প্রেরণ করেন। সেনাপতি এটাকে অতিরিক্ত গনীমতের মাল হিসেবে গণ্য করেন ও তার কাছে বিশেষ দান হিসাবে ফেরত পাঠালেন। তিনি তখন এটাকে এক লাখ দীনারের বিনিময়ে বিক্রি করেন।

আমীর মু'আবিয়া (রা) যখন ইনতিকাল করেন তখন তিনি মক্কায় আগমন করেন এবং ক্ষেপণাস্ত্রের পাথর তাঁকে আঘাত করে। তিনি তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা)-এর পক্ষে ছিলেন। শত্রু সৈন্যরা কা'বা শরীফে পাথর নিক্ষেপ করেছিল। পাঁচ দিন পর তিনি উপরোক্ত আঘাতের কারণে ইনতিকাল করেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা) তাঁকে গোসল দেন। আল হজূনে যে সব লাশ নেয়া হয়েছিল তাদের সাথে তাঁর লাশকেও সেখানে নেয়া হয়। ঐ স্থানটি লাশে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। হযরত উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা)-এর আমলে আল মিসওয়ার ইব্ন আল মাখরামা (রা) খাদ্য মজুদ করেছিলেন। তারপর তিনি আকাশে একটি মেঘখণ্ড দেখলেন। তখন তিনি এটা খারাপ মনে করলেন। এর পরদিন সকালে যখন তিনি বাজারে আগমন করেন তখন তিনি ঘোষণা দিলেন, যে আমার কাছে আগমন করবে তাকে আমি দান করব।

হযরত উমর (রা) বলেন, হে আবূ মাখরামা ! তুমি কি পাগল হয়ে গেছ ? তিনি বললেন, না। আল্লাহ্র শপথ ! হে আমীরুল মু'মিনীন ! বরং আমি একটি মেঘখণ্ড দেখেছিলাম। তখন আমি এটাকে মানুষের জন্য খারাপ লক্ষণ মনে করেছিলাম। তাই এ খাদ্যের দ্বারা কোন কিছু লাভবান হওয়াটাও আমি খারাপ মনে করেছিলাম। উমর (রা) তাকে বললেন, আল্লাহ্ তোমাকে কল্যাণকর বিনিময় প্রদান করুন। হিজরতের দু'বছর পর আল মিসওয়ার (রা) জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।

আল-মুনযির ইব্ন যুবাইর ইব্ন আওয়াম (র)

হযরত উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা)-এর আমলে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মায়ের নাম ছিল হযরত আসমা বিনত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)। ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়া-এর সাথে আল মুনযির কনস্টানটিনোপল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। হযরত আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর কাছে তিনি একটি প্রতিনিধিদলের প্রধান হিসেবে গমন করেছিলেন এবং তাঁকে এক খণ্ড যমীন প্রদান করেছিলেন। তবে এ অর্থ হস্তগত হওয়ার পূর্বেই হযরত আমীর মু'আবিয়া (রা) ইনতিকাল করেন। আল মুনযির ইব্ন যুবাইর এবং উসমান ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাকীম ইব্ন হিযাম দিনের বেলায় সিরিয়াবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন এবং রাতের বেলায় তাদেরকে খাবার খাওয়াতেন। মক্কায় অবরোধ কালে তার ভাইসহ আল মুনযির মক্কায় নিহত হন। যখন হযরত আমীর মু'আবিয়া (রা) ইনতিকাল করেন তখন তিনি আল মুনযিরকে ওসীয়ত করেন যেন তিনি তার কবরে অবতরণ করেন।

মুসআব ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (র)

তিনি ছিলেন একজন দীনদার বিদ্বান যুবক। মক্কা অবরোধের সময় হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইর (রা)-এর সাথে মুসআব নিহত হন। হাররার ঘটনায় যাঁরা নিহত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন মুহাম্মাদ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন কা'ব আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ কাতাদাহ্, আবূ হাকিম, মুয়ায ইব্‌ন আল হারিস আল আনসারী। যাঁকে হযরত উমর (রা) লোকজনকে নিয়ে সালাত আদায় করার জন্য ইমাম নিয়োগ করেছিলেন। যয়নাব বিনত উম্মে সালামার দু'সন্তান ঐদিন নিহত হয়েছিল। যায়দ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা আল আনসারীও ঐ দিন নিহত হয়েছিলেন তার সাথে তাঁর সাত ভাই এবং তাঁদের ব্যতীত আরো অনেকেও নিহত হয়েছিল। এ বছরই আল আখনাফ ইব্‌ন সুরাইক ইনতিকাল করেছিলেন। তিনি মক্কা বিজয়ে অংশগ্রহণ করেন এবং সিফফিনের যুদ্ধে হযরত আলী (রা)-এর পক্ষে যুদ্ধ করেন।

৬৪ হিজরীতে বহু যুদ্ধ বিগ্রহ সংঘটিত হয়েছিল এবং পূর্বাঞ্চলীয় শহরগুলোতে বহু বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছিল। খুরাসানের শহরগুলোতে এক ব্যক্তি বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তার নাম আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন খাযিম। সে রাষ্ট্রের কর্মকর্তাদেরকে পরাস্ত করে ও তাদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করে। আর ইয়াযীদ ও তার পুত্র মু'আবিয়ার মৃত্যুর পর এবং ঐসব অঞ্চলে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইর (রা)-এর কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে ঘটনাটি ঘটেছিল। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন খাযিম ও আমর ইব্‌ন মারসাদের মধ্যে বহু যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যেগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। এসব যুদ্ধে একদল অন্যদলের উপর প্রভাব বিস্তার করার জন্য সংঘটিত হয়েছিল।

ওয়াকিদী (র) বলেন, মু'আবিয়া ইব্‌ন ইয়াযীদের মৃত্যুর পর এ বছরেই অর্থাৎ ৬৪ হিজরীতে খুরাসানবাসীরা সালামা ইব্‌ন যিয়াদের হাতে বায়'আত গ্রহণ করে এবং তাকে তারা অত্যন্ত ভালবাসে। এমনকি তারা ঐ বছরেই এক হাজার সন্তানের নাম তাঁর নামানুসারে রাখে। তারপর তাঁর সাথে তারা বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং মতবিরোধ করে। সালামা তখন তাদের মধ্যে হতে বের হয়ে গেল এবং মুহাল্লাব ইব্‌ন আবূ সাফরাহকে তাদের আমীর হিসেবে রেখে গেল। এবছরই শীয়াদের একটি দল কূফায় সুলাইমান ইব্‌ন সুরাদ (রা)-এর কাছে সমবেত হয় এবং আন নাখীলা নামক স্থানে একত্রিত হওয়ার অঙ্গিকার করে যাতে তারা হযরত ইমাম হুসাইন ইব্‌ন আলী (রা)-এর খুনের প্রতিশোধ নিতে পারে। এ ব্যাপারে তারা জোর প্রচেষ্টায় রত ছিল আর এ ব্যাপারে তারা দৃঢ়সংকল্প নিয়েছিল।

৬১ হিজরীর মুহররমের দশ তারিখ আশূরার দিন কারবালা ময়দানে হযরত ইমাম হুসাইন (রা)-এর শাহাদাত বরণ করার ক্ষেত্রে তারা যেরূপ ভূমিকা পালন করেছিল তার জন্য তারা অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছিল। তারা তার কাছে লোক প্রেরণ করেছিল, পত্র প্রেরণ করেছিল।

তারপর তিনি যখন তাদের কাছে আগমন করেছিলেন তখন তারা তাঁর পক্ষ ত্যাগ করেছিল। তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং তারা তাঁকে কোন প্রকার সাহায্য-সহায়তা করে নি। এখন তারা সংযোগের চেষ্টা করছে, যে সংযোগ এখন আর কোন উপকারে আসবে না। তারা প্রসিদ্ধ সাহাবী সুলাইমান ইব্‌ন সুরাদ (রা)-এর ঘরে একত্রিত হয় আর তাদের মধ্যে ছিলেন পাঁচজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। তাঁরা হলেন, সুলাইমান ইব্‌ন সুরাদ সাহাবী আল

মুসায়্যাব ইব্‌ন নুজবাতুল ফাযারী। হযরত আলী (রা)-এর নেতৃস্থানীয় সাথীদের অন্যতম আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন নুফাইল আল আযদী, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ওয়াল আত্তায়ী, রিফাআ ইব্‌ন শাদ্দাদ আল বাজালী। তাঁরা সকলেই হযরত আলী (রা)-এর সাথীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তারা সকলে বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য ও নসীহত পেশ করার পর হযরত সুলাইমান ইব্‌ন সুরাদ (রা)-কে তাদের নেতা নির্বাচন করার ক্ষেত্রে ঐক্যমতে পৌছেন। তারা পরস্পর ওয়াদা অঙ্গিকার করেন, চুক্তি করেন এবং আন নাখীলা (খেজুর বাগান) নামক স্থানে একত্রিত হওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় করেন।

৬৫ হিজরীতে তাদেরকে উপরোক্ত স্থানে যে ব্যক্তি আহবান করে নিয়ে যাবে তাও সাব্যস্থ হলো। তারপর তারা অর্থ, অস্ত্র, পাথেয় ও রসদ ইত্যাদি সংগ্রহ করেন।

তাদের মধ্যে বক্তব্য পেশ করার জন্য আল মুসহাব ইব্‌ন নুজাবা দণ্ডায়মান হলেন, আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণগান করলেন এবং বললেন, অতঃপর আমি আরয করি যে, আমরা দীর্ঘ হায়াত ও সীমাহীন বিপর্যয়ের মাধ্যমে আমরা পরীক্ষার বস্তুতে পরিণত হয়েছিলাম। আল্লাহ্ আমাদেরকে এসব দিয়ে পরীক্ষা করেছেন এবং আমাদেরকে রাসূল (সা)-এর কন্যার সন্তানের সাহায্যে তিনি মিথ্যাবাদী পেয়েছেন। আমরা তাঁর কাছে পত্র লিখেছিলাম ও তাঁর সাথে যোগাযোগ করেছিলাম। তিনি আমাদেরকে সাহায্য করার জন্যে ছুটে এসেছিলেন। কিন্তু আমরা তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করেছি, তাঁর সাথে ওয়াদা খেলাফ করেছি। তাঁকে আমরা এমন লোকদের কাছে পৌছিয়ে দিয়েছি যাঁরা তাকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে, তাঁর পরিবার-পরিজনকে হত্যা করেছে, তার যোগ্যতা সম্পন্ন আত্মীয়স্বজনকে হত্যা করেছে। আমরা তাদেরকে নিজেদের শক্তি দিয়ে সাহায্য করিনি এবং ভাষা দিয়েও তাদের থেকে শত্রুকে প্রতিহত করিনি। আর তাদেরকে আমাদের অর্থ সম্পদ দিয়েও শক্তিশালী করিনি। কাজেই আমাদের সকলের জন্য দুর্ভাগ্য। এ দুর্ভাগ্য সর্বকালেই আমাদেরকে উৎপীড়ন করবে এবং শান্তি দিবে না যতক্ষণ না তার হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করি এবং যারা তার উপরে অত্যাচার করেছিল তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করি। তাই আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব, যদিও তাতে আমাদের অর্থ খরচ হবে, আমাদের শহর বিনষ্ট হবে কিংবা আমরা নিহত হব। হে জনগণ ! এ ব্যাপারে তোমরা সকলে মিলে এক ব্যক্তির ভূমিকায় উপনীত হবে, তোমাদের সৃষ্টিকর্তার কাছে তওবা করবে ও প্রয়োজনে তোমাদের জান দিবে। আর এটাই তোমাদের স্রষ্টার নিকট তোমাদের জন্য শ্রেয়। তিনি নাতিদীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। তারপর তারা তাদের সকল ভাইয়ের নিকট পত্র লিখেন, যাতে আগামী বছর তারা আন নাখীলা নামক স্থানে সমবেত হন।

সুলাইমান ইব্‌ন সুরাদ (রা) আল-মাদায়িনের আমীর সা'দ ইব্‌ন হুযাইফা ইব্‌ন আল ইয়ামানকে পত্র লিখেন এবং এ পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করতে আহবান জানান। তিনি তার আহবানে সাড়া দেন এবং আল মাদায়িনের বাসিন্দাদের হতে যারা তাঁর বাধ্য তাদেরকেও এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করার জন্য আহবান জানান। তাঁরা সকলেই এ আহবান কবুল করার জন্য এগিয়ে আসেন। তাঁর প্রতি তাঁরা ঝুঁকে পড়লেন এবং নির্দিষ্ট তারিখে আন নাখীলা নামক স্থানে সমবেত হওয়ার জন্য ওয়াদাবদ্ধ হলেন। সা'দ ইব্‌ন হুযাইফা সুলাইমান ইব্‌ন সুরাদ (রা)-এর কাছে বিস্তারিত জানিয়ে পত্র লিখেন। আল মাদায়িনবাসীগণ

এ ব্যাপারে একমত হওয়ায় কূফাবাসীগণ খুশী হলেন এবং এ ব্যাপারে তাদের আগ্রহ দেখে তারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন।

যখন ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়া মারা যায় এবং তার পুত্র মু'আবিয়াও কিছুদিন পর মারা যায় তখন কূফাবাসীরা খিলাফতের ব্যাপারে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতে লাগলেন এবং ধারণা করতে লাগলেন যে, সিরিয়াবাসীরা ইতিমধ্যে দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাদের মধ্যে এরূপ কোন সবল ব্যক্তি নেই, যে তাদের জন্য খিলাফত রক্ষা করতে পারে। তাই তাঁরা হযরত সুলাইমান ইব্ন সুরাদ (রা)-এর সাথে সংগ্রামের ব্যাপারে আলোচনা করতে লাগলেন এবং নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই আন নাখীলা নামক স্থানে পৌঁছতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। তিনি তাদেরকে একাজে নিষেধ করলেন এবং বললেন, না, যতক্ষণ না আমাদের ভাইদের সাথে কৃত ওয়াদা মোতাবেক নির্ধারিত সময় সঞ্চয় করতে লাগলেন, অথচ সাধারণ জনগণ এ ব্যাপারে কোন প্রকার অবগত হয়নি। তখন কূফাবাসীদের অধিকাংশ লোকই কূফায় নিযুক্ত উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদের নায়িব আমর ইব্ন হুরাইসের দিকে ধাবিত হলো এবং তারা তাঁকে প্রাসাদ থেকে বের করে দিল।

অন্যদিকে তারা আমর ইব্ন মাসউদ ইব্ন উমাইয়া ইব্ন খালফ ওরফে দাহরুজা-এর সাথে অভিন্ন মত পোষণ করে। তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা)-এর জন্য বায়'আত করেন এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা)-এর পক্ষ থেকে কোন কর্মকর্তা নিয়োগ না আসা পর্যন্ত তিনিই যাবতীয় কাজ কর্মের দেখাশুনা করতে লাগলেন।

৬৪ হিজরীর রমযান মাসের ২২ তারিখ শুক্রবার দিন আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা)-এর পক্ষ থেকে দু'জন আমীর কূফার আগমন করেন। তাদের একজন হলেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ আল খাতমী। তিনি যুদ্ধ বিগ্রহ ও সীমান্ত রক্ষায় নিয়োজিত হন।

আর দ্বিতীয়জন হলেন ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন তালহা ইব্ন উবাইদুল্লাহ্ আত্তাইমী। তিনি অর্থ ও কর ব্যবস্থার দায়িত্বে সম্পৃক্ত হন। আর তাঁদের এ দু'জনের আগমনের পূর্বে এ মাসের ১৫ তারিখ শুক্রবার দিন আল মুখতার ইব্ন আবূ উবাইদ কূফায় আগমন করেছিল। (আর সে-ই হল আল মুখতার ইব্ন আবূ উবাইদ আস সাকাফী, আল কাযযাব) সে এসে শীয়াদেরকে দেখতে পেল যে, তারা সুলাইমান ইব্ন সুরাদ (রা)-এর সাথে মিলিত হয়েছে। তারা তাঁকে অত্যন্ত সম্মান করে আর তারাই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। আল মুখতার যখন তাদের নিকট কূফায় আগমন করে তখন সে ইমাম মাহদীর ইমামত গ্রহণের প্রতি জনগণকে আহবান করে। তিনি হলেন, মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন আবূ তালিব। আর তিনিই হলেন গোপনে মুহাম্মদ ইব্নুল হানাফিয়া। আল মুখাতর তাকে মাহদী উপাধিতে ভূষিত করে।

শীয়াদের অনেকেই তার অনুসারী হল এবং সুলাইমান ইব্ন সুরাদ (রা) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। এখন শীয়ারা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তাদের অধিকাংশই সুলাইমান ইব্ন সুরাদ (রা)-এর সাথে মিলিত হয়ে জনগণকে তারা হযরত ইমাম হুসাইন (রা)-এর খুনের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সংগ্রাম করতে উৎসাহিত করে। আর অন্য একটি দল আল মুখতারের সাথে মিলিত হয়ে জনগণকে মুহাম্মদ ইব্নুল হানাফীয়ার ইমামত প্রতিষ্ঠা করার জন্য সংগ্রাম করতে উদ্বুদ্ধ করে। তবে এ ব্যাপারে মুহাম্মদ ইব্নুল হানাফিয়ার কোন আদেশ ছিল না।

কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক তাঁর সম্বন্ধে অলৌকিক বহু কথা রচনা করতে লাগল এবং জনগণের মধ্যে এগুলোর বহুল প্রচলন করতে লাগল, যাতে তারা নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করতে পারে।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা)-এর নিযুক্ত নায়িব আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ আল খাতমীর কাছে গুপ্তচর এসে পৌছে এবং শীয়াদের দু'দলের জনগণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা ও ইমাম মাহদীর দিকে আহবান করার ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় প্রদান করে এবং তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত প্রতিকার ও তাদের স্তব্ধ করার জন্য পুলিশ প্রেরণ ও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ইত্যাদি নানা রূপ পন্থায় তাদের সৃষ্ট বিপর্যয় ও অরাজকতার মোকাবেলা করার জন্য ইঙ্গিত প্রদান করে। তাই হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা)-এর প্রেরিত নায়িব আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ আল খাতমী জনগণের মাঝে খুতবা দেবার জন্য দাঁড়ালেন। এসব লোক যা কিছু করেছে এবং আরো কেউ হযরত ইমাম হুসাইন (রা)-এর খুনের প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে ইত্যাদি বর্ণনা করার পর আরো বলেন যে, তারা জানেন আমি হযরত ইমাম হুসাইন (র)-এর হত্যাকারীদের সাথে সম্পৃক্ত নই। আল্লাহ্র শপথ! আমি ঐ লোকদের অন্ত র্ভুক্ত যারা হযরত ইমাম হুসাইন (রা)-এর হত্যাকে একটি মুসিবত হিসেবে গণ্য করে ও খারাপ মনে করেন (আল্লাহ্ তার প্রতি রহমত নাযিল করুন)। কেউ আমার সাথে প্রথমে খারাপ ব্যবহার না করা পর্যন্ত আমি কারো সাথে বিবাদ-বিসম্বাদে লিপ্ত হব না। এসব লোক যদি ইমাম হুসাইন (রা)-এর খুনের প্রতিশোধ নিতে চায় তাহলে তারা যেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদের প্রতি ধাবিত হয়।

কেননা, সেই ইমাম হুসাইন (রা) ও তাঁর যোগ্য পরিবার পরিজনকে হত্যা করেছে। কাজেই তারা যেন তার থেকে প্রতিশোধ নেয়। নিজের দেশের লোকদের বিরুদ্ধে যেন তারা এরূপ করে তাহলে এটা হবে দেশবাসীর জন্য মারাত্মক ক্ষতি ও তাদেরকে নির্মূল করার হীন প্রচেষ্টা মাত্র।

তখন অন্য আমীর ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন তালহা উঠে দাঁড়ান এবং বলেন, হে জনগণ ! তোমাদেরকে যেন এই দুর্বলতা প্রকাশকারী কথা প্রতারিত না করে। আল্লাহ্র শপথ ! আমরা নিশ্চিতভাবে জানতে পেরেছি যে, এ সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে ইচ্ছা পোষণ করছে। আমরা তাদের পিতাকে পুত্রের পরিবর্তে ও পুত্রকে পিতার পরিবর্তে, বন্ধুকে বন্ধুর পরিবর্তে এবং স্থানীয় নেতাকে তার অধীনস্থ লোকদের পরিবর্তে গ্রেফতার করব এবং তাদরকে কারাগারে রাখব, যতক্ষণ না তারা সত্যের পথে ফিরে আসবে এবং বশ্যতা স্বীকার করবে।

একথা শুনে আল মুসায়্যিব ইবন নাজাবাতুল ফাযারী লাফ দিয়ে উঠেন এবং তার কথা কেটে বলতে থাকে, হে ওয়াদা ভঙ্গকারীদের সন্তান ! তুমি কি আমাদেরকে তোমার তলোয়ার ও জুলুমের ভয় দেখাচ্ছ ? আল্লাহ্র শপথ ! তুমি এর থেকে অনেক হীন। আমরা তোমাকে আমাদের প্রতি হিংসা রাখার জন্য তিরস্কার করছি না। আমরা এখন চাই এ প্রাসাদ থেকে বের হওয়ার পূর্বেই তোমাকে আমরা তোমার বাপ দাদার ঠিকানায় পৌছিয়ে দেব। ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন তালহা এর সাথীদের মধ্যে হতে একদল কর্মকর্তা মুসাআব ইব্ন নাজারাকে সাহায্য করে এবং তাদের মধ্যে বিরাট সংঘর্ষ দেখা দেয়। আর এভাবে বিরাট দুর্ঘটনা ঘটে যায়। আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ আল খাতামী তখন মিম্বর থেকে নেমে যান। উপস্থিত জনতা

দুই আমীরের মধ্যে মীমাংসা করে দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু তাদের জন্যে তা সম্ভব হয়নি। তারপর সুলাইমান ইব্ন সুরাদ (রা)-এর সাথী শীয়ারা তলোয়ার নিয়ে বের হয়ে আসে এবং জনগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য ইচ্ছা ব্যক্ত করে। তাই সুলাইমান ইব্ন সুরাদ (রা)-এর সাথে তারা একত্র হয়ে জাযীরা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যায়। তাদের ঘটনা অচিরেই বর্ণিত হবে।

আল মুখতার ইব্ন উবাইদ আস সাকাফী আল কাযযাব হযরত ইমাম হুসাইন (রা)-এর বিরোধিতার দিন থেকেই শীয়াদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করতে থাকেন। সে ইরাকের বাসিন্দাদেরকে নিয়ে সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হয়ে যায়। তারপর সে মাদায়িনে আশ্রয় নেয়। আল মুখতার মাদায়িনের নায়িব তার চাচাকে ইঙ্গিত করে যেন হযরত ইমাম হুসাইন (রা)-কে বন্দী করে ইয়াযীদ ইব্ন[1] মু'আবিয়া (রা)-এর কাছে প্রেরণ করা হয়। তাহলে সে তার কাছ থেকে সুযোগ-সুবিধা আদায় করতে পারবে। কিন্তু মুখতারের চাচা এরূপ কাজ থেকে বিরত থাকেন। এজন্য শীয়ারা মুখতারের প্রতি ঘৃণা করতে থাকে। মুসলিম ইব্ন আকীলের কূফায় আগমনের প্রেক্ষিতে যাবতীয় ঘটনা ঘটার পর যখন ইব্ন যিয়াদ মুসলিম ইব্ন আকীলকে হত্যা করে তখন মুখতার কূফায় অবস্থান করে।

ইতিমধ্যে ইব্ন যিয়াদের কাছে খবর পৌঁছে যে, মুখতার বলছে, আমি মুসলিমের সাহাযার্থে উঠে পড়ে লাগব এবং তার প্রতিশোধ গ্রহণ করব। তখন ইব্ন যিয়াদ তাকে তার সামনে হাযির করার এবং তার হাতের লাঠি দিয়ে তার চোখে মুখে আঘাত করে আহত করে দেয়া আর তাকে কারাগারে বন্দী করার জন্য হুকুম দেয়। মুখতারের কারাগারে যাওয়ার সংবাদটি তার বোনের কাছে যখন পৌঁছে তখন তিনি অত্যন্ত কান্নাকাটি করেন এবং তার জন্য বিলাপ করতে থাকেন। মুখতারের বোন ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর স্ত্রী। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়ার কাছে একটি পত্র লিখেন। ঐ পত্রে তিনি মুখতারকে কারাগার থেকে মুক্তি দানের সুপারিশ করেন।

ইয়াযীদ তখন ইব্ন যিয়াদের কাছে লোক প্রেরণ করে বলে, যখনি তোমার কাছে এ পত্রটি পৌঁছবে তখনি মুখতার ইব্ন উবাইদকে কারাগার থেকে বের করে দেবে। ইব্ন যিয়াদ বিরোধীতা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং বাধ্য হয়ে তাকে ছেড়ে দেয়। আর তাকে বলে, আমি যদি তোমাকে তিনদিন পর কূফার কোথাও দেখতে পাই তাহলে আমি তোমার শিরচ্ছেদ করে ছাড়ব। মুখতার তখন হিজাযের দিকে রওয়ানা হয়ে গেল এবং মনে মনে বলল, আল্লাহ্র শপথ ! আমি উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদের হাতের আঙ্গুলগুলো কেটে দেবো এবং হযরত ইমাম হুসাইন (রা)-এর পরিবর্তে এমন সংখ্যক লোককে হত্যা করব, যত সংখ্যক লোককে হত্যা করা হয়েছিল ইয়াহইয়া ইব্ন যাকারিয়ার পরিবর্তে।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা) যখন শক্তি সঞ্চয় করেন তখন মুখতার ইব্ন উবাইদ তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করে। আর তখন থেকে সে তার কাছে একজন বড় কর্মকর্তা হিসেবে গণ্য হয়। অন্যদিকে হুসাইন ইব্ন নুমাইর যখন সিরিয়াবাসীদের সহযোগিতায় আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা)-কে অবরোধ করে তখন মুখতার আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা)-এর পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ করে কিন্তু যখন তার কাছে ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়া এর মৃত্যু ও ইরাকবাসীদের

---

১. মূল গ্রন্থে ইয়াযীদের স্থলে মুআবিয়ার নাম মুদ্রিত রয়েছে।

বিশৃংখলার সংবাদ পৌছে তখন কোন ব্যাপারে আবদুল্লাহ্ ইবন্ যুবাইর (রা)-এর প্রতি সে অসন্তুষ্ট হয়ে যায়। কথিত আছে যে, তিনি পাঁচ মাস যাবত তাকে কোন কাজ না দিয়ে বসিয়ে রেখেছিলেন। তারপর মুখতার হিজায থেকে বের হয়ে কূফার দিকে রওয়ানা হয়। সে শুক্রবার দিন কূফায় প্রবেশ করে, তখন কূফার লোকজন সালাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল। সে যেকোন জায়গায়ই যেত সেখানের জনগণ তাকে সালাম করত।

আর সে বলত, আপনার বিজয়ের সুসংবাদ গ্রহণ করুন। তারপর সে মসজিদে প্রবেশ করে। আসরের সালাত আদায় পর্যন্ত সে সেখানে অবস্থান করে। আসরের সালাত আদায় করার পর জনগণের সামনে সে আসে জনগণ তাকে সালাম করে এবং তার দিকে তাদের নজর নিবদ্ধ করে। তারা তার প্রতি খুব সম্মান প্রদর্শন করে। সে তাদেরকে ইমাম মাহদী মুহাম্মদ ইব্ন হানাফিয়া ইমামদের প্রতি আহবান করতে শুরু করে। আহলে বাইতের জন্য প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করতে থাকে আর সে বলতে থাকে যে, আহলে বাইতের সম্মান অক্ষুণ্ন রাখার জন্য এবং তাঁদের মর্যাদা সমুন্নত করার জন্য ও তাঁদের প্রতিশোধ পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করার জন্য সে এখানে এসেছে।

যে সব শীয়া সুলাইমান ইব্ন সুরাদ (রা)-এর নেতৃত্বে একত্রিত হয়েছিল এবং সুলাইমান ইব্ন সুরাদ (রা)-এর সাথে তারা বিদ্রোহের জন্য তৎপর হবার প্রত্যাশা করা হয়েছিল তাদেরকে সে গালি-গালাজ করে এবং তাকে সমর্থন করার জন্য তাদেরকে প্ররোচিত করে ও তাদেরকে বলে ঃ "আমি তোমাদের কাছে এসেছি হুকুমদাতার পক্ষ থেকে, ফযীলতের খনি হতে, সব সন্তুষ্টির উৎস হতে অর্থাৎ ইমাম মাহদীর তরফ থেকে এমন এক কাজ নিয়ে এসেছি যার মধ্যে রয়েছে সমস্ত অসুস্থতার শিফা, সমস্ত বিপদ-আপদের মুক্তি, শত্রুর হত্যা ও ধ্বংস এবং নিয়ামতের পূর্ণতা।

তোমরা জেনে রেখো, সুলাইমান ইব্ন সুরাদ (আল্লাহ্ তাকে এবং আমাদেরকে রহমত করুন) অত্যাচারীদের মধ্যে বড় অত্যাচারী, সে হচ্ছে এমন একটি পুরনো মশক যার যাবতীয় কাজে কোন অভিজ্ঞতা নেই, যুদ্ধ বিদ্যা সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই, সে তোমাদেরকে নিয়ে বিদ্রোহ করতে মনস্থ করেছে, সে নিজেকে মারবে এবং তোমাদেরকেও মারবে। অন্যদিকে আমি এমনভাবে কাজ করব যার পরিকল্পনা আমাকে ইতিমধ্যে দেয়া হয়েছে এবং তা আমার কাছে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে তোমাদের অন্তরের শান্তি। সুতরাং তোমরা আমার কথা শোন, আমার হুকুম মান্য কর তারপর তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর এবং অন্যদেরকেও সুসংবাদ প্রদান কর। তোমরা জেনে রেখো, যা কিছু তোমরা আশা করছ এবং যা কিছু তোমরা পছন্দ কর এসব কিছু অর্জন করার জন্য আমিই জামিন। তারপর শীয়াদের অনেকেই তাঁর প্রতি ঝুঁকে পড়ে।

কিন্তু অধিকাংশ শীয়াই হযরত সুলাইমান ইব্ন সুরাদ (রা)-এর সাথে আন-নাখীলাহ নামক স্থানে এসে সমবেত হয় তখন ইব্ন সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস, শাবাস ইব্ন রিবঈ ও অন্যরা কূফার নায়িব আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদকে বলে, "মুখতার ইব্ন আবূ উবাইদ তোমাদের জন্য সুলাইমান ইব্ন সুরাদ (রা) হতে বেশী ভয়ংকর। তাই তিনি তার কাছে পুলিশ প্রেরণ করেন এবং পুলিশের লোকেরা তাঁর ঘরের চতুর্দিকে অবরোধ করে। তাঁকে পাকড়াও করা হয় এবং হাতকড়া পরিয়ে, কারো কারো মতে বিনা হাত কড়ায় তাকে কারাগারে প্রেরণ করা

হয়। সেখানে তাকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত থাকতে হয় এবং সেখানে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে।

আবূ মিখনাফ বলেন, ইয়াহইয়া ইব্ন আবূ ঈসা তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদিন আমি হুমাইদ ইব্ন মুসলিম আল আযদীর সাথে মুখতারকে রোগ শয্যায় সেবা শুশ্রুষা ও দেখাশুনার জন্য তার কাছে গেলাম তখন তাকে বলতে শুনলাম, "সাগরসমূহের প্রতিপালক খেজুর গাছ ও গাছ-গাছড়াসমূহের প্রতিপালক এবং কল্যাণকামী সালাত আদায়কারীদের প্রতিপালকের শপথ ! আমি প্রতিটি পরাক্রমশালী শত্রুর বিরুদ্ধে সাহসী, ভয়ংকর, হিন্দুস্থানী তলোয়ারে সজ্জিত এমন সুযোগ্য সৈনিক ও সাহায্য সহায়তাকারী দলের মাধ্যমে যুদ্ধ করব যারা অনভিজ্ঞ নয় এবং যারা দুর্ধর্ষ সৈনিকদের ভয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে সরে দাঁড়ায় না।

তারপর আমি যখন দীনের স্তম্ভকে মযবূত করে প্রতিষ্ঠিত করব, মুসলিম জনগণের ব্যথা বেদনা নিরসন করব, মুসলিম জনতার অন্তরের অসুস্থতা নিরাময় করতে পারব তখন আমি দুনিয়ার নিয়ামতের জন্য ক্রন্দন করব না এবং মৃত্যু যখন আমার নিকটবর্তী হবে তখন আমি অশ্রু বিসর্জন দিব না।"

বর্ণনাকারী বলেন, যখনি আমি কারাগারে তার কাছে যেতাম তখনি সে কারাগার থেকে বের হয়ে যাবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত উপরোক্ত বাক্যগুলো উচ্চারণ করতো।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা)-এর আমলে কা'বা ঘরকে ভেঙ্গে পুনর্নির্মাণ করার বিবরণ

ইব্ন জারীর (র) বলেন, এ বছরেই অর্থাৎ ৬৪ হিজরীতে আবদুল্লাহ্ ইবন যুবাইর (রা) কা'বা ঘরকে ভেঙ্গে ফেলেন। কেননা ক্ষেপণাস্ত্রের মাধ্যমে কা'বা ঘরের উপর পাথর নিক্ষেপ করার কারণে কা'বা ঘরের দেয়ালগুলো নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। দেয়ালগুলো ভেঙে কা'বা ঘরখানি ইবরাহীম (আ)-এর ভিত্তি প্রস্তর পর্যন্ত পৌঁছে যান। লোকজন তারই চতুর্দিকে তাওয়াফ করত ও তারই পশ্চাতে সালাত আদায় করত। হাজরে আসওয়াদকে একটি বড় বাক্সে রেশমী কাপড়ে জড়িয়ে রাখা হয়েছিল। কা'বা ঘরের যাবতীয় অলংকার, কাপড় চোপড় ও আতর খুশবু ইত্যাদি তত্ত্বাবধায়কের কাছে রাখা হয়েছিল, যতক্ষণ না আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা) রাসূল (সা)-এর কাঙ্ক্ষিত আকৃতিতে কা'বাঘরের পুনর্নির্মাণের কাজ সমাপ্ত করেন। সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমসহ অন্যান্য মুসনাদ ও সুনান গ্রন্থাদিতে বিভিন্ন সনদে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেন, "যদি তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা নও মুসলিম না হতো তাহলে আমি কা'বা ঘরকে ভেঙে ফেলতাম এবং 'হিজর' (হাতীম) কে কা'বায় ভেতরে ঢুকিয়ে দিতাম আর তার দু'টো দরজা তৈরী করতাম। একটা পূর্বদিকের দরজা আরেকটা পশ্চিম দিকের দরজা একটা দিয়ে মানুষ ঢুকত আর অন্যটি দিয়ে বের হতো। তার দরজাটি মাটির সমতলে সমান করে দিতাম। তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা তার দরজাটি উঁচু করে তৈরী করেছে যাতে তারা যাকে ইচ্ছা ঢুকতে অনুমতি দেবে আর যাকে ইচ্ছা ঢুকতে নিষেধ করবে।" তারপর আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা) এমনভাবে কা'বা ঘর নির্মাণ করলেন যেরূপ তাঁর খালা উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) রাসূল (সা)-এর পক্ষ থেকে তাঁকে সংবাদ দিয়েছিলেন। (আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে যথাযোগ্য মঙ্গলময় পুরস্কার প্রদান করুন)। তারপর ৭৩ হিজরীতে যখন হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ কা'বা ঘরকে দখল করে তখন সে কা'বার উত্তর দেয়ালকে ভেঙে ফেলে এবং পূর্বের ন্যায় হাতীমকে কা'বা ঘর থেকে বের করে নেয়। ঐ ধ্বংসকৃত পাথর কা'বা শরীফের ভেতরে ঢুকিয়ে নেয় এবং এটাকে কা'বার সাথে জুড়িয়ে দেয়। ফলে কা'বা শরীফের দরজা উঁচু হয়ে যায়। পশ্চিম দিকের দরজাটি বন্ধ করে দেয়া হয়। আর এ চিহ্নগুলো আজ পর্যন্ত বিরাজ করছে। আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান এরূপ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁর কাছে এ হাদীসটি পৌঁছে নি। যখন হাদীসটি তাঁর কাছে পৌঁছল তিনি বললেন, আমরা যদি কা'বাকে রেখে দিতাম, পরিবর্তন না করতাম তা হলে সেটাই হতো পছন্দনীয়। আল মাহদী ইব্নুল মানসূর (আব্বাসী খলীফা) হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা) কর্তৃক নির্মিত আকৃতিতে কা'বা ঘরটি পুনর্নির্মাণ করার জন্য ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন, তিনি তখনকার ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (রা)-এর কাছে এ ব্যাপারে পরামর্শ চান। হযরত মালিক (র) বলেন,"শাসকরা কা'বা ঘরেকে খেলার সামগ্রী গণ্য করুক এটা আমি চাই না অর্থাৎ তারা তাদের ইচ্ছানুযায়ী কা'বা শরীফকে পুনর্নির্মাণ করবে তা আমি পছন্দ করি না।" এরূপ হবে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা)-এর মতে, অন্যরূপ হবে আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের মতে এবং অন্যরূপ হবে অন্য এক ব্যক্তির মতে। আল্লাহ্ই অধিক পরিজ্ঞাত।

ইব্‌ন জারীর (রা) বলেন, "এ বছরেই আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইর (রা) লোকজনকে নিয়ে হজ্জ আদায় করেন। তার পক্ষ থেকে মদীনার শাসনকর্তা ছিলেন, তাঁর ভাই হযরত উবাইদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইর (রা)। আর কূফার শাসনকর্তা ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ আল খাতামী এবং কূফার বিচারপতি ছিলেন সাঈদ ইব্‌ন আল-মারযাবান। ফিতনার কালে শুরাইহ (রা) বিচার কাজ হতে বিরত ছিলেন। বসরার শাসনকর্তা ছিলেন উমর ইব্‌ন মা'মর আত্তাইমী এবং তার বিচারপতি ছিলেন হিশাম ইব্‌ন হুবাইরা। খুরাসানের শাসক ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন খাযিম। এ বছরের শেষের দিকে মারজ রাহিতের ঘটনা সংঘটিত হয়। সিরিয়ার শাসন ক্ষমতায় মারওয়ান ইব্‌নুল হাকাম প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এটা সংঘটিত হয় আদ-দাহ্‌ক ইব্‌ন কাইস (রা)-এর উপর জয়লাভ করা এবং তাঁকে হত্যা করার পর। কেউ কেউ বলেন, এ বছরেই মারওয়ান মিশর প্রবেশ করেন এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইর (রা)-এর পক্ষ থেকে নিয়োগ প্রাপ্ত নায়িব হতে শাসনভার দখল করেন। উক্ত নায়িবের নাম ছিল আবদুর রহমান ইব্‌ন জাহ্‌দার। এভাবে সিরিয়া, মিশর ও তার প্রদেশগুলোতে মারওয়ানের কর্তৃত্ব এ বছরেই প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহ্ তা'আলাই অধিক পরিজ্ঞাত।

ওয়াকিদী (র) বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইর (রা) যখন কা'বাঘর ভাঙ্গার মনস্থ করেন তখন তিনি এ ব্যাপারে জনগণের সাথে পরামর্শ করেন। অন্যদের মধ্যে জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) ও উবাইদ ইব্‌ন উমাইর (রা) এ ব্যাপারে তাঁকে মতামত প্রদান করেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আমার আশংকা হয় যে, তোমার পরে এমন এক ব্যক্তি আসবে যে এটাকে আবার ভাঙবে। এভাবে ভাঙা হলে জনগণ কা'বার ইয্‌যত হুরমতের অনুভূতি হারিয়ে ফেলবে। তাই আমার মতে- কা'বা ঘরের যতটুকু নষ্ট হয়ে গেছে ততটুকু তুমি মেরামত কর।" তারপর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইর (রা) তিন দিন ইস্তাখারা করেন। চতুর্থ দিন সকালে তিনি আর রুকনকে ভেঙে তার মূল পর্যন্ত পৌঁছেন। যখন তারা মূল পর্যন্ত পৌছে গেলেন তখন তারা দেখতে পান যে, হাতের আঙুলের মত পাথরগুলো একটির মধ্যে অপরটি ঢুকে আছে। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইর (রা) পঞ্চাশ জন যুবককে ডাকলেন এবং এটাকে খননের জন্য আদেশ দিলেন। যখন তারা জড়ানো পাথরগুলোকে শাবল দিয়ে সজোরে আঘাত করল তখন সমস্ত মক্কা শরীফ কেঁপে উঠল। তাই তিনি এটাকে ঐ অবস্থায় রেখে দিলেন। তারপর তিনি এর উপরে পুনর্নির্মাণ করেন। কা'বা শরীফের জন্য মাটির সমতলে দু'টি দরজা তৈরী করেন। একটি ঢোকার জন্য এবং অপরটি বের হবার জন্য। আর হাজরে আসওয়াদকে তিনি নিজ হাতে রেখে দিলেন এবং রূপা দিয়ে এটাকে বাঁধাই করে দিলেন। কেননা এটা ফেটে গিয়েছিল। কা'বা শরীফের প্রস্থের দিক দিয়ে তিনি দশ হাত বৃদ্ধি করেন। তার দেয়ালগুলো মিশক আম্বর দ্বারা সুরভিত করেন। সোনা বা রূপার কারুকার্য খচিত রেশমী বস্ত্র দ্বারা কা'বা শরীফকে ঢেকে দেন। তারপর তিনি উমরাহ্‌র উদ্দেশ্যে মসজিদে আয়েশা হতে ইহরাম বাঁধেন, বাইতুল্লাহ্ তাওয়াফ করেন, সালাত আদায় করেন ও সাঈ করেন। কা'বার আশে পাশের আবর্জনা পরিষ্কার করালেন। আর কা'বা শরীফের আশে পাশে যে রক্ত ছিল তাও পরিষ্কার করালেন। কা'বাঘর উপর থেকে নীচে পর্যন্ত ক্ষেপণাস্ত্রের পাথর দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল। হাজরে আসওয়াদ কা'বা শরীফের পাশে পতিত অগ্নিশিখার দ্বারা বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইর (রা) কর্তৃক কা'বার পুনর্নির্মাণের কারণ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।

হিজরী ৬৫ সন

এ বছরেই সুলাইমান ইব্‌ন সুরাদ (রা)-এর কাছে প্রায় ১৭ হাজার সৈন্য জমায়েত হয়েছিল। তাঁরা সকলেই ইমাম হুসাইন (রা)-এর হত্যাকারী হতে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য আগমন করেছিল। ওয়াকিদী (র) বলেন, যখন লোকজন আন নাখীলা নামক স্থানে একত্রিত হয় তখন তাদের সংখ্যা ছিল খুব কম। সুলাইমান ইব্‌ন সুরাদ (রা) তাদের এই কম সংখ্যাকে পছন্দ করলেন না, তাই তিনি হাকীম ইব্‌ন মুনকিযকে প্রেরণ করেন যাতে তিনি কূফার গলিতে উচ্চস্বরে ঘোষণা করেন, হে হুসাইন (রা)-এর খুনের প্রতিশোধকারীরা ! তোমরা অতিসত্বর একত্রিত হও।" ঘোষক ঘোষণা করতে করতে সবচাইতে বড় মসজিদ পর্যন্ত পৌছে গেলেন। লোকজন ঘোষকের ঘোষণা শুনে আন নাখীলাহ নামক স্থানে একত্রিত হলেন। কূফার মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ একত্রিত হলেন। তাঁদের সংখ্যা ছিল ২০ হাজার অথবা তার চাইতেও বেশী যারা সুলাইমান ইব্‌ন সুরাদ (রা)-এর খাতায় নাম লিখেছিলেন। যখন তিনি তাদেরকে নিয়ে রওয়ানা হবার মনস্ত করেন, তখন আল মুসায়্যাব ইব্‌ন নাজাবা, সুলাইমান ইব্‌ন সুরাদ (রা)-কে বলেন, জোরপূর্বক আগত এই কম সংখ্যক সৈন্য আপনার উপকারে আসবে না। আর আপনার সাথে তারাই যুদ্ধ করবে যাদের দৃঢ় সংকল্প আছে আর যারা আল্লাহ্‌র কাছে নিজেদেরকে বিক্রি করে দিয়েছে। কাজেই আপনি কারো জন্য অপেক্ষা করবেন না, দুশমনের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করুন।

সুলাইমান (রা) তাঁর সাথীদের মাঝে দণ্ডায়মান হলেন এবং বললেন, হে জনগণ ! তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য এবং আখিরাতের সওয়াবের জন্য ঘর থেকে বের হয়ে আসছে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত এবং আমরাও তার অন্তর্ভুক্ত। আর আমাদের সাথে যে দুনিয়ার জন্য বের হয়ে আসছে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং সে আমাদের সাথীও হবে না। তাঁর সাথে অবশিষ্ট লোকজন বলেন, আমরা দুনিয়ার জন্য বের হয়ে আসিনি আর আমাদের অন্বেষণও দুনিয়া নয়। সুলাইমান (রা)-কে বলা হয়, আমরা কি সিরিয়ায় অবস্থিত হুসাইন (রা)-এর হত্যাকারীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করব ? অথচ কূফায় আমাদের কাছে যে সব হত্যাকারী আছে যেমন উমর ইব্‌ন সা'দ প্রমুখের প্রতি আমরা কি অভিযান পরিচালনা করব না ? সুলাইমান (রা) বললেন, ইব্‌ন যিয়াদই সৈন্য সংগ্রহ করে ইমাম হুসাইন (রা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তাদেরকে প্রেরণ করেছিল। আর তারা যা করার ছিল, তা তারা করেছিল। তাই যখন আমরা সাবাড় করব তখনি আমরা কূফায় অবস্থিত আমাদের দুশমনদের প্রতি মনোযোগ দিব। যদি তোমরা কূফায় অবস্থিত শত্রুদেরকে প্রথম হত্যা কর, আর তারা তোমাদের শহরের বাসিন্দা, তাহলে দেখা যাবে তোমাদের লোকজন তাদের পিতা, ভাই, বন্ধু ইত্যাদিকে হত্যা করার বেলায় অমনোযোগী হবে। তাতে পরস্পরের মধ্যে অবমাননাকর পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। কাজেই তোমরা ইব্‌ন যিয়াদ ফাসিকের দফারফা করার পর নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিল করলে সফলকাম হবে। তারা বলল, আপনি সত্য ও যথার্থ বলেছেন। তখন তিনি তাদের মধ্যে ঘোষণা করলেন, আল্লাহ্‌র নামের উপর ভরসা করে চল। তারা রবিউল আউয়াল মাসের ৫ তারিখ শুক্রবার দিন বিকালে এ অভিযানে রওয়ানা হলেন।

তিনি তার খুতবায় বলেন, তোমাদের মধ্যে যারা দুনিয়ার জন্য বের হয়েছে এর সোনা ও মণি-মুক্তার জন্য, তারা আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আমাদের সাথে গর্দানে আছে তলোয়ার এবং হাতে আছে তীর, আর পাথেয় যা আমাদের জন্য যথেষ্ট দুশমনের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করা পর্যাপ্ত। তারা তখন তার এ আহবানে সাড়া দিল এবং আনুগত্য স্বীকার করল। তিনি তাদেরকে আবার বলেন, তোমরা প্রথমত, ইব্‌ন যিয়াদ ফাসিককে লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত কর, তার জন্য রয়েছে একমাত্র তলোয়ার। আর সে এখন সিরিয়া থেকে ইরাকের দিকে রওয়ানা হয়েছে। লোকজন তার সাথে তার এ অভিমতে দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করল। যখন তারা পুনরায় তাদের সংকল্পের কথা ব্যক্ত করল, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইর (রা)-এর পক্ষ থেকে নিয়োজিত কূফার দু'জন আমীর যথা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ ও ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদকে সুলাইমান ইব্‌ন সুরাদ (রা)-এর কাছে দূত প্রেরণ করলেন।

তারা দু'জন তাকে বললেন, আমরা চাই যে, ইব্‌ন যিয়াদের বিরুদ্ধে আমরা যেন আমাদের সম্মিলিত শক্তি গড়ে তুলি। আর ইব্‌ন যিয়াদ ও তার সঙ্গীরা তাদের সাথে এমন এক শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে আসতে চায় যাতে তারা তাদের সুনিশ্চিতভাবে সফল করতে পারে। তারা এ সম্পর্কে ডাক হরকরা মারফত সংবাদ প্রেরণ করে যে, তারা তাদের আগমনের অপেক্ষা করছে।"

এদিকে সুলাইমান ইব্‌ন সুরাদ (রা) ও তাদের আগমনের কথা শুনে প্রস্তুতি নেন এবং সেনাবাহিনী ও তার সাথে প্রস্তুত থাকে। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ ও ইবরাহীম ইব্‌ন তালহা কূফার গণ্যমান্য লোকদের নিয়ে (যারা হযরত ইমাম হুসাইন (রা)-এর হত্যায় অংশগ্রহণ করেন নি) সামনে অগ্রসর হলেন যাতে সিরিয়াবাসীরা তাদেরকে দলে ভিড়ানোর চেষ্টা করতে না পারে। এ দিনগুলোতে উমর ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস প্রাণের ভয়ে রাজপ্রাসাদে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদের কাছে ঘুমাতেন। উপরোক্ত দু'জন আমীর সুলাইমান ইব্‌ন সুরাদ (রা)-এর কাছে আগমন করে ইব্‌ন যিয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সম্মিলিত শক্তি না গড়ে যুদ্ধাভিযানে অগ্রসর হওয়া উচিত নয় বলে জানান। আর তারা আরো সৈন্য সংগ্রহরে পরামর্শ দেন। কেননা, সিরিয়াবাসীরা সংখ্যায় অনেক, তারা ইব্‌ন যিয়াদের পক্ষে রয়েছে এবং ইব্‌ন যিয়াদকে রক্ষার জন্য তারা সর্বশক্তি প্রয়োগ করবে। কিন্তু সুলাইমান (রা) দুই আমীরের পরামর্শ গ্রহণ করলেন না বরং তিনি বললেন, "আমরা যে কাজের জন্য বের হয়েছি তা না করে ফিরে যাব না এবং এ কাজ করতে বিলম্বও করব না। দু'জন আমীরই নিরাশ হয়ে কূফার দিকে চলে গেলেন।"

এদিকে সুলাইমান ইব্‌ন সুরাদ (রা) ও তাঁর সাথীগণ তাদের ঐ সব সাথীর জন্য অপেক্ষা করছিলেন যারা বসরা ও মাদায়িন থেকে আগমন করায় পরস্পর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয়,তাদের একজনও ওয়াদামত আগমন করেনি। সুলাইমান (রা) তাঁর সাথীদের মাঝে বক্তব্য রাখার জন্য দণ্ডায়মান হলেন এবং তাদেরকে তারা যে কাজে বের হয়েছেন তার প্রতি উৎসাহিত করেন। আর বললেন, "যদি তোমাদের ভাইয়েরা তোমাদের বের হওয়ার সংবাদ শুনতে পায় তাহলে তারা অতিসত্ত্বর তোমাদের সাথে মিলিত হবে।"

তারপর সুলাইমান (রা) ও তাঁর সাথীগণ ৬৫ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসের ৫তারিখ শুক্রবার দিন আন নাখীলা নামক স্থান হতে রওয়ানা হলেন। তিনি তাদের নিয়ে কয়েক মনযিল

অতিক্রম করেন। যখন সিরিয়ার দিকে কোন একটি মনযিল অতিক্রম করেন তখনি তিনি দেখেন, তাদের মধ্য থেকে একদল লোক পিছু হটে যায়। তারা যখন হযরত ইমাম হুসাইন (রা)-এর কবর অতিক্রম করছিলেন তখন একই স্বরে চীৎকার দিতে লাগলেন এবং বিলাপ করতে লাগলেন। আর তাঁর কবরের কাছে তাঁরা রাত্রি যাপন করলেন, সালাত আদায় করলেন এবং দু'আ করলেন। তাঁরা একদিন সেখানে অবস্থান করলেন, তাঁর জন্য রহমত চান, ক্ষমা প্রার্থনা করেন,তার প্রতি তাদের সন্তুষ্টি জ্ঞাপন করেন এবং আকাঙ্ক্ষা পেশ করেন যে, যদি তাঁরা তাঁর সাথে শাহাদাত বরণ করতে পারতেন। আমি বলি যদি তাদের এ সংকল্প ও তাদের এ জমায়েত হযরত ইমাম হুসাইন (রা) এ জায়গায় পৌঁছার আগে অনুষ্ঠিত হত তাহলে তার জন্য এটা উপকার হত। আর চার বছর পরে সুলাইমান (রা) ও তাঁর সাথীদের কর্তৃক তাঁকে সাহায্য করার সংকল্প থেকেও উত্তম হতো। যখন তাঁরা সেখান থেকে বিদায় হওয়ার ইচ্ছা করলেন তখন তাঁরা একে একে হযরত ইমাম হুসাইন (রা)-এর মাযারে আগমন ও মাগফিরাত কামনা কিংবা মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য দু'আ করার ব্যাপারে হাজরে আসওয়াদ থেকেও বেশী ভিড় করতে লাগলেন।

এরপর তারা সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হলেন। যখন তারা কারকীসিয়া নামক স্থানে পৌঁছলেন তখন যুফর ইব্‌নুল হারিস নামক এ গোত্রপ্রধান তাদের সামনে দূর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। তখন সুলাইমান ইব্‌ন সুরাদ (রা) তাঁর কাছে দূত প্রেরণ করে বললেন, আমরা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে আসিনি, তোমরা আমাদের কাছে গুপ্তচর প্রেরণ করে সব কিছু জেনে নাও। আমরা তোমাদের এখানে একদিন কিংবা তার চাইতে কম সময় অবস্থান করব। যুফর ইব্‌নুল হারিস গুপ্তচর প্রেরণের হুকুম দিলেন। আর সুলাইমান ইব্‌ন সুরাদ (রা)-এর দূত আল মুসায়্যাব ইব্‌ন নাজাবাকে একটি ঘোড়া ও এক হাজার দিরহাম উপঢৌকন দেয়ার জন্য হুকুম দিলেন। তিনি বললেন, সম্পদ আমি নিব না তবে ঘোড়াটি 'হ্যাঁ' নিব। যুফার ইব্‌ন হারিস, সুলাইমান ইব্‌ন সুরাদ (রা) ও তাঁর সাথে যে সব আমীর ও প্রধান রয়েছেন তাদের প্রত্যেকের জন্য ২০টি উট, কিছু খাবার ও বহু ঘাসের আঁটি প্রেরণ করেন।

তারপর যুফার ইব্‌ন হারিছ ঘর থেকে বের হয়ে আসেন এবং কিছুদূর পর্যন্ত সেনাদের পিছে পিছে হেঁটে তাদের বিদায় সম্বর্ধনা জানান। তিনি সুলাইমান ইব্‌ন সুরাদ (রা)-এর সাথেও কিছুক্ষণ পথ চলেন এবং তাকে বলেন, আমার কাছে খবর এসেছে যে, সিরিয়াবাসীরা এক বিরাট সৈন্যদল সংগ্রহ করেছে এবং হুসাইন ইব্‌ন নুমাইর, শুরাহবীল ইব্‌ন যুল কালা, আদহাম ইব্‌ন মুহরিয আল-বাহিলী, রাবীআ ইব্‌ন মুখারিক আল গানুবী, জিবিল্লা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল খাসআমীকে আমীর নিযুক্ত করেছে।

তখন সুলাইমান ইব্‌ন সুরাদ (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র উপর আমরা তাওয়াক্কুল করেছি এবং আল্লাহ্‌র উপরই মুমিন বান্দারা তাওয়াক্কুল করে থাকেন, তারপর যুফর তাদের কাছে আরয করলেন,তারা যেন তার শহরে প্রবেশ করেন কিংবা তার শহরের দরজায় একটু দাড়ান যাতে কেউ তাদের সংগী হতে চাইলে যেন সঙ্গী হতে পারে, কিন্তু তারা তাদের এ দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন আমাদের শহরের বসিন্দারাও আমাদের কাছে এরূপ আরয করেছিলেন, কিন্তু আমরা তাতে রাযী হইনি।

যুফার ইবনুল হারিছ আরো বলেন, যদি তোমরা আমাদের এ কথায় রাযী না হও তাহলে শত্রুদের পৌঁছার পূর্বেই আইনুল ওয়ারদা নামক স্থানে দ্রুত পৌঁছে যাও। শত্রুর মুকাবিলায় নিজেদেরকে এমনভাবে সুবিন্যস্ত কর যাতে পানি, শহর, বাজার ইত্যাদি তোমাদের পেছন দিকে থাকে। আর তোমাদের ও আমাদের মাঝে যে ফাঁকা জায়গা রয়েছে তাতে তোমরা থাকবে নিরাপদে।

এরপরে যুদ্ধ যেভাবে পরিচালনা করতে হবে তার দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, "শত্রুর সাথে তোমরা খোলা মাঠে লড়াই করবে না। কেননা তারা তোমাদের থেকে সংখ্যায় বেশী। তারা তোমাদেরকে অবরোধ করে ফেলবে। আমিতো তোমাদের মধ্যে কোন যোগ্য যোদ্ধা দেখছ না। শত্রুদের রয়েছে সুযোগ্য যোদ্ধা ও অশ্বারোহী এবং তাদের সাথে রয়েছে অশ্ববহর। তাই তোমরা তাদের থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে চেষ্টা করবে।" তার এ বক্তব্যের জন্য সুলাইমান ইবন সুরাদ (রা) তার প্রশংসা করেন ও তার লোকজনের জন্য মঙ্গল কামনা করেন। তারপর যুফার তাদের থেকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সুলাইমান ইবন সুরাদ (রা) রওয়ানা হন ও আইনুল ওয়ারদার দিকে দ্রুত গমন করেন এবং কুয়োর পশ্চিম পাশে অবতরণ করেন। শত্রুদল সেখানে পৌঁছার পূর্বে তারা সেখানে অবস্থান করেন। সুলাইমান (রা) ও তাঁর সাথীগণ বিশ্রাম করতে লাগলেন ও প্রসন্নবোধ করতে লাগলেন।

আইনুল ওয়ারদার ঘটনা

সিরিয়াবাসীরা যখন তাদের নিকটবর্তী হল, সুলাইমান (রা) তার সাথীদেরকে সম্বোধন করলেন তাদেরকে আখিরাতের প্রতি উৎসাহ প্রদান করলেন এবং দুনিয়া বিমুখ থাকার জন্য নসীহত করলেন। তাদেরকে জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করলেন এবং বললেন, যদি আমি নিহত হই তাহলে তোমাদের আমীর হবেন আল মুসায়্যাব ইব্‌ন নাজাবা। যদি তিনিও নিহত হন তাহলে তোমাদের আমীর হবেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন নুফাইল। তিনিও যদি নিহত হন তাহলে তার পরে তোমাদের আমীর হবেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ওয়াল। তিনিও যদি নিহত হন তাহলে তার পরে তোমাদের আমীর হবেন রিফাআ ইব্‌ন শাদ্দাদ। তারপর আল মুসায়্যাব ইব্‌ন নুজাবাকে তিনি পাঁচশত অশ্বারাহী সৈন্য নিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য হুকুম দেন। তারা ইব্‌ন যুল কালা এর সৈন্যদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন । তারা ছিলেন ভারী অস্ত্রহীন। তারা শত্রুদের কিছু সংখ্যককে হত্যা করেন এবং কিছু সংখ্যককে আহত করেন ও জন্তু জানোয়ারকে হাঁকিয়ে নিয়ে আসেন। উবাইদুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছল তখন সে হুসাইন ইব্‌ন নুমাইরকে বার হাজার সৈন্যসহ প্রেরণ করে। সৈন্যদল সহ সুলাইমান ইব্‌ন সুরাদ (রা) জমাদিউল আউয়াল মাসের ২২ তারিখ বুধবার দিন প্রস্তুত ছিলেন। আর হুসাইন ইব্‌ন নুমাইরও ১২ হাজার সৈন্য নিয়ে মুকাবিলার জন্য এগিয়ে আসল। প্রতিটি সৈন্য দলই প্রতিপক্ষকে আঘাত করতে একেবারে প্রস্তুত।

এমন সময় সিরিয়ার সৈন্যরা সুলাইমান ইব্‌ন সুরাদ (রা) ও তার সাথীদেরকে মারওয়ান ইব্‌নুল হাকামের আনুগত্যের প্রতি আহবান করে। অন্যদিকে সুলাইমান ইব্‌ন সুরাদ (রা)-এর সাথীরা উবাইদুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদকে তাদের হাতে সোপর্দ করার জন্য সিরিয়ার সৈন্যদেরকে অনুরোধ জানায় যাতে তারা হুসাইন (রা)-এর হত্যার দায়ে তাকে হত্যা করতে পারে। প্রত্যেকটি সেনাদল তাদের প্রতিপক্ষের কাঙ্ক্ষিত জবাবদানে বিরত রইল। তারপর তারা তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত হল। রাত পর্যন্ত তারা সারাদিন যুদ্ধ করল। এ যুদ্ধ ইরাক ও সিরিয়াবাসীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পরদিন সকালে ইব্‌ন যুল কালা সিরিয়াবাসীদের কাছে আঠার হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে উপস্থিত হল। ইব্‌ন যিয়াদ তাকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিল এবং তাকে গালিগালাজও করেছিল। আজকের দিনে দু'পক্ষ যে যুদ্ধ করছে তা আবালবৃদ্ধবণিতা কেউ কোন দিন দেখেনি। সালাতের সময় ব্যতীত রাত পর্যন্ত যুদ্ধে কোন বিরতি ছিল না। তৃতীয় দিনে সকালে সিরিয়াবাসীদের সাথে আদহাম ইব্‌ন মুহারিম দশ হাজার সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে যোগ দিল। এক প্রহর পর্যন্ত তারা প্রচণ্ড যুদ্ধ করল। তারপর সিরিয়াবাসীরা ইরাকবাসীদেরকে চতুর্দিক দিয়ে ঘিরে ফেলল।

সুলাইমান ইব্‌ন সুরাদ (রা) লোকজনকে সম্বোধন করলেন এবং জিহাদের জন্য উৎসাহিত করলেন। তারা প্রচণ্ড যুদ্ধ করলেন। তারপর সুলাইমান ইব্‌ন সুরাদ (রা) নীচে নেমে গেলেন এবং তলোয়ারের খাপ ভেঙে ফেললেন আর ঘোষণা করলেন, হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ ! যারা জান্নাতে যেতে চাও, গুনাহ থেকে তাওবা করতে চাও এবং নিজেদের অঙ্গীকার পূর্ণ করতে চাও তারা আমার কাছে চলে এসো। তখন তাঁর সাথে বহু লোক নীচে নেমে আসল এবং

তারা তাদের তলোয়ারের খাপ ভেঙে ফেলল এবং জোরে শোরে হামলা শুরু করল। এমনকি তারা প্রতিপক্ষ সৈন্যদের মধ্যখানে পৌঁছে গেল। সিরিয়াবাসীরা প্রচণ্ড যুদ্ধ করতে লাগল এবং রক্তে গড়াগড়ি খেতে লাগল। ইরাকী সেনাপতি সুলাইমান ইব্‌ন সুরাদ (রা) নিহত হলেন। ইয়াযীদ ইব্‌ন আল হুসাইন নামক এক ব্যক্তি তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করেছেন। তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন,আবার উঠলেন, আবার পড়ে গেলেন। আবার উঠলেন, শেষবার পড়ে গিয়ে বলতে লাগলেন, কা'বা ঘরের প্রতিপালকের শপথ ! আমি সফল হয়েছি। তারপর মুসায়্যাব ইব্‌ন নাজাবা ঝাণ্ডা হাতে নিলেন। তিনি ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে প্রচণ্ড যুদ্ধ করলেন। আর তিনি বলছিলেন ঃ

قد علمت ميالة الذوائب ـ واضحة اللبات والترائب ....الخ ـ

"ইতিমধ্যে আমি জেনে নিয়েছি যুদ্ধের উটগুলোর কপালের চুলের ব্যগ্রতা দেখতে পেয়েছি তাদের প্রকাশ্য বুক ও বুকের উপরাংশ। নিঃসন্দেহে আমি যুদ্ধ ও ভয়ের দিনটি অতিবাহিত করছি। কেশরওয়ালা হিংস্র সিংহ থেকেও আমি নিজেকে বেশী সাহসী মনে করছি। আমি বন্ধু বান্ধবদের সাহায্যকারী এবং অবাধ্যের জন্য ভীতিপ্রদ।"

তারপর ইব্‌ন নাজাবা তুমুল যুদ্ধ করলেন এবং নিহত হলেন আর সাথীদের সাথে মিলিত হয়ে গেলেন। এরপর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন নুফাইল ঝাণ্ডা উত্তোলন করলেন এবং তিনিও তুমুল যুদ্ধ করেন। ঐ সময় রাবীআ ইব্‌ন মুখারিক ইরাকীদের উপর ভীষণ হামলা করে। তিনিও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন নুফাইল দ্বন্দ্ব যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং তারা দু'জনেই সমান সমান থাকেন। তারপর রাবীআ এর ভাইয়ের ছেলে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দের উপর প্রচণ্ড হামলা চালায় ও তাকে হত্যা করে। এরপর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ওয়াল ঝাণ্ডা উত্তোলন করেন। তিনি সেনা সদস্যদেরকে জিহাদের জন্য উৎসাহিত করতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, জান্নাতের দিকে চল। এটা আসরের পরের ঘটনা। এ কথা বলতে বলতে তিনি লোকজনের উপর হামলা করলেন। ফলে আশে পাশের লোকজন ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। তারপর তিনি নিহত হলেন। তিনি ছিলেন ফকীহ ও মুফতীদের অন্যতম। তখনকার সময়ের সিরিয়ান সৈন্যদের আমীর আদহাম ইব্‌ন মুহারিব আল বাহিলী তাকে হত্যা করে। তারপর রিফাহ ইব্‌ন শাদ্দাদ ঝাণ্ডা উত্তোলন করেন। লোকজন তার সামনে থেকে হটে গেলেন এবং অন্ধকার নেমে আসল। সিরিয়ান সৈন্যগণ তাদের আস্তানায় ফিরে গেলেন। রিফাআ ও তাঁর সাথে যারা বাকী ছিলেন তাদেরকে নিয়ে নিজ শহরে প্রত্যাবর্তন করলেন।

পরদিন যখন সিরিয়াবাসীদের ভোর হল তখন তারা দেখে ইরাকীদের যারা বাকী ছিল তারা নিজ শহরে ফিরে গিয়েছে। তারা তাদের পেছনে আর কাউকে প্রেরণ করেনি কেননা তাদের নিজেদেরও বহু লোক নিহত ও আহত হয়েছিল। যখন ইরাকীরা হীত নামক স্থানে পৌঁছলেন তখন সা'দ ইব্‌ন হুযাইফা ইব্‌ন আল ইয়ামান মাদায়িনবাসীদের কিছু সংখ্যক সৈন্য নিয়ে যারা তার সাথে সঙ্গী হয়েছিল তাদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে তাদের সাথে সাক্ষাত করেন। কিন্তু যখন তারা তাকে তাদের অবস্থা, তাদের উপর পতিত মুসীবত ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ দিলেন, তাদের সাথীদের মৃত্যুর সংবাদ প্রদান করলেন তখন সা'দ ও তাঁর সাথীগণ তাদেরকে সান্ত্বনা দিলেন,তার জন্য মাগফিরাত কামনা করেন এবং তাদের শহরে ফিরে গেলেন এবং কূফাবাসীরাও তাদের শহরে প্রত্যাবর্তন করেন।

তাদের মধ্য হতে বহু লোক মারা গিয়েছিল। তবে আল মুখতার ইব্‌ন আবূ উবাইদ কারাগারে ছিল বিধায় সে সেখান থেকে বের হয়নি সে রিফাআ ইব্‌ন শাদ্দাদের কাছে তাদের বহুলোক হতাহত হওয়ার শোক প্রকাশ করে সান্ত্বনা পত্র লিখল এবং তারা যে শাহাদাতবরণ করেছেন ও বিরাট সাওয়াবের অধিকারী হয়েছেন তার জন্যে শোকর আদায় করে সে আরো বলে, স্বাগতম তাদের জন্য যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা বড় পুরস্কার দান করেছেন এবং তাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা সন্তুষ্ট হয়েছেন। আল্লাহ্‌র শপথ ! তাদের প্রতিটি পদক্ষেপে তাদের প্রতি আল্লাহ্‌প্রদত্ত সওয়াব হবে দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার থেকেও অনেক বড়। সুলাইমান ইব্‌ন সুরাদ (রা) তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ আদায় করেছেন। তাঁকে আল্লাহ্ উঠিয়ে নিয়ে গেছেন এবং তাঁর রূহকে নবী, শহীদ ও নেককার বান্দাদের রূহের সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। তার পরে আমিই নির্ভরযোগ্য আমীর। ইনশাআল্লাহ্ সন্ত্রাসী ও পরাক্রমশালীদের আমিই হব হত্যাকারী। সুতরাং তোমরা অগ্রসর হও, তৈরী হও এবং বিজয়ের সুসংবাদ গ্রহণ করো। আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র কিতাব রাসূল (সা)-এর সুন্নাত এর প্রতি আহবান করছি এবং আহলি বাইতের রক্তের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য আহবান জানাচ্ছি। এ ব্যাপারে সে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তব্য পেশ করল।

সুলাইমান ইব্‌ন সুরাদ (রা)

সুলাইমান ইব্‌ন সুরাদ (রা)-এর সাথীগণ আইনুল ওয়ারদা নামক স্থানে সংঘটিত ঘটনার পর মদীনায় আসার পূর্বেই মুখতার তাদের নিহত হওয়ার খবর একটি শয়তানের মারফত প্রচার করেছিল, যে শয়তানটি মুখতার এর কাছে যাতায়াত করত এবং তার কাছে বিভিন্ন ধরনের গোপন সংবাদ পরিবেশন করত। যেমন ভণ্ডনবী মুসাইলামা কাযযাবের কাছে একটি শয়তান গোপন সংবাদ নিয়ে আসা যাওয়া করত। সুলাইমান ইব্‌ন সুরাদ (রা) ও তাঁর সাথীদের নিয়ে গঠিত সেনাবাহিনীকে জাইশুত তাওয়াবীন নাম দেয়া হয়েছিল। হযরত সুলাইমান ইব্‌ন সুরাদ আল খাযরাজী (রা) একজন বড় আবিদ পরহেযগার মুত্তাকী সাহাবী ছিলেন। তিনি বেশ কয়েকটি হাদীস রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করেন যা সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। তিনি হযরত আলী (রা)-এর সাথে সিফফিন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি এমন একব্যক্তি ছিলেন যাঁর ঘরে হযরত ইমাম হুসাইন (রা)-এর প্রতি বায়'আত ব্যক্ত করার জন্য শীয়ারা একত্রিত হয়েছিল এবং তিনি অন্যদের সাথে হযরত ইমাম হুসাইন (রা)-এর কাছে ইরাক আগমন করার জন্য পত্র লিখেছিলেন। যখন হযরত হুসাইন (রা) ইরাকের সীমানায় আগমন করেন তখন তারা তাঁর থেকে পৃথক হয়ে যায়। এরপর হযরত ইমাম হুসাইন (রা) কারবালা প্রান্তরে শাহাদাত বরণ করেন। তারা অনুভব করল যে, হযরত ইমাম হুসাইন (রা)-এর আগমনের কারণ ছিল তাদেরই আহবান। আর তারাই শেষ পর্যন্ত তার সঙ্গ ত্যাগ করে। ফলে তিনি ও তার পরিবার-পরিজন সাথীরাসহ নৃশংসভাবে নিহত হন। তারা হযরত ইমাম হুসাইন (রা)-এর সাথে যেরূপ ব্যবহার করেছে তা স্মরণ করে তারা অত্যন্ত লজ্জিত হয়।

এরপর তারা বিরাট সেনাবাহিনী সংগ্রহ করে এবং এ সেনাবাহিনীর নাম দিয়েছিল 'জাইশুত তাওয়াবীন' আর তাদের আমীর সুলাইমান ইব্‌ন সুরাদ (রা)-কে নাম দিয়েছিল 'আমীরুত তাওয়াবীন।' এ ঘটনাটি আইনুল ওয়ারদা নামক স্থানে ৬৫ হিজরীতে সংঘটিত হয় এবং এ

ঘটনায় সুলাইমান ইব্‌ন সুরাদ (রা) নিহত হন। কেউ কেউ বলেন, এ ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল ৬৭ হিজরীতে। প্রথম অভিমতটি বিশুদ্ধতর। তিনি নিহত হওয়ার দিন তার বয়স ছিল ৯৩ বছর। তাঁর শির মুবারক ও আল মুসায়্যাব ইব্‌ন নাজাবার শির, ঘটনার পর মারওয়ান ইব্‌নুল হাকামের কাছে পাঠানো হয়। সিরিয়ার আমীররা মারওয়ানের কাছে তাদের শত্রুদের উপর বিজয় লাভের খবরটি পত্রের মারফত জানায়। তারপর মারওয়ান লোকজনের সামনে খুতবা পাঠ করলেন এবং তাঁর সেনাবাহিনীর বিজয় ও ইরাকের যারা নিহত হয়েছেন তাদের কথা জানিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, 'বিভ্রান্তিতে লিপ্ত লোকদের প্রধান সুলাইমান ইব্‌ন সুরাদ (রা) ও তার সাথীদেরকে আল্লাহ্ ধ্বংস করে দিয়েছেন।' তাদের কয়েকজনের মাথা দামেশ্‌কের রাজপথে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। মারওয়ান ইব্‌নুল হাকাম তার পুত্র আবদুল মালিকের জন্য খিলাফতের মনোনয়ন দান করেছিলেন। আবদুল মালিকের পরে আবদুল আযীয যে খলীফা হবেন এটারও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। এ বছরেই এ ব্যাপারে আমীরদের থেকে বায়'আত নেয়া হয়েছিল। উপরোক্ত বক্তব্যটি ইব্‌ন জারীর (র) প্রমুখের।

এ বছরেই মারওয়ান ইবনুল হাকাম ও আমর ইব্‌ন সাঈদ আল আশদাক মিশরের শহরগুলোতে প্রবেশ করে এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইর (রা)-এর পক্ষ থেকে নিয়োগ প্রাপ্ত নায়িব আবদুর রহমান ইব্‌ন জাহ্‌দাম এর হাত থেকে এগুলোর কর্তৃত্ব হস্তগত করেন। মারওয়ান যখন মিশরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন সেখানকার নায়িব আবদুর রহমান ইব্‌ন জাহ্‌দাম বের হয়ে আসেন এবং মারওয়ানের সাথে মুকাবিলা করেন। দু'জনের মধ্যে ভীষণ লড়াই সংঘটিত হয়। অন্যদিকে আমর ইব্‌ন সাঈদ একদল সৈন্য নিয়ে আবদুর রহমান ইব্‌ন জাহ্‌দামের পেছন দিক দিয়ে মিসরে প্রবেশ করে এবং মিসর দখল করে নেয়। আবদুর রহমান পালিয়ে যান এবং মারওয়ানও মিশরে প্রবেশ করে তা দখল করে নেন। আর সেখানে তার পুত্র আবদুল আযীযকে শাসনকর্তা নিয়োগ করেন।

এ বছরই আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইর (রা) তার ভাই মুসআব (রা)-কে সিরিয়া জয় করার জন্য প্রেরণ করেন। আর অন্য দিকে মারওয়ানও আমর ইব্‌ন সাঈদকে প্রেরণ করেন। তারা দুইজনে ফিলিস্তিনে একে অন্যের মোকাবিলা করেন। মুসআব ইব্‌ন যুবাইর (রা) সেখান থেকে পালিয়ে যান। এভাবে মিশর ও সিরিয়ায় মারওয়ানের একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ওয়াকিদী (র) বলেন, মারওয়ান যখন মিসর অবরোধ করেছিলেন আবদুর রহমান ইব্‌ন জাহ্‌দাম শহরে একটি পরিখা খনন করেছিল এবং মিশরের বাসিন্দাদেরকে নিয়ে মারওয়ানের সাথে যুদ্ধ করার জন্য সে বের হয়ে এসেছিলেন। তাদের এক দল যুদ্ধ করত আর অন্যদল বিশ্রাম নিত। আবার একদল বিশ্রাম করত আর অন্যদল যুদ্ধ করত। এজন্য ঐ দিনটিকে 'ইয়াওমুত তারাবীহ' বলা হত। শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এ যুদ্ধটি চলতে ছিল। তাই তাদের বহুলোক নিহত হয়। ঐদিন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন মাদীকারাব আল কালাঈ নিহত হন। তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। তারপর আবদুর রহমান মারওয়ানের সাথে এ মর্মে সন্ধি করেন যে, তিনি তার অর্থ সম্পদ ও পরিবার-পরিজন নিয়ে মক্কায় চলে যাবেন। মারওয়ান এ চুক্তিতে সম্মতি দেন এবং মিশরের বাসিন্দাদের জন্য একটি নিরাপত্তানামা নিজ হাতে লিখে দেন। মিশরের জনগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে যান এবং তাদের মৃত ব্যক্তিদের দাফন করতে লেগে যান ও আহাজারি করতে থাকেন। ঐদিন মারওয়ান ৮০জন লোককে হত্যা করেছিলেন। কেননা তারা মারওয়ানের বায়'আত গ্রহণ করেনি। আল উকায়দির ইব্‌ন হামালাতাহ্ আল

লাখমীকেও হত্যা করা হয়েছিল। কেননা সে ছিল হযরত উসমান (রা)-এর হত্যাকারীদের একজন। আর এ ঘটনাটি ঘটেছিল জমাদিউস সানী মাসের ১৫ তারিখ। ঐদিন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌নুল আস (রা) ইনতিকাল করেন। কিন্তু জানাযা নিয়ে কেউ বের হবার সাহস করল না। শেষ পর্যন্ত তাঁকে তাঁর ঘরেই দাফন করতে হয়েছিল। এভাবে মারওয়ান মিশরে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করলেন এবং এক মাস সেখানে অবস্থান করলেন। তারপর সেখানে তাঁর পুত্র আবদুল আযীযকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন এবং তার ভাই বশর ইব্‌ন মারওয়ান ও মূসা ইব্‌ন হুসায়নকে তার সাহায্যকারী হিসেবে রেখে আসলেন। নতুন আমীরকে মুরুব্বীদের প্রতি ইহসান করার জন্য ওসীয়ত করলেন। তারপর তিনি সিরিয়ায় ফিরে আসলেন।

এ বছরেই মারওয়ান দুইটি সৈন্যদল প্রস্তুত করেন। একটি সৈন্যদলকে হুবাইশ ইব্‌ন দালজা আল উতাইবীর অধীনে মদীনা পুনরুদ্ধার করার জন্য প্রেরণ করেন। অন্য একটি দলকে উবাইদুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদের অধীনে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইর (রা)-এর নিয়ন্ত্রণ হতে পুনরুদ্ধারের জন্য ইরাকে প্রেরণ করেন। যখন সৈন্যদলটি রাস্তায় বের হয় তখন সুলাইমান ইব্‌ন সুরাদ (রা)-এর নেতৃত্বে পরিচালিত জাইশুত তাওয়াবীনের সাথে তাদের মুকাবিলা হয়। ইতিপূর্বে এর বিবরণ আলোচিত হয়েছে। সিরিয়ায় সৈন্যরা ইরাকের দিকে তাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখে। যখন তারা জাযীরায় পৌঁছে তখন তাদের কাছে মারওয়ান ইবনুল হাকামের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছে।

এ বছরের রামযান মাসেই তার মৃত্যু ঘটেছিল। তাঁর মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে কথিত আছে যে, তিনি ইয়াযীদ ইব্‌ন মু'আবিয়ার স্ত্রী খালিদের মাতাকে বিবাহ করেছিলেন। তার নাম ছিল উম্মে হাশিম বিনত হশিম ইব্‌ন উতবা ইব্‌ন রাবীআ। মারওয়ান তাকে বিয়ে করার উদ্দেশ্য ছিল মানুষের চোখে তার পুত্র খালিদকে হেয় প্রতিপন্ন করা। কেননা অনেক লোকের অন্তরে খালিদের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল এবং তারা চেয়েছিল যাতে তার ভাই মু'আবিয়ার মৃত্যুর পর তাকে যেন খলীফা নির্বাচিত করা হয়। তাই তাঁর এ খিলাফতের বিষয়টি বানচাল করার জন্য তিনি তার বিধবা মাতাকে বিবাহ করেন। একদিন খালিদ মারওয়ানেব দরবারে প্রবেশ করেন। মারওয়ান তার সভাসদবর্গকে নিয়ে কথা বলছিলেন। খালিদ যখন সেখানে বসলেন মারওয়ান তখন তাকে তিরস্কার করে বললেন, হে অমুক মহিলার ছেলে ! খালিদ তখন রেগে গেলেন এবং মায়ের কাছে গমন করলেন। আর মারওয়ান তাকে যা বলেছেন তা তার মায়ের কাছে ব্যক্ত করলেন। তাঁর মাতা তখন বলেন, তুমি যে আমাকে তার এ অসদ্ব্যবহারের কথা জানিয়েছ তার কাছে এটা বলবে না, এটাকে গোপন রাখবে।

এরপর মারওয়ান যখন খালিদের মায়ের ঘরে প্রবেশ করলেন তখন মারওয়ান তাকে বললেন, খালিদ কি তোমার কাছে আমার কোন বদনাম করেছে ? খালিদের মাতা বললেন, সে তোমার সম্পর্কে খারাপ কিছু কেমন করে বলবে ? সেতো তোমাকে ভালবাসে এবং তোমাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। তারপর মারওয়ান খালিদের মায়ের কাছে শয্যা গ্রহণ করেন। যখন তিনি ঘুমিয়ে পড়েন তখন খালিদের মাতা একটি বড় বালিশ হাতে নিলেন, এটা তার মুখের উপর রেখে দিলেন। বালিশের উপর তিনি ও তার দাসীরা চড়ে বসলেন। এতে নিঃশ্বাস আটকিয়ে মারওয়ান মৃত্যুমুখে পতিত হন। এ ঘটনাটি দামেশক শহরে ৬৫ হিজরীর রমযান মাসের তিন তারিখ সংঘটিত হয়েছিল। আর তার বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। কেউ কেউ বলেন, তার বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। মারওয়ানের খিলাফতকাল ছিল মাত্র নয় মাস, কেউ কেউ বলেন, তার খিলাফতকাল ছিল তিন দিনের কম ১০ মাস।

মারওয়ান ইবনুল হাকামের জীবন কাহিনী

তার পূর্ণনাম ছিল মারওয়ান ইব্নুল হাকাম ইব্ন আবূ আল ইব্ন উমাইয়া ইব্ন আবদি শামস ইব্ন আবদি মানাফ আল কুরাশী আল উমামী। তার কুনিয়ত ছিল আবুল হাকাম। আবার কেউ কেউ বলেন, আবুল কাসিম। অনেকের মতে তিনি ছিলেন একজন সাহাবী। কেননা তিনি রাসূল (সা)-এর জীবদ্দশায় জন্মগ্রহণ করেন। হুদাইবিয়ার সন্ধি সম্পর্কে তার একটি বর্ণনা রয়েছে। বুখারী শরীফেও মারওয়ান এবং আল মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা হতে একটি বর্ণনা পেশ করেন। মারওয়ান হযরত উমর (রা) ও হযরত উসমান (রা) হতে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি হযরত উসমান (র)-এর সচিব (কাতিব) ছিলেন। তিনি হযরত আলী (রা) ও যায়দ ইব্ন সাবিত (রা)-এর আযদীয়ারও কাতিব ছিলেন। বাসীরা তার শাশুড়ী ছিলেন। আবূ আহমদ আল হাকিম বলেন,তিনি ছিলেন তার খালা। একজন খালা ও শাশুড়ী উভয়টাই হতে পারেন। কেননা একটি অন্যটির বিপরীত নয়।

তার থেকে যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে তার পুত্র আবদুল মালিক, সহল ইব্ন সা'দ, সাঈদ ইব্নুল মুসাইয়্যাব, উরওয়া ইবনুয যুবাইর, আলী ইবনুল হুসাইন ওরফে যাইনুল আবেদীন, মুজাহিদ প্রমুখ প্রসিদ্ধ।

আল ওয়াকিদী (র) ও মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ বলেন, তিনি রাসূল (সা)-কে পেয়েছেন কিন্তু তাঁর থেকে কোন হাদীস সংরক্ষণ করেন নি। রাসূল (সা) যখন ইনতিকাল করেন তখন তাঁর বয়স ছিল ৮ বছর। ইব্ন সা'দ তাঁকে তাবিঈনদের প্রথম স্তরের গণ্য করেছেন। মারওয়ান কুরায়শদের সর্দার ও জ্ঞানী লোকদের অন্যতম ছিলেন। ইব্ন আসাকির প্রমুখ বর্ণনা করেন, উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা) একবার এক মহিলার জন্য তার মায়ের কাছে প্রস্তাব পেশ করেন। মহিলার মাতা বলেন, তাকে অন্য যারা প্রস্তাব দিয়েছেন তারা হলেন জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল বাজালী (রা)। তিনি প্রাচ্যের যুবকদের সর্দার অন্যজন মারওয়ান ইবনুল হাকাম (রা) তিনি হলেন কুরায়শদের যুবকদের সর্দার। আর তৃতীয় হলেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) যাঁর সম্বন্ধে আপনি নিজজেই অবগত রয়েছেন। মহিলার মাতা আরো বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন ! আপনি কি আমার মেয়েকে গ্রহণ করবেন ? উমর (রা) বললেন, হ্যাঁ মহিলার মাতা বল্লেন, 'হে আমীরুল মু'মিনীন ! আমি তাকে আপনার নিকাহতে সমর্পণ করলাম।

হযরত উসমান (রা) মারওয়ানকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন। মারওয়ান তাঁর সচিব ছিলেন। তার সামনেই গৃহবন্দীর ঘটনা প্রকাশ পেয়েছিল। আর মারওয়ানের পূর্বে নিজ গৃহে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। বিদ্রোহীরা বারবার দাবী করছিল যেন মারওয়ানকে তাদের কাছে সোপর্দ করা হয়। কিন্তু হযরত উসমান (রা) তাদের এ দাবীকে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। মারওয়ান গৃহবন্দীর দিন প্রচণ্ড সংগ্রাম করেছিলেন। কিছু খারিজীদেরকেও তিনি হত্যা করেছিলেন। আর উষ্ট্রের যুদ্ধের দিন তিনি সেনাবাহিনীর মাইসারা বা বাম পার্শ্বের দায়িত্বে কর্তব্য পালন করেছিলেন। কথিত আছে যে, তিনিই হযরত তালহা (রা)-কে হাঁটুতে তীর বিদ্ধ করেছিলেন এবং হত্যা করেছিলেন। আল্লাহ্ই অধিক পরিজ্ঞাত।

আবুল হাকাম বলেন, আমি ইমাম শাফিঈ (র)-কে বলতে শুনেছি, উষ্ট্রের যুদ্ধের দিন যখন লোকজন পরাজয় বরণ করে তখন হযরত আলী (রা) মারওয়ান সম্পর্কে বারবার খবর নিচ্ছিলেন।

তখন তাকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হল। উত্তরে তিনি বললেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক বারবার আমাকে তার প্রতি নাড়া দিচ্ছে। তিনি হলেন কুরায়শ যুবকদের সর্দার।

ইবনুল মুবারক (র) জারীর ইব্ন হাযিম এর বরাতে কাবীসা ইব্ন জাবির (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি একদিন আমীর মু'আবিয়া (রা)-কে বললেন, আপনার পরে এ খিলাফতের জন্য আপনি কাকে রেখে যাচ্ছেন ? তিনি বললেন, যিনি আল্লাহ্র কিতাবের তিলাওয়াতকারী, আল্লাহ্র দীনের ফকীহ এবং আল্লাহ্র বিধি-নিষেধ বাস্তবায়নে কঠোর, তিনি হলেন মারওয়ান ইবনুল হাকাম। একাধিকবার তিনি তাঁকে মদীনার শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। তাঁকে বরখাস্ত করেছিলেন। আবার নিয়োগ দিয়েছিলেন। বিভিন্ন সালে তিনি লোকজনকে নিয়ে হজ্জ আদায় করেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন, "মারওয়ান বিচারপতি ছিলেন। তিনি হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর বিচারের অনুকরণ ও অনুসরণ করতেন।"

ইব্ন ওহাব বলেন, আমি ইমাম মালিক (র)-কে বলতে শুনেছি। একদিন মারওয়ানের ব্যাপারে আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়, মারওয়ান বলেছিল, "চল্লিশ বছর যাবত আল্লাহ্র কিতাব অধ্যয়ন করেছি। তারপর যা তুমি দেখছ তা হয়ে গেলাম অর্থাৎ খিলাফতের জন্য রক্তপাতের আশ্রয় নিয়েছি।"

ইসমাঈল ইব্ন আইয়াশ, শুরাইহ ইব্ন উবাইদ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মারওয়ানের কাছে যখন ইসলাম সম্বন্ধে আলোচনা করা হত তখন তিনি বলতেন ঃ

بنعمت ربی لا بما یری — ولا یتراای ننی کنت خا طیات

"আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি আমার রবের অনুগ্রহের বদৌলতে আমার নিজের সাধনার ফলে নয়, আর লোক দেখানোর জন্যও নয়, আমিতো ছিলাম অপরাধী।"

আল লাইস ইয়াযীদ ইব্ন হাবীবের বরাতে আবুন নদর সালিম হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একদিন মারওয়ান এক ব্যক্তির জানাযায় উপস্থিত হন। সালাতে জানাযা আদায় করার পর তিনি সেখান থেকে চলে যান। হযরত আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, মারওয়ান এক কিরাত পরিমাণ সওয়াব অর্জন করলেন আর এক কিরাত সওয়াব হতে বঞ্চিত হলেন। মারওয়ানকে হযরত আবূ হুরাইরা (রা)-এর বক্তব্য সম্বন্ধে অবগত করানো হল। তখন তিনি এত দ্রুত দৌড়িয়ে আসলেন যে, তার হাঁটুর কাপড় উপরে উঠে গিয়েছিল। এরপর তিনি বসে গেলেন এবং সেখানে অবস্থান করতে লাগলেন যতক্ষণ না তাকে সেখান থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাবার অনুমতি দেয়া হয়েছিল।"

আল মাদায়িনী (র) জা'ফর ইব্ন মুহাম্মদ (র) হতে বর্ণনা করেন, মারওয়ান আলী ইব্ন হুসাইন (রা)-কে ছয় হাজার দীনার ধার দিয়েছিলেন। আর এটা ছিল হযরত ইমাম হুসাইন (র)-এর শাহাদাতের পর মদীনা প্রত্যাবর্তন করার সময়ের ঘটনা। যখন তিনি মৃত্যু শয্যায় শায়িত ছিলেন তখন তিনি তার পুত্র আবদুল মালিককে ওসীয়ত করেছিলেন, তিনি যেন আলী ইব্ন হুসাইন (রা) হতে কোন কিছু গ্রহণ না করেন। আবদুল মালিক এর কাছে যখন এ অর্থ পেশ করা হয় তখন তিনি তা কবূল করতে প্রথমে অস্বীকৃতি জানান। কিন্তু পরে বারবার অনুরোধ করার পর তিনি তাতে সম্মতি দেন।

ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, ইমাম হাসান (রা) ও ইব্ন হুসাইন (রা) দু'জনেই মারওয়ানের পিছে সালাত আদায় করতেন। তাঁরা পুনরায় নিজে নিজে সালাত আদায় করতেন না। আর এরূপ সব সময়েই করতেন।

আবদুর রাযযাক (রা) সাওরী তারিক ইব্ন শিহাব হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মারওয়ান ছিলেন প্রথম ব্যক্তি, যে ঈদের দিন সালাতের পূর্বে খুতবা দিতেন। এক ব্যক্তি তাকে বললেন, আপনি সুন্নাত লঙ্ঘন করেছেন। মারওয়ান তাকে বললেন, 'হ্যাঁ" এখানে সুন্নাত ছেড়ে দেয়া হয়েছে। আবূ সাঈদ (রা) বললেন, এ ব্যক্তি তার দায়িত্ব পালন করেছে। আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে যদি কেউ কেউ খারাপ কাজ হতে দেখে তাহলে সে যেন তা নিজ হাতে মিটিয়ে দেয়, যদি সে এরূপ করার ক্ষমতা না রাখে তাহলে যেন তার জিহবা দ্বারা অর্থাৎ নসীহতের মাধ্যমে তা মিটিয়ে দেয়, যদি এরূপ করারও ক্ষমতা না রাখে তাহলে যেন নিজ অন্তরে তার প্রতি ঘৃণা পোষণ করে। আর এটাই হচ্ছে দুর্বলতম ঈমান।" ইতিহাসবিদগণ বলেন, যখন তিনি মদীনার শাসনকর্তা ছিলেন, যখনি কোন সমস্যা দেখা দিত তখনি তিনি উপস্থিত সাহাবায়ে কিরামকে ডেকে পাঠাতেন এবং সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তারা আরো বলেন, তিনি প্রচলিত দুই ধরনের পরিমাপ থেকে যেটা অধিকতর ন্যায্য সেটাকেই গ্রহণ করেন। আর এজন্য এ পরিমাপকে صامروان (সামরওয়ান) বলা হত।

আয যুবাইর ইব্ন বাক্কার (র) আবূ সাঈদ আল খুদরী (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, একদিন হযরত আবূ হুরাইরা (রা) মারওয়ানের নিকট হতে বের হয়ে আসলেন। তাঁর সাথে একদল লোকের সাক্ষাত হয়। তারাও তাঁর নিকট হতে বের হয়ে এসেছিলেন। তারা তখন তাঁকে (আবূ হুরাইরা (রা)-কে বললেন, হে আবূ হুরাইরা (রা)! তিনি একমাত্র আমাদেরকে সাক্ষী করে একশত গোলাম আযাদ করে দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আবূ হুরাইরা (রা) আমার হাতে চাপ দিলেন এবং বললেন, হে আবূ সাঈদ! হালাল অর্জনের একটি পূর্ণ একশত গোলাম মুক্ত করা হতেও উত্তম। আয যুবাইর (রা) বলেন, হাদীসে উল্লেখিত 'বাক' কথাটির অর্থ এক।" ইমাম আহমদ (র) বলেন, উসমান.....আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি (রাসূল (সা)) বলেছেন, অমুক ব্যক্তির পরিবার-পরিজনের লোক সংখ্যা যদি ত্রিশে....পৌঁছে তাহলে তারা আল্লাহ্র সম্পদকে (যাকাত) নিজেদের সম্পদ মনে করবে, আল্লাহ্র দীনকে তাদের ইচ্ছার অন্তরায় বা হস্তক্ষেপ মনে করবে এবং আল্লাহ্র বান্দাদেরকে নিজেদের খাদিম বা সেবক মনে করবে।'

আবূ ইয়া'লা (র) যাকারিয়া আবূ সাঈদ (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূল (সা) বলেন, বনূল হাকামের সদস্য সংখ্যা যখন ত্রিশে পৌঁছবে তখন তারা আল্লাহ্র দীনকে হস্তক্ষেপ মনে করবে, আল্লাহ্ সম্পদকে নিজেদের সম্পদ মনে করবে।"

তাবারানী আহমদ.....আবূ যর (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, বনূ উমাইয়ার সদস্যরা যখন চল্লিশে পৌঁছবে (শেষ পর্যন্ত)। এটির সনদ বিচ্ছিন্ন। ইব্ন আবদুর রহমান হযরত আবূ হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, বনূ আবূল আসের সদস্যরা যখন ত্রিশে পৌঁছবে। আল বাইহাকী মু'আবিয়া (রা) ও হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর বরাতে রাসূল (সা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, বনূল হাকামের সদস্যগণ যখন ত্রিশে পৌঁছবে, তারা আল্লাহ্র সম্পদকে নিজেদের সম্পদ মনে করবে, আল্লাহ্র বান্দাদেরকে নিজেদের সম্পদ মনে করবে, আল্লাহ্র বান্দাদেরকে নিজেদের গোলাম মনে করবে। আল্লাহ্র কিতাবে ত্রুটিপূর্ণ মনে করবে। যখন তারা ৪৯৬ (চারশত ছিয়ানব্বই এ) পৌঁছবে তখন তাদের ধ্বংস একটি খেজুর চিবানোর চাইতে দ্রুততর হবে।

রাসূল (সা) আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের কথা উল্লেখ করে বলেন, সে হবে চারজন জালিম শাসকের পিতা। উপরে যতগুলো হাদীস বর্ণনা করা হল সবগুলোর সনদ দুর্বল।

আবূ ইয়ালা (র) বিভিন্ন সনদে হযরত আবূ হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, "একদিন রাসূল (সা) স্বপ্নে দেখেন, হাকামের বংশধররা রাসূল (সা)-এর মিম্বরে উঠছে এবং তা থেকে নামছে। তারপর সকাল বেলায় তাকে ক্রোধান্বিত মনে হল। তিনি বললেন, হাকামের বংশধরকে বানরের মত আমার মিম্বরে উঠানামা করতে আমি স্বপ্নে দেখেছি। এ স্বপ্নের পর রাসূল (সা)-কে আর কখনও জনসমক্ষে ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত প্রাণ খুলে হাসতে দেখা যায়নি। আস সাওরী (র) এ হাদীসটি সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব হতে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেন, ঐ বর্ণনায় আছে, তারপর আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল (সা)-এর প্রতি ওহী পাঠালেন,এটা হবে দুনিয়া, আর তাদেরকে এ দুনিয়াই দেয়া হবে। এরপর রাসূল (সা)-এর মনে প্রবোধ আসল। তারপর সূরায়ে বনী ইসরাঈল ১৭ ঃ ৬০ অবতীর্ণ হয়।

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ــ

অর্থাৎ 'আমি যে দৃশ্য তোমাকে দেখিয়েছি, তা এবং কুরআনে উল্লিখিত অভশপ্ত বৃক্ষটিও কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য।' এ হাদীসটিও মুরসাল, তার সনদ দুর্বল।

আমি বলি, এ মর্মে বহু জাল হাদীস বর্ণিত রয়েছে। আর এগুলোর মধ্যে কোন কল্যাণ নিহিত নয় বিধায় এরূপ অশুদ্ধ হাদীসগুলোকে এখানে উল্লেখ করা হল না। মারওয়ানের পিতা আল হাকাম রাসূল (সা)-এর বড় দুশমনদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে সে মক্কা বিজয়ের দিন মুসলমান হয়েছিল। এরপর হাকাম মদীনায় আগমন করে কিন্তু রাসূল (সা) তাকে তাইফের দিকে বিতাড়িত করেন এবং সে সেখানে মৃত্যুবরণ করে হযরত উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-এর অবরোধের সবচাইতে বড় কারণ ছিল মারওয়ানের কুকর্ম। কেননা সে হযরত উসমান (রা)-এর নামে জাল পত্র লিখেছিল। ঐ পত্রে মিসর থেকে আগত প্রতিনিধিদলকে হত্যার হুকুম দেয়া হয়েছিল। যখন সে মদীনায় আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর পক্ষ থেকে আমীর ছিলেন তখন সে প্রতি জুমআর দিন মিম্বরে দাঁড়িয়ে হযরত আলী (রা)-এর নিন্দা করত। হাসান ইব্ন আলী (রা) একদিন মারওয়ারনকে বললেন, "আল্লাহ্ তা'আলা তোমার পিতা হাকামের প্রতি অভিসম্পাত করেন আর তুমি তার ছেলে, নবীর ভাষায় তোমার উপর সেই অভিসম্পাত প্রেরিত হয়েছে।" তিনি (সা) বলেছেন, "হাকাম এবং তার সন্তানের উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত বর্ষিত হোক" পূর্বেও বর্ণনা করা হয়েছে যে, জাবীয়ার ভূমিতে হাস্সান ইব্ন মালিকের কাছে মারওয়ান যখন আগমন করেন তখন হাস্সান তার আগমনকে পছন্দ করেন এবং তার জন্য বায়'আত গ্রহণ করেন এর জর্দানবীদের থেকে তার জন্য এ শর্তে বায়'আত গ্রহণ করেন যে, যখন খিলাফতের বিষয়টি চূড়ান্ত হয়ে যাবে তখন মারওয়ান, খালিদ ইব্ন ইয়াযীদের পক্ষে খিলাফত ছেড়ে দিবে। মারওয়ানের হাতে শুধুমাত্র হিমস রাজ্যের ভার ন্যস্ত থাকবে আর দামেশকের শাসনভার থাকবে আমর ইব্ন সাঈদের জন্য। মারওয়ানের পক্ষে বায়'আত করা হয়েছিল ৬৪ হিজরীর যুলকাদা মাসের ১৫ তারিখ দিনে। উপরোক্ত বক্তব্যটি হল আল লাইস ইব্ন সা'দ প্রমুখের। আল লাইস আরো বলেন, এ বছরের কুরবানী ঈদের দু'দিন পর যুলহাজ্জ মাসে মারজ রাহিতের ঘটনা সংঘটিত হয়।

ইতিহাসবিদগণ বলেন, মারওয়ান আদ দাহ্হাক ইব্‌ন কাইস (রা)-এর উপর জয়লাভ করেন এবং সিরিয়া ও মিসরের শাসনভার নিজের জন্য সুদৃঢ় করেন। তারপর এসব শহরে তার শাসনক্ষমতা সুদৃঢ় হওয়ার পর তার প্রথম পুত্র আবদুল মালিকের জন্য খিলাফতের বায়'আত গ্রহণ করে। এরপর তার দ্বিতীয় পুত্র উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের পিতা, আবদুল আযীযের জন্য খিলাফতের বায়'আত গ্রহণ করেন। অন্যদিকে খালিদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন মু'আবিয়া এর বায়'আত প্রত্যাখ্যান করা হয়। কেননা মারওয়ান তাকে খিলাফতের উপযুক্ত মনে করতো না। হাস্‌সান ইব্‌ন মালিক[১] এ প্রস্তাবকে সমর্থন করে যদিও সে ছিল খালিদ ইব্‌ন ইয়াযীদের মামা। আর সেই আবদুল মালিকের বায়আতের ধ্বজাধারী ছিল। তারপর খালিদের মা মারওয়ানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করল এবং বিষ পানে তাকে হত্যা করল।

কেউ কেউ বলেন, মারওয়ান যখন ঘুমে ছিল তখন তার স্ত্রী খালিদের মা তার মুখে বালিশ চাপা দিয়েছিল। শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারওয়ান মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তারপর খালিদের মা ও তার দাসীরা ঘোষণা করে আমীরুল মু'মিনীন হঠাৎ মারা গেছেন। এরপর তার পুত্র আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান খলীফা হন যেমনটি পরে বর্ণনা করা হবে। ইব্‌ন আবূ মাযূর কতিপয় আলিম থেকে বর্ণনা করেন যে, মারওয়ানের মুখের শেষ কথা ছিল, যে জাহান্নামকে ভয় করে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব। তার সীল মোহরের নকশা ছিল العزة لله 'সম্মান আল্লাহ্‌র জন্য।'

আল আসমাঈ বলেন, আদী ইব্‌ন আবূ আম্মার হারব ইব্‌ন যিয়াদ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মারওয়ানের সীল মোহরের নকশা ছিল امنت بالعزيز الرحيم অর্থাৎ আমি পরাক্রমশালী মেহেরবান আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস রাখি।

৬১ বছর বয়সে কেউ কেউ বলেন, ৬৩ বছর বয়সে মারওয়ান দামেশকে ইনতিকাল করেন। আবূ মা'শার বলেন, মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিল ৮১ বছর। খলীফা বলেন, আল ওয়ালিদ ইব্‌ন হিশাম বর্ণনা করেছেন যে, ৬৫ হিজরীর রামযান মাসের তিন তারিখ মারওয়ান দামেশকে ইনতিকাল করেন। তখন তার বয়স ছিল ৬৩ বছর। তার পুত্র আবদুল মালিক তার জানাযার সালাত পড়ান। তার খিলাফতের সময়কাল ছিল, ৯মাস ১৮ দিন। কেউ কেউ বলেন, ১০ মাস। ইব্‌ন আবূদ দুনিয়া প্রমুখ বলেন, তিনি ছিলেন বেঁটে, লাল চেহারা বিশিষ্ট। তার গর্দান ছিল সরু, মাথা এবং দাড়ি ছিল বড় আকৃতির। তার উপাধি ছিল খাইতে বাতিল خيط باطل আর্থাৎ বাতিল সূতা।

ইব্‌ন আসাকির বলেন, সাঈদ ইব্‌ন কাসীর ইব্‌ন উফাইর উল্লেখ করেন, 'মারওয়ান যখন মিসর থেকে রওয়ানা হয়ে যানবারাহ নামক স্থানে পৌছেন কেউ কেউ বলেন, বালাদ নামক স্থানে পৌছেন তখন তিনি ইনতিকাল করেন। আবার কেউ কেউ বলেন, মারওয়ান দামেশকে ইনতিকাল করেন এবং তাকে বাবুল জাবীয়া ও বাবুস সাগীরের মাঝামাঝি স্থানে দাফন করা হয়।

মারওয়ানের সচিব ছিলেন উবাইদ ইব্‌ন আউস। দারওয়ান ছিল তার গোলাম আল মিনহাল, বিচারপতি ছিলেন আবূ ইদরীস আল খাওলানী, দেহরক্ষী ছিল ইয়াহইয়া ইব্‌ন কাইস আল গাস্‌সানী, তার পুত্রগণ ছিলেন আবদুল মালিক, আবদুল আযীয, মু'আবিয়া প্রমুখ। তার বিভিন্ন স্ত্রী থেকে কয়েকজন কন্যাও ছিল।

---

১. মূল গ্রন্থে মালিক ইব্‌ন ইসহাক মুদ্রিত আছে।

আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানের খিলাফত

তার পিতার জীবদ্দশায় তার জন্য খিলাফতের বায়'আত গ্রহণ করা হয়েছিল। রমযান মাসের তিন তারিখ যখন তার পিতা ইনতিকাল করেন তখন দামেশক ও মিসরে, আর এই দুই দেশের প্রদেশগুলোতেও আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানের বায়'আত নবায়ন করা হয়েছিল। তার পিতার ন্যায় তার খিলাফতও সুদৃঢ় হয়। তার পিতার মৃত্যুর পূর্বে তিনি দু'টি সৈন্যদল প্রেরণ করেছিলেন। একদল সৈন্য উবাইদুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদের নেতৃত্বে ইরাকে প্রেরণ করা হয়েছিল, যাতে সে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইর (রা)-এর নায়িবের হাত থেকে ইরাকের দখল ছিনিয়ে নেয়। রাস্তায় জাইশুত তাওয়াবীনের সাথে তার সংঘর্ষ হয়। জাইশুত তাওয়াবীনের নেতা ছিলেন সুলাইমান ইব্‌ন সুরাদ (রা)। আইনুল ওয়ারদা নামক স্থানে উভয় সৈন্যদল যুদ্ধে লিপ্ত হয়। উবাইদুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ জয়লাভ করে এবং সুলাইমান ইব্‌ন সুরাদ (রা)-কে হত্যা করে। সুলাইমান ইব্‌ন সুরাদ (রা)-এর অধিকাংশ সৈন্য নিহত হয়।

দ্বিতীয় সৈন্যদলটি হুবাইশ ইব্‌ন দালাজা এর নেতৃত্বে মদীনায় প্রেরণ করা হয়েছিল যাতে সে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইর (রা)-এর নায়িব হতে মদীনাকে হস্তান্তর করতে পারে। সে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হয়। যখন সে মদীনায় পৌছে তখন মদীনার নায়িব জাবির ইব্‌ন আল আসওয়াদ ইব্‌ন আউফ মদীনা থেকে পালিয়ে যায়। আর সে ছিল আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা)-এর ভাইয়ের পুত্র।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইর (রা)-এর পক্ষ থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত বসরার নায়িব হারিস ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাবীআ একদল সৈন্য সংগ্রহ করেন এবং মদীনায় ইব্‌ন দালজার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। যখন হুবাইশ ইব্‌ন দালজা আগত সেনাবাহিনীর কথা শুনলেন, তখন তিনি তাদের দিকে রওয়ানা হলেন। অন্যদিকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইর (রা) আব্বাস ইব্‌ন সহল ইব্‌ন সা'দ (র)-কে মদীনার নায়িব নিযুক্ত করেন এবং হুবাইশের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করার জন্য হুকুম দেন। তিনি হুবাইশের সৈন্যদের খোঁজে বের হন এবং রাবযা নামক স্থানে দেখা পান। ইয়াযীদ ইব্‌ন যিয়াহ নামক একদল সৈন্য হুবাইশকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ে এবং তাকে হত্যা করে। তার কিছু সাথী সঙ্গীও নিহত হয় এবং বাকীরা পরাজয় বরণ করে। তাদের মধ্য থেকে পাঁচশত সৈন্য মদীনায় আশ্রয় নেয়। তারপর তারা আব্বাস ইব্‌ন সহল (র)-এর ফায়সালা মেনে নিয়ে আত্মসমর্পণ করে। তিনি তাদেরকে হত্যা করেন। সেনাবাহিনীর বাকী অংশ সিরিয়ার দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, হুবাইশ ইব্‌ন দালজার হত্যাকারী ইয়াযীদ ইব্‌ন সিয়াহ আল আসওয়ারী যখন আব্বাস ইব্‌ন সহলের সাথে মদীনায় প্রবেশ করেন তখন তাঁর পরনে ছিল সাদা কাপড় এবং তিনি একটি ধূসর রংয়ের ঘোড়ায় সওয়ার ছিলেন। জনগণ তাঁর উপর খুশবু ও মেশক ছিটায় এবং তাঁর সাথে জনগণ হাত মিলায় ও কোলাকুলি করে তাতে তাঁর কাপড় ও ঘোড়া কালো বর্ণ ধারণ করে।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, এ বছরেই বসরায় খারিজীদের শান ও শওকত বৃদ্ধি পায়। আর এ বছরেই খারিজীদের নেতা নাফি' ইব্‌ন আরযাক নিহত হয়। সে ছিল খারিজীদের নেতা।

বসরাবাসীদের একজন অশ্বারোহী সেনাপতি ছিলেন মুসলিম ইব্ন উবাইস। তাকে রাবীআ আস সালূতী হত্যা করেন। এ দুই নেতার মধ্যবর্তী সময়ে প্রায় পাঁচজন নেতা নিহত হয়েছিল। খারিজীদের এ ঘটনায় আবূ মু'আবিয়া কুর্রা ইব্ন ইয়াস আল মুযানী নিহত হওয়ার পর খারিজীরা উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন মাহুযকে তাদের নেতা নির্বাচিত করে। তাদের নেতা তাদেরকে নিয়ে আল মাদায়িন রওয়ানা হয়। তারা মাদায়িনবাসীদেরকে হত্যা করে। তারপর তারা আহওয়ায ও আশে পাশের অন্যান্য এলাকা জয় করে। মানুষের সহায়-সম্পদ আত্মসাৎ করে। ইয়ামামা ও বাহরাইন থেকে তাদের জন্য সাহায্য-সহায়তা পৌঁছে। তারপর তারা ইস্পাহানের দিকে রওয়ানা হয়। ইস্পাহানের শাসক ছিলেন আতাব ইব্ন ওয়ারাকা আর রাইয়াহী। তিনি তাদের মুকাবিলা করেন এবং তাদেরকে পরাজিত করেন। খারিজীদের আমীর উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন মাহুয যখন নিহত হয় তখন তারা কুতরী ইব্ন আল ফাজাআকে তাদের আমীর নির্বাচন করে। তারপর ইব্ন জারীর (র) বসরবাসীদের সাথে খারিজীদের সংঘর্ষের বর্ণনা করেন। দুলাব নামক স্থানে তাদের মধ্যে সংঘর্ষ সংঘটিত হয়। বসরাবাসীরা খারিজীদের লক্ষ্যবস্তুতে যখন পরিণত হয়। বসরাবাসীরা খারিজীদের বসরায় অনুপ্রবেশের ব্যাপারে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তাই আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা)-এর কাছে দূত পাঠানো হয় ও পরিস্থিতি সম্বন্ধে তাকে অবহিত করা হয়। আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা) পরিস্থিতির নিরসনকল্পে বসরায় আমীর আবদুল্লাহ্ ইব্ন আল হারিস উরফে বাব্বাহকে বরখাস্ত করে হারিস ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাবীআ ওরফে কাব্বা'কে আমীর নিযুক্ত করেন।

আর আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা) আল মুহাল্লাব ইব্ন আবূ সুফরা আল আযদীকে খুরাসানের শাসক নিয়োগ করেন। আল মুহাল্লাব যখন যাত্রা পথে বসরা পৌঁছেন তখন বসরাবাসীরা তাঁকে বলেন, খারিজীদের সাথে যুদ্ধ করার আপনি একমাত্র উপযুক্ত লোক। তিনি বললেন, আমীরুল মু'মিনীন ! হযরত আবদুল্লাহ্ ইব যুবাইর (রা) আমাকে খুরাসান প্রেরণ করেছেন, আমি তাঁর অবাধ্য হব না। তখন বসরাবাসীরা তাদের আমীর আল হারিস ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ রাবীআ-এর সাথে একমত হয়ে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা)-এর জবানীতে তারা মুহাল্লাতের নামে একটি পত্র লিখেন, যেন মুহাল্লাব খারিজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য যাত্রা করেন এবং তাদেরকে বসরায় অনুপ্রবেশের কোন প্রকার সুযোগ যেন না দেন। মুহাল্লাবের কাছে যখন পত্রটি পড়া হয় তখন তিনি শর্তসাপেক্ষে হুকুম তামিল করতে রাযী হন। শর্তটি হল বসরাবাসীরা তাদের বাইতুলমাল হতে মুহাল্লাবের সৈন্য সামন্তকে ভাতা প্রদান করবেন এবং বিজয়ের পর খারিজীদের যাবতীয় সম্পদ মুহাল্লাবের সৈন্যগণ ভোগ করবেন। বসরাবাসীরা এ শর্ত মেনে নেন। কেউ কেউ বলেন যে, তারা এ সম্পর্কে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা)-কে পত্র লিখে অবগত করেছিল তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা) এতে সম্মতি দেন।

সে মতে মুহাল্লাব তাদের কাছে আগমন করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাহসী লৌহ মানব। যখন তিনি খারিজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মনস্থ করেন, তখন বসরাবসীরা তাদের কাছে মজুদ যুদ্ধবর্ম, ঘোড়া, অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য যাবতীয় সরঞ্জাম নিয়ে মহা আনন্দে তার সামনে আগমন করেন। বেশ কিছুদিন যাবত সেনাবাহিনীর সদস্যরা এই এলাকায় খাওয়া-দাওয়া করছিলেন, তাদের এ অপ্রতিদ্বন্দ্বি বাহাদুরী ও তুলনাহীন অগ্রবর্তীতা ও যুদ্ধ ক্ষেত্রে নির্ভয়ে বিচরণ, অদম্য শক্তি-সাহস নিয়ে ধৈর্যধারণ করা মুশকিল হয়ে পড়েছিল। তাই তারা সালসালাবিল নামক স্থানে

পরস্পর মুকাবিলা করল ও প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হল। উভয় পক্ষই অত্যন্ত ধৈর্যের পরিচয় দিল। মুহাল্লাবের সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় ত্রিশ হাজার। তারপর খারিজীরা ভীষণভাবে হামলা করল। মুহাল্লাবের সঙ্গীরা পরাজয় বরণ করল। তাদের মধ্যে পুত্র পিতার দিকে লক্ষ্য করল না। মোটকথা কেউ কারো প্রতি লক্ষ্য করার সুযোগ পায়নি কিছুসংখ্যক সৈন্য অবশ্য বসরায় পৌঁছে গিয়েছিল এদিকে মুহাল্লাব পরাজয় বরণকারী সৈন্যদের প্রস্থানের পূর্বেই একটি উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে তাদেরকে আহবান করতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ্র বান্দাগণ ! আমার দিকে এসো। তখন তার দিকে তিন হাজার অশ্বারোহী সাহসী সৈন্য এগিয়ে আসল। তিনি তাদের মধ্যখানে দাঁড়ালেন এবং তাদের মাঝে বক্তব্য রাখেন। বক্তব্যে তিনি বলেন, হে জনগণ ! তোমরা জেনে রেখো, কোন কোন সময় আল্লাহ্ তা'আলা বিরাট সেনাদলকে তাদের নিজেদের উপর নির্ভরশীল করে দেন এবং তারা পরাজয় বরণ করে। আর অনেক সময় ক্ষুদ্র দলের প্রতি তিনি সাহায্য করেন এবং তারা জয়লাভ করে। আমার আয়ুর শপথ ! তোমরা এখন সংখ্যায় কম নও। তোমরা ধৈর্য এবং বিজয়ের মূর্তপ্রতীক। আমি পছন্দ করি না তোমাদের মধ্যে এমন লোক একটিও থাকুক, যে পরাজয় বরণ করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা সূরায়ে তাওবার ঃ ৪৭ আয়াতে বলেন ولو كان فيكم ما زادوكم الا خبالا অর্থাৎ তারা তোমাদের সাথে বের হলে তারা তোমাদের বিভ্রান্তি বৃদ্ধি করত এবং তোমাদের মধ্যে ফিৎনার সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদের মধ্যে ছুটাছুটি করত। তারপর তিনি বলেন, আমি চাই তোমাদের প্রত্যেকে নিজের সাথে দশটি করে পাথরের টুকরো ধারণ কর, তারপর আমাদেরকে নিয়ে তাদের সৈন্যদলের কাছে চল। তারা এখন নিরাপদ বোধ করছে। তাদের ঘোড়া তোমাদের ভাইদেরকে খুঁজে বের করার জন্য ইতিমধ্যে বের হয়ে গেছে। আল্লাহ্র শপথ ! আমি চাই তারা ফিরে এসে যেন দেখে যে, তোমরা তাদের সৈন্যদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছ এবং তাদের আমীরকে হত্যা করে ফেলেছ। সৈন্যগণ নির্দেশিত কাজ করতে প্রস্তুত হন। মুহাল্লাব ইব্ন আবূ সুফরা তাদেরকে নিয়ে খারিজীদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালালেন এবং তাদের অনেককে অর্থাৎ সাত হাজার লোককে হত্যা করলেন। আযারিকা নামক খারিজী সম্প্রদায়ের অনেক লোকের সাথে তাদের নেতা উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন মাহুযও নিহত হয়। মুহাল্লাব খারিজী দের প্রচুর সম্পদ হস্তগত করেন। যারা পরাজয় বরণকারীদের খোঁজে নিয়োজিত ছিল তাদের প্রত্যাবর্তনের পথে মুহাল্লাব কিছু অশ্বারোহী সৈন্যকে সতর্ক অবস্থায় রাখলেন। তারা নিজেদের লোকদের ব্যতীত অন্যদের যাতায়াতে বিধি-নিষেধ আরোপ করেন। তাই তাদের পরাজিত সৈন্যদের কিছু অংশ কিরমান ও ইস্পাহান পলায়ন করে এবং মুহাল্লাব আল আহওয়ায নামক স্থানে অবস্থান করেন। আর হারিস ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ রাবীআ বসরা থেকে বহিস্কৃত হলে মুসআব ইব্ন যুবাইর বসরা আগমন করেন।

ইব্ন জারীর (রা) বলেন, এ বছরই মারওয়ান ইব্নুল হাকাম তার মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তার পুত্র মুহাম্মদকে আল জাযীরার দিকে প্রেরণ করেন। এটা ছিল তার মিসরে যাওয়ার পূর্বের ঘটনা।

আমি বলি, এই মুহাম্মদ ইব্ন মারওয়ানই মারওয়ানুল হিমরের পিতা। আর মারওয়ানুল হিমার হলেন মারওয়ান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মারওয়ান। তিনি হলেন, বনূ উমাইয়ার সর্বশেষ খলীফা তার হাত থেকেই আব্বাসীরা খিলাফত ছিনিয়ে নিয়েছিলেন।

ইব্‌ন জারীর (র) আরো বলেন, এ বছরেই আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইর (রা) তাঁর ভাই উবাইদুল্লাহ্‌কে মদীনার শাসন ক্ষমতা থেকে অপসারণ করেন এবং নিজের অন্য ভাই মুসআবকে সেখানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তার কারণ হল, একদিন উবাইদুল্লাহ্ জনগণের কাছে বক্তব্য রাখেন। তিনি তার বক্তৃতায় বলেন, তোমরা দেখেছ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত সালিহ (আ)-এর সম্প্রদায়ের সাথে একটি উটের ব্যাপারে কিরূপ ব্যবহার করেছেন। যার মূল্য ছিল মাত্র ৫০০ দিরহাম। যখন এ বক্তব্যের খবর তার ভাইয়ের কাছে পৌঁছে তখন তিনি বললেন, এটাতো কৃত্রিম আচরণ। তিনি তাকে বরখাস্ত করেন। আর এজন্য উবাইদুল্লাহ্‌কে বলা হত উটের মূল্য বিচারক।

ইব্‌ন জারীর (র) আরো বলেন, এ বছরের শেষের দিকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইর (রা) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ আল খাতমীকে কূফা হতে বরখাস্ত করেন এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুতীকে কূফার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তিনি হাররার দিন মুহাজিরদের আমীর ছিলেন যখন তারা ইয়াযীদের বায়'আত প্রত্যাহার করেছিল।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, এ বছরেই বসরায় অপঘাত জনিত প্লেগ রোগ দেখা দিয়েছিল। আল মুনতাযিম নামক কিতাবে ইবনুল জাওযী (র) বলেন, এ রোগটি ৬৪ হিজরী সালে দেখা দিয়েছিল। কেউ কেউ বলেন ৬৯ হিজরী সালে দেখা দিয়েছিল। শেষোক্ত অভিমতটি আমাদের ওস্তাদ আয যাহবী (র) প্রমুখ উল্লেখ করেছেন। আর এ ঘটনার সিংহভাগই বসরায় সংঘটিত হয়েছিল। আর এটা ছিল তিন দিন স্থায়ী। তিনদিনের প্রথম দিনে বসরায় সত্তর হাজার লোক মারা গিয়েছিল। দ্বিতীয় দিনে মারা গিয়েছিল ৭১ হাজার লোক। আর তৃতীয় দিনে মারা গিয়েছিল ৭৩ হাজার লোক।

চতুর্থ দিন কয়েকজন ব্যতীত প্রায় সকলেই মৃত অবস্থায় ছিল। কথিত আছে যে, বসরার আমীরের মাতা ইনতিকাল করেন। কিন্তু এমন কোন লোক পাওয়া গেল না, যে তাকে দাফনের জন্য বয়ে নিয়ে যাবে। তাই তার জন্যে চারজন মজুর নিয়োগ করা হয়েছিল। হাফিজ আবূ নুআইম ইস্পাহানী উবায়দুল্লাহ্ মা'দী (রা) এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন। ঐ লোকটির কুনীয়াত ছিল আবূ নুফাইদ আর তিনি এ প্লেগ রোগ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি বলেন, আমরা বিভিন্ন গোত্রে গমন করতাম এবং মৃত দেহ দাফন করতাম। যখন মৃতের সংখ্যা বেড়ে গেল তখন আমাদের পক্ষে লাশগুলো দাফন করা সম্ভব হল না। আমরা তখন কোন একটি ঘরে প্রবেশ করতাম আর যখন দেখতাম সে ঘরের সকলেই মারা গেছে তখন সব লাশ ঘরের ভেতর রেখে দরজা বন্ধ করে দিতাম। তিনি বলেন, একটি ঘরে আমরা প্রবেশ করলাম এবং খুঁজতে লাগলাম কিন্তু একজনকেও জীবিত পেলাম না, আমরা তখন ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলাম। যখন তালিকা প্রস্তুতকারীর দল আসল, তখন আমরা তাদেরকে নিয়ে বিভিন্ন গোত্রে গমন করতাম ও তাদের জন্যে বন্ধ দরজা খুলে দিতাম। এরূপ এক সময় আমরা একটি ঘরের দরজা খুলে দিলাম, যে দরজা আমরা পূর্বে বন্ধ করেছিলাম। আমরা দরজাটি খুলে দিয়ে খোঁজ করতে লাগলাম কোন জীবিত ব্যক্তি আছে কিনা। হঠাৎ ঘরের মধ্যে দেখতে পেলাম একটি জীবিত বালক, তরতাজা তৈল মাখা। মনে হচ্ছে যেন এখনই তাকে মায়ের কোল থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, আমরা এ বালকটির কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম এবং বিস্ময় প্রকাশ করছিলাম। হঠাৎ দেখি একটি কুকুর দেয়ালের ফাঁক দিয়ে ঘরে ঢুকল। ঘরে ঢুকে কুকুরটি বালকটির গা ঘেঁষে দাঁড়াল আর বালকটিও তার কাছে আগ্রহে এগিয়ে গেল। এরপর বালকটি কুকুরের দুধ পান করতে লাগল। তিনি বলেন, কিছুকাল পরে আমি সেই বালকটিকে বসরার মসজিদে দেখতে পেলাম তখনও তার একমুঠো দাড়ি ছিল।

ইব্‌ন জারীর (রা) বলেন, 'এ বছরেই হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইর (রা) কা'বা শরীফকে পুনর্নির্মাণ করেন এবং 'হাতীম'-কে কা'বা ঘরের ভেতরে ঢুকিয়ে দেন। কা'বা শরীফের দু'টি দরজা রাখেন। একটি দরজা প্রবেশ করার এবং অন্য দরজা বের হবার জন্য।

ইব্‌ন জারীর (র) ইসহাক.....যিয়াদ ইব্‌ন জাবাল (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইর (রা) যখন মক্কার শাসনকর্তা ছিলেন। তখন আমি তাকে বলতে শুনেছি, আমার মাতা আসমা বিনত আবূ বকর (রা) আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-কে বলেন, 'যদি তোমার সম্প্রদায়ের লোকদের কুফরীর যামানা নিকটবর্তী না হত, তাহলে আমি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ভিত্তির উপর কা'বাকে নির্মাণ করা পছন্দ করতাম আর কা'বার মধ্যে হাতীমকে সংযোজন করতাম।' আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইর (রা) হুকুম দিলেন তখন লোকজন খনন করতে আরম্ভ করল। কিন্তু তার উটের আকারের একটি টিলা দেখতে পেল। তার থেকে তারা একটি বড় পাথরকে নাড়া দিল কিংবা আঘাত করল। তৎক্ষণাৎ সেখানে বিদ্যুৎ চমকে উঠতে লাগল। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইর (রা) বলেন, এটা যেভাবে আছে সেভাবেই থাকতে দাও। এভাবে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইর (রা) কা'বা শরীফের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করলেন। তার দু'টি দরজা রাখেন– একটি প্রবেশ করার জন্য এবং অপরটি বের হবার জন্য।

আমি বলি, এ হাদীসটি বিভিন্ন সনদে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হতে বিভিন্ন হাদীসের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। ইব্‌ন জারীর (রা) এ বছরে সংঘটিত বিভিন্ন যুদ্ধের বিবরণ পেশ করেন। যেমন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন খাযিম এবং আল-হারশী ইব্‌ন হিলাল আল-কাযীঈর মধ্যে খুরাসানে বহু যুদ্ধ সংঘটিত হয় যার বর্ণনা অত্যন্ত দীর্ঘ। ইব্‌ন জারীর (র) আরো বলেন, এ বছরেই আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইর (রা) লোকজনকে নিয়ে হজ্জ আদায় করেন। আর তখন মদীনার শাসক ছিলেন মুসআব ইব্‌ন যুবাইর। কূফার শাসক ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুতী' এবং বসরার শাসক ছিলেন আল হারিস ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ রাবীআ আল-মাখযুমী।

এ বছরে যেসব ব্যক্তিত্ব ইনতিকাল করেন তাঁদের মধ্যে একজন হলেন আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আল-'আস। ইব্‌ন ওয়াইল আস-সাহ্‌মী। তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ, বিদ্বান ও ইবাদতগুযার সাহাবীদের অন্যতম। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) হতে বহু হাদীস লিপিবদ্ধ করেন। তিনি তাঁর পিতার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তিনি তাঁর পিতার চাইতে বার বছরের ছোট ছিলেন। তিনি উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন, ইবাদতগুযার ছিলেন এবং বুদ্ধিমান ছিলেন। আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর সাথে থাকার জন্যে তিনি তাঁর পিতাকে অনুযোগ করতেন। তিনি ছিলেন হৃষ্টপুষ্ট। তিনি দুই আসমানী কিতাব তিলাওয়াত করতেন– কুরআন শরীফ ও তাওরাত। কথিত আছে যে, তিনি আল্লাহ্‌র ভয়ে এত কান্নাকাটি করতেন যে, বৃদ্ধ বয়সে তিনি অন্ধ হয়ে যান। তিনি সারারাত জেগে সালাত আদায় করতেন। আর সারাদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন পর একদিন রোযা রাখতেন। আমীর মু'আবিয়া (রা) তাঁকে কূফার প্রশাসক নিযুক্ত করেছিলেন। তারপর তাঁকে বরখাস্ত করেন এবং সেখানে মুগীরা ইব্‌ন শু'বাকে আমীর নিযুক্ত করেন। এ বছরেই তিনি মিসরে ইনতিকাল করেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসআদাহ আল-ফাযারী মক্কায় এ বছরেই নিহত হন। তিনি একজন সাহাবী ছিলেন। তিনি দামেশ্‌ক বসবাস করতেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি ছিলেন ফাযারা গোত্রের কয়েদীদের অন্তর্ভুক্ত।

হিজরী ৬৬ সন

এ বছরে আল-মুখতার ইব্ন আবূ উবাইদ আস-সাকাফী আল-কায্যাব হযরত ইমাম হুসাইন ইব্ন হযরত আলী (রা)-এর রক্তের প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে কূফায় সংগ্রাম শুরু করে এবং সেখানকার আমীর আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুতী'কে কূফা থেকে বহিষ্কার করে। আর তার কারণ ছিল নিম্নরূপ ঃ

সুলাইমান ইব্ন সুরাদ (রা)-এর সঙ্গীগণ পরাজিত হয়ে কূফায় প্রত্যাবর্তন করে। তখন তারা আল-মুখতার ইব্ন আবূ উবাইদকে জেলখানায় বন্দী পায়। আল-মুখতার সুলাইমান ইব্ন সুরাদ (রা)-এর মৃত্যুতে তাদের কাছে শোকবার্তা প্রেরণ করে এবং বলে, আমি তার স্থলে রয়েছি। আমি হযরত ইমাম হুসাইন (রা)-এর হত্যাকারীদের অবশ্যই হত্যা করব। রিফাআ ইব্ন শাদ্দাদ আল-মুখতারের কাছে পত্র লিখেন। তিনি জাইশুত তাওয়াবীনের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং এ সৈন্যদলের যারা অবশিষ্ট ছিলেন তাদেরকে নিয়ে তিনি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। রিফাআ ইব্ন শাদ্দাদ তার পত্রে লিখেন, 'আপনি যা পছন্দ করেন তা আমরা সমর্থন করি।' আল-মুখতার তাঁদের কাছে অঙ্গীকার করতে থাকে ও তাঁদেরকে বিভিন্ন উপায়ে প্রলুব্ধ করতে থাকে। আর শয়তান তো প্রতারণাপূর্ণ অঙ্গীকারই প্রদান করে থাকে। সে তাদেরকে গোপনে পত্র লিখে আর পত্রের মাধ্যমে তাঁদেরকে বলে, তোমরা এ কথা শুনে সন্তুষ্ট হও যে, আমি যদি শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করি তাহলে মাশরিক হতে মাগরিব পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে শত্রুদেরকে নিরস্ত্র করে ছাড়বো এবং তাদেরকে আল্লাহ্র অনুগ্রহে পশুর গলিত চর্বনের স্তূপের ন্যায় পরিণত করব। তাদেরকে সমষ্টিগত ও এককভাবে হত্যা করব। তাদের মধ্য হতে যারা আমাদের সাথে যোগ দেবে তাদেরকে আল্লাহ্ স্বাগত জানাবেন ও তাদেরকে সঠিক পথের দিক নির্দেশনা দেবেন। আর তাদের মধ্য হতে যারা আমাদের সাথে যোগ দেবে না ও আমাদেরকে অস্বীকার করবে তাদেরকে আল্লাহ্ তাঁর রহমত হতে দূরে সরিয়ে দেবেন।

যখন তাদের কাছে আল মুখতারের এ পত্রটি পৌঁছল তারা তা মনোযোগ সহকারে পড়ল এবং তার উত্তর প্রদান করল ও বলল, আমরা তা-ই করব যা তুমি পছন্দ কর। আর তুমি যখনই ইচ্ছে পোষণ করবে তখনি আমরা তোমাকে জেলের তালা ভেঙে মুক্ত করব। কিন্তু আল-মুখতার কূফার আমীরের উপর জোর প্রয়োগ করে কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করাকে পছন্দ করল না। বরং সে সুক্ষ্ম বুদ্ধি প্রয়োগ করতে প্রয়াস পেল। সে তার বোন সাফীয়ার স্বামীর কাছে তার মুক্তির জন্যে সুপারিশ করতে পত্র লিখল। তার বোন ছিলেন একজন সৎ মহিলা। তাঁর স্বামী ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) কূফার দুইজন আমীর আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ আল-খাতামী এবং ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন তালহা এর কাছে মুখতারের মুক্তির জন্য সুপারিশ করে একটি পত্র লিখেন। এ পত্রের বিরোধিতা করা তাদের পক্ষে কোনক্রমে সম্ভব ছিল না। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) তাদের কাছে লিখেছিলেন, আমার ও তোমাদের মধ্যে যে মহব্বত বিরাজ করছে তা তোমরা জান। আর আমার মধ্যে এবং মুখতারের মধ্যে যে শ্বশুরালয়ের দিক দিয়ে আত্মীয়তা রয়েছে তাও তোমরা জান। তাকে ছেড়ে দেয়ার জন্যে আমি তোমাদেরকে অনুরোধ করছি। সালাম। ইতি ....।

তাকে তারা তলব করলেন এবং একদল সাহাবায়ে কিরাম তার যামিন হলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ তার কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলেন যে, যদি সে মুসলমানদের উপর অতর্কিতে হামলা চালিয়ে ক্ষতিসাধন করে তাহলে তাকে একশত উট কা'বা প্রাঙ্গণে যবেহ করতে হবে। আর তার যত গোলাম ও বাঁদী থাকবে সকলে আযাদ হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে সে তাদের কাছে চুক্তিবদ্ধ হল এবং ঘরে বসে রইল। আর মনে মনে বলতে লাগল, আল্লাহ্ এ দু'টোকে ধ্বংস করুক, তারা আমাকে আল্লাহ্র শপথ দিচ্ছে। আসলে আমি যখন কোন ব্যাপারে কাজটি করব না বলে শপথ করে ফেলি তার পর দেখি তা করা ভাল, তখন তা আমি করি এবং এ শপথের জন্যে কাফ্ফারা আদায় করি। আর অঙ্গীকারে যে একশত উটের কথা বলা হয়েছে এই একশত উট কা'বা শরীফের সামনে যবেহ্ করা এটা আমার জন্যে কিছুই নয়। গোলাম ও বাঁদী মুক্তির ব্যাপারে আমার আকাঙ্ক্ষা এই যে, পূর্ণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারলে আমার কাছে একটি গোলামও না থাকুক। শীয়ারা তার কাছে জমায়েত হল এবং তার সাথীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগল। আর তারা গোপনে তার হাতে বায়আত করতে লাগল। তার জন্যে জনগণ থেকে যারা বায়আত গ্রহণ করতেন এবং লোকজনকে বায়আত করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করতেন তারা ছিলেন পাঁচজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তারা হলেন, আস-সাইব ইব্ন মালিক আল-আশআরী, ইয়াযীদ ইব্ন আনাস, আহমদ ইব্ন শুমীত, রিফাআ ইব্ন শাদ্দাদ ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন শাদ্দাদ আল-জুশামী। দিন দিন তার শক্তি, জনপ্রিয়তা, মান-মর্যাদা ইত্যাদি দ্রুত বৃদ্ধি পেতে লাগল। এমনকি এ খবর শুনার পর আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা) কূফা হতে আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ ও ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন তালহাকে বরখাস্ত করেন এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুতী' আল-মাখযুমীকে আমীর নিয়োগ করে কূফায় প্রেরণ করেন। আর আল-হারিস ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ রাবীআকে বসরার আমীর নিয়োগ করে বসরায় প্রেরণ করেন।

৬৫ হিজরীর রমাযান মাসে যখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুতী' আল মাখযুমী কূফায় প্রবেশ করেন; তখন তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করেন এবং বলেন, আমীরুল মু'মিনীন হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা) আমাকে এখানে প্রেরণ করেছেন এবং আমাকে আদেশ দিয়েছেন আমি যেন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) ও উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-এর আদর্শ অনুযায়ী তোমাদের মধ্যে শাসনকার্য পরিচালনা করি। তখন আস-সায়িব ইব্ন মালিক আশ শীআ উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, 'আমরা শুধু আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-এর আদর্শ চাই। আমরা উসমান (রা)-এর আদর্শ চাই না।' তারপর তিনি হযরত উসমান (রা)-এর সম্বন্ধে কিছু আপত্তিকর মন্তব্য করেন। তিনি আরো বলেন, 'আমরা উমর (রা)-এর আদর্শও চাই না যদিও তিনি মানুষের জন্যে কল্যাণই চেয়েছিলেন।' শীয়াদের কিছু আমীর-উমরাহও তাকে সমর্থন করলেন। আমীর তখন নীরব হয়ে গেলেন। পরে বললেন, 'আমি এমন আদর্শ অনুসরণ করব যা তোমরা পছন্দ কর।'

পুলিশ অফিসার ইয়াস ইব্ন মুদারিব আল-বাজালী ইব্ন মুতী'-এর কাছে আগমন করলেন এবং তাকে বললেন, যে লোকটি আপনার সাথে তর্ক করছিল সে লোকটি মুখতারের সাথীদের একজন। আমরা মুখতার থেকে নিরাপদ নই। আপনি তার কাছে লোক প্রেরণ করুন এবং তাকে পুনরায় কয়েদ করুন। কেননা আমার গুপ্তচরেরা আমাকে খবর দিয়েছে যে, লোকজন আবার তার পেছনে জমায়েত হচ্ছে। মিশরেও আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। কাজেই আপনার এখানেও আন্দোলন আবার শুরু হওয়ার পথে। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুতী', যায়িদ ইব্ন

কুদামা ও তার সাথে অন্য এক আমীরকে মুখতারের কাছে প্রেরণ করেন। তাঁরা মুখতারের কাছে প্রবেশ করলেন এবং তাকে বললেন, তুমি আমীরের ডাকে সাড়া দাও। তখন সে কাপড়-চোপড় পরিধান করল এবং সওয়ারী তৈরীর জন্যে আদেশ দিল এবং তাদের সাথে যাবার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নিল। তখন যায়িদ ইব্ন কুদামা সূরায়ে আনফালের ৩০ নং আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ـ

'স্মরণ কর, কাফিরগণ তোমার বিরুদ্ধে যড়যন্ত্র করে তোমাকে বন্দী করার জন্যে, হত্যা করার অথবা নির্বাসিত করার জন্য, তারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহ্ও কৌশল করেন, আর আল্লাহ্ই কৌশলীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।'

তখন মুখতার বিছানায় শুয়ে পড়ল এবং মোটা চাদর শরীরে জড়িয়ে দিতে বলল। নিজেকে অসুস্থ বলে প্রকাশ করল এবং বলল, 'আমীরকে আমার অবস্থা সম্পর্কে সংবাদ দিও।' প্রেরিত দু'জন লোক তখন ফিরে গেলেন এবং আমীরের কাছে মুখতারের পক্ষ থেকে তার শারিরীক অবস্থার কথা জানালেন। আমীর তাদেরকে বিশ্বাস করলেন এবং মুখতারকে পাকড়াও করতে নিষেধ করলেন। এ বছরেই যখন মুহররম মাস এলো তখন মুখতার ইমাম হুসাইন (রা)-এর রক্তের প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে সংগ্রামে নামার মনস্থ করলেন। যখন সে দৃঢ় সংকল্প নিল শীয়ারা তার কাছে জমায়েত হল এবং সংগ্রামে লিপ্ত না হয়ে অন্য সময় সংগ্রাম করার পরামর্শ দিল। আর অন্যদিকে তাদের এক দল লোককে মুহাম্মদ ইবনুল হানাফীয়ার নিকট প্রেরণ করল এবং মুখতারও তার মিশন সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করল। তারা তাঁর কাছে জমায়েত হওয়ার পর মুহাম্মদ ইবনুল হানাফীয়া তাদেরকে যে ভাষণ দিলেন তার সংক্ষিপ্তসার হল, তিনি তাদেরকে বললেন, 'আমরা এটা অপছন্দ করি না যদি আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মাখলূকের মধ্য হতে কাউকে দিয়ে আমাদের সাহায্য-সহায়তা করেন। আর তারা এ দলটি যে মুহাম্মদ ইবনুল হানাফীয়ার কাছে গমন করে এ সংবাদ মুখতারের কাছে ইতিমধ্যে পৌঁছে যায়। সে এটা অপছন্দ করল এবং ভয় করতে লাগল কেউ না কেউ তার কাছে আসল সংবাদ পরিবেশন করে। কেননা মুহাম্মদ ইবনুল হানাফীয়ার অনুমতি ব্যতীতই মুখতার সংগ্রামে নেমেছে এবং মুহাম্মদ ইবনুল হানাফীয়ার অনুসারীগণ প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই সে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে মনস্থ করে। সে তার অনুসারীদের জন্যে নানারূপ ছন্দময় বাক্যের মাধ্যমে জল্পনা-কল্পনায় ও অনুমানে কথা বলছিল, যেমন গণকরা ছন্দময় বাক্যের মাধ্যমে নানারূপ অনুমানে কথা বলে থাকে। যা হোক শেষ পর্যন্ত তার অনুমানই বাস্তব রূপ নিল। এ দলটি যখন মুহাম্মদ ইবনুল হানাফীয়ার নিকট থেকে ফিরে আসল তখন তারা মুহাম্মদ ইবনুল হানাফীয়ার নিকট থেকে সম্মতি অর্জন করেছিল এবং মুহাম্মদ ইবনুল হানাফীয়া তাদেরকে যা বলেছিলেন তা তারা হুবহু বর্ণনা করল। মুহাম্মদ ইবনুল হানাফীয়ার সাথে শীয়ারা মুখতার ইব্ন আবূ উবাইদকে নিয়ে সংগ্রাম করার ব্যাপারটি সম্পর্কে সুনিশ্চিত হল।

আবূ মিখনাফ হতে বর্ণিত আছে যে, শীয়া নেতারা মুখতারকে বলল, তুমি জেনে রেখো, কূফার সব নেতা আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুতী'র সাথে রয়েছেন এবং তারা সকলে আমাদের বিরোধী দল। তবে ইবরাহীম ইবনু আশতার আন নাখয়ী একাই যদি তোমার হাতে বায়আত করে তাহলে অন্য কারো সহযোগিতা আমাদের দরকার হবে না। তাই মুখতার একদল লোককে তার নিকট প্রেরণ করল যাতে তারা তাকে ইমাম হুসাইন (রা)-এর রক্তের প্রতিশোধ নেয়ার

জন্যে যারা প্রস্তুত তাদের দলে তাকে আহ্বান করতে পারে। আর তারা যেন তাকে হযরত আলী (রা)-এর সাথে তার পিতার সুসম্পর্কের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। এ প্রতিনিধি দলটি যখন ইবরাহীম ইবনু আশতার আন নাখয়ীর নিকট গেল এবং তাঁকে উপরোক্ত আহবান জানাল তখন সে বলল, 'তোমাদের আহবানে আমি সাড়া দিলাম তবে আমার একটি শর্ত রয়েছে যে, তোমরা আমাকে তোমাদের যাবতীয় কাজের নেতৃত্ব প্রদান করবে।' তারা বললেন, এটি কোন রকমে সম্ভব নয়। কেননা ইমাম আল মাহদী মুখতারকে তাঁর সাহায্যকারী ও আহবানকারী হিসেবে ইতিমধ্যে আমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন। তখন ইবরাহীম ইব্‌ন আশতার নীরব হয়ে গেলেন।

তারপর এ প্রতিনিধি দলটি মুখতারের কাছে আগমন করে এবং তার কাছে ইবরাহীমের অভিমত বর্ণনা করে। মুখতার তিন দিন সেখানে অবস্থান করল। পরে তার দলের কয়েকজন নেতাসহ রওয়ানা হল এবং ইব্‌ন আশতারের কাছে গিয়ে পৌঁছল। ইব্‌ন আশতার তাঁকে দেখে দাঁড়িয়ে গেল, তাঁকে সম্মান করল, তাঁকে শ্রদ্ধা করল এবং তাঁর কাছে সবিনয়ে উপবেশন করল। তাঁকে তাদের সাথে সংগ্রামে যোগদান করার জন্যে আহবান জানাল এবং ইবনুল হানাফীয়ার জবানীতে একটি লিখিত পত্র তাকে প্রদান করল। সে পত্রে ইবনুল হানাফীয়া তাকে তার শীয়া সাথীদেরসহ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য আহবান জানিয়েছিলেন। তাকে আহলে বাইতের সহায়তা প্রদান এবং তাদের রক্তের প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে তাকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়েছিল। ইবনুল আশতার এ পত্রটি পাওয়ার পর বলল, এর পূর্বে ইবনুল হানাফীয়ার সম্পর্কে ভিন্ন কথা আমার কাছে পৌঁছেছে। মুখতার বলল, তখনকার পত্র এবং এখনকার পত্র এক কথা নয় এবং একই রকম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ইবনুল আশতার বলল, 'এমন কে আছে যে সাক্ষ্য দেবে যে, এটা মুহাম্মদ ইবনুল হানাফীয়ার পত্র ? তখন মুখতারের সাথীদের থেকে একটি দল সামনে এগিয়ে আসল এবং এ ব্যাপারে তারা সাক্ষ্য দিল। ইবনুল আশতার তখন নিজের স্থান থেকে উঠে দাঁড়াল এবং মুখতারকে সেখানে বসাল আর তার হাতে বায়আত করল। তারা তার জন্যে কিছু ফল-ফলাদি আনয়ন করল এবং মধু জাতীয় পানীয়ের ব্যবস্থা করল।

আশ-শা'বী (রা) বলেন, 'আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম এবং ইবরাহীম ইব্‌ন আশতারের ঐ মজলিসের যাবতীয় কাজ আমি পর্যবেক্ষণ করছিলাম। যখন মুখতার চলে গেল তখন ইবরাহীম ইবনুল আশতার আমাকে বলল, 'হে শা'বী ! তারা যে সাক্ষ্য প্রদান করল এ সম্বন্ধে তোমার অভিমত কি ?' তখন আমি বললাম, 'এরা শিক্ষিত লোক, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং জনগণের মুখপাত্র, আমি মনে করি তারা যা জানে শুধু তাই তারা সাক্ষ্য দিচ্ছে।' ইমাম শা'বী বলেন, তাদের দুর্নাম সম্পর্কে আমার মনে যা কিছু ছিল আমি ইবরাহীম ইব্‌ন আশতারের কাছে তা গোপন রাখলাম। কেননা আমি চাচ্ছিলাম তারা সকলে মিলে যেন হযরত ইমাম হুসাইন (রা)-এর রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ করুক। তাই আমি তাদের অভিমত অনুসারে মন্তব্য করলাম। তারপর ইবরাহীম মুখতারের কাছে তার ঘরে বারবার দেখা সাক্ষাত করে এবং তার অনুসারীদের সাথে যোগাযোগ রাখে। তারপর শীআরা সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নিল যে, তারা ৬৬ হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসের ১৪ তারিখ বৃহস্পতিবার রাতে একযোগে বিদ্রোহ শুরু করবে।

অন্যদিকে ইবনুল মুতী'-এর কাছে তাদের এ সিদ্ধান্তের কথা পৌঁছল এবং তারা যা কিছু পরামর্শ করেছিল তার সব কিছু সম্বন্ধে তিনি অবগত হলেন। তাই তিনি কূফার চারদিকে পুলিশ প্রেরণ করেন এবং প্রত্যেক পুলিশ প্রধানকে তার এলাকা থেকে যেন কেউ বিদ্রোহে যোগদান না করতে পারে তা লক্ষ্য রাখার জন্যে নির্দেশ দিলেন। মঙ্গলবার দিন রাতের বেলা ইবরাহীম ইবনুল আশতার সম্প্রদায়ের একশত লোককে নিয়ে মুখতারের ঘরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। তারা তাদের কাপড়ের নীচে যুদ্ধ বর্ম পরিহিত ছিল। ইয়াস ইব্ন মুদারিব এর সাথে রাস্তায় ইবরাহীম ইব্ন আশতারের দেখা হয়। তখন তিনি তাকে বললেন, 'হে ইবনুল আশতার ! এ সময় কোথায় যাচ্ছো ? তোমার ব্যাপারটি সন্দেহজনক মনে হয়, আল্লাহ্‌র শপথ ! আমি তোমাকে ছাড়ব না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তোমাকে আমীরের কাছে নিয়ে যাব এবং তিনি তোমার সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন। ইবনুল আশতার তখন এক ব্যক্তি হতে একটি বর্শা হস্তগত করল এবং তার বুকে বিদ্ধ করে ফেলল। তিনি তখন নিচে লুটিয়ে পড়ে গেলেন।

ইবনুল আশতার এক ব্যক্তিকে হুকুম দিল যেন সে তার মাথাটি কেটে ফেলে। এ মস্তকটি নিয়ে ইবনুল আশতার মুখতারের কাছে গমন করল এবং তার সামনে মস্তকটি রেখে দিল। তাকে তখন মুখতার বলল, 'আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে শুভ সংবাদ প্রদান করুন। এটা অবশ্যই শুভ লক্ষণ। তারপর ইবরাহীম মুখতারকে বলল, 'আজকেই রাতে বিদ্রোহ শুরু হতে হবে। তখন মুখতার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার আদেশ দিল এবং তার সাথীদেরকে স্লোগান ঘোষণা করতে বলল। ইয়া মানসুর আমিত ! ইয়া সারাতি হুসাইন ! তারপর মুখতার উঠে পড়ল এবং যুদ্ধবর্ম ও অস্ত্র পরিধান করতে লাগল ও বলতে লাগল ঃ

قد علمت بيضاء حسناء الطلل ـ واضحة الخزين عجزاء

الكفل انى غداة الروع مقدام بطل ـ

'ইতিমধ্যে সমুজ্জ্বল ধ্বংসাবশেষগুলো, সুস্পষ্ট দু'গালের অধিকারী সওয়ারীগুলো, অতিরিক্ত ভ্রমণের চাপে ক্ষীণকায় সওয়ারীগুলো জেনে নিয়েছে আমি আগামী দিনই যুদ্ধক্ষেত্রে যোদ্ধাদের অগ্রবর্তী দলে যোগ দিচ্ছি।'

মুখতারের সামনে ইবরাহীম ইব্ন আশতার সংগ্রামে বের হয়ে পড়ল। শহরের বিভিন্ন এলাকায় নিযুক্ত সরকারী শাসক ও গার্ডদেরকে আক্রমন করে তাদের এক এক করে তাদের জায়গা থেকে উৎখাত করতে লাগল এবং মুখতারের স্লোগান ঘোষণা করতে লাগল। অন্যদিকে মুখতারও আবূ উসমান আন-নাহদীকে প্রেরণ করে তার মাধ্যমে মুখতারের স্লোগান ঘোষণা করতে লাগল। স্লোগানটি ছিল 'ইয়া সারাতাল হুসাইন' অর্থাৎ হে হুসাইনের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণকারীগণ ! তারপর লোকজন এ স্লোগান শুনে এদিক-সেদিক থেকে মুখতারের কাছে এসে একত্রিত হতে লাগল। শত্রুপক্ষ থেকে মুখতারের প্রতি শাবাস ইব্ন রিবঈ এগিয়ে আসল এবং সে ও মুখতার দু'জনে তার ঘরের পাশে ভীষণ যুদ্ধে লিপ্ত হল। মুখতারকে সে অবরুদ্ধ করল। তার সাহায্যে ইবনুল আশতার এগিয়ে আসল এবং মুখতার থেকে শাবাসকে বিতাড়িত করল। শাবাস তাড়া খেয়ে ইব্ন মুতী'-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করল এবং ইব্ন মুতী'কে বলল যে, তার কাছে যেন আমীরদেরকে একত্রিত করা হয় এবং তিনি নিজেও যেন অপরাধ দমনে তৎপর হন। কেননা মুখতারের ব্যাপারটি শক্তি সঞ্চয় করেছে ও প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। প্রত্যন্ত এলাকা

থেকে শীয়ারা মুখতারের কাছে আগমন করল এবং রাতের মধ্যে প্রায় চার হাজার লোক তার কাছে জমায়েত হল। সে তাদেরকে নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করল। আর সৈন্যরা সকলে প্রস্তুত হয়ে গেল। ফজরের সালাতের প্রথম রাকাআতে সে والنازعات غرقا সূরাটি পাঠ করল এবং দ্বিতীয় রাকাতে عبس وتولى যারা এ সূরাদ্বয় শুনেছিল তাদের কেউ কেউ বলেন এত সুন্দর লাহানে কোন ইমামকে এত বিশুদ্ধভাবে কিরআত পড়তে আমরা শুনিনি।

অন্যদিকে ইব্ন মুতী' তার তিন হাজার সৈন্যকে তৈরী করল এবং শাবাস ইব্ন রিবঈকে সেনাবাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করল। অন্য এক সেনাপতি রাশেদ ইব্ন ইয়াশ ইব্ন মুদারিব এর নেতৃত্বে আরো চার হাজার সৈন্যকে তৈরী করল। মুখতার ইবনুল আশতারকে ৬ শত অশ্বারোহী এবং ৬ শত পদাতিক সৈন্যকে নিয়ে রাশেদ ইব্ন ইয়াসের মুকাবিলায় প্রেরণ করে। আর নাঈম ইব্ন সুবাইরাহকে তিন শত অশ্বারোহী ও ছয়শত পদাতিক সৈন্যের সেনাপতি হিসেবে শাবাস ইব্ন রিবঈর মুকাবিলায় প্রেরণ করে। তারপর ইবনুল আশতার তার শত্রু রাশেদ ইব্ন ইয়াসকে পরাজিত করে এবং তাকে হত্যা করে। আর মুখতারের কাছে বিজয়ের সংবাদ প্রেরণ করে। নাঈম ইব্ন সুবাইরাহ শাবাস ইব্ন রিবঈর সাথে মুকাবিলা করে। শাবাস তাকে পরাজিত করে ও হত্যা করে। এরপর সে এগিয়ে আসে এবং মুখতারকে অবরোধ করে। ইবরাহীম ইবনুল আশতারও তার কাছে আসল তখন হাসান ইব্ন ফায়িদ ইব্ন আল আবসী 'হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে ইব্ন মুতী'র পক্ষ থেকে তার মুকাবিলার জন্যে এগিয়ে আসে। তারা দু'জনে এক ঘন্টা যুদ্ধ করে। ইবরাহীম হাসানকে পরাজিত করে এবং মুখতারের দিকে রওয়ানা হয়। আর দেখে যে, মুখতারকে ও তার সেনাবাহিনীকে শাবাস ইব্ন রিবঈ অবরুদ্ধ করে রেখেছে। সে এভাবে রইল যতক্ষণ না ইবরাহীম শত্রুদেরকে বিতাড়িত করে ও তারা প্রত্যাবর্তন করে।

ইবরাহীম মুখতারের দিকে মনোযোগ দিল এবং তারা সকলে মিলে কূফার বাইরে অন্যত্র গমন করল। ইবরাহীম ইবনুল আশতার মুখতারকে বলল, চল, আমরা রাজপ্রাসাদের দিকে যাই। কেননা ইব্ন মুতী'কে এখন রক্ষা করার মত ওখানে কেউ নেই। তাদের সাথে যা কিছু মালপত্র ছিল তা তারা সেখানে রাখল এবং সেখানে তাদের দুর্বল লোকদেরকে বসিয়ে রাখল। আর আবূ উসমান আন নাহদীকে সেখানে প্রতিনিধি করা হল আর তার কাছে ইবনুল আশতারকে প্রেরণ করা হল। মুখতার তার সেনাবাহিনীকে তৈরী করল এবং রাজপ্রাসাদের দিকে রওয়ানা হল। এ সংবাদ পেয়ে মুতী' দু'হাজার সৈন্য নিয়ে আমর ইবনুল হাজ্জাজকে প্রেরণ করল। এদিকে মুখতারও ইয়াযীদ ইব্ন আনাসকে তার দিকে প্রেরণ করল। তখন ইয়াযীদ ইব্ন আনাস এবং ইবনুল আশতার আল-কানাসা দরজা দিয়ে কূফায় প্রবেশ করে। অন্যদিকে ইব্ন মুতী' শিমার ইব্ন যূল জাওশানকে দু'হাজার সৈন্যসহ প্রেরণ করে। এ শিমারই হযরত ইমাম হুসাইন (রা)-কে হত্যা করেছিল। মুখতার, সা'দ ইব্ন মুনকায আল-হামাদানীকে তার দিকে প্রেরণ করে। আর মুখতার নিজেও রওয়ানা হয়ে শাবাস-এর গলি পর্যন্ত পৌঁছে।

অন্যদিকে নওফল ইব্ন মাসাহিক ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাখরামা পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে প্রস্তুত রইল। ইব্ন মুতী' রাজপ্রাসাদ থেকে জনগণের কাছে বেরিয়ে আসল এবং শাবাস ইব্ন বারীকে তার প্রতিনিধি নিযুক্ত করল। এখন ইবনুল আশতার ইব্ন মাসাহিকের সেনাবাহিনীর দিকে এগিয়ে আসল। তাদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ বেঁধে গেল। এ যুদ্ধে তাওয়াবীন বাহিনীর

বর্তমান আমীর রিফাআ ইব্ন শাদ্দাদ নিহত হয়। আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ ও তার সাথে একটি দল নিহত হয়। ইবনুল আশতার তাদের প্রতি হামলা করে এবং তাদেরকে পরাজিত করে। ইব্ন মাসাহিকের সওয়ারীর লাগাম পাকড়াও করার পর সে আত্মীয়তার বন্ধনের পরিচয় দেয়ায় তাকে ছেড়ে দেয়। ভবিষ্যতেও সে ইবনুল আশতারের এ মহানুভবতার কথা ভুলতে পারেনি। মুখতার তার সেনাবাহিনী নিয়ে কানাসার দিকে অগ্রসর হয়। ইব্ন মুতী'কে তার প্রাসাদে তিনদিন যাবত নজরবন্দী করে রাখে। ইব্ন মুতী''র সাথে গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গও বন্দী ছিলেন। তবে আমর ইব্ন হুরাইস তাদের সাথে ছিলেন না। কেননা তিনি তাঁর ঘরেই অবস্থান করেছিলেন। যখন মুতী' এবং তার সাথীদের দুর্দশা চরমে উঠল তখন তিনি তাদের সাথে পরামর্শ করতে লাগলেন যে, এখন কী করা যায় ? শাবাস ইব্ন রিবঈ বললেন, ইব্ন মুতী' এবং অন্যদের জন্যে মুখতার থেকে একটি নিরাপত্তানামা সংগ্রহ করা দরকার। এ ব্যাপারে তাঁর কাছে প্রস্তাব পেশ করা উচিত। ইব্ন মুতী' বললেন, তা আমি কোন দিনও করব না। আমাদের আমীর তথা আমীরুল মু'মিনীনের প্রতি হিজায ও বসরার জনগণ অনুগত।

ইব্ন মুতী'কে তখন বলা হল, তুমি যদি চাও গোপনে চলে যেতে পার এবং তোমার সাথীর সাথে মিলিত হতে পার। আর আমরা যে অবস্থায় আছি এ সম্বন্ধে তুমি তাঁকে অবহিত করতে পার। ভবিষ্যতে আমরা তাঁর সাহায্য-সহায়তায় এবং তাঁর রাষ্ট্র পরিচালনায় সব সময় সহযোগিতার মনোভাব পোষণ করব– তাও জানাতে পার। যখন রাত হল, ইব্নুল মুতী' গোপনে বের হয়ে পড়লেন এবং আবূ মুসা আশআরীর ঘরে প্রবেশ করলেন। ভোরবেলায় সভাসদবর্গ ইবনুল আশতার থেকে নিরাপত্তা চাইলে সে তাদেরকে নিরাপত্তা দেয়। তারা তখন প্রাসাদ থেকে বের হলেন এবং মুখতারের কাছে আগমন করলেন। মুখতার রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করল এবং সেখানে রাত্রিযাপন করল। অন্যদিকে গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ মসজিদে ও প্রাসাদের দরজায় রাত্রিযাপন করল। এরপর মুখতার মসজিদে প্রবেশ করল। মিম্বরে উপবিষ্ট হল এবং জনগণের মাঝে একটি অলঙ্কারপূর্ণ বক্তব্য পেশ করল। জনগণকে বায়আত করার জন্যে আহবান করল এবং বলল, 'ঐ সত্তার শপথ ! যিনি আসমানকে করেছেন অত্যন্ত সুদৃঢ় ছাদ এবং যমীনকে করেছেন সুদৃঢ় ও বিস্তৃত রাস্তাঘাটে পরিপূর্ণ, তোমরা আমার হাতে যে বায়আত করেছ তার থেকে সুস্পষ্ট ও সঠিক বায়আত আর কারো হাতে কোনদিন করনি। তারপর মুখতার মিম্বর হতে অবতরণ করল জনগণের মাঝে প্রবেশ করল এবং তাদের থেকে আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূল (সা)-এর সুন্নাত অনুযায়ী বায়আত গ্রহণ করল। আহলে বায়তের রক্তের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তাদেরকে আহবান করল।

এরপর মুখতারের কাছে এক ব্যক্তি আগমন করল এবং সংবাদ পরিবেশন করল যে, ইব্ন মুতী' আবূ মূসা আশআরী (রা)-এর ঘরে অবস্থান করছে। মুখতার তখন তার কথা না শোনার ভান করল। তখন ঐ ব্যক্তি তিনবার তার বক্তব্যটি পেশ করল এবং অবশেষে নীরব হয়ে গেল। যখন রাত এলো তখন মুখতার ইব্ন মুতী'র কাছে লোক মারফত এক লাখ দিরহাম প্রেরণ করল এবং তাকে বলল, 'তুমি চলে যাও। আমি তোমার স্থান দখল করে নিয়েছি।' (এর পূর্বে সে তার বন্ধু ছিল) ইব্ন মুতী' বসরায় চলে গেলেন কিন্তু পরাজিত অবস্থায় ইব্ন যুবাইর (রা)-এর কাছে ফিরে যেতে অপছন্দ করলেন।

এদিকে মুখতার জনগণের প্রতি সদ্ব্যবহার দ্বারা অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হতে লাগল। সরকারী কোষাগার হতে নব্বই লক্ষ দিরহাম হস্তগত করল। তার সাথে যে সব সৈন্য উপস্থিত ছিল

তাদের সকলকে প্রচুর পরিমাণ অর্থকড়ি প্রদান করল এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন কামিল আল-ইয়াশকুরীকে পুলিশ অফিসার নিযুক্ত করল। গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে নিকটবর্তী করল। তারা তার সভাসদবর্গ হিসেবে পরিগণিত হলেন। এতে দাস বংশের লোকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল যারা তাকে সদাসর্বদা সাহায্য-সহায়তা করত। তারা তার দেহরক্ষী আবূ আম্মারা কাইসানকে (গুজাইনার আযাদকৃত গোলাম) বলল, তাকে হত্যা করার জন্য এগিয়ে যাও। আল্লাহ্র শপথ ! আবূ ইসহাক (মুখতার) আরবদেরকে অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং আমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে। আবূ আম্মারা অস্বীকার করলেন এবং বললেন, না, বরং তারা আমাদের এবং আমরাও তাদের। তারপর বলেন, সূরায়ে সাজদা ঃ ২২ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ انا من المجرمين منتقمون 'আমি অবশ্যই অপরাধীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি।' আবূ আম্মারা তাদেরকে আরো বলেন, 'তোমরা সন্তুষ্ট হয়ে যাও। কেননা তিনি তোমাদেরকে দলপতির আসনে আসীন করাবেন এবং তোমাদেরকে নিকটবর্তীও করবেন।' এ মন্তব্যটি তাদের কাছে খুব ভাল লাগল এবং তারা নীরব হয়ে গেল।

তারপর মুখতার ইরাক ও খুরাসান ভূখণ্ডের বিভিন্ন এলাকায়, শহরে ও প্রদেশে আমীর প্রেরণ করে। ঝাণ্ডা উত্তোলন করে। বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গকে শাসনক্ষমতা প্রদান ও বিভিন্ন এলাকার দায়িত্বভার অর্পণ ইত্যাদি কার্যসমূহ সুসম্পন্ন করতে লাগল। লোকজনকে নিয়ে সকাল ও বিকালে দরবার অনুষ্ঠিত করতে লাগল। তাদের মাঝে সিদ্ধান্ত দিতে লাগল। যখন এ কাজগুলো ব্যাপক আকার ধারণ করল তখন সে শুরাইহকে কাজী নিযুক্ত করে। শীআদের একটি দল শুরাইহ সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করল এবং বলল, তিনি হুজর ইব্ন আদীর বিপক্ষে সাক্ষ্য দেন। তিনি হানী ইব্ন উরওয়ার কাছে পৌঁছান নি, যেমন তাকে সেখানে পাঠানো হয়েছিল এবং আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) তাঁকে বিচার বিভাগ থেকে বরখাস্ত করেছিলেন। শুরাইহ যখন এরূপ অভিযোগের কথা শুনলেন, তখন তিনি অসুস্থতার ভান করলেন এবং নিজের ঘরে অবস্থান করতে লাগলেন। তারপর মুখতার তার স্থলে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উতবা ইব্ন মাসউদকে কাজী নিয়োগ করে পরে তাকে বরখাস্ত করে এবং তার স্থলে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মালিক আত্তায়ীকে কাজী নিযুক্ত করে।

তারপর মুখতার হযরত ইমাম হুসাইন (রা)-এর হত্যাকারীদেরকে খুঁজতে লাগল এবং ভদ্র-অভদ্র যাকে পেল তাকেই হত্যা করল। মুখতারের এরূপ করার কারণ ছিল নিম্নরূপ ঃ

উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদকে মারওয়ান দামেশ্ক হতে সুসজ্জিত করে কূফায় প্রেরণ করে এবং নির্দেশ দেয় যদি সে কূফা জয়লাভ করতে পারে তাহলে সে যেন সেখানে তিনদিন যাবত নরহত্যা চালু রাখে। তাই উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ কূফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল। রাস্তায় সে জাইশুত তাওয়াবীনের সাথে দেখা পায় এবং তাদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। যেমনটি বর্ণিত হয়েছে। তারপর সে আইনে ওয়ারদার হত্যাকাণ্ডের পর অগ্রসর হতে থাকে এবং আল-জাযীরা (ইরাক) পৌঁছে। সেখানে সে কাইসে গাইলান গোত্রের সাথে মুখোমুখি হয়। আর তারা ছিল আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা)-এর সাহায্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে মারজ রাহিতের দিন মারওয়ান তুমুল সংঘর্ষের সম্মুখীন হয়। তবে শত্রুগণ তার বিরুদ্ধে, পরবর্তীতে তার পুত্র আবদুল মালিকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত ছিল। উবাইদুল্লাহ্ যেহেতু কাইসে গাইলানের সাথে যুদ্ধে মগ্ন ছিল সেহেতু সে মারজ রাহিতের যুদ্ধ থেকে বিরত ছিল এবং মুসেলে গিয়ে এরপর পৌঁছল। আর সেখানের নায়িবকে তিকরীতের দিকে বিতাড়িত করল।

উক্ত ঘটনা সম্বন্ধে অবগত করানোর জন্যে সে মুখতারের কাছে একটি পত্র লিখে। তখন মুখতার ইয়াযীদ ইব্ন আনাসকে তিন হাজার সৈন্যসহ প্রেরণ করে আর তাকে বলে, 'তুমি যাও, আমি তোমাকে বারংবার জনবল দিয়ে সাহায্য করব।' ইয়াযীদ তখন তাকে বলল, 'আমাকে তুমি শুধু দুআর দ্বারা সাহায্য করলেই চলবে। জনবলের কোন সাহায্যের প্রয়োজন নেই। মুখতার ইয়াযীদকে বিদায় দেয়ার জন্যে তার সাথে কূফার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত গমন করে তাকে বিদায় দান করে এবং তার জন্যে দু'আ করে ও তাকে বলে, প্রতিদিন আমার কাছে যেন তোমার সংবাদ পৌঁছে। আর যখন তুমি দুশমনের সাথে মুকাবিলা করবে তখন তাকে মরণ আঘাত হানবে, শত্রুকে কোন প্রকার ফুরসৎ দিবে না।

ইব্ন যিয়াদ যখন শত্রুর সন্নিকটে পৌঁছল তখন সে দু'টি বিশেষ দলকে বিন্যস্ত করে। একটি দলের প্রধান হল রাবীআ ইব্ন মুখারিক। আর তার সৈন্য সংখ্যা হল তিন হাজার। অন্য একটি দলের প্রধান হল আবদুল্লাহ্ ইব্ন হামালা। তার সৈন্য সংখ্যাও তিন হাজার। তারপর সে এ দু বিশেষ সৈন্যদলের প্রধানদ্বয়কে বলল, তোমাদের এ দু'জনের মধ্যে যে হবে অগ্রগামী সে-ই হবে আমীর। আর যদি প্রতিযোগিতায় দু'জনেই বরাবর হও তাহলে তোমাদের মধ্যে যে বয়সে বড় সে-ই হবে আমীর। রাবীআ ইব্ন মুখারিক ইয়াযীদ ইব্ন আনাসের দিকে অগ্রসর হল এবং তারা দুজনেই কূফার সংলগ্ন মুসেল ভুখণ্ডের এ পার্শ্বে পরস্পর মিলিত হল। তারা একে অন্যের মুখোমুখি অবস্থান নিল। ইয়াযীদ ইব্ন আনাস ছিলেন অত্যন্ত অসুস্থ। তিনি তা সত্ত্বেও সম্প্রদায়ের লোকদেরকে জিহাদের জন্য উৎসাহিত করছিলেন এবং জিহাদের ময়দানে চতুর্দিকে ঐকান্তিক পর্যবেক্ষক হিসেবে প্রদক্ষিণ করছিলেন এবং জনগণকে বলছিলেন, যদি আমি মারা পড়ি তাহলে তোমাদের আমীর হবেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন দামরা আল-ফাযারী। সে এখন মাইমানার (ডান বাহুর) প্রধান। আর যদি সেও মারা পড়ে তাহলে তোমাদের প্রধান হবেন মুসইর ইব্ন আবূ মুসইর। সে এখন মাইসারার (বাম বাহুর) প্রধান।

ওয়ারাকা ইব্ন খালিদ আল-আসাদী ছিলেন অশ্বারোহীদের প্রধান। আর তারা এ চারজন ছিলেন সেনাবাহিনীর প্রধান কর্মকর্তা। ৬৬ হিজরীর আরাফাতের দিন সকালে তারা সিরিয়ার সৈন্যদের সাথে তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত হয়। উভয় সৈন্যদলের ডান ও বাম বাহু ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। তারপর ওয়ারাকা শত্রু সৈন্যদের অশ্বারোহীদের উপর হামলা চালায় ও তাদেরকে পরাজিত করে। তাই সিরিয়ার সৈন্যরা পালিয়ে প্রাণরক্ষা করতে বাধ্য হয়। তাদের আমীর রাবীআ ইব্ন মুখারিক নিহত হয়। সিরিয়ানদের সেনা ছাউনিতে যা কিছু পাওয়া গেল মুখতারের সৈন্যরা হস্তগত করে নেয়। পালিয়ে যাওয়া সৈন্যরা প্রত্যাবর্তন করে, তাদের দ্বিতীয় আমীর আবদুল্লাহ্ ইব্ন হামালার সাথে মিলিত হয়। আমীর তখন বলেন, তোমাদের সংবাদ কী ? তারা তাকে সংবাদ দেয়। তিনি তখন তাদেরকে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ইয়াযীদ ইব্ন আনাসের দিকে রওয়ানা হন। ইশার সময় তারা সেখানে পৌঁছেন। জনগণ খুব ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে রাত কাটাল। সকাল বেলা তারা সেনাবাহিনীর আগমন ও প্রস্থান সম্বন্ধে অবগত হল। আর এ ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল ৬৬ হিজরীর কুরবানীর ঈদের দিনে। দু'সৈন্যদলের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ বাধল। মুখতারের সেনাবাহিনী সিরিয়ার সেনাবাহিনীকে পরাজিত করল। তারা শত্রুদের আমীর আবদুল্লাহ্ ইব্ন হামালাকে হত্যা করে তাদের সেনা ছাউনিতে যা কিছু ছিল তা হস্তগত করল। আর তাদের তিনশত সৈন্যকে বন্দী করল এবং এদেরকে নিয়ে সেনাবাহিনীর লোকেরা ইয়াযীদ

ইব্ন আনাসের কাছে আগমন করল। ইয়াযীদ ইব্ন আনাস আহত অবস্থায় মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে কাতরাচ্ছিলেন। তিনি বন্দীদেরকে হত্যা করার জন্যে হুকুম দিলেন।

সেইদিনই ইয়াযীদ ইব্ন আনাস মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। তার জানাযার সালাত পড়ান তারই নায়িব ওয়ারাকা ইব্ন আসির। তিনি তাকে দাফনও করেন এবং তার নিজের সাথীদের কাছে লজ্জিত তার মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়। তার সাথীরা গোপনে কূফার দিকে প্রত্যাবর্তন করার মনস্থ করল। ওয়ারাকা তাদেরকে বললেন, হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা। তোমাদের অভিমত কী ? আমার কাছে এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, ইব্ন যিয়াদ ৮০ হাজার সিরিয়ান সৈন্য নিয়ে এগিয়ে আসছে। আমি মনে করি তাদের মুকাবিলা করার জন্যে তোমাদের শক্তি নেই। আর আমাদের আমীরও নিহত হয়েছেন। আবার আমাদের কিছু সংখ্যক সৈন্যও ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছে। তাই এখন যদি আমরা আমাদের শহরে প্রত্যাবর্তন করি আর প্রকাশ করি যে, আমরা আমাদের আমীরের জন্য দুঃখিত হয়ে প্রত্যাবর্তন করেছি তাহলে এটা আমাদের জন্য শত্রুর সাথে মুকাবিলা করে পরাজিত হয়ে প্রত্যাবর্তন করার চাইতে শ্রেয় নয় কি ? শেষ পর্যন্ত আমীরগণ এ কথার উপরে সিদ্ধান্ত নেন এবং তারা কূফায় প্রত্যাবর্তন করেন। যখন কূফাবাসীদের কাছে তাদের প্রত্যাবর্তনের খবর ও ইয়াযীদ ইব্ন আনাসের মৃত্যুর খবর পৌঁছে তখন কূফাবাসীরা মুখতারকে নিয়ে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। তারা বলতে লাগে, 'হে কূফাবাসীরা ! ইয়াযীদ ইব্ন আনাস যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয়েছেন। তার পরাজিত সৈন্যরা প্রত্যাবর্তন করেছে, তাই অচিরেই তোমাদের কাছে ইব্ন যিয়াদ আগমন করবে, তোমাদেরকে নির্মূল করবে ও তোমাদের ক্ষেত-খামার ধ্বংস করে ফেলবে।'

তারপর তারা মুখতারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সিদ্ধান্ত নিল আর বলতে লাগল, 'মুখতার মিথ্যাবাদী।' তাই তারা মুখতারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এবং তাকে তাদের মধ্য হতে বহিষ্কার করার জন্যে ঐকমত্যে পৌঁছে। তারা বিশ্বাস করে যে, মুখতার তাদের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপর দাসদেরকে প্রাধান্য দিয়েছে। আর মুখতার মনে করে যে, ইবনুল হানাফিয়্যা হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-এর রক্তের প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে তাকে নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ তিনি তাকে এ ধরনের কোন নির্দেশ প্রদান করেন নি। মুখতার এসব কথা নিজে রচনা করেছে বলে তারা বিশ্বাস করে। তাই তারা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্যে ইবরাহীম ইব্ন আশতার কূফা থেকে বের হয়ে যাওয়ার অপেক্ষা করতে লাগল। মুখতার তাকে নিয়োগ দিয়েছিল যাতে সে সাত হাজার সৈন্য নিয়ে ইব্ন যিয়াদের বিরুদ্ধে মুকাবিলার জন্যে বের হয়ে পড়ে। তাই ইবনুল আশতার যখন বের হয়ে পড়ল তখন গণ্যমান্য ব্যক্তিরা যারা ইমাম হুসায়ন (রা)-এর বিরুদ্ধে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল কিংবা হত্যার সাথে আদৌ সম্পৃক্ত ছিলেন না, উভয় প্রকারের লোকজন শাবাস ইব্ন রিবঈ-এর ঘরে একত্রিত হলেন এবং তারা সকলে মুখতারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে একমত হলেন। এরপর তারা সক্রিয় হয়ে উঠলেন এবং প্রত্যেকটি গোত্র তাদের সর্দারকে নিয়ে কূফার বিভিন্ন এলাকায় অবস্থান গ্রহণ করলেন। শেষ পর্যন্ত তারা শাহী মহলের দিকে রওয়ানা হলেন।

এদিকে মুখতার আমর ইব্ন শুবাকে ডাক হরকরা হিসেবে ইবরাহীম ইবনুল আশতারের কাছে প্রেরণ করে, যাতে ইবরাহীম ইবনুল আশতার মুখতারের কাছে দ্রুত প্রত্যাবর্তন করে। আবার মুখতার জনগণের কাছেও লোক প্রেরণ করে এবং তাদেরকে বলে, কী জন্য তোমরা অসন্তুষ্ট হয়েছ ? তোমরা যা চাও সব কিছু করতে আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। এ কথা বলে আসলে

মুখতার তাদেরকে মুখতারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা থেকে নিরুৎসাহিত করতে প্রয়াস পায়। যাতে এরই মধ্যে ইবরাহীম ইবনুল আশতার তার কাছে প্রত্যাবর্তন করতে পারে। মুখতার আরো বলে, 'যদি তোমরা মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়্যার নির্দেশ সম্বন্ধে আমাকে বিশ্বাস না কর, তাহলে তোমরা তোমাদের পক্ষ থেকে কিছু লোক প্রেরণ কর, আমিও আমার পক্ষ থেকে কিছু লোক প্রেরণ করব। তারা উভয় দল মিলে এ সম্বন্ধে তাকে জিজ্ঞেস করবে।' মুখতার তাদের সাথে দীর্ঘসূত্রিতার আশ্রয় নেয় যাতে তিন দিন পর ইবনুল আশতার তার কাছে আগমন করতে পারে। এখন জনগণ ও মুখতার দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মুখতার ইয়ামানবাসীদের দায়িত্ব নেয়। আর ইবনুল আশতার মুদারদের দায়িত্ব নেয়। মুদারদের আমীর হল শাবাস ইব্ন রিবঈ। এ সিদ্ধান্তটি মুখতারের ইংগিতেই নেয়া হয়েছিল। ইবনুল আশতার নিজ সম্প্রদায় ইয়ামনবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রাযী ছিল না। সে তাদের প্রতি ছিল উদার কিন্তু মুখতার তাদের বিরুদ্ধে ছিল অত্যন্ত কঠোর।

তারপর কূফার আশেপাশে জনগণ যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হয়ে পড়ল এবং উভয় পক্ষের বহু লোকজন হতাহত হল। তাদের মধ্যে বিরাজমান বিরোধের বর্ণনা অত্যন্ত দীর্ঘ। যেসব গণ্যমান্য লোক নিহত হন তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন, আবদুর রহমান ইব্ন সাঈদ ইব্ন কাইস আল-কিন্দী। তার সম্প্রদায়ের সাতশত আশিজন লোক নিহত হয়।

বনু মুদারের নিহতের সংখ্যা হল তের এর অধিক। এ দিনটি 'জাবানাতুস সাবী' (দুঃসাহসীকদের গোরস্তান) নামে প্রসিদ্ধ ছিল। আর তা ছিল ৬৬ হিজরীর যিলহাজ্জ মাসের ২৪ তারিখ বুধবার।

তারপর মুখতারই তাদের উপর জয়লাভ করে। সে তাদের পাঁচশত ব্যক্তিকে বন্দী করে। যখন তার কাছে তাদেরকে হাযির করা হয় তখন সে তাদেরকে বলে, তোমাদের মধ্যে যারা হযরত ইমাম হুসাইন (রা)-এর শাহাদাতের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলে তাদেরকে তোমরাই হত্যা কর। তারপর তাদের মধ্য হতে এরূপ দু'শ চল্লিশ জনকে হত্যা করা হল। আর যারা মুখতারের অনুমতি ব্যতীত কয়েদীদের কষ্ট দিয়েছিল এবং তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করেছিল। তাদেরকেও হত্যা করা হল। অবশিষ্টদেরকে ছেড়ে দেয়া হল।

আমর ইবনুল হাজ্জাজ আয-যুবাইদী পালিয়ে যায়। সে ছিল হযরত ইমাম হুসাইন (রা)-এর বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের একজন। তারপর সে কোথায় যে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল তা আর কারো জানা নেই। যে ক্ষুদ্র দলটি হযরত ইমাম হুসাইন (রা)-কে হত্যা করেছিল সে তার আমীর ছিল।

শিমার ইব্ন যুল জাওশানের নিহত হওয়ার ঘটনা

কূফার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ বসরায় মুসআব ইব্ন যুবাইর (রা)-এর কাছে পালিয়ে যান। আর যে সব ব্যক্তি আপন জান বাঁচাবার জন্যে পালিয়ে যায় তাদের মধ্যে একজন ছিল শিমার ইব্ন যুল জাওশান (আল্লাহ্ তার অকল্যাণ করুন)। তখন আল-মুখতার যারনাব নাম্নী তার এক গোলামকে তার অন্বেষণে প্রেরণ করে। যখন যারনাব শিমারের নিকটবর্তী হল, শিমার তার সাথীদেরকে বলল, তোমরা অগ্রসর হও এবং আমাকে এমনভাবে পেছনে রেখে যাও যেন মনে হয় তোমরা আমাকে পেছনে ফেলে রেখে পালিয়ে যাচ্ছো, তাহলে এ গর্দভ লোকটি আমার প্রতি প্রলুব্ধ হবে। এরপর তারা অগ্রসর হতে লাগল এবং শিমার পিছে পিছে চলতে লাগল।

যারনাব তার নাগালে এল অমনি শিমার তার দিকে ঘুরে দাঁড়াল এবং তার পিঠে জোরে আঘাত করল। এভাবে সে তাকে হত্যা করল। শিমার তাকে রাস্তায় ফেলে চলে গেল। শিমার বসরায় মুসআব ইব্ন যুবাইরের কাছে একটি পত্র লিখে এবং এ পত্রে সে তাঁকে তার কাছে তার আগমনের ব্যাপারে ভয় দেখায়।

জাবানাতুস সাবী ঘটনার পর যারা পালিয়ে গিয়েছিল তারা বসরায় মুসআবের কাছে পালিয়ে এসেছিল। কালবানীয়া নামক গ্রামে যে সব শক্তসমর্থ সদস্য আগমন করেছিল তাদের মধ্য হতে একজন শক্তিমান ব্যক্তি মারফত শিমার পত্রটি প্রেরণ করেছিল। গ্রামটি একটি টিলার পাশে ও একটি নদীর ধারে অবস্থিত ছিল। লোকটি পত্র নিয়ে রওয়ানা হওয়ার পর অন্য একটি শক্তিমানের সাথে সাক্ষাত করে। সে তখন তাকে জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাচ্ছ ? সে বলল, মুসআবের কাছে যাচ্ছি। সে আবার জিজ্ঞেস করল, কার কাছ থেকে আসছ ? সে বলল, শিমারের কাছ থেকে এসেছি। তখন উক্ত লোকটি বলল, আমার সাথে আমার মনিবের কাছে চল। আর তার মনিব ছিলেন আবূ আম্মারা যিনি ছিলেন মুখতারের প্রধান প্রহরী। তিনি শিমারকে খোঁজ করার জন্যই ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। লোকটি শিমারের ঠিকানার খোঁজ দিল। আবূ আম্মারা তখনি তার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। শিমারের সাথীরা তার থাকার জায়গা পরিবর্তন করার জন্যে পরামর্শ দিয়েছিল কিন্তু সে তাদেরকে তাচ্ছিল্য ভরে বলেছিল, এরা সব মিথ্যুকের গোষ্ঠী। আল্লাহ্র শপথ ! আমি তিনদিন পর্যন্ত এখান থেকে কোথাও না গিয়ে তাদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করতে থাকব এবং তাদের অন্তর আত্মা কাঁপিয়ে দেবো। যখন রাত এলো আবূ আম্মারা তাদের অশ্বারোহী সৈন্যদের উপর অতর্কিতে হামলা চালালেন এবং তাদেরকে অন্যত্র যাবার জন্যে সওয়ার হতে কিংবা যুদ্ধাস্ত্র পরিধান করতে বাধ্য করল।

শিমার ইব্ন যুল জাওশান গর্জে উঠল এবং শত্রুদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করল। সে তখন ছিল বিবস্ত্র। তারপর সে তার তাঁবুতে প্রবেশ করল এবং সেখান থেকে একটি তলোয়ার নিয়ে বের হল ও নিম্নের কবিতাটি আবৃত্তি করল ঃ

نبتهم ليث عرين باسلا — جحما محياه يرق الكاهلا.........الخ —

'তোমরা একটি সাহসী সিংহকে তার গুহা থেকে জাগ্রত করলে যার জীবন যাত্রা অত্যন্ত হিংস্র এবং যে শত্রুর পিঠের উপরের অংশে সজোরে আঘাত করে থাকে। যে কোন দিনও শত্রুদের পক্ষ থেকে পরাজয়ের মুখ দেখেনি। আর যে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে শুধুমাত্র যোদ্ধা অথবা হত্যাকারী বিজয়ী হিসেবে ঘরে প্রত্যাবর্তন করে। যে শত্রুকে আঘাতে আঘাতে ঝাঁঝরা করে দেয় এবং সংগ্রামীকে জীবনের জন্যে তৃপ্তিদান করে।'

তারপর সে নিজেকে হিফাজত করতে লাগল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে নিহত হল। তার সাথীগণ পরাজয় বরণ করে। যখন তারা তাকবীরের আওয়াজ শুনল এবং মুখতারের সাথীদের নিম্নবর্ণিত বাক্যটিকে উচ্চারণ করতে শুনল তখন তারা বুঝতে পারল যে, শিমার (আল্লাহ্ তার অমঙ্গল করুন) নিহত হয়েছে। বাক্যটি ছিল নিম্নরূপ ঃ الله اكبر قتل الخبيث 'আল্লাহ্ মহান, শয়তানটি নিহত হয়েছে।'

আবূ মিখনাফ, ইউনুস ইব্ন আবূ ইসহাক হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যখন মুখতার জাবানাতুস সাবী (দুঃসাহসিকদের গোরস্তান) হতে প্রত্যাবর্তন করে ও রাজপ্রাসাদের

দিকে গমন করে, তখন বন্দী সুরাকা ইব্ন মিরদাস উচ্চস্বরে মুখতারকে পেছন থেকে ডেকে বলল,

امـن عـلـى الـيـوم يا خـيـر معـد ـ وخـيـر من حـل بـشـهـر والـجـنـد ـ
وخـبـر من لـبـى وصام وسـجـد ـ

'হে বিন্যস্তকারীদের মধ্যে উত্তম ! হে যুদ্ধ ময়দানে অবতরণকারী সৈনিকদের উত্তম ! হে প্রতিপালকের আহবানে সিয়াম পালনে ও সিজদাকারীদের মধ্যে উত্তম ! আজকের দিনে আমার প্রতি একটু ইহসান করুন।'

বর্ণনাকারী বলেন, 'মুখতার তখন কারাগারে লোক প্রেরণ করল। একরাত তাকে সেখানে কয়েদী হিসেবে রাখা হল এবং পরদিন তাকে ছেড়ে দেয়া হল। সে তখন মুখতারের দিকে এগিয়ে গেল এবং বলতে লাগল,

الاخـبـر ابا اسـتـاه انا ـ نـزونـا نـزوة كـالـت عـلـيـنـا .... الـخ ـ

'সাবধান ! আবূ ইসহাকের নিকট সংবাদ পরিবেশন কর যে, আমাদের উপর যে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া একান্ত জরুরী ছিল সে সংগ্রামে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়েছি। আমরা সংগ্রামে বের হয়েছি, আমাদের দুর্বলদেরকে আমরা কোন দায়িত্বই প্রদান করিনি। আমাদের সংগ্রাম ছিল অহমিকায় ও ক্রটিতে পরিপূর্ণ। আমরা শত্রুকে তাদের যুদ্ধ সারিতে হীন মনে করেছি। যখন আমরা তাদের সাথে মুকাবিলা করি তখন তাদের পেয়েছি সূদের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী ও অপকারী। আমরা তাদের বিরুদ্ধে ঘর থেকে বের হয়েছি যখন আমরা তাদেরকে এবং তাদের সম্প্রদায়কে আমাদের বিরুদ্ধে বের হতে দেখেছি। তাদের থেকে পেয়েছি আমরা আঘাত, পেষণ ও মারাত্মক হিংসা বিদ্বেষ। ফলে আমরা বক্রতা অবলম্বন করেছি। তোমাদের দুশমনকে বিচ্ছিন্ন সৈন্যদল প্রেরণের মাধ্যমে আমরা প্রতিনিয়ত সাহায্য করেছি। দুশমন দলটি ইমাম হুসাইন (রা)-এর শাহাদাতের কারণ হয়েছিল। তারা আমাদের থেকে এমন সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছিল যেমন বদরের দিন ও হুসায়নের যুদ্ধে শত্রুর মুকাবিলার দিন হযরত মুহাম্মদ (সা) সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। যখন তুমি রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকারী হও তখন তুমি ক্ষমার চোখে দেখ যাবতীয় অপরাধকে। আমরা যদি ক্ষমতার অধিকারী হতাম তাহলে আমরাও রাষ্ট্র পরিচালনা করতাম এবং কোন কোন সময় আমরা অন্যায় আচরণও করতাম। সুতরাং তুমি আমাদের তাওবা কবূল কর। আর তুমি আমাকে তোমার ক্ষমার ঋণী কর তাহলে আমি তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।'

সুরাকা ইব্ন মিরদাস শপথ করে বলছিল যে, সে আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গায় সাদা কালো রঙের অশ্বে আরোহী ফিরিশতাদের অবলোকন করেছে যদিও তাকে শুধুমাত্র ঐ সব ফিরিশতার একজনই তাকে বন্দী করেছে।

মুখতার তখন তাকে মিম্বরে উঠে জনগণের কাছে এ খবরটি পরিবেশন করার জন্যে নির্দেশ দিল। সুরাকা মিম্বরে আরোহণ করল এবং এ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করল। যখন সে মিম্বর হতে অবতরণ করল, মুখতার তার সাথে একান্তে মিলিত হল এবং তাকে বলল, 'আমি জানি যে, তুমি ফিরিশতাদেরকে দেখনি। তবে আমি চাই তোমার এ বক্তব্যের কারণে তোমাকে যেন আর আমি হত্যা না করি। এটা সত্যি কথা যে, আমি তোমাকে হত্যা করব না। সুতরাং তুমি যেখানে ইচ্ছে সেখানেই চলে যেতে পার। তবে তুমি যেন আমার সাথীদের মধ্যে কোন

প্রকার বিভ্রান্তি সৃষ্টি না কর। তখন সুরাকা বসরায় মুসআব ইব্ন যুবাইর-এর কাছে চলে গেল এবং যেতে যেতে বলতে লাগল,

الا اخبر ابا اسحق انى ـ رأيت البلق دهما مصمتات ....الخ ـ

'সাবধান ! আবূ ইসহাক (মুখতার)-কে সংবাদ দাও যে, আমি নিঃসন্দেহে সাদা-কালো রঙের ঘোড়ার উপর চান্দ্রমাসের শেষ তিন রাত্র অসজ্জিত সত্তাদের অবলোকন করেছি। তোমাদের অভিমতকে আমি প্রত্যাখ্যান করেছি এবং মৃত্যু পর্যন্ত তোমাদের উপর হামলা করাকে আমার কাছে মানতে পরিণত করেছি। তুমি যেটা লক্ষ্য করনি আমার দু'চোখ তা অবলোকন করেছে। আমরা প্রকৃতপক্ষে সকলেই কমবেশী তুচ্ছ বিষয়াদি সম্বন্ধে জানি। শত্রুগণ যখন কিছু তথ্য সম্বন্ধে কথা বলে তখন আমি তাদেরকে মিথ্যুক আখ্যায়িত করি। আর যখন তারা ঘর থেকে সংগ্রামের উদ্দেশ্যে বের হয় তখন আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে আমার প্রয়োজনীয় হাতিয়ার পরিধান করে থাকি।'

ইতিহাসবিদগণ বলেন, তারপর আল-মুখতার তার সাথীদের সামনে খুতবা দেয় এবং ইমাম হুসায়ন (রা)-কে যারা হত্যা করেছিল ও কূফায় তারা বসবাস করছিল তাদের বিরুদ্ধে এ খুতবায় সাথীদেরকে উত্তেজিত করে। তখন তারা বলতে থাকে, যে সব সম্প্রদায় ইমাম হুসায়ন (রা)-কে হত্যা করেছে তাদেরকে দুনিয়ায় জীবিত থেকে নিরাপদে চলাফেরা করতে আমরা অনুমতি দেবো না। মুখতার আরো বলে ঃ 'মুহাম্মদ (সা)-এর বংশধরদের সাহায্যকারী হিসেবে আমি আমার শত্রুর দৃষ্টিতে কতইনা খারাপ লোক। এ জন্যই তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করেছ। আমি শত্রুদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্যে যিনি আমাকে তলোয়ার সদৃশ করেছেন, তাই তাদেরকে আমি প্রতিনিয়ত আঘাত করছি, তিনি আমাকে বর্শা সদৃশ করেছেন, তাই আমি তাদের প্রতি নিক্ষিপ্ত হচ্ছি, তিনি আমাকে আরো করেছেন তাদের ধনুকের জ্যা অন্বেষণকারী এবং মানবতার অধিকার প্রতিষ্ঠাকারী। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বংশধরকে যারা হত্যা করেছে তাদের হত্যা করাই আল্লাহ্র কর্তব্যে পরিণত হয়েছে। যারা তাদের হক বিনষ্ট করেছে তাদেরকে অবমাননা করাও আল্লাহ্র দায়িত্বে পরিণত হয়েছে। তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বংশধরকে আহবান করেছে তারপর তারা তাদের পিছু ধাওয়া করেছে ফলে তোমরা তাদেরকে হত্যা করার সুযোগ পেয়েছো। আমি যতক্ষণ পর্যন্ত খুনীদের থেকে এ পৃথিবীটাকে পবিত্র করতে না পারব এবং তাদের মধ্যে যারা শহরে রয়েছে তাদের বিতাড়িত করতে না পারব ততক্ষণ পর্যন্ত আমি পানীয় ও আহার তৃপ্তিসহ ভক্ষণ করব না। তারপর খুনীদের যারা কূফায় বসবাস করছিল তাদেরকে মুখতার খোঁজ করতে লাগল। তার সাথীরা খুনীদেরকে নিয়ে এসে তার সামনে দাঁড় করাত। সে তখন তাদেরকে তাদের কৃত অপরাধ অনুযায়ী বিভিন্ন পন্থায় হত্যা করার নির্দেশ প্রদান করত। তাদের মধ্যে কাউকে পুড়িয়ে মেরেছিল, কাউকে কাউকে তার বিভিন্ন অঙ্গ কেটে ফেলা হত। মৃত্যু পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রেখে দেয়া হত। তাদের মধ্যে কাউকে কাউকে মৃত্যু পর্যন্ত বর্শায় বিদ্ধ করে রেখে দেয়া হত।

তার সাথীরা একদিন মালিক ইব্ন বশিরকে তার সামনে আনয়ন করল। তখন আল-মুখতার তাকে বলল, তুমি কি হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-এর জামা তার শরীর থেকে খুলে ফেলেছিলে ? সে বলল, 'আমরা যুদ্ধের জন্যে বের হতে বাধ্য হয়েছিলাম। আমরা যুদ্ধ করতে রাজী ছিলাম না। সুতরাং আমাদের উপর ইহসান করুন। মুখতার নির্দেশ দিল যে, তার হাত-

পাগুলো কেটে ফেল। তারপর তার সাথীরা তার ব্যাপারে অনুরূপ করল। তাকে ঘরের বাইরে ফেলে রাখা হল। ছটফট করতে করতে সে মারা গেল। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উসাইদ আল জুহানী এবং অন্যকেও শোচনীয়ভাবে হত্যা করা হল।

হযরত ইমাম হুসাইন (রা)-এর শির মুবারক বিচ্ছিন্নকারী খাওলী ইব্ন ইয়াযীদ আল-আসবাহীর হত্যা

মুখতার তার পাহারাদার আবূ আম্মারাকে খাওলী ইব্ন ইয়াযীদ আল-আসহাবীর কাছে প্রেরণ করল। সে তার দলবল নিয়ে তার ঘরে হানা দিল। তখন তার স্ত্রী ঘর থেকে বের হয়ে আসল। তারা তাকে খাওলী সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করল। তার স্ত্রী উচ্চস্বরে বলল, সে কোথায় আছে তা আমি জানি না। অন্যদিকে যে ঘরে সে লুকিয়েছিল তার দিকে হাতে ইশারা করল। যে রাতে তার স্বামী হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-এর শির মুবারক নিয়ে তার কাছে আগমন করেছিল, সে তার স্বামীর প্রতি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিল এবং তাকে তিরস্কার করেছিল। তার স্ত্রীর নাম ছিল আল আবূক বিনত মালিক ইব্ন নাহার ইব্ন আকরাব আল-হাদরামী। তারা তার খোঁজে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করল এবং তাকে পাওয়া গেল। তার মাথার উপর ছিল বাঁশের তৈরী একটি বড় ঝুড়ি। তারা তাকে গ্রেফতার করে মুখতারের নিকট নিয়ে আসল। মুখতার তার ঘরের নিকটেই তাকে হত্যা করার জন্যে নির্দেশ দিল। তারপর তাকে পুড়িয়ে ফেলারও হুকুম দিল।

মুখতার হাকীম ইব্ন ফুদাইল আসসানবাসীর কাছে লোক প্রেরণ করে। সে হযরত ইমাম হুসাইন (রা)-এর নিহত হবার দিন আব্বাস ইব্ন আলী ইব্ন আবূ তালিবকে অপহরণ করেছিল। তাকে পাকড়াও করা হল। তার পরিবার-পরিজন মুখতারের কাছে সুপারিশের জন্য আদী ইব্ন হাতিম (রা)-এর কাছে গমন করল। যারা তাকে পাকড়াও করেছিল তারা তাদের পৌঁছার পূর্বে আদী ইব্ন হাতিম (রা)-এর মুখতারের নিকট পৌঁছার পূর্বে আশংকা করল। তাই তারা মুখতারের নিকট পৌঁছার পূর্বেই তাকে হত্যা করে ফেলল। তারপর আদী ইব্ন হাতিম মুখতারের নিকট প্রবেশ করেন, হাকীম সম্বন্ধে সুপারিশ করেন। মুখতার তার সুপারিশ মঞ্জুর করেন। যখন মুখতারের সাথীরা ফেরত পৌঁছল তখন দেখা গেল মুখতারের কাছে পৌঁছার পূর্বেই হাকীমকে তারা হত্যা করে ফেলেছে। আদী ইব্ন হাতিম (রা) তাদেরকে তিরস্কার করেন এবং তাদের উপর রাগান্বিত হন। তিনি মুখতারের সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্যও মুখতারকে ধন্যবাদ জানান।

মুখতার ইয়াযীদ ইব্ন ওয়ারাকার নিকট লোক প্রেরণ করে। সে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুসলিম ইব্ন আকীলকে হত্যা করেছিল। যখন তাকে গ্রেফতারের জন্যে তার ঘরে লোক প্রেরণ করা হল, তখন সে ঘর থেকে বের হয়ে পড়ল ও যাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছিল তাদের সাথে সে সংঘর্ষে অবতীর্ণ হল। তারা তার প্রতি তীর ও পাথর নিক্ষেপ করল। সে মৃত্যুর কবলে ঢলে পড়ল। তারপর তারা মুমূর্ষ অবস্থায় তাকে পুড়িয়ে মারল।

মুখতার সিনান ইব্ন আনাসকে তলব করল। সিনান দাবী করত যে, সে হযরত ইমাম হুসাইন (রা)-কে হত্যা করেছে। মুখতারের সাথীরা দেখতে পায় যে, সে বসরা কিংবা জাযিরায় পালিয়ে গিয়েছে। তার বাড়ীঘর ধ্বংস করে দেয়া হল।

যারা মুসআবের কাছে পালিয়ে গিয়েছিল তাদের মধ্যে একজন ছিল মুহাম্মদ ইবনুল আশআস ইব্‌ন কাইস। মুখতার তার বাড়ী ঘর ধ্বংস করে তার স্থলে হুজর ইব্‌ন আদী বাড়ি ঘর নির্মাণের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। যেটা ইতিপূর্বে যিয়াদ ধ্বংস করে দিয়েছিল।

হযরত হুসাইন (রা)-এর ঘাতক দলের নেতা উমর ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রা)-এর হত্যাকাণ্ড

ওয়াকিদী বলেন, হযরত ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রা) একদিন উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় তাঁর এক গোলাম এসে উপস্থিত হয়, যার উভয় গোড়ালী বেয়ে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল। সা'দ (রা) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার সঙ্গে এই আচরণ কে করল ? গোলাম বলল, আপনার পুত্র উমর। সা'দ (রা) বললেন, হে আল্লাহ্ ! তুমি তাকে খুন কর এবং তার রক্ত প্রবাহিত কর। সা'দ (রা) মুস্তজাবুদ্দাওয়াহ (এমন ব্যক্তি, যিনি দু'আ করলে তা অবশ্যই কবূল হয়) ছিলেন। মুখতার যখন কূফার ক্ষমতা দখল করে, তখন উমর ইব্‌ন সা'দ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'দা ইব্‌ন হুবায়রার আশ্রয় গ্রহণ করে। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'দা ছিলেন আলী (রা)-এর আত্মীয়তার সূত্রে মুখতারের বন্ধু। তিনি মুখতারের নিকট এসে উমর ইব্‌ন সা'দ-এর জন্য নিরাপত্তা নিয়ে দেন যার ভাষ্য ছিল এই "উমর ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রা) তাঁর ব্যক্তিসত্তা পরিবার পরিজন ও সহায়-সম্পদের ক্ষেত্রে নিরাপদ, যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজ আবাসস্থল ও নিজ শহরে অবস্থান করবে, ততক্ষণ না সে কোন ঘটনা সংঘটিত করবে। শেষোক্ত শর্ত দ্বারা মুখতার বুঝাতে চেয়েছিল, যতক্ষণ পর্যন্ত সে পেশাব পায়খানা না করবে।

উমর ইব্‌ন সা'দ যখন জানতে পারল যে,মুখতার তাকে খুন করতে চায়, তখন সে এক রাতে নিজ গৃহ থেকে বের হয়ে মুখতার কিংবা উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। কিন্তু তার এক গোলাম ঘটনাটি সম্পর্কে মুখতারকে গোপনে অবহিত করে। মুখতার বলল, এর চেয়ে বড় ঘটনা আর কী হতে পারে ? কেউ কেউ বলেন, উমর-এর গোলাম উমরকেই বলেছিল, আপনি আপনার বাসস্থান থেকে বের হবেন ? আপনি ফিরে যান ফলে উমর ইব্‌ন সা'দ ফিরে যায়। সকাল বেলা উমর মুখতারের নিকট লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করে আপনি কি আপনার প্রদত্ত নিরাপত্তার ব্যাপারে অটল আছেন ? কেউ কেউ বলেন, উমর ইব্‌ন সা'দ নিজেই মুখতারের নিকট এসে বিষয়টা জানতে চায়। মুখতার তাকে বলল, তুমি বস। কারো কারো মতে উমর ইব্‌ন সা'দ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'দাকে মুখতারের নিকট প্রেরণ করেছিল। ইব্‌ন জা'দা মুখতারকে জিজ্ঞাসা করে। আপনি উমর ইব্‌ন সা'দকে যে নিরাপত্তা প্রদান করেছিলেন তার উপর কি অটল আছেন ? জবাবে মুখতার তাকে বলল, আপনি বসুন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'দা বসলে মুখতার তার নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধানকে বলল, তুমি গিয়ে তার মাথাটা আমার নিকট নিয়ে আস। রক্ষী প্রধান গিয়ে উমর ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাসকে হত্যা করে মুখতারের নিকট তাঁর ছিন্ন মাথা নিয়ে আসে।

এক বর্ণনায় আছে, মুখতার এক রাতে বলল, আমি আগামীকাল এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করব, যার পা দু'টো বিশাল আকৃতির চক্ষুদ্বয় কোঠারাগত এবং ভ্রুযুগল স্ফীত। যার হত্যাকাণ্ডে মু'মিনগণ ও নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ আনন্দিত হবে। হাইছাম ইব্‌ন আসওয়াদ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, মুখতারের লক্ষ্য তো উমর ইব্‌ন সা'দ। তাই তিনি নিজ পুত্র গারছানকে প্রেরণ করে তাকে সতর্ক করে দেন। উমর ইব্‌ন সা'দ বলে উঠল এটা

কীভাবে হতে পারে, তিনি তো আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কূফা আগমনের পর মুখতার সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করে এবং উমর ইব্ন সা'দকে নতুন কোন ঘটনার অবতরণা না করার শর্তে লিখিত নিরাপত্তা প্রদান করেছিল।

আবূ মুখান্নাফ বলেন, আবূ জা'ফর আল বাকির বলেছেন, মুখতারের উদ্দেশ্য ছিল যতক্ষণ সে শৌচাগারে প্রবেশ করে তাতে শৌচকর্ম না করে। বিষয়টা বুঝতে পেরে উমর ইব্ন সা'দ বিচলিত হয়ে পড়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ছুটাছুটি করতে শুরু করে। শেষে আবার নিজ গৃহেই ফিরে আসে। মুখতার তার স্থান বদলের সংবাদ পেয়ে বলল, কখনো নয়। আল্লাহ্র শপথ ! নিশ্চয় তার ঘাড়ে এমন একটি শিকল রয়েছে, যেটি তাকে উপুড় করে ফেলে দিবে। সে যদি উড়েও বেড়ায় হুসাইন (রা)-এর রক্তঋণ তাকে ধরে ফেলবে এবং তাকে তার পা ধরে নামিয়ে ফেলবে। মুখতার তাকে ধরে আনার জন্য আবূ আমরাকে প্রেরণ করে। উমর ইব্ন সা'দ তার থেকে পালাতে গিয়ে জুব্বায় জড়িয়ে পড়ে যায়। আবূ আম্মারা তরবারি দ্বারা আঘাত করে তাকে হত্যা করে ফেলে এবং তার মাথাটা নিজ আলখিল্লার নীচে লুকিয়ে এনে মুখতারের সম্মুখে রেখে দেয়। উমর ইব্ন সা'দ-এর পুত্র হাফ্স মুখতারে নিকট বসা ছিল। মুখতার তাকে বলল, এই মাথাটা কি চিনতে পার ? হাফ্স বলল, হ্যাঁ, এরপর আর বেঁচে থেকে আমার কোন কল্যাণ নেই। মুখতার বলল, ঠিক বলেছ। তারপর মুখতারের নির্দেশে তরবারির আঘাতে হাফ্স-এর গর্দান উড়িয়ে তার মাথাটাও তার পিতার মাথার সঙ্গে রেখে দেয়া হল। তারপর মুখতার বলল, এটি হুসাইন (রা)-এর বদলা আর এটি আলী আকবর ইব্ন হুসাইন-এর বদলা। তবে দু'টো সমান নয়। আল্লাহ্র শপথ! হুসাইন (রা)-এর বদলারূপে যদি আমি কুরায়শের তিন চতুর্থাংশকেও হত্যা করি তবু তা তাঁর একটি আঙ্গুলের বদলা হবে না। তারপর মুখতার মস্তক দু'টোকে মুহাম্মদ ইব্ন আল হানাফিয়ার নিকট পাঠিয়ে দেয় এবং সঙ্গে এ বিষয়ে একখানা পত্রও লিখে দেয় যার বিবরণ নিম্নরূপ-

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

মুখতার ইব্ন আবূ উবায়দ-এর পক্ষ থেকে মুহাম্মদ ইব্ন আলী (রা)-এর প্রতি।

হে হিদায়াতপ্রাপ্ত মহান ব্যক্তি ! আল্লাহ্ আপনার উপর শান্তি বর্ষণ করুন। আমি সেই আল্লাহ্র প্রশংসা জ্ঞাপন করছি, যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই।

হামদ ও সালাতের পর। আল্লাহ্ আমাকে আপনাদের শত্রুদের প্রতি আযাব প্রেরণ করেছেন। এখন তাদের কেউ নিহত। কেউ বন্দী। কেউ দেশান্তরিত এবং কেউ পলাতক। সকল প্রশংসা, সেই আল্লাহ্র যিনি আপনাদের ঘাতকদের হত্যা করেছেন এবং আপনার সহায়তাকারীদের সাহায্য করেছেন। আমি আপনার সমীপে উমর ইব্ন সা'দ ও তার পুত্রের মস্তক প্রেরণ করলাম। আমি হুসাইন (রা) ও তাঁর পরিবারের ঘাতকচক্রের যে ক'জনকে সম্ভব হয়েছে হত্যা করেছি। অবশিষ্টরাও আমাকে অক্ষম করতে পারবে না। তাদের একজনও ভূপৃষ্ঠে জীবিত থাকা পর্যন্ত আমি ক্ষান্ত হব না। আপনি আমাকে আপনার মতামত লিখে প্রেরণ করুন। হে হিদায়াতপ্রাপ্ত ! আমি সে অনুযায়ী কাজ করব। আপনার উপর শান্তি, আল্লাহ্র রহমত ও বরকত নাযিল হোক হে হিদায়াতপ্রাপ্ত !

ইব্ন জারীর মুহাম্মদ ইব্ন হানাফিয়্যা এই পত্রের জবাব দিয়েছিলেন বলে উল্লেখ করেন নি। অথচ, তিনি এ বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন এবং তার দীর্ঘ আলোচনা মুখতার-এর প্রতি তাঁর সহমর্মিতা প্রমাণিত হয়। সে জন্যই তিনি তাঁর সংকলনে আবূ মুখান্নাফ লুত

ইব্ন ইয়াহইয়া-এর বিপুল পরিমাণ বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। অথচ, আবূ মিখনাফ রাবী হিসাবে অভিযুক্ত। বিশেষত শী'আ বিষয়ক আলোচনায়। আর এই স্থানটি শী'আদের জন্য খুবই পছন্দনীয়। কেননা, এখানে হযরত হুসাইন (রা) ও তাঁর পরিবারের লোকজন হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেয়ার কথা রয়েছে আর তাঁর খুনীদেরকে হত্যা করা যে আবশ্যকছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং একাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা ছিল সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু আল্লাহ্ এ কাজটা মুখতার নামক একজন মিথ্যাবাদীর হাতে অর্পণ করেছেন। যে তার প্রতি ওহী আগমনের দাবি করে কাফির হয়ে গিয়েছিল। রাসূল (সা) বলেছেন-

ان الله ليويد هذا الدين بالرجل الفاجر ـ

নিশ্চয় আল্লাহ্ পাপিষ্ট লোক দ্বারা এই দীনকে শক্তিশালী করে থাকেন। (বুখারী, ফাতহুল বারী, ৭,৪৭১-এর বরাতে) আল্লাহ্ তা'আলা মহাগ্রন্থ আল কুরআনে বলেন-

وكَذَالِكَ نُولِّى بَعْضَ الظَّلِمِيْنَ بَعْضًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ـ

এভাবে তাদের কৃতকর্মের জন্য আমি জালিমদের এক দলকে অন্য দলের বন্ধু করে থাকি। (আন'আম ঃ ১২৯)

কবি বলেন-

وما من يد الا يد الله فوقها ـ ولا ظالم الا سيبيل بظالم ـ

'সব হাতের উপর আল্লাহ্র কুদরতী হাত বিদ্যামান এবং প্রত্যেক অত্যাচারীকে আরেক অত্যাচারী দ্বারা নাজেহাল হতে হবে।'

সামনে মুখতার-এর এমন আলোচনা আসছে, যা তার মিথ্যাবাদিতা, মনগড়া উক্তি এবং তার আহলে বায়আত-এর সাহায্য-সহযোগিতা অসত্য মৌখিক দাবি প্রমাণিত করবে। আসলে এটি হল তার ছদ্মরূপ তার আসল উদ্দেশ্য ছিল শী'আ অধিবাসীদেরকে স্বপক্ষে টেনে আনা, যাতে তারা তাকে ক্ষমতায় সুপ্রতিষ্ঠিত করে দেয় এবং তাদের সহায়তায় প্রতিপক্ষের উপর আক্রমণ চালাতে পারে।

তারপর আল্লাহ্ তার উপর এমন এক ব্যক্তিকে ক্ষমতাসীন করেন, যে তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। এই সেই কায্যাব, (মিথ্যাবাদী) যার সম্পর্কে আসমা বিন্ত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বর্ণিত হাদীসে আছে যে, রাসুল (সা) বলেছেন-

انه سليكون فى ثقيف كذاب ومبيين ـ

'অচিরেই ছাকিফ গোত্রে একজন মিথ্যাবাদী ও একজন ধ্বংসকারীর আবির্ভাব ঘটবে। (বায়হাকী, দালাইল খায়র ঃ পৃ-৪৮২ ঃ মুসলিমেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে)

এই মুখতারই হল সেই 'কায্যাব' যে নিজেকে শী'আ বলে মিথ্যা দাবি করত। আর 'মুবীর' হলেন হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ ছাকাফী, যিনি খলীফা আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান-এর পক্ষ থেকে কূফার গভর্নর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পরে আসছে। হাজ্জাজ ছিলেন খলীফার বিপরীত চরিত্রের মানুষ। তিনি ছিলেন নসিবী (কঠোর গালী বিরোধী) সাহসী ও অত্যাচারী। তবে তিনি মুখতার-এর ন্যায় ধর্মচ্যুত ও নবূওয়াতের দাবিদার ছিলেন না। তিনি এ দাবিও করতেন না যে, তার নিকট আল্লাহ্র তরফ থেকে ওহী আসে।

ইব্ন জারীর বলেন, সে বছরই মুখতার মুছান্না ইব্ন মাখরামা আল-আবদীকে বসরা প্রেরণ করে, সে বসরার অধিবাসীদেরকে যথাসম্ভব তার পক্ষে দাওয়াত প্রদান করবে। মুছান্না ইব্ন

মাখরামা বসরার অধিবাসীরা এই মসজিদে সমবেত হতে শুরু করলে মুছান্না ইব্‌ন মাখরামা তাদেরকে মুখতারের প্রতি আহবান জানাতে শুরু করে। তারপর আসে আল-ওয়ারক (তাবারী ও ইব্‌ন আছীরের বর্ণনায় রাযক) শহরে। এখানে সে সামরিক ঘাঁটি গাড়ে। ফলে হারিছ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রবী'আ আল-কুবা যিনি মুসআব-এর পূর্বে বসরার গভর্নর ছিলেন। পুলিশ প্রধান আব্বাস ইব্‌নুল হুসাইন ও কায়স ইব্‌নুল হারছাম-এর সেনাপতিত্বে বাহিনী প্রেরণ করেন। তারা মুছান্না ইব্‌ন মাখরামা-এর সঙ্গে যুদ্ধ করে তার কবল থেকে শহর পুনরুদ্ধার করেন এবং তার বাহিনীকে পরাজিত করেন। বনূ আবদিল কায়স মুছান্নার বাহিনীর সাহায্যে এগিয়ে এসেছিল। ফলে হারিছ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ তাদের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। উভয় পক্ষ সংঘাতে লিপ্ত হয়ে পড়েন। হারিছ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ উভয়ের মাঝে মীমাংসা করে দেয়ার জন্য আহনাফ ইব্‌ন কায়স ও আমর (তাবারী ও ইব্‌নুল আছীরের বর্ণনায় উমর) ইব্‌ন আবদুর রহমান আল মাখযূমীকে প্রেরণ করেন। মালিক ইব্‌ন মুসাম্মা তাদের সহযোগিতা করেন। তাদের মধ্যস্থতায় উভয় পক্ষ সংঘাত ত্যাগ করে যার যার পথে চলে যায়।

মুছান্না ইব্‌ন মাখরামা ক্ষুদ্র একটি দল নিয়ে পরাজিত ও নিরস্ত্র অবস্থায় মুখতার-এর নিকট ফিরে যায় এবং আহনাফ প্রমুখ আমীরদের হাতে যে সন্ধি-সমঝোতা অনুষ্ঠিত হয়েছে, তাকে সে বিষয়ে অবহিত করে। মুখতার তাদের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং পত্র মারফত তাদেরকে তার মিশনের প্রতি সমর্থন দানপূর্বক তার দলভুক্ত হওয়ার আহবান জানায়। মুখতার পত্রখানা লিখে আহনাফ ইব্‌ন কায়স-এর নামে যার ভাষ্য নিম্নরূপ-

মুখতার-এর পক্ষ থেকে আহনাফ ইব্‌ন কায়স ও তার সমর্থনকারী আমীরদের প্রতি।

আশাকরি ভাল আছেন। পর সংবাদ, মুযার-এর বনূ রবী'আর জন্য ধ্বংস অবধারিত। আহনাফ তার সম্প্রদায়কে জাহান্নামে নিক্ষেপ করছে। যেখান থেকে মুক্তিলাভ করা তাদের পক্ষ্যে সম্ভব হবে না। তাকদীরে যা লিপিবদ্ধ হয়ে আছে তার উপর আমার কান ক্ষমতা নেই। আমি শুনতে পেরেছি তোমরা আমাকে 'কায্যাব' (মিথ্যাবাদী) আখ্যায়িত করেছ। শোন! আমার পূর্বেও নবী-রাসীলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছিল। আমি তো তাদের অপেক্ষা উত্তম নই।

ইব্‌ন জারীর বলেন, আবুস সায়িব সালাম ইব্‌ন জুনাদা শা'বী থেকে বর্ণনা করেন যে,তিনি বলেছেন, একদিন আমি বসরা গমন করে এমন একটি মজলিসে উপবেশন করি, যেখানে আহনাফ ইব্‌ন কায়স উপস্থিত ছিলেন। এক ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কে ? বললাম, আমি কূফার অধিবাসী। সে বলল, তোমরা আমাদের গোলাম। আমি বললাম, তা কিভাবে ? সে বলল, আমরা তোমাদেরকে তোমাদের গোলাম মুখতার বাহিনীর হাত থেকে রক্ষা করেছি। আমি বললাম, হামাদানের জনৈক শেখ আমাদের ও তোমাদের ব্যাপারে কী বলেছেন তা কি জান ? আহনাফ বললেন, কী বলেছেন ? আমি বললাম তিনি বলেছেন-

افخرتم ان قتلتم اعبدا ـ وهزمتم مرة ال عادل ـ

فاذا فاخرتمونا فاذكروا ـ ما فعلنا بكم يوم الجمل ـ

بين شيخ خاضب عثبونه ـ وفتى البيضاء وضاحا دقل ـ

جاء يهدج فى سابغة ـ فذبحناه ضحى ذبح الجمل ـ

وعفونا فنسيتم عفونا ـ وكفرتم ـ نعمة الله الأجل ـ

وقتلتم بحسين منهم — بدلا من قومكم شر بدل —

'তোমরা কতিপয় দাসকে হত্যা করেছ এবং একদা আলে আদ্‌লকে পরাজিত করেছ, তাতেই কি তোমরা গৌরব করছ ?'

'যখন তোমরা আমাদের সঙ্গে গৌরবই করছে, তো জামাল যুদ্ধের দিন আমরা তোমাদের সঙ্গে কী আচরণ করেছিলাম সে কথা স্মরণ কর।'

'সেদিন প্রবীণ লোকেরা রক্তে রঞ্জিত হয়ে গিয়েছিল এবং তরুণরা হয়ে পড়েছিল দুর্বল।'

'তারা বর্মপরিহিত অবস্থায় ময়দানে এসেছিল আর আমরা তাদেরকে সকাল বেলা উট জবাই করার ন্যায় জবাই করেছি।'

'সেদিন আমরা তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছিলাম, কিন্তু তোমরা আমাদের ক্ষমার কথা ভুলে গেছ এবং আল্লাহ্‌র নিয়ামতের নাশুকরী করেছ।

'তোমরা হুসাইনের বিনিময়ে তোমাদের সম্প্রদায়ের পরিবর্তে তাদের মন্দ লোকদের হত্যা করেছ।'

বর্ণনাকারী বলেন, শুনে আহনাফ ক্রোধান্বিত হয়ে গেলেন এবং বললেন, এই ছেলে ! চিরকুটটা নিয়ে আসো। তাতে লিখা ছিল ঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

মুখতার ইব্‌ন আবূ উবায়দ -এর পক্ষ থেকে আহ্‌নাফ ইব্‌ন কায়স-এর প্রতি।

পর সংবাদ, মুযার-এর বনূ রবী'আর জন্য ধ্বংস অবধারিত। আহ্‌নাফ তার সম্প্রদায়কে জাহান্নামে নিক্ষেপ করছে, যেখান থেকে মুক্তিলাভ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, তোমরা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছ। যদি তোমরা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে থাকে, তাহলে আমার পূর্বেও রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছিল। আমি তো তাঁদের অপেক্ষা উত্তম মানুষ নই।

তারপর আহ্‌নাফ বললেন,এ লোকটি আমাদের সম্প্রদায়ের লোক নাকি তোমাদের ?

পরিচ্ছেদ

মুখতার যখন জানতে পারল যে, ইব্‌ন যুবায়র তাদের কারণে নির্ঘুম সময় অতিবাহিত করছেন, এবং আবদুল মালিকের পক্ষ থেকে ইব্‌ন যিয়াদের নেতৃত্বে বিপুল সংখ্যক সিরিয়বাহিনী অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে আসছে, তখন সে ইব্‌ন যুবায়র-এর সঙ্গে কৃত্রিম আচরণ দেখাতে এবং প্রতারণামূলক কাজ করতে শুরু করে। সে ইব্‌ন যুবায়র-এর প্রতি পত্র লিখে-

আমি আপনার হাতে আপনার আনুগত্য ও হিতকামনার বায়'আত গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু পরে যখন দেখলাম যে, আপনি আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন, তখন আমি আপনার থেকে দূরে সরে যাই। এখন যদি আপনি আপনার অঙ্গীকারে বহাল থাকেন, তাহলে আমিও আপনার আনুগত্যে বহাল আছি।

মুখতার তার এই পত্র শী'আদের থেকে সম্পূর্ণ গোপন রাখে। কেউ যদি সে ব্যাপারে কিছু বলত,তখন সে প্রকাশ করত যে, সে এ ব্যাপারে কিছুই জানে না। মুখতার-এর পত্রখানা ইব্‌ন যুবাইর-এর নিকট পৌঁছলে তিনি লোকটা সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী তা যাচাই করার ইচ্ছা করেন। তিনি উমর ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন হিশামকে ডেকে বললেন, আপনি

কূফা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত নিন,আমি আপনাকে কূফার গর্ভনর নিযুক্ত করেছি। উমর ইব্‌ন আবদুর রহমান বললেন, তা কি করে হয় ? মুখতার না কুফার গর্ভনর ? ইব্‌ন যুবায়র উমর ইব্‌ন আবদুর রহমানকে প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য প্রায় চল্লিশ হাজার দিরহাম প্রদান করেন। উমর ইব্‌ন আবদুর রহমান রওয়ানা হয়ে যান। মাঝপথে মুখতার কর্তৃক প্রেরিত যায়েদা ইব্‌ন কুদামা তার মুখোমুখী হয়। তার সঙ্গে হাজার দিরহাম মূল্যের সম্পদ ছিল। মুখতার তাকে আগাম নির্দেশ দিয়ে রেখেছিল যে, তাকে সম্পদগুলো দিয়ে দিও। যদি সে ফিরে যায়, তো ভাল। অন্যথায় তার সঙ্গে যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না সে ফিরে যায়। উমর ইব্‌ন আবদুর রহমান সুযোগ পেয়ে সম্পদ নিয়ে বসরা ফিরে যান। সেখানে তিনি এবং ইব্‌ন মুতী' সেখানকার গভর্নর হারিছ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ রাবী'আর সঙ্গে মিলিত হন। এটা মুছান্না ইব্‌ন মাখরামার হামলার পূর্বের ঘটনা, যেমনটা বলা হয়েছে। এটা মুসআব ইব্‌ন যুবায়র-এর বসরা পৌঁছার আগের ঘটনাও বটে।

এদিকে আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান তার চাচাতো ভাই আবদুল মালিক ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন আল হাকামকে ইব্‌ন যুবায়র-এর প্রতিনিধিদের কবল থেকে মদীনা দখলের লক্ষ্যে একদল সৈন্যসহ ওয়াদিলকুরার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। মুখতার ইব্‌ন যুবায়র-এর নিকট পত্র লিখে, আপনি চাইলে আমি আপানার সাহায্য করব। কবর। তার উদ্দেশ্য ছিল ইব্‌ন যুবায়র-এর সঙ্গে প্রতারণা করা। ইব্‌ন যুবায়র জবাবে লিখেনঃ তুমি যদি আমার অনুগত হয়ে থাক, তাহলে তাতে আমার আপত্তি নেই। তুমি সিরিয় যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করার জন্য ওয়াদিলকুরায় সৈন্য প্রেরণ কর। মুখতার শুরাহবীল ইব্‌ন ওয়ারস আল হামদানীর সেনাপতিত্বে তিন হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী প্রস্তুত করে ফেলে। তাদের মধ্যে আরব যোদ্ধা ছিল অনূর্ধ্ব সাতশত জন। মুখতার সেনাপতি শুরাহবীলকে বলল, তুমি রওয়ানা হয়ে যাও এবং মদীনায় গিয়ে ঢুকে পড়। তারপর আমার নিকট পত্র লিখে আমার নির্দেশ পৌঁছা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। তার উদ্দেশ্য ছিল, ইব্‌ন যুবায়র থেকে মদীনার দখল ছিনিয়ে নেয়া। তারপর মক্কায় গিয়ে সেখানে ইব্‌ন যুবায়রকে অবরুদ্ধ করে ফেলা।

ইব্‌ন যুবায়র আশঙ্কা করলেন যে, মুখতার তাকে ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশ্যে এই বাহিনী প্রেরণ করে থাকবে। তাই তিনি আব্বাস ইব্‌ন সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ আস সাঈদীকে দু'হাজার সৈন্যসহ প্রেরণ করেন এবং তাকে নির্দেশ দেন যেন তিনি বেদুঈনদের সাহায্য গ্রহণ করেন। তাঁকে বলে দেন, যদি দেখ তারা আমার আনুগত্য করছে, তবে তো ভাল, অন্যথায় কৌশল অবলম্বন করবে, যেন আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করে দেন। আব্বাস ইব্‌ন সাহল রওয়ানা হয়ে যান। পথে রকীম নামক স্থানে ইব্‌ন ওয়ারস-এর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটে। ইব্‌ন ওয়ারস তখন তার সৈন্যদের মাঝে অবস্থান করছিল। সেখানকার জলাশয়ের কাছে তারা দু'জন মিলিত হয়। আব্বাস ইব্‌ন ওয়ারসকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনারা ইব্‌ন যুবায়র-এর আনুগত্যে নেই কি ? ইব্‌ন ওয়ারস বলল, অবশ্যই আছি। আব্বাস বললেন, ইব্‌ন যুবায়র আমাকে আদেশ করেছেন, যেন আমরা ওয়াদিলকুরা গিয়ে সেখানে অবস্থানরত সিরীয় সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি। ইব্‌ন ওয়ারস বলল, আমাকে আপনার আনুগত্য করার আদেশ দেয়া হয় নি। আমার প্রতি নির্দেশ হলো, আমি মদীনা প্রবেশ করে আমার মালিকের নিকট পত্র লিখব। তারপর তিনিই আমাকে আদেশ প্রদান করবেন। এতেই আব্বাস তার মতলব বুঝে ফেললেন। কিন্তু তিনি যে বিষয়টা বুঝে ফেলেছেন তা প্রকাশ করলেন না। তিনি বললেন, তোমার সিদ্ধান্ত যথার্থ। কাজেই তুমি

যা খুশী কর। আব্বাস তার নিকট থেকে উঠে চলে যান এবং তাদের নিকট উট, ছাগল ও আটা পাঠিয়ে দেন। সে মুহূর্তে তাদের এসবের তীব্র প্রয়োজন ছিল। তারা ছিল প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত। তারা পশুগুলো যবাই করে রান্না করে এবং রুটি তৈরি করে সেই জলাশয়ের নিকট বসে আহার করে। আব্বাস ইব্ন সাহ্ল রাতের বেলা তাদের উপর আক্রমণ করে তাদের সেনাপতিসহ প্রায় সত্তরজন সৈন্যকে হত্যা করেন এবং বিপুল সংখ্যককে বন্দী করেন। পরে বন্দীদের অধিকাংশকে হত্যা করে ফেলেন। স্বল্প সংখ্যক সৈন্য ব্যর্থতা নিয়ে মুখতার-এর নিকট ফিরে যায়।

আবূ মিখ্নাফ বলেন. আবূ ইউসুফ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, আব্বাস ইব্ন সাহ্ল যখন তাদের নিকট পৌঁছেন, তখন তিনি বলছিলেন-

انـا ابـن سـهـل فـارس غـيـر وكـل ــ ادوع مقـادام اذا الـكـبـش نـكـل ــ

واعـتـلـى رأس الـطـرماح الـبـطـل ــ باالـسـيـف يـوم الـروع حـتـى يـخـادل ــ

'আমি সাহ্ল-এর পুত্র। আমি কাপুরুষ অশ্বারোহী নই। ভেড়ার পাল যখন পেছনে সরে পড়ে তখন আমি হতবাককারী বীর ও সম্মুখে অগ্রসরমান ব্যক্তি। আমি যুদ্ধের সময় তরবারি হাতে বিখ্যাত বীর-যোদ্ধার মাথায় চড়ে বসি। ফলে সে পিছু হটতে বাধ্য হয়।'

মুখতার-এর নিকট যখন তাদের সংবাদ পৌঁছে, তখন সে তার সঙ্গীদের মাঝে দাঁড়িয়ে ভাষণ প্রদান করে। সে বলল-

'দুষ্ট পাপিষ্ঠ চক্র নেককার ভাল মানুগুলোকে হত্যা করেছে। তোমরা জেনে রাখ, এটি ছিল একটি ভাগ্যলিপি অবধারিত ঘটনা।'

তারপর সে সালিহ ইব্ন মাসউদ আল খাছ'আমী'-এর মাধ্যমে মুহাম্মদ ইব্ন হানাফিয়্যার নিকট একখানা পত্র লিখে। তাতে সে উল্লেখ করে যে, সে তার সাহায্যে মদীনার উদ্দেশ্যে একদল সৈন্য প্রেরণ করেছিল, কিন্তু ইব্ন যুবায়র-এর বাহিনী তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এখন যদি আপনি সম্মতি দেন যে, আমি আরো একদল সৈন্য মদীনার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করি এবং আপনি আপনার পক্ষ থেকে তাদের নিকট এক দূত প্রেরণ করবেন, তবে তা-ই করুন। ইব্ন হানাফিয়্যা জবাবে লিখেন-

আল্লাহ্ পাকের আনুগত্যই আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় বিষয়। অতএব তুমি গোপনে প্রকাশ্যে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্র আনুগত্য কর। জেনে রাখ, আমি যদি যুদ্ধ করতে চাইতাম, তাহলে দেখতে লোকজন আমার দিকে ছুটে আসছে। আমাকে সাহায্যকারী লোকের সংখ্যা প্রচুর। কিন্তু আমি তাদেরকে দূরে সরিয়ে রাখি এবং আমার জন্য আল্লাহ্ব পক্ষ থেকে ফায়সালা না হওয়া পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করি। আল্লাহ্ই শ্রেষ্ঠ ফায়সালাকারী।

তিনি সালিহ ইব্ন মাসউদকে বললেন, আপনি গিয়ে মুখতারকে বলুন, সে যেন আল্লাহ্কে ভয় করে চলে এবং রক্তপাত থেকে বিরত থাকে। মুহাম্মদ ইব্ন হানাফিয়্যা-এর পত্রখানা পেয়ে মুখতার বলল, আমি সৎকর্ম ও সরঞ্জাম পুঞ্জিভূত করতে এবং কুফর ও বিশ্বাঘাতকতাকে ছুঁড়ে ফেলতে নির্দেশিত হয়েছি।

ইব্ন জারীর মাদায়িনী ও আবূ মিখ্নাফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, ইব্ন যুবায়র (রা) ইব্নুল হানাফিয়্যা এবং কুফার সতেরজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে আটক করে তার হাতে বায়'আত গ্রহণের জন্য চাপ দেন। কিন্তু তারা সর্বজন স্বীকৃত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো হাতে বায়'আত গ্রহণ

করতে অসম্মত ছিলেন। ফলে ইব্‌ন যুবায়র তাদেরকে হুমকি প্রদান করেন, ভয় প্রদর্শন করেন এবং যমযমের এলাকায় বেঁধে রাখেন। তারা মুখতার ইব্‌ন আবূ উবায়দ-এর নিকট সাহায্য চেয়ে পত্র লিখেন যে, ইব্‌ন যুবায়র আমাদেরকে হত্যা করার ও আগুনে পুড়িয়ে মারার হুমকি প্রদান করেছেন। আপনারা আমাদেরকে এমন অসহায় অবস্থায় ফেলে রাখবেন না, যেমনটি বিপন্ন করেছিলেন হুসাইন (রা) ও তাঁর পরিবারকে। মুখতার শী'আদেরকে একত্রিত করে পত্রখানা পাঠ করে শোনায় এবং বলে, এটি আহলে বাইতের আর্তনাদ। তারা তোমাদের প্রতি আর্তনাদ করেছেন ও সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। মুখতার এ বিষয়টা নিয়ে মানুষের মাঝে দাঁড়িয়ে যায় এবং বলে, আবূ ইসহাক নই, যদি না আমি আপনাদেরকে পরিপূর্ণ সাহায্য করি এবং তাদের প্রতি স্রোতের পর স্রোতের ন্যায় অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করি। ইব্‌নুল কাহেলিয়া (ইব্‌ন যুবায়র) না হওয়া পর্যন্ত আমার এ অভিযান অব্যাহত থাকবে। তারপর সে আবূ আবদুল্লাহ্ জানাদীকে সত্তরজন, যাবয়ান ইব্‌ন উমর আত্ তাইমীকে চারজন, আবুল মু'তামারকে একশত, হানী ইব্‌ন কায়সকে একশত এবং উমায়র ইব্‌ন কায়সকে চল্লিশজন শক্তিশালী অশ্বারোহীসহ প্রেরণ করে এবং তুফায়ল ইব্‌ন আমির-এর মাধ্যমে মুহাম্মদ ইব্‌ন হানাফিয়্যার প্রতি সৈন্য প্রেরণের কথা উল্লেখ করে একখানা পত্র প্রেরণ করে।

আবূ আবদুল্লাহ্ আল-জাদালী যাতে-ইরক নামক স্থানে অবতরণ করে। এখানে প্রায় একশত পঞ্চাশজন অশ্বারোহী সৈন্য তার সঙ্গে যোগ দেয়। তারপর তাদের নিয়ে সে দিনের বেলা প্রকাশ্যে মসজিদুল হারামে ঢুকে পড়ে। তখন "ইয়া ছারাতিল হুসাইন" (হুসাইনের হত্যার প্রতিশোধ চাই) স্লোগান দিচ্ছিল। ইব্‌ন হানাফিয়্যা ও তার সঙ্গীগণ যদি ইব্‌ন যুবায়র-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ না করেন তাহলে তাদের পুড়িয়ে হত্যা করার লক্ষ্যে ইব্‌ন যুবায়র কাঠ যোগাড় করে রেখেছিলেন। নির্ধারিত মেয়াদের দু'দিন বাকী থাকতে মুখতারের বাহিনী মুহাম্মদ ইব্‌ন হানাফিয়্যার নিকট গিয়ে পৌঁছে এবং তাকে ইব্‌ন যুবায়র-এর কয়েদখানা থেকে মুক্ত করে ফেলে। তারা মুহাম্মদ ইব্‌ন হানাফিয়্যাকে বলল, আপনি অনুমতি দিলে আমরা ইব্‌ন যুবায়র-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। জবাবে তিনি বললেন, আমি মসজিদুল হারামে যুদ্ধ করা সমর্থন করি না। তখন ইব্‌ন যুবায়র তাদেরকে বললেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন হানাফিয়্যা এবং সঙ্গে তোমরাও আমার হাতে বায়'আত না করা পর্যন্ত আমরাও ওখান থেকে সরব না। তোমরাও সরতে পারবে না। কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করল। ইতিমধ্যে তাদের অবশিষ্ট সৈন্যরাও এসে পৌঁছে যায় এবং "ইয়া ছারাতিল হুসাইন" স্লোগান দিয়ে মসজিদুল হারামে ঢুকে পড়ে। অবস্থা দেখে ইব্‌ন যুবায়র ভয় পেয়ে যান এবং তাদের থেকে হাত গুটিয়ে নেন। তারপর তারা মুহাম্মদ ইব্‌ন হানাফিয়্যাকে নিয়ে রওয়ানা হয়ে যায়। যাওয়ার সময় তারা হাজীদের থেকে বিপুল পরিমাণ মালামাল ছিনিয়ে নেয়। এসব নিয়ে তারা শি'আবে আলীতে প্রবেশ করে। সেখানে চার হাজার লোকের সমাগম ঘটে। তারা ছিনিয়ে আনা মালামাল পরস্পর ভাগাভাগি করে নেয়। ইব্‌ন জারীর ঘটনাটা এভাবেই বর্ণনা করেছেন। তবে এর বিশুদ্ধতা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইব্‌ন জারীর বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইর সে বছর হজ্জ পরিচালনা করেন। তখন মদীনায় তার স্থলাভিষিক্ত ছিলেন তার ভাই মুস'আব আর বসরায় ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ রবী'য়া। কূফার শাসন ক্ষমতা ছিল মুখতার-এর হাতে এবং খোরাসান শহরের শাসন ক্ষমতা ছিল আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন খাযিম-এর হাতে। ইব্‌ন জারীর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন খাযিম-এর কয়েকটি যুদ্ধের দীর্ঘ কাহিনীও উল্লেখ করেছেন।

পরিচ্ছেদ

ইব্ন জারীর বলেন, এ বছর ইবরাহীম ইব্ন আশতার উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ-এর নিকট গমন করেন। তারিখটা ছিল যিলহজ্জের ২২ তারিখ। আবূ মিখনাফ তার শায়খদের ... বর্ণনা করেছেন, ঘটনাটা মুখতার-এর জিবানাতুস সাবী ও কিনাসাবাসীদের যুদ্ধ থেকে অবসর হওয়ার পরের। ইব্নুল আশতার দু'দিন পরই সিরিয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান। তার রওয়ানা হওয়ার তারিখটা ছিল ছেষট্টি হিজরীর যিলহজ্জ মাসের ২২ তারিখ। মুখতার তাকে ও তার সঙ্গীদেরকে বিদায় জানানোর জন্য বের হয়। মুখতার-এর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও বের হয়। তারা একটি ছাইবর্ণ খচ্চরের পিঠে করে মুখতার-এর চেয়ার বহন করে নিয়ে যায়। এর উদ্দেশ্য ছিল, এর সাহায্য নিয়ে শত্রুর উপর জয়লাভ করা। তারা চেয়ারটাকে ভয় করছিল এবং দু'আ করতে করতে চীৎকার করতে করতে ও বিনীত সুরে কাঁদতে কাঁদতে এগিয়ে চলে। মুখতার তাদেরকে তিনটি উপদেশ দিয়ে ফিরে যায়। সে বলে, হে ইবনুল আশতার : গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহ্কে ভয় করবে। মুখতার-এর চেয়ারের চতুর্দিকে অবস্থানরত লোকগুলো ইবনুল আশতারের লোকগুলো অবিরাম গতিতে এগিয়ে চলে। ইবনুল আশতার বলতে শুরু করে, হে আল্লাহ্ ! আমাদের নির্বোধ লোকগুলো বনী ইসরাঈলের রীতির ন্যায় যা করেছে, তার জন্য তুমি আমাদেরকে পাকড়াও কর না। যে সত্তার হাতে আমার ... তাঁর শপথ ! তারা গো-বৎসের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। ইবনুল আশতার ও তার সঙ্গীরা পুল অতিক্রম করার পর চেয়ারের সঙ্গে আসা লোকগুলো ফিরে যায়।

ইব্ন জারীর বলেন, তুফায়ল ইব্ন জা'দা ইব্ন হুরায়রার বর্ণনামতে এই চেয়ারটা সঙ্গে করে আনার কারণ ছিল-তুফায়ল ইব্ন জা'দা ইব্ন হুরায়রা বলেন, একদা আমি কিছু ... হারিয়ে ফেলি। আমি সেগুলো খুঁজে ফিরছিলাম। আমি আমার এক প্রতিবেশীর নিকট দিয়ে অতিক্রম করলাম, যার একখানা চেয়ার ছিল যাতে বিপুল ধুলা-বালি পড়েছিল। আমি মনে মনে ভাবলাম, তাকে এই চেয়ারটার কথা বললে কেমন হয় ! আমি ফিরে গিয়ে চেয়ারটা আমার নিকট পাঠিয়ে দেয়ার কথা বলে তার নিকট সংবাদ পাঠালাম। তিনি চেয়ারটা পাঠিয়ে দিলেন। আমি মুখতার-এর নিকট গিয়ে বললাম, আমি আপনার থেকে একটা বিষয় গোপন রাখছিলাম। এখন ভাবছি বিষয়টা আপনাকে বলে ফেলি। সে বললেন, বল কী বিষয়, আমি বললাম, একটা চেয়ার জা'দা ইব্ন হুরায়রা তাতে বসতেন। তার বসার ধরন থেকে বুঝা যেত যে, তার মতে চেয়ারটার পরস্পরগত বিদ্যার নিদর্শন রয়েছে। মুখতার বলল, সুবহানাল্লাহ্ ! তুমি বিষয়টা বলতে আজকের দিন পর্যন্ত বিপুল করলে কেন ? ওটা আমার নিকট পাঠিয়ে দাও। তুফায়ল ইব্ন জা'দা বলেন, আমি চেয়ারটা তার নিকট নিয়ে গেলাম। সেটা ধৌত করা হল। ফলে একটি উজ্জ্বল কাঠ বেরিয়ে পড়ল যা তেল চকচক করেছিল। মুখতার আমাকে বার হাজার দীনার প্রদান করার জন্য আদেশ করল। তারপর ঘোষণা দেয়া হল, নামাযের জামা'য়াত শুরু হবে মুখতার জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণে বলে- পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মাঝে যা কিছু ঘটেছে, এই উম্মতের মধ্যেও তার অনুরূপ ঘটনা সংঘটিত হবে। বনী ইসরাঈলের মাঝে একটি 'তাবূত'

ছিল, যাকে উসিলা করে তারা সাহায্য প্রার্থনা করত। আর নিশ্চয় এটি তারই মত। তারপর তার নির্দেশে চেয়ারটার কাপড় সরিয়ে ফেলা হল। সাবাবিয়া নামক একটি দল দাঁড়িয়ে গেল। তারা হাত উঁচু করে তিনবার তাকবীর ধ্বনি দিল। কিন্তু শাবছ ইব্ন রিব'য়ী দাঁড়িয়ে এর প্রতিবাদ করলেন, তিনি তাবূতকে এত সম্মান প্রদর্শন করা কুফরী কাজ বলে ঘোষণা দেয়ার উপক্রম হন। তিনি চেয়ারটা ভেঙে মসজিদ থেকে বের করে আবর্জনা ফেলার স্থানে ফেলে দেয়ার জন্য ইঙ্গিত করেন। মানুষ শাবছ ইব্ন রিব'য়ীর এই ভূমিকার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। যা হোক, এদিকে উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ্ এসে পড়ে। মুখতার আশতারকে প্রেরণ করে। সে তার সঙ্গে চেয়ারটা পাঠিয়ে দেয়। রেশমী কাপড়ে ঢাকা চেয়ারটা একটি ছাইবর্ণ খচ্চর বহন করে নিয়ে চলে, তার ডানে ছিল সাত ব্যক্তি ও বাঁয়ে সাত ব্যক্তি, তারা সিরীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদেরকে পরাজিত করে এবং ইব্ন যিয়াদকে হত্যা করে। তখন জনমনে চেয়ারটার মর্যাদা এত বেড়ে যায় যে, তারা এটিকে কেন্দ্র করে কুফরী পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তুফায়ল ইব্ন জা'দা বলেন, তখন আমি বললাম, ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন এবং আমি আমার কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হলাম। মানুষের মাঝে এই চেয়ারটার সমালোচনা শুরু হল এবং মানুষ-এর ব্যাপক দোষচর্চা করতে লাগল। তারপরই চেয়ারটা গোপন করে ফেলা হল, যা পরে আর দেখা যায় নি।

ইবনুল কালবী উল্লেখ করেছেন যে, হযরত আলী (রা) যে চেয়ারটায় বসতেন, মুখতার জা'দা ইব্ন হুবায়রার উত্তরসূরীদের নিকট থেকে সেটি নিতে চেয়েছিল। জবাবে তারা বলল, গভর্নর যার কথা বলেছেন, আমাদের নিকট তেমন কিছু নেই। কিন্তু মুখতারের পীড়াপীড়িতে তারা বুঝে ফেলল, যে কোন একটা চেয়ার এনে দিলেই মুখতার তা গ্রহণ করে ফেলবে। সেমতে তারা কোন এক ঘর থেকে একটি চেয়ার মুখতারকে এনে দিয়ে বলল, এটিই সেটি।

তারপর শাবাম, শাকির ও মুখতার সমর্থন নেতৃবর্গ চেয়ারটাকে রেশমী কাপড় পরিয়ে নেয়। আবূ মিখনাফ বর্ণনা করেন, মূসা ইব্ন আবূ মূসা আশ'আরী সর্বপ্রথম এই চেয়ারটাকে পর্দাবৃত করেন। মানুষ একাজের জন্য তাকে তিরস্কার করলে তিনি এটিকে হাওশাব আল বারসামীর নিকট নিয়ে যান। হাওশাব বারসামী ছিলেন তাঁর বন্ধু। মুখতার (আল্লাহ্ তার অকল্যাণ করুন)-এর মৃত্যু পর্যন্ত এটি তার নিকট থাকে। এক বর্ণনায় আছে, মুখতার বলে বেড়াত, তার সহচরগণ যে, এই চেয়ারটাকে সম্মান প্রদর্শন করছে, তা সে জানে না। আ'শা হামদানী এই চেয়ার সম্পর্কে বলেছেন-

شهدت عليكم انكم سبائية ـ وانى بكم يا شرطة الشرك
عارف واقسم ما كرسيكم بسكينة ـ وان كان لفت عليه النائف
وان ليس كالتابوت فينا وان سعت ـ سبام حواليه ونهد
وخارف وان أمرؤ احببت آل محمد ـ وتابعت وحيا ضمنته
المصاحف وتابعت عبد الله لما تتابعت عليه قريش شمطها
والغطارف ـ

'আমি তোমাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তোমরা ধর্মত্যাগী। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি হে শিরক-এর পুলিশ ! আমি তোমাদেরকে জানি।

'আমি শপথ করে বলছি, তোমাদের এই কুরসীতে কোন শান্তি নেই, তার গায়ে যতই কাপড় জড়াও না কেন।

'আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের মাঝে তাবূত-এর অনুরূপ কিছু নেই, যদিও শবাম, নাহ্দ ও খারিক তার চতুর্পার্শ্বে চক্কর দিচ্ছে।

'আমি মুহাম্মদ-এর বংশধরকে ভালবাসি এবং আমি সেই ওহীর অনুসারী, যা মাসহাফে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে।

আমি অনুসরণ করি আবদুল্লাহ্কে। কেননা, কুরায়শ-এর সাদা-কালো কেশধারী এবং দানশীল নেতৃবর্গ তাঁর অনুগত ছিল।'

মুতাওয়াক্কিল আল লাইছী বলেছেন-

ابلغ ابا اسحق ان جئته ـ انى بكرسيكم كافر

تنزوا سبام حول اعوادة ـ وتحمل الوحى له مشرك

محمرة اعينهم حوله ـ كأنهن الحمص الحادر

'আবূ ইসহাক-এর নিকট যদি তোমার যাওয়া পড়ে তাহলে তাকে বলে দিও, আমি তোমাদের কুরসীকে অস্বীকার করি।

'শাবাম তার কাঠের চার পার্শ্বে নাচছে আর শাকির তার জন্য ওহী বহন করে আনছে।'

'তাদের চোখ লাল বর্ণ ধারণ করেছে, যেন ওগুলো বড় ছোলা।'

ওয়াকিদী বলেন, এ বছর মিশরে প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে বিপুল সংখ্যক মিশরীর মৃত্যু হয় এবং এ বছরই আবদুল আযীয ইব্ন মারওয়ান মিশরে দীনারের প্রথম চালু করে। আর তিনিই সর্বপ্রথম মিশরে দীনার প্রথার প্রচলনকারী।

মির আতুয্ যমান গ্রন্থের লেখক বলেন ঃ এ বছর আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান বাইতুল মুকাদ্দাসের 'সাকরা' পাথরের উপর গম্বুজ এবং মসজিদুল আকসার ইমারত নির্মাণের কাজ শুরু করেছিলেন। এ নির্মাণ কাজ শেষ হয় ৭৩ হিজরীতে। এ কাজটি করার পেছনে কারণ ছিল, আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর তখন মক্কার শাসনকর্তা। তিনি মিনা ও আরাফার দিনে এবং লোকদের মক্কায় অবস্থানকারীন সময়ে ভাষণ দান করতেন। তিনি আবদুল মালিকের সমালোচনা করতেন আর মারওয়ান-এর বংশের নিন্দাবাদ করতেন।

তিনি বলতেন, নবী করীম (সা) হাকাম ও তার বংশধরকে অভিসম্পাত করেছেন। হাকাম রাসূল (সা) কর্তৃক বিতাড়িত ও অভিশপ্ত ব্যক্তি। তিনি লোকদেরকে নিজের আনুগত্যের প্রতি আহবান জানাতেন। তিনি স্পষ্টভাষী যুবক ছিলেন। ফলে সিরিয়ার অধিকাংশ মানুষ তার প্রতি ঝুঁকে পড়ে। এ সংবাদ আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান-এর নিকট পৌঁছে যায়। তিনি লোকদেরকে হজ্জে যেতে নিষেধ করে দেন। ফলে মানুষ তার প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। এর মোকাবেলায় তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসের 'সাখরা' পাথরের উপর গম্বুজ এবং মসজিদুল আকসার ভবন নির্মাণ করেন। তার উদ্দেশ্য ছিল, এর মাধ্যমে তিনি লোকদেরকে হজ্জ থেকে বিরত রাখবেন এবং তাদের অন্তর জয় করবেন। সিরিয়ার জনগণ বাইতুল মুকাদ্দাসের পাথরটার নিকট অবস্থান গ্রহণ করত এবং কা'বার চারপার্শ্বে তাওয়াফ করার ন্যায় এটিরও চতুর্পার্শ্বে

তাওয়াফ করত। তারা ঈদের দিন এখানে কুরবানী করত ও মাথা মুণ্ডন করত। এভাবে আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান ইব্‌ন যুবায়র-এর নিন্দাবাদের দ্বার প্রসারিত করেন। ইব্‌ন যুবায়র মক্কায় আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানের নিন্দাবাদ করে বললেন, কিসরা ও খাজরার রাজ প্রাসাদে কায়সারগণ যা যা করেছিলেন, আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানও তা-ই করছেন, যেমনটা করেছিলেন মু'আবিয়া।

আবদুল মালিক বাইতুল মুকাদ্দাসের মিনারের পরিকল্পনা হাতে নিয়ে এর জন্য মালামাল ও শ্রমিক পাঠিয়ে দেন এবং রাজা ইব্‌ন হায়াত ও তার গোলাম ইয়াযীদ ইব্‌ন সালামের হাতে দায়িত্বভার অর্পণ করেন। তিনি দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নির্মাণকর্মী সংগ্রহ করে বাইতুল মুকাদ্দাস পাঠিয়ে দেন। কাজের জন্য সেখানে বিপুল পরিমাণ মাল-সরঞ্জাম প্রেরণ করেন। তিনি রাজা ইব্‌ন হায়াত ও ইয়াযীদকে প্রচুর মালামাল ব্যয় করে ফেলার এবং অবিরাম কাজ করে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। তারা মুক্তহস্তে অর্থ ব্যয় করেন এবং বিপুল ব্যয় করেন। তারা গম্বুজ নির্মাণ করে ফেলেন। এটি সবচাইতে সুন্দর নির্মাণের রূপ লাভ করে। গম্বুজটিতে তারা রঙিন মর্মর পাথর বিছিয়ে দেন এবং গম্বুজের জন্য ঝুল তৈরি করেন।

একটি লাল পাথরের শীতের জন্য। অপরটি চামড়ার। গ্রীষ্মের জন্য। গম্বুজটিকে তারা নানা ধরনের পর্দা দ্বারা আচ্ছাদিত করে দেন এবং তাতে মেশক, আতর, গোলাপ ও জাফরান প্রভৃতি সুগন্ধি প্রদান করে বেশ কিছু সেবক ও খাদিম নিয়োগ করেন। তারা এসব সুগন্ধি দ্বারা উন্নতমানের মহামূল্যবান সুগন্ধি প্রস্তুত করে রাতে গম্বুজ ও মসজিদে ধোঁয়া দিত। তার ভেতরে তারা সোনা ও রূপার অনেকগুলো ঝাড়বাতি এবং সোনা-রূপার শিকলসহ অনেক কিছু স্থাপন করেন। তাতে স্থাপন করেন, মেশক মাখানো আগরবাতি। তারা তাতে এবং মসজিদে নানা রকম রঙ্গিন বিছানা বিছিয়ে দেন। তারা যখন সুগন্ধি ছড়াতেন, দূর-দূরান্ত থেকে তার সুঘ্রাণ পাওয়া যেত। কেউ যদি বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে নিজ দেশে আসত কয়েকদিন পর্যন্ত তার থেকে মেশক, আতর ও আগরবাতির সুঘ্রাণ পাওয়া যেত এবং বুঝা যেত যে, লোকটা বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে এসেছে এবং সে 'সাখরায়' প্রবেশ করেছে। বিপুল সংখ্যক মানুষ সেই গম্বুজের নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে ছিল। সেখানে বাইতুল মুকাদ্দাসের 'সাখরার' গম্বুজ অপেক্ষা সুন্দর ও মনোরম ইমারত দ্বিতীয়টি ছিল না। তার প্রমাণ হল, মানুষ এই গম্বুজ পেয়ে কা'বা ও হজ্জ থেকে বিরত হয়ে গিয়েছিল। আরো প্রমাণ হল, মানুষ হজ্জ মওসুমে বাইতুল মুকাদ্দাস ব্যতীত অন্য কোথাও ইমারতটির দ্বারসমূহ ও বিভিন্ন স্থানে তারা এসব অংকন করে রেখেছিল। তাতে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, যা আমাদের যুগ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে।

মোটকথা বাইতুল মুকাদ্দাসের সাখরার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর সুরম্য ও সুদৃশ্য ইমারত হিসেবে ভূ-পৃষ্ঠে তার কোন নজীর রইল না। তাতে নগীনা, মণি-মানিক্য, রং-বেরং-এর পাথর মোজাইক ও নানা রকম চোখ ঝলসানো বস্তুর কোন সীমা ছিল না।

ইমারতটির নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত করার পর রাজা ইব্‌ন হায়াত ও ইয়াযীদ ইব্‌ন সালাম-এর নিকট ছয় লাখ মিছকাল অর্থ বেঁচে যায়। কারো কারো মতে তার পরিমাণ ছিল তিন লাখ মিছকাল। তারা আবদুল মালিক-এর নিকট পত্র লিখে বিষয়টা অবহিত করেন। আবদুল মালিক জবাবে লিখেন, আমি এগুলো তোমাদেরকে দান করে দিয়ে দিলাম।

তারা পুনরায় পত্র লিখেন, সম্ভব হলে আমরা আমাদের স্ত্রীলোকদের অলংকার দ্বারা এই মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতাম। আবদুল মালিক জবাবে লিখলেন, তোমরা যদি এগুলো গ্রহণ করতে অস্বীকার কর, তাহলে এই অর্থও গম্বুজ ও দরজায় ব্যয় করে ফেল। শেষ পর্যন্ত ফল এই দাঁড়াল যে, নতুন-পুরাতন সোনার প্রলেপের কারণে গম্বুজকে আর গম্বুজ বলে শনাক্ত করার কারো সাধ্য ছিল না। পরবর্তীতে আবূ জা'ফর আল মানসূর যখন খলীফা নিযুক্ত হন, তখন একশত চল্লিশ হিজরীতে তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস গমন করেন। তিনি মসজিদটিকে ভস্ম অবস্থায় দেখতে পান। ফলে তিনি দ্বারসমূহ ও গম্বুজের গায়ে মোশানো সোনা ও পাতগুলো খুলে ফেলার নির্দেশ প্রদান করেন। মানুষ তার নির্দেশ বাস্তবায়ন করল। মসজিদটি ছিল লম্বাটে। খলীফা আবূ জা'ফর আল-মানসূর মসজিদটির দৈর্ঘ্য কমিয়ে প্রস্থ বৃদ্ধি করারও আদেশ প্রদান করেন। মেরামত সম্পন্ন হওয়ার পর সম্মুখস্থ দরজা সংলগ্ন গম্বুজের উপর লিখে দেয়া হল-

امر ببنائه بعد تشعيبة امير المؤمنين عبد الملك سنة اثنتين و ستين من الهجرة النبوة ـ

অর্থাৎ আমীরুল মু'মিনীন আবদুল মালিক কর্তৃক পুনঃনির্মিত নির্মাণ কাল বাষট্টি হিজরী।

মসজিদটির দৈর্ঘ্য ছিল কিবলার দিক থেকে উত্তর দিকে ৭৬৫ হাত এবং প্রস্থ ৪৬০ হাত। বাইতুল মুকাদ্দাস বিজিত হয়েছিল ষোল হিজরীতে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

Contents

৬৭ হিজরী সন

এ বছর ইবরাহীম ইবনুল আশতার আন-নাখয়ীর হাতে উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। ঘটনার বিবরণ এরূপ- ইবরাহীম ইবনুল আশতার পূববর্তী বছরের ২২ যিলহজ্জ শনিবার কূফা থেকে বের হন। তারপর এ সন আরম্ভ হয়ে গেল। তখন তিনি মাওলিনের মাটিতে ইব্ন যিয়াদের হত্যার মুখোমুখি হন, যেখান থেকে মাওসিলের দূরত্ব ছিল পাঁচ ফারসখ (১৫ মাইল)। ফলে ইবনুল আশতার সে রাতটা বিনিদ্র অতিবাহিত করেন। তিনি ঘুমাতে পারছিলেন না। শেষ রাতে উঠে তিনি তার বাহিনীকে বিন্যস্ত করেন, দলসমূহ ভাগ করেন এবং সঙ্গীদের নিয়ে আগে-ভাগে ফজরের নামায আদায় করেন। তারপর ঘোড়ায় চড়ে ইব্ন যিয়াদের বাহিনীর উদ্দেশ্যে অগ্রসর হতে থাকেন। তিনি তার বাহিনী নিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকেন। তিনি ঘোড়া থেকে নেমে পদাতিক বাহিনীর সঙ্গে হাঁটতে শুরু করেন। এক পর্যায়ে তিনি টিলার উপর থেকে ইব্ন যিয়াদের বাহিনীর প্রতি উঁকি দিয়ে তাকান। দেখলেন, তারা একজনও নড়াচড়া করছে না। কিন্তু পরক্ষণই তাদের দেখে তারা উঠে ভীত-সন্ত্রস্ত মনে যার যার ঘোড়া এবং অস্ত্রের দিকে ছুটতে শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে ইবনুল আশতার তাঁর ঘোড়ায় আরোহণ করে গোত্রগুলোর পতাকার কাছে এসে দাঁড়িয়ে তাদেরকে ইব্ন যিয়াদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য উৎসাহিত করতে লাগলেন। তিনি বলতে শুরু করেন, এলোকটি রাসূল (সা)-এর কন্যার পুত্রের ঘাতক। আবদুল্লাহ্ তাকে তোমাদের সম্মুখে এনে দিয়েছেন এবং তিনি আজ তার উপর তোমাদেরকে ক্ষমতা দান করেছেন। তাকে হত্যা করা তোমাদের জন্য অপরিহার্য। কারণ, সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ফেরআউন ও বনী ইসরাঈল-এর সঙ্গে করে নি। এ হল হুসাইন-এর ঘাতক ইব্ন যিয়াদ, যে তাঁর ও ফুরাতের পানির মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল, যেন তিনি তার সন্তানাদি এবং মহিলাগণ তার পানি পান করতে না পারেন। এই ব্যক্তি তাকে নিজ শহরে ফিরেও যেতে দেয় নি এবং ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়ার নিকটও যেতে দেয় নি। অবশেষে তাকে সে হত্যা করে ফেলে। ধিক তোমাদের ! একে খুন করে তোমরা তোমাদের অন্তরগুলোকে প্রশান্ত কর এবং তোমাদের বর্শা ও তরবারিগুলোকে তার রক্ত দ্বারা পরিতৃপ্ত কর। এই সেই লোক, যে তোমাদের নবীর বংশধরদের সঙ্গে যথেচ্ছ আচরণ করেছে। আল্লাহ্ তাকে তোমাদের নাগালে এনে দিয়েছেন। ইবনুল আশতার এজাতীয় আরো অনেক কথা-বার্তা বলেন। তারপর তিনি নেমে নিজ পতাকার নীচে চলে আসেন।

এদিকে ইব্ন যিয়াদ বিপুল সংখ্যাক অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য নিয়ে এগিয়ে আসেন। তিনি তার ডান পার্শ্বের বাহিনীতে হুসাইন ইব্ন নুমায়র এবং বাম পার্শ্বের বাহিনীতে উমায়র ইবনুল হুবাব আস-সুলামীকে অধিনায়ক নিযুক্ত করেন। লোকটি ইবনুল আশতার-এর সঙ্গে সাক্ষাত করে তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিল যে, সে তাঁর সঙ্গে আছে এবং আগামীকালই সদলবলে পরাজয় বরণ করবে। ইব্ন যিয়াদের অশ্বারোহী বাহিনীর কমান্ডার ছিলেন শুরাহবীল ইবনুল কালা। ইব্ন যিয়াদ নিজে পদাতিক বাহিনীর সঙ্গে পায়ে হেঁটে আসেন। উভয় পক্ষ মুখোমুখী হল। সঙ্গে সঙ্গে হুসাইন ইব্ন নুমাইর ডান বাহিনীকে নিয়ে ইরাকীদের বাম বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদেরকে পরাজিত করে ফেলেন। এরপর অধিনায়ক আলী ইব্ন মালিক আল-জুশামীকে হত্যা করে ফেলেন। তার মৃত্যুর পর তার পুত্র মুহাম্মদ ইব্ন আলী তার পতাকা

হাতে তুলে নেয়। কিন্তু সেও নিহত হয়। এভাবে ইরাকীদের বাম পার্শ্বস্থ বাহিনীটি নিঃশেষ হতে থাকে। ফলে ইবনুল আশতার তাদেরকে হাঁক দিয়ে বলতে শুরু করেন, আমার নিকট চলে এস হে আল্লাহ্র সৈনিকগণ ! আমি আশতারের পুত্র। তিনি তার মাথা থেকে আবরণটা সরিয়ে ফেলেন, যাতে মানুষ তাঁকে চিনতে পারে। তারা ছুটে এসে তাঁর নিকট সমবেত হয়। তারপর কূফার ডান পার্শ্বস্থ বাহিনী সিরিয়ার বাম পার্শ্বস্থ-এর উপর হামলা করে।

কারো কারো মতে বরং সিরিয়ার বাম পার্শ্বস্থ বাহিনী পরাজিত হয়ে ইবনুল আশতার-এর নিকট জড়ো হয়। তারপর ইবনুল আশতার তাঁর নিজের বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করেন এবং পতাকাধারী ব্যক্তিকে বলতে শুরু করেন, তুমি পতাকাসহ তাদের মধ্যে ঢুকে পড়। ইবনুল আশতার সেদিন প্রচণ্ড এক যুদ্ধে লড়েন। যাকেই তিনি তার তরবারি দ্বারা আঘাত করেছেন তাকেই ধরাশায়ী করে ছেড়েছেন। তাদের বিপুল সংখ্যাক লোক নিহত হয়। কেউ কেউ বলেন, সিরিয়ার বাম বাহিনী দৃঢ়পদ ছিল এবং তারা প্রথমে বর্শা ও পরে তরবারি দ্বারা প্রচণ্ড লড়াই লড়েছিল। অবশেষে ইবনুল আশতার যখন নিজে আক্রমণ করেন তখন সিরীয় বাহিনী তার চোখের সামনে পরাজয় বরণ করে। ফলে তিনি তাদেরকে বকরীর বাচ্চার ন্যায় হত্যা করতে শুরু করেন এবং তিনি নিজে ও তাঁর দলের বীর সৈনিকগণ তাদের ধাওয়া করেন। কেবল উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ নিজ অবস্থানে দৃঢ়পদ থাকেন। ইবনুল আশতার তার নিকট গিয়ে তাকেও হত্যা করে ফেলেন। কিন্তু তিনি তাকে চিনতেন না। তবু তিনি তার সঙ্গীদের বললেন, তোমরা নিহতদের মধ্যে সেই লোকটাকে খুঁজে বের কর, আমি যাকে তরবারির আঘাতে হত্যা করার পর তার থেকে আমি নাকে মেশকের ঘ্রাণ পেয়েছিলাম। আমি দেখলাম, তার হাত দু'টো ছিল পূর্বদিকে এবং পা দু'টো পশ্চিম দিকে। আর সে স্বতন্ত্র একটি পতাকা হাতে নিয়ে খাযির নদীর কূলে দাঁড়িয়ে ছিল। লোকেরা তাকে খুঁজে বের করে। দেখা গেল, তিনি হলেন উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ। ইবনুল আশতার তরবারির আঘাতে তাকে দ্বি-খণ্ডিত করে ফেলেছেন। তারা তার মাথাটা কেটে আলাদা করে ফেলে এবং বিজয়ের সংবাদ ও সিরীয়দের উপর জয়লাভ সংবাদসহ সেটি কূফায় মুখতার-এর নিকট পাঠিয়ে দেয়। হুসাইন ইব্ন নুমাইর এবং শুরাহবীল ইব্ন যিল কালা সিরিয়ার নেতৃস্থানীয় বহু লোককেও হত্যা করে এবং কূফীগণ সিরীয়দের ধাওয়া করে অনেককে হত্যা করে এবং নিহতদের অধিকাংশ পানিতে ডুবে যায়। তারা তাদের সেনা ছাউনীতে যে সব মালামাল ও ঘোড়া ছিল, সেগুলো নিয়ে যায়।

এদিকে মুখতার সংবাদ আসার আগেই তার সঙ্গীদেরকে বিজয়ের সংবাদ দিয়ে রেখেছিল। তা কি সে শুভ লক্ষণ হিসেবে বলেছিল, নাকি ঘটনাটা দৈবাৎ ঘটেছে, নাকি রাশি গণনা করে বলেছিল, তা জানি না। তবে তার সঙ্গীরা যে মনে করত তার নিকট ওহী এসেছিল, তা অবশ্যই নয়। যে ব্যক্তি এরূপ বিশ্বাস রাখে সে তো কাফির। আর যে অন্যকে এরূপ বিশ্বাস করায়, সেও কাফির। কিন্তু সে বলেছিল, যুদ্ধটা নাসীবীনে সংঘটিত হবে। তা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। কেননা, যুদ্ধটা সংঘটিত হয়েছে মাওসিলের মাটিতে। সংবাদটা পাওয়ার পর আমির আশ-শা'বী এ বিষয়টা নিয়েই সহচরদের নিকট মুখতার-এর সামালোচনা করেছিলেন। মুখতার সুসংবাদ গ্রহণের জন্য কূফা থেকে বের হয়ে পড়েছিল। মাদায়িনে এসে সে মিম্বরে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিচ্ছিল। এমতাবস্থায় সেখানেই তাঁর নিকট সুসংবাদ আসে। শা'বী বলেন, মুখতার-এর এক সহচর আমাকে বলল, আপনি কি গতকাল তাকে আমাদের এর ভবিষ্যদ্বাণী করতে শুনেন নি ? আমি বললাম, সে তো ধারণা করেছিল, ঘটনাটা জায়ীরার নাসীবীন নামক স্থানে সংঘটিত

হবে। অথচ, সুসংবাদদাতা বলে গেল তারা মাওসিলের খাযির নামক স্থানে ছিল। লোকটি বলল, হে শা'বী ! আমি আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি না দেখা পর্যন্ত আপনি বিশ্বাস করবেন না। তারপর মুখতার কূফা ফিরে যায়।

জিবানাতু সাবী' এবং কিনামার যুদ্ধে যারা মুখতারের সঙ্গে লড়াই করেছিল, তার এই অনুপস্থিতির সুযোগে তাদের একদল লোক বসরায় মুস'আব ইব্‌নুয যুবায়রের নিকট চলে যেতে সক্ষম হয়। শাব্‌ছ ইব্‌ন রিবয়ী তাদের একজন ছিলেন। এদিকে ইব্‌নুল আশতার সুসংবাদ ও ইব্‌ন যিয়াদের মাথা প্রেরণ করে এক ব্যক্তির হাতে নাসীবীনের শাসন ক্ষমতা অর্পণ করে নিজে সেই এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন এবং প্রশাসক প্রেরণ করে সানজার দ্বারা এবং জাযীরার আশে-পাশের এলাকাসমূহ দখল করে নেন।

আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, উবাইদুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ-এর হত্যাকাণ্ড ছেষট্টি হিজরী আশুরার দিন সংঘটিত হয়েছিল। সঠিক সন হল, সাতষট্টি হিজরী। ইব্‌নুল আশতার কর্তৃক ইব্‌ন যিয়াদ-এর হত্যার প্রশংসা করে সুরাকা ইব্‌ন মিরদাস আল-বারেকী বলেন-

اتاكم غلام من عرانين مذحج ـ جرئ على الاعداء غير نكول

فيا ابن زياد بؤ باعظم هالك ـ وذق حتى ماضى الشفرتين صقبل

ضرباك بالعضب القسام بحدد ـ اذا ماتاناقتيلا بقتيل

جرى الله خيرا شرطة الله انهم ـ شفو' من عبيد الله امر غليلى

'তোমাদের নিকট মাযহাজ গোত্রের এমন একজন সরদারের আগমন ঘটেছে যিনি শত্রুর মোকাবিলায় দুঃসাহসী এবং পিছু হটবার লোক নন।

'ওহে যিয়াদের পুত্র ! তুমি মহান ব্যক্তির খুনের বদলায় খুন হও এবং দোধারী ধারাল তরবারির ধার আস্বাদন কর।

'তুমি যখন নিহতের বদলে নিহত হয়ে আমাদের নিকট এসেছিলে, তখন আমরা তোমাকে ধারাল তরবারি দ্বারা আঘাত করেছি।

'আল্লাহ্ তার সৈনিকদেরকে উত্তম বিনিময় দান করুন। তারাই গতকাল আমাকে উবাইদুল্লাহ্ খুনের পিপাসা থেকে নিষ্কৃতি দান করেছে।'

ইব্‌ন যিয়াদের জীবন-চরিত

তাঁর নাম উবাইদুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ ইব্‌ন উবাইদ। ইব্‌ন যিয়াদ ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান নামে সমধিক পরিচিত। তাকে যিয়াদ ইব্‌ন আবীহি এবং যিয়াদ ইব্‌ন সুমাইয়াও বলা হত। পিতা যিয়াদের পর তিনি ইরাকের গভর্নর ছিলেন। ইব্‌ন মাঈন বলেন, তাকে উবাইদুল্লাহ্ ইব্‌ন মারজানাও বলা হয়। মারজানা ছিল তাঁর মাতা। অন্যরা বলেন, উবাইদুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদের মা মারজানা অগ্নিপূজারী ছিলেন। তাঁর উপনাম আবূ হাফস। ইয়াযীদ ইব্‌ন মু'আবিয়ার পর তিনি দামেশ্‌কে বসবাস করেন। দীমাসের নিকট তাঁর একটি বাড়ী ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর সেটি ইব্‌ন আজরানের বাড়ী বলে পরিচিত লাভ করে। আবুল আব্বাস আহমাদ ইব্‌ন ইউনুস আয-যাবী থেকে ইব্‌ন আসাকিরের বর্ণনা মতে তাঁর জন্ম হয় উনচল্লিশ হিজরী সনে। ইব্‌ন আসাকির বলেন, তিনি মু'আবিয়া, সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস ও মা'কিল ইব্‌ন ইয়াসার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং হাসান আল-বসরী ও আবুল মালীহ ইব্‌ন উসামা তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা

করেছেন। আবূ নু'আইম আল-ফজল ইব্‌ন দাকীন বলেন, ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন যে, উবাইদুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ যখন হুসাইনকে হত্যা করে তখন তাঁর বয়স ছিল আটাশ বছর। আমার মতে, এতে প্রমাণিত হয় তাঁর জন্ম হয় তেত্রিশ হিজরী সনে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইব্‌ন আসাকির বর্ণনা করেছেন, মু'আবিয়া (রা) যিয়াদ-এর নিকট পত্র লিখেন— আপনি আপনার পুত্রকে আমার নিকট পাঠিয়ে দিন। পুত্র আসলে মু'আবিয়া (রা) তাকে যে ক'টি প্রশ্ন করেন, তিনি সবগুলো প্রশ্নের উত্তরদানে সক্ষম হন। অবশেষে মু'আবিয়া (রা) তাঁকে কবিতা বিষয়ে প্রশ্ন করেন। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে কিছুই বলতে পারলেন না। মু'আবিয়া (রা) তাঁকে বললেন, কিসে তোমাকে কাব্য শিক্ষা থেকে বিরত রেখেছে ? তিনি বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন : আমি আমার বুকে আল্লাহ্‌র কথার সঙ্গে শয়তানের কথাকে একত্রিত করাকে অপছন্দ করেছি। একথা শুনে মু'আবিয়া (রা) বললেন, তুমি বড় অভিনব কথা বললে, আল্লাহ্‌র শপথ ! সিফ্‌ফীনের দিন ইব্‌নুল আতনাবার পঙ্‌ক্তিমালা ছাড়া অন্য কিছু আমাকে পলায়ন থেকে নিবৃত্ত রাখে নি। ইব্‌নুল আতনাবা বলেছে-

ابت لى عفتى وابى بلائى ـ واخذى الحمد بالثمن الربيح

واعطائى على الاعدام مالى ـ واقدامى على البطل المشيح

وقولى كلما جشأت وجاشت ـ مكانك تحمدى او تستريح

لأدفع عن مأثر صالحات ـ واحمى بعد عن انف صحيح

'আমার সচ্চরিত্র, আমার বিপদাপদ, লাভজনক মূল্যের বিনিময়ে প্রশংসা কুড়ানো, নিঃস্বকে দান করা, ভয়ানক বীর সৈনিকের প্রতি এগিয়ে যাওয়া, বিপদের সময় আমার বসা— তুমি যেখানে আছ, দাঁড়িয়ে থাক, প্রশংসা পাবে কিংবা স্বস্তি লাভ করবে— এসব আমাকে সৎকর্ম পরিহার এবং সঠিক কাজের সহযোগিতা করতে অস্বীকার করে।'

তারপর হযরত মু'আবিয়া (রা) তাঁর পিতার নিকট পত্র লিখেন- আপনি আপনার ছেলেটাকে কাব্য দ্বারা পরিতৃপ্ত করুন। তিনি পুত্রকে কাব্য দ্বারা পরিতৃপ্ত করলেন। ফলে পরে তার এমন অবস্থা হয়েছে যে, কোন কবিতামালাই তার অজানা রইল না। উবাইদুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ পরে যেসব কবিতা আবৃত্তি করতেন, তার দ'ুটি পঙ্‌ক্তি হল এই-

سيعلم مروان بن نسوة اننى ـ اذا التقت الخيلان اطعمها شذرا

وانى اذاحل الضيوف ولم اجد ـ سوى فرسى او سعته لهم نحوا

'উভয় অশ্বারোহী যখন মুখোমুখী হবে তখন মারওয়ান ইব্‌ন নিসওয়া জানতে পারবে যে, তাকে তেরছা বর্শা দ্বারা আঘাত হানছি। যখন মেহমানের আগমন ঘটে, আর আমি আমার ঘোড়াটা ছাড়া আর কিছু না পাই, তখন আমি সেটিই জবাই করে তাদের যথোপযুক্ত আপ্যায়ন করি।

হযরত মু'আবিয়া (রা) একদিন বসরার লোকদের.কে ইব্‌ন যিয়াদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তারা বলল, তিনি রসিক মানুষ। কিন্তু তিনি আরবীতে ভুল করে থাকেন। মু'আবিয়া (রা) বললেন, এই ভুলটাই তার রসিকতার পরিচয় নয় কি ? ইব্‌ন কুতাইবা প্রমুখ বলেছেন, তারা বুঝতে চেয়েছিল যে, তিনি ভাষায় ভুল করে থাকেন। অর্থাৎ তিনি কথা অস্পষ্ট বলেন। এ প্রসঙ্গে কবি বলেন-

منطق دائع ويلحن احيانا ـ وخير الحديث ما كان لحنا ـ

তিনি চমৎকার কথা বলেন, কিন্তু মাঝে-মধ্যে ভুলও করে থাকেন। উত্তম কথা তো তা-ই, যাতে কিছু কিছু ভুলও থাকে।

কেউ কেউ বলেন, তারা বুঝাতে চেয়েছেন যে, তিনি বাচনভঙ্গিতে ভুল করেন। অর্থাৎ আরবীর বিপরীত উচ্চারণ করেন। কারো কারো মতে, তারা যে ভুলের কথা বুঝাতে চেয়েছেন, তা হল শুদ্ধের বিপরীত। এ ব্যাখ্যাই অধিক যুক্তিযুক্ত। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। যাহোক হযরত মু'আবিয়া (রা) উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদের কথায় সরলতাকে পছন্দ করেছেন। তিনি কথা বলতেন না এবং কথায় জটিলতা সৃষ্টি করতেন না। কেউ কেউ বলেন, তার মধ্যে কিছুটা তোতলামি ছিল। ফলে তাঁর ভাষায় অনারবের সুর প্রকাশ পেত। কারণ, তাঁর মাতা মারজানা ছিলেন সিরীয়। তিনি ছিলেন ইয়াযদাগিরদ বা কোন এক অনারব রাজার কন্যা। ফলে উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদের ভাষায় অনারব ভাষার মিশ্রণ ছিল। একদিন তিনি এক খারেজীকে জিজ্ঞাসা করলেন, اهــــروری انـــت؟ কিন্তু বলার প্রয়োজন ছিল, احــروی انـــت؟ একদিন তিনি বললেন, من كـاتـلـنـاكـاتـلـنـاه অর্থাৎ من قـاتـلـنـا قـاتـلـنـاه। আর এই যে, হযরত মু'আবিয়া (রা) বললেন, زاك اظـرف لــه তার অর্থ হল, زاك اجـود لــه অর্থাৎ এটাই তার জন্য উত্তম। কেননা, তিনি তার মাতৃকূলের চরিত্র লাভ করেছেন। আর তারা ভাল রাজনীতি জানতেন, প্রজাদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করতেন এবং ব্যক্তিগতভাবে তারা ছিলেন সচ্চরিত্রবান। তারপর তেপ্পান্ন হিজরী সনে যখন যিয়াদের মৃত্যু হয় তখন মু'আবিয়া (রা) সামূরা ইব্ন জুনদুবকে দেড় বছরের জন্য বসরার গভর্নর নিযুক্ত করেন। তারপর তাঁকে বরখাস্ত করে আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর ইব্ন গায়লান ইব্ন সালামাকে ছয় মাসের জন্য নিয়োগদান করেন। তারপর তাকেও পদচ্যুত করে পঞ্চান্ন হিজরীতে বসরার গভর্নর নিয়োগ করেন ইব্ন যিয়াদকে। ইয়াযীদ যখন খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, তখন তিনি বসরা ও কূফার শাসনক্ষমতা ইব্ন যিয়াদের হাতে তুলে দেন। ইব্ন যিয়াদ ইয়াযীদের শাসনামলে আল-বাইযা (সাদা প্রাসাদ) নির্মাণ করেন এবং কিসরায় শ্বেতপ্রাসাদের দরজাটা তাতে স্থাপন করেন এবং মারবাদ সড়কের পার্শ্বে নির্মাণ করেন আল-হামরা (লাল প্রাসাদ)। তিনি শীতকাল কাটালেন আল-হামরায় আর গ্রীষ্মকাল কাটালেন আল-বাইযায়।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, এক ব্যক্তি ইব্ন যিয়াদের নিকট এসে বলল, আল্লাহ্ গভর্নরের মঙ্গল করুন। আমার স্ত্রী ইনতিকাল করেছে। এখন আমি তার মাকে বিয়ে করতে চাই। ইব্ন যিয়াদ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, অফিসে তুমি বেতন পাও কত ? লোকটি বলল, সাতশত দিরহাম। ইব্ন যিয়াদ তাঁর গোলামকে ডেকে বললেন, এর বেতন থেকে চারশত দিরহাম কমিয়ে দাও। তারপর তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমার যা জ্ঞান, তাতে তিনশতই তোমার জন্য যথেষ্ট। ঐতিহাসিকগণ বলেছেন, উম্মুল ফাজীজ ও তার স্বামী ইব্ন যিয়াদের নিকট মামলা নিয়ে আসে। মহিলা তার স্বামী থেকে বিবাহ বিচ্ছেদের দাবী জানায়। আবুল ফাজীজ বলল, আল্লাহ্ আমীরের মঙ্গল করুন। পুরুষের জীবনের দুইভাগের শেষ ভাগ হল কল্যাণকর। আর মহিলাদের জীবনের অকল্যাণকর অংশ হল জীবনের শেষ ভাগ। ইব্ন যিয়াদ বললেন, তা কেভাবে ? আবুল ফাজীজ বলল, পুরুষ যখন বয়োবৃদ্ধ হয়, তখন তার জ্ঞান হয়, চিন্তা শক্তি মজবুত হয় এবং অজ্ঞতা বিদূরিত হয়। আর নারী যখন বয়োবৃদ্ধা হয়। তখন তার চরিত্র নষ্ট হয়ে যায়, জ্ঞান কমে যায়, জরায়ু বন্ধ হয়ে যায় এবং জিহবা ধারাল হয়ে যায়। তার কথা শুনে ইব্ন যিয়াদ বললেন, তুমি সত্য বলেছ। তুমি মহিলার হাত ধর এবং ফিরে যাও। ইয়াহ্ইয়া

ইব্ন মাঈন বলেন, ইব্ন যিয়াদ সাফওয়ান ইব্ন মুহাররিযকে দুই হাজার দিরহাম দান করার নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু সেগুলো চুরি হয়ে যায় তিনি বলেছেন, এটা হয়ত আমার জন্য মঙ্গলজনক। কিন্তু তার পরিবারের লোকজন বলল, এ আবার কল্যাণকর হয় কিভাবে ? কথাটা যিয়াদ-এর নিকট পৌঁছলে তিনি আরো দু'হাজার প্রদানের আদেশ দেন। তারপর প্রথম প্রথম দু'হাজারও পাওয়া যায়। তাতে তার হয়ে যায় চার হাজার। এভাবেই ঘটনাটা তার জন্যে কল্যাণকর প্রমাণিত হয়।

হিনদ বিন্‌ত আসমা ইব্ন খারিজাকে জিজ্ঞাসা করা হল-এই মহিলা ইব্ন যিয়াদ-এর পর ইরাকের কয়েকজন গভর্নরকে বিয়ে করেছিল-তোমার নিকট তোমার স্বামীদের মধ্যে কে সব চেয়ে বেশী সম্মানিত এবং কে তোমার প্রতি বেশী স্নেহশীল ? হিন্দ বলল, বাশীর ইব্ন মারওয়ান-এর ন্যায় আর কেউ নারীকে সম্মান প্রদান করেনি আর হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ-এর ন্যায় কেউ নারীকে অত আতংকিত করেনি। আর আমার কামনা কিয়ামত কায়েম হয়ে যাক, আমি উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ-এর কথা শুনে এবং তাকে দেখে শান্তি লাভ করি। উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ তাকে কুমারীরূপে বিবাহ করেছিলেন।

উসমান ইব্ন আবূ শায়বা জারীর ও মুগীরা সূত্রে ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেছেন, ইবরাহীম বলেছেন, যিনি সর্বপ্রথম ফরয নামাযে সূরা নাস ও সূরা ফালাক সশব্দে তিলাওয়াত করেন, তিনি হলেন ইব্ন যিয়াদ। আমার মতে-আল্লাহ্ই ভাল জানেন। অর্থাৎ কূফায়। কেননা, ইব্ন মাসউদ (রা) তাঁর মসহাফে এই সূরা দু'টো লিপিবদ্ধ করতেন না। আর কূফার ফকীহগণ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর বড় বড় শিষ্যদের থেকে ইল্‌ম অর্জন করতেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইব্ন যিয়াদ-এর মধ্যে দুঃসাহস এবং অন্যায় ও অপ্রয়োজনীয় কাজের প্রবণতা ছিল। যেমন ঃ আবূ ইয়ালা ও মুসলিম কর্তৃক হাসান থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আয়িব ইব্ন আমর উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ-এর নিকট এসে বললেন, বৎস ! আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, 'শাসক গোষ্ঠীর মধ্যে সবচাইতে বেশী নিকৃষ্ট হল ঐ ব্যক্তি যে জালিম হয়। অতএব তুমি নিজেকে তাদের থেকে রক্ষা করে চল।' শুনে ইব্ন যিয়াদ বললেন, বসুন, আপনি তো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীদের মধ্য থেকে ফেলনা। তিনি বললেন, তাঁদের মাঝে আবার কেউ ফেলনা ছিলেন নাকি ? ফেলনা তো হয় তাঁদের পরের লোকদের মাঝে। হাসান থেকে একাধিক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন যে, উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ অসুস্থ মাকিল ইব্ন ইয়াসার (রা)-কে দেখতে গেলে তিনি তাকে বললেন, আমি তোমাকে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করব, যা আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে শুনেছি। তিনি (সা) বলেছেন, 'আল্লাহ্ যাকে প্রজা প্রতিপালনের দায়িত্ব প্রদান করেন, সে যদি তাদের সঙ্গে প্রতারণা করা অবস্থায় মারা যায়, তাহলে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন।'

একাধিক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, মাকিলের ইনতিকালের পর উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ তাঁর জানাযা পড়ালেন বটে, কিন্তু তাঁর দাফনে উপস্থিত হন নি। খোঁড়া ওজর দেখিয়ে তিনি প্রাসাদে চলে গিয়েছিলেন। তার একটি দুঃসাহসিক কাজ ছিল, হযরত হুসাইন (রা)-কে তার সম্মুখে উপস্থিত করার নির্দেশ প্রদান করা যদিও এতে তিনি নিহত হন। অথচ, হুসাইন (রা) তার প্রতি আবেদন করেছিলেন, হয় আমাকে ইয়াযীদের নিকট যেতে দাও, কিংবা মক্কায় অথবা কোন এক সীমান্তে চলে যাওয়ার সুযোগ দাও। ইব্ন যিয়াদ-এর কর্তব্য ছিল তাঁর এই আবেদনে সাড়া দেয়া। কিন্তু শিমার ইব্ন যুল যাওশান তাকে পরামর্শ দিল, তাকে আপনার নিকট

উপস্থিত করাই ভাল হবে এবং তারপর আপনি তাঁকে নিয়ে এগুলো বা অন্য যা খুশী তা-ই করবেন। তিনি তার এই পরামর্শই গ্রহণ করলেন। এদিকে হুসাইন (রা) তার সম্মুখে উপস্থিত হতে অস্বীকার করলেন যে, মারজানার পুত্র যা খুশী সিদ্ধান্ত নিক। পরিণামে তিনি শহীদই হলেন। মারজানার অপদার্থ ছেলেটার সম্মুখে উপস্থিত হওয়া রাসূল-কন্যার পুত্রের পক্ষে শোভনীয় ছিল না। মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ ফজল ইব্ন দাকীন ও মাকিল ইব্ন কারদুস সূত্রে উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ-এর সঙ্গে তার প্রাসাদে প্রবেশ করি। সংবাদ শোনার পর তার চেহারায় আগুন বা অনুরূপ ছিল জ্বলজ্বল করে ওঠে। তিনি তার হাতের আস্তিন ধরে ইশারায় চেহারায় অবস্থাটা প্রকাশ করেন এবং বললেন, তুমি এ সংবাদ কাউকে বলবে না। শারীক ইব্ন মুগীরা বলেন, মারজানা তার পুত্র উবাইদুল্লাহ্কে বলেছিল, নরাধম! তুই রাসূল-কন্যার পুত্রকে খুন করলি ? তুই কখনো জান্নাত চোখে দেখবি না।

আমরা পূর্বে উল্লেখ করে এসেছি, ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়ার মৃত্যুর পর (বসরা-কূফা) উভয় নগরীতে মানুষ জনগণের এক নেতার অধীনে ঐক্যবদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত সময়ের জন্যে উবায়দুল্লাহ্র হাতে বায়'আত গ্রহণ করে। পরে তারা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং তাকে তাদের মধ্য থেকে বের করে দেয়। তিনি সিরিয়া চলে গিয়ে মারওয়ান-এর সঙ্গে যোগ দেন এবং মারওয়ানকে খিলাফতের ক্ষমতা হাতে নিয়ে নেয়া ও জনগণকে নিজের প্রতি আহবান করার জন্য উৎসাহিত করলেন। অবশেষে মারওয়ান তা-ই করলেন এবং যাহ্হাক ইব্ন কায়স-এর বিরুদ্ধাচরণ শুরু করলেন। তারপর উবাইদুল্লাহ্ যাহ্হাক ইব্ন কায়স-এর নিকট গিয়ে তার সঙ্গে অবস্থান করা শুরু করলেন। এক পর্যায়ে তাকে দামেশক থেকে মারজে রাহিতের দিকে নিয়ে যান। তারপর ইব্ন যুবাইরকে ত্যাগ করে জনগণকে তার নিজের হাতে বায়'আত গ্রহণ করার জন্য ইব্ন যিয়াদ যাহ্হাককে উৎসাহিত করেন। যাহ্হাক তা-ই করলেন। পরিণামে তার শৃংখলা লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল এবং মারজে রাহিতে যাহ্হাক ও বিপুল সংখ্যক মানুষের হত্যাকাণ্ডসহ যা ঘটবার তা সংঘটিত হল। মারওয়ান শাসন ক্ষমতা হাতে নেয়ার পর ইব্ন যিয়াদকে একদল সৈন্যসহ ইরাক প্রেরণ করেন। ফলে তিনি এবং তাওবাকারী বাহিনী সুলাইমান ইব্ন সুরাদ-এর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং তাদরেকে পরাজিত করেন। তিনি সেই বাহিনীটি নিয়ে কূফা অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকেন। পথে ইব্ন যুবাইর প্রেরিত জাযীরাবাসী শত্রু বাহিনী তাদের গতিরোধ করে। তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে ইব্নুল আশতার সাত হাজার সৈন্য নিয়ে তার মুখোমুখি হন। আর ইব্ন যিয়াদ-এর সঙ্গে ছিল তার কয়েকগুণ সৈন্য। কিন্তু ইবনুল আশতার তার বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন এবং মওসেলের মাত্র পাঁচ মনযিল দূরে আল-খাযির নদীর তীরে ইব্ন যিয়াদকে নির্মমভাবে হত্যা করে ফেলেন।

আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, ঘটনাটি ঘটেছিল আশূরার দিন। এই সেই দিন, যেদিন শহীদ হয়েছিলেন হযরত হুসাইন (রা)। তারপর ইবনুল আশতার ইব্ন যিয়াদের মাথাটা মুখতার-এর নিকট পাঠিয়ে দেন। সঙ্গে প্রেরণ করেন হুসাইন ইব্ন নুমাইর, শুরাহবীল যিল কালা এবং তাদের নেতৃস্থানীয় আরো মানুষের ছিন্ন মস্তক। মুখতার তাতে আনন্দিত হন। ইয়াকূব ইব্ন সুফিয়ান ইউসুফ ইব্ন মূসা ইব্ন জারীর সূত্রে ইয়াযীদ ইব্ন আবূ যিয়াদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, মারজানার পুত্র এবং তার সহচরদের মস্তকগুলো বহন করে এনে যখন মুখতার-এর সম্মুখে ছুঁড়ে ফেলা হল, তখন সরু একটি সাপ এসে মস্তকগুলোর মধ্যে ঢুকে পড়ল। এক পর্যায়ে সাপটি মারজানাব পুত্রের মুখ দিয়ে ঢুকে নাসারন্ধ্র দিয়ে বেরিয়ে

পড়ে। এভাবে সাপটি অন্যান্য মাথা বাদ দিয়ে তার মাথায় ঢুকতে ও বেরুতে থাকে। ইমাম তিরমিযী অন্য সূত্রেও অন্য শব্দমালায় এ কাহিনীটি বর্ণনা করেছেন। তার বর্ণনাটি হল- ওয়াসিল ইব্‌ন আবদুল আ'সা ইব্‌ন আবূ মু'আবিয়া যথাক্রমে আ'মাশ, উমারা ইব্‌ন উমাইর থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি উবাইদুল্লাহ্ ও তার সহচরদের মস্তকগুলো এনে যখন মসজিদে রাখা হল, আমি সেদিকে এগিয়ে গেলাম। শুনতে পেলাম জনতা বলছে, এল এল। আমি তাকিয়ে দেখি একটি সাপ এসে মাথাগুলোর ভেতরে ঢুকে পড়েছে। খানিকক্ষণ অবস্থান করেই সাপটি বেরিয়ে এসে চলে যায় এবং অদৃশ্য হয়ে যায়। পরক্ষণে লোকে আবারো বলল এসেছে! এসেছে!! এবার সর্পটি দুই কি তিনবার পূর্বের কাণ্ড করে। তিরমিযী বলেন, এটি হাসান ও সহীহ্ হাদীস।

আবূ সুলাইমান ইব্‌ন যায়দ বলেন, ঐতিহাসিকদের মতে ইব্‌ন যিয়াদ ও হুসাইন ইব্‌ন নুমাইর-এর হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল ছেষট্টি হিজরীতে। তাদের হত্যাকাণ্ডের নেতৃত্ব দেন ইবরাহীম ইব্‌নুল আশতার। তিনিই তাদের মাথাগুলো মুখতার-এর নিকট প্রেরণ করেন এবং মুখতার সেগুলো ইব্‌ন যুবাইর-এর নিকট পাঠিয়ে দেয়। পরে এগুলো মক্কা ও মদীনায় স্থাপন করে রাখা হয়। ইব্‌ন আসাকির আবূ আহমাদ আল-হাকিম প্রমুখ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এ ঘটনাটা ঘটেছিল ছেসট্টি হিজরীতে। আবূ আহমাদ অতিরিক্ত করে বলেছেন, এটা ছিল আশূরার দিন। কিন্তু ইব্‌ন আসাকির এ ব্যাপারে নীরব থেকেছেন। প্রসিদ্ধ মতে এ ঘটনাটি ঘটেছে সাতষট্টি হিজরীতে। যেমনটি ইব্‌ন জারীর প্রমুখ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ বছর যুবাইর-এর নিকট মস্তক প্রেরণ দুঃসাধ্য ছিল বলে প্রতীয়মান হয়। কেননা, এ বছরই মুখতার ও ইব্‌ন যুবাইর-এর মাঝে শত্রুতা জোরদার হয়েছিল এবং অল্প ক'দিন পরই ইব্‌ন যুবাইর তাঁর ভাই মুস'আবকে আদেশ প্রদান করেন, যেন তিনি বসরা থেকে কূফা গিয়ে মুখতারকে অবরোধ করেন ও তাকে হত্যা করেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

মুস'আব ইব্‌ন যুবাইর-এর হাতে মুখতার ইব্‌ন আবূ উবাইদ-এর হত্যাকাণ্ড

এ বছর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইর বসরার শাসন ক্ষমতা থেকে হারিছ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ রবী'আ আল মাখযূমীকে-যিনি কুবা নামে পরিচিত ছিলেন— বরখাস্ত করেন এবং আপন ভাই মুস'আব ইব্‌ন যুবাইরকে বসরার গভর্নর নিযুক্ত করেন, যাতে তিনি মুখতার-এর মুকাবিলায় তার সমর্থক ও সহযোগীর ভূমিকা পালন করতে পারেন। মুস'আব নেকাবাবৃত অবস্থায় বসরায় ঢুকে মসজিদের মিম্বরে আরোহণ করতে উদ্যত হন। তিনি যখন মিম্বরে আরোহণ করেন, তখন মানুষ বলতে শুরু করল- আমীর, আমীর। যখন তিনি নেকাব সরিয়ে ফেলেন, তখন মানুষ তাঁকে চিনে ফেলে এবং তাঁর দিকে এগিয়ে আসে। ইতিমধ্যে কুবা'ও এসে উপস্থিত হলেন এবং তার এক সিঁড়ি নীচে উপবেশন করেন। লোকেরা সমবেত হলে মুস'আব ভাষণ দিতে দণ্ডায়মান হন। তিনি সূরা আল-কাসাস-এর প্রথম থেকে তিলাওয়াত শুরু করেন।

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَىٰ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا —

(ফেরাউন দেশে পরাক্রমশালী) হয়েছিল এবং তথাকার অধিবাসীবৃন্দকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিল-২৮ ঃ ৪ এই আয়াত পর্যন্ত পৌঁছার পর তিনি হাত দ্বারা সিরিয়া কিংবা কূফার প্রতি ইঙ্গিত করেন। তারপর তিলাওয়াত করলেন-

وَنُرِيْدُ اَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَجَعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِيْنَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ ـ

'আমি ইচ্ছা করলাম, সে দেশে যাদেরকে হীনবল করা হয়েছিল,তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে, তাদেরকে নেতৃত্ব দান করতে ও দেশের অধিকারী হতে এবং তাদেরকে দেশে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত' (২৮ ঃ ৫)।

এই আয়াত তিলাওয়াত করে তিনি হিজাযের প্রতি ইঙ্গিত করেন এবং বললেন, হে বসরার অধিবাসীগণ! তোমরা তোমাদের শাসকবর্গকে নানা উপাধিতে ভূষিত করে থাক। আর আমি আমার নাম রেখেছি জাযযার (কসাই)। ফলে মানুষ তার আশে-পাশে সমবেত হল এবং তাকে পেয়ে খুশী হল। তারপর যখন কূফাবাসী মুখতারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কারার পর পরাজিত হল, ফলে মুখতার তাদের যাকে খুশী হত্যা করল, তখন তারা পরাজয়বরণ করে বসরায় চলে যেতে শুরু করল। তারপর যখন মুখতার যে লোকটি (ইব্‌ন ইয়াযীদ প্রমুখের) মস্তক ও সুসংবাদ নিয়ে এসেছিল, তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বেরিয়ে গেল,তখন মুখতার-এর শত্রুদের যারা কূফায় অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছিল, তারা তার এই অনুপস্থিতিকে গনীমত হিসেবে গ্রহণ করল। তারা মুখতার-এর ধর্মহীনতা, কুফরী কর্মকাণ্ড,তার নিকট ওহী আগমনের মিথ্যা দাবী এবং সম্ভ্রান্ত লোকদের উপর দাসদেরকে প্রাধান্য দেয়ার কারণে মুখতার থেকে পালিয়ে বসরা চলে যেতে শুরু করে। অপরদিকে ইবনুল আশতার ইব্‌ন যিয়াদকে খুন করে সেই অঞ্চলের একক অধিপতিতে পরিণত হন। বেশ ক'টি শহর-নগর নিজের করায়ত্ত নিয়ে নেন এবং মুখতারকে অবহেলা করতে শুরু করেন। ফলে এ বিষয়ে মুস'আবের মনে ক্ষমতার মোহ জাগ্রত হয় এবং তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল আশ'আছ ইব্‌ন কায়সকে দূত হিসেবে মুহাল্লাব ইব্‌ন আবূ সাফরার নিকট প্রেরণ করেন। মুহাল্লাব ছিলেন খুরাসানে তাদের পক্ষ থেকে নিযুক্ত শাসক। তিনি বিপুল সংখ্যক সৈন্য, সরঞ্জাম ও ধন-সম্পদ নিয়ে মহাসমারোহে এসে পৌঁছেন। তাকে পেয়ে বসরার মানুষ খুশী হয় এবং মুখতার তাকে পেয়ে শক্তি লাভ করেন। এবার মুস'আব বসরাবাসী এবং কূফার যারা তার অনুসারী, তাদেরকে নিয়ে জল ও স্থলপথে কূফার উদ্দেশ্যে রওনা হন।

মুস'আব আব্বাদ ইবনুল হুসাইনকে আগে-ভাগে সম্মুখ পানে পাঠিয়ে দেন। তার ডান পার্শ্বে উমর ইব্‌ন উবাইদুল্লাহ্ ইব্‌ন মা'মারকে এবং বাম পার্শ্বে মুহাল্লাব ইব্‌ন সাফরাকে নিযুক্ত করেন এবং আমীরগণকে নিজ নিজ পতাকা ও গোত্রের সেনাপতি হিসাবে নিয়োগ দিয়ে বিন্যস্ত করেন। যেমন মালিক ইব্‌ন মুসাম্মা, আহনাফ ইব্‌ন কায়স, যিয়াদ ইব্‌ন মুখতার তার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে রওয়ানা হয়ে মাযার নামক স্থানে অবতরণ করেন। সে তার বাহিনীর অগ্রভাগে আবূ কামিল আশ-শাকিরীকে ডান পার্শ্বে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কামিলকে, বাম পার্শ্বে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ওহ্‌ব আল-জুশামীকে, অশ্ববাহিনীতে ওয়াযীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আস-সামুলীকে, এবং গোলামদের উপর পুলিশ প্রধান আবূ আমরাকে সেনাপতি নিয়োগ করে।

তারপর লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করে এবং তাদেরকে অভিযানে বেরিয়ে পড়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। সে নিজের আগে একদল সৈন্য পাঠিয়ে দেয় এবং কিছুসংখ্যক সহচর নিয়ে ঘোড়ায় আরোহণ করে রওয়ানা করে। তখন সে তাদেরকে জয়ের সুসংবাদ প্রদান করেছিল। মুখতার যখন কূফার নিকটে গিয়ে পৌঁছল, তাদের সঙ্গে মুখতার বাহিনী তাদের উপর হামলা করে বসে। মুখতার বাহিনী বেশীক্ষণ টিকতে না পেরে অত্মগ্লানি মাথায় নিয়ে পালিয়ে যায়।

তাদের একদল আমীর বেশ কিছু কারী এবং বিপুলসংখ্যক শী'আ ধনপতি নিহত হয়। তারপর পরাজয়ের ঢেউ মুখতার পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে।

ওয়াকিদী বলেন, মুখতার-এর অগ্রবাহিনী যখন তাঁর নিকট গিয়ে পৌঁছে, তখন মুস'আব এসে কূফা পর্যন্ত দজলার পথ বন্ধ করে দেন। অপরদিকে মুখতার তার প্রসাদের নিরাপত্তা শক্ত করে এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন শাদ্দাদকে তার হেফাজতের দায়িত্ব অর্পণ করে। মুখতার নিজে অবশিষ্ট সঙ্গীদের নিয়ে হারুরা চলে যায়। মুস'আব-এর বাহিনী যখন তার নিকটে এসে পড়ে, তখন সে প্রতিটি গোত্রের নিকট একজন করে অশ্বারোহী প্রেরণ করে। আবদুল কাইম-এর নিকট সাঈদ মুনযিরকে আলিয়ার নিকট আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাদাকে, আর্দ-এর নিকট মুসাফির ইব্ন সাঈদকে, বনূ তামীম-এর সুলাইম-এর নিকট সায়িব ইব্ন মালিককে প্রেরণ করে। মুখতার নিজে অবশিষ্ট সঙ্গীদের সঙ্গে যথাস্থানে অবস্থান করে রাত পর্যন্ত প্রচণ্ড লড়াই চালিয়ে যায়। তাতে মুখতার-এর বেশ ক'জন ঘনিষ্ট সহচর নিহত হয়। সেরাতে মুহাম্মাদ ইব্ন আশ'আছ ও উমাইর ইব্ন আবূ তালিব নিহত হয়। মুখতার-এর অবশিষ্ট সঙ্গীরা তাকে ফেলে এদিক ওদিক বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তাকে বলা হল, আপনি প্রাসাদে চলুন, আপনি প্রাসাদে চলুন। সে বলল, আল্লাহ্র শপথ ! আমি সেখান থেকে এই সংকল্প নিয়ে বের হই নি যে, আবার সেখানে ফিরে যাব। কিন্তু এটা আল্লাহ্র সিদ্ধান্ত। তারপর তারা প্রাসাদ অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেল। মুস'আব তার নিকট আসলেন। তিনি গোত্রগুলোকে কূফার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দেন এবং মহলগুলোর দখল করে রাজপ্রাসাদের প্রতি মনোনিবেশ করেন। মুখতার-এর জীবনোপকরণ ও পানি সরবরাহ বন্ধ করে দেন। মুখতার বেরিয়ে এসে তাদের সঙ্গে লড়াই করত এবং আবার প্রাসাদে ফিরে যেত। পরে যখন অবরোধ তার জন্য অসহনীয় হয়ে পড়ে, তখন সে সঙ্গীদেরকে বলল, এ অবরোধ কেবল আমাদের দুর্বলতাই বৃদ্ধি করবে। তোমরা আমার সঙ্গে নেমে আস, আমরা রাত পর্যন্ত যুদ্ধ করে সম্মানের সাথে মৃত্যুবরণ করব। কিন্তু তারা দুর্বলতা প্রকাশ করল। ফলে মুখতার বলল, আল্লাহ্র শপথ ! আমি আত্মসমর্পণ করব না। তারপর সে গোসল করল, গায়ে সুগন্ধি মাখল। তারপর সে তার সঙ্গীরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হল। অবশেষে তারা নিহত হল।

কেউ কেউ বলেন, মুখতার-এর একদল তীরন্দাজ তাকে পরামর্শ দিল, আপনি আপনার রাজ-প্রাসাদে ঢুকে পড়ুন। সে বিমর্ষ ও অপদস্থরূপে তাতে প্রবেশ করল। একটু পরই তার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ভাগ্যলিপি বাস্তবায়িত হবে। মুস'আব সেখানেই তাকে ও তার সকল সঙ্গীকে অবরোধ করে ফেলেন। এক পর্যায়ে তারা চরমভাবে পিপাসার্ত হয়ে পড়ল, যা আল্লাহ্ই ভাল জানেন। তাদের চলাচল ও লক্ষ্য অর্জনের পথ সংকীর্ণ হয়ে গেল এবং তাদের জন্য সব কলা-কৌশলের দ্বার বন্ধ হয়ে গেল। এখন তাদের মাঝে বুদ্ধিমান ও সহনশীল বলতে কেউ নেই। মুখতার উদ্ভূত পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের উপায় বের করার লক্ষ্যে তার ভাবনাটা ঝালাই করে নিল। মুখতার সঙ্গের দাস-গোলামদের সঙ্গে পরামর্শ করল, যাদের পরিণতিও তার পরিণতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। কিন্তু ভাগ্য ও শরী'আতের ভাষা তাকে ডাক দিয়ে বলছে-

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ـ

'বল, সত্য এসে পড়েছে এবং অসত্য না পারে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে, না পারে পুনরাবৃত্তি করতে। (৩৪ : ৩৯)।

তারপর মুখতার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে মনে শক্তি সঞ্চয় করে, যে শক্তি তাকে বৃদ্ধ সহযোগীদের মধ্যে থেকে বাইরে বের করে আনে। সে ঘোড়ার পিঠে আরোহীরূপে মৃত্যুবরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, তার জীবনের শেষ নিঃশ্বাসটা ঘোড়ার পিঠে থাকা অবস্থায় হোক। সে আত্মমর্যাদা, ক্রোধ, বীরত্বের সাথে নেমে আসে। কিন্তু তা সত্বেও সে মুক্তি ও পলায়নের কোন পথ পেল না। তখন তার সঙ্গে উনিশ ব্যক্তি ছাড়া সঙ্গীদের আর কেউ ছিল না। মনে হচ্ছিল, তার জীবনের অবসান না হওয়া পর্যন্ত জাহান্নামের দায়িত্বে নিয়োজিত উনিশজন তার থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। মুখতার প্রাসাদ থেকে বের হয়ে আল্লাহ্র যমীনের কোথাও চলে যাওয়ার জন্য সুযোগ প্রার্থনা করে। জবাবে প্রতিপক্ষ বলল, আমীরের নির্দেশ ছাড়া যেতে পারবে না। যাহোক, মুখতার যখন প্রাসাদ থেকে বের হল, তখন সহোদর দু'ভাই তার দিকে এগিয়ে আসে। তারা হল, বনূ হানাফিয়্যা গোত্রের আবদুল্লাহ্ ইব্ন দাজাজাহ্-এর পুত্র তারাফা ও তাররাফ্। তারা মুখতারকে কূফার যিয়াতাইন নামক স্থানে হত্যা করে ফেলে এবং তার মাথাটা বিচ্ছিন্ন করে মুস'আব ইব্ন যুবাইর-এর নিকট চলে আসে। ততক্ষণে মুস'আব রাজ-প্রাসাদে ঢুকে পড়েছেন। তারা মুখতার-এর মাথাটা তার সম্মুখে রাখে, যেমনটি রাখা হয়েছিল ইব্ন যিয়াদ-এর সম্মুখে হুসাইন (রা)-এর ছিন্ন শির এবং অল্প কিছুকাল পরেই রাখা হয়েছিল আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান-এর সামনে মুস'আব-এর ছিন্ন শির। মুখতার-এর কর্তিত মস্তকটা যখন মুস'আব-এর সম্মুখে রাখা হয়, তখন তিনি তাদের জন্য ত্রিশ হাজার দীনার পুরস্কার প্রদানের নির্দেশ দেন।

মুস'আব মুখতার সমর্থকদের একদল লোককে হত্যা করেন এবং তাদের পাঁচশত ব্যক্তিকে বন্দী করেন। বন্দীদেরও সব ক'জনকে একদিনে হত্যা করে ফেলেন। আবার এক যুদ্ধে মুস'আব-এর সমর্থক মুহাম্মাদ ইব্নুল আশ'আছ নিহত হন। অপরদিকে মুস'আব-এর নির্দেশে মুখতারের হাত কেটে নিয়ে মসজিদের একদিকে পেরেকবিদ্ধ করে রাখা হয়। হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ-এর আগমন পর্যন্ত সেটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তাকে বলা হল, এটি মুখতার-এর হাত। তার নির্দেশে সেটি খুলে ফেলা হল এবং সেখান থেকে সরিয়ে নেয়া হল। কেননা, মুখতার হাজ্জাজ-এর গোত্রের লোক ছিলেন। মুখতার হল (হাদীসে বর্ণিত) 'কায্যাব' (মিথ্যাবাদী) আর 'মুবীর' (ধ্বংসকারী) হলেন হাজ্জাজ। সে কারণে হাজ্জাজ ইব্ন যুবাইর থেকে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন যে, তিনি তাকে হত্যা করেন এবং কয়েক মাস পর্যন্ত তাকে শূলিতে ঝুলিয়ে রাখেন। মুস'আব মুখতার-এর স্ত্রী উম্মে ছাবিত বিন্‌ত সামুরা ইব্ন জুনদুবকে মুখতার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। জবাবে তিনি বললেন, তার ব্যাপারে তোমরা যা যা বলে থাক, আমি তার ব্যতিক্রম বলব না। ফলে মুস'আব তাকে ছেড়ে দেন এবং মুখতার-এর অপর এক স্ত্রীকে ডেকে পাঠাল। সে ছিল 'আমরা বিন্‌ত নু'মান ইব্ন বশীর। মুস'আব তাকে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি তার ব্যাপারে কী বল ? সে বলল, আল্লাহ্ তাঁকে রহম করুন। তিনি আল্লাহ্র সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের একজন ছিলেন। মুস'আব তাকে কারারুদ্ধ করেন এবং তার ভাইকে পত্র লিখে জানান যে, তোমার বোন দাবী করছে মুখতার নবী। ভাই জবাবে লিখেন, আপনি তাকে বের করে এনে হত্যা করে ফেলুন। মুস'আব তাকে জনসম্মুখে বের করে আনেন। তাকে কয়েকটি আঘাত করা হয়। তাতেই সে মারা যায়। উমর ইব্ন আবূ রিম্‌ছা এ ব্যাপারে বলেছেন-

ان من اعجب العجائب عندى — قتل بيضاء حرة عطبول

قتلت هكذا على غير جرم ــ ان الله درها من قتيل

كتب القتل والقتال علينا ــ وعلى الغانيات جرا لذيول

দীর্ঘ লম্বা গ্রীবওয়ালী সুন্দরী ও সম্ভ্রান্ত মহিলাকে হত্যা করা আমার নিকট বিস্ময়কর বিষয়সমূহের একটি। এভাবে তাকে বিনা দোষে হত্যা করা হয়েছে। সে হত্যাকাণ্ডের বিচার আল্লাহ্ই করবেন। আল্লাহ্ আমাদের উপর যুদ্ধের বিধান আরোপ করেছেন। আর রূপসী সতী-সাধ্বীর নারীর কর্তব্য তার আঁচল সামলানো।

আবূ মিখনাফ বলেন, মুহাম্মাদ ইব্ন ইউসুফ বলেছেন, মুস'আব একদিন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি তাকে সালাম দিলে ইব্ন উমর (রা) বললেন, কে তুমি ? মুস'আব বললেন, আমি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র মুস'আব ইব্ন যুবাইর। ইব্ন উমর (রা) বললেন, হ্যাঁ, তুমিই কি এক সকালে সাত হাজার আহলে কিবলার (মুসলিম) ব্যক্তির খুনী ? বেঁচে থাক যে ক'দিন পার। জবাবে মুস'আব তাকে বললেন, তারা কাফির ও যাদুকর ছিল। ইব্ন উমর (রা) বললেন, আল্লাহ্র শপথ ! তমি যদি তাদের পরিবর্তে তোমার পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত সমসংখ্যক ছাগলকে খুন করতে, তবু তা সীমালংঘন বলে বিবেচিত হত।

মুখতার ইব্ন আবূ উবায়দ আছ-ছাকাফীর জীবন-চরিত

মুখতার ইব্ন আবূ উবাইদ ইব্ন মাসউদ ইব্ন আমর ইব্ন উমাইর ইব্ন 'আউফ ইব্ন আফ্রা ইব্ন উমাইরা ইব্ন 'আউফ ইব্ন ছাকীফ আছ্-ছাকাফী। তাঁর পিতা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবদ্দশায় ইসলাম গ্রহণ করেন, কিন্তু তাকে দেখেন নি। সে কারণে অধিকাংশ লোক তাকে সাহাবীদের মধ্যে গণ্য করেন নি। শুধু ইবনুল আছীর তাঁর উর্সদুল গাবায় তাঁর কথা উল্লেখ করেছেন। হিজরী তেইশ সনে হযরত উমর (রা) বিশাল এক সেনাদলের সঙ্গে পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। যুদ্ধে তিনি শাহাদাতবরণ করেন। তাঁর সঙ্গে প্রায় চার হাজার মুসলমান নিহত হয়েছিল, যেমনটি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। দাজলার উপর নির্মিত একটি পুল তাঁর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। সেদিন থেকে আজ অবধি সেটি আবূ উবাইদ পুল নামে খ্যাত। তাঁর একটি কন্যাও ছিল। তার নাম সাফিয়্যা বিন্ত আবূ উবাইদ। তিনি নেককার ও ইবাদাতগুজার ছিলেন। তিনিই আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর স্ত্রী। আবদুল্লাহ্ তাকে সম্মান করতেন ও ভালবাসতেন। তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর জীবদ্দশাতেই মারা যান। পক্ষান্তরে তার এই ভাই মুখতার প্রথমে 'নাসিবী' ছিল। সে হযরত আলী (রা)-এর প্রতি প্রচন্ড বিদ্বেষ পোষণ করত। সে মাদায়িনে চাচার সঙ্গে বাস করত। তার চাচা ছিলেন মাদায়িনের গভর্নর। পরবর্তীতে হাসান ইব্ন আলী (রা) যখন মাদায়িনে প্রবেশ করেন, তখন ইরাকীরা তার পক্ষত্যাগ করে। সে সময় তিনি তার পিতার শাহাদাতের পর মু'আবিয়া (রা)-এর সঙ্গে যুদ্ধ করার লক্ষ্যে সিরিয়া যাচ্ছিলেন। হাসান (রা) যখন কূফাবাসীর পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার বিষয় আঁচ করলেন, তিনি তাদের থেকে পালিয়ে স্বল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে মাদায়িনে চলে যান। তখন মুখতার তার চাচাকে বলল, আপনি যদি হাসানকে ধরে মু'আবিয়ার নিকট পাঠিয়ে দেন, তাহলে তার কাছে চিরকালের জন্য আপনার সুনাম বয়ে আনবে। জবাবে চাচা তাকে বললেন, ভাতিজা ! তুমি আমাকে যা পরামর্শ দিচ্ছ তা নিতান্তই মন্দ। ফলে শীয়ারা আজীবনের জন্য তাঁর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত মুসলিম ইব্ন আকীল-এর ভাগ্যে যা ঘটবার ছিল, সংঘটিত হল।

মুখতার ছিলেন কূফার আমীরদের অন্যতম। সে বলতে শুরু করল, আমি অবশ্যই অবশ্যই মুসলিমকে সাহায্য করব। ইব্‌ন যিয়াদ-এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি একশত বেত্রাঘাত করে তাঁকে আটক করে ফেলেন। সংবাদ শুনে ইব্‌ন উমর তাঁর জন্য সুপারিশ করে ইয়াযীদ ইব্‌ন মু'আবিয়ার নিকট পত্র লিখেন। ইয়াযীদ পত্র লিখেন ইব্‌ন যিয়াদ-এর নিকট। ইব্‌ন যিয়াদ তাকে মুক্ত করে একটি চোপা পরিয়ে হিজায পাঠিয়ে দেন। মুখতার মক্কায় ইব্‌ন যুবায়রের নিকট চলে যায় এবং সিরীয়রা যখন যুবাইরকে অবরোধ করে, তখন সে তার সঙ্গে যোগ দিয়ে ঘোরতর যুদ্ধ করে। তারপর মুখতার ইরাকবাসী কর্তৃক তার কথা শুনতে পায়। তাই সে ইব্‌ন যুবাইরকে হত্যা করে ইরাক চলে যায়।

কথিত আছে, সে ইব্‌ন যুবাইরকে কূফার গভর্নর ইব্‌ন মুতী'র নিকট একটি পত্র লিখে দেয়ার অনুরোধ করে। ইব্‌ন যুবাইর পত্র লিখেন তখন সে কূফা চলে যায়। সে প্রকাশ্যে ইব্‌ন যুবাইরের প্রশংসা করত এবং গোপনে তাকে গালিগালাজ করত আর মুহাম্মাদ ইব্‌ন হানাফিয়্যার প্রশংসা করত ও মানুষকে তার প্রতি আনুগত্যের আহবান করত। এভাবে সে শিয়াবাদ অবলম্বনের মাধ্যমে এবং হুসাইন (রা)-এর প্রতিশোধ নেয়ার কথা বলে কূফার কর্তৃত্ব দখল করে নেয়। আর সেই সূত্রে শীয়াদের বহু গোষ্ঠী তার প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং ইব্‌ন যুবাইরের প্রতিনিধিকে সেখান থেকে বের করে দেয়। ফলে সেখানে মুখতার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। পরে সে ইব্‌ন যুবাইরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে পত্র লিখেন এবং তাকে সংবাদ দেয় যে, ইব্‌ন মুতী' বনূ উমাইয়্যার সঙ্গে তোষামোদমূলক আচরণ করে থাকেন। তখন তিনি কূফা থেকে বেরিয়ে গেছেন এবং আমি ও কূফাবাসী আপনার অনুগত হয়ে কাজ করছি। ইব্‌ন যুবাইর তাকে সত্য বলে মেনে নেন। কারণ, মুখতার জুমু'আর দিন মিম্বরে দাঁড়িয়ে জনসম্মুখে তার প্রতি আহবান জানাত এবং তার আনুগত্য প্রকাশ করত। তারপর সে হুসাইন (রা)-এর ঘাতকচক্র এবং যারা ইব্‌ন যিয়াদের পক্ষ থেকে কারবালার ঘটনায় উপস্থিত ছিল, তাদের অনুসন্ধান করতে শুরু করে। সে তাদের বিপুল সংখ্যাক লোককে হত্যা করে এবং তাদের শীর্ষস্থানীয় কয়েকজনের মাথা কেটে আনতে সক্ষম হয়। যেমন, হুসাইন (রা)-এর ঘাতক বাহিনীর নেতা উমর ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস, হুসাইন (রা)-এর ঘাতক চক্রের এক হাজার সৈন্যের অধিনায়ক শাম্মার ইব্‌ন যিল জাওশান, সিনান ইব্‌ন আবূ আনাস, খাওলা ইব্‌ন ইয়াযীদ আল-আসবাহী প্রমুখ। মুখতার এভাবেই চলতে থাকে। এক পর্যায়ে সে বিশ হাজার সৈন্যসহ তার প্রতিশোধের তরবারি ইবরাহীম ইব্‌নুল আশতারকে ইব্‌ন যিয়াদের মোকাবেলায় প্রেরণ করে। ইব্‌ন যিয়াদের সৈন্য অধিক সংখ্যক ছিল, ইব্‌ন আশতারের বাহিনীর কয়েক গুণ। তারা ছিল আশি হাজার মতান্তরে ষাট হাজার— তারা মুখোমুখী হন। ইব্‌নুল আশতার ইব্‌ন যিয়াদকে হত্যা করে ফেলেন, তার বাহিনীকে ছিন্নভিন্ন করে দেন এবং তার সেনা ছাউনীতে যা কিছু ছিল সব নিয়ে নেন। তারপর তিনি বিজয়ের সুসংবাদসহ ইব্‌ন যিয়াদ ও তার সঙ্গীদের মস্তক মুখতারের নিকট পাঠিয়ে দেন। তা পেয়ে মুখতার বেজায় খুশী হয়। তারপর মুখতার ইব্‌ন যিয়াদ, হুসাইন ইব্‌ন নুমাইর ও তাদের সঙ্গীদের মাথাগুলো মক্কায় ইব্‌ন যুবাইরের নিকট প্রেরণ করে। ইব্‌ন যুবাইর-এর নির্দেশে সেগুলো হাজুন-এর ঘাঁটিতে ঝুলিয়ে রাখা হয়।

তারা এই মস্তকগুলো মদীনায়ও ঝুলিয়ে রেখেছিল এবং মুখতারের মন ক্ষমতা নিয়ে আনন্দিত হয়। সে ভেবেছিল তার আর কোন শত্রু এবং প্রতিপক্ষ রইল না। কিন্তু পরে যখন ইব্‌ন যুবাইর তার প্রতারণা, ষড়যন্ত্র ও কু-উদ্দেশ্য বুঝে ফেললেন, তখন তিনি তার ভাই

মুস'আবকে ইরাকের গভর্নর নিযুক্ত করে পাঠিয়ে দেন। তিনি সদলবলে বসরা রওয়ানা হয়ে যান। সেখানে পৌঁছে মুস'আব আরো সৈন্য সংগ্রহ করেন। মুখতার-এর আনন্দ পূর্ণতা লাভ করতে না করতে মুস'আব ইব্‌ন যুবাইর ভয়ঙ্কর একদল সৈন্য নিয়ে বসরা থেকে তার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান। মুস'আব তাকে হত্যা করে ফেলেন এবং তার মাথাটা কেটে ছিন্ন করেন, হাতটা কেটে মসজিদের দরজায় ঝুলিয়ে রাখার নির্দেশ দেন। তিনি মুখতার-এর মাথাটা পুলিশের এক ব্যক্তির সঙ্গে তার ভাই আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইর-এর নিকট পাঠিয়ে দেন। দূত ইশার পর মক্কা গিয়ে পৌঁছে দেখতে পান আবদুল্লাহ্ নফল নামায আদায় করছেন। তিনি নামায আদায় করতে থাকেন এভাবে ভোর হয়ে যায়। এই সময়ের মধ্যে তিনি মস্তক নিয়ে আসা দূতের প্রতি মুখ ফিরিয়ে তাকান নি। ফজরের পূর্ব মুহূর্তে তিনি বললেন, কে এল ? দূত পত্রখানা তার দিকে এগিয়ে ধরে। তিনি পত্রখানা পাঠ করেন। দূত বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন ! আমি মাথাটা নিয়ে এসেছি। তিনি বললেন, ওটা মসজিদের দরজার সামনে ফেলে দাও। দূত মাথাটা মসজিদের দরজায় ছুঁড়ে মারে। তারপর ফিরে এসে বলল, আমীরুল মু'মিনীন ! আমার বখ্‌শিশ ? তিনি বললেন, যে মাথাটা তুমি নিয়ে এসেছ ওটাই তোমার বখ্‌শিশ। ওটা সঙ্গে করে তুমি ইরাক নিয়ে যাও।

তারপর মুখতার-এর রাজত্ব এমনভাবে শেষ হয়ে গেল, যেন তার অস্তিত্বই ছিল না। তেমনি অন্যসব রাজত্বেরও একই পরিণতি ঘটল। মুসলমানরা তার পতনে উল্লাসিত হল। তার কারণ, লোকটি ব্যক্তিগতভাবে সত্যবাদী ছিল না। বরং সে ছিল মিথ্যাবাদী। সে মনে করত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে তার নিকট ওহী আসে। ইব্‌ন নুমায়র রিফা'আ আল-কাবারী সূত্রে ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, রিফাআ বলেছেন, আমি মুখতারের নিকট গমন করলাম। সে বসবার জন্য আমাকে একখানা বিছানা বিছিয়ে দিয়ে বলল, আমার ভাই জিবরাঈল যদি এখান থেকে না উঠতেন, তাহলে আমি এটি আপনার জন্য ছেড়ে দিতাম। রিফা'আ আল-কাবারী বলেন, একথা শুনে আমি তার গর্দানে আঘাত হানার মনস্থ করলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার একটি হাদীস মনে পড়ে গেল, যেটি আমার ভাই আমর ইবনুল হুমুক আমাকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, 'কোন মু'মিন যদি কোন মু'মিনকে জীবনের নিরাপত্তা প্রদান করে, পরে তাকে খুন করে ফেলে তা হলে আমি সেই হত্যাকারী থেকে দায়মুক্ত।'

ইমাম আহমাদ ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ রিফা'আ ইব্‌ন শাদ্দাদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, আমি মুখতার-এর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতাম। কিন্তু পরে যখন আমি তার মিথ্যাচার বুঝতে পারলাম, তখন সংকল্প করলাম, আমার তরবারিটা কোষমুক্ত করে তার ঘাড়ে আঘাত হানি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার একখানা হাদীস মনে পড়ে গেল, যেটি আমর ইব্‌নুল হুমুক আমাকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি-

مَنْ لَمِنَ رَجُلاً عَلَىْ نَفْسِهِ فَقَتَلَهُ' اُعْطِى لِوَاءُ الْغَدْرِيَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

'কেউ যদি কাউকে নিরাপত্তা প্রদান করে পরে তাকে হত্যা করে ফেলে, তাহলে কিয়ামতের দিন তাকে বিশ্বাসঘাতকতার ঝাণ্ডা প্রদান করা হবে।'

ইমাম নাসায়ী, ইব্‌ন মাজাহ্ অন্য এক সূত্রে আবদুল মালিক ইব্‌ন উমাইর থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাঁদের ভাষ্য হল নিম্নরূপ-

مَنْ اَمِنَ رَجُلاً عَلَىٰ دَمِ فَقَتَلَهُ، فَأَنَا بَرِئٌ مِنَ الْقَاتِلِ وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ كَافِرًا ـ

'যে ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে প্রাণের নিরাপত্তা প্রদান করল, এবং পরে তাকে হত্যা করে ফেলল, তাহলে আমি হত্যাকারী থেকে দায়মুক্ত, নিহত ব্যক্তি কাফির হলেও।' এই হাদীসের সনদে মতবিরোধ রয়েছে।

ইব্‌ন উমর (রা)-কে বলা হয়েছিল, মুখতার মনে করছে, তার নিকট ওহী আসে। ইব্‌ন উমর (রা) বললেন, সে সত্য বলেছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন-

وَإِنَّ الشَّيَاطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ ـ

'শয়তান তার বন্ধুর প্রতি প্রত্যাদেশ করে।' (৬ : ১২১) ইব্‌ন আবূ হাতিম ইকরিমা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি মুখতার-এর নিকট গমন করলাম। সে আমাকে তার নিকট থাকতে দিল। সে রাতে আমার খোঁজ-খবর নিত। সে আমাকে বলল, আপনি বের হয়ে মানুষের সঙ্গে কথা-বার্তা বলুন। ইকরিমা বলেন, তার কথা অনুযায়ী আমি বের হলাম। এক ব্যক্তি বলল, আপনি ওহীর ব্যাপারে কী বলেন ? আমি বললাম, ওহী দুই প্রকার। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران[১] ـ

'নিশ্চয়ই আমি তোমার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করছি, ওহীর মাধ্যমে তোমার নিকট এই কুরআন প্রেরণ করে।' (১২ : ৩)

وكذالك جعلنا لكل نبى عدوا شياطين الانس والجن لوحى بعضهم الى بعض زخرف القول عزورا ـ

'এরূপে আমি মানব ও জিনের মধ্যে শয়তানদেরকে প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছি, প্রতারণার উদ্দেশ্যে তাদের একে অন্যকে চমকপ্রদ বাক্য দ্বারা প্ররোচিত করে। (৬ : ১১২)

ইকরিমা বলেন, ফলে তারা আমাকে ধরে ফেলতে উদ্যত হয়। আমি বললাম, তোমরা একী করছ ? আমি তো তোমাদের মুফতী ও মেহমান। ফলে তারা আমকে ছেড়ে দেয়। ইকরিমা মুখতারকে উপেক্ষা করতে এবং তার উপর ওহী নাযিল হওয়ার দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন।

আনীসা বিন্‌ত যায়দ ইবনুল আরকাম থেকে তাবারানী বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, তাঁর পিতা মুখতার ইবন আবূ উবাইদ-এর নিকট গমন করেন। তখন মুখতার তাকে বললেন, হে আবূ আমির ! আমি যদি জিবরাঈল ও মীকাঈলকে দেখে ধন্য হতাম ! জবাবে যায়দ তাকে বললেন, তুমি ব্যর্থ হও এবং ধ্বংস হও। তুমি আল্লাহ্‌র নিকট এর চেয়ে অনেক তুচ্ছ। তুমি মিথ্যাবাদী, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি মিথ্যা আরোপকারী।

ইমাম আহমাদ ইসহাক ইব্‌ন ইউসুফ ইব্‌ন 'আউফ আস সিদ্দীক আন নাজী থেকে বর্ণনা করেছেন, ইব্‌ন আউফ বলেন, আসমা বিন্‌ত আবূ বকর আস সিদ্দীক-এর পুত্র আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইর (রা)-কে হত্যা কারার পর হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ আসমা (র)-এর রিকট গমন করে

---

১. এখানে মূল গ্রন্থে মুদ্রণ বিভ্রাট রয়েছে। মুদ্রিত আছে, انا اوحينا اليك هذا القران

বললেন, আপনার পুত্র এই ঘরটিতে নাস্তিকতার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। ফলে আল্লাহ্ তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করিয়েছেন এবং তার সঙ্গে যা করবার তা করেছেন। আসমা বিন্‌ত আবূ বকর (রা) বললেন, আপনি মিথ্যা বলেছেন। সে পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারকারী ছিল। রোযা পালনকারী ও রাত জেগে ইবাদাতকারী ছিল। আল্লাহ্‌র শপথ! রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে বলে গেছেন যে, অদূর ভবিষ্যতে ছাকীফ গোত্র থেকে দু'জন মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব ঘটবে, যাদের শেষের জন প্রথম জন অপেক্ষা নিকৃষ্ট হবে। সে হবে ধ্বংসকারী।

ইমাম আহমাদ এ হাদীসটি এই সনদে ও এই ভাষ্যে বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ্-এ উক্‌বা ইব্‌ন মুকারিম আল আম্মী আল বাসারী, সূত্রে আসমা বিন্‌ত আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, ছাকীফ গোত্রে এক মিথ্যাবাদী ও একজন ধ্বংসকারী আছে। এ হাদীসে তেহাত্তর হিজরীতে হাজ্জাজ কর্তৃক আসমা-পুত্র আবদুল্লাহ্‌কে হত্যা করার দীর্ঘ কাহিনী উল্লেখ রয়েছে, যার বিবরণ পরে আসছে। বায়হাকী এ হাদীসটি দালায়িলুন্নুবুওয়া গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আলিমগণ উল্লেখ করেছেন যে, কায্‌যাব (মিথ্যাবাদী) হলো মুখাতর ইব্‌ন আবূ উবাইদ। সে নিজেকে প্রকাশ করত শীয়া বলে আর তলে তলে ছিল গণক। সে ঘনিষ্ঠজনদের মাঝে দাবী করত কিনা, তা আমি জানি না। তার জন্য একখানা চেয়ার রাখা ছিল, যেটিকে সম্মান করা হত এবং খচ্চরে করে বহন করা হত। চেয়ারখানাকে কুরআনে বর্ণিত বনী ইসরাঈলের তাবূত-এর ন্যায় গণ্য করা হত। লোকটি যে বিভ্রান্ত ও বিভ্রান্তকারী ছিল তাতে সন্দেহ নেই। আল্লাহ্ অপর একদল অত্যাচারী সম্প্রদায় দ্বারা প্রতিশোধ নিয়ে মুসলমানদেরকে তার কবল থেকে স্বস্তি দান করেন। যেমন, আল্লাহ্ তায়ালা বলেন ঃ

وَكَذَالِكَ نُوَلِّى بَعْضَ الظَّالِمِيْنَ بَعْضًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ –

'এভাবে আমি তাদের কৃতকর্মের জন্য জালিমদের একদলকে অন্যদলের বন্ধু করে থাকি। (৬ঃ১২৯)।

আর মুবীর অর্থ অধিক হত্যাকারী। তিনি হলেন আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান কর্তৃক নিয়োজিত ইরাকের গভর্নর হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ আছ-ছাকাফী, যিনি মুস'আব ইব্‌ন যুবাইর-এর হাত থেকে ইরাককে উদ্ধার করেছিলেন। একটু পরই এর বিবরণ আসছে।

ওয়াকিদী বলেন, মুখতার ইব্‌ন যুবাইর-এর প্রতি সমর্থন প্রকাশ করতে থাকেন। পরবর্তীতে মুস'আব সাতষট্টি হিজরীর শুরুতে বসরা আগমন করার পর যখন মুখতার তার বিরোধিতা প্রকাশ করল, তখন মুস'আব তার নিকট পৌঁছে তার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। মুখতার-এর প্রায় বিশ হাজার সৈন্য ছিল। সে মুস'আব-এর উপর একযোগে আক্রমণ করে তাকে পরাজিত করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুখতার-এর বাহিনী তার পক্ষ ত্যাগ করে মুস'আব-এর নিকট চলে যেতে শুরু করে এবং গণক ও মিথ্যাচারের অপরাধে তার থেকে প্রতিশোধ নিতে শুরু করে। এই অবস্থা দেখে মুখতার তার প্রাসাদে ফিরে যায়। মুস'আব তাকে সেখানে চার মাস যাবত অবরোধ করে রাখেন। তারপর সাতষট্টি হিজরী সনের চৌদ্দ রমযানে তাকে হত্যা করেন। বর্ণিত তথ্যমতে মুখতার-এর বয়স তখন সাতষট্টি বছর।

পরিচ্ছেদ

মুসআব ইব্‌ন যুবাইর যখন কূফার ক্ষমতা হাতে নেন, তখন তিনি ইবরাহীম ইবনুল আশতারকে তার নিকট চলে আসার জন্য সংবাদ পাঠান। অপরদিকে মারওয়ান তাঁর নিকট

যাওয়ার জন্য সংবাদ প্রেরণ করেন। বিষয়টা নিয়ে ইবনুল আশতার সমস্যায় পড়ে যান এবং সঙ্গীদের সঙ্গে পরামর্শ করেন যে, তিনি কার নিকট যাবেন। তারা তাদের নিজ শহর কূফা যাওয়ার ব্যাপারে একমত পোষণ করে। ফলে ইবনুল আশতার মুস'আব ইব্ন যুবাইর-এর নিকট গমন করেন। মুস'আব তাকে অনেক সম্মান করেন।

মুস'আব মুহাল্লাব ইব্ন আবূ সুফরাকে মাওসিলে জাযীরা, আযারবাইযান ও আরমেনিয়ার গবর্নর নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন। উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মা'মার যখন বসরা থেকে বের হন, তখন মুস'আব মুহাল্লাবকে বসরার শাসনকর্তা নিযুক্ত করে নিয়ে কূফায় অবস্থান করেন। তারপর এই বছরটা অতিক্রম হতে না হতে তার ভাই আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর তাকে বসরা থেকে পদচ্যুত করেন এবং তার স্থলে নিজ পুত্র হামযা ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইরকে বসরার গভর্নর নিযুক্ত করেন। হামযা ইব্ন আবদুল্লাহ্ ছিলেন সাহসী, দানশীল মিশুক মানুষ। কখনো তিনি এমন দান করতেন যে, কিছুই অবশিষ্ট রাখতেন না। আবার কখনো এমনভাবে হাত গুটিয়ে রাখতেন যে, তার মত কেউ হাত গুটিয়ে রাখে না। তার মস্তিষ্কের দুর্বলতা এবং কাজ-কর্মে তাড়াহুড়ার প্রবণতা প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। ফলে আহনাফ আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর তাকে বরখাস্ত করে আপন ভাই মুস'আব-এর হাতে কূফার ক্ষমতার পাশাপাশি বসরার ক্ষমতাও তুলে দেন।

ইতিহাসবিদগণ বলেছেন, হামযা ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর রাষ্ট্রীয় কোষাগারের বিপুল পরিমাণ সম্পদ নিয়ে বের হয়েছিলেন। ফলে মালিক ইব্ন মুসান্না তাকে বললেন, আমরা তোমাকে আমাদের সম্পদ নিয়ে যেতে দেব না। পরে উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন মা'মার-এর হস্তক্ষেপে তিনি নিবৃত্ত হন। হামযা ফিরে গিয়ে পিতার নিকট মক্কা যান নি। বরং সোজা মদীনা চলে যান। সেখানে সেই সম্পদগুলো কয়েক ব্যক্তির নিকট গচ্ছিত রাখেন। কিন্তু আহলে কিতাবের এক ব্যক্তি ছাড়া তাদের প্রত্যেকে আমানতে খিয়ানত করে এবং তা অস্বীকার করে। শুধু আহলে কিতাবের লোকটি তার আমানত সম্পদ তাকে ফিরিয়ে দেয়। পরবর্তীতে হামযার পিতা যখন তার কর্মকাণ্ডের কথা শুনতে পান। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্ তাকে ধ্বংস করুন। আমি তার দ্বারা বনূ মারওয়ানের উপর গৌরব করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সে পিছু হটে গেল। আবূ মিখনাফ বলেন, হামযা ইব্ন উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর পূর্ণ এক বছর বসরার শাসন করেছিলেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইব্ন জারীর বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর সে বছর হজ্জ পরিচালনা করেন। তখন কূফায় তাঁর ভাই মুস'আব এবং বসরায় পুত্র হামযা তাঁর গভর্নর ছিলেন। কেউ কেউ বলেন, বরং তার ভাই পূর্ণবার বসরা গিয়েছিলেন। খোরাসান ও পার্শ্ববর্তী শহরগুলোতে ইব্ন যুবাইর-এর গভর্নর ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাযিম আস-সুলামী। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

এ বছর শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যাঁরা ইনতিকাল করেন। তাঁরা হলেন অলীদ ইব্ন উকবা ইব্ন আবূ মু'আইত ও আবুল জুহ্ম। ইনিই সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত আম্বাজানিয়া পশমী চাদরওয়ালা ব্যক্তি। এবছর বিপুলসংখ্যাক মানুষ খুন হয়, যার বিবরণ দীর্ঘ।

৬৮ হিজরী সন

এ বছর আবদুল্লাহ্ তাঁর ভাই মুস'আবকে বসরার ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনেন। ফলে তিনি এসে বসরায় অবস্থান গ্রহণ করেন। এ বছর আবদুল্লাহ্ হারিছ ইব্ন আবূ রবী'আ আল মাখযূমী ওরফে কুবাকে কূফার এবং আবদুর রহমান ইবনুল আশ'আছকে বরখাস্ত করে জাবির ইবনুল আসওয়াদ আয যুহরীকে মদীনার গভর্নর নিযুক্ত করেন। আবদুর রহমান ইবনুল আশ'আছকে বরখাস্থ করার কারণ ছিল এই যে তিনি সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাবকে ষাটটি বেত্রাঘাত করেছিলেন। তার কারণ তিনি সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (রা) থেকে ইব্ন যুবাইর-এর পক্ষে বায়'আত নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সাঈদ তাতে অস্বীকৃতি জানাল। সে কারণে তিনি তাকে প্রহার করেন। এই অপরাধে ইব্ন যুবাইর তাঁকে পদচ্যুত করেন। আর এ বছর রোমরাজ কনষ্টাটাইনের পুত্র নিজ শহরে মৃত্যুবরণ করেন। এ বছরই আযারিকার ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল ঘটনাটি নিম্নরূপ-

মুস'আব পারস্যের সীমান্তবর্তী এলাকার শাসনক্ষমতা থেকে মুহাল্লাব ইব্ন আবূ সুফরাকে বরখাস্ত করেন। তিনি জনগণের উপর অত্যাচার করতেন। তাকে তিনি দ্বীপাঞ্চলের গভর্নর নিযুক্ত করেন। মুহাল্লাব আযারিকা গোত্রের উপর অত্যাচার করতেন, তার স্থলে মুস'আব উমর ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মা'মারকে পারস্যের গভর্নর নিযুক্ত করেন। ফলে উমর ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ যুদ্ধ করে তাদেরকে কাবু করে ফেলেন ও তাদেরকে পরাজিত করলেন। তারা তাদের নেতা যুবাইর ইব্ন মাহূয-এর সঙ্গে ছিল। কিন্তু তাকে ফেলে রেখেই তারা ইসতাখারের দিকে পালিয়ে গেল। উমর ইব্ন উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন মা'মার ধাওয়া করে তাদের বিপুলসংখ্যক লোককে হত্যা করেন। কিন্তু তারা তার পুত্রকে হত্যা করে। তারপর দ্বিতীয়বারের মত তিনি তাদের উপর জয়লাভ করেন আর তারা ইস্পাহান ও তার আশ-পাশের এলাকায় পালিয়ে যায়। সেখানে তারা শক্তি সঞ্চয় করে এবং তাদের সংখ্যা ও উপকরণ বৃদ্ধি পায়। এবার তারা বসরা অভিমুখে রওয়ানা হয়। তারা উমর ইব্ন উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন মা'মারকে পেছনে ফেলে পারস্যের কোন এক শহর অতিক্রম করে চলে যায়। মুস'আব যখন তাদের আগমন সংবাদ শুনতে পেলেন, তখন তিনি ঘোড়ায় চড়ে জনতার মাঝে বেরিয়ে পড়নে এবং বিদ্রোহীদেরকে শহর অতিক্রম করার সুযোগ দানের জন্য উমর ইব্ন উবাইদুল্লাহ্কে তিরস্কার করতে শুরু করেন।

ওদিকে উমর ইব্ন উবাইদুল্লাহ্ ঘোড়ায় আরোহণ করে তাদের পেছন পেছন চলতে শুরু করেন। বিদ্রোহীরা যখন জানতে পারল যে, মুস'আব তাদের সম্মুখে আর উমর ইব্ন উবাইদুল্লাহ্ তাদের পেছনে, তখন তারা গতি পরিবর্তন করে মাদায়িন অভিমুখে রওয়ানা হয়। তারা নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করতে ও গর্ভবতী মহিলাদের পেট চিরে ফেলতে শুরু করে এবং এমন অপকর্ম করতে শুরু করে যা তাদের ছাড়া আর কোন গোষ্ঠী করে নি। ফলে কূফার নায়েব হারিছ ইব্ন আবূ রবী'আ কূফার জনগণ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের একদলকে নিয়ে ইবনুল আশতার ও শাবছ ইব্ন রিবয়ী যাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাদের বিরুদ্ধে অভিযানে রওয়ানা হন। তারা যখন আস-সিরাত পুলের নিকট গিয়ে পৌঁছে তখন বিদ্রোহীরা তার ও তাদের মধ্যখানে পুলটা ভেঙে ফেলে। কিন্তু দলের আমীর পুলটি পুনরায় নির্মাণ করার নির্দেশ প্রদান

করেন। ফলে বিদ্রোহীরা পালিয়ে যায়। এবার আবদুর রহমান ইব্‌ন মিখনাফ ছয় হাজার সৈন্য নিয়ে তাদের পেছনে ধাওয়া করেন। ধাওয়া খেয়ে কূফা হয়ে পুণরায় ইস্পাহান চলে যায়। আবদুর রহমান ইব্‌ন মিখনাফ যুদ্ধ না করেই তাদের ছেড়ে ফিরে আসেন। তারা পুনরায় এগিয়ে এসে আত্তাব ইব্‌ন ওয়ারাকাকে জিয়া নগরীতে একমাস পর্যন্ত অবরুদ্ধ করে রাখে। তারা মানুষের জীবনযাত্রা অচল করে দেয়। অগত্যা জনতা বেরিয়ে এসে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারা যুদ্ধ করে তাদেরকে পরাজিত করল, তাদের আমীর যুবাইর ইব্‌ন মাহূযকে হত্যা করে ফেলল এবং তাদের ছাউনীতে যা কিছু ছিল সব গনীমত হিসেবে নিয়ে নিল। বিদ্রোহী খারিজীরা কাতারী ইবনুল ফুজা'আকে তাদের আমীর নিযুক্ত করে নেয় এবং আহওয়ায শহরের দিকে রওয়ানা হয়ে যায়। এদিকে মুস'আব ইব্‌ন যুবাইর মুহাল্লাব আবূ সুফরার নিকট সে সময় তিনি মাওসিলে অবস্থান করছিলেন-পত্র লিখেন, যেন তিনি বিদ্রোহদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য রওয়ানা হয়ে যান। তিনি ছিলেন তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার ব্যাপারে অভিজ্ঞ। আর তার স্থানে ইবরাহীম ইবনুল আশতাকে মাওসিল পাঠিয়ে দেন। মুহাল্লাব আহওয়াযের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান। সেখানে তিনি বিদ্রোহীদের সঙ্গে আট মাস যাবত এমন লড়াই লড়েন, যেমনটি আর শোনা যায় নি।

ইব্‌ন জারীর বলেন, এ বছর সিরিয়ায় প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় ফলে দুর্বলতা ও আহার্য বস্তুর অভাবের কারণে মানুষ মুহাল্লাবের সঙ্গে যেতে পারে নি। ইব্‌ন জারীর বলেন, এ বছর উবাইদুল্লাহ্ ইবনুল হুর্‌র নিহত হন। লোকটির পরিচয় হল, তিনি একজন সাহসী মানুষ ছিলেন। তার কথায় পরিবেশ-পরিস্থিতি, সময়-কাল ও মত-অভিমত পাল্টে যেত। তার অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, তিনি বনূ উমাইয়া এবং যুবাইর বংশের কাউকে মান্য করতেন না। তিনি ইরাক প্রভৃতি শহরের বিভিন্ন জনপদে গমনাগমন করতেন এবং রাষ্ট্রীয় কোষাগারে যা পেতেন, নিয়ে নিতেন এবং দায়মুক্তি লিখিয়ে নিতেন। এসব সম্পদ তিনি নিজ সঙ্গী-সহচরদের মাঝে ব্যয় করতেন। খলীফা ও আমীরগণ তার প্রতি সেনা অভিযান প্রেরণ করলে তারা সংখ্যায় কম হোক কিংবা বেশী হোক, তাদেরকে তাড়িয়ে দিতেন ও পরাজিত করতেন। এ অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, মুস'আব ইব্‌ন যুবাইর এবং তার ইরাকের গভর্নরগণ তাকে সমীহ করে চলতে শুরু করেন। এক পর্যায়ে তিনি আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানের নিকট যান। আবদুল মালিক তাকে দশজন লোকসহ কূফায় প্রেরণ করেন। তিনি তাঁকে বললেন, আপনি কূফায় গিয়ে জনগণকে জানিয়ে দিন যে, শীঘ্রই তাদের নিকট বাহিনী আসছে। কিন্তু আবদুল মালিক গোপনে তার ভাইদের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন। সংবাদটা তিনি কূফার আমীর হারিছ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌র গোচরে দেন। হারিছ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ উবাইদুল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে বাহিনী প্রেরণ করেন। তারা তার অবস্থানস্থলেই তাকে হত্যা করে ফেলেন এবং তার মাথাটা প্রথমে কূফা এবং পরে বসরা নিয়ে যায়। মানুষ তার নিপীড়ন থেকে মুক্তি লাভ করে।

এ বছর আবাফার ময়দানে পৃথক পৃথক চারটি ঝাণ্ডা পরিলক্ষিত হয়, যার প্রত্যেকটি ছিল অপরটি থেকে আলাদা। একটি সহচর বেষ্টিত মুহাম্মদ ইব্‌ন হানাফিয়্যার। দ্বিতীয়টি নাজ্‌দা হারুরী (খারিজী) ও তার সঙ্গীদের। তৃতীয়টি বনূ উমাইয়্যার। চতুর্থটি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইর-এর। সর্বপ্রথম যিনি নিজের ঝাণ্ডা ফেরত দেন, তিনি হলেন ইবনুল হানাফিয়্যা। তারপর নাজ্‌দা। তারপর বনূ উমাইয়্যা। তারপর ঝাণ্ডা ফেরত দেন ইব্‌ন যুবাইর। তারপর তার সঙ্গে সকল মানুষ। যারা ইব্‌ন যুবাইর-এর ঝাণ্ডা ফেরত প্রদানে অপেক্ষায় অপেক্ষমান ছিলেন,

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) ছিলেন তাঁদের অন্যতম। কিন্তু তিনি ঝাণ্ডা প্রদানে বিলম্ব করেন। ফলে উমর (রা) বললেন, বিলম্ব করে তিনি জাহেলী যুগের ঝাণ্ডা ফেরত দানের সাদৃশ্য করলেন। অবশেষে ইব্ন উমর-এর ঝাণ্ডা প্রদানের পর ইব্ন যুবাইর ঝাণ্ডা প্রদান করলেন।

এবছর মানুষ পরস্পর সংঘর্ষ থেকে বিরত থাকে। ফলে তাদের মধ্যে কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয় নি। এ বছর ইব্ন যুবাইর-এর নিয়োজিত মদীনার গভর্নর ছিলেন জাবির ইবনুল আসওয়াদ ইব্ন 'আউফ আয যুহ্রী। কূফা ও বসরার গভর্নর ছিলেন ইব্ন যুবাইর-এর ভাই মুস'আব। সিরিয়া ও মিশরের আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

এবছর যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ইনতিকাল হয়

আবদুল্লাহ্ ইয়াযীদ আল আওসী, যিনি হুদায়বিয়ায় উপস্থিত ছিলেন। আবদুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ ইব্ন আবদে ইয়াগুছ উমর ইবনুল খাত্তাব-এর ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইবনুল খাত্তাব আল আবদী, যিনি নবী করীম (সা)-কে পেয়েছিলেন এবং সত্তর বছর বয়সে মদীনায় ইনতিকাল করেন। আবদুর রহমান ইব্ন হাস্সান ইব্ন ছাবিত আল আনসারী বিশিষ্ট সাহাবী 'আদী ইব্ন হাতিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ ইব্ন ইমরুল কাইস, যিনি প্রথমে মক্কায় ও পরে কুমিসিয়ায় বসবাস করেন। বিশিষ্ট সাহাবী আরকাম ইব্ন যাইদ (রা)।

এবছর তরজমানুল কুরআন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর ইনতিকাল করেন

তিনি হলেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব ইব্ন হাশিম ইব্ন আব্দ মানাফ ইব্ন কুসাই আবুল আব্বাস আল-হাশেমী। রাসূল (সা)-এর চাচাতো ভাই। এই উম্মতের জ্ঞানের সাগর। আল্লাহ্র কিতাবের ব্যাখ্যাকারী ও মুখপাত্র। তাঁকে 'আল হিবরু' (জ্ঞানী) এবং 'আল-বাহরু' (জ্ঞানের সাগর) বলা হত। তিনি রাসূল (সা) থেকে এবং সাহাবী থেকেও অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবার তাঁর থেকে অনেক সাহাবী ও তাবেঈন হাদীস গ্রহণ করেছেন। ইলমের গভীরতা, প্রজ্ঞার আধিক্য, জ্ঞানের পরিপূর্ণতা, মর্যাদার ব্যাপকতা এবং বংশের আভিজাত্যের কারণে তিনি এমন কিছু একক গুণে গুণান্বিত, যার সমাহার তিনি ব্যতীত অন্য কোন সাহাবীর মধ্যে নেই। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তিনিও আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

তাঁর মা হলেন উম্মুল মু'মিনীন মাইমুনা বিনতুল হারিছ-এর বোন উম্মুল ফজল বিন্তুল হারিছ আল-হিলালিয়া। তিনি হলেন আব্বাসী খলীফাগণের পূর্ব-পুরুষ এবং আব্বাসের ঔরসজাত ও উম্মুল ফজল-এর গর্ভজাত দশ ভাই-এর অন্যতম। জন্মের দিক থেকে তিনি তাদের সর্বকনিষ্ঠ। তারা প্রত্যেকে একজন অপরজন থেকে দূর-দূরান্ত শহরে ইনতিকাল করেছেন। এ সংক্রান্ত আলোচনা পরে আসছে।

মুসলিম ইব্ন খালিদ আয-যানজী আল মাক্কী বর্ণনা করেছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন, রাসূল (সা) যখন (আবূ তালিবের) গিরি সংকটে অবস্থান করছিলেন,তখন আমার পিতা রাসূল (সা)-এর নিকট এসে বললেন,হে মুহাম্মদ ! উম্মুল ফজল তো গর্ভধারণ করে ফেলেছে দেখছি। তিনি বললেন, আশা করি আল্লাহ্ আপনাদের চোখ শীতল করবেন। ইব্ন

আব্বাস বলেন, পরবর্তীতে আমার মা যখন আমাকে প্রসব করলেন, তখন আমার পিতা রাসূল (সা)-এর নিকট আসলেন। আমি তখন ছেঁড়া কাপড় পেঁছানো। তিনি তাঁর মুখের লালা দ্বারা আমাকে তাহনীক (মিষ্টিমুখ) করলেন। মুজাহিদ বলেন, রাসূল (সা) নিজের লালা দ্বারা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস ব্যতীত অন্য কাউকে 'তাহনীক' করেছেন বলে আমি জানি না। অপর এক বর্ণনায় আছে , আব্বাস (রা)-এর বক্তব্যের জবাবে রাসূল (সা) বলেছিলেন, আশা করি আল্লাহ্ একটি পুত্র সন্তান দ্বারা আমাদের মুখ উজ্জ্বল করবেন। অবশেষে উম্মুল ফজল আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাসকে প্রসব করেন। আমর ইব্‌ন দীনার থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, ইব্‌ন আব্বাস হিজরতের বছর জন্মগ্রহণ করেন। ওয়াকিদী শু'বা সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, আমি হিজরতের তিন বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছি। আমরা তখন গিরি সংকটে অবস্থান করছিলাম। আর রাসূল (সা) যখন ইনতিকাল করেন আমি তখন তের বছর বয়সের বালক। ওয়াকিদী তারপর বলেন, এ ব্যাপারে আলিমদের মাঝে কোন মতবিরোধ নেই। তিনি দলীল উপস্থাপন করেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস বিদায় হজ্জের বছর বালেগ হওয়ার কাছাকাছি বয়সে উপনীত হয়েছিলেন। সহীহ্ বুখারীতে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, রাসূল (সা) যখন ইনতিকাল করেন,আমি তখন খত্‌নাকৃত। আর সে সময়কার মানুষ বালেগ না হওয়া পর্যন্ত ছেলেদের খতনা করতেন না। শু'বা, হিশাম ও ইব্‌ন আওয়ালা আবূ বিশর ও সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূল (সা) যখন ইনতিকাল করেন তখন আমি খত্‌নাকৃত দশ বছরের বালক। হিশাম অতিরিক্ত বলেছেন, আর আমি রাসূল (সা)-এর যুগে মুহকাম-এর সংকলন করেছি। আমি বললাম, মুহকাম আবার কী ? তিনি বললেন, মুফাস্‌সাল।

আবূ দাউদ তায়ালিসী শু'বা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস বলেছেন, রাসূল (সা) যখন ইনতিকাল করেন, তখন আমি খত্‌নাকৃত পনের বছরের বালক। এ বর্ণনাটিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমের একটি হাদীস এই বক্তব্যকে সমর্থন করে। সেটি যুহরী ও উবাইদুল্লাহ্ সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে মালিক বর্ণনা করেছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন, একদিন আমি একটি উষ্ট্রিতে আরোহণ করে গমন করি। তখন আমি বালেগ হওয়ার কাছাকাছি পর্যায়ে উপনীত হয়েছি। রাসূল (সা) তখন মিনায় উন্মুক্ত স্থানে নামাযের ইমামতি করছিলেন। আমি একটি সারির সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করি। তারপর নেমে আমি উষ্ট্রীটিকে ঘাস খাওয়ার জন্য ছেড়ে দেই এবং নিজে সারির মধ্যে ঢুকে পড়ি। কিন্তু আমার এ আচরণের জন্য কেউ আপত্তি উত্থাপন করেন নি।

সহীহ্ বুখারীতে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে অপর একটি হাদীস বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, আমি ও আমার মা 'মুসতায'আফদের (দুর্বল) অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। মা ছিলেন নারী সমাজের আর আমি ছিলাম বালক শ্রেণীর। তিনি মক্কা জয়ের সময় তাঁর পিতার সঙ্গে হিজরত করেছিলেন। ঘটনাক্রমে জুহফায় রাসূল (সা)-এর সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি তখন মক্কা জয় করার জন্য যাচ্ছিলেন। এভাবে তিনি অষ্টম হিজরীতে মক্কা জয়, হুনাইন ও তায়িফ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। কেউ কেউ বলেন, নবম হিজরীতে। আর বিদায় হজ্জ অনুষ্ঠিত হয় দশম হিজরীতে। তখন থেকেই তিনি নবী করীম (সা)-এর সাহচর্য লাভ করেন, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকেন, তাঁর থেকে শিক্ষা লাভ করেন এবং বাণী, কর্ম ও অবস্থাদি সংরক্ষণ করেন। নিজের প্রখর জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও সাহাবীগণ থেকে মহান শিক্ষা, ভাষার বালাগাত, (অলংকার) ফাসাহাত,

(বাগ্মিতা) সৌন্দর্য, লালিত্য, বিশুদ্ধতা ও সুন্দর উপস্থাপনা শিক্ষা লাভ করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার জন্য দু'আ করেছেন। যেমন, এ সংক্রান্ত কয়েকটি বিশুদ্ধ হাদীসে বলা হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ্ (সা) ইব্ন আব্বাস (রা)-এর জন্য দু'আ করেছেন, যেন আল্লাহ্ তাঁকে ব্যাখার জ্ঞান এবং দীনের বুঝ দান করেন। যুবাইর ইব্ন বাক্কার বর্ণনা করেছেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেছেন, উমর (রা) আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-কে ডেকে পাঠাতেন এবং তাঁকে নিজের কাছে বসাতেন ও বলতেন, আমি দেখেছি, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন তোমাকে ডেকে তোমার মাথায় হাত বুলিয়েছেন ও তোমার মুখে লালা দিয়েছেন এবং বলেছেন ঃ 'হে আল্লাহ্! একে তুমি দীনের বুঝ দান কর এবং ব্যাখ্যা করার জ্ঞান দান কর।' একই সূত্রে বর্ণিত অপর এক হাদীসে আছে, রাসুলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, 'হে আল্লাহ্! তুমি এর মধ্যে বরকত দান কর এবং এর দ্বারা (দীনের) প্রসার ঘটাও।'

হাম্মাদ ইব্ন সালামা বর্ণনা করেছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ আমি আমার খালা মাইমূনার ঘরে রাতযাপন করি। রাতে আমি নবী করীম (সা)-এর জন্য পানি রেখে দেই। তা দেখে নবী করীম (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটা কে রাখল ? লোকেরা বলল, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস। নবী করীম (সা) বললেন ঃ 'হে আল্লাহ্ ! তুমি তাঁকে ব্যাখ্যা করার জ্ঞান দান কর।' ইব্ন খাইছাম থেকে এ হাদীসটি হুবহু এভাবে আরো অনেকে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমাদ আবদুল্লাহ্ ইব্ন বাকর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ আমি শেষ রাতে পেছনে দাঁড়িয়ে নামায পড়ি। তিনি আমাকে টেনে নিয়ে নিজের পাশাপাশি দাঁড় করান। কিন্তু যখন তিনি নামাযে নিমগ্ন হন, তখন আমি পেছনে সরে আসি। নামায সমাপ্ত করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, কী ব্যাপার ! আমি তোমাকে আমার পার্শ্বে এনে দাঁড় করাচ্ছি আর তুমি পেছনে সরে যাচ্ছ ? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি আল্লাহ্র মর্যাদাসম্পন্ন রাসূল। আপনার বরাবর দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা কি কারো পক্ষে শোভা পায়। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এ কথায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুগ্ধ হন। ফলে তিনি আমার জন্য আল্লাহ্র নিকট দু'আ করেন, তারপর আমি দেখলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘুমিয়ে পড়লেন। এমনকি আমি তাঁর নিশ্বাস শুনেছি। তারপর বিলাল এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ! নামায ! শুনে তিনি উঠে গেলেন এবং নামায আদায় করলেন পুনরায় ওযূ করলেন না।

ইমাম আহমাদ প্রমুখ হাশিম ইবনুল কাসিম ও ওয়ারাকা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন , আমি উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ ইয়াযীদকে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) শৌচাগারে প্রবেশ করলে আমি তাঁর জন্য পানি রেখে দিলাম। বের হয়ে তিনি বললেন, হে আল্লাহ্ ! এটা কে রাখল ? তুমি তাঁকে দীনের বুঝ দান কর এবং তাঁকে ব্যাখ্যা শিক্ষা দাও।

ছাওরী প্রমুখ লাইছ ও আবূ জাহজাম মূসা ইব্ন সালিম সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) জিবরীলকে দেখেছেন। অপর বর্ণনায় আছে, তিনি তাঁর জন্য দু'বার ইল্মের জন্য দু'আ করেছেন।

দারু কুতনী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন, আমি জিবরীলকে দু'বার দেখেছি এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার জন্য দু'বার ইল্মের দু'আ করলেন। দারু কুতনী বলেছেন, এ হাদীসটি আবূ ইসহাক সুবাইয়ী ও ইকরিমা সূত্রে বর্ণিত হওয়ার কারণে গরীব

পর্যায়ের। আবূ মালিক আন-নাখয়ী আবদুল মালিক ইব্ন হুসাইন থেকে এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমাদ হাশিম সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, হে আল্লাহ্ ! একে তুমি হিকমত শিক্ষা দাও। ইমাম আহমাদ ইসমাঈল ইব্ন উলাইয়া, খালিদ আল-হায্যা ও ইকরিমা সূত্রেও ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে তাঁর সঙ্গে জড়িয়ে ধরে বললেন, হে আল্লাহ্ ! একে তুমি কিতাব শিক্ষা দাও। ইমাম বুখারী, তিরমিযী, নাসায়ী এবং ইব্ন মাজাহ ও ইকরিমা সূত্রে বর্ণিত খালিদ ইব্ন আবূ মিহরান-এর বরাতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ্।

ইমাম আহমাদ আবূ সাঈদ সুত্রে বর্ণনা করেছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, হে আল্লাহ্ ! তুমি ইব্ন আব্বাসকে হিকমত দান কর এবং তাঁকে ব্যাখ্যা শিক্ষা দাও। ইমাম আহমাদ এককভাবে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইকরিমা সূত্রে একাধিক রাবী হাদীসটি হুবহু বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ ইকরিমা থেকে মুরসাল সূত্রেও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে মুত্তাসিল হওয়াই সঠিক। একাধিক তাবেঈও ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আমীরুল মু'মিনীন আল-মাহ্দী-এর পিতা ও আমীরুল মু'মিনীন আল-মানসূর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, হে আল্লাহ্ ! তুমি তাঁকে কিতাব শিক্ষা দান কর এবং তাঁকে দীনের বুঝ দান কর।

ইমাম আহমাদ আবূ কামিল ও 'আফ্ফান সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন, আমি আমার পিতার সঙ্গে রাসূল (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। সে সময় তাঁর নিকট এক ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে কানে কানে কথা বলছিলেন। 'আফ্ফান বলেন, রাসূল (সা) যেন আব্বাসকে উপেক্ষা করছিলেন। ফলে আমরা তাঁর নিকট থেকে বেরিয়ে এলাম। আব্বাস বললেন, তুমি কি তোমার চাচাতো ভাইকে দেখেছ, যেন তিনি আমাকে উপেক্ষা করলেন ? আমি বললাম, তাঁর নিকট একজন লোক ছিল, যে তাঁর সঙ্গে কানে কানে কথা বলছিল। 'আফ্ফান বলেন, আব্বাস বললেন, তাঁর নিকট কেউ ছিল নাকি ? আমি বললাম হ্যাঁ। শুনে তিনি আবার গেলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এই একটু আগে আপনার নিকট কেউ ছিল কি ? আবদুল্লাহ্ বলল, আপনার নিকট নাকি একজন লোক ছিল, যে আপনার সঙ্গে কানে কানে কথা বলছিল। নবী করীম (সা) বললেন, তাঁকে দেখেছ নাকি হে আবদুল্লাহ্ ? ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আমি বললাম জী হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তিনি ছিলেন জিবরীল (আ)। ইমাম আহমাদ মাহ্দীর সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তাতে আছে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইব্ন আব্বাসকে বললেন, শুনে রাখ, অদূর ভবিষ্যতে তোমার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। বাস্তবেও তা-ই হয়েছিল। ইমাম আহমাদ অন্য সূত্রেও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর জিবরীল (আ)-কে দেখার অপর বর্ণনা

কুতায়বা যথাক্রমে দারাওয়ারদী, ছাওর ইব্ন ইয়াযীদ ও মূসা ইব্ন মাইসারা সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, আব্বাস (রা) তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ্কে কোন এক প্রয়োজনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট প্রেরণ করেছিলেন। ইব্ন আব্বাস (রা) তাঁর নিকট এমন এক ব্যক্তিকে দেখতে পেয়ে ফিরে আসলেন এবং সেই লোকটির উপস্থিতির কারণে নবী করীম (সা)-এর সঙ্গে কথা

বললেন না। পরে আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আমার পুত্রকে পাঠিয়েছিলাম। সে আপনার নিকট এক ব্যক্তিকে পেল। সে কারণে আর আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারেনি। ফলে সে ফিরে যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, 'জানেন চাচা লোকটি কে ?' তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তিনি জিবরীল। আর আপনার ছেলে তাঁর দৃষ্টিশক্তি না হারিয়ে ইনতিকাল করবে না এবং তাঁকে ইল্‌ম দান করা হবে। সুলাইমান ইব্‌ন বিলাল ছাওর ইব্‌ন ইয়াযীদ থেকেও হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তার আরো একটি সূত্র আছে। উল্লেখ্য, ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর ফাযায়িল বিষয়ে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যকার কিছু হাদীস অত্যন্ত মুনকার (অগ্রহণযোগ্য)। এ জাতীয় অনেক হাদীস থেকে আমরা হাত গুটিয়ে নিয়েছি এবং সেসব বাদে যেসব হাদীস যথেষ্ট, আমরা সে গুলোই উল্লেখ করেছি।

আবূ আবদুল্লাহ্ আল-হাফিজ সূত্রে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের পর আমি এক আনসার ব্যক্তিকে বললাম, চল আমরা রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সাহাবীদেরকে (বিভিন্ন বিষয়) জিজ্ঞাসা করি। এখনও তারা অনেকে রয়েছেন। লোকটি বলল, কী আশ্চর্য হে ইব্‌ন আব্বাস ! আপনি কি মনে করেন যে, আল্লাহ্‌র রাসূলের এত সাহাবী থাকতে মানুষ আপনারই শরণাপন্ন হবে ? ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, এই বলে লোকটি কেটে পড়ল আর আমি রাসূলুল্লাহ্‌র (সা)-এর সাহাবীদেরকে জিজ্ঞাসা করতে শুরু করলাম। যদি আমার নিকট কারো কাছে কোন হাদীস থাকার সংবাদ পৌঁছত আমি তাঁর দ্বারে চলে যেতাম। এমন হত যে, তিনি তখন নিদ্রা যাচ্ছেন। তখন আমি গায়ের চাদরটা বিছিয়ে তাঁর দরজায় বসে পড়তাম। বাতাস ধুলা-বালি উড়িয়ে এনে আমার গায়ে ফেলত। এক সময় তিনি বের হতেন এবং আমাকে দেখে বলে উঠতেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূলের চাচার পুত্র ! আপনি এখানে কেন ? সংবাদ পাঠালে আমিই তো আপনার নিকট চলে যেতাম। আমি বলতাম, জী না, আমার-ই আপনার নিকট আগমন করার অধিক প্রয়োজন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, এবার আমি তাঁকে হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতাম। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, সেই আনসারী লোকটি বেঁচে ছিল। এমনকি সে আমাকে এমন অবস্থায় দেখতে পেয়েছে যে, আমার চারপার্শ্বে জড়ো হয়ে মানুষ আমাকে জিজ্ঞাসা করছে। ফলে সে বলত, 'এই যুবক আমা অপেক্ষা বুদ্ধিমান ছিল।'

মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল-আনসারী বর্ণনা করেছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ আমি রাসূল (সা)-এর অধিকাংশ ইল্‌ম এই আনসারী গোত্রের নিকট পেয়েছি। আমি তাদের অনেকের দরজায় শুয়ে কাটিয়েছি। অথচ, আমি যদি তাদের ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি চাইতাম তারা আমাকে অনুমতি দিতেন। কিন্তু এভাবে আমি তাদের সন্তুষ্টি কামনা করতাম।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন সা'দ বর্ণনা করেছেন যে, আবূ সালামা আল-হায্‌রামী বলেছেন, আমি ইব্‌ন আব্বাসকে বলতে শুনেছি, 'আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বড় বড় আনসার ও মুহাজির সাহাবীদের সঙ্গে সঙ্গে থাকতাম এবং তাঁদেরকে রাসূল (সা)-এর যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সে বিষয়ে কুরআনের আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতাম। আমি তাঁদের যাঁর নিকটই গমন করতাম, আমার গমনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা থাকার ফলে তিনি-ই তাঁর নিকট আমার গমনে আনন্দিত হতেন। এই ধারাবাহিকতায় আমি একদিন উবাই ইব্‌ন কা'বকে জিজ্ঞাসা করতে শুরু

করলাম, তিনি গভীর জ্ঞানের অধিকারী সাহাবীদের অন্যতম ছিলেন। কুরআনের কোন্ কোন্ সূরা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে ? জবাবে তিনি বললেন, সাতাশটি সূরা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। অবশিষ্ট সবগুলো সূরা মাক্কী।

আবদুর রায্যাক সূত্রে ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন যে, মা'মার বলেছেন, ইব্ন আব্বাস (রা)-এর অধিকাংশ ইল্ম তিন ব্যক্তি থেকে অর্জিত। তারা হলেন উমর, আলী ও উবাই ইব্ন কা'ব (রা)। তাউস ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন, আমি একটি বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ত্রিশজন সাহাবীকে জিজ্ঞাসা করতাম। মুগীরা শা'বী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, শা'বী বলেছেন, ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনি এই ইল্ম কোথা থেকে অর্জন করেছেন ? তিনি বললেন, 'অধিক প্রশ্নকারী জিহবা ও বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ অন্তর দ্বারা।' হযরত উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা) সম্পর্কে বর্ণিত, তিনি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে শীর্ষস্থানীয় সাহাবীদের সঙ্গে বসাতেন এবং বলতেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস কুরআনের কতই না ভালো ব্যাখ্যাতা। তিনি যখন আগমন করতেন, তখন উমর (রা) বলতেন, প্রৌঢ় যুবক, অধিক প্রশ্নকারী যবান এবং বিজ্ঞ অন্তরওয়ালা এসেছে।

সহীহ্ বুখারীতে বর্ণিত আছে, উমর (রা) সাহাবীদেরকে সূরা নাসর-এর প্রথম আয়াত اذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ এই আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করলেন। ফলে কেউ কেউ নিরব রইলেন কেউ কেউ এমন জবাব দিলেন, যা উমর (রা)-কে সন্তুষ্ট করতে পারে নি। তারপর তিনি ইব্ন আব্বাসকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ, এই আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। উমর (রা) বললেন, 'আয়াতটির ব্যাখ্যা আমি তা-ই জানি।' এভাবে হযরত উমর (রা) সকলের মাঝে ইব্ন আব্বাস (রা)-এর ব্যক্তিত্ব এবং ইল্ম ও বুঝ-বুদ্ধিতে তাঁর সুউচ্চ মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। হযরত উমর (রা) একবার ইব্ন আব্বাস (রা)-কে লাইলাতুল কদর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি চিন্তা গবেষণা করে অভিমত ব্যাক্ত করেন যে, লাইলাতুল কদর শেষ দশকের সপ্তম দিনে। উমর (রা) তাঁর এই অভিমতটি পছন্দ করেন। যেমনটি আমরা তাফসীরে উল্লেখ করেছি।

হাসান ইব্ন আরাফা বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উমর (রা) ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বললেন, 'তুমি এমন ইলম শিক্ষা লাভ করেছ যা আমরা শিখিনি।' আওযা'য়ী বলেছেন, উমর (রা) ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বললেন, 'নিশ্চয় তুমি আমাদের যুবকদের মাঝে চেহারায় সবচাইতে দীপ্তিমান, জ্ঞানে সর্বাপেক্ষা উত্তম এবং আল্লাহ্র কিতাবে সর্বাধিক বিজ্ঞ।'

মুজাহিদ শা'বী সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন, আমার পিতা আমাকে বললেন, উমর তোমাকে কাছে ডেকে নেয় এবং বড় বড় সাহাবীদের সঙ্গে বসায়। এ ক্ষেত্রে তুমি আমার তিনটি উপদেশ মনে রেখ। তুমি কক্ষনো তাঁর ভেদ ফাঁস করবে না। তাঁর নিকট কারো গীবত করবে না এবং মিথ্যা বলে নিজেকে পরীক্ষায় ফলবে না।' শা'বী বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বললাম, এর প্রতিটি উপদেশ এক হাজার দীনার অপেক্ষা উত্তম। জবাবে ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, বরং প্রতিটি দশ হাজার দীনার অপেক্ষা উত্তম।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন ফজল সূত্রে ওয়াকিদী বর্ণনা করেছেন যে, 'আতা ইব্ন ইয়াসার বলেছেন, উমর ও উসমান দু'জনই ইব্ন আব্বাস (রা)-কে ডেকে পাঠাতেন। তিনি বদরী সাহাবীদের সঙ্গে ভ্রমণ করতেন। তিনি উমর ও উসমান (রা)-এর খিলাফতকালে মৃত্যু পর্যন্ত ফতোয়া

প্রদান করতেন। গ্রন্থকারের মতে, তিনি সাতাশ হিজরী সনে ইব্ন আবূ সারহ্-এর সঙ্গে আফ্রিকা জয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

ইমাম যুহরী বর্ণনা করেছেন যে, হুসাইন বলেছেন, জামাল যুদ্ধের দিন আমার পিতা ইব্ন আব্বাস (রা)-কে দুই সারীর মধ্যখানে হাঁটতে দেখেছেন। তিনি বললেন, যে ব্যক্তির ইনারমত চাচাতো ভাই আছে, আল্লাহ্ তার চোখ শীতল করুন। তিনি আলী (রা)-এর সঙ্গে জামাল ও সিফ্ফীন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি বাম বাহুর আমীর ছিলেন। তাছাড়া তিনি আলী (রা)-এর সঙ্গে খারেজীদের সঙ্গে সংঘটিত যুদ্ধেও শরীক হয়েছিলেন। তিনি সেই ব্যক্তিবর্গের একজন ছিলেন। যারা হযরত আলী (রা)-কে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, আপনি হযরত মু'আবিয়া (রা)-কে সিরিয়ার গভর্নর নিযুক্ত করুন এবং শুরুতেই তাঁকে বরখাস্ত করবেন না। এমনকি আলী (রা)-এর বক্তব্যের জবাবে তিনি একথাও বলেছিলেন যে, যদি আপনি তাকে বরখাস্ত করা প্রয়োজন মনে করেন, তাহলে এক মাসের জন্য তাঁকে গভর্নর হিসাবে নিয়োগ দিন, তারপর আজীবনের জন্য বরখাস্ত করুন। কিন্তু আলী (রা) তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ ছাড়া সব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে যা ঘটবার ঘটে গেল। উপরে এ বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। পরবর্তীতে যখন দু'জন বিচারককে সালিশ নিয়োগ করার ব্যাপারে উভয় পক্ষ বিতর্কে লিপ্ত হল, ইব্ন আব্বাস (রা) তাঁকে আমর ইব্নুল আস-এর মোকাবিলা করার জন্য আলী (রা)-এর পক্ষ থেকে তাঁকে নিয়োগদানের দাবী জানালেন। কিন্তু মায্হাজ গোত্র ও ইয়ামামবাসী তাঁর দাবী প্রত্যাখ্যান করে বসল যে, আমরা আলী (রা)-এর পক্ষ থেকে আবূ মুসা আশ'আরী (রা) ব্যতীত অন্য কাউকে মানব না। দুই বিচারক সংক্রান্ত আলোচনা পূর্বে বিবৃত হয়েছে।

হযরত আলী (রা) ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বসরার গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি কয়েক বছর মানুষের জন্য হজ্জ পরিচালনা করেছিলেন। আরাফার ময়দানে তিনি হাজীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করেন। এক বর্ণনায় সূরা আন-নূর-এর তাফসীর পেশ করেছিলেন। উক্ত তাফসীর যারা শুনছিলেন তাদের একজন বলেছেন, 'হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) এমনভাবে তাফসীর করেছেন যে, যদি তা রোম, তুরস্ক ও দায়লামবাসী শুনত, তাহলে তারা অবশ্যই মুসলমান হয়ে যেত।' তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি লোকদের নিয়ে বসরায় 'আরাফাহ' উদযাপন করেন। তা এভাবে যে, তিনি সে রাতে মিম্বরে বসতেন এবং বসরার মানুষ তাঁর চারপার্শ্বে সমবেত হত। তারপর তিনি কুরআনের কোন অংশের তাফসীর করতেন এবং আসরের পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত ওয়াজ করতেন। তারপর মিম্বর থেকে নেমে লোকদের নিয়ে মাগরিবের নামায আদায় করতেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর আলিমগণ সে ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কোন কোন আলিম একাজকে অপছন্দ করেছেন এবং বলেছেন, এটা বিদ'আত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এটা করেন নি এবং ইব্ন আব্বাস (রা) ব্যতীত অন্য কোন সাহাবীও এ কাজ করে নি। আবার কেউ কেউ এই আমলকে মুস্তাহাব বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কেননা, এতে আল্লাহ্র যিকর এবং হাজীদের সাদৃশ্য বিদ্যমান।

ইব্ন আব্বাস (রা) কোন কোন ক্ষেত্রে হযরত আলী (রা)-এর সমালোচনা করতেন। তখন আলী (রা) সে বিষয়ে তাঁর মতই গ্রহণ করতেন। ইসমাঈল সূত্রে ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন যে, ইকরিমা বলেছেন, আলী (রা) ইসলাম ত্যাগকারী একদল লোককে আগুনে পুড়িয়ে ফেলেছেন। এ সংবাদ শুনে ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, যদি আমি হতাম তাহলে

তাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে মারতাম না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, 'তোমরা আল্লাহ্র শাস্তির অনুরূপ শাস্তি দিও না।' আমি বরং তাদেরকে হত্যা করতাম। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তাঁর দীনকে পরিবর্তন করে ফেলল, তাকে হত্যা কর।' এই সংবাদ পেয়ে আলী (রা) বললেন, ইব্ন আব্বাসকে আল্লাহ্ রহম করুন ! অন্য বর্ণনায় আছে, আলী (রা) বলেছেন, ইব্ন আব্বাসকে আল্লাহ্ রহম করুন ! সে সমস্যার গভীরে ডুব দিয়ে থাকে।' হযরত আলী (রা)-এর বদলাও নিয়েছিলেন। তা এভাবে যে, ইব্ন আব্বাস (রা)-এর অভিমত ছিল, মুত'আ বিবাহ জায়েয এবং এর বৈধতা অব্যাহত আছে। তা ছাড়া তিনি পোষা গাধা হালাল মনে করতেন। এর জবাবে আলী (রা) বললেন, 'তুমি বিভ্রান্ত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) খাইবারের দিন মুত'আ বিবাহ এবং পোষা গাধার গোশত নিষিদ্ধ করেছেন।' এ হাদীসটি সহীহ্ বুখারী মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। তার এক একটির ভাষ্য ভিন্ন ভিন্ন। তবে এটিই সর্বোত্তম। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

আবূ আবদুল্লাহ্ আল হাফিজ সূত্রে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, যে তিনি বলেছেন, আমি আবূ বকর ইব্নুল মুআম্মালকে বলতে শুনেছি, আমি শুনেছি, আবূ নাসূর ইব্ন আবূ রবী'আ বলেছেন, সা'সা'আ ইব্ন সাওহান বসরা থেকে আলী (রা) ইব্ন আবূ তালিব-এর নিকট আগমন করলে আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) তাঁকে ইব্ন আব্বাস (রা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। ইব্ন আব্বাস তখন আলী (রা) কর্তৃক নিয়োজিত বসরার গভর্নর। জবাবে সা'সা'আ বললেন, আমীরুল মু'মিনীন ! তিনি তিনটি বিষয় গ্রহণকারী ও তিনটি বিষয় বর্জনকারী। তিনি যখন কথা বলেন, তখন মানুষের অন্তরকে আকৃষ্ট করে ফেলেন। মানুষ যখন তাঁকে উদ্দেশ্য করে কথা বলে তিনি উত্তমরূপে তা শ্রবণ করেন এবং যখন তাঁর বিরোধিতা করা হয় তখন তিনি সহজতর পন্থাটা অবলম্বন করেন। আর তিনি বর্জন করেন বিবাদ, ইতর লোকদের সাহচর্য এবং নিজের সাফাই গাওয়া।

আবূ বকর ইব্ন আবূ সাবরা সূত্রে ওয়াকিদী বর্ণনা করেন যে, সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) বলেছেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা) অপেক্ষ অধিক বুদ্ধি সম্পন্ন, নির্ভেজাল জ্ঞানের অধিকারী, অধিক বিদ্যান ও ব্যাপক সহনশীল মানুষ আর কাউকে দেখিনি, আমি উমর (রা)-কে দেখেছি, তিনি তাঁকে জটিল জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য তলব করতেন এবং বলতেন, একটি জটিল বিষয় তোমার সম্মুখে উপস্থিত। তারপর তিনি তাঁর অভিমত উপেক্ষা করতেন না। অথচ তাঁর আশ-পাশে মুহাজির ও আনসারদের বদরী সাহাবীগণ বর্তমান থাকতেন।

আ'মাশ বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেছেন, ইব্ন আব্বাস (রা) যদি আমাদের বয়স পেতেন, তাহলে আমাদের একজনও তাঁর দশভাগের একভাগ হতে পারত না। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলতেন, ইব্ন আব্বাস কুরআনের কতইনা উত্তম ব্যাখ্যাতা।' ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, 'আল্লাহ্ মুহাম্মাদ (সা)-এর প্রতি যা নাযিল করেছেন, ইব্ন আব্বাস সে বিষয়ে সবচাইতে অধিক বিদ্বান ব্যক্তি।'

মুহাম্মাদ ইব্ন উমর সূত্রে মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ বর্ণনা করেন যে, যায়দ বলেছেন, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্-এর নিকট যখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর মৃত্যু সংবাদ পৌঁছে, তখন আমি তাঁকে হাতের উপর হাত মেরে বলতে শুনেছি, 'আজ সবচাইতে অধিক বিদ্বান ও সবচাইতে

অধিক সহনশীল লোকটির ইনতিকাল হল। তাঁর মৃত্যুতে জাতি এমন এক বিপদে আপতিত হল, যা থেকে উত্তরণ সম্ভব নয়।'

আবূ বকর ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হাযম থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) যখন ইনতিকাল করেন, তখন রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা) বললেন, আজ এমন এক ব্যক্তি ইনতিকাল করলেন, ইলমের দিক থেকে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যকার সকল মানুষ যাঁর মুখাপেক্ষী ছিল।

আবূ বকর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ সুব্রা সূত্রে ওয়াকিদী বর্ণনা করেছেন যে, ইকরিমা বলেছেন, আমি মু'আবিয়াকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্‌র শপথ ! মৃত ও জীবিতদের মধ্যে সবচাইতে প্রজ্ঞাবান লোকটি (আজ) মারা গেলেন !

ইব্‌ন আসাকির ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর আমি মু'আবিয়ার নিকট গমন করলাম। আর এটাই ছিল তাঁর ও আমার প্রথম সাক্ষাত। আমি দেখলাম, তাঁর নিকট অনেক লোকের সমাগম ঘটেছে। তিনি বললেন, ইব্‌ন আব্বাসকে স্বাগতম ! ফিতনা আমার ও এমন ব্যক্তির যার দূরত্ব আমার জন্য কষ্টকর এবং নৈকট্য আমার জন্য সর্বাধিক পছন্দনীয় মুখোমুখি করে দেয়নি। সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র, যিনি আলীকে মৃত্যুদান করেছেন। আমি তাকে বললাম, আল্লাহ্‌র ফায়সালার নিন্দাবাদ করা যায় না অন্য কথা বলা উত্তম। তারপর আমি তাকে বললাম, আমি ভাল মনে করছি, আপনি আমাকে আমার চাচাতো ভাই-এর পক্ষ থেকে ক্ষমা করে দিন আর আমিও আপনাকে আপনার চাচাতো ভাই-এর পক্ষ থেকে ক্ষমা করে দিই। তিনি বললেন, তা-ই হবে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) যখন লোকদেরকে নিয়ে হজ্জ পরিচালনা করলেন, তখন হযরত আয়েশা ও উম্মে সালামা (রা) বললেন, তিনি হজ্জ বিষয়ে সবচাইতে বিজ্ঞ ব্যক্তি। ইব্‌নুল মুবারক বর্ণনা করেন যে, শা'বী বলেছেন, যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা) বাহনে আরোহণ করলে ইব্‌ন আব্বাস (রা) তাঁর রিকাব ধরে রাখলেন। যায়দ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)-এর চাচাতো ভাই ! আপনি এমনটি করবেন না। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, আমরা আমাদের আলিমদের সঙ্গে এরূপ করার জন্যই নির্দেশিত হয়েছি। যায়দ বললেন, আপনার হাত দু'টো কোথায় ? ইব্‌ন আব্বাস (রা) তাঁর হাত দু'টো বের করলেন। যায়দ তাতে চুম্বন করলেন এবং বললেন, আমরাও আমাদের নবীর বাইতদের সঙ্গে এরূপ আচরণ করার জন্যই নির্দেশিত হয়েছি।

দাউদ ইব্‌ন আবূ হিন্দ সূত্রে ওয়াকিদী বর্ণনা করেছেন যে, সাইদ ইব্‌ন জুবাইর (রা) বলেছেন, আমি ইব্‌নুল মুসায়্যাবকে বলতে শুনেছি, ইব্‌ন আব্বাস (রা) সবচাইতে বিজ্ঞ ব্যক্তি।

আবদুর রহমান ইব্‌ন আবুয যিনাদ সূত্রে ওয়াকিদী বর্ণনা করেছেন যে, উবাইদল্লাহ্ ইব্‌ন উতবা বলেছেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) কয়েকটি গুণে সকল মানুষকে ছাড়িয়ে গেছেন। প্রথমত, ইলম, এ ক্ষেত্রে কেউ তাঁকে অতিক্রম করতে পারেনি। দ্বিতীয়ত, প্রজ্ঞা। এ ক্ষেত্রে মানুষ তাঁর অভিমত গ্রহণে বাধ্য ছিল। তৃতীয়ত, সহনশীলতা। চতুর্থত, বংশ। পঞ্চমত, কল্যাণকামিতা। নবী করীম (সা)-এর হাদীস, আবূ বকর, উমর ও উসমান (রা)-এর বিচার সম্পর্কে অভিজ্ঞ এবং সিদ্ধান্ত প্রদানে বিজ্ঞ, কাব্য,আরবী ভাষা, তাফসীরুল কুরআন, অংক এবং উত্তরাধিকার বণ্টন তাঁর চাইতে বেশী জ্ঞানী আর কাউকে আমি দেখিনি। অতীত বিষয়ে জ্ঞানী এবং সিদ্ধান্ত প্রদানে পরিপক্ক লোকও তাঁর চাইতে প্রাজ্ঞ আর কাউকে আমি দেখিনি। তিনি একদিন জলসা করতেন, ফিক্‌হ ব্যতীত অন্য কিছু আলোচনা করতেন না। একদিন আলোচনা করতেন

তাফসীর। একদিন শুধু যুদ্ধসমূহ। একদিন কবিতা এবং একদিন আরবের যুদ্ধ-বিগ্রহ। আমি কখনো এমন কোন আলিমকে দেখিনি, যিনি তার নিকট বসালেন আর তাঁর প্রতি বিনয়াবনত হননি। আর এমন একজন প্রশ্নকারীকে দেখিনি, যিনি জিজ্ঞাসা করে তাঁর নিকট ইল্ম পাননি। ইব্নুল মুসায়্যাব বলেন, অনেক সময় আমি তাঁর মুখ থেকে শুনে কবিতা মুখস্থ করেছি যা ত্রিশ পঙক্তি সম্বলিত। তিনি আবৃত্তি করতেন আর আমি মুখস্থ করতাম। হিশাম তাঁর পিতা উরওয়া থেকে থেকে বর্ণনা, করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর মত মানুষ কখনো দেখিনি। আতা বলেন ঃ আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর মাহফিল অপেক্ষা মূল্যবান তথা প্রজ্ঞাপূর্ণ ও প্রভাব বিস্তারকারী মাহফিল দ্বিতীয়টি দেখিনি। কুরআনের বিশেষ জ্ঞান সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করতেন। কাব্য বিশারদগণ তাঁর নিকট জানতে চাইতেন। এভাবে প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষ জ্ঞানের প্রশস্ততম উপত্যকায় বিচরণের সুযোগ পেতেন।

বিশ্র ইব্ন আবূ সালীম সূত্রে ওয়াকিদী বর্ণনা করেন যে, তাউস বলেন, লম্বা খেজুর গাছ যেমন ছোট খেজুর চারাকে অতিক্রম করে, তেমনি ইব্ন আব্বাস (রা) সকল মানুষকে অতিক্রম করে ফেলেছেন। লাইছ ইব্ন আবূ সুলাইম বলেন, আমি তাউসকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কেন এই বালকটির সঙ্গে তথা ইব্ন আব্বাসের সঙ্গে লেগে আছ ? এবং বড় বড় সাহাবীদের ত্যাগ করেছ ? জবাবে তিনি বললেন, আমি সত্তরজন সাহাবীকে দেখেছি, যখন তাঁরা কোন বিষয়ে মতবিরোধ করেন তখন তাঁরা ইব্ন আব্বাসের মতামতের শরণাপন্ন হন। তাউস আরো বলেন, তাঁর সঙ্গে দ্বিমত করে কেউ কখনো তাঁকে হারাতে পারেনি। তিনি নিজের অভিমত সম্প্রসারিত করে ছাড়তেন।

আলী ইবনুল মাদীনী, ইয়াহইয়া ইব্ন মঈন ও আবূ নু'আইম প্রমুখ বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ বলেছেন, আমি তাঁর মত মানুষ কখনো দেখিনি। যেদিন তিনি ইনতিকাল করলেন, তিনি ছিলেন এই উম্মতের বিজ্ঞ আলিম ব্যক্তি অর্থাৎ ইব্ন আব্বাস (রা)।

আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা প্রমুখ আবূ উসামা ও আমাশ সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, মুজাহির বলেছেন, ইব্ন আব্বাস (রা) সর্বাপেক্ষা দীর্ঘকায় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর খাবার পাত্রটা ছিল সকলের পাত্র অপেক্ষা বড় এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে ছিলেন সর্বাধিক ব্যপ্তির অধিকারী। আমর ইব্ন দীনার বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর মজলিস অপেক্ষা সকল কল্যাণের আধার আর কোন মজলিস দেখিনি। হালাল-হারাম, তাফসীরুল কুরআন, আরবী ভাষা, কাব্য ও খাবার-দাবার সব ব্যাপারেই। মুজাহিদ বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা) অপেক্ষা শুদ্ধভাষী মানুষ আর দেখিনি।

মুহাম্মাদ ইব্ন সা'দ বর্ণনা করেন যে, সুলাইমান তাইমীকে-তিনি সেই ব্যক্তি, যাঁকে হাকাম ইব্ন আদীব হাসান (র)-এর নিকট প্রেরণ করেছিলেন। জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, সর্বপ্রথম কোন ব্যক্তি আরাফার দিন এই মসজিদে লোকদেরকে সমবেত করেছিলেন ? তিনি বললেন, ইব্ন আব্বাস (রা)। তিনি مثجي বাগ্মী ও অগাধ বিদ্যার অধিকারী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মিম্বরে আরোহণ করে সূরা বাকারা পাঠ করতেন এবং এক আয়াত এক আয়াত করে তাঁর তাফসীর করতেন। হাসান বসরী (রা) থেকে অন্য সূত্রেও হাদীসটি অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

আবদল্লাহ্ ইব্ন মুসলিম ইব্ন কুতায়বা বর্ণনা করেছেন যে, হাসান বলেছেন, ইব্ন আব্বাস প্রথম ব্যক্তি, যিনি বসরায় 'আরাফাহ' উদযাপন করেছেন। তিনি মিম্বরে আরোহণ করে সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরান পাঠ করেন এবং অক্ষরে অক্ষরে সূরা দু'টোর তাফসীর করেন। হাদীসে বর্ণিত مثجي -এর ব্যাখ্যায় কুতায়বা বলেন, مثجي শব্দটি الثج থেকে উৎপন্ন যার অর্থ প্রবাহ। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا

'আমি বর্ষণ করেছি মেঘমালা হতে প্রবাহমান পানি।' (৭৮ ঃ ১৪)

কারো কারো মতে مثجي অর্থ বিপুল; অনেক। আবূ হামযা আছ-ছুমালী সূত্রে ইউনুস ইব্ন বুকাইর বর্ণনা করেন যে, আবূ সালিহ বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর এমন মজলিস দেখেছি- যদি কুরায়শের সব মানুষ তা নিয়ে গৌরব করত, তাহলে তাদের সকলের জন্য তা গৌরবের বিষয় হত। আমি দেখেছি যে, তাঁর দরজায় এত মানুষের সমাগম ঘটেছিল যে, সে কারণে চলাচলের পথ সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল, যার ফলে মানুষ আসা-যাওয়া করতে পারছিল না। আবূ সালিহ বলেন, এই অবস্থায় আমি তাঁর নিকট প্রবেশ করে তাঁর দরজায় এই লোক সমাগমের কথা অবহিত করলাম। তিনি আমাকে বললেন, আমার জন্য কিছু পানি আন। আবূ সালিহ বলেন, তিনি ওযূ করলেন এবং বসে পড়লেন। তারপর বললেন, তুমি বাইরে গিয়ে তাদেরকে বল, যে ব্যক্তি কুরআন, কুরআনের বর্ণমালা এবং তার তাৎপর্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে চায়, সে যেন ভেতরে প্রবেশ করে। আবূ সালিহ বলেন, ফলে আমি বের হলাম এবং জনতার মাঝে ঘোষণাটা দিলাম। তারা প্রবেশ করল। এমনকি ঘর ও কক্ষ ভরে গেল। তারা তাকে যা যা প্রশ্ন করেছে, তিনি তার প্রতিটির জবাব দিয়েছেন, তারা প্রশ্ন যা করেছে, তার চাইতেও অধিক জ্ঞান দান করেছেন। তারপর বললেন, তোমরা তোমাদের ভাইদের নিকট চলে যাও। তারা বেরিয়ে গেল। তারপর তিনি বললেন, তুমি বাইরে গিয়ে বল, যারা হালাল-হারাম, ও ফিক্হ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে চায় তারা প্রবেশ করুন। এমনকি তারা ঘর ও কক্ষ ভরে ফেলল। তারা তাঁকে যা যা প্রশ্ন করল, তিনি তার জবাব দান করেন। এমনকি জিজ্ঞাসার অধিক জ্ঞান দান করেন।

তারপর বললেন, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের নিকট চলে যাও। তারা বেরিয়ে গেল। তারপর তিনি বললেন, তুমি বাইরে গিয়ে বল, যারা উত্তরাধিকার বন্টন প্রভৃতি বিষয়ে জানতে চায় তারা ভেতরে প্রবেশ করুন। আমি বেরিয়ে গিয়ে তা সব জানিয়ে দিলাম। যখন তারা ভেতরে প্রবেশ করল এবং কক্ষ ও ঘর ভরে ফেলল, তারা তাঁকে যা যা জিজ্ঞাসা করল তিনি তার জবাব দিলেন। এমনকি অতিরিক্ত জ্ঞান দান করলেন। তারপর তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের ভাইদের নিকট ফিরে যাও। তারা বেরিয়ে গেল। তারপর তিনি বললেন, তুমি বাইরে গিয়ে বল, যারা আরবী ভাষা ও দুর্বোধ্য শব্দ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে চায়, তারা ভেতরে প্রবেশ করুন। আমি বাইরে গিয়ে তাদের মাঝে ঘোষণা দিলাম। তারা ভেতরে প্রবেশ করল। এমনকি তারা ঘর ও কক্ষ ভরে ফেলল, তারা তাঁকে যা যা জিজ্ঞাসা করল, তিনি তাদেরকে তার জবাব দেন। এমনকি জিজ্ঞাসার অধিক জ্ঞান দান করেন। তারপর বললেন, তোমরা তোমাদের ভাইদের নিকট চলে যাও। তারা বেরিয়ে গেল। আবূ সালিহ বলেন, কুরায়শদের প্রতিটি মানুষ যদি তা নিয়ে গৌরব করত তা গৌরবের বিষয় হত। আমি অন্য কারো ক্ষেত্রে এরূপ দৃশ্য দেখিনি।

তাউস ও মাইমূন ইব্ন মিহ্রান বলেন, আমরা ইব্ন উমর (রা) অপেক্ষা অধিক মুত্তাকী এবং ইবন আব্বাস (রা) অপেক্ষা বড় ফিকাহবিদ আর কাউকে দেখিনি। মাইমূন বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) উভয়ের মধ্যে বড় ফিকাহ্বিদ ছিলেন। শুরাইক আল কাজী বর্ণনা করেন যে, মাসরূক বলেন, আমি যখন ইব্ন আব্বাস (রা)-কে দেখতাম, বলতাম-ইনি সব চাইতে সুন্দর মানুষ। তিনি যখন কথা বলতেন, বলতাম- ইনি সব চাইতে স্পষ্টভাষী মানুষ। আর যখন তিনি হাদীস বর্ণনা করতেন, অমি বলতাম-ইনি সর্বাধিক বিদ্বান মানুষ।

ইয়াকূব ইব্ন সুফিয়ান বর্ণনা করেন যে, ইকরিমা বলেছেন, ইব্ন আব্বাস (রা) কুরআনের বড় আলিম ছিলেন আর আলী (রা) ছিলেন মুবহাম বিষয়ে তাঁর চাইতে বড় আলিম।

ইসহাক ইব্ন রাহয়াই বলেন, বিষয়টা তেমনই ছিল। কারণ, ইব্ন আব্বাস (রা) আলী (রা)-এর তাফসীর বিদ্যা অর্জন করেছেন। তার সঙ্গে যোগ করেছেন আবূ বকর, উমর, উসমান ও উবাই ইব্ন কা'ব (রা) প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় সাহাবীদের ইলম। সঙ্গে ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দু'আ আল্লাহ্ যেন তাঁকে কিতাবের জ্ঞান দান করেন।

আবূ মু'আবিয়া আ'মাশ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আবূ ওয়ায়িল বলেছেন, ইব্ন আব্বাস (রা) হজ্জের সময় ভাষণ দান করেন। তিনি সূরা বাকারা তিলাওয়াত করে ভাষণ শুরু করেন। তিনি সূরাটির তাফসীর পেশ করেন। শুনে আমি বললাম, এই ব্যক্তির বক্তব্যের ন্যায় বক্তব্য আর শুনিনি। পারস্য ও রোমবাসী যদি তা শুনত, তাহলে তারা অবশ্যই মুসলমান হয়ে যেত।

আবূ বকর ইব্ন আয়্যাশ বর্ণনা করেন যে, যে বছর হযরত উসমান (রা) শহীদ হন, ইব্ন আব্বাস (রা) সে বছর লোকদেরকে নিয়ে হজ্জ পরিচালনা করেন। সেই হজ্জের ভাষণে তিনি সূরা আন-নূর তিলাওয়াত করেন। সম্ভবত প্রথম ভাষণটি ছিল হযরত আলী (রা)-এর আমলে। সেই হজ্জে তিনি সূরাতুল বাকারা পাঠ করেছিলেন। আর উসমান (রা)-এর সময় পাঠ করেছিলেন আন-নূর। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, আমি সেইসব জ্ঞানে সুগভীর জ্ঞানী লোকদের একজন, যারা সঠিক ব্যাখ্যা জানেন। মুজাহিদ বলেন, আমি দু'বার ইব্ন আব্বাসকে কুরআন তিলাওয়াত করে শুনিয়েছি। তখন আমি প্রতিটি আয়াতের নিকট থেমে যেতাম এবং সে ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতাম। ইব্ন আব্বাস থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, কুরআনের চারটি শব্দ এমন আছে, আমি সেগুলোর মর্ম জানি না। সেগুলো হল- اَلْغِسْلِيْنُ — اَلرَّقِيْمُ — اَلْحَنَانُ — الاواه এই চারটি শব্দ ব্যতীত আমি কুরআনের সবই জানি।

ইব্ন ওহ্ব প্রমুখ সুফিয়ান ইব্ন উআইনা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, উবাইদল্লাহ্ ইব্ন আবূ যিয়াদ বলেছেন, ইব্ন আব্বাস (রা)-কে কোন প্রশ্ন করা হলে যদি তা আল্লাহ্র কিতাবে থাকত, তাহলে তার জবাব দিতেন। যদি তা আল্লাহ্র কিতাবে না থাকত এবং হাদীসে থাকত, তাহলে এর জবাব দিতেন। যদি রাসূলের হাদীসেও না পাওয়া যেত এবং আবূ বকর উমর (রা) থেকে পাওয়া যেত তাহলে তার জবাব দিতেন। অন্যথায় ইজতিহাদ করে নিজের অভিমত ব্যক্ত করতেন।

ইয়াকুব ইব্ন সুফিয়ান বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন বুরাইদা বলেছেন, এক ব্যক্তি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে গালমন্দ করল। জবাবে তিনি তাকে বললেন, তুমি আমাকে গালি দিয়েছ; অথচ আমার মধ্যে তিনটি গুণ আছে। আমি যখন কুরআনের কোন আয়াত তিলাওয়াত করি, তখন কামনা করি এই আয়াতের মর্ম আমি যেমন জানি, সকল মানুষ তা জানুক। যখন আমি কোন মুসলিম বিচারক সম্পর্কে শুনতে পাই যে, তিনি ইন্সাফ ও ন্যায় নীতির সঙ্গে বিচার করেন, আমি তাতে আনন্দিত হই এবং তার পক্ষে আহবান জানাই। অথচ এমন কোন সম্ভাবনা নেই যে, কখনো আমি তার কাছে বিচার প্রার্থী হব। আমি যখন শুনতে পাই যে, মুসলমানদের অমুক ভূখণ্ডে বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে, তখন আমি উৎফুল্ল হই। অথচ, সেখানে কখনোই আমার কোন পশুপাল ছিল না। ইমাম বায়হাকী যথাক্রমে হাকিম আসাম্ম, হাসান ইব্ন মুকরিম ও ইয়াযীদ ইব্ন হারূন সূত্রে কাহমাস থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

ইব্ন আবূ মুলাইকা বলেছেন, আমি মদীনা থেকে মক্কা পর্যন্ত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর সঙ্গে সফর করি। তিনি নামায দু'রাকাআত করে আদায় করতেন। রাতে একস্থানে অবস্থান গ্রহণ করলেন। তিনি মধ্যরাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়লেন এবং বর্ণে বর্ণে তারতীল করে কুরআন তিলাওয়াত করলেন ও তাতে উচ্চস্বরে ক্রন্দন করলেন এবং وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَالِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ অর্থ ঃ মৃত্যু যন্ত্রণা সত্যিই আসবে, এ থেকে তোমরা অব্যাহতি চেয়ে এসেছ (৫০ ঃ ১৯) আয়াতটি পাঠ করলেন।

মু'তামার ইব্ন সুলাইমান বর্ণনা করেছেন যে, শু'আইব -গালের যে স্থানটিতে অশ্রু প্রবাহিত হয়, নিজের সেই স্থানটির প্রতি ইশারা করে বলেছেন, ইব্ন আব্বাস (রা)-এর এই জায়গায় কান্নার কারণে পুরাতন ফিতার ন্যায় দাগ পড়ে গিয়েছিল। অন্যরা বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) সোম ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন এবং বলতেন, আমি চাই রোযাদার অবস্থায় আমার আমল উপস্থাপিত হোক। হাশিম প্রমুখ আলী ইব্ন যায়দ ও ইউসুফ ইব্ন মিহ্রান সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রোম সম্রাট হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট পত্র লিখেন। তাতে তিনি মু'আবিয়া (রা)-কে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। তা-হল আল্লাহ্র নিকট সবচাইতে প্রিয় বাক্য কী ? আল্লাহ্র নিকট সবচাইতে সম্মানিত পুরুষ কে ? আল্লাহ্র নিকট সর্বাপেক্ষা মর্যাদাসম্পন্ন নারী কে ? সেই চারটি প্রাণী কি ? যাদের মধ্যে আত্মা আছে, কিন্তু তারা মাতৃউদরে নড়াচড়া করেনি। কোন্ কবর তার অধিবাসীদের নিয়ে চলাচল করেছিল ? পৃথিবীর কোন্ ভূখণ্ডে একবার ব্যতীত সূর্যোদয় হয়নি ? রংধনু (কাউস কুযাহ্) কী জিনিস ? এবং মাজাররা কী ?

হযরত মু'আবিয়া (রা) পত্র লিখে ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট প্রশ্নগুলোর উত্তর জানতে চান। ইব্ন আব্বাস (রা) মু'আবিয়া (রা)-কে লিখে পাঠান-

আল্লাহ্র নিকট সবচাইতে প্রিয় বাক্য হল

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ ـ

আল্লাহ্র নিকট সবচাইতে মর্যাদা সম্পন্ন পুরুষ হলেন আদম (আ)। তাকে তিনি নিজ কুদরতী হাতে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর মধ্যে তাঁর রূহ থেকে সঞ্চারিত করেছেন, তাঁর সম্মুখে নিজের ফেরেশতাগণকে সিজদাবনত করিয়েছেন এবং তাকে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ্র নিকট সবচাইতে সম্মানিতা নারী হলেন মারয়াম বিন্ত ইমরান। যে চারটি প্রাণী মাতৃউদরে নড়াচড়া করেনি, তারা হলেন, আদম (আ), হাওয়া (আ), মূসা (আ)-এর লাঠি এবং হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সেই দুম্বা যেটি ইসমাঈল (আ)-এর বদলে কুরবানী করা হয়েছিল। এক বর্ণনায় সালিহ (আ)-এর উষ্ট্রীর কথা বলা হয়েছে। যে কবর তার অধিবাসীদের নিয়ে ভ্রমণ করেছিল, সেটি হল ইউনুস (আ)-এর মৎস্য। যে জায়গাটিতে সূর্য একবারের বেশী পৌঁছেনি, সমুদ্র, যখন সেটি মূসা (আ)-এর জন্য দ্বিখণ্ডিত হয়, যাতে বনূ ইসরাঈল অতিক্রম করেছিল। 'কাউস কুযাহ' (রংধনু) হল পৃথিবীবাসীর জন্য নিমজ্জন থেকে নিরাপত্তা। মাজাররা হল আকাশে অবস্থিত একটি দরজা।

রোমের সম্রাট জবাব পাঠ করে বিস্মিত হলেন এবং বললেন, আল্লাহ্র শপথ ! এই জবাব মু'আবিয়ার নয়, এটা তাঁর বক্তব্যও নয়। এই জবাব নিশ্চয় নবী পরিবারের কারো না কারো হবে।

এসব প্রশ্ন সম্বলিত আরো বহু রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, যার কোন কোনটি সন্দেহমুক্ত নয়। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

পরিচ্ছেদ

৩৫ হিজরী সনে হযরত উসমান ইব্ন আফফান (রা)-এর নির্দেশে ইব্ন আব্বাস (রা) হজ্জ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। উসমান (রা) তখন অবরুদ্ধ। তার এই অনুপস্থিতিতেই উসমান (রা) নিহত হন। ইব্ন আব্বাস (রা) হযরত আলী (রা)-এর সঙ্গে জামাল যুদ্ধে অশংগ্রহণ করেছিলেন। সিফ্ফীন যুদ্ধে তিনি বাম বাহুর দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি খারেজী বিরোধী যুদ্ধেও উপস্থিত ছিলেন এবং আলী (রা)-এর পক্ষ থেকে বসরার গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি যখন বসরা থেকে বের হতেন তখন আবুল আসওয়াদ দুয়ালীকে নামাযের এবং যিয়াদ ইব্ন আবূ সুফিয়ানকে খাজনা উসুলের জন্য স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে যেতেন। বসরাবাসী তাঁর জন্য ঈর্ষণীয় ছিল। তিনি তাদেরকে ফিকাহ শিক্ষা দিতেন, তাদের অজ্ঞদেরকে জ্ঞান দান করতেন, অপরাধীদেরকে উপদেশ দিতেন এবং গরীবদেরকে দান করতেন। আলী (রা)-এর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি বসরার গভর্নর ছিলেন। তবে কথিত আছে যে, হযরত আলী (রা) তাঁর মৃত্যুর প্রাক্কালে তাঁকে বরখাস্ত করেছিলেন। পরে তিনি হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট চলে যান। মু'আবিয়া (রা) তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে বরণ করে নেন এবং তাঁকে ঘনিষ্ট করে নেন। মু'আবিয়া (রা) জটিল জটিল সমস্যাগুলো তাঁর সম্মুখে উপস্থাপন করতেন এবং তিনি ঝটপট তার জবাব দিয়ে দিতেন। সে কারণে মু'আবিয়া (রা) বলতেন, ইব্ন আব্বাস অপেক্ষা উপস্থিত দ্রুত জবাব দেয়ার মানুষ আমি আর দেখিনি। যখন হযরত হাসান (রা)-এর মৃত্যুর বার্তা আসে তখন ইব্ন আব্বাস (রা) ঘটনাক্রমে মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলেন। ফলে তিনি তাঁর মৃত্যুতে উত্তমরূপে সমবেদনা প্রকাশ করেন। আমরা এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করেছি। মু'আবিয়া (রা) তাঁর পুত্রকে প্রেরণ করলে তিনি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর সম্মুখে উপবেশন ব্যক্ত করেন। এর জন্য ইব্ন আব্বাস (রা) তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর মৃত্যুর পর হযরত হুসাইন (রা) যখন ইরাক চলে যাওয়ার মনস্থ করেন, তখন ইব্ন আব্বাস (রা) তাঁকে কঠোরভাবে নিষেধ করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) তাঁর কাপড় ধরে ঝুলে থাকতে চেয়েছিলেন। কারণ ইব্ন আব্বাস (রা) জীবনের শেষ সময়ে দৃষ্টিহীন হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু হুসাইন (রা) তাঁর আবেদন গ্রহণ করলেন না। পরবর্তীতে যখন তিনি হুসাইন (রা)-এর শাহাদতের সংবাদ শুনলেন, তখন তিনি চরমভাবে শোক সন্তপ্ত হলেন এবং ঘরেই পড়ে রইলেন। তিনি বলতেন, হে জিহ্বা ! ভাল কথা বল, বিনা পরিশ্রমে বিনিময় লাভ করবে। মন্দ কথন থেকে নীরব থাক, নিরাপদ থাকবে। কেননা, যদি তুমি তা না কর, তাহলে অনুতপ্ত হবে।

জুনদুব নামক এক ব্যক্তি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট এসে বলল, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, আমি তোমাকে আল্লাহ্র একত্ব অবলম্বনের, তাঁর জন্য আমল করার সালাত আদায় করার এবং যাকাত আদায় করার উপদেশ দিচ্ছি। কারণ, এরপর তুমি যত নেক ও সৎকর্ম করবে সেগুলো গৃহীত হবে এবং আল্লাহ্র সমীপে উত্থিত হবে। হে জুনদুব ! তুমি তোমার মৃত্যু দ্বারা কেবল নৈকট্যকেই বৃদ্ধি করবে। কাজেই তুমি বিদায়ীর নামাযের ন্যায় নামায আদায় কর এবং দুনিয়াতে এমনভাবে জীবন-যাপন কর, যেন একজন মুসাফির। কেননা, তুমি কবরবাসীদের একজন। আর তুমি তোমার পাপের জন্য কান্নাকাটি কর এবং

ভুল-ত্রুটির জন্য তওবা কর। আর দুনিয়াটা যেন তোমার নিকট তোমার জুতার ফিতা অপেক্ষাও তুচ্ছ বিবেচিত হয়. যেন তুমি দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছ এবং আল্লাহ্র ইনসাফের নিকট চলে গেছ। যা তুমি পেছনে রেখে যাবে তা দ্বারা তুমি উপকৃত হবে না। তোমার আমল ছাড়া কিছুই তোমার উপকার করবে না।

কেউ কেউ বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) এমন কিছু বাক্য দ্বারা উপদেশ প্রদান করেন, যা গাঢ় কাল রঙের অশ্বপাল অপেক্ষা উত্তম। তিনি বলেছেন, স্থান না দেখে অনর্থক কথা বলবে না। কোন নির্বোধ লোকের সঙ্গে ঝগড়া করবে না এবং কোন সহনশীল লোকের সঙ্গেও নয়। কেননা, সহনশীল তোমাকে পরাজিত করে দেবে আর নির্বোধ করবে অপদস্থ। তোমার ভাইয়ের অগোচরে তার সমালোচনা করবে না। করলেও ততটুকু, যতটুকু তোমার অগোচরে তোমার সমালোচনা করা তুমি পছন্দ কর। যে ব্যক্তি জানে তাকে সৎ কর্মের জন্য পুরস্কৃত এবং অপকর্মের জন্য পাকড়াও করা হবে, তুমি সেই ব্যক্তির আমলের ন্যায় আমল কর। শুনে উপস্থিত এক লোক বলে উঠল, এ তো দশ হাজার দীনার অপেক্ষা উত্তম হে ইব্ন আব্বাস ! ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, এর এক একটি শব্দ দশ হাজার দীনার অপেক্ষা উত্তম। ইব্ন আব্বাস (রা) আরো বললেন, সৎকর্মের পূর্ণতা হল, তা দ্রুত সম্পাদন করে ফেলা, তাকে ছোট জ্ঞান করা এবং গোপন রাখা। অর্থাৎ তুমি যাকে দান করবে, তাকে দ্রুত দিয়ে দেবে যাকে দান করা হল, তার চোখে নিজে ছোট হয়ে থাকবে এবং তাকে মানুষ থেকে গোপন রাখবে-তা প্রচার করবে না। কেননা, দানের কথা প্রচার করে বেড়ালে রিয়ার (লোক দেখানোর) দ্বার খুলে যায়, যাকে দান করা হয়েছে, তার মন ভেঙে যায় এবং সে মানুষের কাছে লজ্জিত হয়। ইব্ন আব্বাস (রা) আরো বলেন, আমার নিকট সবচাইতে সম্মানিত ব্যক্তি হলেন সহচর। তার মুখে মাছি বসা প্রতিহত করা যদি আমার পক্ষে সম্ভব হয়, আমি অবশ্যই তাও করব। তিনি আরো বলেছেন , যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজন মেটানোর প্রত্যাশা নিয়ে আমার নিকট এসে আমাকে তার জন্য অপারগ পেল, তার বদলা আল্লাহ্ ছাড়া কেউ দিতে পারবে না। তেমনি যে ব্যক্তি আমাকে প্রথমে সালাম করল কিংবা মজলিসে আমার জন্য জায়গা করে দিল কিংবা আমাকে স্থান দেয়ার জন্য মজলিস থেকে উঠে গেল কিংবা যে ব্যক্তি তৃষ্ণার সময় আমাকে পানি পান করাল এবং যে ব্যক্তি নেপথ্য থেকে আমার হয়ে প্রতিশোধ করল, তার বদলাও আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ দিতে পারবে না।

ইব্ন আব্বাস (রা)-এর এসব গুণাবলী বিষয়ক বর্ণনা অনেক। আমরা যেসব বর্ণনা উল্লেখ করেছি, তাতে যেগুলো উল্লেখ করিনি, তার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

হাইছম ইব্ন 'আদী ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বিশিষ্ট দৃষ্টিহীন ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য করেছেন। তাঁর থেকে বর্ণিত কোন কোন হাদীস এ দাবির পক্ষে প্রমাণ বহন করে। যখন তাঁর একটি চক্ষু দৃষ্টিহীন হয়ে গেল তখন তাঁর দেহ শীর্ণ হয়ে গেল। পরে যখন অপর চোখটিও আক্রান্ত হল, তখন তাঁর দেহে গোশত ফিরে এল। এ ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বললেন, প্রথম চোখটি দৃষ্টিহীন হওয়ার পর তোমরা আমাকে যে বিপদগ্রস্থ হতে দেখেছ, তা হয়েছিল অপরটি নষ্ট হওয়ার অশঙ্কায়। তারপর যখন দু'টিই চলে গেল তখন আমার মন শান্ত হল।

আলী ইব্নুল জা'দ সূত্রে আবুল কাসিম বগবী বর্ণনা করেছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা)-এর চোখে পানি জমে গিয়েছিল। ডাক্তার তাঁকে বললেন, আমি আপনার চোখ থেকে পানি সরিয়ে দেব। শর্ত হল, আপনি সাতদিন নামায পড়বেন না। জবাবে ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, না,

যে ব্যক্তি শক্তি থাকা সত্ত্বেও নামায ত্যাগ করল, সে আল্লাহ্র সঙ্গে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তিনি তাঁর উপর অসন্তুষ্ট থাকবেন। অপর এক বর্ণনায় আছে, তাঁকে বলা হয়েছিল, আমি আপনার চোখ থেকে এই শর্তে পানি বের করে দেব যে, আপনি পাঁচদিন এক স্থানে পড়ে থাকবেন এবং কাঠ ছাড়া অন্য কিছুর উপর নামায পড়বেন না। এক বর্ণনায় আছে, শুয়ে শুয়ে নামায আদায় করবেন। জবাবে তিনি বললেন, 'না, আল্লাহ্র শপথ! এক রাক'আতও নয়। কারণ, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে এক ওয়াক্ত নামায ত্যাগ করল, সে আল্লাহ্র সঙ্গে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তিনি তাঁর উপর রুষ্ট থাকবেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) যখন দৃষ্টিহীন হয়ে যান তখন আল-মাদায়ীনি তাঁর রচিত কয়েকটি পঙ্ক্তি আবৃত্তি করেন-

ان يأخذ الله من عينى نورهما ـ

ففى لسانى وسمعى منهما نور ـ

قلبى ذكى وعقلى غير ذى دخل ـ

وفى فمى صارم كالسيف مأثور ـ

'আল্লাহ্ যদি আমার দু' চোখের আলো নিয়ে গিয়ে থাকেন, তো আমার জিহ্বা ও কানে তাদের আলো রয়েছে।

আমার হৃদয় ধী শক্তির অধিকারী এবং আমার বিবেক-বুদ্ধি নিঁখুত। আমার মুখে আছে তরবারির ন্যায় ধার।'

যখন ইব্ন যুবাইর ও আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান-এর মাঝে বিরোধ সৃষ্টি হল, তখন ইব্ন আব্বাস ও ইব্ন হানাফিয়্যা নির্জনতা অবলম্বন করলেন। ফলে ইব্ন যুবাইর তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণের জন্য তাঁদেরকে ডেকে পাঠান। কিন্তু তাঁরা তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। তাঁরা উভয়েই বললেন, আমরা আপনার হাতে বায়'আত গ্রহণ করব না, আবার আপনার বিরোধিতাও করব না। ফলে ইব্ন যুবাইর তাদেরকে শায়েস্তা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ইব্ন আব্বাস ও ইবনুল হানাফিয়্যা আবুত তুফাইল আমির ইব্ন ওয়াছিলাকে প্রেরণ করেন। তিনি ইরাক গিয়ে তাদের গোত্রের লোকদের থেকে তাদের পক্ষে সাহায্য কামনা করেন। ফলে চার হাজার লোক এসে মক্কায় সমস্বরে তাকবীর ধ্বনি তোলে এবং ইব্ন যুবাইর-এর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ইব্ন যুবাইর পালিয়ে গিয়ে কা'বার পর্দা ধরে ঝুলে পড়েন এবং বললেন, আমি আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। ফলে জনতা তাঁর থেকে নিবৃত্ত থাকে। তারপর তারা ইব্ন আব্বাস ও ইবনুল হানাফিয়্যার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যায়। অপরদিকে ইব্ন যুবাইর তাদের বাড়ি-ঘরের চারপার্শ্বে কাঠ জড়ো করে রাখেন। উদ্দেশ্য তিনি তাদের বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে ফেলবেন। ফলে তারা ইব্ন আব্বাস ও ইব্নুল হানাফিয়্যাকে নিয়ে তায়িফ চলে যায়। ইব্ন আব্বাস (রা) দু'বছর কারো হাতে বায়'আত গ্রহণ না করেই তায়িফে অবস্থান করেন, যেমনটা পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

হিজরী আটষট্টি সনে ইব্ন আব্বাস (রা) তায়িফে ইনতিকাল করেন এবং মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়্যা তাঁর নামাযে জানাযায় ইমামতি করেন। কবরে নামানোর জন্য যখন তাঁকে উত্তোলন করা হল, তখন সাদা বর্ণের এমন একটি পাখি আসল, যার গঠন-আকৃতির পাখি কখনো দেখা যায়নি। পাখিটি তাঁর কাফনের ভিতর ঢুকে কাফনের সঙ্গে জড়িয়ে গেল। অগত্যা পাখিটিকেও তাঁর

সঙ্গে দাফন করা হল। আফ্‌ফান বলেন, লোকেরা একে তাঁর ইল্‌ম ও আমল বলে অভিহিত করতেন। তারপর যখন তাঁকে কবরে রাখা হল, তখন অজ্ঞাত পরিচয় এক তিলাওয়াতকারী তিলাওয়াত করল। এক বর্ণনায় আছে যে, তাঁরা তাঁর কবর থেকে يَاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي -

'হে প্রশান্ত চিত্ত ! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে এস সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে'(সূরা আল-ফাজর-এর ২৮নং-এ এই আয়াতটি শুনেছে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর ওফাত সংক্রান্ত এই অভিমতটিকে একাধিক ইমাম সঠিক সাব্যস্ত করেছেন। ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল, ওয়াকিদী এবং ইব্‌ন আসাকির এ ব্যাপারে সম্পষ্ট বক্তব্য প্রদান করেছেন তেষট্টি হিজরীতে। কারো মতে, তেহাত্তর হিজরীতে। কারো মতে, সাতষট্টি হিজরীতে। কারো মতে, উনসত্তর হিজরীতে। কারো মতে, সত্তর হিজরীতে। তবে প্রথম অভিমতটি সর্বাধিক বিশুদ্ধ এবং এই সব ক'টি অভিমতই বিরল একক বর্ণনা ও প্রত্যাখ্যাত। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন। ইনতিকালের সময় হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর বয়স ছিল বাহাত্তর বছর। কারো কারো মতে, একাত্তর বছর। কারো মতে, চুয়াত্তর বছর। তবে প্রথম অভিমতটি অধিকতর সঠিক। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর গঠন আকৃতি

ইব্‌ন আব্বাস (রা) স্থূলকায় লোক ছিলেন। তিনি যখন বসতেন, দুইজনের জায়গা নিয়ে বসতেন। তিনি সুদর্শন ছিলেন। তাঁর আকর্ণ লম্বিত চুল ছিল,মাথার সম্মুখভাগের চুল পেকে গিয়েছিল। তিনি মেহেদী দ্বারা খেযাব করতেন। কারো কারো মতে কাল রং দ্বারা। তিনি নিজে সুশ্রী ছিলেন, সুন্দর পোশাক পরিধান করতেন এবং এত বেশী সুগন্ধি ব্যবহার করতেন যে, যখন তিনি পথ চলতেন, মহিলারা বলত, 'ইনি ইব্‌ন আব্বাস' কিংবা এই লোকটির সঙ্গে মেশক আছে।' তিনি সুন্দর মুখাবয়ব, ফর্সা, লম্বা, স্থূলকায় এবং শুদ্ধভাষী ছিলেন। তিনি যখন দৃষ্টিহীন হয়ে যান, তখন তাঁর শরীর ঈষৎ হরিদ্রা বর্ণ ধারণ করে।

আব্বাস (রা)-এর পুত্ররা ছিলেন দশজন। তারা হলেন, ফজল, আবদুল্লাহ্, উবাইদুল্লাহ্, মা'বাদ, কুছাম, আবদুর রহমান, কাছীর, হারিছ, 'আওন ও তামাম। তাঁদের সর্বকনিষ্ঠ হলেন তামাম। সে কারণে আব্বাস (রা) তাকে বহন করে ফিরতেন এবং বলতেন-

تَمُّوا بِتَمَامٍ فَصَارُوْا عَشَرَةً ـ يَارَبِّ فَاجْعَلْهُمْ كِرَامًا بَرَرَةً وَجْعَلْهُمْ ذِكْرًا وَاَنْمِ التَّمَرَةَ ـ

'তারা তামাম দ্বারা পূর্ণতা লাভ করল। ফলে তারা দশজন হল। হে রব ! তুমি তাদেরকে সম্মানিত ও নেককার বানাও, তাদের তুমি স্মরণীয় বানাও এবং ফল বাড়িয়ে দাও।'

ফজল আজনাদাইনের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। আবদুল্লাহ্ মারা যান তায়িফে। উবাইদুল্লাহ্ ইয়েমেনে, মা'বাদ ও আবদুর রহমান আফ্রিকায় এবং কুছাম ও কাছীর ইয়ামবুয়ে। কেউ কেউ বলেন, কুছামা মারা যান সমরকন্দে।

বনূ মাখযুমের আযাদকৃত গোলাম মুসলিম ইব্‌ন হাম্মাদ বলেছেন, এক মায়ের অনেকগুলো সন্তান, যারা জন্মগ্রহণ করল একই গৃহে, কিন্তু তাদের কবর একটি থেকে অপরটি দূরে, এরূপ

উম্মুল ফজল ছাড়া আমি আর কারো ক্ষেত্রে দেখি নি। তারপর তিনি তাদের কবরের অবস্থান উল্লেখ করেন, যেমনটি উপরে উল্লিখিত হয়েছে। তবে তিনি বলেছেন, ফজল ইনতিকাল করেন মদীনায় আর উবাইদুল্লাহ্ সিরিয়ায়।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) হাজার দিরহাম মূল্যের পোশাক পরিধান করতেন। তাঁর পুত্রদের মধ্যে দু'জন হলেন আব্বাস ও আলী। অধিক নামায পড়ার কারণে আলীকে 'সাজ্জাদ' উপাধিতে অভিহিত করা হত। পৃথিবীর বুকে তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা সুদর্শন কুরায়শী। কথিত আছে, তিনি প্রত্যহ এক হাজার রাক'আত নামায আদায় করতেন। কারো কারো মতে, তিনি পূর্ণ সৌন্দর্য বজায় রেখে রাতে-দিনে এক হাজার রাকা'আত পড়তেন। এই হিসেবে ইনি হলেন আব্বাসী খলীফাগণের আদী পুরুষ। তাঁর সন্তানদের মধ্যেই খিলাফতে আব্বাসিয়ার সূচনা হয়। এ সংক্রান্ত আলোচনা পরে আসছে।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর আরো তিন পুত্র ছিলেন। তারা হলেন, মুহাম্মাদ, ফজল ও আবদুল্লাহ্। এদের মা হলেন যুর'আ বিন্ত মুসার্‌রাহ ইব্ন মাদীকারিব। আসমা নাম্মী তাঁর আরো এক স্ত্রী ছিলেন। তিনি ছিলেন উম্মে ওয়ালাদ। তাঁর কয়েকজন আযাদকৃত গোলামও ছিলেন। তাদের কয়েকজন হলেন-ইকরিমা, কুরইব, আবূ মা'বাদ, শু'বা, দাকীক, আবূ আমরা ও আবূ উবাইদ। ইব্ন আব্বাস (রা) এক হাজার ছয়শত সত্তরটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ বছর ইনতিকাল করেন আবূ শুরাইহ আল-খুযায়ী আল-আদাবী আল-কা'বী। ইনার নামের ব্যাপারে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। তার মধ্যে বিশুদ্ধতম অভিমত হল-খুয়াইলিদ ইব্ন আমর। ইনি মক্কা বিজয়ের বছর ইসলাম গ্রহণ করেছেন। বনূ কা'ব-এর তিনটি পতাকার একটি তাঁর হাতে ছিল। মুহাম্মাদ ইব্ন সা'দ বলেন ঃ তিনি এ বছর-ই ইনতিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত অনেকগুলো হাদীসও রয়েছে।

এ বছর ইনতিকাল করেন প্রখ্যাত সাহাবী আবূ ওয়াকিদী লাইছী (রা)। তাঁর নাম ও তাঁর বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণের ব্যাপারে মতভিন্নতা রয়েছে। ওয়াকিদী বলেন, তিনি আটষট্টি হিজরী সনে পয়ষট্টি বছর বয়সে ইনতিকাল করেন একাধিক ঐতিহাসিকগণ তাঁর মৃত্যু তারিখের ব্যাপারে অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কারো কারো ধারণা, তিনি সত্তর বছর বেঁচে ছিলেন। এক বছর মক্কায় অবস্থান করার পর সেখানে ইনতিকাল করেন এবং মুহাজিরদের কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

৬৯ হিজরী সন

এ বছর আমর ইব্ন সাঈদ আল-আশ্দাক আল-উমাবী-এর হত্যার ঘটনা ঘটে। আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান তাকে হত্যা করেছিলেন। তার কারণ ছিল, ওয়ারদা কূপের সন্নিকটে সংঘটিত যুদ্ধে যুফার ইবনুল হারিছ আল-কিলাবী মারওয়ান বাহিনীর বিরুদ্ধে সুলাইমান ইব্ন সুরাদকে সহযোগিতা করে। সে কারণে কুফার ইব্নুল হারিছকে অবরোধ করার উদ্দেশ্যে আবদুল মালিক এ বছরের শুরুতে বাহিনী নিয়ে কারকিসিয়া অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যান। তাঁর প্রতিজ্ঞা ছিল, এই অভিযান শেষ করে তিনি মুস'আব ইব্ন যুবাইরের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করবেন। কারকিসিয়া রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে তিনি আমর ইব্ন সাঈদ আল-আশদাককে দামেশ্কের গভর্নর নিযুক্ত করেন। ক্ষমতা পেয়ে আমর ইব্ন সাঈদ দামেশ্কে দুর্গ গড়ে তোলেন এবং রাষ্ট্রীয় কোষাগারের অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ করেন। কেউ কেউ বলেন, বরং তিনি আবদুল মালিকের সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু তিনি তার পক্ষ ত্যাগ করে একদল সৈন্য নিয়ে রাতে দমেশ্ক ফিরে যান। হামীদ ইব্ন হুরাইছ ইব্ন বাহদাল আল-কালবী ও যুবাইর ইবনুল আবরাদ আল-কালবী তার সঙ্গে ছিলেন। তারা দামেশ্ক গিয়ে পৌছেন। তখন আবদুর রহমান ইব্ন উম্মুল হাকাম আবদুল মালিক-এর নায়েব হিসাবে দামেশ্কের শাসনকর্তা। তাদের প্রত্যাগমন টের পেয়ে তিনি শহর ত্যাগ করে পালিয়ে যান। এই সুযোগে আমর ইব্ন সাঈদ আল-আশদাক নগরীতে প্রবেশ করে কোষাগারের সমুদয় সম্পদ কুক্ষিগত করে ফেলেন এবং জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণে তিনি জনগণকে ন্যায় বিচার ও সাহায্য-সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। এদিকে আবদুল মালিক আল-আশদাক-এর আচরণ সম্পর্কে অবহিত হয়ে তৎক্ষণাৎ ফেরত রওয়ানা হন। ফিরে এসে তিনি দেখতে পান, আল-আশদাক দামেশকের উপর শক্তভাবে দখল প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছেন, তাতে পর্দা ঝুলিয়ে দিয়েছেন এবং আশদাক নিজে দামেশ্কের দুর্ভেদ্য রোমীয় দুর্গে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করেছেন। অগত্যা আবদুল মালিক দুর্গটি অবরোধ করে ফেলেন এবং আশদাক তার সঙ্গে ষোল দিন যুদ্ধ করেন। তারপর তারা উভয়ে এই শর্তে যুদ্ধ-বন্ধে চুক্তিবদ্ধ হন যে, আবদুল মালিকের পর আল-আশদাক পরবর্তী (অলী 'আহদ) হবেন এবং আবদুল মালিকের প্রতিজন কর্মকর্তার বিপরীতে আল-আশদাক-এর একজন করে কর্মকর্তা থাকবে। তারা পরস্পর নিরাপত্তাপত্র লিপিবদ্ধ করে নেন। এ কাজটি সম্পাদিত হয় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাবেলা।

এদিকে আবদুল মালিক দামেশক ফিরে গিয়ে তাঁর অভ্যাস অনুযায়ী রাজ প্রাসাদে প্রবেশ করেন এবং আমর ইব্ন সাঈদ আল-আশদাক-এর সমীপে এই মর্মে পত্র লিখেন যে, তুমি বাইতুল মাল থেকে জনগণের যে সম্পদ নিয়ে গেছ, সেগুলো ফিরিয়ে দাও। আল-আশদাক জবাবে লিখেন, এসব আমি আপনার হাতে ফেরত দেব না এবং এই নগরীও আপনার নয়। কাজেই আপনি এখান থেকে বেরিয়ে যান। সোমবার দিন আবদুল মালিক আশদাককে সবুজ রাজ-প্রাসাদে তাঁর ভবনে আসবার নির্দেশ প্রেরণ করেন। আবদুল মালিক-এর দূত যখন তার নিকট এসে পৌছে, তখন তাঁর কন্যা উম্মে মূসার স্বামী আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়া তার নিকট উপস্থিত ছিলেন। তিনি আবদুল মালিক-এর নিকট যাবেন কিনা সে ব্যাপারে তার সঙ্গে পরামর্শ করেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ বললেন, হে সাঈদের পিতা !

আল্লাহ্‌র শপথ ! আপনি আমার নিকট আমার কান ও চোখের তুলনায় বেশী প্রিয়। আমার অভিমত আমরা তাঁর নিকট যাব না। কারণ, কা'ব আল-আহযাবের স্ত্রীর পুত্র তাবী' আল-হিময়ারী বলেছেন, বনূ ইসমাঈল-এর কোন এক মহান ব্যক্তি দামেশকের কটক বন্ধ করে দিবেন। পরে অবিলম্বে তিনি খুন হয়ে যাবেন। শুনে আমর বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ ! আমি যদি ঘুমিয়ে থাকি, যারকার পুত্র আমাকে জাগিয়ে তুলবে এই ভয় আমার নেই এবং আমার সঙ্গে এতটুকু আচরণ করার দুঃসাহসও তার নেই। কিন্তু আমি গতরাতে স্বপ্ন দেখেছি যে, উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) আমার নিকট এসে আমাকে তাঁর জামাটা পরিয়ে দিলেন।

যাহোক, আমর ইব্‌ন সাঈদ দূতকে বললেন, তুমি গিয়ে তাঁকে আমার সালাম জানাবে এবং বলবে, আমি ইনশাআল্লাহ্ বিকালে আপনার নিকট এসে যাব। বিকাল বেলা, অর্থাৎ জোহরের পর আমর তাঁর পোশাকের নিচে বর্ম পরিধান করে তরবারি ঝুলিয়ে উঠে দাঁড়ান। ঠিক এসময় তিনি বিছানায় হোঁচট খান। তা দেখে তাঁর স্ত্রী ও উপস্থিত লোকেরা বলল, আমরা আপনার না যাওটাই ভাল মনে করি। কিন্তু তিনি তাদের কথায় কর্ণপাত না করে একশত গোলাম নিয়ে রওয়ানা হয়ে যান।

ওদিকে মারওয়ান গোত্রের লোকেরা প্রত্যেকে আবদুল মালিক-এর নির্দেশে তাঁর নিকট এসে সমবেত হয়। আমর ফটকে এসে পৌঁছার পর আবদুল মালিক তাঁকে ঢুকতে এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে ফটকে আটকে রাখতে নির্দেশ প্রদান করেন। আমর প্রাসাদে প্রবেশ করে আবদুল মালিক যে স্থানে অবস্থান করছিলেন, তার আঙ্গিনা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছান। তখন তাঁর সঙ্গে ওয়ামীক নামক একজন পরিচারক ব্যতীত আর কেউ ছিল না। তিনি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখতে পেলেন, মারওয়ান দলবলসহ আবদুল মালিকের-এর নিকট সমবেত হয়ে আছেন। তাতে আমর ইব্‌ন সাঈদ ষড়যন্ত্র আঁচ করলেন। তিনি আড়চোখে পরিচারকের দিকে তাকিয়ে তাকে ফিসফিসিয়ে বললেন, সর্বনাশ ! তুমি আমার ভাই ইয়াহইয়ার নিকট গিয়ে তাকে আমার নিকট আসতে বল। কিন্তু সে কথাটা বুঝল না এবং বলল, লাব্বাইক। তিনি পুনরায় কথাটা বললেন। কিন্তু পরিচারক এবারও তা না বুঝে বলল, লাব্বাইক। এবার তিনি বলেন, তুমি ধ্বংস হও। তুমি আমার সম্মুখ থেকে সরে গিয়ে আল্লাহ্‌র অগ্নিকুণ্ড ও তার জাহান্নামে যাও। তখন হাস্‌সান ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন বাহদাল ও কাবীসা ইব্‌ন যুআইব আবদুল মালিক-এর নিকট উপস্থিত ছিলেন। আবদুল মালিক তাদেরকে চলে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন। তারা বের হয়ে গেলে দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হল এবং আমর ইব্‌ন সাঈদ আবদুল মালিক-এর নিকটে চলে যান। আবদুল মালিক তাঁকে স্বাগত জানান এবং তাঁকে সিংহাসনের উপর নিজের সঙ্গে বসান। তারপর তাঁর সঙ্গে তিনি দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত আলাপ করেন। এক পর্যায়ে আবদুল মালিক বললেন, হে গোলাম ! ওর থেকে তরবারিটা নিয়ে নাও। আমর বললেন, ইন্নালিল্লাহ্ ! হে আমীরুল মু'মিনীন ! আবদুল মালিক বললেন, তুমি কি তরবারি ঝুলিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে আশা করছ ? নির্দেশ মোতাবেক গোলাম তাঁর থেকে তরবারি নিয়ে নেয়। তারপর দু'জনে ঘন্টা খানেক কথা বলেন। শেষে আবদুল মালিক বললেন, হে আবূ উমাইয়া ! আমর বললেন, লাব্বাইক হে আমীরুল মু'মিনীন ! আবদুল মালিক বললেন, আপনি যখন আমার আনুগত্য ত্যাগ করেন, তখনই আমি শপথ করেছিলাম, আপনার দর্শনে যদি আমার চোখ ভরে আর আমি আপনাকে আয়ত্তে পাই তাহলে আমি আপনাকে শৃংখলাবদ্ধ করব। একথা শুনে বনূ মারওয়ান বলে উঠল, এরপর আপনি তাকে ছেড়ে দিবেন হে আমীরুল মু'মিনীন ! আবদুল

মালিক বললেন, তারপর আমি তাঁকে ছেড়ে দেব। আবূ উমাইয়ার সঙ্গে মন্দ আচরণ করা আমার জন্য শোভনীয় হবে না। বনূ মারওয়ান বললেন, আপনার শপথ পূরণ করুন হে আমীরুল মু'মিনীন ! আবদুল মালিক তাঁর বিছানার নীচ থেকে একটি বেড়ী বের করে আমর-এর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, হে গোলাম ! উঠে গিয়ে তাঁকে এই বেড়ীতে আবদ্ধ করে ফেল। গোলাম উঠে গিয়ে তাঁকে বেড়ী পড়িয়ে দিল। আমর বললেন, আমি আপনাকে আল্লাহ্র দোহাই দিয়ে বলছি, হে আমীরুল মু'মিনীন ! এই জনসমাজে আপনি আমাকে এই শৃংখল থেকে মুক্তি দিন। আবদুল মালিক বললেন, আবূ উমাইয়া ! মৃত্যুর সময়ও প্রতারণা করতে চাচ্ছ ? না, আল্লাহ্র শপথ ! আমি জনসম্মুখে তোমাকে শৃংখলামুক্ত করার নই এবং যন্ত্রণা না দিয়ে আমি তোমার থেকে এই শৃংখল খুলছি না। তারপর তিনি আমরকে এমনভাবে টান দেন যে, তিনি সিংহাসনের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে যান, যার ফলে তাঁর সম্মুখের দাঁত ভেঙে যায়। আমর বললেন, আমি আপনাকে আল্লাহ্র কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। তিনি এর চাইতে বড় কিছু ভেঙে ফেলার নিমিত্ত আপনাকে তলব করতে পারেন। আবদুল্লাহ্ বললেন, আল্লাহ্র শপথ ! আমি যদি জানতাম যে, বেঁচে থাকলে তুমি আমার আনুগত্য করবে এবং কুরায়শের সঙ্গে আপোস-মীমাংসা করে নেবে, তাহলে আমি তোমাকে ছেড়ে দিতাম। কিন্তু আমরা দু'জন যে অবস্থানে আছি এরূপ দুই ব্যক্তি যদি কখনো এক শহর একত্রিত হয়। তাহলে তাদের একজন অপরজনকে শহর থেকে বিতাড়ন না করে ছাড়ে না। এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছিলেন, তুমি কি জান না হে আমর ! দুই ষাঁড় এক রশিতে একত্রিত হয় না।

যাহোক আমর যখন বুঝতে পারলেন যে, আবদুল মালিক তাঁকে হত্যা করতে চাচ্ছে তখন তিনি তাঁকে বললেন, আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে ইব্নুল যারকা ? এবং তিনি তাঁকে জঘন্য ভাষায় গালমন্দ শুনিয়ে দেন। ঠিক এই অবস্থায় মুআয্যিন আসর নামাযের আযান দেন। আবদুল মালিক তাঁর ভাই আবদুল আযীয ইব্ন মারওয়ানকে আমর ইব্ন সাঈদকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়ে নামায আদায়ের জন্য বেরিয়ে যান। আবদুল মালিক বের হয়ে গেলেন এবং আবদুল আযীয তরবারি হাতে করে আমর ইব্ন সাঈদ-এর দিকে এগিয়ে যান। দেখে আমর বললেন, আমি আপনাকে আল্লাহ্ ও আত্মীয়তা বন্ধনের দোহাই দিচ্ছি আমার সঙ্গে এই আচরণ আপনি না করে অন্য কাউকে এর দায়িত্ব দিন। ফলে আবদুল আযীয তাঁর থেকে হাত গুটিয়ে নেন। মানুষ যখন দেখল যে, আবদুল আযীয বেরিয়ে এসেছেন, কিন্তু আমর ইব্ন সাঈদ তাঁর সঙ্গে নেই, তখন তারা আমর সম্পর্কে গুজব ছড়িয়ে দিল। ফলে আমর-এর ভাই ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ আমরকে উদ্ধার করার লক্ষ্যে এক হাজার গোলাম ও বিপুল সংখ্যক লোক নিয়ে রওয়ানা হয় এবং আবদুল মালিক তড়িঘড়ি করে রাজপ্রাসাদে ঢুকে পড়েন। তারা এসে রাজপ্রাসাদের দরজায় আঘাত করতে শুরু করে এবং বলতে থাকে, আমাদেরকে তোমার আওয়াজ শোনাও হে আবূ উমাইয়া ! তাদের এক ব্যক্তি তরবারি দ্বারা আঘাত করে ওলীদ ইব্ন আবদুল মালিক-এর মাথা জখম করে দেয়। ফলে অফিস কর্মকর্তা ইবরাহীম ইব্ন 'আদী একটি ঘরে ঢুকিয়ে তাঁকে রক্ষা করেন। মসজিদে বিরাট হট্টগোল ও হৈ-হুল্লোড় শুরু হয়ে যায়। আবদুল মালিক ফিরে গিয়ে যখন দেখতে পেলেন যে, তাঁর ভাই আমরকে হত্যা করেন নি, তখন তিনি তাঁকে তিরস্কার করেন এবং তাঁকে ও তাঁর মাকে গালাগাল করেন। বলাবাহুল্য যে, আব্দুল আযীয-এর মা আব্দুল মালিক-এর মা ছিলেন না। জবাবে আব্দুল আযীয বললেন, সে আমাকে আল্লাহ্ ও আত্মীয়তার বন্ধনের দোহাই দিয়েছে। আমর আব্দুল মালিক ইব্ন মারওয়ান-

এর চাচাতো ভাই ছিলেন। আব্দুল মালিক বললেন, 'হে গোলাম ! বর্শাটা নিয়ে আস।' গোলাম তাকে বর্শা এনে দেয়। তিনি বর্শা দ্বারা আমরকে আঘাত করেন। বর্শা কোন কাজ করল না। তিনি পুনরায় আঘাত করেন। এবারও কাজ হল না। তৃতীয়বার মালিক হাত দ্বারা আমর-এর পাঁজরে আঘাত করেন। এবার তিনি টের পান যে, আমর বর্ম পরিহিত। ফলে তিনি হেসে ফেললেন এবং বললেন, 'তুমি বর্ম পরে এসেছ ? তুমি প্রস্তুত হয়ে এসেছ ? গোলাম ! আমার ধারাল তরবারিটা নিয়ে আস।' গোলাম তরবারি এনে দিলে তিনি আমরকে মাটিতে শুইয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। গোলাম তাকে ধরাশায়ী করে ফেলে। আব্দুল মালিক তাঁর বুকের উপর চড়ে বসেন এবং তাকে জবাই করে ফেলেন। তখন তিনি বলছিলেন-

يا عمرو ان لا تدع شتمي ومنقضي - اضربك حتى تقول الهامة اسقوني

'হে আমর ! তুমি যদি আমাকে গালমন্দ করা ও আমার দোষচর্চা করা ত্যাগ না কর, তাহলে আমি তোমাকে মেরে ফেলব। এমনকি পোকা মাকড় বলবে, আমাকে পান করাও।'

ইতিহাসবিদগণ বলেছেন, আমর ইব্ন সাঈদকে জবাই করার পর প্রচণ্ড ভয়ে আব্দুল মালিক কেঁপে ওঠেন। যেমনিভাবে নলখাগড়া কেঁপে থাকে। লোকদেরকে তাঁকে আমর-এর বুকের উপর থেকে ধরাধরি করে নামাতে হয়েছে। আমর-এর বুকের উপর থেকে নামিয়ে তারা যখন তাঁকে তাঁর সিংহাসনের উপর রাখে, তখন তিনি বলছিলেন, 'ইতিপূর্বে আমি দুনিয়ার হোক বা আখিরাতপন্থী হোক এর মত মানুষ কখনো দেখি নি।' তিনি আমর ইব্ন সাঈদ-এর মাথাটা আব্দুর রহমান ইব্ন উম্মুল হাকামের নিকট পাঠিয়ে দেন। আব্দুর রহমান ইব্ন উম্মুল হাকাম জনতার মাঝে উপস্থিত হয়ে সেটি তাদের মাঝে ছুঁড়ে মারেন। অপর দিকে আব্দুল আযীয ইব্ন মারওয়ান বেশ কিছু অর্থ-সম্পদ নিয়ে বেরিয়ে পড়েন এবং সেগুলো জনতার মাঝে ছুঁড়ে মারেন। জনতা সেগুলো ছোঁ মেরে নিয়ে নিতে শুরু করে। কথিত আছে যে, পরে সেইসব সম্পদ লোকদের থেকে ফিরিয়ে নিয়ে বাইতুলমালে ফেরত দেয়া হয়। আরো কথিত আছে, আব্দুল মালিক নামাযের জন্য বের হওয়ার সময় যাকে আমর ইব্ন সাঈদকে হত্যা করার দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন। তিনি হলেন আব্দুল মালিক-এর গোলাম আবুয যায়ীযা'আ। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

আমর ইব্ন সাঈদ খুন হওয়ার পর তাঁর ভাই ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ দলবল নিয়ে রাজপ্রাসাদে ঢুকে পড়েন। বনূ মারওয়ান তাদের মোকাবিলায় অবতীর্ণ হয়। ফলে উভয় যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং উভয় দলের বিপুল সংখ্যক লোক আহত হয়। ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ-এর মাথায় একটি পাথর আঘাত হানে। তিনি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন। তারপর আব্দুল মালিক ইব্ন মারওয়ান জামে মসজিদে গিয়ে মিম্বরে আরোহণ করে বললেন, 'তোমরা ধ্বংস হও, ওলীদ কোথায় ? তাদের বাপের শপথ ! তারা যদি তাকে হত্যা করে থাকে তবে তো তারা তাদের প্রতিশোধ নিয়ে নিয়েছে।' ইত্যবসরে ইবরাহীম ইব্ন 'আদী আল-কিনালী এসে বললেন, 'ওলীদ আমার নিকটে আছেন। তিনি জখম হয়েছেন। তবে তার অবস্থা আশংকাজনক নয়।'

তারপর আব্দুল মালিক ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। কিন্তু তার ভাই আব্দুল আযীয ইব্ন মারওয়ান তাঁর নিকট ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ ও তাঁর সঙ্গীদের জন্য সুপারিশ করেন। আব্দুল মালিক তাদেরকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছিলেন। আব্দুল আযীয

ইব্ন মারওয়ান তাদের ব্যাপারে আব্দুল মালিক-এর নিকট সুপারিশ করেন। সেমতে তিনি ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদকে আটক করে রাখার নির্দেশ দেন। ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ একমাস আটক থাকেন। তারপর আব্দুল মালিক তাকে এবং আমর ইব্ন সাঈদ-এর গোত্র ও তাদের পরিবার-পরিজনকে ইরাক পাঠিয়ে দেন। তারা মুসআব ইবনুয যুবাইর-এর নিকট গিয়ে উপস্থিত হয়। মুসআব তাদেরকে সম্মান করেন এবং তাদের সঙ্গে সদাচার করেন। তারপর ইবনুয যুবাইর-এর হত্যার পর যখন সর্বসম্মতভাবে আব্দুল মালিক-এর বায়'আত অনুষ্ঠিত হয়, তখন তারা তাঁর নিকট গিয়ে উপস্থিত হয়। আব্দুল মালিক তাদেরকে হত্যা করতে উদ্যত হন। কিন্তু তাদের কিছু লোক বক্তব্যে নমনীয়তা অবলম্বন করে। ফলে তিনি তাদের জন্য অত্যন্ত কোমল হয়ে যান।

আব্দুল মালিক বলেন, 'তোমাদের পিতা আমাকে এই এখতিয়ার দিয়েছিলেন, হয় তিনি (আমর ইব্ন সাঈদ) আমাকে হত্যা করবেন নয়তো আমি তাকে হত্যা করব। ফলে আমি আমার নিহত হওয়ার উপর তার নিহত হওয়াকে প্রাধান্য দিয়েছি। আর তোমাদের ব্যাপারে তিনি আমাকে কোন উৎসাহ দেন নি। বরং তোমাদের আত্মীয়তার কারণে তিনি আমাকে কাছে ভিড়িয়ে রেখেছিলেন এবং তোমাদের অধিকারের ব্যাপারে আমার রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন।' মোটকথা, আব্দুল মালিক তাদেরকে উত্তম পুরস্কার প্রদান করেন এবং তাদের আত্মীয়তার মূল্যায়ন করেন।

আব্দুল মালিক আমর ইব্ন সাঈদ-এর স্ত্রীর নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন যে, আমর-এর নিরাপত্তা সংক্রান্ত যে চুক্তি লিপিবদ্ধ করেছিলাম, সেই পত্রটি আমার নিকট পাঠিয়ে দিন। আমর-এর স্ত্রী বললেন, আমি সেটি তাঁর সঙ্গে দাফন করে দিয়েছি যাতে তিনি কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকট এর মাধ্যমে আপনার বিচার পেতে পারেন।

মারওয়ান ইব্নুল হাকাম এই আমর ইব্ন সাঈদকে মৌখিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তাঁর পুত্র আব্দুল মালিক-এর পরে তিনি সিংহাসনের অধিকারী হবেন। কিন্তু আব্দুল মালিক সে ক্ষেত্রে লোভে পড়ে যান এবং সে কারণে কঠোর হয়ে যান। তা ছাড়া আব্দুল মালিক শৈশব থেকেই আমর ইব্ন সাঈদ-এর প্রতি প্রচণ্ড বিদ্বেষ পোষণ করতেন এবং পরিণত বয়সে তাঁর ব্যাপারে এটা তাঁর স্থায়ী চরিত্রের রূপ ধারণ করে। ইব্ন জারীর বলেন, বর্ণিত আছে যে, খালিদ ইব্ন মু'আবিয়া একদিন আব্দুল মালিককে বলেছেন, 'তোমার এবং আমর ইব্ন সাঈদের ঘটনাটা বিস্ময়কর ! তুমি কিভাবে ললাট চেপে ধরে আমর ইব্ন সাঈদকে হত্যা করেছিলে ?' জবাবে আব্দুল মালিক বললেন,

وادنيته منى ليسكن روعة ـ فاصول صولة حازم متمكن

غضيا ومحمية لدينى انه ـ ليس المسيئ سبيله كالمحسن

'আমি তাকে আমার কাছে টেনে এনেছি, যাতে তার ভয় বিদূরিত হয় এবং আমি আমার দীনি মর্যাদাবোধ এবং ক্ষোভ নিরসনকল্পে তাকে চূড়ান্তভাবে হামলা করতে পারি। নিশ্চয় পাপিষ্ঠ লোকের পথ সৎকর্মপরায়ণদের মত নয়।'

খলীফা ইব্ন খাইয়াত বলেছেন, এই কবিতাটি যাবী ইব্ন আবূ রাকি'-এর। আব্দুল মালিক একে দৃষ্টান্তস্বরূপ আবৃত্তি করেছেন।

ইব্ন দুরাইদ আবূ হাতিম সূত্রে শা'বী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আব্দুল মালিক বলেছেন, আমর ইব্ন সাঈদ আমার নিকট চোখের অশ্রু অপেক্ষা প্রিয় ছিল। কিন্তু দু'টি ষাঁড় উট একত্রিত

হলে একটি অপরটিকে না তাড়িয়ে ছাড়ে না। আমাদের দৃষ্টান্ত হল, যেমন বনূ ইয়ারবূ'-এর কবি বলেছেন-

اجازی من جزا نحا الخیر خیرا ـ وجازی الخیر بجزی بالنوال

واجزی من جزانی الشر شرا کما تحذا النعال علی النعال •

'যে ব্যক্তি আমাকে উত্তম বিনিময় দান করে, আমিও তাকে উত্তম বিনিময় প্রদান করি। আর উত্তম বিনিময় প্রদানকারী বখ্শিশসহ বিনিময় প্রদান করে থাকে। আর যে আমাকে মন্দ বিনিময় দেয়, আমিও তাকে মন্দ বিনিময় প্রদান করে থাকি। যেমন, এক জুতা অপর জুতার সাথে তালি দেয়া হয়ে থাকে।

খলিফা ইব্ন খাইয়াত বলেন, আব্দুল মালিক যে আমর ইব্ন সাঈদকে হত্যা করেছেন, সে ব্যাপারে আবুল ইয়াকযান আব্দুল মালিক সম্পর্কে বলেছেন,

صحت ولا تشلل وضرت عازوها ـ یمین اراقت مهجة ابن

سعید وجادت ابن مروان ولا نبل عنده ـ شدید ضریر الناس غریلید

هوابن ابی العاص لمروان ینتهی ـ الی اسرة طابت له وجدود ـ

'যে শপথ ইব্ন সাঈদ-এর রক্ত প্রবাহিত করেছে, সেই শপথ সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। ব্যর্থ হয়নি এবং শত্রুর ক্ষতিসাধন করেছে।'

আমি মারওয়ানের পুত্রকে এমন অবস্থায় পেয়েছি যে, তার কোন বুদ্ধি সুদ্ধি নেই। সে মানুষের প্রচণ্ড ক্ষতিকারক এবং নির্বোধ। মারওয়ান এবং তার পিতৃপুরুষের তুলনায় সে আবুল 'আস-এর বংশধর, একটি সম্ভ্রান্ত পরিবার পর্যন্ত গিয়ে যার সমাপ্তি ঘটে।

ওয়াকিদী বলতেন, আব্দুল মালিক কর্তৃক আমর ইব্ন সাঈদ-এর অবরোধের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল উনসত্তর হিজরী সনে। বাতনান থেকে ফিরে এসে তিনি দামেশ্‌কে তাকে এই অবরোধ করেছিলেন। তারপর তার হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় সত্তর হিজরীতে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

আল-আশ্‌দাক-এর জীবন-চরিত

তাঁর নাম আমর ইব্ন সাঈদ ইবনুল 'আছ ইব্ন উমাইয়া ইব্ন আব্দ শাম্‌স আবূ উমাইয়া আল-কুরাশী আল-উমাবী। তাঁর ডাকনাম ছিল আল-আশ্‌দাক। কথিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখেছেন[১] এবং তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে একটি হাদীস হল, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ مَا نُحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا اَحْسَنُ مِنْ اَدَبٍ حُسْنٍ ـ 'কোন পিতা সন্তানকে উত্তম আদব অপেক্ষা উত্তম আর কিছু দান করে না।' তিনি দাসমুক্তি বিষয়েও একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া তিনি উমর, উসমান, আলী এবং আয়েশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবার তাঁর থেকেও তাঁর পুত্র উমাইয়া, সাঈদ ও মূসা প্রমুখ হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত মু'আবিয়া (রা) তাঁকে মদীনার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। অনুরূপ পিতার পর ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়াও তাঁকে নায়েব নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি ছিলেন

---

১. এটার সম্ভাবনা ক্ষীণ। কেননা, তাঁর পিতা সাঈদের জন্মসাল ছিল এক বর্ণনা মতে হিজরতের বছর। অপর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইনতিকালের সময় সাঈদের বয়স ছিল নয় বছর।

মুসলমানদের নেতৃস্থানীয় ও খ্যাতিমান সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের একজন। এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা হয়েছে। তিনি অত্যধিক পরিমাণ দান খয়রাত করতেন এবং কঠিন কঠিন বিপদ সহ্য করতেন। পিতার অন্যান্য পুত্রদের মাঝে তিনি ছিলেন তাঁর প্রতিনিধি (ওয়াসী)[১]। তাঁর পিতা বিখ্যাত সম্মানিতদের এবং সম্ভ্রান্ত নেতৃস্থানীয়দের একজন ছিলেন। যেমনটি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

আমর বলেছেন, 'আমি বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর থেকে কাউকে গালি দেইনি এবং কিছু চাওয়ার জন্য যে আমার নিকট এসেছে, তাকে আমি কষ্ট দেইনি। ফলে আমি তার যতটুকু উপকার করেছি, সে আমাকে তার চাইতে বেশী প্রতিদান দিয়েছে।'

সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব বলেন, 'জাহেলী যুগে মানুষের খতীব ছিলেন আসওয়াদ ইব্‌ন আব্দুল মুত্তালিব ও সুহাইল ইব্‌ন আমর। আর ইসলামে মানুষের খতীব হলেন মু'আবিয়া ও তাঁর পুত্র সাঈদ ইবনুল 'আস ও তাঁর পুত্র এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইর (রা)।'

আব্দুস সামাদ সূত্রে ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)- কে বলতে শুনেছি, 'বনূ উমাইয়্যার স্বৈরাচারী শাসকদের কোন এক শাসক আমার মিম্বরের উপর নাক থেকে রক্ত ঝরাবে। এমনকি তার নাক-নিসৃত রক্ত প্রবাহিত হবে।'

আমর ইব্‌ন সাঈদ সেই ব্যক্তি, যিনি ইয়াযীদ ইব্‌ন মু'আবিয়ার যুগে হাররার ঘটনার পর ইব্‌ন যুবাইর-এর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য মক্কা অভিমুখে অভিযান প্রেরণ করতেন। কিন্তু আবূ শুরাইহ্ আল-খুযায়ী তাঁকে বারণ করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে মক্কার মর্যাদা সংরক্ষণ সংক্রান্ত যে হাদীসটি শুনেছিলেন, সেটি তাঁকে শুনিয়েছিলেন। জবাবে আমর ইব্‌ন সাঈদ বলেছিলেন, 'এ ব্যাপারে তোমার অপেক্ষা আমি ভাল জানি হে শুরাইহ ! হারাম না আশ্রয় দেয় কোন পাপিষ্ঠকে না খুন করে পলায়নকারীকে, না জিযিয়া না দিয়ে পলায়নকারীকে।' এ হাদীসটি সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। তারপর মারওয়ান জনগণকে নিজের আনুগত্যের আহবান করার এবং সিরিয়ায় তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মিশর প্রবেশ করেন। তাঁর সঙ্গে আমর ইব্‌ন সাঈদও ছিলেন। তিনি মিশর জয় করে ফেলেন। তিনি আমরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, আব্দুল মালিক-এর পর তিনি সিংহাসনের অধিকারী হবেন এবং তার আগে তিনি দামেশকের গভর্নর নিযুক্ত হবেন। কিন্তু পরে যখন মারওয়ান-এর ক্ষমতা পোক্ত হল, তখন তিনি সেই প্রতিশ্রুতি থেকে ফিরে গেলেন এবং নিজ পুত্র আব্দুল আযীযকে সিংহাসনের পরবর্তী উত্তরাধীকারী মনোনীত করে ফেলেন ও আমরের মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নেন। পূর্বে বর্ণিত ঘটনাবলী সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত তিনি এই মানসিকতাই পোষণ করতে থাকেন। ফলে আমর দামেশকে প্রবেশ করে সেখানে দূর্গ স্থাপন করেন এবং সেখানকার জনগণ তাঁর ডাকে সাড়া দেয়। কিন্তু আব্দুল মালিক তাঁকে অবরোধ করে ফেলেন এবং নিরাপত্তার নাম করে তাঁকে বের করে আনেন। তারপর তাঁকে হত্যা করেন, যেমনটি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

অধিকাংশ ইতিহাসবিদের নিকট প্রসিদ্ধ অভিমত হল, এসব ঘটনা এ বছর সংঘটিত হয়েছে। ওয়াকিদী ও আবূ সাঈদ ইব্‌ন ইউনুস-এর মতে এটা সত্তর হিজরী সনের ঘটনা। আল্লাহ্ ভাল জানেন। হিশাম ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-কালবী বর্ণিত একটি দুর্লভ বর্ণনা আছে যে,

---

১. তাঁর পিতার মৃত্যুকালে তাঁর ঋণের পরিমাণ ছিল ৮০ হাজার দীনার। যা তাঁর পক্ষ থেকে পরিশোধ করা হয়।

'আমর ইব্ন সাঈদ-এর সম্পূর্ণরূপে বিদ্রোহী হওয়ার এবং নিহত হওয়ার বেশ কিছুদিন আগে এক ব্যক্তি স্বপ্নে জনৈক ব্যক্তিকে দামেশকের দেয়ালের উপর দাঁড়িয়ে নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলো আবৃত্তি করতে শুনেছে ঃ

ألا يا قوم للسفاهة والوهن ـ وللفاجر الموهون والراى الافق

ولا بن سعيد بينما هو قائم ـ على قد مية خر للوجه والبطن

رأى الحصن منجاة من الموت فالتجأ ـ اليه فزارته المنية فى الحص

'হে লোকসকল ! তোমরা নির্বোধ, দুর্বল, পাপিষ্ঠ ও অস্থিরচিত্ত লোকটির ব্যাপারে সতর্ক থাক। তোমরা দুঃখ প্রকাশ কর ইব্ন সাঈদ-এর জন্য। লোকটি তার দু'পায়ের উপর দণ্ডায়মান ছিল। হঠাৎ সে উপুড় হয়ে লুটিয়ে পড়ল। সে দুর্গকে মৃত্যু থেকে নিরাপদ স্থান মনে করেছিল। ফলে সেখানে গিয়ে সে আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু মৃত্যু দুর্গে গিয়েই তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে।'

বর্ণনাকারী বলেন, লোকটি আব্দুল মালিক-এর নিকট এসে তাঁকে স্বপ্ন সম্পর্কে অবহিত করে। শুনে আব্দুল মালিক বললেন, 'তোমার ধ্বংস হোক, কেউ কি তোমার থেকে এ কাহিনী শুনেছে ?' লোকটি বলল, 'না।' আব্দুল মালিক বললেন, 'তাহ্‌লে তাকে তোমার দু'পায়ের নীচে রেখে দাও।' বর্ণনাকারী বলেন, তারপরই আমর আনুগত্য ত্যাগ করেন এবং আব্দুল মালিক ইব্ন মারওয়ান তাঁকে হত্যা করে ফেলেন।

কথিত আছে যে, আব্দুল মালিক যখন আমর ইব্ন সাঈদকে অবরোধ করেন, তখন তিনি তাঁর নিকট পত্র লিখেন যে, আমি আল্লাহ্ ও আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে বলছি, তুমি তোমার পরিবারের ব্যাপারটি ত্যাগ কর এবং তারা যে পরিস্থিতির শিকার হয়েছে, তাদেরকে সে অবস্থায় ফেলে রাখ। কেননা, তুমি যা করেছ, তাতে আমাদের বিপক্ষে ইব্ন যুবাইর-এর শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং তুমি তোমার বায়'আতের দিকে ফিরে আস। তোমার জন্য আমার যিম্মায় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি রয়েছে। তিনি তার জন্য ঈমানের দোহাই দিয়ে শক্ত শপথ করেন যে, আমার পরে তুমিই সিংহাসনের অধিকারী হবে। তারা দু'জন পরস্পর একটি চুক্তি লিপিবদ্ধ করেন। এভাবে আমর প্রতারণার শিকার হন এবং আব্দুল মালিক-এর জন্য দামেশ্‌কের দরজা খুলে দেন। ফলে আব্দুল মালিক তাতে প্রবেশ করেন। তারপর দু'জনের মাঝে যেসব ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

এ বছর যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইনতিকাল করেন

আবুল আসওয়াদ আদ-দুয়ালী

তাঁকে আদ-দায়লীও বলা হয়। তিনি ছিলেন কূফার কাজী ও মহান তাবেয়ী। তাঁর নাম জালিম ইব্ন আমর ইব্ন সুফিয়ান ইব্ন জানদাল ইব্ন ইয়ামুর ইব্ন জালস ইব্ন শাবাহা ইব্ন 'আদী ইব্ন আদ-দুয়াল ইব্ন বকর। ইনি সেই আবুল আসওয়াদ, যাকে ইলমুন নাহু (نحو)-এর আবিষ্কারক বলা হয়। কথিত আছে যে, ইনিই সর্বপ্রথম ইলমুন নাহু সম্পর্কে কথা বলেছেন। তিনি আমীরুল মু'মিনীন আলী ইব্ন আবী তালিব (রা) থেকে তা অর্জন করেছেন। তাঁর নামের ব্যাপারে একাধিক অভিমত রয়েছে। প্রসিদ্ধ অভিমত হল, তাঁর নাম জালিম ইব্ন আমর। কেউ কেউ বলেছেন, তার উল্টো। ওয়াকিদী বলেন, তাঁর নাম উয়াইমির ইব্ন জুয়াইলিম। ওয়াকিদী বলেন, তিনি নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে তিনি তাঁকে

দেখেননি। তিনি জামাল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ-এর শাসনামলে ইনতিকাল করেছেন। ইয়াহইয়া ইব্ন মাঈন ও আহমাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল আজালী বলেছেন, তিনি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম নাহ্ব সম্পর্কে কথা বলেছেন। ইব্ন মাঈন প্রমুখ বলেন, তিনি উনসত্তর হিজরী সনে প্লেগে আক্রান্ত হয়ে ইনতিকাল করেন।

ইব্ন খাল্লিকান বলেন, কথিত আছে যে, তিনি উমর ইব্ন আব্দুল আযীয-এর খিলাফত আমলে ইনতিকাল করেন। আর উমর ইব্ন আব্দুল আযীয-এর খিলাফত শুরু হয়েছিল নিরানব্বই হিজরীতে। আমার মতে এই অভিমতটি অত্যন্ত গরীব পর্যায়ের। ইব্ন খাল্লিকান প্রমুখ বলেন, আলী ইব্ন আবী তালিব (রা) সর্বপ্রথম তাঁকে ইলমুন নাহ্ব-এর ধারণা প্রদান করেন এবং তাঁকে জানান যে, কালাম হল-ইস্ম, ফে'ল ও হরফ। পরে আবুল আসওয়াদ তাঁকে অনুসরণ করেন, তাঁর বক্তব্যের সূত্র ধরে শাখা-প্রশাখা বের করেন এবং তাঁর পথ ধরে পথ চলেন। তাই পরবর্তীতে এর নাম রাখেন ইলমুন নাহ্ব। আর যে বিষয়টি আবুল আসওয়াদকে এ কাজের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে তা হল মানুষের ভাষার বিবর্তন এবং যিয়াদ-এর ইরাক শাসনামলে মানুষের ভাষায় ভুলের অনুপ্রবেশ। আবুল আসওয়াদ যিয়াদ-এর পুত্রদের ওস্তাদ ছিলেন। এ ক'দিন এক ব্যক্তি যিয়াদ-এর নিকট এসে বলল—

تـوفـى ابـانـا وتـرك بـنـون

তখনই যিয়াদ তাঁকে বলেন, মানুষের জন্য এমন একটা কিছু আবিষ্কার করুন, যার মাধ্যমে তারা আরবী ভাষার সঠিক পরিচয় লাভ করতে পারে। কথিত আছে যে, আবুল আসওয়াদ সর্বপ্রথম তা'আজ্জব অধ্যায় উদ্ভাবন করেন। তার পটভূমি হল, আবুল আসওয়াদ-এর কন্যা এক রাতে তাকে বলল—

يَـاأَبَـةِ مَـا أَحْـسَـنُ الـسَّـمَـاءِ

আবুল আসওয়াদ বললেন, نجومها কন্যা বলল, আমি আপনাকে আকাশের সবচাইতে সুন্দর বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করিনি। আমি তার সৌন্দর্যে বিস্ময় প্রকাশ করেছি। তখন আবুল আসওয়াদ বললেন, তাহলে তুমি বল— مَـا أَحْـسَـنَ الـسَّـمَـاءَ

ইব্ন খাল্লিকান বলেন, আবুল আসওয়াদ কার্পণ্য করতেন। তিনি বলতেন, আমরা যদি আমাদের ধন-সম্পদে মিসকীনদের অনুসরণ করি, তাহলে আমরা অবশ্যই তাদের মত হয়ে যাব। এক রাতে তিনি একজন মিসকীনকে খাবার খাওয়ান। পরে তাকে আটক করে রাখেন, তাকে নিজের নিকট রাত যাপনে বাধ্য করেন এবং সে রাতে তাকে বের হতে বারণ করেন, যাতে ভিক্ষার মাধ্যমে সে মুসলমানদেরকে কষ্ট দিতে না পারে। মিসকীন তাকে বলল, আপনি আমাকে ছেড়ে দিন। তিনি বললেন, তা হবে না। আমি এই রাতটা মুসলমানদেরকে তোমার ভিক্ষার কষ্টদান থেকে রেহাই দেয়ার জন্য তোমাকে রাতের খাবার খাইয়েছি। অবশেষে যখন ভোর হল, তখন তিনি তাকে ছেড়ে দেন। তাঁর সুন্দর কবিতা রয়েছে।

ইব্ন জারীর বলেন, এ বছর আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা) লোকদের নিয়ে হজ্জ পরিচালনা করেন। একজন খারেজী মিনায় স্বাধীনতা ঘোষণা করলে আব্দুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর হুজরার নিকট তাকে হত্যা করে ফেলেন। বিগত বছর যারা বিভিন্ন শহরে প্রতিনিধি ছিলেন, এ বছরও তারাই প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করেন।

জাবির ইব্ন সামুরা ইব্ন জুনাদা (রা)

তাঁর সাহাবী হওয়া ও রাসূল (সা) থেকে হাদীস বর্ণনা করা প্রমাণিত। তাঁর পিতাও সাহাবী ছিলেন ও রাসূল (সা) থেকে হাদীস রেওয়ায়াত করেছেন। কারো কারো মতে, তিনি ছেষট্টি হিজরীতে ইনতিকাল করেছেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা)

আসমা বিনতে ইয়াযীদ ইবনুস সাকান আল-আনসারিয়্যা। নবী করীম (সা)-এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন। ইয়ারমূকের দিন তাঁর বাসর রাতে তিনি নিজ তাঁবুর খুঁটি দ্বারা নয়জন রোমান সৈন্যকে হত্যা করেছিলেন। পরে তিনি দামেশকে বসবাস করেন এবং বাবুস্ সাগীর-এর নিকটে তাঁকে দাফন করা হয়।

হাস্সান ইব্ন মালিক

আবূ সুলাইমান আল-বাহদালী। মারওয়ান যখন খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, তখন তিনি তাঁর বায়'আতের যিম্মাদারী নিজ কাঁধে তুলে নেন। তিনি এ বছর ইনতিকাল করেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

৭০ হিজরী সন

এ বছর রোমানরা প্রতি আক্রমণের উদ্দেশ্যে সিরীয়দের বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ ঘটাল এবং বনূ মারওয়ান ও ইবনুয যুবাইর-এর মাঝে বিদ্যমান বিরোধের সুযোগে তাদেরকে দুর্বল মনে করল। ফলে আব্দুল মালিক রোম সম্রাটের সঙ্গে সন্ধি করেন এই ভয়ে যে, পাছে তিনি সিরীয়দের উপর হামলা করে বসেন। এই মর্মে চুক্তি করেন যে, আব্দুল মালিক প্রতি সপ্তাহে রোম সম্রাটকে এক হাজার দীনার প্রদান করবেন। এ বছর মিশরে মহামারী দেখা দেয়। ফলে আব্দুল আযীয ইব্‌ন মারওয়ান সেখান থেকে পালিয়ে পূর্ব দিকে চলে যান। তিনি হুলওয়ান নামক স্থানে অবতরণ করেন। হুলওয়ান কায়রো থেকে একদিনের দূরত্বে অবস্থিত। তিনি এখানে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং একজন কিব্‌তীর নিকট থেকে দশ হাজার দীনারের বিনিময়ে জায়গাটা ক্রয় করে নেন। এখানে তিনি শাসনকার্য পরিচালনার জন্য একটি ভবন ও একটি জামে মসজিদ নির্মাণ করেন এবং এখানে সৈন্য সমাবেশ ঘটান।

এ বছর মুস'আব ইবনুয যুবাইর বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদ নিয়ে বসরা থেকে মক্কা চলে যান এবং এগুলো ভাগ বন্টন করে দেন। তিনি হেজাযের একদল নেতৃস্থানীয় লোককেও প্রচুর সম্পদ দান করেন।

এ বছর যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইনতিকাল করেন

আসিম ইব্‌ন উমর ইবনুল খাত্তাব

আল-ফারাশী আল আদাবী। তাঁর মা হলেন জামীলা বিনত ছাবিত ইব্‌ন আবুল আকলাহ। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবদ্দশায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর পিতা থেকে একটি হাদীস ব্যতীত আর কোন হাদীস বর্ণনা করেন নি। হাদীসটি হল, إذا أقبل الليل من ههنا 'তাঁর থেকে এ হাদীসটি তাঁর দুই পুত্র হাফস, আব্দুল্লাহ্ এবং উরওয়া ইবনুয যুবাইর বর্ণনা করেছেন। তাঁর পিতা তাঁর মাকে তালাক প্রদান করলে দাদী আশ-শামূস বিনত আবূ আমির তাঁকে নিয়ে নেন। উমর (রা) তাঁকে নিয়ে আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট এসে বললেন, তার (আসিম-এর মাতার) ঘ্রাণ ও মমতা এর নিকট আপনার চাইতে বেশী প্রিয়।

পরে তাঁর পিতা যখন নিজ শাসনামলে তাঁকে বিবাহ করান, তখন এক মাস বাইতুলমাল থেকে তাঁর ব্যয়ভার বহন করেন। তারপর তাঁর ব্যয় বন্ধ করে পুঁজি দিয়ে ব্যবসা করে পরিবারের ভরণপোষণ চালাতে নির্দেশ প্রদান করেন। একাধিক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন যে, আসিম ও হাসান-হুসাইন (রা)-এর মাঝে এক টুকরো জমি নিয়ে বিবাদ ছিল। পরে যখন আসিম হাসান (রা)-এর ক্রোধ উপলব্ধি করেন, তখন তিনি বললেন, জমিটা আপনারই থাকুক। হাসান (রা) বললেন, না, বরং তুমিই নিয়ে নাও। ফলে উভয়ই জমির দাবী ত্যাগ করেন। তাঁরা কেউ এবং তাঁদের সন্তানাদির কেউ আর এই জমির কাছে যায় নি। শেষ পর্যন্ত মানুষ চতুর্দিক থেকে জমিটা দখল করে ফেলে। আসিম মর্যাদাসম্পন্ন নেতা ছিলেন। ওয়াকিদী বলেন, তিনি সত্তর হিজরীতে মদীনায় ইনতিকাল করেন।

কাবীসা ইব্‌ন যুআইব আল খুযা'য়ী আল-কালবী

তাঁর উপনাম আবুল 'আলা। তিনি শীর্ষস্থানীয় তাবে'য়ীদের একজন। তিনি হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর দুধভাই। মদীনার ফকীহ্ ও পুণ্যবান লোকদের অন্যতম। পরে তিনি সিরিয়া চলে গিয়েছিলেন। তিনি হস্তলিপিবিদদের শিক্ষক ছিলেন।

কায়স ইব্‌ন যারীজ

প্রসিদ্ধ অভিমত হল, তিনি হেজাযের মরু এলাকার অধিবাসী ছিলেন। কারো কারো মতে তিনি হুসাইন ইব্‌ন আলী (রা)-এর দুধভাই। তিনি লুবনা বিনতুল হুবানকে বিয়ে করেন। কিন্তু পরে তাকে তালাক দিয়ে দেন। স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তিনি ভালবাসার আতিশয্যে পাগল হয়ে যান এবং মরু এলাকায় গিয়ে আশ্রয় নেন। তিনি স্ত্রী সম্পর্কে কবিতা আবৃত্তি করতেন এবং তাঁর শরীর ক্ষীণ হয়ে যায়। অবস্থার অবনতি ঘটলে ইব্‌ন আবূ আতীক এসে তাকে আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর-এর নিকট নিয়ে যান। ইব্‌ন আবূ আতীক আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফরকে বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোন, আপনি আমার সঙ্গে এক কাজে চলুন। আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর বাহনে সাওয়ার হয়ে যান। তাঁর সঙ্গে চারজন শীর্ষস্থানীয় কুরায়শ ব্যক্তিও রওয়ানা হন। তাঁরা ইব্‌ন আবূ আতীকের সঙ্গে চলে যান। কিন্তু তাঁরা জানতেন না তাঁর উদ্দেশ্য কী ? অবশেষে তিনি তাঁদের নিয়ে লুবনার (নতুন) স্বামীর দরজায় এসে উপস্থিত হন।

লুবনার স্বামী বেরিয়ে তাঁদের নিকট এসে দেখতে পান কয়েকজন নেতৃস্থানীয় কুরায়শ দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্ আমাকে আপনাদের জন্য কুরবান করুন। আপনারা কেন এসেছেন ? তাঁরা বললেন, ইব্‌ন আবূ আতীক-এর প্রয়োজনে। লোকটি বলল, আপনারা সাক্ষী থাকুন, তাঁর প্রয়োজন পূরণ হয়ে গেছে এবং তাঁর নির্দেশ শিরোধার্য। তাঁরা বললেন, আপনি তাঁকে আপনার প্রয়োজনের কথা বলুন। ইব্‌ন আবূ আতীক বললেন, আপনারা সাক্ষী থাকুন, এর স্ত্রী লুবনা-এর থেকে তালাক। শুনে আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর বললেন, আল্লাহ্ তোমার অমঙ্গল করুন। আপনি আমাদেরকে এ জন্যে নিয়ে আসলেন ? ইব্‌ন আবূ আতীক বললেন, আমি আপনাদের জন্য কুরবান হয়েছি। একজন মুসলিম ব্যক্তি মেয়েটির ভালবাসায় মৃত্যুবরণ করার চাইতে বরং ভাল, ইনি তাকে তালাক দিয়ে অন্য মহিলাকে বিয়ে করে নিন। আল্লাহ্র শপথ ! লুবনার সামানপত্র কায়স-এর ঘরে স্থানান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত আমি এ স্থান ত্যাগ করব না। ফলে লুবনা তা-ই করল এবং তাঁরা কিছুকাল সুখময় জীবন-যাপন করল। আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি রহম করুন।

ইয়াযীদ ইব্‌ন যিয়াদ ইব্‌ন রবীয়া আল-হিময়ারী

তিনি একজন কবি। তিনি অধিক পরিমাণ কবিতা আবৃত্তি করতেন এবং খুব নিন্দাবাদ করতেন। উবাইদুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। কেননা, তিনি তাঁর পিতা যিয়াদের কুৎসা রটনা করেছিলেন। কিন্তু হযরত মু'আবিয়া (রা) তাঁকে হত্যা করা থেকে তাকে বারণ করে বললেন, তুমি তাঁকে শাসন কর। তাই উবাইদুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ তাকে জোলাপ পান করিয়ে গাধার পিঠে চড়িয়ে বাজারে বাজারে ঘোরান আর তিনি গাধার উপরই মল ত্যাগ করতে থাকেন। সে প্রসঙ্গে তিনি বললেন-

يـغـسـل الـمـاء ما صـنـعـت وشـعـرى ــ راسـخ منـك فـى العـظام الـبـوالـى

'তুমি যা করেছ, পানি তা ধুয়ে ফেলবে। কিন্তু তোমার প্রসঙ্গে রচিত আমার কাব্য পুরাতন হাড্ডির মাঝে প্রোথিত হয়ে থাকবে।'

বাশীর ইবনুল নাযর

তিনি ছিলেন মিশরের কাজী। তাঁর ভাতা ছিল বছরে এক হাজার দীনার। তিনি মিশরে ইনতিকাল করেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর আব্দুর রহমান ইব্ন হামযা আল খাওলানী গভর্নর নিযুক্ত হন। আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

মালিক ইব্ন য়ুখামির

আস-সাকসাকী আল-আলহানী আল-হিম্সী ছিলেন খ্যাতনামা তাবেয়ী। কথিত আছে, তিনি নবী করীম (সা)-এর সাহচর্য লাভ করেছিলেন। আল্লাহ্ই ভালো জানেন। ইমাম বুখারী যথাক্রমে মু'আবিয়া, মালিক ইব্ন য়ুখামির সূত্রে মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) থেকে সত্যের উপর জয়ী সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তারা হবে সিরিয়ার লোক। এটি ছোটদের থেকে বড়দের বর্ণনা বিষয়ক হাদীস। তবে মালিক ইব্ন য়ুখামির যদি সাহাবী হয়ে থাকেন, তা ভিন্ন কথা। তিনি মু'আয ইব্ন জাবাল (রা)-এর বিশিষ্ট সহচর ছিলেন। একাধিক ইতিহাসবিদ বলেছেন, তিনি এ বছর ইনতিকাল করেন। কারো কারো মতে বাহাত্তর হিজরীতে। আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

৭১ হিজরী সন

এ বছর মুস'আব ইব্‌নুয যুবাইর-এর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। ঘটনার পটভূমি হল, আব্দুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান ভয়ঙ্কর প্রকৃতির একদল সৈন্য নিয়ে মুস'আব ইবনুয যুবাইর-এর উদ্দেশ্যে সিরিয়া থেকে রওয়ানা হন। এ বছর তাঁদের মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এর আগেও তাঁরা উভয়ে পরস্পর যুদ্ধ করার লক্ষ্যে রওয়ানা হতেন। কিন্তু শীত, শীলা ও কাদা তাঁদের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করত। ফলে তাঁরা উভয়ে নিজ নিজ শহরে ফিরে আসতেন। এ বছরও আব্দুল মালিক মুস'আব-এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং আগে ভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি বাহিনী প্রেরণ করেন। তাঁর প্রেরিত এক ব্যক্তি বসরা ঢুকে পড়ে এবং তাঁর অধিবাসীদেরকে গোপনে গোপনে আব্দুল মালিক-এর আনুগত্যের প্রতি আহবান জানায়। ফলে-কিছু লোক তাঁর ডাকে সাড়া দেয়। মুস'আব তখন হিজায অবস্থান করছিলেন। তার পরপরই তিনি বসরা ফিরে আসেন। এসে তিনি আব্দুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান- এর লোককে অনুপ্রবেশ করতে দেয়ায় ও তাদের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করায় সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে গালমন্দ করেন ও তিরস্কার করেন। তিনি তাদের কিছু লোকের বাড়ি-ঘরও গুড়িয়ে দেন। তারপর তিনি কূফা চলে যান। তারপর তিনি আব্দুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান-এর সৈন্য নিয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার সংবাদ পেয়ে তিনিও তাঁর দিকে রওয়ানা হয়ে যান। আব্দুল মালিক মাসকিন নামক স্থানে পৌঁছে তাঁর প্রেরিত ব্যক্তির আহবানে সাড়া দেয়া মারওয়ানীদের নিকট পত্র লিখেন। তাঁরা তাঁকে সেই পত্রের জবাব দেয় এবং শর্ত আরোপ করে যে, ইস্পাহানের শাসন ক্ষমতা তাদের হাতে তুলে দিতে হবে। তিনি বললেন, হ্যাঁ। আর তারা ছিল বিপুল সংখ্যক আমীরের একটি দল। আব্দুল মালিক তাঁর বাহিনীর (সম্মুখ ভাগে) তাঁর ভাই মুহাম্মদ ইব্‌ন মারওয়ানকে, (ডান পার্শ্বে) আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন মু'আবিয়াকে এবং (বাম পার্শ্বে) খালিদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন মু'আবিয়াকে নিযুক্ত করেছিলেন।

যা হোক মুস'আব মারওয়ান-এর মোকাবেলায় বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু ইরাকীরা তাঁর ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করল এবং কোন সাহায্য না করে তাঁকে পরিত্যাগ করল। এখন তাঁর একমাত্র ভরসা ছিল তাঁর সাথীরা। কিন্তু তাদেরকেও তিনি দুশমনের মোকাবেলায় পেলেন না। ফলে তিনি নিজেকে উৎসর্গের জন্য পেশ করলেন এবং এর জন্য মন স্থির করে ফেললেন ও বললেন, বায়'আতের জন্য হাত না দেয়া এবং উবাইদুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদের অপমান থেকে আত্মরক্ষা করার ক্ষেত্রে হুসাইন ইব্‌ন আলী (রা)-এর মধ্যে আমার জন্য আদর্শ রয়েছে। তারপর তিনি কবিতা আবৃত্তি করতে শুরু করলেন,

وان الاولى بالطف من ال هاشم تأشم ـ تاسوا فسنوا الا كرام التأسيا ـ

'নিশ্চয় হাশিম বংশের প্রথম শ্রেণী ধৈর্যধারণ করেছে এবং সম্মানিত লোকদের জন্য নমুনা স্থাপন করেছে।'

আব্দুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানকে তার কোন কোন সহচর পরামর্শ দিয়েছিল, আপনি নিজে সিরিয়ায় অবস্থান করুন এবং মুস'আব-এর নিকট বাহিনী প্রেরণ করুন। কিন্তু তিনি সে পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করে বললেন, হয়তো এমন হবে যে, আমি একজন সাহাবী লোককে প্রেরণ করলাম,

কিন্তু সে বিচক্ষণ নয়। কিংবা লোকটা বিচক্ষণ বটে কিন্তু সাহসী নয়। পক্ষান্তরে আমার মধ্যে বিচক্ষণতাও আছে, সাহসিকতাও আছে। আর মুস'আবও বীর ঘরানার সন্তান। তাঁর পিতা কুরায়শের সবচাইতে বীর পুরুষ। তাঁর ভাইয়ের বীরত্বও ভুলবার মত নয়। তবে সে বীর হলেও তার কোন যুদ্ধজ্ঞান নেই। সে আরামপ্রিয় এবং ক্ষমাকে পছন্দ করে। অপরদিকে আমার সঙ্গে এমন লোক আছে, যে আমার হিতকামী ও আমার সমর্থক।

যা হোক, আব্দুল মালিক নিজেই রওয়ানা হয়ে গেলেন। উভয় বাহিনী যখন মুখোমুখী হল, তখন আব্দুল মালিক মুসআব-এর আমীরদের নিকট তাকে সমর্থন জানানোর দাওয়াত দিয়ে লোক প্রেরণ করেন এবং তাদেরকে ক্ষমতা দানের প্রতিশ্রুতি দেন। এক পর্যায়ে ইবরাহীম ইবনুল আশতার মুসাআব-এর নিকট এসে তাঁর দিকে একখানা মোহরকৃত পত্র ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, এটি আব্দুল মালিক-এর পক্ষ থেকে আমার কাছে এসছে। মুসআব পত্রখানা খুললেন। তা পাঠ করে তিনি দেখতে পেলেন, আব্দুল মালিক তাঁকে তাঁর নিকট চলে যাওয়ার আহবান জানাচ্ছেন এবং তাঁকে ইরাকের গভর্নর বানাবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। ইবরাহীম ইবনুল আশতার মুস'আবকে বললেন, হে আমীর ! আপনার আমীরদের একজনও এমন নেই যার নিকট এরূপ পত্র আসেনি। আপনি যদি সায় দেন, তাহলে আমি তাদেরকে হত্যা করে ফেলতে পারি। মুস'আব তাঁকে বললেন, যদি আমি তা করি তাহলে তাদের পরে তাদের গোত্রসমূহ আমাদের হীত কামনা করবে না। ইবরাহীম বললেন, তাহলে তাদেরকে কিসরার আবইয়াজ প্রাসাদে পাঠিয়ে দিন এবং তাদেরকে তাতে বন্দী করে রাখুন। আপনি যদি জয়লাভ করেন তাহলে তাদেরকে হত্যা করা যাবে আর যদি পরাজিত হন, তাহলে তারা বেরিয়ে যাবে। মুসআব বললেন, এ বিষয়টায় আমার কোন ভাবনা নেই হে আবূ নু'মান! তারপর মুস'আব বললেন, আল্লাহ্ আবূ বাহ্‌র তথা আহ্‌নাফকে রহম করুন। তিনি আমাকে ইরাকীদের বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে সতর্ক করতেন। যেন তিনি আমাদের বর্তমান এই পরিস্থিতিটা চোখে দেখছিলেন।

মাসকিনের দায়রুল জাছলীক নামক স্থানে উভয় বাহিনী মুখোমুখী হয়। ফলে মুসআব বাহিনীর ইরাকী অগ্রভাগের অধিনায়ক ইবরাহীম ইবনুল আশতার সিরীয় বাহিনীর অগ্রভাগের অধিনায়ক মুহাম্মদ ইব্‌ন মারওয়ান-এর উপর আক্রমণ চালায়। তিনি তাদেরকে তাদের অবস্থান থেকে সরিয়ে ফেলেন। আব্দুল মালিক আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন মু'আবিয়াকে মুহাম্মদ ইব্‌ন মারওয়ান-এর সাহায্যে প্রেরণ করেন। এবার তারা ইবনুল আশতার ও তাঁর সঙ্গীদের উপর পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে পিষে ফেলে এবং ইবনুল আশতারকে হত্যা করে ফেলে। আল্লাহ্ তাঁকে রহমত করুন ও তাঁকে ক্ষমা করুন। তাঁর সঙ্গে আমীরদের একটি দলও নিহত হন। আত্তাব ইব্‌ন ওয়ারাকা ছিলেন মুসআব-এর অশ্ববাহিনীর কমান্ডার। তিনি পালিয়ে আব্দুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান-এর নিকট গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। অপরদিকে মুসআব ইবনুয যুবাইর বাহিনীর মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে পতাকাবাহী সৈন্যদেরকে দাঁড় করালেন এবং সাহসী ও বীর যোদ্ধাদেরকে সম্মুখ সমরে এগিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহ দিতে লাগলেন। কিন্তু তাদের একজনও নড়ল না। এবার তিনি বলতে শুরু করলেন, 'হায় ইবরাহীম ! আজ আমার কোন ইবরাহীম নেই'।' পরিস্থিতি গুরুতর রূপ ধারণ করল। যুদ্ধ ঘোরতর হল। মানুষ পরস্পর দলত্যাগ করল। অবস্থা জটিল আকার ধারণ করল এবং ঘোরতর সংঘাত-সংঘর্ষ হল।

মাদায়িনী বলেন, আব্দুল মালিক মুসআবকে নিরাপত্তা দেয়ার জন্য নিজ ভাইকে প্রেরণ করেন। কিন্তু মুসআব নিরাপত্তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে বললেন, আমার পর্যায়ের মানুষ এই স্থান থেকে বিজয়ী কিংবা পরাজিত না হয়ে ফিরে না। ইতিহাসবিদগণ বলেছেন, এই জবাব শোনার পর মুহাম্মদ ইব্‌ন মারওয়ান মুসাআব-এর পুত্র ঈসাকে ডেকে বললেন, ভাতিজা ! নিজের জীবনটাকে ধ্বংস কর না। তোমাকে নিরাপত্তা দেয়া হল। শুনে মুসআব তাঁর পুত্রকে বললেন, তোমার চাচা তোমাকে নিরাপত্তা প্রদান করেছেন। কাজেই তুমি তাঁর কাছে চলে যাও। পুত্র বলল, আমি কুরায়শের নারীদেরকে এ কথা বলতে দেব না যে, আমি আপনাকে খুনের জন্য সমর্পন করেছি। এবার মুসআব তাকে বললেন, তাহলে বৎস ! তুমি দ্রুতগামী ঘোড়ায় আরোহন করে তোমার চাচার নিকট গিয়ে তাঁকে অবহিত কর, ইরাকীরা কী আচরণ করেছে। আমি এখানেই খুন হব। পুত্র বলল, আল্লাহ্‌র শপথ ! আমি কখনো কাউকে আপনার সংবাদ দিতে যাব না এবং কুরায়শের নারীদেরকেও আপনার মৃত্যুর সংবাদ দেব না, আর আমি আপনার সঙ্গে ব্যতীত নিহত হব না। তবে আপনি যদি ভাল মনে করেন, তাহলে আমি আপনার ঘোড়ায় আরোহণ করব এবং আমরা বসরা চলে যাব। কারণ বসরাবাসী ঐক্যবদ্ধ। মুসআব বললেন, আল্লাহ্‌র কসম ! আমি কুরায়শকে এ কথা বলতে দেব না যে, আমি যুদ্ধ থেকে পলায়ন করেছি। তিনি পুত্রকে বললেন, তুমি আমার সম্মুখে এগিয়ে যাও। যাতে আমি তোমাকে হারাবার সওয়াব অর্জন করি। ফলে পুত্র এগিয়ে যুদ্ধ করতে করতে নিহত হল। মুসআব তীরের আঘাতে কাবু হয়ে গেলেন। তাঁকে এই অবস্থায় দেখে যায়িদা ইব্‌ন কুদামা আক্রমণ করে তাঁকে বর্শাঘাত করল। তখন সে বলছিল, يا ثارات المختار 'হে মুখতার-এর প্রতিশোধ গ্রহণকারী লোকেরা ! তোমরা কে কোথায় আছ, আস।' ডাক শুনে এক ব্যক্তি ছুটে আসল। তার নাম উবাইদুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ ইব্‌ন যুরইয়ান আত-তামীমী। লোকটি এসে মুসআবকে হত্যা করে ফেলে এবং তাঁর মাথাটা ছিন্ন করে আব্দুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান-এর নিকট নিয়ে যায়। আব্দুল মালিক সিজদায় লুটিয়ে পড়েন এবং তাকে এক হাজার দীনার পুরস্কার প্রদান করেন। কিন্তু উবাইদুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাল এবং বলল, আমি তাঁকে আপনার আনুগত্যের খাতিরে হত্যা করি নি। আমি তাকে হত্যা করেছি আমার ব্যক্তিগত প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে। উল্লেখ্য, মুসআব ইবনুয যুবাইর তাকে একবার প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিযুক্ত করে পরে বরখাস্ত করেছিলেন এবং তাকে অপদস্থ করেছিলেন।

ঐতিহাসিকগণ বলেছেন, মুসআব-এর মাথাটা যখন আব্দুল মালিক-এর সম্মুখে রাখা হল, তখন আব্দুল মালিক বললেন, 'আমার ও মুসআবের মাঝে পুরাতন বন্ধুত্ব ছিল। সে আমার সবচাইতে প্রিয় ব্যক্তি ছিল। কিন্তু এই রাজত্বটা হল বন্ধ্যা (কল্যাণশূন্য)।' বর্ণনাকারী বলেন, যখন মুসআব-এর নিকট থেকে তাঁর দলবল কেটে পড়ে তখন তাঁর পুত্র ঈসা তাঁকে বলেছিলেন, 'আপনি কোন একটি দুর্গে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করুন। তারপর মুহাল্লাব ইব্‌ন আবূ সাফরা কিংবা অন্য কারো নিকট পত্র লিখুন। তারপর যখন আপনার কাঙ্খিত লোকজন এসে সমবেত হবে, তখন আপনি শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। কারণ, আপনি বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছেন।' কিন্তু মুসআব তার কোন উত্তর দিলেন না। তারপর মুসআব হুসাইন ইব্‌ন আলী (রা)-এর ঘটনা পরম্পরা, কিভাবে তিনি মর্যাদার সাথে নিহত হলেন তবু আত্মসমর্পণ করলেন না এবং তিনি ইরাকীদের থেকে আনুগত্য পেলেন না। তাঁর পিতা (আলী (রা) ও ভাই

(হাসান (রা)-এর ঘটনাও উল্লেখ করলেন এবং বললেন, 'আমরাও ইরাকীদের থেকে আনুগত্য পেলাম না। তারপর তার সঙ্গীরা পর্যুদস্ত হলেন। শুধু কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বেঁচে রইলেন। তারা সকলে আব্দুল মালিক-এর নিকট গিয়ে ভিড়ল।

আব্দুল মালিক মুসআবকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। খিলাফতের আগে তিনি তাঁর বন্ধু ছিলেন। তাই তিনি আপন ভাই মুহাম্মদকে বললেন, 'তুমি তার নিকট যাও। গিয়ে তাকে নিরাপত্তা দিয়ে আস।' মুহাম্মদ ইব্‌ন মারওয়ান এসে মুসআবকে বললেন, 'আপনার চাচাতো ভাই আপনাকে আপনার জীবন, সন্তান, সম্পদ ও পরিজনের নিরাপত্তা প্রদান করেছেন। কাজেই আপনি নগরী ছেড়ে যেখানে ইচ্ছা চলে যেতে পারেন। তিনি যদি এর ভিন্ন কিছু ইচ্ছা করতেন, তাহলে তা ঘটে যেত। তাই আপনাকে আপনার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র শপথ দিচ্ছি (আপনি চলে যান)।' জবাবে মুসাআব বললেন, 'সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে গেছে। আমার পর্যায়ের মানুষ এই স্থান থেকে বিজয়ী কিংবা পরাজিত না হয়ে ফিরে না।'

এরপরই মুসআব-এর পুত্র ঈসা এগিয়ে গিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। তখন মুহাম্মদ ইব্‌ন মারওয়ান বললেন, 'ভাতিজা ! নিজের জীবনটাকে ধ্বংস কর না।' তারপর পূর্বের ঘটনা বর্ণনা করলেন। মুসআব যুদ্ধ করে নিহত হলেন। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন। মুসআব-এর পর তাঁর দলের আরো যারা নিহত হলেন, বর্ণনাকারী তাদের কথাও উল্লেখ করেছেন। যেমনটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

বর্ণনাকারী বলেন, যখন মুসআব-এর মাথাটা আব্দুল মালিক-এর সম্মুখে রাখা হল, তিনি কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, 'মুসআব ও আমার মাঝে তরবারি অনুপ্রবেশ করার আগে তাঁর প্রতি আমার এতই হৃদ্যতা ছিল যে, আমি তাকে ছাড়া এক মুহূর্ত থাকতে পারতাম না। কিন্তু রাজত্বটা হল কল্যাণশূন্য। আমাদের মাঝে দীর্ঘদিন যাবত ভালবাসা ও মর্যাদাবোধ বিরাজ করছিল। নারীরা মুসআব-এর মত মানুষ কবে প্রসব করবে ?'

তারপর আব্দুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান মুসআব-এর লাশটা লুকিয়ে রাখার নির্দেশ প্রদান করেন এবং তিনি নিজে তাঁর পুত্র ও ইবরাহীম ইবনুল আশতার কূফার সন্নিকটস্থ মাসকিন-এর কবরস্থানে তাঁকে দাফন করেন।

মাদায়িনী বলেন, জুমহুর-এর অভিমত অনুসারে মুসআব ইবনুয যুবাইর-এর হত্যাকাণ্ড একাত্তর হিজরীর জুমাদাল উলা কিংবা জুমাদাল আখিরার তের তারিখ মঙ্গলবার সংঘটিত হয়। মাদায়িনী বলেন, বাহাত্তর হিজরী সনে। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।

ইতিহাসবিদগণ বলেছেন, মুসআবকে হত্যা করার পর আব্দুল মালিক কূফা চলে যান। সেখানে তিনি নাখীলা নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেন। বিভিন্ন গোত্র ও আরবের নেতৃস্থানীয় লোকজন দলে দলে তাঁর নিকট আগমন করে। তিনি বাগ্মিতাপূর্ণ ও অলঙ্কারপূর্ণ ভাষায় তাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিতে শুরু করেন এবং আকর্ষণীয় উদ্ধৃতি প্রদান করেন। ইরাকীরা তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করে। তিনি লোকদের মাঝে দায়িত্ব বণ্টন করেন। তিনি কুতন ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ আল-হারূরীকে চল্লিশ দিনের জন্য কূফার গভর্নর নিযুক্ত করেন। তারপর তাঁকে বরখাস্ত করে তাঁর ভাই বিশর ইব্‌ন মারওয়ানকে কূফার গভর্নর নিযুক্ত করেন। আব্দুল মালিক একদিন কূফায় ভাষণ প্রদান করেন। তাকে তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ্ ইবনুয যুবাইর যদি খলীফা হতেন, যেমনটা তিনি ধারণা করেছেন, তাহলে তিনি বেরিয়ে এসে স্বয়ং সমবেদনা প্রকাশ করতেন

এবং লেজ গুটিয়ে হেরেম শরীফে বসে থাকতেন না। তিনি আরো বলেন, আমি আমার ভাই বিশর ইব্‌ন মারওয়ানকে আপনাদের শাসনকর্তা নিয়োগ করেছি এবং তাকে অনুগত লোকদের সঙ্গে সদয় আচরণ এবং অবাধ্য লোকদের সঙ্গে কঠোর আচরণ করার নির্দেশ প্রদান করেছি। অতএব, আপনারা তার কথা শুনবেন ও তাকে মান্য করবেন।

পক্ষান্তরে বসরাবাসীদের অবস্থা হল, তাদের নিকট যখন মুসআব-এর হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পৌঁছল, তখন আবান ইব্‌ন আফফান ও উবাইদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর সেখানকার ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলেন। শেষ পর্যন্ত আবান জয়ী হলেন। এবার বসরার মানুষ তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করল। এভাবে তিনি দু'জনের মধ্যে মর্যাদাবাদ প্রমাণিত হলেন। জনৈক বেদুইন বলেছে, আল্লাহ্‌র শপথ ! আমি একদিন দেখলাম যে, একদিন আবান-এর কাঁধ থেকে তাঁর চাদরটা সরে গেছে আর অমনি মারওয়ান ও সাইদ ইবনুল 'আস ছুটে এসে কার আগে কে সেটি তার দুই কাঁধের উপর সমান করে দেবেন, তার প্রতিযোগিতায় লেগে গেলেন।

আরেক ব্যক্তি বলেছেন, একদিন আবান তাঁর পা ছড়িয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মু'আবিয়া ও আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমির দৌড়ে এসে কে কার আগে তাঁর পা টিপবেন, তার প্রতিযোগিতায় লেগে গেলেন।

বর্ণনাকারী বলেন, এই পরিস্থিতিতে আব্দুল মালিক খালিদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন উসাইদকে বসরার গভর্নর নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন। খালিদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ আবান-এর নিকট থেকে বসরার ক্ষমতা ছিনিয়ে নেন এবং তাকে বরখাস্ত করে আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বাকরাকে সেখানকার নায়েব নিযুক্ত করেন।

ইতিহাসবিদগণ বলেছেন, আব্দুল মালিক বিপুল ভোজের আয়োজনের নির্দেশ দেন। কূফাবাসীদের জন্য ভোজের আয়োজন করা হয়। কূফাবাসী আব্দুল মালিক-এর দস্তারখান থেকে আহার করে। সেদিন আমর ইব্‌ন হুরাইছ তাঁর সঙ্গে সিংহাসনে বসা ছিলেন। আব্দুল মালিক তাকে বললেন, বস্তু সামগ্রীগুলো যদি অপরিবর্তনীয় হত, তাহলে আমাদের জীবনটা কতইনা মজাদার হত! কিন্তু যেমনটি আউয়াল বলেছেন,

وكل جديد يا اميم الى البلى - وكل امرئ يوما بصير الى كان

'শোন উমাইমা ! সব নতুন জিনিসই পুরাতন হওয়ার দিকে ধাবিত হয়। সব মানুষই একদিন যেমন সে ছিল এমন অবস্থায় উপনীত হবে।'

লোকজন আহার শেষ করার পর আব্দুল মালিক উঠে প্রাসাদে ঘোরাফেরা করতে শুরু করলেন এবং আমর ইব্‌ন হুরাইছ তাকে প্রাসাদের অবস্থা এবং ভবন ও গৃহসমূহের নির্মাতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে শুরু করেন। তারপর আব্দুল মালিক তার শয়ন ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েন। তখন তিনি বলছিলেন,

اعمل على مهل فانك ميت - واكدح لنفسك ايها الانسان

فكأن ماقد كان لم يك اذ مضى - وكأن ماهو كأن قد كان -

'তুমি ধীরস্থির কাজ করে যাও। কেননা, তুমি তো মরণশীল। আর নিজের জন্য পরিশ্রম কর হে মানুষ। অতীত হয়ে যাওয়ার পর যা ছিল তা যেন এমন হয়ে যায় যে, তা ছিলই না। আর যা হবার তা যেন আগেই ছিল।

ইব্‌ন জারীর বলেন, এ বছর আব্দুল মালিক সিরিয়া ফিরে যান। যেমনটি ওয়াকিদীর ধারণা। এ বছর ইবনুয যুবাইর জাবির ইবনুল আসওয়াদকে মদীনা থেকে বরখাস্ত করে তার স্থলে তাল্‌হা ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আউফকে নিয়োগ দান করেন।

আর আব্দুল মালিক-এর পক্ষ থেকে উসমান (রা)-এর গোলাম তারিক ইব্‌ন আমর-এর আগমন পর্যন্ত ইনি-ই ছিলেন আব্দুল্লাহ্ ইবনুয যুবাইর কর্তৃক নিযুক্ত মদীনার সর্বশেষ গভর্নর।

এ বছর আব্দুল্লাহ্ ইবনুয যুবাইর লোকদেরকে নিয়ে হজ্জ পরিচালনা করেন এবং তাঁর ইরাকের শাসনক্ষমতার বিলুপ্তি ঘটে। ওয়াকিদী বলেন, এ বছর মিশরের নায়েব আব্দুল আযীয ইব্‌ন মারওয়ান হাস্‌সান আল-আনীকে আফ্রিকা যুদ্ধের সেনা অধিনায়ক নিযুক্ত করেন। তিনি বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়ে আফ্রিকা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যান এবং কারতাজিনা জয় করেন। কারতাজিনার অধিবাসীগণ ছিল রোমান মূর্তিপূজক। এ বছর নাজদা আল-হারুরী (খারেজী) যিনি ইয়ামামার উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন, নিহত হন। এ বছর আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন ছাওর ইয়ামামায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

মুস'আব ইব্‌নুয যুবাইর-এর জীবন-চরিত

তাঁর নাম মুসআব ইবনুয যুবাইর ইব্‌নুল আওয়াম ইব্‌ন খুয়াইলিদ ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন আব্দুল উয্‌যা ইব্‌ন কুসাই ইব্‌ন কিশাব আবূ আব্দুল্লাহ্ আল-কুরাশী। তাঁকে আবূ ঈসা আল-আসাদীও বলা হয়। তাঁর মা হলেন কিরমান বিন্‌ত আনীফ আল-কালবিয়্যা।

তিনি সবচাইতে সুশ্রী, সাহসী ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি উমর ইবনুল খাত্তাব, আপন পিতা যুবাইর, সা'দ ও আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাকাম ইব্‌ন উয়াইনা, আমর ইব্‌ন দীনার আল-জুমাহী ও ইসমাঈল ইব্‌ন আবূ খালিদ। তিনি একবার হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট গমন করেছিলেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর সঙ্গে যারা উঠাবসা করতেন, তিনি তাঁদের একজন ছিলেন। তিনি সবচাইতে সুদর্শন মানুষ ছিলেন। যুবাইর ইব্‌ন বাক্কার ঘটনা বর্ণনা করেন, জনৈক সুশ্রী ব্যক্তি মুসআবকে দেখতে পায়। তখন তিনি আরাফায় দণ্ডায়মান ছিলেন। লোকটি বলল, ওখানে এমন এক যুবক রয়েছে, তুমি তাকে ভেড়া-বকরীর খোঁয়াড় থেকে দেখ। আমি তা অপছন্দ করি। শা'বী বলেন, আমি মিম্বরে মুসআব অপেক্ষা অধিক সুশ্রী অন্য কাউকে কখনো দেখি নি। ইসমাঈল ইব্‌ন খালিদও অনুরূপ বলেছেন।

হাসান বলেন, মুসআব হলেন বসরার অধিবাসীদের সর্বাপেক্ষা সুশ্রী মানুষ। খতীব আল-বাগদাদী বলেন, তিনি তাঁর ভাই আব্দুল্লাহ্-এর পক্ষ থেকে ইরাকীদের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তারপর আব্দুল মালিক মাসকিন নামক স্থানে তাঁকে হত্যা করেন। জায়গাটা দায়রুল জাদুলীকের নিকট দাজীল নদীর তীরে আওয়ানার সন্নিকটে অবস্থিত। সে স্থানে তাঁর কবর এখন পর্যন্ত সকলের নিকট সমধিক পরিচিত। আমরা মুসআব কর্তৃক মুখতার ইব্‌ন আবূ উবাইদকে হত্যা করার বিবরণ আলোচনা করেছি। এ কথাও উল্লেখ করেছি যে, এক সকালে মুখতার-এর সাত হাজার সঙ্গীকে হত্যা করেছিলেন।

ওয়াকিদী বলেন, মুস'আব যখন মুখতারকে হত্যা করেন তখন প্রাসাদের মুখতার সহচরগণ মুসআব-এর নিকট নিরাপত্তার আবেদন জানায়। মুসআব তাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান

করেন। পরে তিনি তাদের নিকট আব্বাদ ইবনুল হুসাইনকে প্রেরণ করেন। আব্বাদ তাদেরকে সদলবলে বের করে দিতে শুরু করেন। ফলে এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র যিনি আপনাদেরকে আমাদের উপর জয়ী করেছেন এবং আমাদের বন্দিত্ব দ্বারা পরীক্ষা করেছেন। হে যুবাইর পুত্র ! যে ব্যক্তি ক্ষমা করে, আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করেন। আর যে শাস্তি প্রদান করে, সে কিসাস থেকে নিরাপদ থাকে না। আমরা আপনাদের-ই কিবলার অনুসারী এবং আপনাদেরই ধর্মের লোক। আপনি এখন শক্তিধর। কাজেই আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন।

বর্ণনাকারী বলেন, এতে মুসআব তাদের প্রতি সদয় হয়ে পড়েন এবং তাদের পথ মুক্ত করে দেয়ার মনস্থ করেন। কিন্তু আব্দুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইবনুল আশ'আছ এবং প্রতি গোত্রের অনেকে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন, তারা আমাদের সন্তান ও আপনজনদের হত্যা করেছে এবং আমাদের অনেক লোককে আহত করেছে। এখন আপনি হয় আমাদের গ্রহণ করুন, নতুবা তাদেরকে। ফলে মুসআব তখনই তাদেরকে হত্যা করার আদেশ প্রদান করেন। তারা সকলে একসঙ্গে চীৎকার করে উঠল, আমাদেরকে খুন করবেন না। আপনি আব্দুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান বিরোধী যুদ্ধে আমাদেরকে আপনার অগ্রবাহিনীতে ব্যবহার করুন। যদি আমরা সফলকাম হই, তা হবে আপনাদেরই। আর যদি নিহত হই, তবে আমরা তাদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোককে হত্যা না করে নিহত হব না। আর এটাই তো আপনার লক্ষ্য। কিন্তু মুসআব তাদের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তখন মুসাকির তাঁকে বললেন, আল্লাহ্‌কে ভয় করুন হে মুসআব ! কেননা মহান আল্লাহ্ আপনাকে জীবনের বিনিময় ছাড়া কোন মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা না করার আদেশ প্রদান করেছেন। আল্লাহ্ বলেছেন-

مَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآئُه' جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَه' وَاَعَدَّلَه' عَذَابًا عَظِيْمًا ـ

'কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করলে, তার শাস্তি জাহান্নাম। সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং আল্লাহ্ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে লা'নত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখবেন। (৪ ঃ ৯৩)

কিন্তু মুসআব তার উপদেশ শুনলেন না। বরং তিনি তাদের সকলের গর্দান উড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। তারা ছিল সাত হাজার ব্যক্তি।

মুস'আব তারপর ইবনুল আশতার-এর নিকট পত্র লিখলেন যে, আপনি আমার আহ্বানে সাড়া দিন। আপনার জন্য রয়েছে সিরিয়া ও ঘোড়ার লাগাম। ফলে ইবনুল আশতার মুসআব-এর নিকট চলে যান।

কেউ কেউ বলেন, মুসআব যখন মক্কায় আগমন করেন, তখন তিনি আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-এর নিকট এসে বললেন, চাচাজান ! আমি আপনার কাছে সেই লোকদের সম্পর্কে জানতে চাই, যারা আনুগত্য ত্যাগ করে যুদ্ধ করেছিল এবং পরাজিত ও দুর্গবদ্ধ হয়ে নিরাপত্তা প্রার্থনা করেছিল। তাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু পরে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল। ইব্‌ন উমর (রা) বললেন, কতজন ছিল ? মুসআব বললেন, পাঁচ হাজার। তা শুনে ইব্‌ন উমর সুবহানাল্লাহ্ ও ইন্নালিল্লাহ্ পাঠ করলেন এবং বললেন, আচ্ছা, কেউ যদি যুবাইর-এর পশুপালে এসে তার থেকে এক সকালেই পাঁচ হাজার গবাদি জবাই করে ফেলে, তাহলে

কি তুমি তাকে সীমালঙ্ঘনকারী আখ্যা দিবে না ? মুসআব বললেন, অবশ্যই। ইব্ন উমর বললেন, পশুর ক্ষেত্রে তুমি এ কাজটাকে সীমালঙ্ঘন মনে করবে, আর যে মানুষটির তওবার আশা রাখতে পার তার ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন মনে করবে না কেন ? ভাতিজা ! ঠাণ্ডা পানি যতটুকু ঢালতে পার দুনিয়াতেই ঢেলে নাও।

তারপর মুসআব মুখতার-এর মস্তকটা মক্কায় তাঁর ভাইয়ের নিকট পাঠিয়ে দেন আর নিজে ইরাকে ক্ষমতা পাকাপোক্ত করেন। সেখানে তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে প্রশাসক নিয়োগ করেন। ইব্ন আশতার তার প্রিয়ভাজন বলে স্বীকৃত হলেন। তিনি তাকে দূত নিযুক্ত করলেন। তারপর মুসআব মক্কায় তাঁর ভাইয়ের নিকট গিয়ে তাঁকে নিজের তৎপরতা সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি যা করেছেন, ভাই তার প্রতি স্বীকৃতি প্রদান করলেন। কিন্তু ইবনুল আশতার তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন না। তিনি মুসআবকে বললেন, আপনি কি দেখছেন না যে, আমি আশতারকে ভালবাসি ? তিনি-ই তো আমাকে এই ক্ষতে ক্ষত বিক্ষত করেছেন।

তারপর তিনি মুসআব-এর সঙ্গে আসা ইরাকীদেরকে তলব করে বললেন, 'আল্লাহ্র শপথ ! আমার কামনা আমি যদি তোমাদের প্রতি দু'জনের পরিবর্তে সিরিয়ার একজন করে লোক পেতাম !' শুনে বসরার কাজী আবূ হাজিব আল-আসাদী বললেন, 'আপনাদের ও আমাদের জন্য একটি দৃষ্টান্ত আছে হে আমীরুল মু'মিনীন ! তা হল আশার পঙ্ক্তি-

علقتها عرضا وعلقت رجلا —

غيرى وعلق اخرى غيرها الرجل —

'আমি তাকে (আমার প্রিয়াকে) ভালবাসা দিলাম। আর সে ভালবাসল আমাকে বাদ দিয়ে অন্য পুরুষকে। আর লোকটি ভালবাসে তাকে বাদ দিয়ে অন্য নারীকে।' অন্য এক কবি বলেন,

جننا بليلى وهى جنت بغيرنا —

واخرى بنا مجنونة لا نريدها —

'আমি পাগল হয়েছি লায়লার জন্য আর ও পাগল আমি ছাড়া অন্য পুরুষের জন্য। আমার জন্য পাগলপারা এমন এক নারী যাকে আমি কামনা করি না।'

আমরা ভালবেসেছি আপনাকে হে আমীরুল মু'মিনীন ! আপনি ভালবাসলেন সিরীয়দেরকে আর তারা ভালবাসে মারওয়ানকে। এখন আমরা কী করব আপনিই বলুন।

শা'বী বলেন, আমি এর চাইতে উত্তম জবাব আর শুনিনি। অন্যরা বলেন, মুসআব প্রচন্ড নারীপ্রেমী লোক ছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর অনেক ঘটনা আছে। যেমন, বর্ণিত আছে, একদিন হাজরে আসওয়াদের নিকট একদল লোকের সমাগম ঘটে। তন্মধ্যে ইব্ন উমর (রা) এবং মুসআব ইবনুয যুবাইরও ছিলেন। তাঁরা বললেন, আসুন আজ আমরা আল্লাহ্র নিকট যার যার চাহিদা জানিয়ে দু'আ করি। ফলে ইব্ন উমর (রা) মাগফিরাতের দু'আ করলেন আর মুসআব দু'আ করলেন, যেন আল্লাহ্ তাঁকে সুকাইন বিনতুল হুসাইন ও আয়েশা বিনত তালহাকে তাঁর স্ত্রী বানিয়ে দেন। এরা দু'জন সেকালের সেরা সুন্দরী মহিলা ছিলেন। তিনি আরেকটি দু'আ করেন, যেন আল্লাহ্ তাঁকে ইরাকীদের শাসনক্ষমতা দান করেন। আল্লাহ্ তাঁকে সেসবই দান করেছিলেন। তিনি আয়েশা বিন্ত তালহাকে বিয়ে করেন। তার মহর ছিল এক লাখ দীনার।

আয়েশা বিন্ত তালহা অত্যন্ত রূপসী ছিলেন। মুসআবও অত্যন্ত সুশ্রী ছিলেন। তাঁর অন্য সব স্ত্রীও সুন্দরী ছিলেন।

আসমায়ী বর্ণনা করেন যে, আবুয যিনাদ বলেছেন, মুস'আব, উরওয়া, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর ও ইব্ন উমর হাজরে আসওয়াদের নিকট সমবেত হলেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনুয যুবাইর বললেন, আমি খিলাফত কামনা করি। উরওয়া বললেন, আমি কামনা করি আমার থেকে ইলম গ্রহণ করা হোক। মুস'আব বললেন, আমার কামনা ইরাকের শাসনক্ষমতা আর আয়েশা বিন্ত তালহা ও সুকাইনা বিনতুল হুসাইনকে একসঙ্গে স্ত্রীরূপে লাভ করা। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলেন, আর আমি কামনা করি ক্ষমা। বর্ণনাকারী বলেন, তাঁদের প্রত্যেকের আকাঙ্ক্ষাই পূরণ হয়েছিল। আর সম্ভবত আল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-কে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

আমির আশ-শা'বী বলেন, আমি একদিন বসে আছি। এমন সময় মুসআব ইবনুয যুবাইর আমাকে ডাক দেন। তিনি আমাকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে গেলেন। তারপর পর্দা উন্মোচন করলেন। হঠাৎ দেখি পর্দার ওপারে আয়েশা বিনত তালহা। এমন কমনীয় ও রূপসী নারী আমি আর দেখি নি। মুসআব বললেন, জান, এ কে ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, এ হল আয়েশা বিনত তালহা। তারপর মহিলা বেরিয়ে এসে বললেন, ইনি কে ? যাকে তুমি আমার পরিচয় বলেছ ? তিনি বললেন, ইনি আমির আশ-শাবী। আয়েশা বললেন, তাহলে তাকে কিছু উপহার দিন। তিনি আমাকে দশ হাজার দিরহাম উপহার প্রদান করলেন। শা'বী বলেন, এই-ই প্রথম সম্পদ, আমি যার মালিক হই।

হাফিজ ইব্ন আসাকির বলেন, আয়েশা বিনত তালহা একবার মুসআব-এর উপর রাগ করেন। ফলে মুসআব তাকে চার লাখ দিরহাম দিয়ে খুশী করেন। কিন্তু আয়েশা বিনত তালহা সেই অর্থ যে মহিলা তাদের মাঝে মীমাংসা করে দিয়েছিল, তাকে দিয়ে দেন। কেউ কেউ বলেন, মুসআব এমন একটি সোনার খেজুর গাছ হাদিয়া পেয়েছিলেন, যার ফলগুলো ছিল মহামূল্যবান মণি-মুক্তার তৈরী। তার মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছিল বিশ লাখ দীনার। এটি ছিল পারস্য থেকে আহরিত সম্পদ। মুসআব এটি আয়েশা বিনত তালহাকে দিয়ে দেন।

মুসআব সবচাইতে বড় দানশীল ছিলেন। তদুপরি যা দান করতেন, তাকে বেশী মনে করতেন না। তা যত বেশী হোক না কেন তাঁর দান সবল-দুর্বল ও ইতর-ভদ্র সকলের জন্য সমান ছিল। পক্ষান্তরে তাঁর ভাই আব্দুল্লাহ্ কৃপণতা করতেন। খতীব আল-বাগদাদী তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, মুসআব একবার এক ব্যক্তির উপর রাগান্বিত হয়ে তাকে হত্যা করার নির্দেশ প্রদান করেন। লোকটি বলল, আল্লাহ্ আমীরকে ইয্যত দান করুন। আমার মত লোকের জন্য কত দুর্ভাগ্য যে, আমি কিয়ামতের দিন দণ্ডায়মান হয়ে আপনার এই সুন্দর হাত-পা ও এই দীপ্তমান মুখমন্ডল জড়িয়ে ধরে বলব, ইয়া রব ! আপনি মুসআবকে জিজ্ঞাসা করুন, তিনি আমাকে কী কারণে হত্যা করেছিলেন। এ কথার পর মুসআব তাকে ক্ষমা করে দেন। এবার লোকটি বলল, আল্লাহ্ আমীরকে ইয্যত দান করুন। আপনি আমাকে যে জীবন দান করলেন, তা যদি আমি সুখময় দেখতে পেতাম ! মুসআব তাকে এক লাখ দীনার দান করলেন। এবার লোকটি বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এর অর্ধেকের মালিক ইব্ন কায়স আর কুবায়আত। কেননা, তিনি আপনার ব্যাপারে বলে থাকেন,

ان مصعباشهاب من الله ـ تجلت عن وجهه الظلماء

ملكه ملك رحمة ليس فيه ـ جبروت منه ولا كبرياء

يقضى الله فى الامور وقد ـ افلم من كان همه الانفاء ـ

'মুসআব হলেন আল্লাহ্‌র উজ্জ্বল তারকা, যার আলোকে বিদূরিত হয়ে গেছে সব অন্ধকার। তাঁর রাজ্য হল রহমতের রাজ্য, যেখানে তাঁর পক্ষ থেকে না চলে পরাক্রমশীলতা, না কোন অহংকার। সব কাজে তিনি আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলেন। তাকওয়া-ই যার ব্রত, জীবন তাঁর সফল।' অন্য এক বর্ণনায় আছে, লোকটি মুসআবকে বলেছিলেন, হে আমীর ! আপনি আমাকে জীবন দান করলেন। আপনার দানকৃত এই জীবনটাকে যদি সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তোলা সম্ভব হয়, তবে তা-ই করুন। ফলে মুসআব তাকে এক লাখ দীনার দান করার নির্দেশ দেন।

হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা সূত্রে ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আলী ইব্‌ন ইয়াযীদ বলেছেন, মুসআব-এর নিকট আরীফ আল আনসারী সম্পর্কে অভিযোগ আসে। মুসআব তাকে হত্যা করতে উদ্যত হন। তখন আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) মুসআব-এর নিকট গমন করে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, 'তোমরা আনসারদের সম্পর্কে সদাচারের ওসীয়ত কর এবং সৎকর্মগুলো গ্রহণ ও অন্যায়গুলো ক্ষমা কর।'

এ কথা শুনে মুসআব নিজেকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে ফেললেন এবং তাঁর গণ্ডদেশকে বিছানার সঙ্গে লেপটে ধরলেন ও বললেন, 'রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আদেশ শিরোধার্য।' তারপর আরীফ আল-আনসারীকে ছেড়ে দেন।

মুসআব বিনয় সম্পর্কে বলেছেন, 'আশ্চর্য আদম সন্তানের জন্য ! সে কিভাবে অহংকার করে। অথচ সে প্রস্রাবনালীতে দু'বার চলাচল করেছে।'

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযীদ আল-মুবাররাদ বলেছেন, কালিম ইব্‌ন মুহাম্মদকে মুসআব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছেন, তিনি অভিজাত নেতা ও মিশুক লোক ছিলেন। পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, মুসআব যখন মুখতার-এর উপর জয়লাভ করেন তখন এক সকালে তাঁর পাঁচ হাজার সহযোগীকে হত্যা করেছিলেন। কেউ কেউ বলেন, সাত হাজার। পরে তিনি ইব্‌ন উমর (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে সালাম করেন। কিন্তু ইব্‌ন উমর (রা) তাঁকে চিনতে পারেন নি। কেননা, তাঁর দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। মুসআব তাঁকে নিজের পরিচয় প্রদান করেন। এবার ইব্‌ন উমর (রা) তাঁকে চিনে ফেলেন। তিনি বললেন, 'তুমি কি সেই ব্যক্তি, যিনি আল্লাহ্‌কে এক বলে বিশ্বাস করে এমন পাঁচ হাজার ব্যক্তিকে হত্যা করেছে ?' ফলে মুসআব তাঁর নিকট এই বলে ওজর পেশ করেন যে, তারা মুখতার-এর হাতে বায়আত নিয়েছিল।

ইব্‌ন উমর (রা) বললেন, তাদের মধ্যে কি (মুখতারকে) অপছন্দকারী কিংবা অন্য কেউ ছিল না যে, তাকে সুযোগ দিলে সে তওবা করবে ? কোন ব্যক্তি যদি যুবাইরের ছাগলপালের নিকট এসে তার থেকে পাঁচ হাজার ছাগল এক সকালে জবাই করে ফেলে তাহলে কি সে সীমালংঘনকারী বলে গণ্য হবে না ? তোমার অভিমত কি ? মুসআব বললেন, অবশ্যই হবে। ইব্‌ন উমর (রা) বললেন, অথচ, ওরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করে না এবং তাঁকে চিনে না, যেমন চিনে মানুষ। এমতাবস্থায় যে আল্লাহ্‌কে এক বলে বিশ্বাস করে, তার সঙ্গে এরূপ আচরণ কিভাবে করা

যায় ? তারপর ইব্ন উমর তাঁকে বললেন, শোন বৎস ! যে পরিমাণ সম্ভব ঠাণ্ডা পানি উপভোগ করে নাও। অন্য এক বর্ণনায় আছে তিনি বলেছেন, যে ক'দিন সম্ভব বেঁচে থাক।

মুহাম্মদ ইবনুল হাসান সূত্রে যুবাইর ইব্ন বাক্কার বর্ণনা করেন যে, আব্দুল মালিক ইব্ন মারওয়ান একদিন তার সভাসদদের জিজ্ঞাসা করলেন, আরব ও রোমের সবচাইতে অধিক সাহসী ব্যক্তি কে ? তারা বলল, শাবীব। অপর এক ব্যক্তি বলল, কাতারী ইবনুল ফুজা'আ এবং অমুক অমুক। কিন্তু আব্দুল মালিক বললেন, সবচাইতে সাহসী হল সেই ব্যক্তি, যে সুকায়না বিনতুল হুসাইন ও আয়েশা বিনত তালহাকে একত্রিত করেছে, যার মা হলেন হুমাইদ বিনত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমির ইব্ন কুরায়য। তাঁর পুত্র হল রাইয়াল ইব্ন আনীফ আল-কাসবী। যিনি আরব উপকণ্ঠের নেতা এবং যিনি পাঁচ বছর ইরাকীদেরকে শাসন করেছেন। সেই সুবাদে তিনি ত্রিশ লাখ দীনারের মালিক হয়েছেন। তার সঙ্গে নিজের অন্যান্য বস্তুসামগ্রী, পশুপাল ও অগণিত সম্পদ তো আছেই। তদুপরি তাঁকে নিরাপত্তা এবং জীবন ভিক্ষা দেয়ার পাশাপাশি এ সকল সম্পদও দিয়ে দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি এর সবই প্রত্যাখ্যান করলেন এবং লাঞ্ছনাকর অবস্থানের উপর নিহত হওয়াকে এবং এসব ত্যাগ করাকে বরণ করে নেন এবং তরবারি নিয়ে সম্মুখপানে এগিয়ে গিয়ে যুদ্ধ করে মারা যান। এ ঘটনা তাঁর সঙ্গীদের তাঁকে ত্যাগ করে চলে যাওয়ার পরের ঘটনা। তিনি হলেন মুসআব ইব্নুয যুবাইর (রা)। তিনি সেই ব্যক্তির ন্যায় ছিলেন না, যে একবার এখান দিয়ে একবার ওখান দিয়ে পুল অতিক্রম করে থাকে। ইনিই হলেন সেই পুরুষ আর এটাই হল ত্যাগ।

ইতিহাসবিদগণ বলেছেন, মুসআব-এর হত্যাকাণ্ড বাহাত্তর হিজরীর জুমাদাল উলার পনের তারিখ বৃহস্পতিবার সংঘটিত হয়েছিল।

ফুলাইহ্ ইব্ন ইসমাঈল আবূ বাশারীর সূত্রে যুবাইর ইব্ন বাক্কার বর্ণনা করেছেন যে, আবূ বাশীর বলেছেন, মুসআব-এর মাথাটা যখন আব্দুল মালিক-এর সম্মুখে রাখা হল, তিনি বললেন,

لقد ارى الفوارس يوم عبس ـ غلام غير مزاع المتاع

لافرح بخير ان اتاه ـ ولاهلع من الحدثان لاع

ولا رقابة و الخيل تعدوا ـ ولا خال كابنوب اليراع

'মালপত্র রক্ষা করতেও অক্ষম এমন এক যুবককে আমি আবাস যুদ্ধের দিন অশ্ববাহিনীকে ধ্বংস করতে দেখেছি। এমন এক যুবক যার নিকট কোন কল্যাণ আসলে সে আনন্দিত হয় না এবং কোন বিপদাপদেও সে ভীত হয় না। অশ্বপাল যখন ছুটে চলে তখন সে মাল-পত্র প্রহরাদানকারী নয় আবার সে রাখালের বাঁশির ন্যায় শূন্যও নয়।

এসব শুনে মুসআব-এর মস্তক নিয়ে আসা লোকটি বলল, আল্লাহ্র শপথ হে আমীরুল মু'মিনীন ! আপনি যদি তাঁকে দেখতেন যে তাঁর এই হাতে বর্শা আবার এই হাতে তরবারি। এটি দ্বারা তিনি ফাড়ছেন আবার এটি দ্বারা আঘাত হানছেন, তাহলে আপনি এমন একজন মানুষকে দেখতেন, যার হৃদয় ও চোখ বীরত্বে পরিপূর্ণ। কিন্তু যখন তাঁর লোকেরা তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, তাঁর প্রতিপক্ষ বেড়ে গেল এবং তিনি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেন, তখন তিনি আবৃত্তি করতে শুরু করলেন,

وانى على المكروه عند حضوره ـ اكذب نفسى و الجفون فلم تغض

وماذاك من ذل ولكن حفيظة —

اذب بها عند المكارم عن عرضي —

وانى لاهل الشربالشر مرصد — وانى لذى سلم اذل من الارض

'অপছন্দনীয় কোন বিষয় সামনে এসে পড়লে আমি আমার নফস ও চোখের পাতাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করি। ফলে পাতা আর বন্ধ হয় না। তবে তা অপমানবোধে নয়, আত্মমর্যাদাবোধের কারণে, যা দ্বারা আমি কল্যাণময় কাজের সময় আমার ইজ্জত রক্ষা করি। আর আমি যুদ্ধবাজদের জন্য যুদ্ধের ওঁৎ পাতি এবং আত্মসমর্পণকারীদের সামনে মাটির চাইতেও নরম হয়ে যাই।'

আব্দুল মালিক বললেন, ঐ ব্যক্তিটি যেভাবে নিজের পরিচয় প্রদান করেছেন, আল্লাহ্র শপথ ! তিনি তেমনই ছিলেন এবং তিনি সত্য বলেছেন। তিনি আমার সবচাইতে প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন, আমার প্রতিও তাঁর প্রচণ্ড ভালবাসা ও হৃদ্যতা ছিল। কিন্তু ক্ষমতাই হল অকল্যাণকর।

ইয়াকুব ইব্ন সুফিয়ান বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন ইয়াযীদ বলেছেন, মুসআবকে উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ ইব্ন যুবইয়ান মাসকিনের দাজীল কূলবর্তী দাইরুল জাছলীকের সন্নিকটে হত্যা করেছিল। তারপর সে তাঁর মাথাটা ছিন্ন করে আব্দুল মালিক-এর নিকট নিয়ে যায়। আব্দুল মালিক আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করণার্থে সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। ইব্ন যুবইয়ান একজন দুঃসাহসী ও নিকৃষ্ট লোক ছিল। সে বলত, হায় ! সেদিন যখন আব্দুল মালিক সিজদায় গিয়েছিলেন তখন যদি আমি তাকে খুন করে ফেলতাম, তাহলে আমি আরবের দুই রাজার ঘাতক হতে পারতাম। ইয়াকূব বলেন, এটি বাহাত্তর হিজরীর ঘটনা। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

যুবাইর ইব্ন বাক্কার নিহত হওয়ার দিন মুসআবের বয়স কত ছিল সে ব্যাপারে তিনটি অভিমত উল্লেখ করেছেন। ১. পঁয়ত্রিশ বছর। ২. চল্লিশ বছর। ৩. পঁয়তাল্লিশ বছর। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

খতীব আল বাগদাদী বলেন, মুসআব-এর স্ত্রী সুকায়না বিনতুল হুসাইন এই ঘটনায় তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তাঁর নিহত হওয়ার পর মহিলা তাঁকে নিহতদের মাঝে অনুসন্ধান করেন। তাঁর গণ্ডদেশের একটি তিলক দ্বারা তিনি তাঁকে শনাক্ত করেন। তখন তিনি বলেছিলেন, ইনি মুসলিম নারীর কতই না উত্তম স্বামী ছিলেন। আল্লাহ্র শপথ ! আনতার-এর উক্তিতেই আমি তোমার পরিচয় খুঁজে পাই। আনতার বলেছেন,

وخليل غانية تركت مجندلا — بالقاع لم يعهل ولم يتنئله

فتهكت بالرمح الطويل اهابة — ليس الكريم على

القنابمحرم

'আমি এক রূপসী নারীর বন্ধুকে জনমানবহীন মরুদ্যানে ধরাশায়ী অবস্থায় ফেলে এসেছি, যিনি না নিজেকে রক্ষা করেছেন, না কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছেন। আমি লম্বা বর্শা দ্বারা তাঁর চামড়া ছিঁড়ে ফেলি। সম্ভ্রান্ত মানুষ বর্শার আঘাতে ঘায়েল হবে না।

যুবাইর বলেন, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন কাইস আর রাকইয়াত মুসআব ইবনুয যুবাইর (রা)-এর মৃত্যুতে এভাবে শোক প্রকাশ করেছেন ঃ

لقد اورث المصرين حزنا وذلة ـ
قتيل بدير الجاثليين مقيم
فما نصحت لله بكر بن وائل ـ ولا صدقت يوم اللقاء تميم
ولو كان بكريا يعطف حوله كتائب يبقى صرها ويدوم
ولكنه ضاع الذمام وله ـ يكن ـ بها مضرى يوم ذاك كريم
جزى الله كوفيا هناك ملامة ـ وبصريهم ان الملوم ملوم
وان بنى العلات اخلوا ظهورنا ـ
ونحن صريح بينهم وصميم
فان تظن لا يبقى اولئك بعجنا ـ
لذى رحمة فى المسلمين حريم

'দায়রুল জাছলীকে নিহত লোকটি দুটি শহরকে শোক ও অপমানে নিপতিত করেছেন। যুদ্ধের দিন আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে না বকর ইব্‌ন ওয়ায়িদ হিত কামনা করেছে, না তামীম সত্য বলেছে। বকর গোত্রীয় কোন ব্যক্তি যদি তার আশপাশে বাহিনী পরিচালনা করত তাহলে তার স্বাধীনতা অটুট থাকত এবং স্থায়ী হত। কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি বিনষ্ট করে ফেলেছে। অথচ, সেদিন কোন সম্ভ্রান্ত মুজারী সেখানে উপস্থিত ছিল না। আল্লাহ্ কূফী ও বসরীকে তিরস্কারের প্রতিদান দান করুন। নিশ্চয় তিরস্কৃত ব্যক্তি তিরস্কৃত-ই হয়ে থাকে। সতীন- সন্তানরা (একটি পিতার ঔরসজাত বিভিন্ন মায়ের সন্তানরা) আমাদের পিঠ উদোম করে দিয়েছে। অথচ, তাদের মাঝে আমরা নির্ভেজাল ও খাঁটি মানুষ ছিলাম। আমরা যদি নিঃশেষ হয়ে যাই, তাহলে আমাদের পরে তারা কোন মর্যাদা সম্পন্ন মুসলমানের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখবে না।

ইয়াহইয়া ইব্‌ন মুসআব আল-কালবী সূত্রে আবূ হাতিম আর-রাযী বর্ণনা করেন, আবদুল মালিক ইব্‌ন উমাইর বলেছেন, আমি কূফার রাজ প্রাসাদে প্রবেশ করলাম। দেখলাম, উবাইদুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ-এর সম্মুখে বর্শায় গাঁথা হুসাইন ইব্‌ন আলী (রা)-এর মাথা এবং উবাইদুল্লাহ্ সিংহাসনে উপবিষ্ট। কিছুকাল পর পুনরায় প্রাসাদে প্রবেশ করলাম। মুসআব ইবনুয যুবাইর-এর সম্মুখে বর্শায় গাঁথা উবাইদুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ-এর মাথা এবং মুসআব সিংহাসনে উপবিষ্ট। কিছুকাল পর আবার প্রাসাদে প্রবেশ করলাম। দেখলাম, আবদুল মালিক-এর সম্মুখে বর্শায় গাঁথা মুসআব ইবনুয যুবাইর-এর মাথা এবং আবদুল মালিক সিংহাসনে উপবিষ্ট।

ইমাম আহমাদ প্রমুখ ও আবদুল মালিক ইব্‌ন উমাইর থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কাইস আর রুকাইয়াত মুসআব-এর শোক প্রকাশে আরো বলেছেন,

نعت السحائب والغمام باسرها ـ جدا بمسكن عارى الاوصال
تمسى عوائذه السباع وداره ـ بمنازل اطلالهن بوالى

رحل الرفاق وغادروه ثاديا ـ للريح بين صباوبين شمالى

আকাশের সাদুল্য মেঘমালা এমন একটি দেহের মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করেছে, যেটি বিবস্ত্র কংকাল হয়ে মাসকিনে পড়ে আছে, যার সপ্ত তারকার অস্ত ঘনিয়ে এসেছে, যার আবাস এমন স্থানে , যার অবয়ব জীর্ণ-শীর্ণ। তিনি বন্ধুদের নিকট চলে গেছেন। তারা তাকে পূবালী ও উত্তরা বাতাসের মাঝে সমাহিত করে ফেলে গেছে।

পরিচ্ছেদ

আক্কাশা, ঈসা ও সাকীনা ছিলেন মুসআব-এর সন্তান। ঈসা তার-ই সঙ্গে নিহত হয়। এদের মা হলেন ফাতিমা বিনত আবদুল্লাহ্ আস-সায়িব। আবদুল্লাহ্ ও মুহাম্মদ নামে তার আরো দুই পুত্র ছিল। এদের মা হলেন আয়েশা বিনত তালহা। আয়েশা বিনত তালহার মা হলেন উম্মে কুলসূম বিনত আবী বকর আস-সিদ্দীক (রা)। জা'ফর, মুসআব, সাঈদ, ছোট ঈসা ও মুনযিরও মুসআবের পুত্র। এদের মা বিভিন্ন জন। আরেক পুত্র হলেন রাবাব। তার মা হলেন সুফাইনা বিনতুল হুসাইন ইব্নুল আলী ইব্ন আবী তালিব (রা)।

ইব্ন জারীর যথাক্রমে আবূ যাইদ, আবূ গাস্সান, মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহইয়া ও মুসআব ইব্ন উসমান সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর-এর নিকট যখন তার ভাই মুসআব-এর নিহত হওয়ার সংবাদ পৌঁছে, তখন তিনি জনতার মাঝে দাঁড়িয়ে ভাষণ দান করেন। সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্র যিনি সকল সৃষ্টি ও ক্ষমতার মালিক। তিনি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন, যার থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নেন। যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দান করেন, যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করেন। সকল কল্যাণ তাঁর হাতে আর তিনিই সকল বিষয়ে শক্তিমান।

আল্লাহ্ সেই ব্যক্তিকে লাঞ্ছিত করেন না। সত্য যার সঙ্গে আছে। যদিও সে একক ব্যক্তি মাত্র হয়। পক্ষান্তরে যার অভিভাবক শয়তান, যে শয়তানের দলের লোক, সে সফল হয় না। যদিও সকল মানুষ তার সঙ্গে থাকে। ইরাক থেকে আমার নিকট এমন এক সংবাদ এসেছে, যা আমাকে ব্যথিত ও আনন্দিত করেছে। আমি সংবাদ পেয়েছি মুসআব খুন হয়েছে। এ সংবাদ আমাকে ব্যথিত করেছে। এখানে যে বিষয়টি আমাকে প্রীত করেছে, তা হল, তার এই হত্যাকাণ্ড তাঁর জন্য শাহাদাত। পক্ষান্তরে যে বিষয়টি আমাকে ব্যথিত করেছে, প্রিয়জনের বিরহ প্রিয়জনকে ব্যথিত করে তোলে এবং পরে তা ধীরে ধীরে কেটে যায়। জ্ঞানী মানুষ উত্তম ধৈর্যশীল ও মহানুভব হয়ে থাকে। আমি যদি মুসআব-এর হত্যাকাণ্ডে কষ্ট পেয়ে থাকি, তাহলে তার আগে যুবাইরের হত্যাকাণ্ডেও কষ্ট পেয়েছিলাম। আর উসমান-এর হত্যাকাণ্ডেও যে আমি বিপদগ্রস্ত হইনি, তা নয়। মুসআব একজন আল্লাহ্র বান্দা এবং আমার একজন সহযোগী ছাড়া কেউ নয়। শুনে রাখুন, ইরাকীরা হল গাদ্দার ও মুনাফিক। তারা মুসআবকে বরণ করে নিয়ে সর্বনিম্ন মূল্যে বিক্রি করে ফেলেছে। যাহোক, সে যদি নিহত হয়েই থাকে তাহলে আল্লাহ্র শপথ ! আমরা বিছানায় মরব না, যেমনটি মৃত্যুবরণ করে থাকে আবুল আব্বাসের বংশ। আমি আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, তাদের একজন পুরুষও সংঘাতে নিহত হয়নি। না জাহেলী যুগে, না ইসলামে। আমরা বর্শার প্রান্তদেশ কিংবা তরবারির ছায়াতল ছাড়া মরব না। বনূ আবুল 'আস মানুষকে আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ভয়-ভীতির মাধ্যমে দলে ভেড়ায়। তারপর তাদের

দ্বারা এমন শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করায় যাদের মধ্যে তাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত লোক বিদ্যমান। তারা তাদের অনুগামীদের সঙ্গে যোদ্ধা হয়ে লড়াই করে না। আপনারা শুনে রাখুন, দুনিয়া সেই মহান বাদশার নিকট থেকে ধার নেয়া জিনিস, যাঁর রাজত্ব কখনো নিঃশেষ হবে না, যাঁর রাজ্য কখনো ধ্বংস হবে না। কাজেই দুনিয়া যদি এসে আমাকে ধরা দেয়, তাহলে আমি তাকে গ্রহণ করবে গর্বিত আগ্রহী ব্যক্তির ন্যায়। আর যদি পেছনে সরে যায়, তাহলে আমি দুঃখ ভারাক্রান্ত ইতরের ন্যায় ক্রন্দন করব না। এই আমার বক্তব্য। আমি আমার জন্য এবং আপনাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

এবছর যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তির ইনতিকাল হয় তাঁদের অন্যতম হলেন

ইবরাহীম ইবনুল আশতার

তার পিতা ছিলেন উসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ও ঘাতকদের একজন। এই ইবরাহীম বিখ্যাত বীরদের অন্যতম ছিলেন। তার বিশেষ মর্যাদা রয়েছে, তিনিই সেই ব্যক্তি, যিনি উবাইদুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদকে হত্যা করেছিলেন, যেমনটি আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। আবদুর রহমান ইব্‌ন গাসীলা আবূ আবদুল্লাহ্ আল-মুরাদী আস-সুমাবিহী। তিনি সৎকর্মপরায়ণ লোকদের একজন ছিলেন। আবদুল মালিক তাকে নিজের সঙ্গে সিংহাসনে বসাতেন। তিনি আলিম ও গুণী লোক ছিলেন। তিনি দামেশ্‌কে ইনতিকাল করেন।

উমর ইব্‌ন সালামা

আল-মাখযুমী, আল-মাদানী। রাসুলুল্লাহ্ (সা)-এর পোষ্য ছিলেন। তিনি হাবশায় জন্মগ্রহণ করেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গোলাম সাফীনা

তাঁর উপনাম আবূ আবদুর-রহমান। তিনি উম্মে সালামা (রা)-এর গোলাম ছিলেন। উম্মে সালামা (রা) তাঁকে এই শর্তে আযাদ করে দেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমত করবেন। তিনি বললেন, আপনি যদি আমাকে আযাদ নাও করেন, তবু আমি আজীবন আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)-এর খিদমত করে যাব। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বংশের সঙ্গে সাফীনার ঘনিষ্ঠতা ও উঠাবসা ছিল। তাবারানী বর্ণনা করেন যে, সাফীনাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, আপনার নাম কেন সাফীনা রাখা হল ? জবাবে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার নাম সাফীনা রেখেছেন। তিনি একবার তাঁর সাহাবীগণসহ সফরে বের হলেন। তাঁদের সামানপত্র তাদের জন্য ভারী হয়ে গেল। ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বললেন, তুমি এগুলো বহন কর। তুমি জাহাজ বৈ নও। সাফীনা বলেন, সেদিন যদি আমি এক, দুই, পাঁচ কিংবা ছয় উটের বোঝাও বহন করতাম , তাও আমার জন্য ভারী হত না।

মুহাম্মদ ইব্‌ন মুনকাদির সাফীনা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একদা আমি সমুদ্রে জাহাজে আরোহণ করলাম। কিন্তু জাহাজটি আমাদেরকে নিয়ে ভেঙ্গে গেল। আমি তার একটি কাষ্ঠ খণ্ডের উপর চড়ে বসলাম। সমুদ্র আমাকে এমন একটি জঙ্গলে নিক্ষেপ করল, যেখানে বাঘ রয়েছে। বাঘটি আমার নিকটে আসলে আমি তাকে বললাম, হে আবুল

হারিছ ! আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গোলাম সাফীনা। বলামাত্র বাঘটি তার মাথা অবনত করে ফেলল এবং তার পার্শ্বদেশ বাহুদ্বারা ঠেলে ঠেলে আমাকে রাস্তার উপর এনে রেখে দেয়। তারপর সে ফিসফিসিয়ে কি যেন বলল, তাতে আমি ধারণা করলাম, সে আমাকে বিদায় জানাচ্ছে।

হাম্মাদ ইব্ন সালামা সাঈদ ইব্ন জাহমান সূত্রে সাফীনা বর্ণনা করেন যে, সাফীনা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন ফাতিমা (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করলেন। ঘরে ঢুকেই তিনি কারুকার্য খচিত একটি চামড়া দেখতে পেলেন। ফলে তিনি ঘরে প্রবেশ না করেই ফিরে যান। তা দেখে হযরত ফাতিমা (রা) আলী (রা)-কে বললেন, কি সেই জিনিস, যা তাঁকে ফিরিয়ে দিল ! হযরত আলী (রা) তাঁকে কারণটা জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, 'আমার জন্য এবং কোন নবীর জন্য কোন কারুকার্য খচিত ঘরে প্রবেশ করা শোভা পায় না।

উমর ইব্ন আখতাব (রা)

আবূ যায়দ আল-আনসারী আল-আ'রাজ। নবী করীম (সা)-এর সঙ্গে তেরটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

ইয়াযীদ ইব্নুল আসওয়াদ আল-জারশী আস-সাকূনী

তিনি ইবাদাতকারী, দুনিয়াবিমুখ ও সৎকর্মপরায়ণ ছিলেন। ইনি সিরিয়ার যীদাইন গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। কেউ কেউ বলেন, জারীন গ্রামে। পূর্ব ফটকের অভ্যন্তরে তাঁর একটি ঘর ছিল। তাঁর সাহাবী হওয়ার বিষয়টা বিতর্কিত। তবে সাহাবীদের থেকে তাঁর একাধিক বর্ণনা রয়েছে। দুর্ভিক্ষে নিপতিত হলে সিরীয়বাসী তাঁর মাধ্যমে বৃষ্টির জন্য দু'আ (ইসতিস্কা) করত। মু'আবিয়া ও যাহ্হাক ইব্ন কায়স তাঁর দ্বারা 'ইসতিস্কা' করেছেন। মু'আবিয়া তাঁকে মিম্বরে নিজের সঙ্গে বসাতেন। মু'আবিয়া (রা) বললেন, দাঁড়াও হে ইয়াযীদ ! হে আল্লাহ্ ! আমরা আমাদের শ্রেষ্ঠ ও সৎকর্ম পরায়ণ লোকদের উসিলায় তোমার নিকট প্রার্থনা করি। তারপর তিনি আল্লাহ্র নিকট বৃষ্টি প্রার্থনা করতেন। তারা তৃপ্ত হত।

তিনি দামেশ্কের জামে মসজিদে নামায আদায় করতেন। তিনি যখন অন্ধকার রাতে জামে মসজিদে নামায আদায় করার উদ্দেশ্যে গ্রাম থেকে বের হতেন, তখন তাঁর পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি থেকে আলো বিচ্ছুরিত হত। কেউ কেউ বলেন, পায়ের সব কটি আঙ্গুল থেকে। তিনি মসজিদে প্রবেশ করা পর্যন্ত এই আলো বিচ্ছুরিত হত।

ইতিহাসবিদগণ বলেছেন, তিনি যীদাইন গ্রামের কোন গাছ বাদ দেন নি যে, তাঁর নিকট তিনি দু'রাকা'আত নামায আদায় করেন নি। আর অন্ধকার রাতে ইশার নামায আদায় করার জন্য দামেশ্কের জামে মসজিদে নিজের বৃদ্ধাঙ্গুলির আলোতে যাওয়া-আসা করতেন। তিনি প্রতি ওয়াক্ত নামায দামেশ্কের জামে মসজিদে গিয়ে আদায় করতেন। তিনি দামেশ্কের যীদাইন কিংবা জারীন গ্রামে ইনতিকাল করেন। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।

৭২ হিজরী সন

এ বছর সোলাক নামক স্থানে মুহাল্লাব ইব্‌ন আবূ সাফরা ও খারেজীদের আযারিকা সম্প্রদায়ের মাঝে প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রায় আট মাস তারা সংঘাতে লিপ্ত থাকে এবং তাদের মাঝে বিভিন্ন যুদ্ধ চলতে থাকে। যার আলোচনা দীর্ঘ। ইব্‌ন জারীর ঘটনাটি বিস্তারিত বিবৃত করেছেন। এই সময়ের মধ্যেই মুসআব ইব্‌নুল যুবাইর নিহত হন। তারপর আবদুল মালিক মুহাল্লাব ইব্‌ন আবূ সাফরাকে আহওয়াব ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার গভর্নর নিযুক্ত করেন এবং তার কর্মতৎপরতায় তাকে কৃতজ্ঞতা জানান ও তার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তারপর মানুষ আবদুল মালিক-এর শাসনামলেই আহওয়াযে পরস্পর সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। মানুষ খারেজীদেরকে ভয়ংকররূপে পরাজিত করে। তারা বিভিন্ন শহরের দিকে এমনভাবে পলিয়ে যায় যে, ক্ষণিকের জন্যও পেছনের দিকে তাকায় নি। জনতার আমীর খালিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ও দাউদ ইব্‌ন মুহনাদিম ধাওয়া করে তাদেরকে তাড়িয়ে দেন। আবদুল মালিক চার হাজার সৈন্যের সাহায্য চেয়ে তার ভাই বিশর ইব্‌ন মারওয়ান-এর নিকট পত্র লিখেন। বিশর ইব্‌ন মারওয়ান আত্তাব ইব্‌ন ওয়ারাকার সেনাপতিত্বে চার হাজার সৈন্য প্রেরণ করেন। তারা এসে খারেজীদের সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করে দেয়। কিন্তু এ বাহিনীকে প্রচণ্ড যুদ্ধের মুখোমুখী হতে হয় এবং ঘোড়াগুলো মারা যায়, যার ফলে তাদের অধিকাংশ লোককে পরিজনের নিকট পায়ে হেঁটে ফিরতে হয়।

ইব্‌ন জারীর বলেন, এ বছরই আবূ ফাদীক আল-হারিছী বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তিনি ছিলেন কায়স ইব্‌ন সালামা গোত্রের লোক। বিদ্রোহী হয়ে তিনি বাহরাইনের কর্তৃত্ব লাভ করেন এবং নাজদা ইব্‌ন আমির আল-হারিছীকে হত্যা করেন। ফলে বসরার আমীর খালীদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বিপুল সংখ্যক সৈন্যসহ আপন ভাই উমাইয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌কে তার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। কিন্তু আবূ ফাদীক তাদেরকে পরাজিত করেন। তিনি উমাইয়ার একটি দাসীকে ছিনিয়ে নেন এবং তাকে নিজের জন্য রেখে দেন। বসরার আমীর খালিদ পত্র লিখে আবদুল মালিককে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেন। আবূ ফাদীক-এর যুদ্ধ ও আল-হাযারিকার যুদ্ধ কাতারী ইব্‌নুল ফুজা'আকে আহওয়াযে এই খালিদ-এর বিপক্ষে সমবেত করে। ইব্‌ন জারীর বলেন, এ বছর আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ আছ-ছাকাফীকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌নুয-যুবাইরকে অবরোধ করার জন্য মক্কায় প্রেরণ করেন।

ইব্‌ন জারীর বলেন, আবদুল মালিক অন্য কাউকে না পাঠিয়ে হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফকে প্রেরণ করার কারণ হল, আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান মুসআবকে হত্যা করার এবং ইরাক দখল করার পর যখন সিরিয়া ফিরে যেতে মনস্থ করেন, তখন তিনি লোকদেরকে মক্কায় আবদুল্লাহ্ ইব্‌নুয যুবাইর-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উৎসাহ প্রদান করেন। কিন্তু একজন মানুষও তাঁর এই ডাকে সাড়া দেই নি। কিন্তু হাজ্জাজ দাঁড়িয়ে বললেন, আমি তার জন্য প্রস্তুত আছি হে আমীরুল মু'মিনীন ! তিনি আবদুল মালিককে একটি স্বপ্নের কথা বর্ণনা করেন, যা তিনি দেখেছেন বলে দাবি করেন। তিনি বললেন, আমীরুল মু'মিনীন ! আমি দেখলাম, যেন আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইরকে ধরে তার গায়ের চামড়া ছিলে ফেলেছি। কাজেই আপনি তার নিকট আমাকে প্রেরণ

করুন। আমি তাকে হত্যা করে ছাড়ব। ফলে আবদুল মালিক বিপুল সংখ্যাক সিরীয় সৈন্যের সঙ্গে তাকে প্রেরণ করেন এবং তার সঙ্গে মক্কাবাসীর জন্য একটি নিরাপত্তা পত্র লিখে দেন, যদি তারা তাঁর আনুগত্য করে।

ইতিহাসবিদগণ বলেছেন, হাজ্জাজ এ বছরের জুমাদা মাসে এক হাজার সিরীয় অশ্বারোহী নিয়ে রওয়ানা হন। তিনি মদীনা না গিয়ে ইরাকের পথে তায়িফ গিয়ে অবতরণ করেন। সেখান থেকে তিনি আরাফা'র দিকে অভিযান প্রেরণ করেন। উভয় পক্ষ সংঘাতে লিপ্ত হয়। ইব্‌নুয যুবাইর-এর বাহিনী পরাজিত হয় এবং হাজ্জাজ বাহিনী জয়লাভ করে।

তারপর হাজ্জাজ হারম শরীফে অনুপ্রবেশ এবং ইব্‌নুয যুবাইরকে অবরোধ করার অনুমতি প্রার্থনা করে আবদুল মালিক-এর নিকট পত্র লিখেন। কেননা, তার দাপট নিঃশেষ হয়ে গেছে, দলবল বিরক্ত হয়ে গেছে এবং সঙ্গীরা তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। হাজ্জাজ আবদুল মালিক-এর নিকট লোকবল দ্বারা সাহায্য করারও আবেদন জানান। ফলে আবদুল মালিক দলবলসহ হাজ্জাজের সঙ্গে মিলিত হওয়ার নির্দেশ প্রদান করে তারিক ইব্‌ন আমর-এর নিকট পত্র লিখেন। হাজ্জাজ তায়িফ ত্যাগ করে মাইমূনা কূপের নিকট গিয়ে অবতরণ করেন এবং ইব্‌নুয যুবাইরকে মসজিদে অবরুদ্ধ করে ফেলেন। এ বছরের যিলহজ্জ মাসে হাজ্জাজ লোকদেরকে নিয়ে হজ্জ পরিচালনা করেন। এই হজ্জে আরাফাতে অবস্থানকালে তিনি ও তার সঙ্গীগণ অস্ত্রসজ্জিত ছিলেন। অনুরূপ পরবর্তীতে স্থানসমূহেও তাদের সঙ্গে অস্ত্র ছিল। ইবনুয যুবাইর অবরুদ্ধ থাকার কারণে এ বছর হজ্জ করতে পারেন নি। তিনি বরং কুরবানীর দিন একটি উট যবাই করেন। অনুরূপ তার সঙ্গীদের বহু লোক এ বছর হজ্জ পারেন নি। হাজ্জাজ এবং তারিক ইব্‌ন আমর-এর বহু সঙ্গীও বাইতুল্লাহ্ তাওয়াফ করতে পারেন নি। ফলে তারা ইহরামের উপরই বহাল থাকেন এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের হালাল হতে পারেন নি। তখন হাজ্জাজ ও তার সঙ্গীরা হাজূন ও বীরে মাইমূনার মাঝে অবস্থান করছিলেন। আমরা সকলে আল্লাহ্‌র জন্য এবং আমরা তাঁরই নিকট ফিরে যাব।

ইব্‌ন জারীর বলেন, এ বছর আবদুল মালিক খুরাসানের আমীর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন খাযিমকে তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করার আহবান জানিয়ে পত্র লিখেন এবং তাকে সাত বছরের জন্য জয়গীররূপে খুরাসান দিয়ে দেয়ার ঘোষণা দেন। যখন তার নিকট পত্রখানা পৌঁছে তখন তিনি দূতকে বললেন, তোমাকে কি আবুজ জাবাল প্রেরণ করেছে ? আল্লাহ্‌র শপথ ! দূতকে হত্যা করা যায় না, যদি এই বিধান না থাকত তাহলে আমি নিঃসন্দেহে তোমাকে হত্যা করে ফেলতাম। তবে তুমি তার পত্রখানা খেয়ে ফেল। ফলে দূত আবদুল মালিক-এর পত্রখানা গিলে ফেলে। অপরদিকে আবদুল মালিক ইব্‌ন হাযিম-এর মার্ভ অঞ্চলে নিয়োজিত নায়েব বুকাইর ইব্‌ন বিশাহ-এর এই মর্মে সংবাদ প্রেরণ করেন যে, আপনি যদি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আযিমের পক্ষ ত্যাগ করেন, তাহলে খোরাসানের শাসনক্ষমতা আপনার। ফলে বুকাইর ইব্‌ন বিশাহ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন খাযিমের পক্ষত্যাগ করেন। ইব্‌ন খাযিম তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। খুরাসানের আমীর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন খাযিম রণাঙ্গনে নিহত হন। ওয়াকী ইব্‌ন উমাইরা নামক এক লোক তাঁকে হত্যা করে অন্যরা তাকে সাহায্য করে। তাঁর মধ্যে যখন তার মাত্র শেষ নিঃশ্বাসটুকু বাকী, তখন ওয়াকী ইব্‌ন উমাইরা তাঁর বুকের উপর উঠে বসে। তখন ইব্‌ন খাযিম উঠে দাঁড়াতে উদ্যত হন। কিন্তু পারলেন না। তখন ওয়াকী বলতে শুরু করে- এই যে দাবীলার প্রতিশোধ ! একথা বলে সে তাঁর ভাই দাবীলার কথা বুঝাচ্ছিল। দাবীলাকে ইব্‌ন খাযিম হত্যা

করেছিলেন। তারপর ইব্ন খাযিম ওয়াকী-এর মুখমণ্ডলে থুথু নিক্ষেপ করেন। ওয়াকী বলে, সেই অবস্থায় তার তুলনায় অন্য কারো এত থুথু আমি দেখি নি। আবূ হুরায়রা (রা) যখন এই কাহিনী বর্ণনা করতেন, তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্র শপথ ! এই হল বীরত্ব। যাহোক ইব্ন খাযিম তাকে বললেন, আল্লাহ্ তোমাকে ধ্বংস করুন। তুমি কি আমাকে তোমার ভাইয়ের প্রতিশোধে হত্যা করবে ? আল্লাহ্ তোমার প্রতি লা'নত করুন। তুমি কি তোমার অনারব কাফির ভাইয়ের বিনিময়ে মিশরের নেতাকে হত্যা করবে ? তোমার ভাইতো এক মুষ্টি মাটিরও তুল্য ছিল না। কিংবা বলেছেন, সে এক মুষ্টি খেজুর বীচিরও সমান ছিল না।

বর্ণনাকারী বলেন, এর পরই ওয়াকী তার মাথাটা ছিন্ন করে ফেলে এবং বুকাইর ইব্ন বিশাহ্ এসে মাথাটা নিয়ে নিতে চান। কিন্তু বুজাইর ইব্ন ওয়ারাকা তাতে বাধা দেন। বুজাইর তাকে তারই লাঠি দ্বারা আঘাত করেন এবং তাকে বন্দী করে ফেলেন। পরে তিনি মাথাটা নিয়ে সেটি আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের নিকট প্রেরণ করেন এবং পত্র লিখে তাঁকে বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করেন। আবদুল মালিক বেজায় খুশি হন এবং খুরাসানের নায়েব পদের স্বীকৃতি প্রদান করে বুকাইর ইব্ন বিশাহ্-এর নিকট পত্র লিখেন।

এ বছর ইব্নুয যুবাইর-এর হাত থেকে মদীনা উদ্ধার করা হয় এবং আবদুল মালিক তারিক ইব্ন আমরকে সেখানকার নায়েব নিযুক্ত করেন, যাকে তিনি হাজ্জাজের সাহায্যার্থে প্রেরণ করেছিলেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন খাযিম-এর জীবন-চরিত

তাঁর নাম আবদুল্লাহ্ ইব্ন খাযিম ইব্ন আসমা আস-সুলামী। আবূ সালিহ আল-মিসরী। তিনি ছিলেন খুরাসানের আমীর, উল্লেখযোগ্য বীর ও প্রশংসাই অশ্বারোহীদের একজন।

শায়খ আল-হাফিয আবুল হাজ্জাজ আল-মিযযী তাঁর তাহযীব নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন, কারো কারো মতে আবদুল্লাহ্ আল-খাযিম সাহাবী ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে কালো পাগড়ী বিষয়ে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ দাঊদ, তিরমিযী এবং নাসায়ীরও এই অভিমত। কিন্তু তারা তাঁর নাম উল্লেখ করেন নি। সা'দ ইব্ন উসমান আর রাযী ও সাঈদ ইব্নুল আযরাক তার থেকে বর্ণনা করেছেন আবূ বাশীর আদ-দূলাবী বর্ণনা করেছেন যে, তিনি একাত্তর হিজরীতে নিহত হন। কারো কারো মতে সাতাশি হিজরী সনে, তবে এই অভিমত ভিত্তিহীন।

আবুল হাসান ইবনুল আছীর তাঁর উসদুল গাবায় সাহাবাদের নামের তালিকায় তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন খাযিম ইবন আসমা ইবনুস-সালত ইব্ন হাবীব ইব্ন হারীছা ইব্ন হিলাল ইব্ন সাম্মাক ইব্ন 'আউফ ইব্ন 'আউফ ইব্ন ইমরুল কাইস ইব্ন নাহীত ইব্ন সালীম ইব্ন মানসূর, আবূ সালিহ আস-সূলামী, খুরাসানের আমীর, বিখ্যাত বীর ও আলোচিত দুঃসাহসী। সাঈদ ইবনুল আযরাক ও সা'দ ইব্ন উসমান তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন। কারো কারো মতে তিনি সাহাবী ছিলেন। তিনি সারাখ্স জয় করেছেন।

ইবনুয যুবাইর-এর ফেতনার সময় তিনি খুরাসানের গভর্নর ছিলেন। ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়া ও তদীয় পুত্র মু'আবিয়ার মৃত্যুর পর চৌষট্টি হিজরীতে ইনিই সর্বপ্রথম খুরাসানের গভর্নর নিযুক্ত হন। তার শাসনামলে সেখানে বহু যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই অবস্থায়ই সেখানে তার ক্ষমতার অবসান ঘটে। ইতিহাস গ্রন্থ আল-কামিলে আমরা তার বিস্তারিত কাহিনী উল্লেখ

করেছি। তিনি একাত্তর হিজরীতে নিহত হন। আমাদের শায়খও দূলাবী থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। শায়খ আয-যাহাবীর ইতিহাস গ্রন্থেও অনুরূপ দেখেছি। ইব্ন জারীর তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন খাযিম বাহাত্তর হিজরীতে নিহত হয়েছেন। তিনি বলেন, কারো কারো ধারণা, তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্নুয যুবাইর-এর নিহত হওয়ার পরে নিহত হন এবং আবদুল মালিক ইব্নুয যুবাইর-এর ছিন্ন মাথাটা ইব্ন খাযিম-এর নিকট খুরাসান প্রেরণ করেন[১] এবং তাঁকে তাঁর আনুগত্য করে চলার আহবান জানিয়ে বার্তা পাঠান এবং ঘোষণা দেন, 'খুরাসান দশ বছরের জন্য তোমার।' আর ইব্ন খাযিম যখন ইব্নুয যুবাইর-এর ছিন্ন মস্তক দেখতে পান, তৎক্ষণাৎ তিনি শপথ করে বসেন যে, তিনি কখনো আবদুল মালিক-এর আনুগত্য করবেন না। তিনি একটি পেয়ালা তলব করেন। তাতে ইব্নুয যুবাইর-এর মাথাটা ধৌত করে তাকে কাফন পরিধান করান, সুগন্ধি মাখান এবং সেটি মদীনায় তাঁর পরিজনের নিকট পাঠিয়ে দেন। আবার কথিত আছে যে, বরং তিনি সেটি তাঁর নিকট খুরাসানে দাফন করে রাখেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

আবদুল মালিক-এর পত্রখানা যে দূত বহন করে নিয়ে এসেছিল, তিনি সেটি তাকে খাইয়ে দিলেন এবং বললেন, তুমি যদি দূত না হতে তাহলে আমি তোমার গর্দান উড়িয়ে দিতাম। কেউ কেউ বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন খাযিম উভয় হাত ও উভয় পা কর্তন করে তাকে হত্যা করে ফেলেন। এবছর যাঁরা ইনতিকাল করেন তাঁদের অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন।

আল-আহ্নাফ ইব্ন কাইস

আবূ মু'আবিয়া ইবুন হুসাইন আত-তামীমি আস-সাদী আবূ বাহর আল-বসরী আখী ছা'ছা'আ ইব্ন মু'আবিয়া। তাঁর উপাধি ছিল আল-আহনাফ। তাঁর নাম হল সাম্মাক। কেউ কেউ বলেন, সামর। তিনি নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তাঁকে দেখেন নি। এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর জন্য দু'আ করেছেন। তিনি ছিলেন সমাজপতি সর্বজনমান্য ঈমানদার ও ভাষা বিশেষজ্ঞ। তাঁর সহনশীলতা দ্বারা দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হত। তার সহনশীলতার এমন বহু কাহিনী আছে যা পর্যটকগণ দেশ-বিদেশে প্রচার করেছেন। হযরত উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা) তাঁর সম্পর্কে বলেন, তিনি ঈমানদার ও ভাষা বিশেষজ্ঞ। হাসান বসরী বলেছেন, তাঁর চাইতে শ্রেষ্ঠ, ভদ্র মানুষ আমি আর দেখি নি। আহমদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-আজালী বলেছেন, তিনি বসরী তাবেয়ী ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন সমাজপতি। তিনি ছিলেন এক চক্ষু বিশিষ্ট। তাঁর পা দু'টো ছিল ক্ষীণ। তাঁর মুখমণ্ডলে দাগ ছিল। তিনি খাট ছিলেন। শুধু থুতনীতে তাঁর অল্প ক'টি দাড়ি ছিল। তাঁর অণ্ডকোষ ছিল একটি। হযরত উমর (রা) পরীক্ষা করার জন্য তাঁকে এক বছর তাঁর সমাজ থেকে আলাদা করে রাখেন। তারপর বললেন, আল্লাহ্র শপথ ! ইনি নেতা।

কথিত আছে, তিনি একদিন হযরত উমর (রা)-এর উপস্থিতিতে ভাষণ দান করেন। তাঁর বক্তব্য তাকে চমৎকৃত করে। কেউ কেউ বলেন, বসন্ত রোগে তাঁর একটি চোখ নষ্ট হয়েছিল সমরকন্দ বিজয়ের সময়। ইয়াকূব ইব্ন সুফিয়ান বলেন, আহনাফ দানশীল ও সহনশীল লোক

---

১. ইসাবা গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে,আবদুল মালিক মুসআব ইব্ন যুবাইরের ছিন্ন মস্তক ইব্ন খাযিমের নিকট পাঠান। তিনি তা গোসল করান এবং জানাযা আদায় করেন।

ছিলেন। ছিলেন সৎকর্মপরায়ণ মানুষ। জাহেলী যুগ পেয়েছিলেন। পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। নবী করীম (সা)-কে তাঁর কথা বলা হলে তিনি তার জন্য দু'আ করেছিলেন। তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য, আমানতদার ও স্বল্পভাষী। রাতে অত্যধিক নামায পড়তেন প্রদীপ জ্বালিয়ে নামায পড়তেন এবং ক্রন্দন করতেন। এই ধারা চলত ভোর পর্যন্ত। তিনি আগুনে আঙ্গুল রেখে বলতেন, অনুভব কর হে আহনাফ ! কিসে তোমাকে এর জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে ? এবং তিনি নিজেকে উদ্দেশ্য করে বলতেন, প্রদীপের আগুনই যদি সহ্য করতে না পার, তাহলে জাহান্নামের আগুন কিভাবে সহ্য করবে ? তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনার সম্প্রদায় কিভাবে আপনাকে নেতা মনোনীত করল, অথচ দৈনিক গঠন-প্রকৃতিতে আপনি তাদের নিকৃষ্ট ব্যক্তি ? তিনি বললেন, আমার সম্প্রদায় যদি পানিকে দোষযুক্ত বলে তাহলে আমি তা পান করব না। সিফ্ফীন যুদ্ধে আহনাফ হযরত আলী (রা)-এর আমীরদের একজন ছিলেন। তিনি-ই বছরে চার লাখ দীনারের বিনিময়ে বল্খবাসীর সঙ্গে সন্ধি করেছিলেন। তার অনেক বাস্তব ঘটনা আছে, যা সকলের কাছে সুবিদিত। তিনি যুদ্ধে অনেক খুরাসানীকে হত্যা করেছিলেন এবং তাদের উপর জয়ী হয়েছিলেন।

হাকিম বলেন, তিনিই মারবুররাওয জয় করেন। হাসান ও ইব্ন সীরীন তাঁর বাহিনীর সৈনিক ছিলেন। তিনিই সেই ব্যক্তি, যিনি সমরকন্দ ও অন্যান্য শহর জয় করেছিলেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি সাতষট্টি বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। কেউ বলেছেন সত্তর, আবার কেউ কেউ তার চাইতে বেশী বয়সের কথাও বলেছেন। আহনাফ ইব্ন কাইস-এর বাণী, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, 'হিল্ম' কী ? তিনি বলেন, ধৈর্যের সঙ্গে অপমান সহ্য করা। মানুষ যখন তার সহনশীলতা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করত, তখন তিনি বলতেন, আল্লাহ্র শপথ ! তারা যা অনুভব করে আমিও তা অনুভব করি। কিন্তু আমি ধৈর্যধারণ করি। তিনি আরো বললেন, আমি সহনশীলতাকে আমার জন্য মানুষ অপেক্ষা বেশী সহায়ক পেয়েছি। তিনি ছিলেন উঁচু স্তরের সহনশীল ও জননেতা তিনি আরো বলেন, তুমি তোমার সৎকর্মগুলোকে তার আলোচনা না করার মাধ্যমে জীবিত রাখ। তিনি বলেন, আমার নিকট আশ্চর্য লাগে, যে প্রাণীটি পেশাবের নালী দিয়ে দু'বার চলাচল করে থাকে, সে কিভাবে অহংকার করে ? তিনি আরো বলেন, আমি আহূত না হয়ে এদের কারো দ্বারে গমন করি না এবং দু'ব্যক্তির মধ্যখানে প্রবেশ করি না, যতক্ষণ না তারা আমাকে তাদের মাঝে প্রবেশ করায়। তাকে জিজ্ঞাস করা হয়েছিল, আপনি কোন্ গুণে সমাজের নেতৃত্ব লাভ করলেন ? তিনি বললেন, আমার জন্য অপ্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ বর্জনের বিনিময়ে। যেমন, আমাকে নিয়ে ভাবনা করা তোমার জন্য প্রয়োজনীয় কাজ নয়।

এক ব্যক্তি তাঁকে রূঢ় কথা বলল। সে বলল, আল্লাহ্র শপথ ! হে আহনাফ ! যদি তুমি আমাকে একটি কথা বল, তার বিনিময়ে তুমি নিঃসন্দেহে দশটি কথা শুনবে। জবাবে তিনি বললেন, তুমি নিশ্চিত থাক যে, যদি তুমি আমাকে দশটি কথা বল,তবু আমার পক্ষ থেকে তুমি একটি কথাও শুনবে না। তিনি তাঁর দু'আয় বলতেন, হে আল্লাহ্ ! তুমি যদি আমাকে শাস্তি দান কর, তাহলে আমি তার উপযুক্ত। আর যদি আমাকে ক্ষমা করে দাও, তাহলে তুমি তার যোগ্য। যিয়াদ ইব্ন আবীহি তাঁকে মর্যাদা দিতেন এবং তাঁর নিকটে স্থান দিতেন। যিয়াদ যখন ইনতিকাল করেন এবং তার পুত্র উবাইদুল্লাহ্ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন, তিনি তার প্রতি মাথা তুলে তাকান নি। ফলে উবাইদুল্লাহ্-এর নিকট তাঁর মর্যাদা কমে যায়। পরবর্তীতে যখন যিয়াদ ইরাকীদের নেতৃবৃন্দসহ মু'আবিয়া (র)-এর নিকট গমন করেন, তখন তিনি তার বিবেচনায়

যার যা মর্যাদা, সে অনুপাতে তাদেরকে মু'আবিয়ার নিকট প্রেরণ করেন। আহ্নাফ ছিলেন সেই ব্যক্তি যাকে তিনি সকলের শেষে তার নিকট প্রবেশ করান। কিন্তু মু'আবিয়া (রা) দেখামাত্র তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করেন, তাকে কাছে নিয়ে নিজের সঙ্গে উপবেশন করান। তারপর অন্যদের বাদ দিয়ে তাঁর প্রতি মুখ করে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেন। তারপর উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ ইব্ন যিয়াদের প্রশংসা করতে শুরু করে। কিন্তু আহ্নাফ নিশ্চুপ। ফলে মু'আবিয়া (রা) তাকে বললেন, কি ব্যাপার, আপনি কথা বলছেন না কেন ? তিনি বললেন, আমি যদি কথা বলি তাহলে তাদের থেকে ভিন্ন কথা বলব। মু'আবিয়া (রা) বললেন, আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি ইব্ন যিয়াদকে ইরাক থেকে বরখাস্ত করলাম। তারপর তিনি তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা নিজের জন্য একজন নায়েব খুঁজে দেখ। তিনি তাদেরকে তিনদিনের সময় প্রদান করেন। ফলে তারা পরস্পরে ব্যাপক মতবিরোধ করল। কিন্তু তার পরে না তাদের একজনও উবাইদুল্লাহ্র কথা উল্লেখ করল, না কেউ তাকে দাবি করল। আহ্নাফ সে ব্যাপারে তাদের কারো সঙ্গে একটি শব্দও উচ্চারণ করলেন না। তিনদিন পর যখন তারা একত্রিত হল, সে বিষয়ে তারা প্রচণ্ড বাক বিতণ্ডায় লিপ্ত হল। অথচ আহ্নাফ নিশ্চুপ। ফলে মু'আবিয়া (রা) তাঁকে বললেন, আপনি কথা বলুন। জবাবে আহ্নাফ বললেন, আপনি যদি আপনার পরিবারভুক্ত কাউকে ইরাকের নায়েব নিযুক্ত করতে চান তাহলে তাদের মাঝে উবাইদুল্লাহ্র সমকক্ষ কেউ নেই। তিনি বিচক্ষণ লোক। তার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার মত কেউ নেই। আর যদি আপনি অন্য কাউকে কামনা করে থাকেন, তাহলে আপনার ঘনিষ্ঠতা সম্পর্কে আপনিই ভাল জানেন। অগত্যা মু'আবিয়া (রা) উবাইদুল্লাহ্কে ক্ষমতায় পূণর্বহাল করেন। তারপর মু'আবিয়া (রা) উবায়দুল্লাহ্কে উদ্দেশ্য করে বললেন, আহ্নাফ-এর মত ব্যক্তিকে তুমি কিভাবে উপেক্ষা করলে ? তিনি-ই সেই লোক, যে তোমাকে ক্ষমতাচ্যুতও করেছে আবার ক্ষমতায় পুনর্বহালও করেছে। অথচ তিনি কোন কথাই বললেন না। তার পর থেকে ইব্ন যিয়াদ-এর নিকট আহ্নাফের মর্যাদা অনেক বেড়ে যায়।

আহ্নাফ কূফায় ইনতিকাল করেন। মুসআব ইবনুয যুবাইর তাঁর জানাযার ইমামতি করেন এবং জানাযার সঙ্গে হাঁটেন। উপরে তাঁর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। ওয়াকিদী বলেন, একদিন আহ্নাফ মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট এসে তাঁকে তাঁর পুত্র ইয়াযীদের উপর রাগান্বিত অবস্থায় দেখতে পান। তখন তিনি শুধু কথার দ্বারা উভয়ের মাঝে মীমাংসা করে দেন। ফলে মু'আবিয়া ইয়াযীদের নিকট প্রচুর মালামাল ও বিপুল পরিমাণ কাপড়-চোপড় প্রেরণ করেন। ইয়াযীদ তার অর্ধেক আহ্নাফকে দিয়ে দেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

আল-বারা ইব্ন আযিব (রা)

ইব্নুল হারিছ ইব্ন 'আদী ইব্ন মাজদা'আ ইব্ন হারীছা ইব্নুল হারিছ ইবনুল খাজরাজ ইব্ন আমর ইব্ন মালিক ইব্ন আউস আল-আনসারী আল-হারিছী আল-আউসী। তিনি একজন মহান সাহাবী। তাঁর পিতাও সাহাবী ছিলেন। তিনি রাসূল (সা) থেকে বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীস বর্ণনা করেছেন, আবূ বকর, উমর, উসমান ও আলী (রা) প্রমুখ থেকেও। তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন একদল তাবেয়ী এবং কোন কোন সাহাবী। কারো কারো মতে, তিনি মুসআব ইবনুয যুবাইর-এর ইরাক শাসনামলে কূফায় ইনতিকাল করেন।

উবাইদা আস-সালমান আল-কাজী

তাঁর নাম উবাইদা ইব্ন আমর। তাকে ইব্ন কাইস ইব্ন আমর আস-সালমানী আল-মুরাদী আমর আল-কূফীও বলা হয়। সালমান হল মুরাদ গোত্রের একটি শাখা গোত্র। উবায়দা নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ইব্ন মাসউদ, আলী ও ইবনুয যুবাইর (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

শা'বী বলেন, তিনি বিচারে শুরাইহ্-এর সমকক্ষ ছিলেন। ইব্ন নুমাইর বলেন, শুরাইহ-এর নিকট যদি কোন বিষয় জটিল মনে হত, তিনি উবাইদার নিকট পত্র লিখতেন এবং তাঁর অভিমত অনুসরণ করতেন। অনেক মানুষ তার প্রশংসা করেছেন। এ বছরে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। কেউ বলেন, তেহাত্তর হিজরীতে। কেউ বলেন, চুয়াত্তর হিজরীতে। কথিত আছে যে, মুসআব ইবনুয যুবাইরও এ বছর ইনতিকাল করেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। এ বছর আরো যাঁরা ইনতিকাল করেন তাঁদের একজন হলেন আবদুল্লাহ্ ইবনুস সায়িব ইব্ন সাইফী আল-মাখযূমী (রা)। ইনি সাহাবী ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি উবাই ইব্ন কা'ব (রা)-কে কুরআন পাঠ করে শোনান এবং তাঁকে শোনান মুজাহিদ প্রমুখ।

আতিয়্যা ইব্ন বিশর (রা)

আল-মাযিনী। তিনি ছিলেন সাহাবী এবং রাসূল (সা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

উবাইদা ইব্ন নাযীলা

আবূ মু'আবিয়া আল-খুযায়ী। কূফাবাসীদের কারী। জনসেবা ও সৎকর্ম পরায়ণতার জন্য বিখ্যাত। এ বছর কূফায় ইনতিকাল করেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন কাইস আর-রুকাইয়াত

আল-কুরাশী আল-আমেরী। তিনি ছিলেন কবি। তিনি মুসআব এবং ইব্ন জা'ফর-এর প্রশংসা করেছেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন হামাম

আবূ আবদুর রহমান আশ-শায়ির আস-সালূলী। বনূ উমাইয়ার নিন্দাবাদ করেছেন এভাবে-

شـر بـنا الغـيـض عـنـى لـو سـقـيـنا + دماء بـنـى امـيـة ما رويـنـا

ولـو جـائـو بـرمـلـة او بـهـنـد + لـبـايـعـنا امير الـمـؤمـنـيـنـا

'আমরা সামান্য পান করেছি। এখন আমরা এমন অবস্থায় উপনীত হয়েছি যে, আমরা যদি বনূ উমাইয়ার রক্তও পান করি, তবু আমরা পরিতৃপ্ত হব না। তারা যদি রামলা কিংবা হিন্দকে নিয়ে আসত, তাহলে অবশ্যই আমরা আমীরুল মু'মিনীন-এর হাতে বায়'আত নিতাম।'

উবাইদা আস-সালমানী এক চক্ষুবিশিষ্ট ছিলেন। তিনি হযরত ইব্ন মাসউদ (রা)-এর সেই সহচরদের একজন ছিলেন, যারা মানুষকে ফাতওয়া প্রদান করতেন। তিনি কূফায় ইনতিকাল করেন।

৭৩ হিজরী সন

এ বছর হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ আছ-ছাকাফী আল-মুবীর-এর হাতে আবদুল্লাহ্ ইব্‌নুয যুবাইর (রা)-এর হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। আল্লাহ্ তাঁর মঙ্গল করুন ও তাকে লাঞ্ছিত করুন।

মুসআব ইব্‌ন নায়িব সূত্রে ওয়াকিদী বর্ণনা করেন যে, নাফি'-যিনি ইবনুয যুবাইর-এর ফিতনা সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি বলেন, বাহাত্তর হিজরীর যিলহজ্জ মাসের প্রথম তারিখ রাতে ইব্‌নুয যুবাইর অবরুদ্ধ হন এবং তেহাত্তর হিজরীর জুমাদাল উলার সতের তারিখ রাতে তিনি নিহত হন। এই হিসেবে হাজ্জাজ তাকে পাঁচ মাস সতের রাত অবরোধ করে রেখেছিলেন। আমরা উপরে উল্লেখ করেছি যে, হাজ্জাজ এই দ্রোহের বছর মানুষকে নিয়ে হজ্জ পরিচালনা করেন। এই হজ্জে ইবন উমর (রা)ও শরীক ছিলেন। আবদুল মালিক হাজ্জাজকে এই মর্মে পত্র লিখেন, যেন তিনি হজ্জের কার্যক্রমে ইব্‌ন উমর (রা)-এর অনুসরণ করেন যেমনটি বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে।

যাহোক যখন এই বছরটির প্রথম চাঁদ উদিত হয়, তখন সিরীয়বাসী মক্কাবাসীদেরকে অবরোধ করে রেখেছে। হাজ্জাজ মক্কায় মানজামীক স্থাপন করে রাখেন, যাতে তার অধিবাসীরা অতিষ্ট হয়ে আবদুল মালিক প্রদত্ত নিরাপত্তা ও আনুগত্যের জন্য বেরিয়ে আসে। হাজ্জাজ-এর সঙ্গে হাবশী লোকও ছিল। তারা মানজামীক ছুঁড়তে শুরু করে। এভাবে তারা বিপুলসংখ্যক মানুষকে হত্যা করে ফেলে। হাজ্জাজের সঙ্গে পাঁচটি মানজামীক ছিল। তারা চতুর্দিক থেকে মক্কার উপর উপর্যুপরি মানজামীক ছুঁড়তে থাকে এবং তাদের রসদ ও পানি আটকে দেয়। ফলে মক্কাবাসীরা যমযমের পানি পান করতে শুরু করে। কা'বায় পাথর নিক্ষিপ্ত হতে থাকে। তখন হাজ্জাজ চিৎকার করে বলছিলেন, হে সিরীয়বাসী ! আনুগত্যের ক্ষেত্রে তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, আল্লাহ্‌কে ভয় কর। তারা ইবনুয যুবাইর-এর উপর আক্রমণ করতে থাকে। এমনকি বলাবলি হতে থাকে যে, এই সংঘাতেই তারা ইবনুয যুবাইরকে ধরে ফেলা হবে। কিন্তু ইবনুয যুবাইরও তাদের উপর কঠোর প্রতি আক্রমণ করেন। তখন তাঁর সঙ্গে একজন লোকও ছিল না। তবুও তিনি তাদেরকে বনূ শায়বার দরজা থেকে তাড়িয়ে দেন। তারা পুনর্বার আক্রমণ করে। তিনিও পুনর্বার তাদের উপর কঠোর হন। তিনি একাধিকবার এরূপ করেন। সেদিন তাদের একদল মানুষ নিহত হয়। তখন তিনি বলেছিলেন, এমন ঘটনা ঘটে গেল, অথচ আমি হাওয়ারীর পুত্র। কেউ ইবনুয যুবাইরকে বলল, আপনি তাদের সঙ্গে সন্ধির ব্যাপারে কথা বলছেন না কেন ? উত্তরে তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, তারা যদি তোমাদেরকে কা'বার অভ্যন্তরে পেয়ে যায়, তবে অবশ্যই তারা তোমাদের সকলকে যবাই করে ফেলবে। আল্লাহ্‌র শপথ ! আমি কখনো তাদের কাছে সন্ধি প্রার্থনা করব না।

একাধিক ঐতিহাসিকগণ বলেছেন, তারা যখন মানজামীক নিক্ষেপ করে, তখন বিকট শব্দে বজ্রপাত হয় এবং বিদ্যুৎ চমকায়। তা এতই বিকট ছিল যে, তার শব্দ মানজামীকের শব্দকে ছাড়িয়ে যায়। তারপর এমন এক বজ্রপাত হয় যে, তাতে আক্রান্ত হয়ে বার জন সিরীয় মৃত্যুবরণ করে। এই ঘটনা তাদের হৃদয় অবরোধের ব্যাপারে দুর্বল হয়ে যায়। কিন্তু হাজ্জাজ তাদেরকে সাহস দিতে থাকেন এবং বলতে থাকেন, আমি এই নগরীর সব খবর জানি। এ হল

তেহামার চমক ও তার গর্জন। তোমরা যার শিকার হয়েছো, নগরীর মানুষ তার শিকার হবে। ঘটনাক্রমে তার পরদিনও একটি বজ্রপাত হয়। তাতে ইবনুয যুবাইরের বিপুল সংখ্যক লোক প্রাণ হারায়। তখন হাজ্জাজ বলতে লাগলেন, আমি বলেছিলাম না, তারাও তোমাদের মত এর শিকার হবে। তোমরা অনুগত আর তারা বিরোধী। তখন মানজামীক নিক্ষেপ করার সময় সিরীয় বাসী সুরেলা কণ্ঠে নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিটি আবৃত্তি করত। তারা বলত ঃ

مثل الفنيق المزبد —

نرمي بها اعواد هذا المسجد

'ফেনা উদগীরণকারী উটের ন্যায় আমরা এর দ্বারা এই মসজিদের কাষ্ঠগুলোতে আঘাত হানব।'

ঠিক এমন সময় মানজমীকের উপর একটি বজ্র আপতিত হয়ে তাকে ভস্ম করে দিল। ফলে সিরীয়বাসী মানজামীক নিক্ষেপ ও অবরোধ স্থগিত করে ফেলল। এবার হাজ্জাজ তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করেন। তিনি বললেন, তোমাদের অমঙ্গল হোক। তোমরা কি জান না যে, আমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের যুগে আগুন অবতরণ করত এবং তাদের কুরবানীকৃত পশুকে খেয়ে ফেলত, যদি তা কবূল হত। কাজেই তোমাদের আমল যদি কবূল না হত, তাহলে আগুন অবতরণ করে সেটি খেয়ে ফেলত না। এবার তারা পুনরায় অবরোধ প্রত্যাবর্তন করল।

এবার মক্কাবাসী ইবনুয যুবাইরকে ত্যাগ করে নিরাপত্তার জন্য হাজ্জাজ-এর দিকে ছুটতে শুরু করে। এভাবে প্রায় দশ হাজার মানুষ তাঁর নিকট চলে যায়। তিনি তাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করেন এবং ইবনুয যুবাইর-এর দুই পুত্র হামযা এবং খুবাইবও হাজ্জাজ-এর নিকট চলে যায়। তারা তার কাছে নিজেদের নিরাপত্তা প্রার্থনা করে। হাজ্জাজ তাদের নিরাপত্তা প্রদান করেন। আবদুল্লাহ্ ইবনুয যুবাইর তাঁর মায়ের নিকট গিয়ে তাঁর সমর্থক কমে যাওয়ার, এমনকি নিজের সন্তানাদি ও পরিজন পর্যন্ত হাজ্জাজের নিকট চলে যাওয়ার অভিযোগ করেন এবং বললেন, আমার সঙ্গে এখন স্বল্প সংখ্যক লোক ছাড়া কেউ নেই। তারাও বেশীক্ষণ টিকে থাকতে পারবে না। আর শত্রুপক্ষ আমাকে আমার চাহিদা অনুপাতে দুনিয়ার সম্পদ প্রদানের প্রলোভন দেখাচ্ছে। এমতাবস্থায় আপনার অভিমত কি ? মা বললেন, শোন পুত্র ! তোমার নিজের ব্যাপারে তুমিই ভাল জান। তুমি যদি মনে কর তুমি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছ, এবং তুমি দেশবাসীকে সত্যের প্রতি আহবান করছ, তাহলে দৃঢ়পদ থাক। এর জন্যই তো তোমার সঙ্গীরা জীবন দিয়েছে। বনূ উমাইয়ার শিশু-কিশোররা তোমার গর্দান নিয়ে খেলার সুযোগ যেন না পায়। আর যদি দুনিয়া তোমার লক্ষ্য হয়ে থাকে, তাহলে তুমি আমার অপদার্থ সন্তান। তুমি নিজেকেও ধ্বংস করেছ, তোমার সঙ্গে যারা নিহত হয়েছে তাদেরকেও ধ্বংস করেছ। তুমি যদি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাক, তাহলে মনে রেখ, দীন দুর্বল নয়। আর তুমিই বা কতকাল দুনিয়ায় বেঁচে থাকবে ? কাজেই নিহত হওয়াই উত্তম। মায়ের জবাব শুনে আবদুল্লাহ্ ইবনুয যুবাইর তার নিকটে গিয়ে তার মাথায় চুম্বন করলেন এবং বললেন, আল্লাহ্র শপথ ! এটাই আমার অভিমত।

তারপর তিনি বললেন, আল্লাহ্র শপথ ! আমি দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হইনি, তাতে জীবন-যাপন করাকেও প্রিয় ভাবি নি। আর একমাত্র আল্লাহ্র দীনের মর্যাদা হানি হচ্ছে দেখে আমি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে বিদ্রোহ করেছি। আমি আপনার অভিমত জানতে চেয়েছিলাম

আপনি আমার প্রজ্ঞার সঙ্গে আরো প্রজ্ঞা বাড়িয়ে দিলেন। আপনি দেখবেন মা ! আমি এই আজই খুন হয়ে যাব। তাতে আপনার দুঃখ যেন বৃদ্ধি না পায়। আপনি আমাকে আল্লাহ্র সিদ্ধান্তের কাছে সঁপে দিন। কেননা, আপনার পুত্র কখনো কোন অন্যায় করার ইচ্ছা করেনি, কখনো কোন অশ্লীল কাজ করেনি, আল্লাহ্র বিধানে বাড়াবাড়ি করে নি, কাউকে নিরাপত্তা দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে নি, কোন মুসলিম ও চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তির উপর জুলুম করার ইচ্ছা করে নি। কখনো এমন হয়নি যে, আমার নিকট কোন কর্মকর্তার নামে জুলুম করার নালিশ এসেছে আর আমি তাকে প্রশ্রয় দিয়েছি। আমি বরং তাকে অপছন্দই করেছি। আমার নিকট আমার প্রভুর সন্তুষ্টির চাইতে কোন বস্তু অগ্রাধিকারযোগ্য নেই। হে আল্লাহ্ ! আমাকে আমার নিজের এবং অন্যদের তুলনায় তুমি-ই ভাল জান। কিন্তু আমি এসব বলছি, আমার মাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য, যাতে তিনি আমার কথা ভুলে যান। একথা শুনে তাঁর মা তাঁকে বললেন, আমি আল্লাহ্র নিকট এই কামনা করছি, যেন তোমার ব্যাপারে আমার ধৈর্য উত্তম প্রমাণিত হয়। তুমি আমার অগ্রগামী হও বা আমি তোমার অগ্রগামী হই, তুমি আমার হৃদয়ে রয়েছ। বেরিয়ে পড় হে আমার পুত্রধন ! আমি দেখব, তোমার পরিণাম কি দাঁড়ায়।

ইবনুয যুবাইর বললেন, আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন আম্মাজান ! আপনি আগে ও পরে আমার জন্য দু'আ করতে ভুলবেন না। মা বললেন, দেখ, মিথ্যার জন্য যে খুন হয়, আমি তার জন্যও দু'আ ত্যাগ করি না। তুমি তো নিহত হচ্ছ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে। তারপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ্ ! এই দীর্ঘ অবস্থায়, উচ্চস্বরে ক্রন্দন, মক্কা-মদীনার দ্বি-প্রহরের তৃষ্ণা এবং তাঁর পিতা ও আমার সঙ্গে তাঁর সদাচারের বিনিময়ে তার প্রতি তুমি অনুগ্রহ কর। হে আল্লাহ্ ! আমি তাকে তোমার নির্দেশের কাছে সমর্পণ করলাম এবং আমি তোমার সিদ্ধান্ত মেনে নিলাম। কাজেই আবদুল্লাহ্ ইবনুয যুবাইর-এর উসিলায় তুমি আমাকে ধৈর্য ধারণকারী ও শোকরগুজারকারীর সওয়াব দান কর।

তারপর তিনি বিদায় জানানোর জন্য তাঁকে ধরে নিজের কাছে এনে জড়িয়ে ধরেন ও কোলাকুলি করেন এবং ইবনুয যুবাইরও মায়ের নিকট থেকে বিদায় গ্রহণের জন্য তাঁকে গলায় জড়িয়ে ধরেন। উল্লেখ্য, ইবনুয যুবাইর-এর মা শেষ জীবনে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। জড়িয়ে ধরার পর তিনি বুঝতে পারেন যে, তার পুত্র লোহার বর্ম পরিহিত। তাই তিনি বললেন, বৎস ! এ-তো শাহাদাত প্রত্যাশী মানুষের পোশাক নয়।

ইবনুয যুবাইর বললেন, আম্মাজান ! এই পোশাক আপনার মনোরঞ্জনের জন্য পরিধান করেছিলাম। মা বললেন, না বৎস ! তুমি বরং এগুলো খুলে ফেল। অগত্যা ইবনুয যুবাইর লৌহবর্ম খুলে ফেলে অবশিষ্ট পোশাক পরিধান করতে লাগলেন এবং নিজেকে শক্ত করলেন। তখন তাঁর মা বলছিলেন, কাপড় পায়ের গোছা থেকে উপরে উঠাও। আর ইবনুয যুবাইর পোশাকের নিম্নাংশ সংরক্ষণ করতে লাগলেন, যাতে নিহত হওয়ার পর তাঁর সতর খুলে না যায়। মা তাঁকে তাঁর পিতা যুবাইর নানা আবূ বকর সিদ্দীক, দাদী সাফিয়্যা বিন্‌তে আবদুল মুত্তালিব ও খালা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা)-এর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন এবং তাঁকে আশান্বিত করছিলেন যে, শহীদ হলে তুমি তাদের নিকট চলে যাবে। তারপর ইবনুয যুবাইর তার নিকট থেকে বিদায় নিয়ে গেলেন্ এই সাক্ষাৎই ছিল মায়ের সঙ্গে আবদুল্লাহ্ ইবনুয যুবাইর-এর শেষ সাক্ষাত আল্লাহ্ তাঁদের উভয়ের প্রতি তাঁর পিতা ও নানার প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

ইতিহাসবিদগণ বলেছেন, আবদুল্লাহ্ ইবনুয যুবাইর মসজিদুল হারামের দরজা দিয়ে বের হতেন। তখন সেখানে অশ্বারোহী ও পদাতিক মিলে পাঁচশত সৈন্য ছিল। তিনি তাদের উপর আক্রমণ করতেন। তারা তাঁর থেকে ডানে বাঁয়ে ছড়িয়ে যেত এবং তার মোকাবেলায় একজনও দাঁড়াতে পারত না। তখন তিনি বলছিলেন ঃ

انـى اذا اعـرف يـومـى اصـبـر —

اذ بـعـضـهـم يـعـرف ثـم يـنـكـر —

'আমি যখন আমার দিবসকে চিনে ফেলি, তখন আমি ধৈর্যধারণ করি। অথচ, অনেকে জানা সত্ত্বেও অস্বীকার করে।'

ততক্ষণ হারাম শরীফের দরজাগুলোতে ইবনুয যুবাইর-এর প্রহরীদের সংখ্যা কমে গেছে। কা'বার দরজার সম্মুখস্থ দরজাটি অবরোধ করে রেখেছিল হিম্‌সবাসী। দামেশক্‌বাসী অবরোধ করে রেখেছিলেন বনূ শায়বার দরজা। জর্দানীরা অবরোধ করে রেখেছিল বাবুস সাফা। ফিলিস্তীনিরা অবরুদ্ধ করে রেখেছিল বনূ জুমাহ্ দরজা এবং কিন্নাসিরীনবাসী অবরোধ করে রাখে বনু সাহম দরজা। প্রতিটি দরজায় একজন করে সেনাপতি নিয়োজিত ছিল। তাদের সঙ্গে ছিল সংশ্লিষ্ট নগরীর সেনাদল। হাজ্জাজ ও তারিক ইব্‌ন আমর ছিলেন আবতাহ-এর দিকে। ইবনুয যুবাইর যখনই যে দরজা দিয়ে বের হতেন, তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিতেন এবং তাদের বিন্যাস তছনছ করে দিতেন। অথচ, তিনি বর্মপরিহিত ছিলেন না। তিনি তাদেরকে আব্‌তাহ-এর দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যেতেন। তারপর চীৎকার করে বলতেন, আমার প্রতিপক্ষ যদি একজন হত তাহলে আমি তার জন্য যথেষ্ট ছিলাম। জবাবে ইব্‌ন সাফওয়ান এবং সিরীয়বাসীও বলত, হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র শপথ ! এক হাজার যোদ্ধার জন্যও আপনি যথেষ্ট।

মানজামীকের পাথর গিয়ে ইবনুয যুবাইরের কাপড়ের কোণে গিয়ে নিক্ষিপ্ত হত। কিন্তু তাতে তিনি বিচলিত হতেন না। তারপর তাদের দিকে এগিয়ে গিয়ে তিনি তাদের সঙ্গে লড়াই করতেন, যেন তিনি হিংস্র ব্যাঘ্র। মানুষ তার দুঃসাহসী আক্রমণ ও বীরত্বে বিস্ময় প্রকাশ করতে শুরু করে। অবশেষে এই বছরের জুমাদাল উলার সতের তারিখে মঙ্গলবার ইবনুয যুবাইর গভীর রাত পর্যন্ত নামায আদায় করেন। তারপর তরবারি ঝুলানোর ফিতা দ্বারা পা-পিঠ একত্র করে বসলেন। ফলে তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। তারপর স্বভাব অনুযায়ী ফজরের সময় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠেন এবং বললেন, সা'দ ! আযান দাও। সা'দ মাকামে ইবরাহীমের নিকট দাঁড়িয়ে আযান দিলেন। ইবনুয যুবাইর ওযূ করে দু'রাকা'আত সুন্নাত আদায় করলেন। তারপর ইকামত দেয়া হল। তিনি ফজর আদায় করলেন। নামাযে তিনি সম্পূর্ণ সূরা নূন[১] বর্ণে বর্ণে পাঠ করলেন। তারপর সালাম ফিরিয়ে আল্লাহ্‌র প্রশংসা জ্ঞাপন করলেন।

তারপর বললেন, তোমরা তোমাদের চেহারাগুলো খুলে দাও আমি তোমাদেরকে দেখব। তারা তাদের চেহারা খুলে দেয়। তারা তখন ছিল শিরস্ত্রাণ পরিহিত। ইবনুয যুবাইর তাদেরকে উৎসাহ প্রদান করলেন এবং যুদ্ধ ও দৃঢ়পদ থাকার জন্য উদ্বুদ্ধ করলেন। তারপর উঠে প্রথমে নিজে আক্রমণ করলেন। পরে তারাও আক্রমণ করল। তারা প্রতিপক্ষকে হাজূন পর্যন্ত তাড়িয়ে

১. ইবনুল আছমের বর্ণনায় সূরা নূর ও ইখলাসের উল্লেখ রয়েছে।

নিয়ে গেল। এ সময়ে একটি ইট এসে তাঁর মুখমণ্ডলে আঘাত হানে। তিনি কেঁপে ওঠেন। যখন তিনি মুখে রক্তধারা প্রবাহিত হতে দেখলেন তখন তিনি কবিতা আবৃত্তি করলেন ঃ

ولسنا على الاعقاب تدمى كلومنا –
ولكن على اقدامنا تقطر الدما –

'আমাদের জখম আমাদের পায়ের রক্ত প্রবাহিত করে না। কিন্তু আমাদের পায়ের উপর রক্ত ফোঁটা নিক্ষিপ্ত হয়। পরক্ষণেই তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তা দেখে শত্রুসেনারা দৌড়ে এসে তাঁকে হত্যা করে ফেলে। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন। তারা এসে হাজ্জাজকে সংবাদ জানায়। হাজ্জাজ সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। আল্লাহ্ তার অমঙ্গল করুন। তারপর তিনি ও তারিক ইব্ন 'আমর ইবনুয যুবাইর-এর নিকট গিয়ে দাঁড়ান। তিনি তখন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছেন। তারিক বললেন, কোন নারী তাঁর চাইতে অধিক সাহসী লোক প্রসব করে নি। তা শুনে হাজ্জাজ বললেন, তুমি কি সেই ব্যক্তির প্রশংসা করছ, যে আমীরুল মু'মিনীন-এর আনুগত্যের বিরুদ্ধাচরণ করে ? তারিক বললেন, হ্যাঁ, ইনি প্রশংসার উপযুক্ত বটে। কেননা, ইনি না ছিলেন কোন দুর্ভেদ্য দুর্গে, না কোন কারিগায়, না তাঁর অন্য কোন প্রতিরোধ ব্যবস্থা ছিল। বরং প্রতি ক্ষেত্রে তিনি আমাদের চাইতে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। পরে এ সংবাদ শুনে আবদুল মালিক তারিককে প্রহার করলেন।

ইব্ন আসাকির হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ-এর জীবন-চরিতে বর্ণনা করেছেন যে, হাজ্জাজ যখন উবনুয যুবাইরকে হত্যা করেন, তখন মক্কা আবদুল্লাহ্ ইবনুয যুবাইর-এর জন্য ক্রন্দন করতে করতে কেঁপে উঠেছিল। ফলে হাজ্জাজ জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করেন। তিনি বললেন, লোক সকল ! আবদুল্লাহ্ ইবনুয যুবাইর এই উম্মতের ভাল মানুষের একজন ছিলেন। কিন্তু এক পর্যায়ে তিনি খিলাফতের জন্য প্রলুব্ধ হয়ে এর প্রকৃত হকদারের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়েন এবং হারাম শরীফের অভ্যন্তরে ধর্মাবিরোধী কাজে লিপ্ত হন। ফলে আল্লাহ্ তাঁকে তাঁর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করান। আদম তো আল্লাহ্র নিকট ইবনুয যুবাইর অপেক্ষা অধিক মর্যদাবান ছিলেন এবং তিনি ছিলেন জান্নাতে, যা মক্কা অপেক্ষা অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। কিন্তু তিনি যখন ভুলক্রমে আল্লাহ্র আদেশ অমান্য করে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করলেন, তখন আল্লাহ্ তাঁকে জান্নাত থেকে বের করে দিলেন। এবার তোমরা নামাযে দাঁড়িয়ে যাও। আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।

কেউ কেউ বলেন, হাজ্জাজ বলেছিলেন, হে মক্কাবাসী ! তোমাদের বড়ত্ব ও মাহাত্ম্য ইবনুয যুবাইরকে হত্যা করেছে। কেননা, ইবনুয যুবাইর এই উম্মতের লোকদের একজন ছিলেন। কিন্তু এক সময়ে তিনি দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন এবং খিলাফত নিয়ে তার যথাযোগ্য ব্যক্তির সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। এভাবে তিনি আল্লাহ্র আনুগত্য ছুঁড়ে ফেলেন এবং আল্লাহ্র হারাম শরীফের অভ্যন্তরে ধর্মাবিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হন। মক্কা যদি তাকদীর প্রতিহত করার মত কিছু হত, তাহলে তা আদম যে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হলেন, সেটা প্রতিহত করত।

অথচ, আল্লাহ্ তাঁকে নিজ কুদরতী হাতে সৃষ্টি করেছেন, তাতে ফুঁকে দিয়েছেন তাঁর রূহ থেকে, ফেরেশতাদের দ্বারা তাঁকে সিজদা করিয়েছেন ও তাঁকে সকল কিছুর নাম শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু যখন তিনি ভুলবশত আল্লাহ্র হুকুম অমান্য করলেন, তাঁকে জান্নাত থেকে বের করে দিলেন এবং তাঁকে পৃথিবীতে নামিয়ে দিলেন। অথচ, আদম ইবনুয যুবাইর অপেক্ষা

অধিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। আর ইবনুয যুবাইর আল্লাহ্র কিতাবকে বিকৃত করেছেন। একথা বলা মাত্র আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলে উঠলেন, আমি যদি বলতে চাই যে, আপনি মিথ্যা বলেছেন, তাহলে তা মানতে পারি। আল্লাহ্র শপথ ! ইবনুয যুবাইর আল্লাহ্র কিতাব বিকৃত করেন নি। বরং তিনি কুরআনের বাস্তবায়নকারী, অধিক রোযা পালনকারী ও সৎকর্ম পরায়ণ ছিলেন।

তারপর হাজ্জাজ ঘটনার বিবরণ উল্লেখ করে আবদুল মালিক-এর নিকট পত্র লিখেন এবং ইবনুয যুবাইর-এর ছিন্ন মাথা আবদুল্লাহ্ ইব্ন আফওয়ান ও উমারা ইব্ন হাযম-এর ছিন্ন মাথার সঙ্গে আবদুল মালিক-এর নিকট পাঠিয়ে দেন। তারপর তাদেরকে নির্দেশ প্রদান করেন, যখন তারা মদীনা দিয়ে অতিক্রম করবে, তখন যেন মাথাগুলো সেখানে স্থাপন করে রাখে এবং পরে সেগুলো নিয়ে সিরিয়া চলে যায়। হাজ্জাজ-এর নির্দেশ মোতাবেক তারা তা-ই করে। মাথাগুলো তিনি এক আয়দী লোকের হাতে প্রেরণ করেছিলেন। আবদুল মালিক তাকে পাঁচশত দীনার পুরস্কার প্রদান করেন। তারপর তিনি একটি কাঁচি চেয়ে নিয়ে ইবনুয যুবাইরের নিহত হওয়ার আনন্দে নিজের ও তার সন্তানদের কপাল থেকে কিছু চুল কর্তন করেন। আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে সেই আচরণ করুন, যা তাদের প্রাপ্য।

তারপর আবদুল মালিক-এর নির্দেশে ইবনুয যুবাইর-এর দেহটা হাজূন-এর নিকট কাদা নামক ঘাঁটিতে শূলিতে চড়ানো হয়। লাশটি এভাবে শূলিবিদ্ধ অবস্থায়ই থাকে। কিছুদিন পর আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) সেই পথ দিয়ে অতিক্রম করেন। লাশ দেখে তিনি বললেন, আল্লাহ্ তোমার প্রতি রহম করুন হে আবূ খুবাইব ! হায় ! তুমি তো অধিক রোযা পালনকারী ও নামায আদায়কারী ছিলে ! তারপর তিনি বললেন, এই আরোহীটার কি অবতরণ করার সময় হয়নি? ফলে হাজ্জাজ লোক পাঠিয়ে তাঁকে শূলি থেকে নামান এবং তাঁকে সেখানেই দাফন করা হয়। হাজ্জাজ মক্কায় প্রবেশ করে তাঁর অধিবাসীদের থেকে আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান-এর জন্য বায়'আত গ্রহণ করেন। তারপর এ বছর মানুষকে হজ্জ করানো পর্যন্ত হাজ্জাজ মক্কায়ই অবস্থান করেন। তখন তিনি মক্কা, ইয়ামামা ও ইয়েমেনের গভর্নর।

আমীরুল মু'মিনীন আবদুল্লাহ্ ইবনুয যুবাইর-এর জীবন-চরিত

তাঁর নাম আবদুল্লাহ্ ইবনুয যুবাইর ইবনুল আওয়াম ইব্ন খুয়াইলিদ ইব্ন আসাদ ইব্ন আবদুল উয্যা ইব্ন কুসাই ইব্ন কিলাব, আবূ বকর। কেউ কেউ তাকে আবূ খুযাইব আল-কুরায়শী আল-আসাদী বলে থাকেন। তিনি মদীনায় হিজরতের পর মুজাহিরদের সর্বপ্রথম জন্মগ্রহণকারী সন্তান। তাঁর মাতা হলেন আসমা বিন্ত আবূ বকর 'যাতুন্নিতাকাইন।' আসমা (রা) যখন হিজরত করেন, তখন আবদুল্লাহ্ ইবনুয যুবাইর তার গর্ভে। তাদের মদীনা আগমনের পর সর্বপ্রথম কুবায় তাঁর জন্ম হয়।

কারো কারো মতে, আসমা বিনত আবূ বকর দ্বিতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে আবদুল্লাহ্ ইবনুয যুবাইরকে প্রসব করেন। ওয়াকিদী, মুসআব আয-যুবাইরী প্রমুখ এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে প্রথম অভিমতটিই বেশী সঠিক। তার প্রমাণ হল, ইমাম আহমাদ যথাক্রমে আবূ উসামা, হিশাম ও আবূ হিশাম সূত্রে আসমা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আবদুল্লাহ্কে মক্কায় থাকা অবস্থায় গর্ভে ধারণ করেন। তিনি বলেছেন, তারপর যখন আমি তাঁকে গর্ভে নিয়ে রওয়ানা হই, তখন আমার গর্ভের পূর্ণ মেয়াদ। আমি মদীনায় আগমন করে

কুবায় অবতরণ করলাম। তখন আমি তাঁকে প্রসব করলাম। আমি তাঁকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট গেলাম। তিনি তাঁকে কোলে তুলে নেন। তারপর একটি খেজুর চেয়ে নিয়ে সেটি চিবিয়ে তাঁর মুখে লালা দেন। এভাবে সর্বপ্রথম তাঁর পেটে যে বস্তুটি প্রবেশ করল, তা ছিল নবী করীম (সা)-এর লালা। আসমা (রা) বলেন, তারপর নবী করীম (সা) তাঁকে তাহ্নীক করেন, তাঁর জন্য দু'আ করেন ও তাঁর জন্য বরকত কামনা করেন। কাজেই তিনি ইসলাম যুগে (মদীনায়) জন্মগ্রহণকারী প্রথম ব্যক্তি।

তিনি একজন মহান সাহাবী ছিলেন। তিনি নবী করীম (সা) থেকে বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীস বর্ণনা করেছেন তার পিতা, উমর ও উসমান (রা) প্রমুখ থেকে। আর তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন একদল তাবেয়ী। তিনি কিশোর বয়সে পিতার সঙ্গে জামাল যুদ্ধে উপস্থিত হয়েছিলেন। হযরত উমর (রা) জাবিয়ায় যে ভাষণ দান করেছিলেন, তিনি তাতেও উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁর সেই ভাষণ আনুপূর্বিক বর্ণনা করেছেন। এ তথ্যটি একাধিক সূত্রে প্রমাণিত। তিনি কুস্তুন্তুনিয়ার (কনস্টান্টিনোপাল) যুদ্ধে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে দামেশ্ক গিয়েছিলেন। পরে আরো একবার সে দেশে গিয়েছিলেন। মু'আবিয়া ইব্ন ইয়াযীদ-এর মৃত্যুর পর ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়ার আমলে মানুষ তাঁর হাতে খিলাফতের বায়'আত গ্রহণ করে। তিনি হিজায, ইয়েমেন, ইরাক, মিশর, খোরাসান এবং দামেশক ব্যতীত সিরিয়ার সব ক'টি প্রদেশের শাসন ক্ষমতা লাভ করেন। চৌষট্টি হিজরীতে তাঁর বায়'আত গ্রহণের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়। তাঁর শাসনামলে মানুষ সুখ-শান্তিতে ছিল।

একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে যে, আসমা (রা) যখন আবদুল্লাহ্কে নিয়ে হিজরতের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে রওয়ানা হন, তখন তিনি তাঁর গর্ভে। মুহাজিরদের মদীনা গমনের পর এ-ই সর্বপ্রথম কুবায় তিনি আবদুল্লাহ্কে প্রসব করেন। আসমা বিনত আবূ বকর (রা) তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট নিয়ে যান। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে তাহ্নীক করেন এবং তাঁর নাম রাখেন আবদুল্লাহ্ ও তাঁর জন্য দু'আ করেন। তাঁর জন্মে মুসলমানগণ আনন্দিত হন। কারণ, ইহুদীদের ধারণা ছিল যে, তারা মুহাজিরদেরকে যাদু করেছে, যার ফলে মদীনায় তাদের কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে না। এমতাবস্থায় যখন ইবনুয যুবাইর জন্ম লাভ করেন, মুসলমানগণ আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুললেন। তাঁকে হত্যা করার সময় সিরীয় বাহিনীকে তাকবীর ধ্বনি দিতে শুনে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলেছিলেন, আল্লাহ্র শপথ ! এই লোকটির ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর যারা তাকবীর ধ্বনি দিয়েছিল, তারা এদের তুলনায় উত্তম, যারা তাঁর খুন হওয়ার সময় তাকবীর ধ্বনি দিল। তাঁর জন্মের পর হযরত আবূ বকর (রা) তাঁর কানে আযান দিয়েছিলেন। যে ব্যক্তি বলেছেন যে, হযরত সিদ্দীক (রা) তাঁকে বস্ত্রখণ্ডে পেঁচিয়ে সঙ্গে নিয়ে কা'বার চারদিকে তাওয়াফ করেছিলেন, সে ব্যক্তির ধারণা ভুল। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। সত্য হল, আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ইহুদীদের ধারণার বিপরীতে তাঁর জন্মের বিষয়টি প্রচার করার উদ্দেশ্যে তাঁকে নিয়ে মদীনায় ঘোরাফেরা করেছিলেন।

মুসআব আয-যুবাইরী বলেন, আবদুল্লাহ্র গণ্ডদ্বয় পাতলা ছিল এবং তাঁর দাড়ি ছিল হালকা যা তার ষাট বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নি। যুবাইর ইব্ন বাক্কার, আলী ইব্ন সালিহ, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উরওয়া থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কয়েকজন যুবকের ব্যাপারে কথা বলেছেন। তাদের মধ্যে কতক জন হলেন আবদুল্লহ ইব্ন জা'ফর, আবদুল্লাহ্ ইবনুয যুবাইর ও উমর ইব্ন আবূ সালামা (রা)। তখন বলা হয়েছিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি

যদি তাদের বায়'আত নিতেন, তাহলে তাঁরা আপনার বরকত লাভ করত এবং খ্যাতি লাভ করত। ফলে তাঁদেরকে নবী কারীম (সা)-এর নিকট নিয়ে আসা হল। কিন্তু তাঁরা যেন ভয়ে থমকে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আবদুল্লাহ্ ইবনুয যুবাইর (রা) সরাসরি ঢুকে পড়লেন। দেখে নবী করীম (সা) মুচকি হাসলেন এবং বললেন, এ হল তাঁর বাপের বেটা। তিনি তাঁকে বায়'আত করে নিলেন।

একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে যে, আবদুল্লাহ্ ইবনুয যুবাইর (রা) নবী কারীম (সা)-এর কিছু রক্ত পান করেছিলেন। ঘটনাটি হল, নবী করীম (সা) সিঙ্গা দিয়ে একটি পেয়ালায় রক্ত রেখে তা ফেলে দেওয়ার জন্য আবদুল্লাহ্ ইবনুয যুবাইরকে দিলেন। কিন্তু তিনি না ফেলে তা পান করে নিলেন। তা শুনে নবী করীম (সা) তাঁকে বললেন, 'শপথ ভঙ্গ করা ব্যতীত অন্য কোন কারণে আগুন তোমাকে স্পর্শ করবে না। তুমি মানুষের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং মানুষও তোমার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

অপর এক বর্ণনায় আছে, নবী করীম (সা) তাঁকে বললেন, আবদুল্লাহ্ ! এই রক্তগুলো নিয়ে এমনভাবে ফেলে আস, যেন কেউ তোমাকে দেখতে না পায়। কিন্তু কতটুকু দূরে গিয়ে তিনি সে রক্ত পান করে ফেলেন। তিনি ফিরে আসলে নবী করীম (সা) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, রক্ত কী করেছ ? তিনি বললেন আমি তা পান করে ফেলেছি। এ উদ্দেশ্যে যাতে এর দ্বারা আমার ইলম ও ঈমান বৃদ্ধি পায়। আর যাতে আমার শরীরে আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর একটি অংশও থাকে। আর যমীনের তুলনায় আমার শরীরই তাঁর বেশী উপযুক্ত। তা শুনে নবী করীম (সা) বললেন, তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর, আগুন কখনো তোমাকে স্পর্শ করবে না। আর তুমি মানুষের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং মানুষও তোমার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আবূ ইমরান আল-জূনী বলেছেন, নূফ বলতেন, আমি আল্লাহ্র নাযিলকৃত কিতাবে পাচ্ছি যে, ইবনুয যুবাইর খলীফাদের শাহসাওয়ার।

হাম্মাদ ইব্ন ছাবিত আল-বুনানী বলেছেন, আমি একদিন আবদুল্লাহ্ ইবনুয যুবাইর-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি তখন মাকামে ইবরাহীমের পেছনে এমনভাবে নামায পড়ছিলেন,যেন তিনি গেড়ে রাখা একটি কাঠ। তিনি একটুও নড়াচড়া করছিলেন না।

আ'মাশ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ওয়াছ্ছাব থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইবনুয যুবাইর যখন সিজদা করতেন, তখন তাঁর পিঠে চড়ুই এসে পড়ত। চড়ুইগুলো তাঁর পিঠে উঠানামা করত যেন তাদের দৃষ্টিতে তিনি দেয়ালের একটি অংশ ছাড়া কিছু নন। অন্যরা বলেন, ইবনুয যুবাইর রাতে দাঁড়িয়ে ইবাদত করতেন। এ অবস্থায়ই রাত পোহাত। আবার রুকুতে যেতেন সে অবস্থায়ই ভোর হত। সিজদা করতেন। সেই অবস্থায়-ই সকাল হয়ে যেত। অনেকে বলেন, ইবনুয যুবাইর একদিন রুকু করেন। তাতে তিনি সূরা বাকারা, আল ইমরান, নিসা ও মায়িদা পাঠ করেন। এর মধ্যে তিনি মাথা তোলেন নি।

আবদুর রাজ্জাক ইব্ন জুরাইজ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আতা বলেন, আমি যখনই ইবনুয যুবাইরকে নামায আদায় করতে দেখতাম, দেখতাম তিনি যেন দেবে যাওয়া কোন বস্তু। ইমামাদ আহমাদ বলেন, আবদুর রয্যাক নামায শিখেছেন ইব্ন জুরাইজ থেকে, ইব্ন জুরাইজ 'আতা থেকে, 'আতা ইবনুয যুবাইর (রা) থেকে, ইবনুয যুবাইর (রা) আবূ বকর (রা) থেকে, আর আবূ বকর সিদ্দীক (রা) শিখেছেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে।

সুফিয়ান ইব্‌ন উআইনা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইবনুল মুনকাদির বলেন, আমি যখনই ইবনুয যুবাইর (রা)-কে নামায আদায়রত দেখতাম। দেখতাম, তিনি যেন একটি গাছের ডাল, বাতাস যাকে দোলাচ্ছে। আর তার আশপাশে মানজানীক নিক্ষিপ্ত পাথর এসে পড়ে থাকত। সুফিয়ান বলেন, তিনি এমন এমন ব্যক্তি ছিলেন,যেন তিনি তার (পাথরের) ভ্রূক্ষেপ করতেন না এবং তাকে কিছু বলে হিসাব করতেন না।

কেউ উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয-এর নিকট ঘটনা বর্ণনা করল যে, মানজানীকের একটি পাথর গিয়ে মসজিদে নিক্ষিপ্ত হয়। তার একটি টুকরা ছিটকে আবদুল্লাহ্ ইবনুয যুবাইরের দাড়ি ও গলার মধ্যখান দিয়ে চলে গেল। তিনি তাঁর অবস্থান থেকে একটুও নড়লেন না এবং তাঁর চেহারায় এর কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেল না। তা শুনে উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয বললেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। তুমি যে ঘটনাটা শুনিয়েছ, তা আমি আগেই জেনেছি।

উমর ইব্‌ন আবদুল অযীয একদিন ইব্‌ন আবূ খুলাইফাকে বললেন, আমাকে আপনি আবদুল্লাহ্ ইবনুয যুবাইর (রা) সম্পর্কে কিছু বলুন। ইব্‌ন আবূ খুলাইফা বললেন, তাঁর চামড়ার ন্যায় চামড়া, যা গোশতের উপর সওয়ার হয়েছে, তাঁর গোশতের ন্যায় গোশত, যা স্নায়ুর উপর স্থাপিত হয়েছে, তাঁর স্নায়ুর ন্যায় স্নায়ু যা হাড্ডির উপর স্থাপিত হয়েছে, আমি আর কারো দেখি নি। আবার তাঁর প্রাণের ন্যায় প্রাণ, যা দুই পাঁজরের মাঝে অবস্থান নিয়েছে, আর দেখি নি। একদা মানজানীক নিক্ষিপ্ত একটি পোড়া ইট তাঁর দাড়ি ও বুকের মধ্যখান দিয়ে অতিক্রম করে। কিন্তু তিনি ভয়ও পেলেন না, সে কারণে কুরআন তিলাওয়াত বন্ধ করলেন না এবং যে নিয়মে রুকু করতেন, সেই নিয়মের ব্যতিক্রম করে রুকু করলেন না। তিনি যখন নামাযে প্রবেশ করতেন, তখন সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই তাতে প্রবেশ করতেন। তিনি যখন রুকু করতেন, তখন এমন হত, যেন শকুন এসে তার পিঠে পতিত হওয়ার উপক্রম হত। যখন সিজদা করতেন, তখন মনে হত, যেন তিনি একটি ফেলে রাখা কাপড়।

আলী ইবনুল জা'দ সূত্রে আবদুল কাসিম আল-বগবী বর্ণনা করেন যে, মানসূর ইব্‌ন ঝাযান বলেছেন, ইবনুয যুবাইরকে নামাযে যেতে দেখেছেন এমন এক ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, ইবনুয যুবাইর প্রকৃত নামায আদায়কারী ছিলেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে ইবনুয যুবাইর (রা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, তিনি আল্লাহ্‌র কিতাবের পাঠকারী, সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুসারী, আল্লাহ্‌র অনুগত এবং আল্লাহ্‌র ভয়ে গরমের সময়ও রোযা পালনকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাওয়ারীর পুত্র। তাঁর মা হলেন আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর কন্যা। আল্লাহ্‌র বন্ধুর প্রিয়পাত্রী, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)-এর স্ত্রী হযরত আয়েশা (রা) তাঁর খালা। কাজেই আল্লাহ্ যাকে অন্ধ করে দিয়েছেন, এমন ব্যক্তি ছাড়া কেউ তার মর্যাদা ভুলতে পারে না।

বর্ণিত আছে, ইবনুয যুবাইর (রা) একদিন নামায আদায় করছিলেন। এমন সময় ছাদ থেকে একটি সাপ পড়ে গিয়ে তাঁর পুত্র হাশিম-এর পেট পেঁচিয়ে ধরে। তা দেখে মহিলারা চীৎকার জুড়ে দেয় এবং ঘরের লোকজন ভয় পেয়ে যায়। তারা একত্রিত হয়ে সাপটিকে মেরে ফেলে এবং ছেলেটি রক্ষা পেয়ে যায়। তারা এত কিছু করল, অথচ ইবনুয যুবাইর নামাযে এতই নিমগ্ন ছিলেন যে, তিনি বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ করলেন না এবং জানলেনই না কি ঘটেছে। এ অবস্থায় সালাম ফেরালেন।

যুবাইর ইব্‌ন বাক্কার যথাক্রমে মুহাম্মদ ইবনুয যাহ্‌হাক আল-খুযামী, আবদুল মালিক ইব্‌ন আবদুল আযীয এবং বিপুল সংখ্যক আলিম সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইবনুয যুবাইর (রা) এক নাগাড়ে সাতদিন রোযা রাখতেন। তিনি এক শুক্রবার রোযা রাখতেন এবং পরবর্তী জুম'আর রাত না হওয়া পর্যন্ত আর ইফতার করতেন না। তিনি মদীনায় রোযা রাখতেন এবং মক্কায় না গিয়ে ইফতার করতেন না। আবার মক্কায় রোযা রাখতেন, মদীনায় না গিয়ে ইফতার করতেন না। যখন তিনি ইফতার করতেন সর্বাগ্রে যা দ্বারা ইফতার করতেন, তা হল উষ্ট্রীর দুধ, ঘি ও পিলু (ঘৃতকুমারী পাতার রস)। অপর এক বর্ণনায় আছে, দুধ তাঁকে সুস্থ সবল রাখত, মধু তাঁর পিপাসা নিবারণ করত এবং পিলু তাঁর অঙ্গের রোগ নিরাময় করত।

রাওহ্‌ সূত্রে ইব্‌ন মাঈন বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আবূ মালীকা বলেছেন, ইবনুয যুবাইর (রা) লাগাতার সাতদিন রোযা রাখতেন। অথচ, অষ্টম দিন সকাল বেলা যখন তিনি বেরিয়ে আসতেন, তখন শক্তিমত্তায় তিনি আমাদের সকলের বাড়া থাকতেন। আরো একাধিক সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, ইবনুয যুবাইর (রা) রমযান মাসের মঝামাঝি সময়ে একবার ব্যতীত আর আহার করতেন না। খালিদ ইব্‌ন আবূ ঈমরান বলেন, ইবনুয যুবাইর মাসের মাত্র তিনদিন রোযাবিহীন অতিবাহিত করতেন। এবং চল্লিশটি বছর এমনভাবে অতিবাহিত করেছেন যে, তিনি পিঠ থেকে কাপড় সরান নি। লাইস মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন, ইবনুয যুবাইর (রা) যে পরিমাণ ইবাদত করার শক্তি রাখতেন, অন্য কারো ততটুকু শক্তি ছিল না। একবার ঢল নেমে বাইতুল্লাহ্‌কে প্লাবিত করে ফেলল। ফলে ইবনুয যুবাইর সাতার কেটে তাওয়াফ করতে শুরু করেন।

কেউ কেউ বলেন, তিনটি বিষয়ে ইবনুয যুবাইর-এর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা সম্ভব হত না। সেগুলো হল, ইবাদত, বীরত্ব ও বাগ্নিতা। প্রমাণ আছে যে, হযরত উসমান (রা) তাঁকে যাইদ ইব্‌ন ছাবিত, সাঈদ ইবনুল 'আস ও আবদুর রহমান ইবনুল হারিছ ইব্‌ন হিশাম-এর দলের অন্তর্ভুক্ত করেন যারা পবিত্র কুরআনের কপি প্রস্তুত করেছেন। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব তাঁকে হযরত মু'আবিয়া ও তাঁর পুত্র সাঈদ ইবনুল 'আস ও তাঁর পুত্রের সঙ্গে ইসলামের খতীবদের অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। আবদুল ওয়াহিদ ইব্‌ন আইমান বলেছেন, আমি ইবনুয যুবাইরকে একটি ইয়ামানী আদানী চাদর গায়ে দিয়ে নামায আদায় করতে দেখেছি। তিনি উচ্চকণ্ঠ লোক ছিলেন। যখন তিনি ভাষণ দান করতেন। তখন আবূ কুবাইস ও যারুরা পর্বতদ্বয় তাঁর ধ্বনির প্রতিধ্বনি করত। তিনি ছিলেন পিঙ্গালবর্ণ ও ক্ষীনকায়। তিনি লম্বা ছিলেন না। তাঁর কপালে সিজদার চিহ্ন ছিল। তিনি অধিক ইবাদতকারী, মুজতাহিদ, তীক্ষ্মধী, বাগ্মী, অধিক রোযা পালনকারী, অধিক নামায আদায়কারী, দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ও আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর ছিল একটি অভিজাত হৃদয় এবং সুউচ্চ হিম্মত। তিনি ছিলেন হালকা শ্মশ্রুমণ্ডিত। মুখমণ্ডলে অল্প ক'টি ছাড়া কোন লোম ছিল না। কাঁধ পর্যন্ত তাঁর ঝুলন্ত চুল ছিল, ছিল হরিদ্রা বর্ণের দাড়ি।

আমরা উল্লেখ করে এসেছি যে, ইবনুয যুবাইর (রা) ইব্‌ন আবুস সারহ্‌-এর সঙ্গে বর্বরদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সংখ্যায় তারা ছিল একলাখ বিশ হাজার আর মুসলমানরা ছিল

বিশ হাজার। ফলে তারা মুসলমানদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে। এমতাবস্থায় আবদুল্লাহ্ ইবনুয যুবাইর (রা) কৌশলে ত্রিশজন অশ্বারোহী নিয়ে বর্বর রাজার অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যান। রাজা তখন বাহিনীর পেছনে একাকী অবস্থান করছিলেন এবং তার দাসীগণ তাকে উটপাখির পালক দ্বারা ছায়া দিচ্ছিল। ইবনুয যুবাইর তার দিকে এগিয়ে যান এবং তার সন্নিকটে চলে যান। মানুষ ধারণা করেছিল, তিনি রাজার নিকট পত্র নিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু রাজা যখনই তাঁর উদ্দেশ্য আঁচ করতে পারলেন, তিনি মোড় ঘুরিয়ে পেছন দিকে পালাতে উদ্যত হলেন। এই সুযোগে আবদুল্লাহ্ ইবনুয যুবাইর ধেয়ে গিয়ে তাকে হত্যা করে ফেলেন এবং তার মাথাটা বিচ্ছিন্ন করে একটি বর্শার মাথায় গেঁথে নিয়ে তাকবীর ধ্বনি তোলেন। মুসলমানগণও তাকবীর ধ্বনি দিয়ে বর্বর বাহিনীর উপর আক্রমণ করে অল্প সময়ের মধ্যে তাদের পরাভূত করে ফেলেন। মুসলমানরা তাদের বহু লোককে হত্যা করেন এবং বিপুল পরিমাণ সম্পদ গনীমত লাভ করেন। ইব্ন আবুস্ সারহ্ ইবনুয যুবাইর-এর মাধ্যমে সুসংবাদ প্রেরণ করেন। ইবনুয যুবাইর (রা) হযরত উসমান (রা)-কে ঘটনা ও ইতিবৃত্ত শোনান। শুনে উসমান (রা) বললেন, সম্ভব হলে তুমি মিম্বরে দাঁড়িয়ে জনতাকে এই কাহিনী শোনাও।

ইবনুয যুবাইর (রা) বললেন, ঠিক আছে। তিনি মিম্বরে আরোহণ করে জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন এবং তাদের কাছে ঘটনা প্রবাহ বিবৃত করেন। আবদুল্লাহ্ বলেন, এক পর্যায়ে আমি মোড় ঘুরিয়ে দেখি, আমার পিতা যুবাইরও মজলিসে উপস্থিত। তার চেহারাটা যখন আমার চোখে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্তরে বিরাজমান তাঁর প্রভাবে আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হল। কিন্তু তিনি চোখে ইশারা করলেন, যেন আমি তাকে এগিয়ে যাই। এবার আমি পূর্বের ন্যায় ভাষণ শুরু করলাম। ভাষণ শেষে আমি যখন মিম্বর থেকে অবতরণ করলাম, তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্র শপথ, বৎস ! আমি যখন তোমার ভাষণ শুনলাম, তখন নিশ্চিতভাবে আমার মনে হয়েছিল, যেন আমি আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ভাষণ শুনছি।

আহমাদ ইব্ন আবুল হাওয়ারী বলেন, আমি আবূ সুলাইমান আদ-দারানীকে বলতে শুনেছি, এক জোছনা রাতে ইবনুয যুবাইর (রা) নিজ বাহনে চড়ে সফরে বের হলেন এবং তাবুকে গিয়ে অবতরণ করলেন। আমি হঠাৎ দেখতে পেলাম, সাদা চুল-দাড়িওয়ালা একজন বয়োবৃদ্ধ লোক বাহনে চড়ে আছে। ইবনুয যুবাইর তার উপর আক্রমণ করে বসলেন। তিনি বাহন ফেলে রেখে পেছনে সরে যান। ইবনুয যুবাইর তার বাহনটিতে চড়ে স্থান ত্যাগ করেন। বর্ণনাকারী বলেন, লোকটি তাঁকে হাক দিয়ে বলল, ওহে ইবনুয যুবাইর ! আজ রাত যদি তোমার অন্তরে আমার একটি লোম প্রবেশ করত, তাহলে তা তোমাকে পাগল বানিয়ে ছাড়ত। ইবনুয যুবাইর বললেন, তোমার কোন অংশ আমার অন্তরে ঢুকবে হে অভিশপ্ত ? এই ঘটনার সপক্ষে ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে আরো অনেক সমর্থক রয়েছে।

আবদুল্লাহ্ ইবনুল মুবারক ইসহাক ইব্ন ইয়াহইয়া সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আমির ইব্ন আবদুল্লাহ্ বলেছেন, আবদুল্লাহ্ ইবনুয যুবাইর উমরাহ্ পালন করে কুরায়শদের এক কাফেলার সঙ্গে ফেরত রওয়ানা হল। ইয়ানাসিব[১] নামক স্থানে পৌঁছে তারা একটি গাছের নিকট এক ব্যক্তিকে দেখতে পান। ইবনুয যুবাইর একাকী সামনের দিকে এগিয়ে যান। লোকটির নিকটে

---

১. বনূ বকর বা বনূ আসাদ অধ্যুষিত পর্বতমালা।

পৌঁছে তাঁকে সালাম করেন। কিন্তু লোকটি তাঁর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করল না এবং দুর্বলভাবে জবাব দিল। এবার ইবনুয যুবাইর বাহন থেকে অবতরণ করলেন। কিন্তু লোকটি একটুও নড়ল না। ফলে ইবনুয যুবাইর তাকে বললেন, তুমি ছায়া থেকে সরে যাও। লোকটি অনীহার সাথে সরে দাঁড়াল।

ইবনুয যুবাইর বলেন, এবার আমি তার হাত ধরে বললাম, কে তুমি ? লোকটি বলল, আমি একজন পুরুষ জিন। কথাটা বলামাত্র আমার শরীরের প্রতিটি লোম খাড়া হয়ে উঠে। আমি তাকে নিজের দিকে টেনে এনে বললাম, তুমি জিন হয়ে এভাবে আমার সামনে আত্মপ্রকাশ করছ ? হঠাৎ দেখলাম, তার নিম্নাংশ খসে পড়ল। আমি তাকে ধমক দিয়ে বললাম, তুমি এভাবে আমার নিকট আত্মপ্রকাশ করছ ? অথচ তুমি পৃথিবীর বাসিন্দা। এবার সে পালিয়ে গেল। আমার সঙ্গীরা এসে বলল, আপনার নিকট যে লোকটি ছিল সে কোথায় ? আমি বললাম, সে পালিয়ে গেছে। ইবনুয যুবাইর বলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ বাহন থেকে মাটিতে পড়ে গেল। আমি তাদেরকে যার যার বাহনে তুলে বেঁধে গন্তব্যে নিয়ে আসি। তখন তারা প্রত্যেকে অচেতন।

সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনা বলেন, ইবনুয যুবাইর বলেছেন, আমি এক রাতে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করলাম। দেখলাম, একদল মহিলা বাইতুল্লাহ্ তাওয়াফ করছে। তারা আমাকে বিস্মিত করল। তাওয়াফ সমাপ্ত করে তারা বের হল। তারা কোথায় যায়, জানার জন্য আমিও তাদের পেছনে পেছনে হাঁটতে শুরু করলাম। তারা মক্কা থেকে বের হয়ে আকাবায় পৌছল। এবার তারা একটি বিরাম গৃহে প্রবেশ করল। আমিও তাদের পেছনে পেছনে তাতে ঢুকে পড়লাম। দেখলাম, বেশ কজন প্রবীণ লোক বসে আছে। তারা বলল, ইবনুয যুবাইর ! কেন এসেছেন ? আমি বললাম, আমি তাজা পাকা খেজুর চাই। অথচ, তখন মক্কায় তাজা পাকা খেজুর ছিল না। তারা আমাকে কতগুলো খেজুর দিল। আমি খেলাম। তারপর তারা বলল, অবশিষ্টগুলো সঙ্গে নিয়ে যান। আমি সেগুলো বাড়িতে নিয়ে এসে একটি পাত্রে ভরে বাক্সের মধ্যে রেখে দিলাম। তারপর ঘুমাবার জন্য বিছানায় মাথা রাখলাম। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় আমি ঘরের মধ্যে শোরগোল শুনতে পেলাম। শুনলাম, একজন অপরজনকে বলছে, লোকটা খেজুরগুলো কোথায় রাখল ? অন্যরা বলল, বাক্সের ভেতরে। তারা বাক্সটা খুলল, দেখতে পেল, খেজুরগুলো একটি পাত্রের মধ্যে রাখা। তারা পাত্রটা খুলতে চাইল, একজন বলল, তিনি রাখার সময় বিসমিল্লাহ্ বলেছেন। ফলে তারা ভেতরের জিনিসসহ পাত্রটা নিয়ে চলে গেল। ইবনুয যুবাইর বলেন, এখন আমার আফসোস হয়, লোকগুলো আমার ঘরে থাকা সত্ত্বেও কেন আমি সেদিন তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম না।

ইয়াউমুদ্দার (উসমান হত্যার দিন)-এ যারা হযরত উসমান (রা)-এর পক্ষে মোকাবেলা করেছিলেন, আবদুল্লাহ্ ইবনুয যুবাইর (রা) তাদের একজন ছিলেন। সেদিন তিনি তেরটি আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। জামাল যুদ্ধের দিন তিনি পদাতিক বাহিনীর সেনা অধিনায়ক ছিলেন। সেই যুদ্ধে তিনি উনিশটি আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। সেদিন তিনি এবং মালিক ইবনুল হারিছ ইব্ন আশতার দ্বন্দ্ব যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এক পর্যায়ে তারা একে অপরকে জাপটে ধরেন। অবশেষে মালিক ইবনুল হারিছ ইবনুয যুবাইরকে ধরাশায়ী করে ফেলেন কিন্তু ইবনুয যুবাইরকে ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়াতে পারলেন না। বরং ইব্ন যুবাইর মালিককে জড়িয়ে ধরে হাঁক দিতে শুরু

করেন- তোমরা আমাকে ও মালিককে হত্যা করে ফেল, তোমরা মালিককে আমার সঙ্গে হত্যা করে ফেল। তারপর তারা পৃথক হয়ে গেলেন। আশতার ইবনুয যুবাইরকে কাবু করতে পারলেন না।

কথিত আছে, জামাল যুদ্ধের দিন তাঁর শরীরে তেতাল্লিশটি আঘাত লেগেছিল। ইবনুয যুবাইরকে পাওয়া গেল নিহতদের মাঝে। তখনো তাঁর দেহে প্রাণ অবশিষ্ট ছিল। যে ব্যক্তি হযরত আয়েশা (রা)-কে সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন যে, ইবনুয যুবাইর নিহত হন নি। তাতে তিনি দশ হাজার দিরহাম পুরস্কার দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ্র সমীপে সিজদায়ে শোকর আদায় করেছিলেন। আয়েশা (রা) ইবনুয যুবাইরকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। কারণ, তিনি তার বোনপো। ইবনুয যুবাইরও আয়েশা (রা)-কে ভালবাসতেন। উরওয়া থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও আবূ বকর (রা)-এর পর ইবনুয যুবাইরকে যতটুকু ভালবাসতেন, ততটুকু অন্য কাউকে ভালবাসতেন না। উরওয়া বলেন, আমার পিতা এবং আয়েশা (রা) ইবনুয যুবাইরের জন্য যে পরিমাণ দু'আ করতেন অন্য কারো জন্য আমি তাদেরকে সে পরিমাণ দু'আ করতে দেখি নি।

হযরত ইব্ন আবূ বকর সূত্রে যুবাইর ইব্ন বাক্কার বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উরওয়া বলেন, আমি একবার বনূ জা'দার জনৈক ভাষাবিদ নাবিগাকে নিরুত্তর করে দিয়েছিলাম। ফলে লোকটি মসজিদুল হারামে আবদুল্লাহ্ ইবনুয যুবাইর-এর নিকট গিয়ে নিম্নলিখিত পঙ্ক্তিগুলো আবৃত্তি করে-

حكيت لنا الصديق لما وليتها —
وعثمان و فاروق فارتاح معدم
وسويت بين الناس فى الحق فاستودوا —
فمعاد صباحا حالك اللون مظلم
اتاك ابو ليلى يجوب به الدجا —
دجى الليل جواب الفلاة غشمشم
لتجبر منه جانيا غدرت به —
صروف الليالى والزمان المصمم

'আপনি আমাদেরকে আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর শাসনের কথা শুনিয়েছেন । শুনিয়েছেন উসমান ও ফারুক (রা)-এর কথা। তাঁদের সুশাসনে অভাবী মানুষ শান্তি লাভ করেছিল।

'অধিকারের বেলায় আপনি মানুষের মাঝে সমতা সৃষ্টি করেছেন। ফলে তারা সমান হয়ে গেছে। এখন আবার ঘোর অমানিশা নেমে এসেছে। আবূ লাইলা আপনার সমীপে এসেছে এই উদ্দেশ্যে যে, বীর যোদ্ধা যেভাবে বিজন মরু প্রান্তর অতিক্রম করে, তেমনি সে অন্ধকারকে অতিক্রম করবে।

তাতে আশা করা যায় যে, আপনি এমন এক শরণার্থীকে আশ্রয় দান করবেন, রাতের বিবর্তন ও হাড় ভেদকারী কাল যার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তা শুনে ইবনুয যুবাইর তাকে বললেন, নিজেকে ভার মুক্ত কর হে আবূ লাইলা ! কারণ, আমাদের নিকট কাব্য হল- তোমার সবচাইতে দুর্বল পত্র। আর তার পরিচ্ছন্নতা যুবাইর বংশের জন্য নয়। পক্ষান্তরে তার

ক্ষমা বনূ আসাদ তোমার সে ব্যাপারটিতে সম্পূর্ণ উদাসীন। তবে আল্লাহ্র সম্পদে তোমার জন্য দু'টি ভাগ রয়েছে। এক ভাগ হল, তুমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখেছ, তার জন্য। আর এক ভাগ হল, তুমি মুসলমানদের সঙ্গে গনীমতে শরীক হয়েছ, তার জন্য। তারপর ইবনুয যুবাইর হাত ধরে তাকে খোঁয়াড়ে নিয়ে গিয়ে তাকে সাতটি উষ্ট্রি এবং একটি উট ও একটি ঘোড়া দান করেন এবং তার বাহনগুলোকে আটা, খেজুর ও কাপড় দ্বারা বোঝাই করে দেন। এসব পেয়ে বনূ জা'দার ভাষাবিদ নাবিগা তাড়াহুড়া শুরু করে দেয় এবং শস্যদানা খেতে শুরু করেন।

ইবনুয যুবাইর বললেন, তুমি ধ্বংস হও হে আবূ লাইলা ! কষ্ট অনেক হয়েছে। লোকটি বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, কুরায়শ ক্ষমতা লাভ করবে এবং তাঁরা ন্যায় অনুযায়ী শাসন করবে। তাঁদের নিকট অনুগ্রহ কামনা করা হলে তাঁরা অনুগ্রহ করবে। তাঁরা যখন কথা বলবে, সত্য বলবে এবং কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূরণ করবে। আর আমিও (নবীগা) হলাম দ্রুতগামী ঝড়ের অগ্রগামী।

নাসীর আল-আয়দী সূত্রে মাজালিসা গ্রন্থের লেখক মুহাম্মদ ইব্ন মারওয়ান বর্ণনা করেন যে, সুলাইমা আল-মাখযূনী বলেন, মু'আবিয়া (রা) একদিন লোকদেরকে আহবান জানালেন। তারা এসে তাঁর নিকট সমবেত হল। মাহফিল বসল। মু'আবিয়া (রা) তাঁর সিংহাসনে উপবিষ্ট। তিনি জনতার মাঝে চোখ বুলিয়ে বললেন, তোমরা আমাকে আরবের পূর্ববর্তী লোকদের এমন তিনটি পঙ্ক্তি আবৃত্তি করে শোনাও, যা হবে আরবের সর্বাপেক্ষা বেশী ব্যাপক অর্থবোধক পঙ্ক্তি। তারপর বললেন, আবূ খুবাইব ! আবূ খুবাইব বললেন, জ্বী হাঁ।

মু'আবিয়া (রা) বললেন, তুমি আবৃত্তি কর। আবূ খুবাইব বললেন, হ্যাঁ শোনব হে আমীরুল মু'মিনীন ! তবে প্রতিটি পঙ্ক্তির বিনিময়ে এক লাখ করে আমাকে তিন লাখ দীনার প্রদান করতে হবে। মু'আবিয়া (রা) বললেন, দেব, যদি তা ঠিক ঠিক হয়। আবূ খুবাইব বললেন, আপনি ভাল জানেন। আর আপনিই যথেষ্ট। তারপর আবূ খুবাইব আফ্ওয়াহ্ আল-আয়্দীর নিম্নবর্ণিত পঙ্ক্তিগুলো আবৃত্তি করে শোনান।

بـلـوت الـنـاس قـرنا بـعـد قـرن ـ فـلـم ارغـيـر خـتـال وقـال

'আমি যুগ যুগ ধরে মানুষকে পরীক্ষা করেছি। কিন্তু প্রতারক আর চাপাবাজ ছাড়া কাউকে পাইনি।' মু'আবিয়া (রা) বললেন, সে সত্য বলেছে।

ولـه ار فـى الـخـطـوب اشـد وقـعـا ـ وكـيـدا من مـعـادات الـرجـال

'বিপদাপদে মানুষের পারস্পরিক শত্রুতা অপেক্ষা বড় আঘাত ও চক্রান্ত আর কিছু আমি দেখিনি।' মু'আবিয়া (রা) বললেন, সে সত্য বলেছে।

وذقـت مرارة الاشـيـاء طـرًا ـ فـماشـيـئ امر من الـسـوال

'আমি সব কিছুর আস্বাদন করেছি। তবে ভিক্ষা করা অপেক্ষা তিক্ত বিষয় দ্বিতীয়টি নেই।' মু'আবিয়া (রা) বললেন, সে সত্য বলেছে। তারপর মু'আবিয়া (রা) বললেন, আস খুবাইব ! খুবাইব বললেন, কোথায় যাব ? বর্ণনাকারী বলেন, এবার মু'আবিয়া ত্রিশজন গোলামকে ডেকে পাঠান তারা প্রত্যেকে ঘাড়ে করে একটি থলে নিয়ে আসে। প্রতিটি থলের মধ্যে দশ হাজার দিরহাম ছিল। তারা ইবনুয যুবাইর (রা)-এর সামনে সামনে হেঁটে তাঁর গৃহে পৌঁছে যায়।

আবূ ইয়াযীদ আন-নুমাইরী সূত্রে ইব্ন আবিদ্দুনিয়া বর্ণনা করেন যে, জুয়াইরিয়া বলেন, মু'আবিয়া (রা) যখন হজ্জ করেন তখন লোকজন তাঁর নিকট এসে সাক্ষাৎ করে। কিন্তু ইবনুয যুবাইর পেছনে থেকে যান। তিনি পরে এসে তার সঙ্গে মিলিত হন। তিনি যখন আসেন তখন মু'আবিয়া মুণ্ডন করে ফেলেছেন।

ইবনুয যুবাইর বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন ! কত বিরাট আপনার মাথার প্রান্ত ! তিনি বললেন, দেখুন আবার ওখান থেকে সাপ বেরিয়ে এসে আপনাকে মেরে ফেলে না যেন। যাহোক মু'আবিয়া (রা) যখন তাওয়াফে ইফাজা করেন, তখন ইবনুয যুবাইরও তাঁর সঙ্গে তাওয়াফ করেন। ইবনুয যুবাইর তখন মু'আবিয়ার হাত ধরে রেখেছিলেন। তারপর ইবনুয যুবাইর (রা) তাঁকে কু'আয় কা'আনে অবস্থিত তাঁর বাড়ি যাওয়ার আহবান জানালেন। মু'আবিয়া তাঁর সঙ্গে গেলেন।

তারপর যখন দু'জন বের হলেন, ইবনুয যুবাইর (রা) বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন ! মানুষ বলাবলি করছে যে, আমীরুল মু'মিনীন তাঁর সঙ্গে তার বাড়ি আসলেন, তিনি তাঁর সঙ্গে কিরূপ আচরণ করলেন ? না, আল্লাহ্র শপথ ! একলাখ মুদ্রা না দিয়ে আমি আপনাকে ছাড়ব না। তিনি তাকে এক লাখ মুদ্রা দান করলেন। ইতিমধ্যে মারওয়ান এসে উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্র শপথ! হে আমীরুল মু'মিনীন ! আপনার ন্যায় মানুষ আমি আর দেখি নি। আপনার নিকট একজন লোক আসল। তিনি বাইতুল মাল, বাইতুল খিলাফাহ, অমুক অমুক ঘরের নাম নিলেন আর আপনি তাঁকে এক লাখ মুদ্রা দিয়ে দিলেন ! মু'আবিয়া (রা) বললেন, তোমার জন্য আফসোস ! ইবনুয যুবাইর-এর সঙ্গে আমি কিরূপ আচরণ করব বল !

উমর ইব্ন বুকাইর সূত্রে ইব্ন আবুদ দুন্য়া বর্ণনা করেছেন যে, আলী ইব্ন মুজাহিদ ইব্ন উরওয়া বলেছেন, ইবনুয যুবাইর মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট কিছু প্রার্থনা করলেন। কিন্তু মু'আবিয়া (রা) তাঁকে তা দিতে অস্বীকার করলেন। ফলে ইবনুয যুবাইর বললেন, আল্লাহ্র শপথ ! আমি এই অবকাঠামোকে আঁকড়ে থাকতে ভুলব না। কিন্তু আমি গালি দিয়েও আপনার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করব না এবং আপনার বংশমর্যাদাও গুড়িয়ে দেব না। তবে আমি আমার পাগড়ির এক হাত সামনে আর এক হাত পেছনে ঝুলিয়ে দিয়ে সিরিয়ার পথে বসে থাকব আর আবূ বকর সিদ্দীক ও উমর (রা)-এর চরিত্রের কথা বলে বেড়াব। মানুষ জিজ্ঞাসা করবে ইনি কে ? আবার তারাই বলবে, ইনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একান্ত সহচর-এর ও সিদ্দীক কন্যার পুত্র। জবাবে মু'আবিয়া বললেন, মর্যাদার জন্য আপনার এটাই যথেষ্ট। তারপর তিনি বললেন, আপনার প্রয়োজনের কথা বলুন।

গাস্সান ইব্ন নাসর সূত্রে আসমা'য়ী বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন ইয়াযীদ বলেছেন, একদিন ইবনুয যুবাইর মু'আবিয়া (রা)-এর নির্দেশে তাঁর এক বালক পুত্র তাকে চড় দিলেন। ফলে তাঁর মাথা চক্কর দিয়ে উঠে। চৈতন্য ফিরে পেয়ে ইবনুয যুবাইর বালটিকে বললেন, আমার কাছে এস। ছেলেটি তাঁর নিকটে এলে তিনি তাকে বললেন, তুমি মু'আবিয়াকে চড় মার। বালক বলল, তা করব না। ইবনুয যুবাইর বললেন, কেন ? বালক বলল, কারণ, তিনি আমার পিতা। এবার ইবনুয যুবাইর হাত উপরে তুলে ছেলেটিকে কষে এক চড় মারলেন, যার ফলে তার মাথাটা লাটিম ঘোরার ন্যায় ঘুরতে শুরু করল। তা দেখে মু'আবিয়া (রা) বললেন, আপনি এমন একটি ছেলের সঙ্গে এরূপ আচরণ করলেন, যার উপর এখনো শরীয়তের বিধান জারী হয়নি ? ইবনুয যুবাইর বললেন, আল্লাহ্র শপথ ! সে তার লাভ-ক্ষতি বুঝতে শিখেছে। ফলে আমি তাকে আদব শিক্ষা দেয়া শ্রেয় মনে করেছি।

আবুল হাসান আলী ইব্ন মুহাম্মদ আল-মাদায়িনী বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর বলেছেন, মু'আবিয়া (রা) সিরিয়া যাচ্ছিলেন। পথে আবদুল্লাহ্ ইবনুয যুবাইর এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। ইবনুয যুবাইর এক সময় তাঁর বাহনে বসে ঝিমুচ্ছিলেন। মু'আবিয়া তাঁকে বললেন, আপনি ঝিমুচ্ছেন, অথচ, আমি আপনার সঙ্গে রয়েছি। আপনার কি এই ভয় নেই যে, আমি আপনাকে খুন করে ফেলতে পারি ? ইবনুয যুবাইর (রা) বললেন, আপনি যুদ্ধবাজ রাজা-বাদশাহ্দের মত লোক নন। প্রত্যেক পাখি নিজ নিজ সাধ্য অনুপাতেই শিকার করে থাকে।

ইবনুয যুবাইর বলেন, আমি একবার আমার পিতার পতাকার অধীনে আলী ইব্ন আবী তালিব-এর নিকট গমন করি। আলী কেমন লোক তা তো আপনি জানেন। তিনি বললেন, তিনি তো তোমাদেরকে তাঁর বাম হাত দিয়ে হত্যা করে ফেলেন। ইবনুয যুবাইর বললেন, তা হয়েছিল উসমান-এর সাহায্যার্থে। কিন্তু তাতে কাজ হয়নি। মু'আবিয়া (রা) বললেন, তা হয়েছিল আলীর প্রতি বিদ্বেষের ফলে। উসমান-এর সাহায্যার্থে নয়। এবার ইবনুয যুবাইর বললেন, আমরা আপনাকে একটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। যতদিন বেঁচে থাকি আমরা সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করব। আপনার পরে যারা আসবে, তারা অবশ্যই টের পাবে।

মু'আবিয়া (রা) বললেন, শোন, আল্লাহ্র শপথ ! আমি তো কাল আপনার জীবনের আশংকা করি। আমি মনে করি আপনি ফাঁদে আটকা পড়েছেন এবং আপনার ফসকা গেরো শক্ত হয়ে গেছে। সেই অবস্থার মধ্যে থেকেই আপনি আমাকে তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আমি বললাম, আবদুর রহমান-এর পিতার অবস্থা যদি তেমন হত ! আমার অবস্থা আসলেই যদি তেমন হত। তাহলে অবশ্যই আমি আপনাকে শান্তভাবে ছেড়ে দিতাম। অবশ্যই আপনাকে দ্রুত মুক্ত করে দিতাম। সেই সময়ের জন্য আপনি কতইনা মন্দ অভিভাবক !

আবূ আবদুল্লাহ্ও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, মু'আবিয়া (রা) যখন ইনতিকাল করেন এবং মদীনায় ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়ার বায়'আত শুরু হয়, তখন ইবনুয যুবাইর ও হুসাইন ইব্ন আলী (রা) মদীনা ছেড়ে মক্কা চলে যান। তারা মক্কায় অবস্থান গ্রহণ করেন। হুসাইন (রা) পরে ইরাক চলে যান। তারপর যা ঘটবার ঘটল। ইবনুয যুবাইর (রা) এককভাবে মক্কার শাসনভার গ্রহণ করেন। সেই জন্য ইব্ন আব্বাস (রা) কবিতা আবৃত্তি করতেন-

يالك من قنبرة بمعمرى —

خلالك الجو فبيضى واصفرى و تقرى ما شئت ان تنقرى

ওহে মানব সমাজে বসবাসকারী চড়ুই! তোমার জন্য আকাশ মুক্ত হয়েছে। এবার তুমি ডিম দাও, গান গাও আর যাকে খুশী ঠোকর মার।

কবিতাটিতে ইব্নুয্ যুবাইরকে কটাক্ষ করা হয়েছে।

কথিত আছে ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়া ইবনুয যুবাইর (রা)-এর নিকট এ মর্মে পত্র লিখলেন যে, আমি আপনার সমীপে রূপার শিকল, সোনার রশি ও রূপার বেড়ী পাঠালাম। আর আমি শপথ করছি যে, আপনি তাতে আবদ্ধ হয়ে অবশ্যই আমার নিকট চলে আসবেন। অতএব, আপনি আমার শপথ পূরণ করুন এবং বিভেদ সৃষ্টি করবেন না। ইবনুয যুবাইর পত্রখানা পাঠ করে হাত থেকে ছুড়ে ফেললেন এবং বললেন,

ولا الين لغير الحق اسأله ـ
حتى تلين لضرس الماضغ الحجر ـ

'আমি অন্যায়ের সামনে অবনত হব না, যতক্ষণ না পাথর চর্বনকারী মাড়ির দাঁত হয়। তারপর যখন ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়া এবং তারপর তার পুত্র মু'আবিয়া মৃত্যু বরণ করেন, তখন আবদুল্লাহ্ ইবনুয যুবাইর-এর ক্ষমতা সুসংহত হল এবং সব ক'টি ইসলামী রাজ্যের মানুষ তাঁর হাতে খিলাফতের বায়'আত গ্রহণ করে। যাহহাক ইব্ন কাইস ও তাঁর কর্মকর্তাগণও তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। কিন্তু মারওয়ান ইবনুল হাকাম এ ব্যাপারে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেন এবং তাঁর নায়েবদের হাত থেকে সিরিয়া ও মিশর ছিনিয়ে নেন। তারপর তিনি ইরাকে অভিযান প্রেরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর আব্দুল আসিফ ইব্ন মারওয়ান ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তিনি মুস'আব ইবনুয যুবাইরকে হত্যা করে ইরাক দখল করেন। তারপর হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ প্রায় সাত মাস যাবত ইবনুয যুবাইরকে মক্কায় রুদ্ধ করে রাখেন। তারপর তেহাত্তর হিজরীর জুমাদাল উলার সতের তারিখ মঙ্গলবার তিনি ইবনুয যুবাইরকে পরাজিত করতে সক্ষম হন।

ইবনুয যুবাইর ক্ষমতায় আসীন হন চৌষট্টি হিজরীতে। সে বছর তিনি সব মানুষকে নিয়ে হজ্জ পরিচালনা করেন। তিনি তাঁর শাসনামলে কা'বা পুনর্নির্মাণ করেন এবং তাতে রেশমী গেলাফ চড়ান। তার আগে কা'বার গেলাফ ছিল চামড়া ও পশমের।

ইবনুয যুবাইর আলিম, ইবাদতকারী, আল্লাহ্ভীরু, আত্ম-মর্যাদাবোধসম্পন্ন, অধিক রোযা-নামায আদায়কারী, অত্যধিক বিনয়ী ও উত্তম রাজনীতিবিদ ছিলেন।

আবূ হামিদ ইব্ন জাবালা সূত্রে আবূ নুআঈম আল-ইসফা বর্ণনা করেন যে, উমর ইব্ন কাইস বলেন, ইবনুয যুবাইর-এর একশত গোলাম ছিল। তারা প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলত। আর ইবনুয যুবাইর তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে যার যার ভাষায় কথা বলতেন। আমি যখন তাঁর দুনিয়াবী বিষয়াবলীর দিকে দৃষ্টিপাত করতাম, তখন বলতাম, আল্লাহ্র শপথ ! ইনি এমন এক ব্যক্তি যিনি পলকের জন্যও আখিরাত কামনা করেন না। আর যখন তাঁর আখিরাতের কাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করতাম, তখন বলতাম, ইনি এক পলকের জন্যও দুনিয়ার কথা ভাবেন না।

ছাওরী আ'মাশ সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, আবুয্ যুহা বলেছেন, আমি ইবনুয যুবাইর-এর মাথায় এত পরিমাণ মেশ্ক দেখেছিলাম যে, যদি তা আমার হত, তাহলে তা একটা পুঁজি হত। তিনি কা'বার গায়ে সুগন্ধি মাখাতেন, দূর-দূরান্ত থেকে ঘ্রাণ পাওয়া যেত।

মা'মার সূত্রে ইবনুল মুবারক বর্ণনা করেছেন যে, তাউস বলেছেন, ইবনুয যুবাইর তাঁর স্ত্রীর- যিনি ছিলেন হাসান (রা)-এর কন্যা— নিকট গিয়ে তিনটি বিছানা দেখতে পান। তিনি বললেন, এটি আমার, এটি হাসান (রা)-এর কন্যার আর এটি শয়তানের। কাজেই এটি বের করে নাও।

আব্দুল্লাহ্ ইব্ন বাশীর সূত্রে ছাওরী বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুসাবির বলেছেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে কৃপণতার জন্য ইবনুয যুবাইরকে তিরস্কার করতে শুনেছি। তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

لَيْسَ بِالْمُؤْمِنِ مَنْ يَبِيْتُ شَبْعَانَ وَجَارُهُ اِلَى جَنْبِهِ جَائِعٌ –

'সেই লোক মু'মিন নয়, যে ভরপেট রাত কাটায় আর তারই পার্শ্বে তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে।'

ইসমাঈল ইব্‌ন আবান সূত্রে ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন যে, উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) বলেছেন, তিনি যখন অবরুদ্ধ হন, তখন আব্দুল্লাহ্ ইবনুয যুবাইর (রা) তাঁকে বলেছিলেন, আমার নিকট ক'টি ভালো উষ্ট্রী আছে। আমি সেগুলো আপনার জন্য প্রস্তুত রেখেছি। ভাল হবে, আপনি মক্কায় ফিরে যান। তারপর যার ইচ্ছা আপনার নিকট আগমন করবে। তিনি বললেন, না, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, 'আব্দুল্লাহ্ নামক এমন এক কুরায়শ নেতা দীন পরিপন্থী কাজ করবে, যে সব মানুষের সমান পাপের বোঝা বহন করবে।'

এ হাদীসটি অতিশয় মুনকার (অগ্রহণযোগ্য)। এর সনদে দুর্বলতা আছে। সনদে উল্লিখিত রাবী ইয়াকূবই ইয়াকূব আল-কাম্মী, যিনি শীয়াবাদের অভিযোগে অভিযুক্ত। আর এ জাতীয় একক হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম আহমাদ একাই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া যদি হাদীসটির বিশুদ্ধতা মেনেও নেয়া হয়, তাহলেও এই আব্দুল্লাহ্-আব্দুল্লাহ্ ইবনুয যুবাইর নন। কেননা, তিনি বহু সৎগুণে গুনান্বিত ছিলেন। তাঁর ক্ষমতায় অধিষ্ঠ হওয়া ছিল মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। তারপর মু'আবিয়া ইব্‌ন ইয়াযীদের মৃত্যুর পর নিঃসন্দেহে তিনি ইমাম ছিলেন। হাকাম ইব্‌ন মারওয়ান-এর সঙ্গে তাঁর যে দ্বন্দ্ব ছিল, তাতে তিনিই সঠিক পথের অনুসারী ছিলেন। দিক-দিগন্তে তাঁর বায়আত সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তাঁর শাসন সুসংহত হয়েছিল। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

আবুন নাযর হাশিম ইবনুল কাসিম সূত্রে ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন যে, সাঈদ ইব্‌ন আমর বলেছেন, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইর-এর নিকট আগমন করলেন। ইবনুয যুবাইর তখন হাতীতে উপবিষ্ট। আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বললেন, হে ইবনুয যুবাইর ! হারম শরীফে দীন পরিপন্থী কাজ করা থেকে নিজেকে রক্ষা করুন। কারণ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, 'কুরায়শের জনৈক ব্যক্তি হারম শরীফকে হালাল বানাবে এবং হারম শরীফও তার জন্য হালাল হয়ে যাবে। তুমি যদি তার পাপরাশিকে মানব ও জ্বিন উভয় জাতির পাপের সঙ্গে পরিমাপ কর, তাহলে তার ওজন অধিক হয়ে যাবে।' কাজেই দেখ, তুমি আবার সেই ব্যক্তি হয়ো না যেন। জবাবে ইবনুয যুবাইর তাঁকে বললেন, ইব্‌ন উমর ! আপনি তো কিতাব পাঠ করেছেন এবং নবী করীম (সা)-এর সাহচর্য লাভ করেছেন। ইব্‌ন উমর (রা) বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এই হাদীস আমার মুজাহিদ বেশে সিরিয়া যাওয়ার সময়কার শোনা।

এই হাদীসটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর না হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। এটি আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-এর নিজের বক্তব্য। আর ইয়ারমূকের যুদ্ধে প্রাপ্ত তার দুই থলে ভর্তি বিষয়বস্তু আহলে কিতাবের মনগড়া উক্তি। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ছাওরী সূত্রে ওয়াকী বর্ণনা করেন যে, সালমান আল-ফারসী (রা) বলেন, এই গৃহটি (কা'বা) যুবাইর বংশের জনৈক ব্যক্তির হাতে ভস্মীভূত হবে।

ইয়াহইয়া ইব্‌ন মাঈন সূত্রে আবূ বকর ইব্‌ন আবূ খাইছামা বর্ণনা করেন যে, মুনযির আছ-ছাওরী বলেন, ইবনুল হানাফিয়্যা বললেন, হে আল্লাহ্ ! তুমি তো জান যে, আমি তোমার প্রদত্ত

জ্ঞান দ্বারা জানি, ইবনুয যুবাইর সেখান থেকে লাশ না হয়ে বের হবেন না এবং তাঁর মাথাটা বাজারে বাজারে ঘোরানো হবে।

যুবাইর ইব্‌ন বাক্কার হিশাম ইব্‌ন উরওয়া থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, শৈশবে ইবনুয যুবাইর স্পষ্টভাবে যে শব্দটি উচ্চারণ করেছিলেন, তা হল আস সাইফ- আস সাইফ (তরবারি)। কথা বলা শুরু হওয়ার পর থেকে তিনি শব্দটা মুখ থেকে বাদ দিতেন না। যুবাইর (রা) যখন তাঁর মুখ থেকে শব্দটা শুনতে পেলেন, তিনি তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! একদিন না একদিন তুমি এটি পাবেই। তাঁর নিহত হওয়ার ধরন উপরে বর্ণিত হয়েছে। হাজ্জাজ তাকে 'ছানিয়্যা'র (গিরিপথের) উপরে একটি ডালের সঙ্গে ফাঁসিতে ঝুলান। মা এসে তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাঁর জন্য দীর্ঘ দু'আ করেন। কিন্তু তাঁর চোখ থেকে এক ফোঁটা অশ্রুও নির্গত হয়নি। তারপর তিনি ফিরে যান। অনুরূপ ইব্‌ন উমর (রা)-ও তাঁর নিকটে দাঁড়িয়ে তাঁর জন্য দু'আ করেন এবং তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন।

ওয়াকিদী নাফি' সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আসমা বিনত আবূ বকর (রা)-এর গোলাম আব্দুল্লাহ্ বলেছেন, আব্দুল্লাহ্ ইবনুয যুবাইর নিহত হওয়ার পর তাঁর মা এসে বাহনের উপর বসা অবস্থায়ই তাঁর লাশের সন্নিকটে দাঁড়িয়ে যান। তা দেখে হাজ্জাজ দলবলসহ এগিয়ে এসে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। লোকেরা তাঁকে তাঁর পরিচয় দেয়। তিনি আরো এগিয়ে এসে তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে বললেন, কেমন দেখলেন? আল্লাহ্ সত্যকে সাহায্য করেছেন এবং বিজয় দান করেছেন। জবাবে ইবনুয যুবাইর-এর মা বললেন, অনেক সময় মিথ্যাও হকপন্থীদের উপর জয়লাভ করে থাকে। আর তুমি তো জান্নাত ও তার গোবরের মাঝেই বিচরণ করছ। হাজ্জাজ বললেন, আপনার পুত্র এই ঘরে ধর্মপরিপন্থী কাজ করেছে। আর আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ —

'যে লোক সেখানে (বাইতুল্লায়) সীমালংঘনপূর্বক পাপ কার্যের ইচ্ছা করে, তাকে আমি আস্বাদন করাব মর্মন্তুদ শাস্তির।' (২২:২৫)

আর আল্লাহ্ তাঁকে এই মর্মন্তুদ শাস্তি আস্বাদন করিয়েছেন। তিনি বললেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। সে ইসলামের যুগে মদীনায় সর্বপ্রথম জন্মলাভকারী সন্তান। তাঁর জন্মে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আনন্দিত হয়েছিলেন এবং তাঁকে নিজ হাতে তাহনীক করেছেন। মুসলমানরা সেদিন তাকবীর ধ্বনি দিয়েছিল। এমনকি তাঁর প্রতি আনন্দ প্রকাশ করতে গিয়ে মদীনা প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিল। অথচ তুমি এবং তোমার সহচরগণ খুশী তাঁর হত্যাকাণ্ডে। সেদিন তাঁর জন্মে যাঁরা আনন্দিত হয়েছিলেন তাঁরা তোমার এবং তোমার সহচরদের তুলনায় উত্তম ছিলেন। তা ছাড়া সে পিতা মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহারকারী, অধিক রোযা পালনকারী, আল্লাহ্‌র কিতাব প্রতিষ্ঠাকারী এবং হারমের মর্যাদা রক্ষাকারী ছিলেন। যারা আল্লাহ্‌র নাফরমানী করত, সে তাদেরকে ঘৃণা করত।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, 'ছাকীফ থেকে একজন মিথ্যাবাদী ও একজন অত্যাচারী আত্মপ্রকাশ করবে।' অপর এক বর্ণনায় আছে, ছাকীফ থেকে দু'জন মিথ্যাবাদী আবির্ভূত হবে, যাদের শেষের জন প্রথমজন অপেক্ষা অধিক নিকৃষ্ট। ফলে হাজ্জাজ ক্ষুব্ধ হন ও ভগ্নহৃদয়ে ফিরে যান। এই ঘটনার সংবাদ আব্দুল মালিক-এর নিকট

পৌঁছলে তিনি আসমার সঙ্গে কথোপকথনের জন্য হাজ্জাজকে তিরস্কার করে পত্র লিখেন এবং বলেন, 'একজন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তির কন্যার সঙ্গে তোমার কথা কাটাকাটির কী প্রয়োজন ছিল ?'

উকবা ইব্ন মুকার্‌রম সূত্রে মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, আবূ নওফল বলেছেন, আমি আব্দুল্লাহ্ ইবনুয যুবাইরকে ছানিয়্যাতুল হাজুনে শূলিবিদ্ধ অবস্থায় দেখেছি। কুরায়শ ও অন্যান্য মানুষ তাঁর পার্শ্ব দিয়ে আনাগোনা করতে শুরু করে। এক পর্যায়ে আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) তাঁর নিকট দিয়ে অতিক্রম করতে গিয়ে দাঁড়িয়ে যান। তিনি বললেন, আসসালামু আলাইকুম ইয়া আবা খুবাইব ! আসসালামু আলাইকুম ইয়া আবা খুবাইব ! আসসালামু আলাইকুম ইয়া আবা খুবাইব ! আহ ! আল্লাহ্‌র শপথ ! আপনাকে এ কাজ করতে বারণ করেছিলাম। আহ ! আল্লাহ্‌র শপথ ! আমি আপনাকে এ কাজ করতে বারণ করেছিলাম। আহ ! আল্লাহ্‌র শপথ ! আমি আপনাকে এ কাজ করতে বারণ করেছিলাম ! আল্লাহ্‌র শপথ ! আমি যতটুকু জানি, আপনি অধিক রোযা পালনকারী, নামায আদায়কারী ও আত্মীয় বৎসল ছিলেন। আল্লাহ্‌র শপথ ! যতই খারাপ হোন আপনি শ্রেষ্ঠ উম্মতের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তারপর আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) দূরে চলে যান। ইব্ন উমর (রা) ইবনুয যুবাইর-এর লাশের নিকট দাঁড়াবার এবং তিনি যা বলেছেন, তার সংবাদ হাজ্জাজ পেয়ে যান। ফলে তিনি লোক প্রেরণ করে আব্দুল্লাহ্ ইবনুয যুবাইর-এর লাশ গাছের ডাল থেকে নামিয়ে এনে ইহুদীদের কবরস্থানে ফেলে দেন। তারপর তাঁর মাতা আসমা বিন্‌ত আবূ বকর (রা)-কে ডেকে পাঠান। কিন্তু আসমা (রা) যেতে অস্বীকার করেন। হাজ্জাজ পুনরায় তাঁর নিকট দূত প্রেরণ করেন যে, আপনি হয় আমার নিকট আসুন, অন্যথায় আমি এমন ব্যক্তিকে প্রেরণ করব যে আপনার মাথার ঝুঁটি ধরে আপনাকে আমার নিকট টেনে নিয়ে আসবে। কিন্তু আসমা (রা) এবারও অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ ! আমি তার নিকট যাব না। সে লোক পাঠিয়ে ঝুঁটি ধরে আমাকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাক।

এ কথা শুনে হাজ্জাজ বললেন, আমার জুতা জোড়া এনে দাও। জুতা জোড়া পায়ে দিয়ে দম্ভভরে চলতে শুরু করেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনুয যুবাইর-এর মা আসমা বিন্‌ত আবূ বকর (রা)-এর নিকট গিয়ে বললেন, আমি আল্লাহ্‌র দুশমনটার সঙ্গে যে আচরণ করলাম, আপনার দৃষ্টিতে তা কেমন হল ? আসমা (রা) বললেন, আমার দৃষ্টিতে তাঁর নষ্ট হয়েছে দুনিয়া আর তুমি ধ্বংস করেছ নিজের আখিরাত। আমি জানতে পেরেছি তুমি তাঁকে হে যাতুন নিতাকাইন-এর পুত্র বলে ডাকতে। আল্লাহ্‌র শপথ ! আমি 'যাতুন নিতাকাইন'-ই বটে। একটি হল যাতে করে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও আবূ বকর (রা)-এর খাবার বহন করতাম। অপরটি হল, মহিলাদের দেহের নিম্নাংশে পরিধেয় সেই বস্ত্রখণ্ড যা ছাড়া কোন নারীই চলতে পারে না। শোন ! রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে বলেছেন, 'ছাকীফ গোত্রে একজন মিথ্যাবাদী ও একজন অত্যাচারীর আবির্ভাব ঘটবে।' মিথ্যাবাদীকে তো আমরা দেখেছি। আর অত্যাচারী— সে তো তুমি ছাড়া কেউ নয়।

বর্ণনাকারী বলেন, এই জবাব শুনে হাজ্জাজ উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁর বক্তব্যের কোন প্রত্যুত্তর করলেন না। ইমাম মুসলিম একাই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ওয়াকিদী বর্ণনা করেন যে, হাজ্জাজ যখন ইবনুয যুবাইরকে ছানিয়্যাতুল জাহুনের উপর শূলিতে চড়ান, তখন আসমা (রা) তাঁকে দাফন করার দাবি জানিয়ে হাজ্জাজ-এর নিকট লোক প্রেরণ করেন। কিন্তু হাজ্জাজ সে দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। অবশেষে হাজ্জাজ আব্দুল মালিক-এর নিকট এ ব্যাপারে পত্র

লিখেন। আব্দুল মালিক তাঁকে দাফন করার আদেশ দিয়ে পত্র প্রেরণ করেন। ফলে হাজ্জাজ ইবনুয যুবাইরকে জাহূনে দাফন করেন। ইতিহাসবিদগণ উল্লেখ করেছেন, আব্দুল্লাহ্ ইবনুয যুবাইর (রা)-এর কবরের দিক থেকে মেশকের সুঘ্রাণ বিচ্ছুরিত হত।

হাজ্জাজ সিরিয়া থেকে দুই হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে আগমন করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয় পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে তারিক ইব্ন আমর। মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ প্রমুখ বর্ণনা করেছেন যে, হাজ্জাজ ইবনুয যুবাইরকে অবরোধ করার পর চল্লিশ হাজার সৈন্য এসে তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। তিনি মসজিদুল হারামে পাথর নিক্ষেপ করার লক্ষ্যে আবূ কুবাইস পর্বতে মানজানীক স্থাপন করেছিলেন। মক্কাবাসীদের যারা তাঁর নিকট চলে আসবে, তাদের জন্য তিনি নিরাপত্তার ঘোষণা প্রদান করেছিলেন। এ ব্যাপারে জনতার মাঝে ঘোষণা প্রদান করে তিনি বলেছিলেন, আমরা ইবনুয যুবাইর ব্যতীত অন্য কারো সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসি নি। তিনি ইবনুয যুবাইর (রা)-কে তিনটি পন্থার যে কোন একটি পন্থা অবলম্বনের সুযোগ প্রদান করেছিলেন। হয় তিনি পৃথিবীর অন্য যে কোন অঞ্চলে ইচ্ছা চলে যাবেন। কিংবা তাঁকে লোহার শিকলে বেঁধে সিরিয়া পাঠিয়ে দেয়া হবে। অথবা লড়াই করে নিহত হবেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনুয যুবাইর (রা) এ ব্যাপারে তাঁর মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করেন। মা তাঁকে শুধু তৃতীয় পন্থা অবলম্বন করার পরামর্শ দেন।

আরো বর্ণিত আছে যে, মা তাঁকে কাফনের কাপড় এনে দেন, তাঁকে সুগন্ধি মাখিয়ে দেন এবং যুদ্ধ করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেন। ফলে তিনি লড়াই করে জীবন দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েই বেরিয়ে যান এবং তেহাত্তর হিজরী সনের জুমাদাল উলার সতের তারিখ মঙ্গলবার ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত হন। একটি পোড়া ইট এসে তাঁর গায়ে আঘাত হানে। তাতে তাঁর মাথা ফেটে যায়। তিনি উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে যান। তারপর তিনি উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। অগত্যা তিনি বাম কনুইয়ে ভর করে তাঁর দিকে এগিয়ে আসা লোকদেরকে তরবারি দ্বারা আঘাত করতে থাকেন। এক পর্যায়ে এক সিরীয় ব্যক্তি এগিয়ে এসে আঘাত করে তাঁর পা কেটে দেয়। তারপর বহুসংখ্যক লোক তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা তাঁকে হত্যা করে ফেলে এবং মাথাটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। ইবনুয যুবাইর জাহূনের নিকটবর্তী এক স্থানে নিহত হন।

কেউ কেউ বলেন, বরং তিনি যখন নিহত হন, তখন তিনি কা'বার গিলাফ ধরে ঝুলে ছিলেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। তারপর হাজ্জাজ তাঁকে জাহূনের সন্নিকটে 'ছানিয়াতুল কাদা' নামক স্থানে পা দু'টো উপরে তুলে নীচের দিকে ঝুলিয়ে তাঁকে শূলিতে চড়ান। পরে সেখান থেকে নামিয়ে তাঁকে ইহুদীদের কবরস্থানে দাফন করেন। যেমনটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ বলেন, জাহূনের যে স্থানটিতে শূলে চড়ানো হয়েছিল, তাঁকে সেখানেই দাফন করা হয়। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

মা'মার সূত্রে আব্দুর রায্যাক বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ্ ইবনুয যুবাইর বলেছেন, যখন মুখতার-এর মাথা এনে উপস্থিত করা হল, তখন আমি বললাম, কা'ব আল-আহবার আমাদেরকে যে ক'টি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তার সব ক'টিই দেখতে পেয়েছি। পাইনি শুধু এই উক্তি যে, ছাকীফের এক যুবক আমাকে হত্যা করবে। অথচ এখন তাঁর মাথা আমার সম্মুখে। ইব্ন সীরীন বলেন, ইবনুয যুবাইর (রা) বুঝতে পারেন নি যে, তাঁর জন্য হাজ্জাজ লুকিয়ে রয়েছে। অন্য সূত্রেও এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

আমার মতে প্রসিদ্ধ অভিমত হল, ইবনুয যুবাইর (রা)-এর হত্যার ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল তেহাত্তর হিজরীর সতের জুমাদাল উলা মঙ্গলবার। কেউ কেউ বলেন, জুমাদাল উখরায়। মালিক প্রমুখ থেকে বর্ণিত যে, ইবনুয যুবাইর (রা) নিহত হয়েছিলেন বাহাত্তর হিজরীর শেষ দিকে। তবে প্রথম অভিমতটি-ই প্রসিদ্ধ ও সঠিক। আর তাঁর বায়'আত সংঘটিত হয়েছিল চৌষট্টি হিজরীর রজব মাসের সাত তারিখ। তাঁর জন্ম হয়েছিল প্রথম হিজরীর শুরুর দিকে। কেউ কেউ বলেন, দ্বিতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে। এই হিসেবে আব্দুল্লাহ্ ইবনুয যুবাইর (রা) সুনিশ্চিতভাবে সত্তর অতিক্রম করার পর ইনতিকাল করেছিলেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

পক্ষান্তরে তাঁর মা তাঁর মৃত্যুর পর একশত দিনের বেশী জীবিত থাকেন নি। কেউ কেউ বলেন, দশদিন। কেউ বলেন, পাঁচদিন। তবে প্রথম অভিমতটিই প্রসিদ্ধ। অল্প পরে তাঁর জীবন-চরিত নিয়েও আলোচনা করা হবে। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি তাঁর পিতা ও পুত্রের প্রতি সন্তুষ্ট হোন। উল্লেখ্য যে, ইবনুয যুবাইর ও তাঁর ভাই মুস'আব-এর মৃত্যুতে অলঙ্কারপূর্ণ সুন্দর সুন্দর বহু শোকগাঁথা আবৃত্তি করা হয়েছিল। তন্মধ্যে মা'মার ইব্‌ন আবূ মা'মার আয্‌যাহানীর কবিতাগুলো অন্যতম। তা হল ঃ

لعمرك ما ابقيت فى الناس حاجة ــ

ولا كنت ملبوس الهدى متذ بذبا

غداة دعانى مصعب فاجبته ــ وقلت له اهلا و سهلا ومرحبا

ابوك حوارى الرسول وسنيفه ــ فانت بحمد الله من خيرنا أبا

وذاك اخوك المهتدى بضيائه ــ بمكة يدعونا دعاء مثوبا

ولم اك ذا وجهين وجه لمصعب ــ

مريض ووجه لابن مروان اذ صبا

وكنت امرأ ناصحة غير مؤثر ــ عليه ابن مروان ولا متقربا

اليه بما تقذى عين مصعب ــ

ولكننى ناصحت فى الله مصعبا

الى ان رمته الحادثات بسهمها ــ فبا لله سهما اسد وأصوبا

فان يك هذا الدهر ادرى بمصعب ــ واصبح عبد الله شلوا ملجا

فكل امرئ حاس من الموت جرعه ــ

وان خادعتها جهده وتهبا

'আপনার জীবনের শপথ ! আপনি মানুষের কোন প্রয়োজন না পূরণ রাখেননি এবং আপনি হিদায়াতের পোশাক দ্বিধান্বিত অবস্থায় পরিধান করেন নি।'

'একদিন সকালে মুস'আব আমাকে ডাকলেন। আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিলাম এবং বললাম, আহলান সাহলান মারহাবা ! আপনার পিতা হলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিশেষ সহচর ও তাঁর তরবারি। কাজেই আল হামদুলিল্লাহ্ আপনি পিতার দিক থেকে আমাদের সকলের চাইতে শ্রেষ্ঠ।'

Contents

'আর ঐ যে আপনার ভাই। তিনিও তাঁর আলোকমালা দ্বারা মক্কায় হিদায়াত বিস্তার করে গেছেন। তিনি আমাদেরকে উচ্চকণ্ঠে আহবান জানাতেন।'

'আমি দু'মুখো মানুষ নই যে, এক রুগ্ন মুখ মুস'আব-এর জন্য এক মুখ মারওয়ান-এর জন্য থাকবে।'

'আমি ইব্ন মারওয়ান-এর হিত কামনা করেছিলাম। কিন্তু তা তাকে প্রভাবিত করেনি এবং সে আমার কাছেও আসেনি। আসলে হয়ত মুসআব-এর চোখ কিছুটা সান্ত্বনা পেত। কিন্তু আমি আল্লাহ্‌র খাতিরে মুসআব-এরও হিত কামনা করেছি।'

'তারপর এমন একটি সময় আসল যে, বিপদ তাকে তীরবিদ্ধ করল। কত সঠিক লক্ষভেদী ছিল সেই তীর।'

'সেই যুগ মুসআবকে ধ্বংস করে দিয়েছে এবং আব্দুল্লাহ্‌ও টুকরো টুকরো হয়ে গেছেন। এভাবে প্রতিটি মানুষকেই মৃত্যুর ঢোক গিলতে হবে। তার থেকে রক্ষা পাওয়ার যত চেষ্টাই মানুষ করুন না কেন।'

কথিত আছে যে, আব্দুল্লাহ্ ইবনুয যুবাইর (রা)-কে জোড়ায় জোড়ায় আলাদা করে ফেলার পর তাঁর মা তাঁকে গোসল দিয়েছিলেন এবং সুগন্ধি মাখিয়ে কাফন পরিয়ে জানাযা পড়েন এবং তাঁকে বহন করে মদীনা নিয়ে গিয়ে সাফিয়্যা বিনত হুয়াই-এর গৃহে দাফন করেন। তারপর এই গৃহটিকে সম্প্রসারিত করে মসজিদে নববীর অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়। কাজেই আব্দুল্লাহ্ ইবনুয যুবাইর (রা) এখন নবীজী (সা), আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)-এর সঙ্গে মসজিদে নববীতে দাফন হয়ে আছেন। একাধিক রাবী এই বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

তাবারানী আমির ইব্ন আব্দুল্লাহ্ ইবনুয যুবাইর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁর পিতা তাঁকে বলেছেন, নবী করীম (সা) ফেলে দেয়ার জন্য সিঙ্গার রক্ত তাঁর হাতে দেন। কিন্তু তিনি তা পান করে ফেলেন। ফিরে আসার পর নবী করীম (সা) বললেন, আব্দুল্লাহ্ ! রক্ত কী করেছ ? আমি বললাম, তা এমন এক জায়গায় রেখে দিয়েছি যে, আমার ধারণা তা মানুষের নিকট গোপন থাকবে।

নবী করীম (সা) বললেন, মনে হচ্ছে তুমি সেগুলো পান করে ফেলেছ ? আমি বললাম, জী হ্যাঁ। নবী করীম (সা) বললেন, তোমাকে রক্ত পান করার কে নির্দেশ দিল ? মানুষের দ্বারা তুমি ধ্বংস হবে আর তোমার দ্বারা মানুষ ধ্বংস হবে।

সালমান আল-ফারসী (রা) একদিন নবী করীম (সা)-এর নিকট গিয়ে দেখতে পেলেন, আব্দুল্লাহ্ ইবনুয যুবাইর (রা) বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর হাতে একটি চিলমচি, তা থেকে তিনি পান করছেন। সালমান (রা) নবী করীম (সা)-এর নিকট প্রবেশ করলেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনুয যুবাইর (রা)-ও প্রবেশ করলেন। নবী করীম (সা) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কাজ শেষ করেছ ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সালমান (রা) বললেন, কী কাজ হে আল্লাহ্‌র রাসূল ? নবী করীম (সা) বললেন, আমি সিঙ্গা লাগিয়েছিলাম। তার রক্ত ফেলে আসার জন্য তাঁর হাতে দিয়েছিলাম। সালমান (রা) বললেন, যে সত্তা আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ ! তিনি তো সেগুলো পান করে ফেলেছেন।

নবী করীম (সা) বললেন, তুমি সেগুলো পান করেছ ? তিনি বললেন, জী হ্যাঁ। নবী করীম (সা) বললেন, কেন ? ইবনুয যুবাইর (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)-এর রক্ত আমার

পেটে থাকুক, তা ভাল মনে করলাম। এবার নবী করীম (সা) ইবনুয যুবাইর-এর মাথায় হাত রেখে বললেন, তুমি মানুষের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং মানুষ তোমার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কসম ভঙ্গ ছাড়া আগুন তোমাকে স্পর্শ করবে না।

ইয়াযীদ ইব্‌ন মু'আবিয়া যখন ইবনুয যুবাইর-এর নিকট সোনার রশি, রূপার শিকল ও বেড়ী প্রেরণ করেছিলেন এবং শপথ করেছিলেন, আপনি এগুলোতে আবদ্ধ হয়ে অবশ্যই আমার নিকট চলে আসবে। ফলে লোকেরা তাঁকে বলল, আপনি আমীরুল মু'মিনীনের কসম পূরণ করুন। জবাবে তিনি বললেন,

ولا الين لغير الحق اسأله —

حتى تلين لضرس الماضع الحجرُ

'আমি অসত্যের কাছে নত হব না। আল্লাহ্‌র শপথ ! যতক্ষণ না চর্বনকারী দাঁতের জন্য পাথর কোমল হয়।'

তারপর তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ ! সম্মানজনক তরবারির আঘাত আমার নিকট অপমানের বেত্রাঘাত অপেক্ষা বেশী প্রিয়। তারপর তিনি লোকদেরকে নিজের আনুগত্যের আহবান জানালেন এবং ইয়াযীদ ইবন মু'আবিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন।

তাবারানী বর্ণনা করেন, ইবনুয যুবাইর (রা) একদিন তাঁর মায়ের নিকট বললেন, নিশ্চয় মৃত্যুতে প্রশান্তি রয়েছে। তাঁর মায়ের বয়স তখন একশত বছর। অথচ, তখনো তাঁর একটি দাঁতও পড়েনি এবং দৃষ্টি শক্তিও নষ্ট হয়নি। তিনি বললেন, তোমাকে দুই কূলের যে কোন এক কূলে না দেখা পর্যন্ত আমি ইনতিকাল করতে চাই না। হয় তুমি রাজত্ব লাভ করবে, যার ফলে আমার চোখ শীতল হবে। কিংবা তুমি নিহত হবে আর আমি তোমার জন্য সওয়াব লাভ করব। তারপর ইবনুয যুবাইর (রা) তাঁর থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। তখন তিনি বলছিলেন ঃ-

ولست بمبتاع الحياة بسبة —

ولا بمرتق من خشية الموت سلما

'আমি লাঞ্ছনার বিনিময়ে জীবন ক্রয় করবার নই। আর মৃত্যুর ভয়ে আমি সিঁড়ি অনুসন্ধানকারীও নই।

তারপর তিনি যুবাইর বংশের লোকদের নিকট গিয়ে তাদেরকে উপদেশ প্রদান করেন। তিনি বললেন, তোমাদের প্রত্যেকেই নিজেকে একটি করে তরবারি করে নেয়, যেমন প্রত্যেকের একটি করে আছে। যাতে তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে সুরক্ষা করতে পার। যেন নিজেই নিজের আমীর।

তারপর বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ ! আমি যখনই যে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি, অগ্রবাহিনীতে ছাড়া যুদ্ধ করি নি। আর যখনই জখম হয়েছি, চিকিৎসা পেয়েছি। তারপর তিনি শত্রুর উপর আক্রমণ করেন। তখন সুফিয়ান তাঁর সঙ্গে। সে সময় সর্বপ্রথম আসওয়াদ তাঁর মুখোমুখী হয়। তিনি তরবারি দ্বারা আঘাত করে তার পা কেটে দেন। ফলে আসওয়াদ তাঁকে বলল, আহ ! হে ব্যভিচারিণীর পুত্র ! তারপর তিনি তাদেরকে মসজিদ থেকে তাড়িয়ে দেন। তখন মসজিদের ছাদে তাঁর সহযোগীদের একটি দল ছিল, যারা শত্রুর উপর ইট ছুড়ছিল। অনিচ্ছাবশত তাদের একজনের একটি ইট এসে ইবনুয যুবাইরের মাথার তালুতে আঘাত হানে। তাতে তাঁর মাথা

কেটে যায়। তিনি দাঁড়িয়ে গিয়ে বললেন, আমার প্রতিপক্ষ যদি একজন হত, তাহলে আমি তার জন্য যথেষ্ট ছিলাম। তিনি আরো বলেন,

ولسنا على الاعقاب تدمى كلومنا –

ولكن على اقدامنا يقطر الدم –

'আমরা এমন নই যে, আমাদের জখম গোড়ালীতে রক্ত ঝরাবে। রক্ত ঝরে থাকে বরং আমাদের পায়ের উপর। তারপর তিনি পড়ে গেলেন। তাঁর দু'জন গোলাম এসে তাঁর প্রতি মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, গোলাম তার মনিবকেও রক্ষা করে এবং নিজেও নিরাপদ থাকে। তারপর শত্রুসেনারা ছুটে এসে তাঁর ম্যাথাটা কেটে ফেলে।

তাবারানী ইসহাক ইব্‌ন আবূ ইসহাক থেকে বর্ণনা করেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইবনুয যুবাইর (রা)-এর নিহত হওয়ার সময় মসজিদুল হারামে উপস্থিত ছিলাম। তিনি যেদিন নিহত হন, সেদিন সৈন্যরা দলে দলে মসজিদের বিভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে থাকে। কিন্তু যখনই একটি দল প্রবেশ করত। তিনি হামলা করে তাদেরকে বের করে দিতেন। এমনি অবস্থায় মসজিদের একটি ঝুলবারান্দা ছুটে এসে তাঁর মাথায় পতিত হল এবং তাকে মাটিতে ফেলে দিল। তিনি তখন এই পঙ্‌ক্তিগুলো আবৃত্তি করছিলেন ঃ

اسماء اسماء لا تبكيني –

لم يبق الاصبى ودينى وصارم لانت به يمينى

'আসমা ! হে আসমা ! তুমি আমার জন্য কেঁদ না। আমার বংশমর্যাদা, আমার দীন আর সেই ধারাল তরবারি ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট রইল না, যার দ্বারা আমার ডানহাত মসৃন হয়েছিল।'

বর্ণিত আছে যে, আবদুল্লাহ্ ইবনুয যুবাইর (রা)-এর মা হাজ্জাজকে বলেছিলেন, এই আরোহীর কি এখনও অবতরণ করার সময় হয়নি ? উত্তরে হাজ্জাজ বললেন, তোমার ছেলে মুনাফিক।

ইবনুয যুবাইর-এর মা বললেন, আল্লাহ্র শপথ ! সে মুনাফিক ছিল না। নিঃসন্দেহে সে অধিক রোযা পালনকারী, নামায আদায়কারী ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী ছিল। হাজ্জাজ বললেন, বৃদ্ধা ! তুমি চলে যাও। কেননা, তুমি তো ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছ। ইবনুয যুবাইর-এর মা বললেন, আল্লাহ্র শপথ ! আমি ছিন্নভিন্ন হইনি। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, 'ছাকীফ থেকে একজন মিথ্যাবাদী ও একজন ধ্বংসকারী আবির্ভূত হবে।' আমরা মিথ্যাবাদীকে তো দেখেছি। আর ধ্বংসকারী হলে তুমি।

মুজাহিদ বলেন, আমি ইবন উমর (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি ইবনুয যুবাইর (রা)-এর (লাশের) নিকট দিয়ে অতিক্রম করেন। তখন তিনি দাঁড়িয়ে গিয়ে তাঁর জন্য দু'আ করেন। তারপর তিনি আমার প্রতি মুখ ফিরিয়ে বললেন, আমাকে আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করবে, তাকে তার প্রতিফল দেয়া হবে।' ইব্‌ন জুরাইজ সুফিয়ান বর্ণনা করেন যে, আবূ মালিক বলেছেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট ইবনুয যুবাইর (রা)-এর কথা উল্লেখ করি।

তিনি বললেন, তিনি ইসলামে একজন সচ্চরিত্রবান, কুরআন পাঠকারী, অধিক রোযা পালনকারী ও অধিক নামায আদায়কারী ব্যক্তি ছিলেন, তাঁর পিতা হলেন যুবাইর। মা আসমা।

নানা আবূ বকর (রা)। ফুফু খাদীজা, দাদী সাফিয়্যা এবং খালা হলেন আয়েশা (রা)। আল্লাহ্র শপথ ! আমি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে এমন মূল্যায়ন করি, যা আবূ বকর (রা)-কেও করিনি, উমর (রা)-কেও নয়।

যাকারিয়া আন-নাজী সূত্রে তাবারানী বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ বলেছেন, আমি ইবনুয যুবাইর (রা)-এর হজ্জের ভাষণটি শুনেছি। তিনি তারবিয়ার আগের দিন (সাত যিলহজ্জ) আমাদের নিকট আগমন করেন। তিনি তখন ইহ্রাম বাঁধা অবস্থায় ছিলেন। তিনি এত উত্তমরূপে তালবিয়া পাঠ করলেন, যা আমি কখনো শুনিনি। তারপর আল্লাহ্র প্রশংসা ও হামদ্পূর্ণ বর্ণনা করে বললেন, পর সমাচার এই যে, নিশ্চয় আপনারা বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আল্লাহ্র মেহমানরূপে এসেছেন। আল্লাহ্র হক হল, তাঁর মেহমানের যথাযথ সম্মান করা। আপনাদের মধ্যে থেকে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট যা আছে, তার প্রত্যাশা করেন, তিনি জেনে রাখুন আল্লাহ্র নিকট যা কিছু আছে তার অন্বেষণকারী ব্যর্থ হয় না। কাজেই আপনারা আপনাদের মুখের কথাকে কাজের দ্বারা সত্য প্রমাণিত করুন। কেননা, কথার মূলধন হল কাজ, নিয়তের নিয়ত আর হৃদয়ের হৃদয়। এই দিনগুলোতে আপনারা আল্লাহ্কে ভয় করুন। কারণ এ দিনগুলোতে গুনাহ্ মাফ করা হয়। আপনারা বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসেছেন। এখানে আপনাদের উদ্দেশ্য ব্যবসা, অর্থোপার্জন কিংবা দুনিয়া অন্বেষণ নয়। তারপর তিনি তালবিয়া পাঠ করেন। লোকেরাও তালবিয়া পাঠ করে। সেদিন আমি তাঁকে এত কাঁদতে দেখেছি, যা পূর্বে কখনো দেখিনি।

হাইয়ান ইব্ন মূসা সূত্রে হামান ইব্ন সুফিয়ান বর্ণনা করেন যে, ওহ্ব ইব্ন কায়সান বলেন, আবদুল্লাহ্ ইবনুয যুবাইর আমার নিকট একটি উপদেশ লিখে পাঠাল, হামদ ও সালাতের পর। তাকওয়ার অধিকারীদের এমন কিছু চিহ্ন আছে, যা দ্বারা তাদরেকে চেনা যায় এবং তারা নিজেরাও তা অনুভব করে থাকে। সত্য বলা, আমানত আদায় করা, রাগ হজম করা, বিপদে ধৈর্যধারণ করা, তাকদীরে সন্তুষ্ট থাকা, নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা ও কুরআনের নির্দেশের সামনে অবনত হওয়া। যুগ হল বাজারের ন্যায়। বাজারে যা চলে, তা-ই সেখানে বয়ে নেয়া যায়। তেমনি যুগে যদি সত্য চালু হয়ে যায়, তাহলে মানুষ তা-ই বহন করে এবং এবং সত্যের ধারকরা এসে ভিড় জমায়। আর যদি মিথ্যার প্রচলন ঘটে, তাহলে তা-ই বহন করা হয় এবং তার ধারকরা ছুটে আসে।

হিশাম ইব্ন উরওয়া সূত্রে আবূ মু'আবিয়া বর্ণনা করেন যে, ওহ্ব ইব্ন কায়সান বলেছেন, রাজা-বাদশাহ্ হোক কিংবা অন্য কেউ ভয়ে বা আশায় ইবনুয যুবাইরকে কখনো কারো কাছে আমি নত হতে দেখিনি। এই সূত্রে সিরিয়বাসী তাঁকে নিন্দা করত এবং হে দুই কোমরবন্দওয়ালীর পুত্র বলে ডাকত। তা শুনে আসমা (রা) তাঁকে বললেন, বৎস ! তারা তোমাকে দুই কোমরবন্দের উল্লেখ করে লজ্জা দেয়। আমার আসলে একটিই কোমরবন্দ ছিল। সেটিকে ছিঁড়ে আমি দু'টুকরা করি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও আবূ বকর তখন হিজরতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন তখন তাঁর একটিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দস্তরখানা বানাই, আর অপরটি দ্বারা মশক বেঁধে দেই।

এরপর মানুষ যখন ইবনুয যুবাইরকে দুই কোমরবন্দ (যাতুন নিতাকাইন) বলে লজ্জা দিত, তখন তিনি বলতেন, আল্লাহ্র শপথ ! সেটি একটি ব্যাধি, তোমার থেকে যার লজ্জা দূর হয়ে যাবে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

৭৩ হিজরীতে ইবনুয যুবাইর-এর সঙ্গে মক্কায় আরো যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ নিহত হন

আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাফওয়ান (রা)

ইব্ন উমাইয়া ইব্ন খাল্ফ আল-জুমাহী আবূ সাফওয়ান আল-মক্কী। তিনি পিতার বড় সন্তান ছিলেন। তিনি নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশা পেয়েছিলেন এবং উমর (রা) ও একদল সাহাবা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন অনেক তাবে'য়ী। তিনি সমাজপতি, সম্ভ্রান্ত, সর্বজনমান্য, ধৈর্যশীল ও কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন। একজন কৃষ্ণকায় দাসও যদি তাঁকে গালি দিত, তিনি তাতে লজ্জাবোধ করতেন না। কিছু পাওয়ার আশায় তাঁর নিকট এসে কেউ ব্যর্থ হয়েছে, এমন ঘটনা ঘটেনি। কোন পানিশূন্য মরু এলাকার সংবাদ পেলেই তিনি সেখানে একটি কূপ খনন করে দিতেন কিংবা সেখানে কল্যাণমূলক কোন না কোন কাজ করে দিতেন। কোন দুর্গম পথ হলেই তিনি তা সুগম করে দিতেন।

কথিত আছে যে, মুহাল্লাব ইব্ন আবূ সাক্রা একবার ইরাক থেকে ইবনুয যুবাইর (রা)-এর নিকট আগমন করে দীর্ঘ সময় তাঁর সঙ্গে একান্তে অতিবাহিত করেন। ইতিমধ্যে আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাফওয়ান এসে উপস্থিত হন। তিনি বলেন, এই ব্যক্তি যিনি আপনাকে দিনভর আটকে রাখলেন, ইনি কে ? ইবনুয যুবাইর বললেন, ইনি ইরাকী আরবদের নেতা। ইব্ন সাফওয়ান বললেন, তাহলে তো ইনি মুহাল্লাবই হবেন। তা শুনে মুহাল্লাব ইবনুয যুবাইরকে জিজ্ঞাসা করলেন, যে লোকটি আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছেন, ইনি কে হে আমীরুল মু'মিনীন ! ইবনুয যুবাইর (রা) বললেন, ইনি মক্কার কুরায়শদের নেতা। মুহাল্লাব ইব্ন সাফওয়ানই হবেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাফওয়ান অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। যুবাইর ইব্ন বাক্কার বর্ণনা করেন, মু'আবিয়া (রা) হজ্জ করতে আগমন করেন। তখন মানুষ তাঁর সঙ্গে চলতে শুরু করেন। তা দেখে সিরীয়বাসী বলাবলি করতে শুরু করল, আমীরুল মু'মিনীনের সঙ্গে হাটছে, এই লোকটা কে ? মু'আবিয়া (রা) মক্কা পৌঁছে হঠাৎ দেখতে পেলেন, ছাগলপালের যেন একটি সাদা পাহাড়। ইব্ন সাফওয়ান বললেন, আমীরুল মু'মিনীন ! এই ছাগলগুলো আমি আপনাকে দান করলাম। গুণে দেখা গেল দুই হাজার বকরী। এর প্রতিক্রিয়ায় সিরিয়াবাসী বলল, আমরা আমীরুল মু'মিনীন-এর ভাতিজা অপেক্ষা অধিক দানশীল মানুষ আর দেখিনি।

হাজ্জাজ যখন ইবনুয যুবাইরকে অবরুদ্ধ করেন, তখন যারা তাঁর সঙ্গে দৃঢ়পদ থাকেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাফওয়ান (রা) তাঁদের একজন ছিলেন। তখন ইবনুয যুবাইর (রা) তাঁকে বলেছিলেন, আমি আপনার থেকে আমার বায়'আত প্রত্যাহার করে নিলাম। এখন আপনি যেখানে ইচ্ছা চলে যেতে পারেন। উত্তরে ইব্ন সাফওয়ান (রা) বললেন, আমি তো যুদ্ধ করেছি আমার দীনের স্বার্থে। তারপর তিনি নিজেকে দৃঢ় রাখেন। এক পর্যায়ে এ বছরই কা'বার

গিলাফ ধরে ঝুলে থাকা অবস্থায় নিহত হন। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন এবং সম্মান দান করুন।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুতী' (রা)

ইবনুল আসওয়াদ ইব্ন হারিছা আল-কুরায়শী আল-আদাবী আল-মাদানী। নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় জন্মলাভ করেন এবং তিনি তাহ্নীক করেছেন ও তাঁর জন্য বরকতের দু'আ করেছেন। তিনি তাঁর পিতার সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণনা করেছন যে, নবী করীম (সা) বলেছেন, আজকের থেকে কিয়ামত পর্যন্ত কোন কুরায়শী আটক অবস্থায় নিহত হবে না। তাঁর থেকে তার দু'পুত্র ইবরাহীম ও মুহাম্মদ, শা'বী, ঈসা ইব্ন তালহা ইব্ন উবাইদুল্লাহ্ ও মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মূসা হাদীস বর্ণনা করেছেন। যুবাইর ইব্ন বাক্কার বলেন, ইব্ন মুতী' সাহসে ও বীরত্বে শীর্ষস্থানীয় কুরায়শদের একজন ছিলেন। আমার চাচা মুসআব বলেছেন, তিনি হাররার ঘটনার দিন কুরায়শের আমীর ছিলেন। পরে ইবনুয যুবাইর (রা)-এর সঙ্গে মক্কায় নিহত হন। তখন তিনি বলছিলেন ঃ

انا الـذى فـردت يـوم الـحـرة ـــ

و الـشـيـخ لا يـفـر الامـرة ولا جـبـرت فـرة بـكـرة

আমি সেই ব্যক্তি, যে হাররার দিন পলায়ন করেছিল। আর প্রবীণ লোকেরা একবারই পালায়। তবে ফিরে এসে পুনরায় আক্রমণ করেও তার প্রতিবিধান হয় না।

আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।

'আউফ ইব্ন মালিক (রা)

'আউফ ইব্ন মালিক ইব্ন আবূ 'আউফ আল-আশজা'য়ী আল-গাতফানী একজন মহান সাহাবী। খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ এবং তাঁর আগে অন্যান্য আমীরদের সঙ্গে মুতার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি মক্কা জয়েও অংশ নিয়েছিলেন। সেদিন তাঁর সঙ্গে তাঁর সম্প্রদায়ের ঝাণ্ডা ছিল। তিনি সিরিয়াজয়েও অংশ নিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে একাধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তঁরা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন একদল তাবে'য়ী ও আবূ হুরায়রা (রা)। তবে তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-এর আগে ইনতিকাল করেন। ওয়াকিদী খলীফা ইব্ন খাইয়াত ও আবূ উবাইদা প্রমুখ বলেন, আউফ ইব্ন মালিক (রা) তেহাত্তর হিজরী সনে সিরিয়ায় ইনতিকাল করেন।

আসমা বিন্ত আবূ বকর আস-সিদ্দীক (রা)

আবদুল্লাহ্ ইবনুয যুবাইর-এর মা। তাঁকে যাতুন-নিতাকাইন বলা হয়। এই নামে নামকরণ করা হয় তখন যখন হিজরতের বছর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও আবূ বকর সিদ্দীক (রা) মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার সময় তিনি নিজের কোমরবন্দটি ছিঁড়ে তা দ্বারা তাদের খাবারের পুটুলী বেঁধে দিয়েছিলেন। তাঁর মা হলেন, বনূ আমির ইব্ন লুয়াই গোত্রের কাইলা অথবা কাবীলা বিন্ত আবদুল উয্যা। ইসলামের শুরুতেই মুসলমানরা মক্কা থাকতেই প্রথম প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি ও তাঁর স্বামী যুবাইর (রা) হিজরত করেন, তখন তিনি গর্ভবতী ছিলেন। গর্ভের সন্তান আবদুল্লাহ্র প্রসবকাল তখন আসন্ন মুসলমানদের মদীনা আগমনের পর পর

কুবায় তিনি তাঁকে প্রসব করেন। পরে যুবাইর (রা)-এর ঔরসে তিনি উরওয়া ও মুনযির নামের দুই পুত্র প্রসব করেন। তিনি মুহাজির পুরুষ ও মুহাজির মহিলাদের মধ্যে সকলের শেষে ইনতিকাল করেন। তিনি তাঁর বোন আয়েশা, পিতা আবূ বকর সিদ্দীক, দাদা আবূ আতীক, পুত্র আবদুল্লাহ্ ও স্বামী যুবাইর (রা) সকলেই সাহাবী ছিলেন। আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

পুত্র ও স্বামীর সঙ্গে তিনি ইয়ারমুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর বোন আয়েশা (রা)-এর দশ বছরের বড়। কথিত আছে, তাঁর পুত্র যুবাইরকে হত্যা করার পর হাজ্জাজ তাঁর নিকট এসে বললেন, আম্মা ! আমীরুল মু'মিনীন আমাকে আপনার সাথে সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। তাই কোন প্রয়োজন আছে কি ? উত্তরে তিনি বললেন, আমি তোমার মা নই। আমি সেই লোকটির মা যাঁকে ছানিয়ার উপর শূলি দিয়ে রাখা হয়েছে। আর আমার কোন প্রয়োজন নেই। তবে আমি তোমাকে একটি হাদীস শোনাব। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, ছাকীফ গোত্র থেকে একজন মিথ্যাবাদী ও একজন ধ্বংসকারী আত্মপ্রকাশ করবে। মিথ্যাবাদীকে তো আমরা দেখেছি। আর ধ্বংসকারী ! আমি তোমাকেই সেই ধ্বংসকারী মনে করি। হাজ্জাজ বললেন, আমি মুনাফিকদের ধ্বংসকারী।

কথিত আছে, হাজ্জাজের সঙ্গে ইব্ন উমর (রা) আসমা (রা)-এর নিকট গমন করেছিলেন। তখন তাঁর পুত্র শূলিতে চড়ানো। তিনি তাকে বললেন, এই দেহটি কিছু নয়। আত্মাগুলো তো থাকে আল্লাহ্র নিকট। অতএব, আপনি ধৈর্যধারণ করুন। উত্তরে আসমা (রা) বললেন, আমার ধৈর্যধারণ করতে বাধা কিসের ? ইয়াহইয়া ইব্ন যাকারিয়া (আ)-এর মস্তক কি বনী ইসরাঈলের এক বেশ্যাকে উপহার দেয়া হয়নি ?

কেউ কেউ বলেন, আসমা তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ্কে গোসল দিয়েছিলেন, সুগন্ধি মাখিয়েছেন, কাফন পরিয়েছেন ও নামাযে জানাযা আদায় করে দাফন করেছেন। তার দিন কয়েক পর জুমাদাল আখিরার শেষ দিকে তিনি ইনতিকাল করেন। আরো কথিত আছে যে, আসমা যখন বার্ধক্যে উপনীত হন, তখন যুবাইর (রা) তাঁকে তালাক দেন।

কেউ কেউ বলেন, পুত্র আবদুল্লাহ্ যুবাইর (রা)-কে বলেছিলেন, আমার মত লোকের মায়ের সঙ্গে কেউ সহবাস করতে পারে না। ফলে যুবাইর তাকে তালাক দিয়েছেন। কেউ বলেন, বরং আসমা ও যুবাইর বিবাদে লিপ্ত হলে আবদুল্লাহ্ তাঁদের মাঝে মীমাংসার চেষ্টা করেন। তখন যুবাইর বললেন,[১] যদি ঘরে প্রবেশ করে তাহলে সে তালাক। কিন্তু তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন। ফলে তিনি বাইন তালাক প্রাপ্ত হয়ে যান। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

আসমা (রা) দীর্ঘ সুস্থজীবন লাভ করেছিলেন। তবে শেষ বয়সে দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। কেউ কেউ বলেন, বরং তাঁর চোখ সম্পূর্ণ ভাল ছিল এবং তাঁর একটি দাঁতও পড়েনি। এ বছরই তাঁর পুত্রের হত্যাকাণ্ড দেখার বয়স পেয়েছেন। যেমনটি আমরা উপরে উল্লেখ করেছি। পুত্রের নিহত হওয়ার পাঁচদিন পর তিনি মারা যান। কেউ বলেন দশদিন, কেউ বলেন বিশদিন, কেউ বলেন তেইশ দিন পর।

কেউ বলেন, ইবনুয যুবাইর-এর নিহত হওয়ার পরও তিনি একশত দিন বেঁচে ছিলেন। এই অভিমতটি সবচাইতে অধিক প্রসিদ্ধ। তিনি একশত বছর আয়ু লাভ করেছিলেন। কিন্তু সে

---

১. মূল গ্রন্থে আছে তুমি ঘরে প্রবেশ কর, তবে সে তালাক-তবে এটা মুদ্রণ বিভ্রাট।

বয়সেও তাঁর একটি দাঁতও পড়েনি এবং জ্ঞান-বুদ্ধিও লোপ পায়নি। আল্লাহ্ তাঁকে রহম করুন। তিনি নবী করীম (সা) থেকে বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইব্ন জারীর বলেন, এ বছর অর্থাৎ-তেহাত্তর হিজরী সনে আবদুল মালিক খালিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্কে বসরা থেকে ক্ষমতাচ্যুত করেন এবং বসরাকে কূফার সঙ্গে যুক্ত করে উভয় নগরী তাঁর ভাই বিশ্র ইব্ন মারওয়ান-এর হাতে তুলে দেন। ফলে খালিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আমর ইব্ন হুরাইছকে কূফার নায়েব নিযুক্ত করে নিজে বসরা চলে যান। তারপর এ বছরই গরমের মওসুমে মুহাম্মদ ইব্ন মারওয়ান যুদ্ধ করে রোম দেরকে পরাজিত করেন।

কেউ কেউ বলেন, এ বছরই উসমান ইবনুল অলীদ আর্মেনিয়ার দিক থেকে রোমানদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। সে যুদ্ধে তাঁর সৈন্য ছিল চার হাজার আর রোমানরা ছিল ষাট হাজার। উসমান রোমানদেরকে পরাজিত করেন এবং তাদের মাঝে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ পরিচালনা করেন। এ বছরই হাজ্জাজ মানুষের জন্য হজ্জ পরিচালনা করেন। তিনি তখন মক্কা ইয়েমেন ও ইয়ামামার শাসক। আর কূফা ও বসরার শাসক ছিলেন বিশ্র ইব্ন মারওয়ান। কূফার বিচারক তখন শুরাইহ ইবনুল হারিছ। বসরায় হিশাম ইব্ন হুবাইরা। সে সময় খুরাসানের শাসনকর্তা ছিলেন বুকাইর ইব্ন বিশাহ্ যিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন খাযিম-এর নায়েব ছিলেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

এ বছর আরো যে ক'জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ইনতিকাল করেন

আবদুল্লাহ্ সা'দ ইব্‌ন জাছ্‌ম আল-আনসারী (রা)

তিনি সাহাবী ছিলেন, ইয়ারমুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, তিনি অত্যধিক ইবাদতগুযার ছিলেন এবং বহু যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ হাদ্‌রাদ আল-আসলামী (রা)

তাঁর উপনাম আবূ মুহাম্মদ। তিনি সাহাবী ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি মদীনায় ইনতিকাল করেন।

মালিক ইব্‌ন মাসমা' ইব্‌ন গাস্‌সান আল-বসরী (রা)

ইনি অধিক ইবাদতকারী ও কঠোর সাধক ছিলেন।

ছাবিত ইব্‌ন যাহ্‌হাক আল-আনসারী (রা)

একজন সাহাবী ছিলেন এবং হাদীস বর্ণনা করেছেন। মদীনায় ইনতিকাল করেন। তাঁকে আবূ যায়দ আল-আশমামী নামে ডাকা হত। যাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে বৃক্ষ তলে বায়'আত নিয়েছিলেন, তিনি তাঁদের একজন। ইয়াহইয়া ইব্‌ন আবূ কাছীর আবূ কিলাবা সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, ছাবিত ইবনুয যাহ্‌হাক বৃক্ষের নীচে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে বায়'আত নিয়েছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মু'মিনের নামে কুফরির অপবাদ আরোপ করল, তার দায়-দায়িত্ব তাকেই বহন করতে হবে।

যয়নাব বিন্‌ত আবূ সালামা আল-মাখযূমী (রা)

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পোষ্যকন্যা। তাঁর মা তাঁকে হাবশায় প্রসব করেন। তিনি মহিলা সাহাবী ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তাওবা ইব্‌নুস সাম্মা

এই সেই ব্যক্তি, যাকে লায়লার মজনু বলা হয়ে থাকে। তাওবা বনূ হারিছ ইব্‌ন কা'ব-এর উপর অতর্কিত আক্রমণ করে বেড়াতেন। এক পর্যায়ে তিনি লায়লাকে দেখে তার প্রতি প্রচণ্ডভাবে আসক্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁর সম্পর্কে ব্যাপক অর্থবোধক ও প্রজ্ঞাপূর্ণ এমন বহু কবিতা আবৃত্তি করেন, যেমনটি অতীতে কেউ রচনা করেনি। একবার তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আপনার ও লায়লার মাঝে কি কখনো সংশয় সন্দেহ বা অপবাদমূলক ঘটনা ঘটেছিল। তিনি বললেন, আমি যদি কখনো কোন মাহরাম নারীর জন্য আমার পাজামা খুলে থাকি তাহলে আমি যেন মুহাম্মদ (সা)-এর সুপারিশ থেকে বঞ্চিত হই।

একদা লায়লা আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান-এর নিকট গিয়ে জুলুমের প্রতিকারের জন্য অভিযোগ দায়ের করে। ইব্‌ন মারওয়ান তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাওবা তোমার মধ্যে এমন কী দেখল, যার জন্য সে তোমার প্রতি এত আসক্ত হয়ে পড়লে ? উত্তরে সে বলল, আল্লাহ্‌র শপথ ! হে আমীরুল মু'মিনীন ! তার ও আমার মাঝে কখনো সংশয় জাগেনি এবং পরস্পর কোন অশালীন বাক্য বিনিময় হয়নি। আরবের মানুষ একে অপরের প্রতি আসক্ত হয়, সচ্চরিত্র থাকে এবং নোংরামী পরিহারপূর্বক প্রিয় পাত্রের নামে কবিতা আবৃত্তি করে থাকে। তারপর আবদুল মালিক তার সমস্যার সমাধান করেন এবং উপহার দিয়ে বিদায় দেন।

তাওবা এ বছর ইনতিকাল করেন। কথিত আছে, লায়লা তাঁর কবরের নিকট এসে কাঁদতে কাঁদতে মারা যায়। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।

আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করছি যেন তিনি গ্রন্থটিকে একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কবুল করে নেন এবং একে উপাদেয় করে দেন। তিনি সর্বব্যাপী মহা ক্ষমতার মালিক।

অষ্টম খণ্ড সমাপ্ত

ইফাবা (উ) ২০০৭-২০০৮/অ:স:/৪২১৫–৩,২৫০